গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট বিষয়সমূহের সূচী

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আজ আট বৎসর গত হইল, উত্তর-বঙ্গের একজন প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী, বিদ্যোৎসাহী ও পরমবৈষ্ণব এবং পরমধার্ম্মিক ভূম্যধিকারীর উৎসাহে আমরা এই মহাগ্রন্থের সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। উক্ত জমিদার মহাশয়ের সতীর্থ ও বাল্যবন্ধু এবং আমার বিশ্বাসী সুহৃদের প্রমুখাৎ জানিয়াছিলাম এবং জমিদার মহাশয়ের দুইখানি পত্র হইতেও স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি এই গ্রন্থপ্রকাশ ও মুদ্রাঙ্কনের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিবেন; তাই আমরা প্রাণপণে আগ্রহ সহকারে এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম। তিনি প্রথম পত্রের এক স্থানে লিখিয়াছিলেন,—

"আপনার সংগ্রহ প্রায় শেষ হইয়াছে, শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু পদগুলি যেন সম্পূর্ণরূপে মহাজনী পদ হয়। গ্রন্থমধ্যে একটীও আধুনিক পদ থাকিলে গ্রন্থ মুদ্রিত হইবে না।"

তিনি দ্বিতীয় পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"আপনার সংগৃহীত গ্রন্থপ্রকাশে এই ভগবৎসংসার হইতে কত ব্যয় পড়িবে, তাহার নির্ণয় জন্য গ্রন্থখানি সত্বর প্রেরণ করিবেন" ইত্যাদি।

এই আদেশ অনুসারে পাঁচ বৎসর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ গ্রন্থখানি উক্ত ভূম্যধিকারী মহাশয়ের নিকট পাঠাইবার পর, তিনি গ্রন্থখানির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু সমগ্র মুদ্রণ-ব্যয়স্থলে মাত্র শত মুদ্রা সাহায্যার্থ প্রদান করিবেন, এইরূপ জানাইলেন। আমরা এই অনুগ্রহে বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইলাম। কারণ, আমাদিগের গ্রন্থপ্রকাশে পাঁচ শত মুদ্রার প্রয়োজন। আমরা নিজে নির্ধন, সুতরাং মাত্র শত মুদ্রা গ্রহণ নিষ্ফল জানিয়া, উহা আমরা গ্রহণ করি নাই। এই অভাবনীয় দুর্ঘটনায় হতাশ্বাস হইয়া, আমরা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায়(১) মুদ্রণব্যয় নির্ব্বাহ জন্য একটী প্রস্তাবের উত্থাপন করি; তাহা পাঠ করিয়া উত্তর-বঙ্গের জনৈক সহৃদয় বদান্য রাজা ঐ পত্রিকায় লিখেন(২) যে, যদি আমাদিগের গ্রন্থ দেখিয়া শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ বা শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার অনুমোদন করেন, তবে তাঁহার রাজ-সরকার হইতে সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিবেন। অক্ষয় বাবুর অনুকূল সমালোচনা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া, পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের বন্দোবস্ত করিতে প্রার্থনা করিলাম, আর উত্তরও নাই, সাহায্য প্রদানও নাই। ক্রমে তিনখানি পত্র লিখিয়া উত্তর না পাইয়া, তাঁহার দত্ত সাহায্যের আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। সে আজ কিঞ্চিদধিক তিন বৎসরের কথা। তৎপর রাজা, মহারাজা, জমিদার, তালুকদার, সভা-সমিতি, পুস্তক-প্রকাশক, কত জনের কাছে, কত রকম সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, কিছুতেই দরিদ্রের মনোরথ পূর্ণ হইল না। এই সকল মহাত্মারা সকলেই বিখ্যাত দয়াবান্, প্রসিদ্ধ সৎকর্ম্মশালী, প্রগাঢ় বিদ্যোৎসাহী, কুবেরতুল্য ধনবান্, কিন্তু "তৃষিত দেখিলে সাগর শুকায়" যে একটী প্রবাদ আছে, তাহা আমাদিগের দগ্ধ অদৃষ্টে অক্ষরে অক্ষরে ফলিল। এই অপার দুঃখের সময় বঙ্গের সুদূর পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে একটী মহামনা সুহৃদ্ মধ্যে মধ্যে পত্র দ্বারা আমাদের সহিত প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমাদিগের হতাশদগ্ধ হৃদয়ে ধর্ম্মভাবপূর্ণ সোৎসাহ বারি-সেচন দ্বারা, মরুভূমে আশার বীজ অঙ্কুরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, প্রকাশ্য সংবাদপত্রে আমাদিগের সংগৃহীত গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আন্দোলন ও আলোচনা করিয়াছেন। অথচ এই মহাত্মার সহিত আমাদিগের অদ্যাপি সাক্ষাৎ-পরিচয় নাই। ইনি শ্রীহট্ট জিলাবাসী স্বনামধন্য গৌরগতপ্রাণ সুলেখক শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস।

১। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা (মাসিক), ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। ২। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা (মাসিক), ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, তিনি তাঁহার মহাপাপী দীন ভক্তের আশাও অপূর্ণ রাখেন না। তাই আজ তিন মাস হইল, একজন মহামনা ব্যক্তির আমাদিগের সহিত এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অকৃত্রিম সহানুভূতি জন্মে। তিনি স্বয়ং ধনী নহেন, কিন্তু পত্র দ্বারা অনুরোধ করিয়া আমাদিগের সাহায্যার্থ একটী দাতা জুটাইয়া দিয়াছেন। সেই দাতার কথা বলিবার পূর্ব্বে, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদপূর্ব্বক এই মহাত্মার নামোল্লেখ করিতেছি। ইনি ফরিদপুরের সর্ব্বপ্রধান উকিল, ভারতের সুসন্তান, স্বদেশসেবী, প্রকৃত জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার।

টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার, কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল, কলিকাতা ইউনিভার্সিটির একজন ক্ষমতাবান্ সভ্য, সাহিত্য-পরিষৎ-সভার সুযোগ্য সম্পাদক, পরমবিদ্বান্, প্রগাঢ় বিদ্যোৎসাহী, প্রভূত সৎকর্ম্মশালী, অশেষগুণালঙ্কৃত, মহাভাগবত, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ই আমাদিগের গ্রন্থপ্রকাশের একমাত্র সাহায্যকারী। এই মহাত্মার কৃপাতেই আট বৎসরের পর এই গ্রন্থ প্রচারিত হইল; এই মহাত্মার প্রসাদেই বৈষ্ণব-জগৎ শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাবলীর বিমল রসাস্বাদনে সক্ষম হইলেন। ইনি গ্রন্থমুদ্রণ ও প্রকাশের সমস্ত অর্থ বিনা সুদে আমাদিগকে ধার দিয়াছেন। গ্রন্থবিক্রয়ের মূল্য হইতে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। ইনি বন্ধু-বান্ধবদিগকে বিতরণ জন্য মাত্র ১০।১৫ খানি গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন, এই মাত্র কথা। সুতরাং ইনি কপর্দ্দকলাভেরও প্রত্যাশী নহেন। আমরা যখন ইহাঁর হস্তে হস্তলিখিত কাপি প্রদান করি, তখন ইনি নির্ব্বন্ধসহকারে বলিয়াছিলেন, "এই গ্রন্থের কুত্রাপি যেন আমার নামের উল্লেখ না থাকে।" প্রকৃত গৌরাঙ্গভক্তগণ এইরূপই বিনয়ী, নিরহঙ্কার ও ঢক্কানাদবিদ্বেষী। কিন্তু আমরা অকৃতজ্ঞতাভয়ে, দাতার নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভরসা করি, আমাদিগের এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীহট্টবাসী অপর একজন ধর্ম্মবন্ধুর নিকটও আমরা বিশেষ ঋণী। ইনি বঙ্গবিশ্রুতনামা পরমপণ্ডিত তত্ত্বদর্শী শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়। ইহাঁর সহিতও আমাদিগের চাক্ষুষ পরিচয় নাই। কিন্তু ইনি এমনই সহৃদয় উন্নতচেতা, বিনয়ী ও পরমার্থপরায়ণ যে, আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থের উপক্রমণিকা সম্বন্ধে ইহাঁর নিকট যখন যে সাহায্য চাহিয়াছি, তাহা সহর্ষে ও অবিলম্বে প্রদান করিয়া আমাদিগকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাঁর প্রদত্ত তত্ত্ব ও বহুমূল্য উপদেশ না পাইলে আমরা ৮৮ জন পদকর্ত্তার মধ্যে ৮০ জনের অল্পবিস্তর পরিচয় প্রদান করিতে কখনই সমর্থ হইতাম না। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ইহাঁকে দীর্ঘজীবী ও নিরাময় করিয়া স্বীয় দয়াময় নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন।

আমরা রাজকার্য্য সম্পাদনোপলক্ষে পাবনানগরীতে অবস্থানকালে এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করি। তখন সৌভাগ্যক্রমে পরমবিজ্ঞ পরমযশস্বী পরমগৌরভক্ত ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত আমাদিগের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ জন্মে। পদাবলীর স্থানে স্থানে আমরা যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যত্ন করিয়াছি, তদ্বিষয়ে এই সুহৃদ্ আমাদিগের পরম সহায় ছিলেন। ইহাঁকে অনেকেই বিখ্যাত চিকিৎসক বলিয়া জানেন, কিন্তু ইনি যে বৈষ্ণবধর্ম্মের একজন উন্নত সাধক, তাহা অল্প লোকই অবগত আছেন। ফলতঃ ইনি দেহরোগ ও ভবরোগ নিরাকরণে তুল্য পারদর্শী। ইহাঁর ন্যায় মধুর-চরিত্রবিশিষ্ট লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি।

অপর পদাবলী গ্রন্থে যে সকল পদের রাগ-রাগিণী লেখা নাই, আমাদিগের সংগ্রহে পাঠকগণ তৎসমস্তের এক একটী রাগিণী নির্দ্দেশ দেখিতে পাইবেন। ইহা আমাদিগের স্বকপোল-কল্পিত নহে। আমাদিগের চিকিৎসক বন্ধুর নিকটপ্রতিবাসী শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজীউই ঐ সকল সঙ্গীতের রাগিণী নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। এই বন্ধুটী একটী গৃহত্যাগী বৈষ্ণব, গৌরগতপ্রাণ, বিশুদ্ধচরিত্র ও সংকীর্ত্তন-সঙ্গীতে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তিশালী।

অসাধারণ প্রতিভাশালী পরমপণ্ডিত বিশ্বকোষসম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও "বাঙ্গলা সাহিত্য ও ইতিহাস"-প্রণেতা সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, এই মহাত্মদ্বয়ের গ্রন্থ হইতে পদকর্ত্তৃদিগের জীবনী সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রচারিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ হইতেও আমরা কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, অতএব এই তিন মহাত্মাই আমাদিগের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

এই সংগ্রহ সম্বন্ধে আমরা আরও বহু মহাত্মার নিকট অল্পবিস্তর ঋণী; তাঁহারা সকলেই আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র এবং আমরা অবনত-মস্তকে সকলের নিকটই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

আমাদিগের ভূমিকা প্রায় চরমসীমায় উপনীত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাদের সংগ্রহখানি সম্বন্ধে একটী কথাও বলি নাই। অতএব তৎসম্বন্ধে দুই চারি কথার উল্লেখ করিয়া আমরা ভূমিকাটীর উপসংহার করিতেছি। বর্ত্তমান গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট মহাজনী পদাবলী ও পদকর্ত্তৃদিগের বিবরণ ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদিগের বহু মুদ্রিত ও হস্তলিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তি দয়া করিয়া অনেক গ্রন্থ আমাদিগকে ধার দিয়াছেন। অনেক গ্রন্থ আবার মূল্য দিয়া ক্রয়ও করিয়াছি। বাঁকুড়া, বীরভূম, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতেই আমরা অধিকাংশ হস্তলিখিত পদ-গ্রন্থ পাইয়াছিলাম। বিষয়কার্য্য করিবার অবকাশ-সময়ে এই সংগ্রহ উদ্দেশ্যে আমাদিগকে কোন কোন স্থানে এবং কোন কোন লোকের নিকট যাইতে হইয়াছে। কোথায় সফলমনোরথ এবং কোথাও বা হতাশ হইয়াছি। কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত যাহা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহার মূল্য নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলাত্মক প্রায় কিঞ্চিদূর্দ্ধ পঞ্চদশ শত প্রাচীন মহাজনী পদ, মহাপ্রভুর পরিকর ও পার্ষদ ভক্তদিগের পরিচয়, ৮০ জন পদকর্ত্তৃগণের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তীর্ণ জীবনী এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে এমন সকল প্রাচীন পদ আছে, যাহা হয় ত অনেক পাঠক এ পর্য্যন্ত দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। যাহা হউক, দয়াল নিত্যানন্দ ও চৈতন্যের চরণপ্রসাদে আমরা আমাদিগের গৃহীত মহাব্রতের উদ্‌যাপন করিলাম। বৈষ্ণব-জগৎ আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন অচিরে ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি। ইতি—

ফরিদপুর।
১২ই জুন, ১৯০২।

শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র।

পদ সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার কার্য্য যখন শেষ হইয়া আসিল, তখনই জমিদার মহাশয় তাঁহাকে একেবারে নৈরাশ্যের সায়রে নিক্ষেপ করিলেন। জগদ্বন্ধুবাবু অনেক লেখালেখি করিয়াও বৈষ্ণব-জমিদারের কথায় নড়চড় করাইতে পারিলেন না।' অবশ্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানি জমিদার মহাশয় পরে কৃপা করিয়া ফেরত দিয়াছিলেন।

জমিদার মহাশয়ের কথায় জগদ্বন্ধুবাবু অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। এই জন্য তাঁহার অন্তঃকরণের অন্তরালে একটু অভিমানের ছায়াও পড়িয়াছিল। তাই তিনি দুঃখ করিয়া লিখিলেন,—"জমিদার মহাশয় পরম বৈষ্ণব আর আমিও বৈষ্ণবের দাসানুদাস। তাই মনে করিয়া একটু দেমাকও হইয়াছিল। তাঁহাকে বান্ধব ভাবিয়া—আপন ভাবিয়া—অনেক দেমাকের কথা তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমার মানের গোড়ায় ছাই দিয়াছেন। তথাপি তাঁহাকে বান্ধব ভাবিয়াই আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,—

বরমসিধারা তরু-তলবাসঃ
বরমপি ভিক্ষা বরমুপবাসঃ।
বরমপি ঘোরে নরকে গমনং
ন চ ধন-গর্ব্বিতবান্ধব-শরণম্॥

গ্রন্থ প্রচার না হয় না হউক, আমার সার্দ্ধ তিন বৎসরের প্রগাঢ় পরিশ্রম বৃথা হয় হউক, এই অধমের দ্বারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কথঞ্চিৎ কার্য্য না হয় না হউক, তথাপি এই জমিদার মহাশয়ের নিকট হইতে আমি শত মুদ্রা মাত্র গ্রহণ করিব না। হয় তিনি সমগ্র ব্যয় দিবেন, না হয় তাঁহার একটী কপর্দ্দকও আমি সাহায্যরূপে স্পর্শ করিব না।"

ইহার পর ভদ্র মহাশয় আপনার দুঃখের কাহিনী আরও বিবৃত করিয়া পরিশেষে প্রস্তাব করিলেন যে, সমগ্র বাঙ্গালায় অন্যূন তিন শত হরিসভা আছে। প্রত্যেক হরিসভা হইতে যদি দুই খণ্ড পুস্তকের মূল্যস্বরূপ দুইটী করিয়া টাকা প্রদত্ত হয়, তবে মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় কুলাইয়াও হাতে অর্থ থাকে। এই অর্থ এখন লইব না। পাঁচ শত টাকা স্বাক্ষরিত হইলে, তখন আমার নিকট বা অমৃতবাজার-পত্রিকার পরিচালক, আমার পরমস্নেহাস্পদ ভ্রাতা শ্রীমান্ মতিলাল ঘোষের নিকট স্বাক্ষরিত অর্থ প্রেরণের জন্য শ্রীপত্রিকায় অনুরোধ করিব।

জগদ্বন্ধুবাবুর এই 'বৈষ্ণবের রোদন' প্রকাশের পর, রাজসাহী-তাহিরপুরের সুবিখ্যাত রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের স্বাক্ষরিত, ১৩০৩ সালের ৫ই আষাঢ় তারিখের একখানি সুন্দর ও সুখপাঠ্য পত্র পরবর্ত্তী মাসের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রে তিনি লেখেন,—

"বৈষ্ণবের রোদন" শিরোনামযুক্ত একখানি পত্র পাঠ করিয়া কিছু ক্লেশ এবং তৎসঙ্গে একটু আনন্দও অনুভব করিলাম। ক্লেশ বোধ করিবার কারণ—ঐ প্রবন্ধলেখক বহু কষ্ট করিয়া একখানি বৃহৎ পদ-পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন; কেবল অর্থাভাবে তাহা এতক ছাপাইতে পারিতেছেন না এবং তজ্জন্য তাঁহার হৃদয়ে ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। আনন্দের কারণ—এ দেশে এরূপ সরলহৃদয় প্রেমিক এবং ভক্ত আজও বিদ্যমান আছেন।"

রাজাবাহাদুর শেষে লিখিয়াছেন,—"ব্যক্তিবিশেষের অর্থে ভিন্ন, দশ জনের অর্থে এ দেশে ঐরূপ কার্য্য-সকল সম্পন্ন হইবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। এই কারণে প্রবন্ধলেখকের মনোভিলাষ পূরণের জন্য আমি নিজ ব্যয়ে পুস্তকখানি ছাপাইয়া দিতে ইচ্ছা করি।"

তৎপরে তিনি লিখিতেছেন, "এরূপ প্রস্তাব স্বয়ং উপযাচক হইয়া কেন করিতেছি, তাহার কারণ আছে। প্রবন্ধ-লেখক প্রস্তাবমধ্যে উত্তরবাঙ্গালার কোন এক 'রাজোপম ধনশালী ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব জমিদার' তাঁহাকে হতাশ করিয়াছেন ইত্যাদি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কোন্ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, তাহা সহজে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রস্তাব-লেখক সম্বন্ধে ঐ জমিদার যে কোন অবৈধ বা অধর্ম্মের কার্য্য করেন নাই,

তিনি যে কথন কোন অধর্ম্ম বা দোষের কার্য্য করিতে পারেন না, কোনরূপ দোষ যে তাঁহার সুপবিত্র দেহের নিকট আদৌ আসিতেই পারে না, যিনি তাঁহাকে জানেন, তিনিই তাহা অবগত আছেন। এই সাধু-হৃদয় তরুণবয়স্ক জমিদার জাতিতে কায়স্থ। তাঁহার সহিত আমার শোণিত-সম্বন্ধ না থাকিলেও কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইতেও তিনি আমার অধিক স্নেহের বস্তু। উচিত কারণে হউক বা অনুচিত কারণেই হউক, প্রকৃত একজন ভক্ত-বৈষ্ণবের হতাশ-দগ্ধ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের বায়ু পাছে তাঁহার কেশ স্পর্শ করিয়া তাঁহার কোন অমঙ্গল করে, এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য আমি পুস্তক ছাপাইবার ব্যয়ভার বহন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এতদ্‌ভিন্ন আরও একটি কারণ আছে। যদি পুস্তকখানি প্রকৃতই খুব ভাল হয়, তবে তাহা জন-সমাজে প্রকাশিত হওয়াও উচিত। ভক্তের মনের ইচ্ছা ভগবান্ অপূর্ণ রাখেন না, এ জন্য পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য।"

রাজাবাহাদুর এই পত্রে আর যাহা লিখিয়াছেন এবং শেষে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা জগদ্বন্ধুবাবুর লিখিত প্রথম সংস্করণের ভূমিকাটি পাঠ করিলেই জানা যাইবে।

এখানে আমরা একটী কথা বলিব। সেই 'রাজোপম ধনশালী ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব জমিদার' যিনি প্রথমে জগদ্বন্ধুবাবুকে অর্থসাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি কে? রাজাবাহাদুর বলিয়াছেন,—"এই সাধুহৃদয় তরুণ-বয়স্ক জমিদার জাতিতে কায়স্থ।" জগদ্বন্ধুবাবুও লিখিয়াছেন, "এই জমিদার কোন কার্য্যোপলক্ষে জিলার প্রধান নগরে শুভাগমন করেন" এবং অন্যত্র বলিয়াছেন যে, তিনি নিজে তখন পাবনা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং এই স্থানেই শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-বিষয়ক পদাবলী সংগ্রহ করিতে প্রারম্ভ করেন। কাজেই বুঝিতে হইবে, উক্ত বৈষ্ণব-জমিদার পাবনাবাসী। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, ইনি তাড়াশের সর্ব্বজনপ্রিয় ভূম্যধিকারী প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর ভিন্ন আর কেহই হইতে পারেন না। রাজা শশিশেখরেশ্বর তাঁহার যে গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তৎসম্বন্ধে সকলেই অবশ্য একমত হইবেন। তাঁহার ন্যায় দানশীল দেবোপম রাজর্ষি সম্বন্ধে এরূপ একটা অযথা কলঙ্ক আরোপিত হয়, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আমাদের মনে হয়, জগদ্বন্ধুবাবুর কোন না কোন পত্রে হয় ত এরূপ কোন কটাক্ষ ছিল, যাহা এই মহাত্মাকে বিচলিত করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে এরূপ ঘটিয়াছে। তাহা না হইলে যে রাজর্ষির অর্থানুকূল্যে বহু মূল্যবান্ বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই মহান্ ব্যক্তি একখানি উপাদেয় বৈষ্ণব-পদসংগ্রহ প্রকাশ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন কেন? তাহিরপুরের রাজাবাহাদুর সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও কম প্রহেলিকাপূর্ণ নহে। এই সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিবার জন্য আমরা তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার নিকট হইতে কোন উত্তর পাই নাই। এখন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন, সেই জন্য হয় ত এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় তাঁহাকে জানান হয় না। কিন্তু তাঁহার নির্ম্মল সুনামে এইরূপ একটা কালির আঁচড় পড়ে, ইহাও কম দুঃখের বিষয় নহে।

তৎপরে কি প্রকারে টাকীর স্বনামধন্য জমিদার, প্রগাঢ় বিদ্যোৎসাহী, পরমভাগবত, গোলোকগত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্যে ১৩১০ সালে শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়, তাহা প্রথম বারের ভূমিকায় জগদ্বন্ধুবাবু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ইহার ২৮ বৎসর পর অর্থাৎ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের প্রথমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ইহার পুনর্মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে, কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া গ্রন্থখানি মুদ্রিত করা হইবে এবং গ্রন্থখানির বাজারে কাটতি আছে বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র ছাপিবারও বন্দোবস্ত করা হয়; এমন কি, মূল গ্রন্থখানির মুদ্রাঙ্কনকার্য্য কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। এই সময় ইহা জানিতে পারিয়া আমরা পরিষদের সম্পাদক মহাশয় বরাবর একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলাম যে, গ্রন্থখানি বিশেষজ্ঞ দ্বারা সংশোধিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, ইহাতে অনেক ভুলভ্রান্তি আছে।

৫। এই গ্রন্থোদ্ধৃত পদসমূহের মধ্যে কোনও কোনটী বিকৃতভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটী এখানে দেখান যাইতেছে :—

(অ) ৩২ পৃষ্ঠার "পহুঁ মোর করুণাসাগর গোরা" ইত্যাদি ৬৫ সংখ্যক পদের সহিত ১১২ পৃষ্ঠার "পহুঁ করুণাসাগর গোরা" ইত্যাদি ২২শ পদ মিলাইয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, প্রথম পদের মধ্য হইতে কয়েকটি চরণ লইয়া দ্বিতীয় পদটী গঠিত হইয়াছে।

(আ) "ব্রহ্ম আত্মা ভগবান, যাঁরে সর্ব্বশাস্ত্রে গান, দেব-দেবীর চরণ-বন্দন" ইত্যাদি পদটীর প্রথম চারি চরণ ১৫ পৃষ্ঠার ৬১ সংখ্যক পদ-রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার অবশিষ্ট চরণগুলি ৮৩ পৃষ্ঠার "প্রতপ্ত নির্ম্মল স্বর্ণ, পুঞ্জকান্তি গৌরবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপধাম" ইত্যাদি ২৬শ পদ বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। পদকল্পতরুতে এই পদটী আছে।

(ই) "অরুণ কমল আঁখি, তারক ভ্রমরা পাখী, ডুবুডুবু করুণা-মকরন্দে" ইত্যাদি লোচনদাস-ভণিতাযুক্ত বিখ্যাত পদটী ১৬১ পৃষ্ঠার ১৯শ পদ-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পদটীর "আনন্দ নদীয়াপুরে, টলমল প্রেমভরে, শচীর দুলাল গোরা নাচে। জয় জয় মঙ্গল, দেখি শুনি চমকল, মদনমোহন নটরাজে" এই চরণগুলি প্রথমে দিয়া, তৎপরে "অরুণ কমল আঁখি" ইত্যাদি চরণগুলি বসাইয়া ১২২ পৃষ্ঠার ৮০ পদ-রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(ঈ) ১০৩ পৃষ্ঠার "নাচে পহুঁ অবধূত গোরা" ইত্যাদি ১২৩শ পদ এবং ১৬৫ পৃষ্ঠার "নাচে পহুঁ কলধৌত গোরা" ইত্যাদি ৩০শ পদ—এই দুইটিই 'মাধব ঘোষ'-ভণিতাযুক্ত একই পদ; কেবল প্রথম তিনটী চরণে সামান্য প্রভেদ আছে।

(উ) ২৬৪ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত পদটী উদ্ধৃত হইয়াছে :—

বিরলে নিতাই পাঞা হাতে ধরি বসাইয়া
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হঞা হরিনাম লওয়াও গিয়া
যাও নিতাই সুরধুনী-তীরে॥
নাম প্রেম বিতরিতে অদ্বৈতের হুঙ্কারেতে
অবতীর্ণ হইনু ধরায়।
তারিতে কলির জীব করিতে তাদের শিব
তুমি মোর প্রধান সহায়॥
নীলাচল উদ্ধারিয়া গোবিন্দেরে সঙ্গে লৈয়া
দক্ষিণ দেশেতে যাব আমি।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভার করিতে নাম প্রচার
ত্বরা নিতাই যাও তথা তুমি॥
মো হৈতে না হবে যাহা তুমি ত পারিবে তাহা
প্রেমদাতা পরম দয়াল।
বলরাম কহে পহুঁ দোঁহার সমান দুহুঁ
তার মোরে আমিত কাঙ্গাল॥

ঐ পৃষ্ঠায় এই সম্বন্ধে আরও একটী পদ আছে, তদ্‌যথা :—

প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হৈল অন্ধ
কেহ ত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবে যারে
কৃপা করি লওয়াইবে নাম॥
কৃতপাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ডী আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয় জীবে যেন নাহি হয়
সুখে যেন হরিনাম লয়॥
কুমতি তার্কিক জন পড়ুয়া অধমগণ
জন্মে জন্মে ভকতি-বিমুখ।
কৃষ্ণপ্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী
খণ্ডাইহ সবাকার দুখ॥
সংকীর্ত্তন প্রেমরসে ভাসাইয়া গৌড়দেশে
পূর্ণ কর সবাকার আশ।
হেন কৃপা-অবতারে উদ্ধার নহিল যারে
কি করিবে বলরাম দাস॥

পদকল্পতরুতে "বলরাম দাস"-ভণিতা সমেত দ্বিতীয় পদটী সম্পূর্ণ এবং প্রথম পদটীর কেবলমাত্র প্রথম চারি চরণ অর্থাৎ—

বিরলে নিতাই পাঞা হাতে ধরি বসাইয়া
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হঞা হরিনাম লওয়াও গিয়া
যাও নিতাই সুরধুনী-তীরে॥

উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে কাহারও ভণিতা যুক্ত নাই, এবং সেই জন্য মনে হয়, এই চরণ-চতুষ্টয় কোন পদের অংশবিশেষ। 'পদকল্পতরু'তে প্রকাশিত উল্লিখিত পদদ্বয় পাঠ করিলে ধারণা হইবে, উহা কোন উচ্চদরের ভক্ত-কবির রচিত। সুতরাং একটী যখন 'বলরাম দাস'-ভণিতাযুক্ত, অপরটীও তাঁহারই রচিত হওয়া সম্ভব। বলরাম দাসের কবিতা মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই জানা যাইবে, ইহার ভাষা সুললিত, ভাব সুমধুর, ছন্দ প্রাঞ্জল ও স্বাভাবিক, পাঠের সময় কোথায়ও খোঁচ-খাজ পাওয়া যায় না, আর অর্থও অতি সরল ও মর্ম্মস্পর্শী। কিন্তু গৌরপদতরঙ্গিণীতে "বিরলে নিতাই পাঞা" ইত্যাদি পদের "নাম প্রেম বিতরিতে" ইত্যাদি অবশিষ্ট চরণগুলির ভাব ও ভাষা অন্যান্য চরণগুলির অনুরূপ নহে, ছন্দ অপর অংশের সহিত সমভাবে রক্ষিত হয় নাই, অর্থও সেরূপ পরিষ্কার নহে। অধিকন্তু এই শেষোক্ত চরণগুলি অপ্রসিদ্ধ-শব্দ-প্রয়োগ-দোষে দুষ্ট। "করিতে তাদের শিব" ইত্যাদি ভাবের কথা কোন বৈষ্ণব-কবির লেখার মধ্যে দেখা যায় না। এই শেষোক্ত চরণগুলি যে কোন কাঁচা কবির কষ্টসাধ্য রচনা, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। ইহা বলরাম দাসের ন্যায় খ্যাতনামা ভক্ত-কবির লেখা হইতেই পারে না।

উল্লিখিত রচনার মধ্যে আছে,—

নীলাচল উদ্ধারিয়া গোবিন্দেরে সঙ্গে লৈয়া
দক্ষিণ দেশেতে যাব আমি।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভার করিতে নাম প্রচার
ত্বরা নিতাই যাও তথা তুমি॥

এই চরণগুলি পাঠ করিলে মনে হয়, মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে যাইবার পূর্ব্বে নাম-প্রচারার্থে নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার প্রমাণ কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

শেষোক্ত চরণগুলি যে বলরাম দাসের রচিত নহে, তাহার আরও প্রমাণ আছে। বলরাম দাস মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী। কাজেই উল্লিখিত ঘটনাগুলি তিনি স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই,—হয় পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ভক্তের মুখে শুনিয়া কিংবা কোন প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া উক্ত পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কোনও ভক্তের নিকট শুনিয়া তিনি যে এই পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ মুরারি গুপ্তের কড়চায় নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে নাম-প্রচার দ্বারা জীবোদ্ধারের জন্য পাঠাইবার কথা আছে। এতদ্ভিন্ন 'চৈতন্য-ভাগবত', 'চৈতন্য-চরিতামৃত', জয়ানন্দের "চৈতন্য-মঙ্গল" প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতেও ইহা আছে। কিন্তু মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে যাইবার পূর্ব্বে যে নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে যাইবার কথা বলিয়াছিলেন, এ কথা কোন গ্রন্থেই নাই।

আমাদের মনে হয়, 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' অবলম্বন করিয়াই বলরাম দাস উক্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের চতুর্থ প্রক্রম, একবিংশতিতম সর্গে আছে,—

নিত্যানন্দং সমালিঙ্গ্য ধৃত্বা তস্য করদ্বয়ম্।
প্রাহ সগদ্‌গদং যাহি গৌড়দেশং ত্বমীশ্বরঃ॥

বলরাম দাস ইহার অনুবাদ করিলেন,—

বিরলে নিতাই পাঞা হাতে ধরি বসাইয়া
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে।
'জীবেরে সদয় হঞা হরিনাম লওয়াও গিয়া
যাও নিতাই সুরধুনী-তীরে॥'

তার পর মহাপ্রভু বলিতেছেন, যথা মুরারি গুপ্তের কড়চায়,—

'মূর্খনীচজড়ান্ধাখ্যা যে চ পাতকিনোঽপরে।
তানেব সর্ব্বথা সর্ব্বান্ কুরু প্রেমাধিকারিণঃ॥'

আর বলরাম দাস লিখিলেন,—

প্রভু কহে—'নিত্যানন্দ সব জীব হৈল অন্ধ
কেহ ত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে নয়ানে দেখিবে যারে
কৃপা করি লওয়াইবে নাম॥
কৃতপাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ডী আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।

শমন বলিয়া ভয় জীবে যেন নাহি হয়
সুখে যেন হরিনাম লয়॥
কুমতি তার্কিক জন পড়ুয়া অধমগণ
জন্মে জন্মে ভকতি-বিমুখ।
কৃষ্ণপ্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী
খণ্ডাইহ সবাকার দুঃখ॥'

সুতরাং দেখা যাইতেছে, "বিরলে নিতাই পাঞা, হাতে ধরি বসাইয়া" ইত্যাদি চরণদ্বয়ের পরে "প্রভু কহে নিত্যানন্দ, সব জীব হৈল অন্ধ" ইত্যাদি চরণগুলি বসাইলে মুরারি গুপ্তের কড়চার সম্পূর্ণ অনুরূপ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটী পদ হয়। আমাদের মনে হয়, বলরাম দাস এই ভাবেই পদটী রচনা করিয়াছিলেন। শেষে পুথি নকল করিবার সময় লেখকের দোষে পদটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল এবং সেই ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

এখন কথা হইতেছে, গৌরপদতরঙ্গিণীতে "বিরলে নিতাই পাঞা" ইত্যাদি চরণদ্বয়ের পর "নাম প্রেম বিতরিতে" ইত্যাদি চরণগুলি কি প্রকারে আসিল? অবশ্য মুরারি গুপ্তের কড়চা কিংবা অন্য কোন গ্রন্থে এই ভাবের কোন কথা নাই। তবে কি ইহা বলরাম দাসের স্বকপোলকল্পিত? কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার ন্যায় উচ্চদরের ভক্ত-কবির পক্ষে এরূপ রচনা করা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই আমাদের মনে হয়, ইহা প্রক্ষিপ্ত,—সম্ভবতঃ কোন স্বার্থান্ধ ব্যক্তি গোবিন্দ কর্ম্মকারকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে খাড়া করিবার জন্যই এইরূপ করিয়া থাকিবে। বস্তুত জগদ্বন্ধুবাবুকে সহায়-সম্পত্তিহীন অবস্থায় একাকী প্রায় দেড় হাজার পদ এবং পদকর্ত্তা ও পরিকরদিগের জীবন-বৃত্তান্তাদি সংগ্রহ করিবার জন্য অনেকটা অন্য লোকের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। কাজেই, সমস্ত পদাবলী ও অন্যান্য বিষয় ভাল ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়াছিল। সেই জন্যই পদে ও জীবনীতে এত অধিক ভুলভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে।

আর একটী কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা এই গ্রন্থে প্রকাশ করা জগদ্বন্ধুবাবুর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রথম সংস্করণে তাহা মুদ্রিত না হওয়ায় তিনি উহা পুরাতন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করেন। জগদ্বন্ধুবাবুর ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য অক্ষয়বাবুর সেই মন্তব্যটী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ সম্বন্ধে মতভেদ হইতেই পারে না। সর্ব্বশ্রেণীর পাঠককে বলিতেই হইবে, সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার ধন্য হইয়াছেন। আমরাও তাঁহার অগাধ পরিশ্রম ও যত্নের ধন পাঠ করিয়া ধন্য হইলাম। উপক্রমণিকা ও সূচীপত্র সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার, তাহা সংগ্রহকারককে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর কিছু আমার বলিবার নাই, কেবল এইটুকু বলিতে ইচ্ছা করি, শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণীর ন্যায় সংগ্রহ-গ্রন্থের প্রকাশার্থ অর্থব্যয় করা সকল অর্থশালীর অদৃষ্টে ঘটে না।—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, কদম্বতলা, চুঁচুড়া।"

বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১লা বৈশাখ। **শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ।**

স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৬৮ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' যশোহর জেলান্তর্গত পলুয়ামাগুরা নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে প্রথমে প্রকাশিত হয়। জগদ্বন্ধুবাবু তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে যশোহর জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া আসেন এবং প্রথম বর্ষ হইতেই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখিতে থাকেন। ইহাতেই বোধ হয়, 'পত্রিকা' বাহির হইবার পূর্ব্ব হইতেই পত্রিকার পরিচালক শিশিরবাবুদিগের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল এবং ক্রমে ইহা সুহৃদ্‌ভাবে পরিণত হইয়াছিল। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন,—"আমার সোদরোপম ভ্রাতা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের রাজনৈতিক শিষ্যরূপে অমৃতবাজার পত্রিকায় নিয়মিতরূপে লিখিতাম।" রাজনীতি সম্বন্ধে এই তাঁহার হাতে খড়ি হইলেও, তিনি সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়েই বেশী লিখিতেন। ব্যঙ্গ-কাব্য লিখিতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই সময় মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হয়। তিনিই প্রথমে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা লেখেন। এই ছন্দ লইয়া সে সময় বাঙ্গালা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে আলোচনা-আন্দোলন চলিতেছিল। এই মেঘনাদবধ কাব্যের অনুকরণে জগদ্বন্ধুবাবু অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'ছুচুন্দরীবধ কাব্য' নাম দিয়া এক ব্যঙ্গ-কবিতা লেখেন। স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন সেই সময় যশোহরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন। তিনি তাঁহার 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

'আমাদের একটা সাধারণ সমিতি ছিল, কেবল আমোদ-প্রমোদের জন্য। ইহাতে যশোহরের উচ্চপদস্থ সকলেই ছিলেন। তাহার আবার নানারূপ শাখা-সমিতি ছিল,—সঙ্গীত-শাখা-সমিতি, নাট্য-শাখা-সমিতি ও সাহিত্য-শাখা-সমিতি। শেষোক্ত সমিতিতে উকিল মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক জগদ্বন্ধু ভদ্র ও আমি সদস্য ছিলাম। এই সমিতি হইতে বিখ্যাত 'ছুচুন্দরীবধ কাব্য' প্রথম সর্গ প্রকাশিত হয়। উহার লেখক জগদ্বন্ধু। মেঘনাদবধের এমন উৎকৃষ্ট বিদ্রূপ (parody) আর বঙ্গভাষায় নাই। উহা ১২৭৫ সালের ১২ই আশ্বিনের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়া সমস্ত দেশকে, এমন কি, স্বয়ং মাইকেলকে পর্য্যন্ত হাসাইয়াছিল। এই সমিতিতেই আমার 'পলাশীর যুদ্ধ' অঙ্কুরিত হয়।"

এই বিখ্যাত ব্যঙ্গ-কাব্যটি সংরক্ষণের জন্য আমরা পরিশিষ্টে উহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১২৭৬ সালের ৭ই ফাল্গুন তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। তাহাতে জানা যায়, জগদ্বন্ধুবাবু "ভারতের হীনাবস্থা" নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। উহা যশোহর গবর্ণমেণ্ট স্কুলে এবং কয়েকটী গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। মূল্য পাঁচ আনা। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ১২৭৭ সালের ২৪শে ভাদ্রের সমালোচনা হইতে জানা যায় যে, ভদ্র মহাশয়, "দেবলদেবী" নামে পঞ্চাঙ্ক একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-সাহিত্যেও জগদ্বন্ধুবাবু বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ৬ষ্ঠ বর্ষের মাসিক বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন,—"অন্যূন বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে মদীয় শ্রদ্ধাস্পদ হৃদয়বন্ধু, প্রসিদ্ধ অমিয়-নিমাইচরিতের বঙ্গবিশ্রুত-নামা গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের উৎসাহ ও উপদেশে এই অধীন বৈষ্ণবদাস কর্ত্তৃক শিক্ষিত বাঙ্গালী-পাঠকের পাঠের উপযুক্ত আকারে 'মহাজনপদাবলী সংগ্রহ' নামে অতি প্রথমে 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী' প্রকাশিত হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র যে 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ' প্রকাশ করেন, তাহাতেও এই অধীন কর্ত্তৃক স্বতন্ত্ররূপে 'চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী' প্রকাশিত হয়।"

উল্লিখিত "মহাজনপদাবলী-সংগ্রহ" পুস্তক বাহির হইবার পূর্ব্বে ১২৭৬ সালের ৭ই ফাল্গুন (ইং ১৭।২।৭০) তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী প্রকাশিত হয় :—

"আমরা প্রাচীন বাঙ্গালা কবিদিগের পদগুলি সংগ্রহপূর্ব্বক খণ্ডক্রমে প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। বিষয়টী বহু ব্যয়সাধ্য, কিন্তু দেশের মহৎ উপকারী। সংপ্রতি 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' সটীক ও সমালোচনা সহ প্রকাশিত হইবে। মূল্য স্বাক্ষরকারীদের প্রতি ১৲ টাকা। অন্যূন ২০০ গ্রাহক হইলেই মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইবে। গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিয়া জানাইবেন।—শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র ও শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যশোহর স্কুল, যশোহর।"

ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ১২৭৭ সালের ১৬ই বৈশাখ হইতে কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত পত্রিকায় উল্লিখিত বিজ্ঞাপনটীর পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের যেরূপ আয়তন হইবে মনে করিয়া আমরা স্বাক্ষরকারীদিগের প্রতি ১৲ টাকা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম. এক্ষণে তদপেক্ষা পুস্তকের আয়তন প্রায় দ্বিগুণ হইবে দেখা যাইতেছে। অতএব আমরা এই নিয়ম করিতে বাধ্য হইতেছি যে, যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর সাত দিবস মধ্যে টাকা পাঠাইলে এক টাকা মূল্যে পুস্তক পাইবেন। আর যাঁহারা বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর দুই মাসের মধ্যে গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদিগকে দেড় টাকা এবং বিনা-স্বাক্ষরকারীদিগকে দুই টাকা দিতে হইবে।—শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র ও শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গবর্নমেণ্ট স্কুল, যশোহর।"

এই সময় (১২৭৬ সালের ১৯শে চৈত্র তারিখের) অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভেও "বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"যশোহর স্কুলের জগদ্বন্ধুবাবু ও তাঁহার সহকারী, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি-কৃত কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। কবির রাজা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। আমাদের যত দূর জানা আছে, এ উভয়ের তুল্য কবি ভূমণ্ডলে পাওয়া ভার। জগদ্বন্ধুবাবু তাঁহার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আমাদিগকে দেখাইয়াছেন এবং আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তাঁহারা প্রকৃতই দেশের একটী মহোপকার করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। আজকাল মাইকেল মধুসূদন দত্ত আমাদের দেশের প্রধান কবি, কিন্তু তাঁহার কবিত্বে বিলাতি সামগ্রী মিশান। ভারতচন্দ্রের অনেক গোঁড়া আছেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের কবিতার সহিত যদি আখ্যায়িকা সংশ্লিষ্ট না থাকিত, তবে তাঁহার শুদ্ধ কবিত্বের মাধুরীতে তিনি এরূপ খ্যাতাপন্ন হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবিতা শুদ্ধ বাঙ্গালী ও শুদ্ধ ভাবময়। কৃষ্ণলীলা এত মধুর কেবল তাঁহারাই করিয়াছেন ; প্রেম-পদার্থ কি, তাহা তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড করিয়া দেখাইয়াছেন ; বৈষ্ণবধর্ম্মেও তাঁহারা অনেক সুরস মিশাইয়াছেন। অদ্যাপি যে আমরা ঢপ ও কীর্ত্তন শুনিয়া এত মোহিত হই, তাহার কারণ, এই সমুদায় গীতে তাঁহাদের সৃজিত রসবিন্দু মিশান হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের কবিতাতে আধুনিক ঢপ-গায়কেরা শব্দ-চাতুরী, অনুপ্রাস প্রভৃতি মিশাইয়াও উহা সম্পূর্ণ বিকট করিতে পারেন নাই। আগুন, বেগুন, গুণ, এই সমুদায় শব্দরাশির মধ্য হইতে মাঝে মাঝে এরূপ এক একটী উজ্জ্বল ভাব দৃষ্টিগোচর হয় যে, তাহাতে এই শব্দরাশি ঢাকিয়া ফেলে। আপনারা নিশ্চিত জানিবেন যে, এ সমুদায় প্রাচীন কবিদিগের সৃষ্টি।

"জগদ্বন্ধুবাবু নিজে একজন কবি, ঘোর পরিশ্রমী এবং তাঁহার অনুসন্ধান ইংরাজদিগের ন্যায়। আমাদের বিশ্বাস, তিনি এই পদসংগ্রহ করিতে যেরূপ অনুসন্ধান ও বিচারশক্তি প্রভৃতি গুণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সংগ্রহপুস্তক চিরকাল লোকের নিকট আদরণীয় হইয়া থাকিবে। অর্থাভাবে তিনি এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে পারিতেছেন না। আমরা আশা করি, কবিতারসিক ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহাকে এই সম্বন্ধে সাহায্য করিবেন।"

ইং ১৮৭২ খৃঃ অব্দে কলিকাতা বহুবাজার ৫২নং হিদেরাম বাড়ুয্যের লেনস্থিত অমৃতবাজার পত্রিকা প্রেস হইতে 'মহাজনপদাবলী-সংগ্রহ' পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এখানি ডিমাই ১২ পেজি ৩৩ ফর্ম্মা, মোট ৩৯৬ পৃষ্ঠা। ইহার মধ্যে ভূমিকা ১৪ পৃষ্ঠা, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি কবিদ্বয়ের জীবনী ও গ্রন্থ সমালোচনা ১২০ পৃষ্ঠা, বিদ্যাপতির পদাবলী ১৯১ পৃষ্ঠা, প্রথম পরিশিষ্ট (দুরূহ শব্দার্থ) ৪৮ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় পরিশিষ্ট (কতকগুলি প্রশ্নোত্তর) ১২ পৃষ্ঠা ও শুদ্ধিপত্র ৯ পৃষ্ঠা।

ভূমিকায় প্রথমে 'কাব্য' সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা করিয়া, সম্পাদক ভদ্র মহাশয় শেষে লিখিয়াছেন :—

"আমরা অন্যূন চারি বৎসর কায়িক, মানসিক, আর্থিক, সর্ব্বপ্রকার যত্নে ও পরিশ্রমে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছি। আমাদের অভিপ্রায় ভূমিকার প্রারম্ভেই ব্যক্ত করিয়াছি। সুতরাং বর্ত্তমান গ্রন্থখানি যে আমাদের সুদীর্ঘ আশালতার অঙ্কুর মাত্র, এ কথা বলাই বাহুল্য। যদি আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ হয়, যদি দেশে হিতৈষী লোক থাকেন, তবে অনুগ্রহ-বারি প্রদানে এই অঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত করিবেন। তন্নিমিত্ত চাটুকারিতার প্রয়োজন কি? আমরা যে কেবল অর্থলোভপরবশ হইয়া এ গ্রন্থ প্রচার করিতেছি, পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না। যাঁহারা যথার্থ প্রেমিক, যাঁহারা সারগ্রাহী, যাঁহারা দেশহিতৈষী, যাঁহারা ভাষাপ্রিয় এবং যাঁহারা পরম বৈষ্ণব, তাঁহাদের সকলের নিকট আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসাভাজন হইব, ইহাই আমাদের প্রধান স্বার্থ।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩৫ সালের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়লিখিত 'কবিরাজ গোবিন্দদাস' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পঠিত হয়। তাহাতে নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, গোবিন্দদাস নামধারী কবিদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি মিথিলার কবি। কিন্তু জগদ্বন্ধুবাবুর মহাজনপদাবলীতে কবিদ্বয়ের জীবনী ও গ্রন্থসমালোচনায় দেখা যায়, নগেন্দ্রবাবুর উল্লিখিত উক্তির বহু পূর্ব্ব হইতে গোবিন্দদাসকে লইয়া বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন,—"উইলসন সাহেবকৃত 'উপাসকসম্প্রদায়' নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রণয়ন করেন। বিদ্যাপতির কোন কোন কবিতায়ও 'গোবিন্দদাস রসপুর' ইত্যাকার ভণিতা আছে। অতএব বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস যে এক সময়ের লোক, তাহার কোন সন্দেহ নাই; অথচ গোবিন্দদাসকৃত অনেক গৌরচন্দ্রিকা আছে। এই দুটী বিষয় বিবেচনা করিলে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সময় লইয়া বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতেছি যে, উইলসন ও বিদ্যাপতির উল্লিখিত গোবিন্দদাস, এবং গৌরচন্দ্রিকা ও 'বিদ্যাপতিপদ' ইত্যাদি পদ-রচয়িতা গোবিন্দদাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। 'বঙ্গভাষার ইতিহাস'-লেখক, বুধরিগ্রামনিবাসী গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির সমকালীন বলিয়া অনেকের মনে আর একটী গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বাক্য যে ভ্রমাত্মক, তাহা তদীয় মত দ্বারাই প্রমাণ করা যাইতে পারে।"

জগদ্বন্ধুবাবু শেষে লিখিয়াছেন, "ফলতঃ গোবিন্দদাস নামে চারি জন পদাবলী-রচয়িতা ছিলেন। তন্মধ্যে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'-প্রণেতা গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির সমকালীন ছিলেন।"

কিন্তু যে সময় জগদ্বন্ধুবাবু মহাজনপদাবলী সংগ্রহ করেন, তখন বিদ্যাপতিকে সকলেই বাঙ্গালী বলিয়া জানিতেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"আমরা বহু অন্বেষণে ও অনুসন্ধানে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে জানা যায় যে, বিদ্যাপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ ও রামায়ত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি নব-রসিকের অন্যতম রসিক। ইহাঁর উপাধি কবিরঞ্জন ছিল। লোকে ইহাঁকে বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য্য বলিয়া ডাকিত। ইহাঁর নিবাস গৌড়দেশে ছিল। ইনি রাণীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের শিবসিংহ রাজার

সভাসদ্ ছিলেন। এই শিবসিংহ ও তদীয় পত্নী লক্ষ্মীদেবীর (লছিমা দেবীর) নাম তাঁহার অনেক কবিতার ভণিতায় আছে। এতদ্ব্যতীত রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ ও বৈদ্যনাথ, এই তিনটি নামের উল্লেখও কোন কোন কবিতায় দৃষ্ট হয়। ইহাঁরা রাজপরিবারের সংস্পৃষ্ট কিংবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হইবেন। কারণ, রূপনারায়ণের নাম কবি গোবিন্দদাসের ভণিতায়ও দেখা যায়।"

এই 'বহু অন্বেষণ ও অনুসন্ধান' কোথায় কি ভাবে করিলেন, তৎসম্বন্ধে জগদ্বন্ধুবাবু কিছুই বলেন নাই। বিদ্যাপতির কথা শেষ করিয়া জগদ্বন্ধুবাবু চণ্ডীদাসের কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন,—"পদাবলী ব্যতীত চণ্ডীদাসের আর কোন গ্রন্থ আছে কি না, জানা যায় না। কেবল 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' নামে একখানি গ্রন্থ ছিল, কোন কোন পুস্তকে এই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।" ইহার প্রায় ৫০ বৎসর পরে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত একখানি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথি সংগ্রহ করিয়া, বিশেষ যত্ন সহকারে ইহা সম্পাদন করেন, এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা অপর কোন চণ্ডীদাসের লেখা।

জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন,—"আমাদের বঙ্গভাষার ইতিহাস-লেখক তাঁহাকে (চণ্ডীদাসকে) আর একখানি কল্পনা-কল্পিত পুস্তকের রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সে গ্রন্থখানির নাম 'শ্রীরাধাগোবিন্দ-কেলিবিলাস'।" আসল কথা, নরহরি চক্রবর্ত্তী চণ্ডীদাসের গুণকীর্ত্তনোপলক্ষে কহিয়াছেন, 'শ্রীরাধাগোবিন্দ-কেলিবিলাস যে বর্ণিলা বিবিধ মতে'। তাহাই দেখিয়া বঙ্গভাষার ইতিহাস-লেখকের মনে হইয়াছে, এ বুঝি একখানি গ্রন্থের কথা হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; চণ্ডীদাস তাঁহার পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের নানাবিধ লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাই নরহরি চক্রবর্ত্তীর বলার উদ্দেশ্য।

আমরা পুরাতন কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'র সঙ্কলয়িতার চরিত্র, পাণ্ডিত্য, গবেষণা-প্রিয়তা ও সমালোচনী শক্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা উপরে লিখিলাম। এই আলোচনা হইতে পাঠকগণ বুঝিবেন যে, যে যুগে জগদ্বন্ধুবাবু অনুসন্ধান করিয়া বৈষ্ণব-পদাবলী প্রকাশ ও সমালোচনা করিয়াছিলেন, সেই যুগ-সুলভ কতিপয় ভুলভ্রান্তি তাঁহার গবেষণায় থাকিলেও, তাঁহার নিকট বঙ্গ-সাহিত্য অনেক পরিমাণে ঋণী। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাত্মক পদের সংগ্রহ-গ্রন্থ সে যুগে বিরল ছিল না, কিন্তু শ্রীগৌর-লীলাত্মক পদের সংগ্রহে তিনিই প্রথম পথ-প্রদর্শক। ঐ সময়ে তিনি যদি যত্ন ও পরিশ্রমসহকারে এগুলি সংগ্রহ না করিতেন, তবে অন্যান্য বহু পদের ন্যায় বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের পদরত্নসমূহও হয় ত আংশিক ভাবে বিলুপ্ত হইত। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।"

এই গৌরলীলামূলক পদসংগ্রহ বঙ্গীয় জনগণের হৃদয় নির্ম্মল করুক, শ্রীভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

* * * * *

জগদ্বন্ধুবাবুর সহিত আমাদের আত্মীয়তা ৬৪ বৎসর পূর্ব্বকার। তিনি আমার খুল্লতাত পরমপূজনীয় মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে সোদরোপম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং রাজনীতি ও বৈষ্ণবধর্ম্মের গুরুর ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা ও মান্য করিতেন এবং তাঁহার অনুজ মতিবাবুকে স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। কিন্তু গত ২০।২৫ বৎসর আমরা তাঁহার কোন খোঁজ-খবর রাখিতে পারি নাই। তাঁহার জন্মতারিখ ত জানিই না; এমন কি, তাঁহার মৃত্যুর সন-তারিখও আমাদের জানা নাই। তাঁহার পরিবারস্থ কে কোথায় আছেন, তাহাও জানিতে পারি নাই। তবে অনুসন্ধানে এইটুকু জানিয়াছি যে, ঢাকা জেলার অন্তর্গত 'পাণকুণ্ডা' নামক গ্রাম

তাঁহার জন্মস্থান। যশোহর হইতে যাইয়া তিনি ফরিদপুর ও পাবনা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে আন্দাজ বাঙ্গালা ১৩০৯ কি ১৩১০ সাল পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৩১০ সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'বিষ্ণুপ্রিয়া-আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'শোকাতুরের বিলাপ' শীর্ষক একটী প্রবন্ধে তিনি লেখেন,—"বিগত (১৩০৯ সালের) আষাঢ় মাস হইতে এই এক বৎসরের মধ্যে ৫।৬টী পরমাত্মীয়বিয়োগ-(জামাতা, দুহিতা, স্নুষা, দৌহিত্র) জন্য শোকে এককালে পেষিয়া গিয়াছি; সঙ্গে সঙ্গে কাস, জ্বরবিকার, আমাশয়, শূলবেদনা প্রভৃতি রোগে শরীর যার-পর-নাই ভগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে; কিছুতেই আর স্পৃহা নাই, কিছুতেই আর উৎসাহ নাই।" আবার ১৩১০ সালের ৯ই আষাঢ় তারিখের শ্রীপত্রিকায় 'প্রেমানন্দের মনঃশিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন,—"উপর্য্যুপরি ভয়ানক কয়েকটী শোকে ও উপর্য্যুপরি নানা কঠিন রোগে আমার শরীর ও মন এত ভগ্ন হইয়াছে যে, আমার যেন বোধ হয়, প্রভু এ নরাধমকে আর অধিক দিন ইহসংসারে রাখিবেন না। শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণীর মুদ্রণকার্য্য কবে সমাধা হইবে, শ্রীগৌরাঙ্গই জানেন। সমাধা হইলে তৎসম্বন্ধে আমাকে যে আরও কিছু খাটুনি খাটিতে হইবে, তাহাই যেন পর্ব্বতসমান বোধ হইতেছে।"

ইহার কয়েক মাস পরে অর্থাৎ ১৩১০ সালের শেষভাগে শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী প্রকাশিত হয়, এবং ১৩১১ সালের ৮ই বৈশাখ তারিখের শ্রীপত্রিকায় এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত সমালোচনা বাহির হয়। তদ্‌যথা, —"আমরা সমালোচনার্থে শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের সঙ্কলিত 'শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থ পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। বৈষ্ণব-সাহিত্য-সুধা-সেবী, বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমর পরিচায়ক সুবিখ্যাত গৌরভক্ত ভদ্র মহাশয় আজ পদ সুধা-পিপাসু শ্রীগৌরভক্তগণের গৌর-পদ সুধা-তৃষ্ণা প্রশমনের নিমিত্ত 'শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী' প্রবাহিত করিয়া দিয়া ভক্তমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইলেন।"

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ।

সম্পাদকের মঙ্গলাচরণ।

প্রেমবন্যা।

বৃন্দাবনমে শেষ-রস-পাহাড় ;
তহিছে গৌর নিতাই।
প্রেমক ঢল বঙ্গে নামাওল,
ভাসল সবহুঁ ঠাঁই॥
সীতাপতি পহুঁ পহিল ভাসল,
ভাসল মুকুন্দ আদি।
নদীয়া ছোড়্ কে উধাউ প্রবাহে,
ধাওল পীরিতি নদী॥
প্রেম-দরিয়াসে, ডুবি ভকত-মীন,
ক্রীড়ত সানন্দ প্রাণ।
পাষণ্ডীক দল, খণ্ড খণ্ড হোকে
ভাসত তৃণ-সমান॥
ভাব মহাভাব সাত্ত্বিকাদি,
উঠল কতহুঁ তরঙ্গ।
তাহে পড়ি পাষণ্ড, হাবুডুবু খাওত,
দোন ভাই দেখে রঙ্গ॥
হরিদাস-ছুতার হরিনাম-তরী,
পাতল সো নদী মাহে।
রূপ সনাতন আদি দাঁড়ি ছয়
রসক দাঁড় খেচে তাহে॥
ডিঙ্গি সামনে বৈঠি হরের্নাম-বাদাম
তুরিছে খাটাওয়ে নিমাই।
ভকতি-কেরোয়ালে ভবাম্বুধি পারে
পাতকী তরাওয়ে নিতাই॥
রাধা-নাম-সারি সবহুঁ নাবিক
ঘন গগন-ভেদি গাহে।
কোই কহে রাধা, কিষণ কহে কোই,
যুগল-নাম কোই কহে॥
এ নাম সাধনে জগত মাতাওল
গায় জীব নিয়ড় দূরে।
কাঠ কঠিন হিয়া এ জগ-বন্ধুক
জিভে নাম নাহি স্ফুরে॥*

---

* 'শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার কয়েক মাস পরে স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র ১৩১১ সালের ২২শে ভাদ্রের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখেন যে, শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণীতে প্রকাশের জন্য তিনি যে মঙ্গলাচরণটী রচনা করিয়া প্রকাশকের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তাহা ঐ গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে জগদ্বন্ধুবাবুর সম্পাদিত "প্রেমানন্দের মনঃশিক্ষা" গ্রন্থে তাঁহার রচিত যে মঙ্গলাচরণটি ছাপা হইয়াছিল, ভ্রমবশতঃ সেইটি গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণে সেই মঙ্গলাচরণটী **পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইল।**—সম্পাদক।

প্রথম সূচী

বিষয় বা রস

৩। ঘনশ্যাম ওরফে নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রণীত "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে "ঘনশ্যাম" ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ আছে, তাহার মধ্যে ২৬টী পদ গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সেইগুলি যে ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর বিরচিত, তাহাতে দ্বিমত হইতে পারে না। সেই জন্য এগুলি ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর নামে লিখিত হইল।

পদকর্ত্তৃগণের নাম	পদসমষ্টি	পৃষ্ঠা
নয়নানন্দ	৩০	৩,৯,২২,৯৪,১০৪,১১০,১১১,১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬৪,১৬৬,১৭৭,১৭৮, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ২২০, ২৪৮
নরহরি সরকার (৪)	১০০	৮,৯,১০৪,১০৫,১১৩,১১৪,১২৩,১২৪,১২৫,১২৬, ১২৭,১২৮,১২৯,১৩০, ১৩২ (১২০শ ও ১২১শ পদ), ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫,১৩৬,১৩৭,১৩৮,১৩৯, ১৪০,১৪১,১৪২,১৪৩,১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮,১৮৭,১৮৮,১৯২,১৯৩,২০১
নরহরি চক্রবর্ত্তী (৫)	১৭১	১৮,৪২,৪৩,৪৬,৫০ (২৯শ পদ), ৫৩ (৪৩শ), ৫৪ (৪৪শ ও ৪৫শ), ৫৫,৫৬ (৩য় ও ৫ম), ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২ (২৬শ ও ২৭শ), ৬৫,৬৬,৬৭,৬৮, ৬৯,৭০,৭১,৭২,৭৩,৭৪,৯৩,১০৩, ১১৪ (৪৬শ), ১৫২ (১৪শ), ১৫৩,১৬৭ (৪৫শ,৪৬শ ও ৪৭শ), ১৬৮,১৬৯ (৫২শ ও ৫৫শ), ১৭০, ১৭১,১৭২, ১৭৩, ১৭৯, ১৮১, ১৮২,২০৮,২০৯,২১০,২১১, ২১৪,২১৫,২১৭,২১৮, ২২০ (৬৭), ২২১, ২২৬ (২৬শ), ২২৭,২২৯, ২৩০ (৩৯শ), ২৩১, ২৩২, ২৩৩ (৫১শ), ২৩৭, ২৭৪, ২৭৮, ২৮৬, ২৮৭ (৬৬, ৬৭, ৬৮ ও ৬৯), ২৮৮, ২৮৯ (৭৫, ৭৬ ও ৭৭), ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ৩১২,৩১৩ (৪৩শ), ৩১৪, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৯, ৩২০,৩২১,৩২২,৩২৯
নরহরি দাস	১১২	২০, ৪৭, ৪৮, ৪৯,৫০,৫১,৫২, ৫৩, ৫৪, ৬২, ১৩২,১৫২,১৫৮,১৬৩,১৬৭,১৬৯, ১৯২, ১৯৬, ১৯৭,১৯৮,১৯৯,২০২,২০৪,২১৯, ২২০, ২২১, ২২২,২২৩,২২৪,২২৫,২২৬, ২৩০, ২৩১,২৩৩, ২৩৪,২৩৫,২৩৬,২৫১,২৬৯, ২৭০, ২৮৯, ২৯০,

৪। শ্রীখণ্ড হইতে 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী' নামক একখানি মাসিক পত্র তিন বৎসর বাহির হয়। শ্রীখণ্ডের শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহোদয় ইহার সম্পাদক ছিলেন। এই মাসিক পত্রে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের পদাবলী প্রকাশিত হয়। ইহাতে মোট যত পদ আছে, তাহার মধ্যে ১০৮টী পদ গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সেইগুলি নরহরি সরকারের পদ বলিয়া লিখিত হইল।

৫। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে নরহরিভণিতাযুক্ত যে সকল পদ আছে, তন্মধ্যে ১৬৯টী পদ গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই-গুলি নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচিত বলিয়া লিখিত হইল।

উল্লিখিত পদাবলী ব্যতীত "নরহরি" ভণিতায় আরও ১১২টী পদ গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে আছে। ইহার মধ্যে সরকার ঠাকুরের ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পদও নিশ্চয় আছে। তবে কাহার রচিত পদ কোনগুলি, তাহা বাছিয়া বাহির করা সুকঠিন। ইহার মধ্যে অপর কোন নরহরির পদ আছে কি না, তাহা কে বলিতে পারে?

৬। ৮৩ পৃষ্ঠার ২৫ সংখ্যক পদের শেষ চরণ "তদুচিত অলি রহু মাতি।" পদকল্পতরুর ২৪০৮ সংখ্যক উক্ত পদটির শেষ চরণ আছে "যদুচিত অলি রহু মাতি।"

৭। ২০৬ পৃষ্ঠার ৪ সংখ্যক "আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল" পদটীতে যদুনাথ দাস ভণিতা যুক্ত আছে। প্রকৃত পক্ষে এটী কৃষ্ণদাস কবিরাজের পদ; কারণ, এটী চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত।

৮। শ্যামদাস-ভণিতাযুক্ত ১৯১ ও ২৯৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একই পদ।

তৃতীয় সূচী

পদসূচী

৪। এই দুইটি একই পদ, কেবল প্রথম দুই চরণে সামান্য প্রভেদ আছে।

[প]

৫। এই দুইটী একই পদ, সামান্য প্রভেদ আছে।

[ভ]

[ম]

১। ৮৩ পৃষ্ঠার "প্রতপ্ত নির্ম্মল স্বর্ণ" ইত্যাদি পদের প্রথম চারি চরণ।

[স]

১। পদকল্পতরুর ২২৩৬ সংখ্যক পদ দেখুন।

চতুর্থ সূচী

নিম্নলিখিত পদগুলি দুইবার করিয়া ছাপা হইয়াছে।

উপক্রমণিকা।

——:*:——

বর্ত্তমান সংগ্রহগ্রন্থে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শচীনন্দন গৌরাঙ্গদেবের ও তদীয় পরিকর ও ভক্তগণের অলৌকিক, অপূর্ব্ব ও অভূতপূর্ব্ব লীলাত্মক কিঞ্চিদধিক পঞ্চদশ শত প্রাচীন মহাজনী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা, গীতচিন্তামণি, গীতরত্নাকর, গীতচন্দ্রোদয়, পদচিন্তামণিমালা, রসমঞ্জরী, লীলাসমুদ্র, পদার্ণবসারাবলী, গৌরচরিত-চিন্তামণি প্রভৃতি মুদ্রিত পদগ্রন্থ ও শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তি-প্রণীত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে যে সকল পদ নাই, তেমন অনেক পদ পাঠক এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। আমরা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া, বহু বিজ্ঞ বৈষ্ণব-বন্ধুর নিকট পত্র লিখিয়া, এবং বহু প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়ার তোষামোদ করিয়া, এই সকল অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। অনেকে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সংগৃহীত প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ আমাদিগকে দেখিতে ও ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। যাহা হউক, এ বিষয়ে আর যাহা বক্তব্য, তাহা আমরা ভূমিকায় বলিব।

এই উপক্রমণিকায় আমরা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে একটী কথাও বলিব না। কেন না, সে অতুল্য, অমূল্য চরিত ভুবনে সুপরিচিত। শ্রীল বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীল লোচনানন্দ ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গল, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীল জয়ানন্দ দাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীল প্রেমদাসের বংশীশিক্ষা, শ্রীল ঈশান নাগরের শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে মহাপ্রভুর জীবনচরিত ও লীলা বিস্তীর্ণরূপে বর্ণিত রহিয়াছে।(১) এতদ্ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথানুসারে পরলোকগত জগদীশচন্দ্র গুপ্তের চৈতন্যলীলামৃত, শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা বা ত্রৈলোকানাথ সান্যাল-প্রণীত ভক্তি-চৈতন্য-চন্দ্রিকা, শ্রীযুক্ত শিশির-কুমার ঘোষ-বিরচিত অমিয়-মাখা শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত যুগাবতার ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন-প্রণীত শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব ও শ্রীগৌরাঙ্গচরিত প্রভৃতি কয়েকখানি উপাদেয় গদ্য গ্রন্থে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ধারাবাহিক জীবনী আছে। পরিশেষে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন-প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিস্তারিত চরিতাখ্যান এবং চরিত্র ও লীলার সমালোচনা আছে। অনুসন্ধিৎসু সৌভাগ্যশালী পাঠক ইচ্ছা করিলে প্রাগুক্ত গ্রন্থগুলি হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ, পরীক্ষিত ও প্রামাণিক জীবনী প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু নূতন বলিবার নাই। কিন্তু এ স্থলে একটী বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আমাদিগের ইচ্ছা। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া জীবসকলকে কি ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস দিব মনে করিয়াছি।

বংশীশিক্ষার প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রেমদাস কহিয়াছেন :—

"কলিপাপতাপাচ্ছন্ন দেখি ভক্তগণে। উদয় হইয়া প্রভু শচীর ভবনে॥
দুই ভাবে দুই কার্য্য করিলা সাধন। অন্যে ইহা নাহি জানে জানে ভক্তগণ॥"

১। শ্রীল মুরারি গুপ্তের করচা বা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতামৃতের কথা জগদ্বন্ধুবাবু এখানে উল্লেখ করেন নাই। যখন তিনি এই উপক্রমণিকা লেখেন, তখন মুরারির করচার অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই গ্রন্থই প্রভুর আদি লীলাগ্রন্থ।

উক্ত গ্রন্থকার সেই দুইটী কার্য্যের এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :—

(১) "বহিরঙ্গ ভাবে হরে কৃষ্ণ রাম নাম। প্রচারিলা জগ মাঝে গৌর-গুণধাম ॥"

(২) "অন্তরঙ্গ ভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তগণে। রসরাজ উপাসনা করিলা অর্পণে ॥"

অর্থাৎ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দ্বিবিধ লোকের পক্ষে সাধ্য বিবেচনা করিয়া দ্বিবিধ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথমতঃ যাহারা বহিরঙ্গ বা সাধারণ লোক অথবা দুর্ব্বলাধিকারী, তাহাদিগের ধর্ম্মশিক্ষার বিধি করিলেন নাম-গ্রহণ, নামজপ বা নামসঙ্কীর্ত্তন। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা অন্তরঙ্গ বা পরিকর, অথবা সবলাধিকারী বা যাঁহারা ধর্ম্মের সূক্ষ্ম মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম এবং সেই মর্ম্ম মতে ধর্ম্মসাধনে পারগ, তাঁহাদিগের জন্য ব্যবস্থা হইল, "রসরাজ উপাসনা।" আমরা ক্রমে এই দ্বিবিধ উপায়ের যথাশক্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। বিষয়টী অতি গুরুতর, প্রগাঢ় জ্ঞানসাপেক্ষ, বৈষ্ণবধর্ম্মে বিশেষ ব্যুৎপত্তিসাপেক্ষ, এবং সাধন-ভজনসাপেক্ষ। আমাদের তাহা কিছুই নাই। তবে বামন যেমন চন্দ্র ধরিতে, পঙ্গু যেমন উন্নত শৈল উল্লংঘন করিতে, এবং কাষ্ঠমার্জ্জার যেমন লবণাম্বুতে সেতু বন্ধন করিতে ইচ্ছুক, আমাদিগের ইচ্ছাও তদ্রূপ। আমাদিগের ব্যাখ্যা ও সমালোচনায় বহু ত্রুটি ও বহু ভ্রম থাকিবে; কিন্তু বিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ আমাদিগের শত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, এ ভরসা আছে। তবে তাঁহারা যে সমালোচনা করিবেন, তাহা যুক্তিযুক্ত হইলে শিরোধার্য্য করিব এবং শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় দ্বিতীয় সংস্করণ হইলে, আপনাদের ভ্রমপ্রমাদাদি সংশোধন করিয়া লইব।

প্রথমতঃ নামগ্রহণ, নামজপ বা নামসংকীর্ত্তন। বৈষ্ণবজগতে "শিক্ষাষ্টক" নামে আটটী শ্লোক প্রচলিত আছে। উহা মহাপ্রভুর স্বরচিত বলিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থনিচয়ে উল্লেখ রহিয়াছে। এই অংশের ব্যাখ্যা করিতে উপরোক্ত শিক্ষাষ্টকই আমাদিগের প্রধান অবলম্বন হইবে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার বিংশতি পরিচ্ছেদে শিক্ষাষ্টকের এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—

"পূর্ব্বে অষ্টশ্লোক করি লোকশিক্ষা দিল। সেই অষ্টশ্লোক আপনে আস্বাদিল ॥
প্রভু শিক্ষা অষ্টশ্লোক যেই পড়ে শুনে। কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে ॥"

সজ্জনতোষিণী পত্রিকায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়, এই অষ্টশ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের সাহায্য লইয়া অতি সংক্ষেপে এই অংশের আলোচনা করিব।

পুরাণে কলিকালে হরিনাম-কীর্ত্তনই জীবের মুখ্য ধর্ম্মসাধন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা :—

"সত্যে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥"—বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥"—বিষ্ণুপুরাণ।

উভয় বচনের অর্থ ই এক। অর্থাৎ সত্যে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞাদি দ্বারা, এবং দ্বাপরে অর্চ্চনা দ্বারা যে ফল হয়, কলিতে হরিনাম-কীর্ত্তন দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নামকীর্ত্তনই যে কলিকালের ধর্ম্ম, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও একাধিক বার দৃষ্ট হয়। যথা :—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥"

অন্বয়ার্থ। কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রনীলমণিবৎ জ্যোতিঃসম্পন্ন এবং অঙ্গ, উপাঙ্গ ও পার্ষদ সহ যখন ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, তখন বিবেকী মনুষ্যেরা সংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার উপাসনা করেন।

পুনশ্চ— "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥"

শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, কলিযুগে একমাত্র নামসংকীর্ত্তন দ্বারা সর্ব্বার্থ লাভ হয় জানিয়া, গুণবেত্তা সারগ্রাহী সাধুরা ঐ যুগের প্রশংসা করেন।

আবার নারদীয় পুরাণ দৃঢ়তার সহিত বারংবার বলিয়াছেন :—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব-প্রণেতা এই বচনের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"অতএব কলিতে কেবল হরিনাম, কেবল হরিনাম, কেবল হরিমাম, এতদ্ব্যতীত জীব-নিস্তারের আর অন্য উপায় নাই। অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই। 'কেবল' শব্দ তিন বার উচ্চারণের দ্বারা, হরিনাম ভিন্ন যে জ্ঞানযোগ, যজ্ঞ এবং তপস্যাদি জীবের আর কিছুই করণীয় নাই, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। আর হরিনামই মুক্তির একমাত্র উপায়, তাহারই দৃঢ়তা স্থাপন জন্য তিন বার হরিনাম উচ্চারিত হইয়াছে।"

দিব্যোন্মাদ সময়ে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বরূপদামোদর ও রামানন্দ রায়কে কলিতে নাম-সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিয়া, উহার উপকারিতা এইরূপে বলিতে লাগিলেন :—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং॥"

যদ্দারা মানবের চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হয়; ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়; জীবের শ্রেয়োরূপ শুভ্রোৎপলের ভাবচন্দ্রিকা বিতরিত হয়; যাহা ব্রহ্মবিদ্যারূপ বধূর জীবনস্বরূপ হয়; যাহা বিমলানন্দ-সমুদ্রকে উদ্বেলিত করে; যাহা প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদ প্রদান করে; এবং যাহা মন প্রাণ আত্মাকে পরমানন্দরসে অবগাহন করাইয়া পরিতৃপ্ত করে; সেই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হউক।

এই নামসংকীর্ত্তনের অধিকারী হইবার জন্য নামে অনুরাগ হওয়া প্রয়োজন। এই তত্ত্ব জীবসকলকে শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু দ্বিতীয় শ্লোকে নামের শক্তি বর্ণন করিয়াছেন :—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

হে ভগবন্, তোমার জীবের প্রতি এমন করুণা যে, তুমি অধিকারিভেদে বিবিধ মুখ্য ও গৌণ নাম প্রচার করিয়া, সেই সকল নামে ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়া রাখিয়াছ। এবং আমরা দুর্ব্বল, সুতরাং দৃঢ় নিয়ম পালনে অসমর্থ, ইহা বিবেচনা করিয়া, তোমার নাম গ্রহণের কোনও কালাকাল নিয়মিত কর নাই। তোমার এতাদৃশী করুণা সত্ত্বেও আমি এমনই দৈবদুর্ব্বিপাকগ্রস্ত যে, তোমার সুধাসদৃশ নাম গ্রহণে আমার অনুরাগ জন্মিল না।

উপরে যে দুর্দ্দৈবের উল্লেখ আছে, তাহা দশবিধ নামাপরাধ * ভিন্ন আর কিছুই নহে। সর্ব্বদা ব্যাকুল হৃদয়ে হরিনাম কীর্ত্তন করিলেই নামাপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যথা,—

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"

নামাপরাধ-পরিশূন্য হইলেই জীবের নামে রুচি, নিষ্ঠা ও রতি জন্মে। অতঃপর নাম গ্রহণের অধিকারী হইবার জন্য সাধককে প্রস্তুত হইতে হইবে। নিম্নলিখিত শ্লোকে সেই অধিকারীর লক্ষণই উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

অন্বার্থ। যিনি শ্রেষ্ঠভক্ত হইলেও আপনাকে তৃণাপেক্ষা লঘু জ্ঞান করেন; তরু যেমন ছেদনকারীর অত্যাচার সহ্য করে, শুষ্ক হইয়াও কাহার নিকট সলিল প্রার্থনা করে না, বরং সকলকে স্নিগ্ধ ও রক্ষা করে; সেইরূপ যিনি সর্ব্ববিধ শোক তাপ অত্যাচার অপমান নিজে সহ্য করিয়া, অন্যের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন, তিনিই হরিনাম কীর্ত্তনে অধিকারী এবং তাঁহারই নামগ্রহণে প্রেমোদয় হয়।

নাম কীর্ত্তনের অধিকারী হইবার পর, জীবকে বিষয়াভিলাষশূন্য ও কর্ম্মাদিবিবর্জ্জিত হইয়া, ভগবানের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে:—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী-কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

অন্বার্থ। হে জগদীশ! আমি তোমার নিকট ঐশ্বর্য্যরূপ ধন, পুত্রকলত্রাদিরূপ জন ও মনোহারিণী কবিত্বশক্তি, এ তিনের কিছুই চাই না; কিন্তু হে নন্দনন্দন! জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী অর্থাৎ ফলানুসন্ধানরহিতা শুদ্ধা ভক্তি জন্মে, আমার প্রতি এই আশীর্ব্বাদ প্রদান কর।

বিষয়-লালসার প্রলোভন বড়ই প্রবল, অথচ জীব যারপরনাই দুর্ব্বল। ক্রমে ক্রমে জীব বিষম বিষয়-জালে জড়িত হইয়া অপার ও অগাধ ভবজলধি মাঝে নিমগ্ন হইয়া যায়। তখন তাহার আর স্বয়ং উদ্ধারের আশা থাকে না। কাজেই তাহাকে ভক্তবৎসল ভগবানের নিকট কাতর প্রাণে বলিতে হয়, "হে অনাথনাথ! দীনশরণ! আমাকে কেশে ধরিয়া ভবাব্ধি হইতে উদ্ধার কর।" মহাপ্রভু নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে সাধকের এই অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন।

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥"

অন্বার্থ। হে নন্দকুমার! তোমার চিরদাস তোমাকে বিস্মৃত হইয়া, বিষয়জালে জড়াইয়া ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছে। সে যতই উঠিতে চেষ্টা করে, ততই তোমার পদপল্লব হইতে দূরে—অতি দূরে নীত হয়। তুমি কৃপা করিয়া তাহাকে তোমার চরণের রেণুকণা করিয়া রাখ। তবেই আমার দাস্যধর্ম্ম সুসাধ্য হইবে; এবং তবেই তোমাকে ভুলিয়া আর বিষয়ের সেবা করিব না।

---

* সাধুনিন্দা, শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিভূতিস্বরূপ অন্য দেবতাতে ভেদবুদ্ধি, গুরুর প্রতি তাচ্ছিল্য, বেদনিন্দা, শাস্ত্রনিন্দা, হরিনামে অর্থবাদ, নামব্যপদেশে অসৎপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা, অপর মাঙ্গলিক কার্য্যের সহিত হরিনামগুণ সমজ্ঞান, বহির্ম্মুখ ও অনধিকারীকে নামোপদেশ এবং নামমাহাত্ম্য শ্রবণে বীতস্পৃহা।

একান্ত মনে এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সাধকের নামে রুচি, নামে অনুরাগ ও নামে শ্রদ্ধা হইবে। নামগ্রহণ মাত্র নয়নে অবিরল ধারা বহিবে,—স্তম্ভপ্রলয় প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ দেহে অভিব্যক্ত হইবে। এই জন্য মহাপ্রভু জীবশিক্ষার্থ বলিতেছেন,—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥"

অস্যার্থ। হে দীনবন্ধো! কবে তোমার নাম গ্রহণ করিতে করিতে আমার নয়নযুগলে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইবে? কবে ভাবের তরঙ্গে আমার বদনে গদগদ ভাষা ও স্বরভঙ্গরূপ বিকার উপস্থিত হইবে? এবং কবে আমার সমস্ত শরীর পুলকাবলীতে কণ্টকিত হইয়া শিহরিয়া উঠিবে?

মহাপ্রভু এই শ্লোকদ্বারা সঙ্কেতে ইহাও বিজ্ঞাপন করিয়াছেন যে, নামগ্রাহী সাধক যখন যথার্থ ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইবেন, তখন তাঁহাতে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইবেই পাইবে। তখন সাধক প্রাণবল্লভকে মুহূর্ত্তমাত্র না দেখিলে "যুগশত" মনে করিবেন, সমস্ত সংসার শূন্য দেখিবেন। সপ্তম শ্লোকে এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে।

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥"

অস্যার্থ। অহো! গোবিন্দ-বিরহে আমার নিকট নিমেষ যুগবৎ প্রতীয়মান হইতেছে; বর্ষাধারার ন্যায় চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হইতেছে এবং সমগ্র জগৎ শূন্যময় বোধ হইতেছে!

সামান্য নায়কের বিরহেই যখন সামান্যা নায়িকা "বাউরী পারা" হয়েন, তখন প্রেমময়, প্রেমের আধার নন্দসুতকে যে সাধকরূপ নায়িকা একবার পাইয়াছে, সে কেমন করিয়া তাঁহার বিরহে ব্যাকুল না হইবে? সাধক তখন ভগবৎপ্রেমে এতই মজিয়াছেন যে, তিনি প্রাণনাথকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া, তাঁহারই দ্বারে ভিখারী হইয়া, তাঁহারই প্রেমে নির্ভর করিয়া কহিতেছেন,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

অস্যার্থ। হে প্রাণবল্লভ! আমি তোমা বৈ আর কিছু জানি না। ইচ্ছা হয়, কৃপা করিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর; অথবা পাদতলে আমাকে মর্দ্দন করিয়া সুখী হও; কিংবা অদর্শন দ্বারা আমাকে মর্ম্মাহত কর। হে প্রেমলম্পট! আমার যেরূপ বিধান করিলে তুমি সুখী হও, তাহাই আমার স্বীকার্য্য। কারণ, আমি জানি, তুমি আমারই প্রাণনাথ, অপর কেহ নহ।

এইরূপে নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সাধকের প্রেমদশা উপস্থিত হয় এবং সেই দশায় ভগবানের প্রতি রতি জন্মে। রতির পরিপাকে ভাব, ভাবের পরিপাকে মহাভাবের উদয় হয়। স্বয়ং শ্রীরাধা সেই মহাভাবরূপা, এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রসরাজ। সাধক আপনাকে রাধারূপা ভাবিয়া, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণপতি জ্ঞান করতঃ ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। অতএব দেখা যাইতেছে, নাম-সংকীর্ত্তনের চরম ফলও যাহা, পঞ্চ রসের সাধনের চরম ফলও তাহাই। প্রভেদের মধ্যে এই যে, প্রথমটী দ্বিতীয়টী অপেক্ষা সুগম ও সহজ-সাধ্য।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া যে রসরাজ উপাসনা করিতেন, আমরা সম্প্রতি সেই সাধনপ্রণালীর ব্যাখ্যা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু পাঠক মহোদয়গণ, প্রারম্ভেই স্মরণ রাখিবেন যে, "রসরাজ উপাসনা" রসের ভজনের শেষ—প্রথম নহে। যে মাধুর্য্যরস লইয়া রসরাজ উপাসনা করিতে হয়, সেই মাধুর্য্য আর চারিটী রসের পরিপাক। সুতরাং রসরাজ উপাসনার ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রথমতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী রসচতুষ্টয়ের

ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আমাদিগের কার্য্য সহজ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের মধ্যে যে তত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা :—

"প্রভু কহে কহ শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণ ভক্তি-সাধ্য হয়॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্ম-ত্যাগ ভক্তি-সাধ্যসার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি সাধ্যসার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য-ভক্তি সাধ্যসার॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে ইহ হয় কিছু আগে আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তভাব প্রেমসাধ্যসার॥

এই কয়েক পঙ্‌ক্তিতে ভজনের পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, শ্রীরামানন্দ রায়ের দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যে বর্ণের যে ধর্ম্ম, সে সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিলে, অর্থাৎ সেই ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম করিলে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে। এইরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে ভগবানের উপর সকল কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়া নিজে কর্ম্মশূন্য হইবে। তখন যেমন কর্ম্ম থাকিবে না, তেমন ধর্ম্মও থাকিবে না। কেবল জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে; পরে শুদ্ধভক্তির উদয় হইবে। ভগবানে বিশুদ্ধ-ভক্তির উদয়ই ধর্ম্মের প্রধান সোপান, ইহাকে শান্ত-ভক্তের সাধন কহে, এই সাধন ব্রজভাবের অতীত। ভক্তি যখন প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়, তখনই ব্রজভাবে সাধনের আরম্ভ। এই আরম্ভেই দাস্য, দাস্যের পর সখ্য, সখ্যের পর বাৎসল্য, পরিশেষে কান্ত বা মধুর ভাবে ভজন। ইহার উপর আর কিছু নাই। কবিরাজ গোস্বামী রায় রামানন্দের মুখে কান্তভাবের শ্রেষ্ঠতার নিম্নলিখিত কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা :—

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের ভাব পরে পরে হয়।
এক দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে সর্ব্ব-রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই এক গণনে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥"

এই পঞ্চবিধ সাধন যে পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের অনুমোদিত, তাহা পাশ্চাত্য মতের পক্ষপাতী পাঠকগণ স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি ষড়্‌দর্শনেই পঞ্চভূত বা পঞ্চতন্মাত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু উপরি উদ্ধৃত কএক পঙ্‌ক্তিতে এই পঞ্চ তন্মাত্রের যে ভাবে উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সাংখ্যমতানুযায়ী। বস্তুতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মের সমস্ত দার্শনিক মতই সাংখ্যদর্শন হইতে গৃহীত। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি সাধনপ্রণালী বুঝাইবার জন্য রায় রামানন্দ বলিতেছেন যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ যেমন পর পর ভূতে বিদ্যমান থাকিয়া পৃথিবীতে শেষ হইয়াছে, তদ্রূপ শান্তদাস্যাদি রস পর পর রসকে পুষ্ট করিয়া চরমে মাধুর্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সাংখ্যমতে পঞ্চতন্মাত্র নিত্য পদার্থ। কিন্তু তাহাদিগকে বুঝিতে হইলে, পর পর কল্পনা করিয়া বুঝিতে হইবে। আকাশের গুণ শব্দ। বায়ুর নিজের গুণ স্পর্শ ও আকাশ হইতে গৃহীত গুণ শব্দ। সুতরাং বায়ুর গুণ দুটী—শব্দ ও স্পর্শ। অগ্নি বা তেজের গুণ রূপ, তদ্ব্যতীত আকাশ হইতে গৃহীত গুণ শব্দ ও

বায়ু হইতে গৃহীত গুণ স্পর্শ; সুতরাং অগ্নির গুণ তিনটী—রূপ, শব্দ ও স্পর্শ। অপ্ বা জলের গুণ রস, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূত হইতে গৃহীত গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; সুতরাং জলের চারিটী গুণ—শব্দ, স্পর্শ রূপ ও রস। ক্ষিতি বা পৃথিবীর স্বীয় গুণ গন্ধ; পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূত হইতে গৃহীত গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে এই ফল পাওয়া গেল ঃ—

(১) আকাশ বা ব্যোম—শব্দতন্মাত্রক।

(২) বায়ু বা মরুৎ—শব্দ ও স্পর্শতন্মাত্রক।

(৩) অগ্নি বা তেজ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপতন্মাত্রক।

(৪) অপ্ বা জল—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসতন্মাত্রক।

(৫) ক্ষিতি বা পৃথিবী—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্রক।

উপরে যেমন আকাশাদি তন্মাত্রের গুণ পর পর তন্মাত্রে সমাহৃত হইয়া, পৃথিবীতে গুণপঞ্চকের একত্র সমাবেশ বা পর্য্যবসান হইয়াছে, বৈষ্ণব-সাধনপ্রণালীর শান্তদাস্যাদির গুণ তদ্রূপ দুই তিন করিয়া চরমে মাধুর্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

উপরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে যে মত উদ্ধৃত করিয়াছি, বংশীশিক্ষায়ও সেই মতের অবতারণা দেখিতে পাই। ইহাতে ভগবানের সহিত জীবের পঞ্চবিধ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে ব্রজের সম্বন্ধ চতুর্ব্বিধ। যথা ঃ—

"তেঁই সে সম্বন্ধ ব্রজে চতুর্ব্বিধ হয়।
প্রভু, সখা, পুত্র, কান্ত, মহাজনে কয়॥
তন্মধ্যে উত্তম কান্ত সম্বন্ধ বাখানি।
যার অন্তর্ভূত সদা ত্রিসম্বন্ধ জানি॥
এই লাগি ভাগ্যবান্ জীব সমুদয়।
রসরাজ কৃষ্ণে কান্ত ভাবেতে ভজয়॥"

বংশীশিক্ষার অপর এক স্থলে এই রস বা সম্বন্ধপঞ্চকের প্রভেদ সুন্দর উপায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে,—

"শান্ত তামা, দাস্য কাঁসা, সখ্য রূপা গণি।
বাৎসল্য সোনা, শৃঙ্গার রত্ন-চিন্তামণি॥"

এই পঞ্চ রসরূপ ধাতু ভিন্ন ভিন্ন আকরে পাওয়া যায়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপায়ে আকর হইতে সেই পঞ্চধাতু উত্তোলন করিতে হয়। মহাপ্রভু শ্রীবংশীবদনকে কি বলিয়াছেন, শুনুন,—

"খনিতে সকল ধাতু বিরাজ করয়।
ভাগ্য অনুসারে কিন্তু লাভালাভ হয়॥
মাত্র করমের ফলে তামা লাভ হয়।
জ্ঞানের ফলেতে কাঁসা লাভ সুনিশ্চয়॥
কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তিফলে রূপা লাভ জানি।
জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তিফলে সোনা লাভ মানি॥
সুবিশুদ্ধা-ভক্তি প্রেম-পিরীতের বলে।
রত্ন-চিন্তামণি লাভ মহাজনে বলে॥"

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিয়া পঞ্চতন্মাত্রের সহিত পঞ্চরসের সৌসাদৃশ্য দেখাইতেছি,—

"কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ, শান্তের দুই গুণ।
পরব্রহ্ম পরমাত্মা কৃষ্ণে জ্ঞান প্রবীণ॥
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্ত রসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভু জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভ্রমে গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসের এই দুই গুণ॥
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়॥
কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায় করে ক্রীড়া-রণ।
কৃষ্ণে সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥

বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্য গৌরব সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিহ্ন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্॥
বাৎসল্যে শান্তের নিষ্ঠা দাস্যের সেবন।
সেই সেবনের ইহ নাম যে পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব পার।
মমতাধিক্যে তাড়ন ভৎর্সন ব্যবহার॥
আপনাকে পালক আর কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
মধুর রসে, কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করান সেবন।
অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চ গুণ॥"

যদিও উপরে শান্তের কৃষ্ণে নিষ্ঠা ও তৃষ্ণা ত্যাগ, এই দুইটী গুণের উল্লেখ আছে, তথাপি শান্তের প্রকৃত ধর্ম্ম নিষ্ঠা,—তৃষ্ণা ত্যাগাদি আনুষঙ্গিক। তদ্রূপ দাস্যের প্রকৃত ধর্ম্ম সেবা,—সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রভৃতি আনুষঙ্গিক। তদ্ব্যতীত শান্ত হইতে গৃহীত গুণ নিষ্ঠা। সখ্যের প্রধান ধর্ম্ম আত্মবৎ জ্ঞান বা পূর্ণ বিশ্বাস,—গৃহীত গুণ নিষ্ঠা ও সেবা। বাৎসল্যের প্রধান ধর্ম্ম পালন,—গৃহীত ধর্ম্ম নিষ্ঠা, সেবা ও আত্মবৎ জ্ঞান। মাধুর্য্যের প্রধান ধর্ম্ম সম্ভোগ বা আত্মসমর্পণ,—গৃহীত ধর্ম্ম নিষ্ঠা, সেবা, আত্মবৎ জ্ঞান ও পালন। উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে এই ফল পাইলাম :—

(১) শান্ত—নিষ্ঠাময়।
(২) দাস্য—সেবা ও নিষ্ঠাময়।
(৩) সখ্য—বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও সেবাময়।
(৪) বাৎসল্য—মমতা (পালন), নিষ্ঠা, সেবা ও বিশ্বাসময়।
(৫) মাধুর্য্য—আত্মসমর্পণ, নিষ্ঠা, সেবা, বিশ্বাস ও মমতাময়।

সুতরাং পঞ্চ তন্মাত্রেও যাহা দেখিয়াছি, এখানেও তাহাই দেখিলাম। কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতের স্থানান্তরেও এই পঞ্চ রসের উল্লেখ ও প্রত্যেক রসের ভক্তদিগের উদাহরণও দিয়াছেন। যথা,—

"ভক্তভেদে রসভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্ত রতি, দাস্য রতি, সখ্য রতি আর॥
বাৎসল্য রতি, মধুর রতি, এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি, রস-পঞ্চ ভেদ॥
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি রসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥
শান্তভক্ত নব যোগীন্দ্র সনকাদি আর।
দাস্যভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার॥
সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্যভক্ত মাতা পিতা যত গুরু জন॥
মধুর রসের ভক্তমুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥"

এ কথা বলা বাহুল্য যে, বৈষ্ণবধর্ম্মানুমোদিত পঞ্চ রস অধিকারভেদে উপাসনাপদ্ধতি মাত্র। সংপ্রতি আমরা এই পঞ্চবিধ সাধন-প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাই।

ভাগবতাদি পুরাণে শম, দম, ইন্দ্রিয়সংযম, তিতিক্ষা, দুঃখত্যাগ, অমর্ষত্যাগ, জিহ্বাশাসন, জয়, ধৃতি, এই দশটী শান্ত-ভক্তের লক্ষণ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রন্থমতে শান্ত-ভক্তের অপর নাম প্রবর্ত্ত-সাধক। চরিতকার প্রবর্ত্ত-সাধকের এই সকল লক্ষণ দিয়াছেন :—দয়া, অকৃতদ্রোহতা, সত্যবাদিত্ব, সারবত্তা, শম, দোষরাহিত্য, বদান্যতা, মৃদুতা, শুচিতা, অকিঞ্চনতা, পরোপকার, শান্তভাব, ভগবানে বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব, নিষ্কামতা, নিরীহতা, স্থৈর্য্য, রিপুজয়, মিতভোজন, অপ্রমত্ততা, মানহীনকে সম্মান, গাম্ভীর্য্য, কারুণ্য, মৈত্রী, কার্য্যদক্ষতা, মৌনাবলম্বন, অসৎসঙ্গ ত্যাগ। কবিরাজ গোস্বামী পরিশেষে শান্ত-ভক্ত কে নহে, তাহাও নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। অর্থাৎ যিনি স্ত্রীসঙ্গে রত—কামের দাস, তিনি একজন; এবং শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্ত্তন মননে যাহার অভক্তি বা অরুচি, তিনি আর একজন।*

উপরে যে সকল লক্ষণের উল্লেখ করা গেল, তাহা আয়ত্ত করা যে কত কষ্টকর, কত কৃচ্ছ্রসাধ্য, কত যোগ ও তপস্যালভ্য, তাহা বাস্তবিকই প্রগাঢ় চিন্তার বিষয়। যিনি আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথম অধিকারী মাত্র। সাধক রামপ্রসাদ সেন যথার্থই বলিয়াছেন যে—

"এত ছেলের হাতের মোওয়া নয় মন,
ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবি।"

সত্য বটে, শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ লাভে মন উন্মত্ত হইলে, সাধক বাধা বিঘ্ন কিছুই মানেন না, শ্রমকষ্ট আয়াস কিছুই গ্রাহ্য করেন না, কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের শরণ লইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় বশীভূত করতঃ ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু মনে করিলেই কেহ শান্ত-ভক্ত সাধু হইতে পারে না। নব যোগীন্দ্রগণের তপস্যা, আরাধনা, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতির সুন্দর কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতে পাঠ কর; দেখিবে, সে কি মহীয়ান্ অলৌকিক ব্যাপার। আবার স্মরণ রাখিও, আজন্মযোগী, সর্ব্বেন্দ্রিয়সংযমী, নিত্যসিদ্ধ শুক সনকাদি এই শান্তরসেরই রসিক। এত কৃচ্ছ্রসাধ্য যোগ করিয়া, এত ত্যাগস্বীকার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের পদপঙ্কজ ভিন্ন সর্ব্বার্থ তুচ্ছ করিয়া, শান্ত-ভক্ত ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হয়েন বটে, কিন্তু সে ভগবান্ ঐশ্বর্য্যময়। দেখিলে প্রাণ জুড়ায়, হৃদয় নাচে, মন মাতে বটে, কিন্তু তাঁহার সামীপ্যলাভে সাহস হয় না। সে রূপরাশি দেখিলে নয়ন ঝলসিয়া যায়, মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। সাধক দূরে—সুদূরে—বহু দূরে থাকিয়া সে রূপ দেখেন, আর বলেন,—

"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুতমিত রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন কাজে॥" †

অথবা অনুতাপ করিয়া বলেন,—

"যতনে যতেক ধন, পাপে বাটায়লু,
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছত,
করম সঙ্গে চলি যায়॥" †

পরিশেষে কাতর-কণ্ঠে প্রার্থনা করিয়া বলেন,—

"তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥" †

সাধক ভগবান্‌কে পাইতে এ পর্য্যন্ত যে অধিকারটুকু পাইয়াছেন, তাহা অতি সংকীর্ণ। কেন না, সাধক ভগবান্‌কে তিন মূর্ত্তিতে দেখিতেছেন,—পাতা, শাস্তা ও ত্রাতা। কিন্তু নিজের পালকরূপে ভাবিতে পারেন, এতটুকু অধিকারও হয় নাই। সেই জন্য বলিতেছেন,—

---

* কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার সম। নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ। অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী। গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥
অসৎসঙ্গ ত্যাগী এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥—মধ্যলীলা, ২২শ পরিচ্ছেদ।

† বিদ্যাপতি।

"তুহ জগন্নাথ, জগতে কহায়সি,
জগবাহির নহ মুঞি ছার।" *

অর্থাৎ "তুমি জগন্নাথ, জগৎপালক; আমি সেই জগতের একজন, তাই তোমার পাল্য।" দ্বিতীয়তঃ সাধক সমস্ত জীবন পাপ করিয়া হাজতের আসামীর ন্যায় কম্পিতকলেবরে ভগবানের নিকট মার্জ্জনার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। তৃতীয়তঃ সাধক মুমুক্ষু হইয়া ভবসিন্ধু তরিবার জন্য ভগবানের নিকট তদীয় বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পদপল্লব যাচ্ঞা করিতেছেন। এই তিন স্থলেই দেখা গেল, সাধ্যের উপর সাধকের দাবী অত্যল্প। কিন্তু ক্রমে এই দাবী গুরুতর হইবে—সঙ্কীর্ণ অধিকার বিস্তীর্ণ হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সাধক যদি কায়মনোবাক্যে ভগবানের দ্বারে পড়িয়া থাকেন, তবে ভক্তবৎসলের দয়া অবশ্যই লাভ করিতে পারেন। তিনি সাধককে অভয় প্রদানপূর্ব্বক বলেন,—"বৎস, বর গ্রহণ কর।" তখন সাধক কৃতাঞ্জলি-পুটে কহেন,—"দয়াময়, যদি অধীনকে বরই দান করিবে, তবে এ দাস ধন জন কিছুই চাহে না; চাহে কেবল ঐ চরণে সেবার অধিকার।"

"আর কিছু ধন চাই না আমি
(কেবল) ঐ চরণ-সেবার ভিখারী।"—প্রাচীন পদ।

কল্পতরুর দ্বারে ভিখারী বৈমুখ হইল না; ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হইল; ভক্ত সেবার অধিকার লাভ করিলেন। আজ অবধি শান্তভক্ত দাস্যভক্ত হইলেন। সেব্য ও সেবক দূরে দূরে ছিলেন, এখন নিকট হইলেন। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ হইল—প্রভু ও ভৃত্য। বিগ্রহ-সেবা, শ্রীমন্দির-মার্জ্জন, তুলসীতরুতে জলসেচন, সাধুবৈষ্ণব-সেবা, তীর্থ-পর্য্যটন প্রভৃতি দাস্যভক্তের কার্য্য। বিবিধ সেবাদ্বারা যখন প্রভু ও দাসের মধ্যে হৃদ্যতা জন্মে, সম্বন্ধ যখন ঘনিষ্ঠ হয়, তখন ভগবান্ ভক্তকে সখা বলিয়া গ্রহণ করেন। ভক্ত তখন সখ্যোচিত ভাবে বিভোর হইয়া বলেন,—

"মায়ের সোহাগে, ভুলিয়া রহিলি,
মায়ের কোলেতে ভাই।
মোরা কেন তোর দুয়ারে ঠারিব ?
নাই কি মোদের নাই ?
হাররে কানাই, সকলেই মোরা,
আহিরি-গোপ-ছাবাল।
তুই ত নহিস্, ঠাকুরের পুত,
তবে কাহে ঠাকুরাল ?
কত মারি ধরি, কাঁধে তোর চড়ি,
ঝুট ফল দিই মুখে।
তাই কিরে কানু, যাবি না গোঠেতে,
রহিবি মায়ের বুকে ?"

তখন কটিতটে পীতধড়া, মস্তকে মোহনচূড়া, গলে গুঞ্জাহার ও হস্তে পাচনিখানি লইয়া সখা রাখাল-গণের আগে আগে গোষ্ঠে না যাইয়া কি রাখালরাজের আর সাধ্য আছে ? এখানে ঐশ্বর্য্য নাই, বিভূতি নাই, ছোট বড় জ্ঞান নাই, এখানে সব সমান। এখানে অভিমানের কথা—"তুই মায়ের কোলে বসিয়া থাকিবি, আমাদের কি মা নাই ?" এখানে দেমাকের কথা—"আমরা সব গোয়ালার ছেলে, আর তুই বুঝি ঠাকুরপুত্র ?" এখানে আদর-ভালবাসা, "মারা ধরা, কাঁধে-চড়া," আর অর্দ্ধভুক্ত মিষ্ট ফল শ্রীভগবানের শ্রীমুখে অর্পণ। গোপকুমারগণ শ্রীগোপালকে মুখে আদরমাখা গালি দেয় বটে, কিন্তু অন্তরে "ভাই কানাইয়ের" প্রতি কত যে মমতা, তাহা কবি ভিন্ন কে জানিবে ? তাই রাখালের মুখে শ্রীগোবিন্দদাস কহিয়াছেন,—

"যদি বা এড়িয়া যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই,
চিত নিবারিতে মোরা নারি।

* বিদ্যাপতি।

কিবা গুণ জ্ঞান জান, সদাই অন্তরে টান,
এক তিল না দেখিলে মরি ॥"

আহা! সখ্য-প্রেমের কি মধুর ভাব! কি অতুল ভক্তিযোগ! কি অপ্রতিম প্রেম!! ব্রজগোপালের প্রতি ননীর গোপালের এই একরূপ সখ্য-ভাব; পক্ষান্তরে অর্জ্জুনাদির প্রতি যদুনন্দনের কি অন্যরূপ প্রগাঢ় সখ্যভাব! বিপদে সম্পদে, আহবে শান্তিতে, বনে রাজপ্রাসাদে, শ্রীহরি সর্ব্বত্র পাণ্ডবের সখা, পাণ্ডবের সুহৃৎ, পাণ্ডবের মন্ত্রী, পাণ্ডবের বুদ্ধিবল। পাণ্ডবজায়া যাজ্ঞসেনী বাঁধিয়াছিলেন ভগবান্‌কে সখ্যপ্রেমে—যে প্রেমের তুলনা নাই, যে ভক্তি অদ্বিতীয়া, যে নিষ্ঠা অচলা! দুর্ম্মতি দুঃশাসন রাজসভামধ্যে বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত, দ্রৌপদী কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন;—

"হা কৃষ্ণ! দ্বারকানাথ! কেশিঘ্ন! যদুনন্দন।
মথুরেশ! হৃষীকেশ! ত্রাতা ভব জনার্দ্দন ॥"

আর ভক্তবৎসল বস্ত্ররূপ ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণার লজ্জা নিবারণ করিলেন। দুর্ব্বাসা ঋষির ভীষণ কোপানলে পাণ্ডবগণ পতঙ্গবৎ দহনে উদ্যত; ডাকিলেন পাঞ্চালী কাতর প্রাণে, আর অমনি প্রাণসখা উপস্থিত হইয়া সখাগণকে অলৌকিক উপায়ে রক্ষা করিলেন। সখ্যপ্রেমের যে কত প্রভাব, তা আর কত কহিব?

এই সখ্যপ্রেমের পরিপাকে বাৎসল্যপ্রেমের উৎপত্তি। সখ্যের মূলসূত্র বিশ্বাস ও আত্মজ্ঞান; এই দুইটী গাঢ় হইয়া বাৎসল্য আকার ধারণ করে। ভগবান্ সর্ব্বকালে ও সকল অবস্থায় ভক্তাধীন বটেন, কিন্তু বিশেষরূপে অধীন বাৎসল্যপ্রেমিকের। এখানে—

"এ কি আশ্চর্য্য কথা, শিষ্যের পায় গুরুর মাথা,
গাছের গোড়ায় ধরে ফুল।
পিতা পুত্রেরে ভজে, শিষ্য গুরুকে যজে,
আউলচাঁদ ভাবিয়া আকুল ॥"

এই যে গানটী, ইহা প্রহেলিকা নহে,—ইহা একটী আউল বা বাউলের তর্জ্জা। বাৎসল্যরসে বাস্তবিকই জগৎপিতা পুত্র, আর জগদ্‌গুরু শিষ্য; আর সামান্য রক্তমাংসবিশিষ্ট মানব পিতা ও গুরু। বিশ্বপালক এখানে পাল্য, আহির ও আহিরিণী পালক। যাঁহার রচিত কর্ম্মসূত্রে ব্রহ্মাদি দেবগণও ত্রিভুবনে নিয়ত নাচেন, সেই বিশ্বনিয়ন্তা নন্দের প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচেন, আর নন্দরাণী হাততালি দিয়া বলেন,—

"ফিরে ঘুরে তেমনি করে নাচ রে যাদুধন।
হেলে দুলে বাঁকা হৈয়া নাচ রে যাদুধন ॥
পায়ের উপর পাটী থুয়ে নাচ রে যাদুধন।
উদর ভরে খেতে দিব নবনী মাখম ॥"

যিনি দামোদর—"ব্রহ্মাণ্ড যাঁর উদরে,"—তিনি কিনা ভক্তবাঞ্ছা পূরাইতে সামান্য ক্ষীরসরের নিমিত্ত নৃত্য করেন! ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুর কি ভক্তবাৎসল্য! গোয়ালার মেয়ের কি পুণ্যপ্রভাব! কি অপূর্ব্ব অপার্থিব ভক্তির জোর!!

বালগোপালের এক টানে পূতনা সংহার—কোমল অঙ্গের এক আঘাতে যমলার্জ্জুন ধরাশায়ী—এক কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতের স্থিতি—এক পদাঘাতে কালিয় নাগের দমন! বাৎসল্যের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মাতা যশোমতী এমন যে বস্তু, তাঁহাকে বালক জ্ঞান করেন। পাছে বা গোপাল বনে ক্ষুধায় কাতর হয়েন, এই জন্য,—

পরিকর ও ভক্তদিগের পরিচয়।

[শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত পদসমূহে যে সকল পরিকর ও ভক্তের উল্লেখ আছে, তাঁহাদিগের পরিচয়]

অচ্যুতানন্দ—ইনি শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত। অতি শৈশবে অচ্যুতানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। অচ্যুতের ধর্ম্মমত বৈষ্ণবজগতে যার-পর-নাই আদরণীয়। এই জন্য কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন,—"অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার।"

অজামিল—এই ব্যক্তি এতই মহাপাপী ছিল যে, তাহার রসনায় ভগবানের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারিত হইত না। ইহার পুত্রের নাম ছিল "নারায়ণ"। পুত্রকে নারায়ণ বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে এই মহাপাপী উদ্ধার হয়। অনেক ভজন-সঙ্গীতে অজামিলের নাম প্রবাদবাক্যস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।

অদ্বৈতাচার্য্য—আনুমানিক ১৩৫৫ শকাব্দে[১] শ্রীহট্ট-লাউড়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কুবেরপণ্ডিত এবং মাতার নাম নাভাদেবী ছিল। ইনি প্রথমে কমলাক্ষ নামে ঘোর বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। পদ্মপুরাণ মতে ইনি মহাদেব ও মহাবিষ্ণুর অবতার। কথিত আছে, ইঁহার অর্চ্চনা ও হুঙ্কারে শ্রীভগবান্ গৌররূপে অবতীর্ণ হন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতের আদি, তৃতীয় অধ্যায়ে,—

"গঙ্গাজল তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ। কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি করেন সমর্পণ॥ এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার॥"

'কৃষ্ণদাস' ভণিতাযুক্ত একটী পদে ইঁহাকে "শান্তিপুরের বুড়া মালী" বলা হইয়াছে। লাউড়ের এক রাজার নাম ছিল দিব্যসিংহ। অদ্বৈতের পিতা কুবেরপণ্ডিত ইঁহার মন্ত্রী ছিলেন। রাজা পরে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার বৈষ্ণবী-নাম হইয়াছিল "কৃষ্ণদাস"। অনেক বৈষ্ণব-ভক্তের নাম 'কৃষ্ণদাস' ছিল বলিয়া রাজাকে "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস" বলা হইত। অদ্বৈতাচার্য্যের বংশপ্রবর্ত্তক পূর্ব্বপুরুষ নরসিংহ নাড়িয়াল গৌড়ের হিন্দুসম্রাট্ রাজা গণেশের মন্ত্রী ছিলেন। এই নাড়িয়াল-বংশে জন্ম হেতু মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে "নাড়াবুড়া" বা শুধু "নাড়া" বলিয়া ডাকিতেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি তপস্যাবলে ভগবান্‌কে বৈকুণ্ঠ হইতে নাড়িয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম "নাড়া"। আবার কাহারও মতে অদ্বৈতের মাথায় টাক ছিল, সেই জন্য নাড়া নাম। অদ্বৈতের উপাধি ছিল "বেদপঞ্চানন"। তাঁহার দুই স্ত্রী—সীতা ও জাহ্নবা এবং ছয় পুত্র। পুত্রদের মধ্যে অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র ও গোপাল শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত ছিলেন, এবং বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ ছিলেন গৌরবিমুখ। শেষোক্ত তিন জন অদ্বৈতাচার্য্যের জীবদ্দশায় তাঁহাকে "অদ্বৈত-গোবিন্দ" বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অদ্বৈত এই জন্য তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করেন। কারণ, তিনি স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং তুলসী গঙ্গাজল দিয়া তাঁহার চরণ পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন। সেই সময় যাঁহারা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে তিনি পরে ভক্তি-

---

১। আচার্য্য আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—

"অহে বিভু আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ ভৈল।
তুয়া লাগি ধরাধামে এ দাস আইল॥"

১৪০৭ হইতে ৫২ বাদ দিলে অদ্বৈতের জন্মাব্দ হইল ১৩৫৫ শক।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ভক্তিপথে আনিবার চেষ্টা করেন। এই সকল শিষ্যদিগের মধ্যে কামদেব নাগর অদ্বৈতের উপদেশ না শুনিয়া, বলরাম প্রভৃতি অদ্বৈত-তনয়ত্রয়কে লইয়া এক দল গঠন করেন, এবং অদ্বৈতকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু গৌড়দেশে কৃতকার্য্য না হইয়া, কামদেব নাগর আসামে যাইয়া এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন।

অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য ঈশান নাগর তাঁহার রচিত "অদ্বৈতপ্রকাশ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে।
অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে॥"

তাহা হইলে ১৪৮০ শকে, অর্থাৎ মহাপ্রভুর অপ্রকটের ২৫ বৎসর পরে, অদ্বৈতপ্রভু মাঘী সপ্তমী তিথিতে তিরোহিত হন। তিনি লাউড় হইতে শ্রীহট্ট নবগ্রামে এবং তথা হইতে শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন।

অনুপ—ইনি শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের অনুজ, কুমারদেবের পুত্র এবং শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা। ইঁহার নাম "শ্রীবল্লভ" এবং মহাপ্রভুদত্ত নাম "অনুপম"; কিন্তু "অনুপ" বলিয়া জানিত। যথা চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৯শ পরিচ্ছেদে,—

"অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।
রূপ গোসাঞীর ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব॥"

মহাপ্রভু বৃন্দাবনের পথে প্রয়াগে আসিলে "শ্রীরূপ বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা"। বল্লভ রাম-ভক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রেমাবেশ দেখিয়া প্রভু তাঁহাকে "অনুপম" নাম দিয়াছিলেন।

অভিরাম গোপাল—ইনি শ্রীমতী রাধার জ্যেষ্ঠভ্রাতা,—দ্বাপরের সেই শ্রীদাম-সখা। হুগলী জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগরে ইঁহার শ্রীপাট। ৺জগদীশ গুপ্ত রামদাসকে অভিরামের নামান্তর বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু জগদ্বন্ধু বাবু তাহা স্বীকার করেন না। গৌরপদ-তরঙ্গিণীর প্রথম সংস্করণে তিনি লিখিয়াছেন, "অভিরামলীলামৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীগৌরাঙ্গ, অভিরাম গোপালকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে আনয়ন জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি তখন মহাপ্রভুর সঙ্গে স্বয়ং না আসিয়া শক্তিসঞ্চার দ্বারা রামদাসের প্রকাশ করেন। রামদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে আসিয়া নৃত্যকীর্ত্তনে জগৎ মোহিত ও পাষণ্ড দলন করেন।" কিন্তু অভিরাম-লীলামৃতের ১ম পরিচ্ছেদে আছে, প্রভু যখন নবদ্বীপে লীলা করিতেছেন, সেই সময়—

"সবে মিলি নবদ্বীপে করিবে কীর্ত্তন। শ্রীদাম লাগিয়া প্রভু ভাবেন তখন॥
প্রেমপুলকিত হৈয়া করেন ক্রন্দন। কাঁহা গেল শ্রীদাম বলি হৈলা অচেতন॥
তবে নিত্যানন্দ আসি কোলেতে করিলা। চেতন করিয়া তাঁরে বলিতে লাগিলা॥
শ্রীদাম রহিলা কোথা বলহ আমারে। যাইব এখনি আমি আনিতে তাঁহারে॥
তখন বলেন প্রভু নিত্যানন্দ প্রতি। বৃন্দাবনে রহে তিঁহো যাহ শীঘ্রগতি॥"

তৎপরে নিত্যানন্দের কথামত শ্রীদাম বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে আসিলেন।

জগদ্বন্ধু বাবু আরও লিখিয়াছেন,—"অভিরামের স্বরূপ রামদাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখাভুক্ত, কিন্তু স্বয়ং অভিরাম শ্রীগৌরাঙ্গের শাখা।" কিন্তু অভিরাম-লীলামৃতের ১ম পরিচ্ছেদে আছে,—

(গৌরাঙ্গ) "নিত্যানন্দে ডাকি তবে বলেন হাসিয়া।
আজি হৈতে ডাক সবে অভিরাম ভাইয়া॥
এই নাম রাখিলাম করিয়া নিশ্চয়।"—ইত্যাদি।

আবার চৈতন্যচরিতামৃতের আদি, দশমে—

"রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেমরাশি। ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশী ॥"

"প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা। তাঁর সঙ্গে তিন জন প্রভুর আজ্ঞায় আইলা ॥

শ্রীরামদাস, মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।"—ইত্যাদি।

উদ্ধৃত চরণগুলি দ্বারা প্রমাণ হইল যে, 'রামদাস' আসল নাম ও 'অভিরাম' প্রভুদত্ত নাম। সুতরাং 'অভিরামের স্বরূপ রামদাস' নহেন; এবং 'রামদাস অভিরাম' একজনেরই নাম। আবার চৈতন্যচরিতামৃতের আদি, একাদশে—

"শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস। চৈতন্য গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর সাথ ॥

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা যবে গৌড় যাইতে। মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে ॥

অতএব দুই গণে দুঁহার গণন"।—ইত্যাদি।

এখানে বেশ বুঝা যাইতেছে যে,—"অভিরামের স্বরূপ রামদাস নিত্যানন্দের শাখাভুক্ত" এবং "স্বয়ং অভিরাম গৌরাঙ্গের শাখাভুক্ত",— জগদ্বন্ধু বাবুর এই উক্তি অমূলক।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে অভিরামের মুরলী সম্বন্ধে লেখা আছে,—

"শতাবধি লোকে যারে নারে চালাইতে।

হেন কাষ্ঠে বংশী করি ধরিলেন হাতে ॥"

আবার অভিরাম-লীলামৃতের ৭ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত "স্মৃতিসর্ব্বস্ব" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের আদিপুরুষ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত,—

"গোপীনাথো মহাপ্রভুর্বিজয়তে যত্রাভিরামো মহান্,

গোস্বামী শতবাহদারুমুরলী: কৃত্বা সমাবাদয়ন্।"

ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া জগদ্বন্ধুবাবু বলিয়াছেন যে, অভিরামের ধৃত কাষ্ঠ 'শতবাহ' অর্থাৎ এক শত ব্যক্তির বাহ্য। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে স্পষ্টতঃই আছে,—

"ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশী।"

আবার অভিরাম-লীলামৃতের ৭ম পরিচ্ছেদেও আছে,—

"ষোলসাঙ্গে যেই কাষ্ঠ তুলিতে নারিলা।

সেই কাষ্ঠ লৈয়া তিঁহো মুরলী করিলা ॥"

পুনরায় গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ১২৬ শ্লোক,—

"পুরা শ্রীদামনামাসীদভিরামোহধুনা মহান্।

দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ ॥"

সুতরাং ঐ কাষ্ঠ 'শতবাহ' নহে, অপিচ ষোলসাঙ্গের অর্থাৎ ৩২ জনের বহাযোগ্য ছিল।

ঈশ্বরপুরী—কুমারহট্টে (বর্ত্তমান হালিসহরে) বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিখ্যাত মাধবেন্দ্র পুরীর অতি প্রিয়শিষ্য ছিলেন। তিনি মন প্রাণ দিয়া গুরুদেবের সেবা করিতেন। যথা চৈঃ চঃ, অন্ত্য, অষ্টমে,—

"ঈশ্বরপুরী করেন শ্রীপদ সেবন। স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন ॥

নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ ॥

তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। বর দিলা কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন,—

"সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।"

নিমাই পণ্ডিত যখন বিদ্যাবিলাসে বিভোর, সেই সময় ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া গোপীনাথ আচার্য্যের বাড়ীতে অবস্থান করেন। নিমাই পণ্ডিতের সহিত তাঁহার আলাপ হইল এবং উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এক দিন ঈশ্বরপুরী—

"হাসিয়া বলেন তুমি পরম পণ্ডিত। আমি পুথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত॥
সকল বলিবা কথা থাকে কোন দোষ। ইহাতে আমার হবে পরম সন্তোষ॥"

নিমাই বলিলেন,—"একে ভক্তের বাক্য, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণনা, ইহাতে যে দোষ দেখে, সে মহাপাপী। ভক্তজন ভক্তির সহিত যাহা লিখেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সন্তোষ লাভ করেন।" শেষে ঈশ্বরপুরীর বিশেষ অনুরোধে একদিন পাঠের সময় প্রভু হাসিতে হাসিতে এক শ্লোকের এক স্থানে ধাতু ঠিক হয় নাই বলিয়া দোষ ধরিলেন। তখন ঈশ্বরপুরী কোন উত্তর দিতে পারিলেন না ; সারা রাত্রি ভাবিয়া পরদিন বলিলেন, "তুমি যে ধাতু পরস্মৈপদী বলিয়া গেলে, তাহা এই আমি আত্মনেপদী করিয়া সাধিয়াছি।" প্রভু ইহাতে হারি মানিলেন।

কয়েক বৎসর পরে গৌরাঙ্গ পিতৃঋণ পরিশোধার্থে গয়ায় গমন করেন। সেখানে ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। একদিন গয়ায় শ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া গৌরাঙ্গ রন্ধন করিলেন। রন্ধন শেষ হইয়াছে, এমন সময় ঈশ্বরপুরী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে দেখিয়াই নমস্কার করিয়া পরম সম্ভ্রমে আসনে বসাইলেন। পুরী হাসিয়া বলিলেন, "তোমার রন্ধনও শেষ হইয়াছে, আমিও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ঠিক সময়ে আসিয়াছি।" গৌরাঙ্গ আগ্রহের সহিত বলিলেন, "আমার পরমভাগ্য তুমি আসিয়াছ। এখন কৃপা করিয়া ভোজন কর।" ঈশ্বরপুরী বলিলেন, "এস, দুই জনে ভাগ করিয়া খাই।" কিন্তু প্রভু তাহা শুনিলেন না, অতি যত্ন করিয়া ঈশ্বরপুরীকে আহার করাইলেন। তাহার পর আপনি রন্ধন করিয়া আহার করিলেন।

আর এক শুভ দিনে শুভ ক্ষণে ঈশ্বরপুরী শ্রীগৌরাঙ্গের কর্ণে দশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। ঈশ্বরপুরীর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

ইহার কয়েক বৎসর পরে ঈশ্বরপুরীর অপ্রকট হইলে তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহার শিষ্য কাশীশ্বর ও ভৃত্য গোবিন্দ নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গোবিন্দ মহাপ্রভুর সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়া অবশিষ্ট জীবন তাঁহার সঙ্গী হইয়া বাস করেন।

ঈশান—মহাপ্রভুর গৃহের বিশ্বাসী ভৃত্য। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিলে, ঈশান শচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা শুশ্রূষা করিতেন। যথা চৈতন্যভাগবতে,—

"সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ লোকমধ্যে মহাভাগ্যবান॥"

বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে,—

"বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি।
শচী ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি॥"

ভক্তি-রত্নাকরে— "নিমাইচাঁদের অতি প্রিয় যে ঈশান।"

শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে যাইবার পূর্ব্বে যখন নবদ্বীপে যান, তখন ঈশান এই ধরাধামে ছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অন্তর্ধানের পরই ইঁহার অপ্রকট হয়।

ঈশান—সনাতন যখন বন্দিশালা হইতে পলায়ন করিয়া বনপথে বৃন্দাবনে যাইতেছিলেন, তখন ঈশান নামক এক ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পাতড়া পর্ব্বতের নিকট আসিয়া তিনি এক ভৌমিকের আশ্রয় লয়েন। ভৌমিক তাঁহাকে বিশেষভাবে সমাদর করায় সনাতনের মনে সন্দেহ হইল। কারণ, সেই স্থান দস্যু তস্করের জন্য বিখ্যাত। তিনি গোপনে ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার নিকট অর্থাদি আছে কি না। ঈশান বলিল, তাহার নিকট সাতটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। ইহা শুনিয়া, সনাতন তাহাকে তিরস্কার করিয়া, স্বর্ণমুদ্রা সাতটি লইয়া ভৌমিককে দিলেন। ইহাতে—

"ভুঞা হাসি কহে—আমি জানিয়াছি পহিলে। তোমা মারি মোহর লইতাম আজিকার রাত্রে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক আঁচলে॥ ভাল হৈল, কহিলা তুমি, ছুটিলাঙ পাপ হৈতে॥"

তাহার পর সেই রাত্রিতেই ভৌমিক লোক দ্বারা তাঁহাদিগকে পর্ব্বত পার করিয়া দিল। পর্ব্বত পার হইয়া সনাতন পুনরায় ঈশানকে বলিলেন, "আমি জানি, তোমার কাছে আরও কিছু আছে।" ঈশান বলিল, "আরও এক মোহর আছে।" সনাতন তখন সেই মোহর সহ তাহাকে দেশে পাঠাইয়া, একাকী বৃন্দাবনের পথে চলিলেন।

ঈশান—বৃন্দাবনবাসী। রূপ গোস্বামী যখন ৺বিটলেশ্বরগৃহে শ্রীগোপালজিউকে দর্শন করিতে যাইয়া সেখানে এক মাস ছিলেন, তখন তাঁহার সহিত যে সকল মুখ্যভক্ত গিয়াছিলেন, এই ঈশান তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন।

ঈশান নাগর—১৪১৪ শকে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতৃবিয়োগের পর পাঁচ বৎসর বয়সে মাতার সহিত শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের আশ্রয়ে আগমন করেন। অদ্বৈতাচার্য্য মাতা-পুত্রকে দীক্ষা দেন। তাঁহারই প্রযত্নে ঈশান বিদ্যাভ্যাস করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভু নীলাচলে যখন বাস করেন, সেই সময় একবার ঈশান অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত সেখানে গিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাসায় লইয়া গেলে, ঈশান তাঁহার পদ ধৌত করিতে আসেন। কিন্তু তিনি উপবীতধারী দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে আপনার পদ ধৌত করিতে দেন না। ইহাতে ঈশান আপনার গলা হইতে উপবীত ছিন্ন করেন। মহাপ্রভু শেষে অদ্বৈতাচার্য্যের বিশেষ অনুরোধে ঈশানকে নিজ চরণ ধৌত করিতে অনুমতি দেন। অদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবীর আজ্ঞাক্রমে ঈশান ৭০ বৎসর বয়সে পদ্মাতীরস্থ তেওতা গ্রামে বিবাহ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—পুরুষোত্তম, হরিবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভ। তাঁহার বংশধরেরা গোয়ালন্দ ও তেওতার নিকট ঝাঁকপালে বাস করেন। তেওতার রাজপরিবার এই বংশের শিষ্য। ঈশান নাগর ১৪৯০ শকে 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থ রচনা শেষ করেন।

উদ্ধারণ দত্ত—নিত্যানন্দের শাখা। কৃষ্ণলীলায় দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুবাহু গোপাল। যথা গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ১২৯ শ্লোক—"সুবাহুর্যো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ।" চৈতন্যচরিতামৃতে আদি, একাদশে—

"মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ। সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥"

হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘা রেল-ষ্টেশনের সন্নিকটস্থ সরস্বতী নদীর তটস্থিত সপ্তগ্রামে সমৃদ্ধিশালী ধনী সুবর্ণবণিককুলে উদ্ধারণ জন্মগ্রহণ করেন। তখন সপ্তগ্রাম বলিতে বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, শঙ্খনগর ও সপ্তগ্রাম—ইহাদের সমষ্টি বুঝাইত। কাহারও মতে ১৪০৩ শকে তাঁহার জন্ম।

উদ্ধারণ, কাটোয়ার ১॥০ ক্রোশ উত্তরে নবহট্ট বা নৈহাটী গ্রামের জনৈক রাজার দেওয়ান ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। দাঁইহাট ষ্টেশনের নিকট পাতাইহাট গ্রামে অদ্যাপি ঐ রাজবংশ্যগণের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট

হয়। এই উপলক্ষে তিনি যেখানে বাস করিতেন, তাহা উদ্ধারণপুর বলিয়া অভিহিত। চৈতন্যভাগবতের অন্ত্য, ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে,—

"উদ্ধারণ দত্ত মহাবৈষ্ণব উদার। নিত্যানন্দ-সেবায় যাঁহার অধিকার॥"

শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার গণসহ নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিয়া কিছুকাল খড়দহে অবস্থান করেন। তৎপরে সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের আলয়ে আসেন। যথা,—

"কতদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে। সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ সহে॥
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে। রহিলেন প্রভুবর ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ। ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥"

কথিত আছে, উদ্ধারণ দত্ত ৪৮ বৎসর বয়সে নীলাচলে যাইয়া ছয় বৎসর বাস করেন। তৎপরে বৃন্দাবনে যাইয়া শেষজীবন যাপন করেন এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন। সেখানে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। আবার কাহারও মতে তিনি শেষ বয়সে উদ্ধারণপুরে বাস করেন। এখানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিতাই-গৌর-মূর্ত্তি এখনও আছেন। মন্দিরের পশ্চিমে তাঁহার সমাধি রহিয়াছে।

সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের প্রতিষ্ঠিত ও স্বহস্তসেবিত মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ মূর্ত্তি, এবং তাঁহার দক্ষিণে নিত্যানন্দ প্রভু ও বামে গদাধর বিরাজিত।

কাশী মিশ্র—মহাপ্রভুর শাখা। ইনি জগন্নাথদেবের প্রধান সেবক ও রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু ছিলেন। নীলাচলে ইঁহারই গৃহে মহাপ্রভু বাস করিতেন।

কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী—ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ছিলেন। ঈশ্বরপুরীর দেহরক্ষা হইলে ইনি ও গোবিন্দ গুরুদেবের পূর্ব্বের আজ্ঞাক্রমে পুরীতে মহাপ্রভুর সেবা করিতে গমন করেন। গোবিন্দ প্রথমে আসিয়া সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া শেষে বলিলেন,—"গুরুদেবের আজ্ঞায় আমি অগ্রে চলিয়া আসিয়াছি। কাশীশ্বর তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পরে আসিতেছেন।" ইহার কয়েক মাস পরে কাশীশ্বর আসিলেন এবং মহাপ্রভু গুরুভাই বলিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিয়া নিজের কাছে রাখিলেন। গোবিন্দ প্রভুর অঙ্গসেবা করিতেন এবং কাশীশ্বর—

"প্রভুরে করান লঞা ঈশ্বর দরশন। আগে লোক ভিড় সব করে নিবারণ॥"

কুবের পণ্ডিত—অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা। ভরদ্বাজ-বংশজ, অগ্নিহোত্রী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ। ইনি নবগ্রামের নাড়িয়াল-বংশজ মহানন্দ বিপ্রের কন্যা নাভাদেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের প্রথমে ছয় পুত্র ও এক কন্যা হয়। যথা—শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, হরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশলদাস আর কীর্ত্তিচন্দ্র। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পুত্রেরা সকলেই তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। তন্মধ্যে দুই জনের তীর্থক্ষেত্রে দেহরক্ষা হয়। অপর চারি জন গৃহে ফিরিয়া পিতৃআজ্ঞায় সংসারী হন। তৎপরে কুবের পণ্ডিত সস্ত্রীক শান্তিপুরে আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস করেন। অদ্বৈত সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। ইনি রাজা দিব্যসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

কংসারি সেন—নিত্যানন্দের শাখা। জাতিতে বৈদ্য। ইনি ব্রজলীলায় রত্নাবলী সখী। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, ১৯৪ ও ২০০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কেহ বলেন, গুপ্তিপাড়ায় তাঁহার নিবাস ছিল, কিন্তু অধুনা তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ইঁহার পুত্র সদাশিব কবিরাজ, তৎপুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস, তৎপুত্র শ্রীকানু ঠাকুর। যথা চৈতন্যচরিতামৃত, ১ম, ১১শে,—

"শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়। শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয়॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।" ইঁহারা চারি পুরুষ নিত্যানন্দের শাখাভুক্ত।

কেশব ভারতী—ইঁহারই নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ কণ্টকনগরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত—মহাপ্রভুর শাখা। নবদ্বীপের বিদ্যানগর পল্লীতে ইঁহার এক চতুষ্পাঠী ছিল। নিমাই ইঁহার নিকট ব্যাকরণ পাঠ করিতেন। গদাধর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি প্রভুর সহপাঠী ছিলেন। গঙ্গাদাস প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। প্রভুর সন্ন্যাসের পর প্রথম বার নবদ্বীপের অন্যান্য ভক্তসহ গঙ্গাদাস শান্তিপুরে তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। নদীয়ার ভক্তদিগের সহিত তিনি নীলাচলে গমন করেন। রথের সময় মহাপ্রভু ভক্তদিগের মধ্য হইতে সাতটি কীর্ত্তনের দল গঠন করিলেন। প্রত্যেক দলে একজন মূল-গাইন, একজন নর্ত্তক ও পাঁচ জন দোহার ছিলেন। ইহার এক দলে শ্রীবাস মূল-গাইন, নিত্যানন্দ নর্ত্তক এবং গঙ্গাদাস পণ্ডিত, হরিদাস, শ্রীমান্ পণ্ডিত, শুভানন্দ ও শ্রীরাম পণ্ডিত ছিলেন দোহার। এইরূপে প্রায় প্রত্যেক বৎসর নদীয়ায় ভক্তদিগের সহিত গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুকে দেখিতে যাইতেন।

গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। মুর্শিদাবাদ-বালুচরের অন্তর্গত গঙ্গাতীরস্থ গাম্ভিলা (বর্ত্তমানে গামলা) গ্রামে ইঁহার বাস। ইনি পরম পণ্ডিত ও সমাজে বিশেষ গণ্যমান্য ছিলেন এবং বহু ছাত্রকে অন্নদান ও বিদ্যাদান করিতেন।

ঠাকুর নরোত্তমের সুনাম শুনিয়া এবং হরিরাম ও রামকৃষ্ণ নামক তাঁহার দুই ব্রাহ্মণ-শিষ্যের সহিত আলাপ করিয়া, গঙ্গানারায়ণ, ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শেষে তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হন। নরোত্তম তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করেন এবং ক্রমে যুগলমন্ত্রে দীক্ষা দেন। দীক্ষিত হইয়া গঙ্গানারায়ণ, ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে থাকিয়া ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠ করেন ; এবং অল্প সময়ের মধ্যে ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ অধিকারী হয়েন। সে সময় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠক তাঁহার ন্যায় আর কেহই ছিলেন না।

গঙ্গানারায়ণের পরিবার মধ্যে তাঁহার স্ত্রী নারায়ণী দেবী ও বিধবা কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। গঙ্গানারায়ণের বহু শিষ্য ছিল। নিজের স্ত্রী ও কন্যাকেও তিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন। গঙ্গানারায়ণের পুত্র ছিল না। তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতা রামকৃষ্ণ আচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচরণকে দীক্ষা দিয়া পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ঠাকুর মহাশয়ের অন্তর্ধানের পর গঙ্গানারায়ণ কৃষ্ণচরণের উপর দেশের বাটী ও বিষয়-সম্পত্তির ভার দিয়া, বিধবা কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া সহ বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে ভজন-সাধন-গুণে তিনি বৃন্দাবনবাসী ভক্তদিগের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ইনি সুবিখ্যাত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিক্ষাগুরু ছিলেন।

গরুড় পণ্ডিত—মহাপ্রভুর শাখা ও নবদ্বীপবাসী ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের দশমে আছে,—

"গরুড় পণ্ডিত লয় শ্রীনাম মঙ্গল। নামবলে বিষ যাঁরে না করিল বল॥"

ইনি প্রায় প্রতিবৎসর গৌড়ের ভক্তদিগের সহিত নীলাচলে যাইতেন। একবারের যাইবার বিষয় চৈতন্যভাগবতে এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে :—

"চলিলেন শ্রীগরুড় পণ্ডিত হরিষে। নামবলে যারে না লঙ্ঘিল সর্পবিষে॥"

গদাধর দাস—মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ, উভয়ের গণে গণিত হন। চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর শাখা-গণনায় আছে,—

"শ্রীগদাধর দাস-শাখা সর্ব্বোপরি। কাজীগণের মুখে যেঁহ বলাইল হরি॥"

আবার নিত্যানন্দের শাখা গণনায় আছে,—

"শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস। চৈতন্য গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে। মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে॥
অতএব দুই গণে দুঁহার গণন।"

অন্যত্র—

"দাস গদাধর গোপীভাবে পূর্ণানন্দ। যাঁর ঘরে দানকেলি কৈলা নিত্যানন্দ॥"

গদাধর দাস উভয়ের গণভুক্ত হইলেও নিত্যানন্দের গণের ন্যায় তিনি সখ্যভাবাপন্ন গোপাল ছিলেন না, তিনি ছিলেন গৌরগণের ন্যায় ব্রজের মধুর-রসের রসিক। তবে তিনি তাঁহাদের দুই জনেরই অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন।

সন্ন্যাসের পাঁচ বৎসর পরে মহাপ্রভু, জননী ও জাহ্নবী দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়া, সে বৎসর গৌড়ের ভক্তদিগকে নীলাচলে যাইতে নিষেধ করেন। তিনি কটক হইতে বরাবর নৌকায় পানিহাটীতে যাইয়া অবতরণ করেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া নানা স্থান হইতে ভক্তবৃন্দ আসিতে লাগিলেন। তখন—

"রাঘব-মন্দিরে শুনি শ্রীগৌরসুন্দর। গদাধর দাস ধাই আইলা সত্বর॥
প্রভুর পরম প্রিয় গদাধর দাস। ভক্তি-সুখে পূর্ণ যার বিগ্রহ প্রকাশ॥
প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে। শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তাঁর শিরে॥"

আবার, নিত্যানন্দ যখন নাম-প্রচারার্থে গৌড়দেশে প্রেরিত হন, তখন মহাপ্রভু তাঁহার সহিত যে কয়েকজন শক্তিশালী ভক্তকে দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গদাধর দাস অন্যতম। দেশে আসিয়া গণসহ নিত্যানন্দ জাহ্নবীর দুই কূলে যত গ্রাম আছে, সেই সকল স্থানে পরমানন্দে নাম-কীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একদিন তাঁহারা এড়িয়াদহে গদাধর দাসের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন—

"গোপীভাবে গদাধর দাস মহাশয়। হইয়া আছেন অতি পরমানন্দময়॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস। নিরবধি ডাকে কে কিনিবে গো-রস॥
গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধর দাসে। নিরবধি আপনারে গোপী হেন বাসে॥"

নিত্যানন্দ গণ সহ গদাধরের বাটীতে কয়েক মাস দিবানিশি নাম-রসে ডুবিয়া আছেন। বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন, সেই সময়—

"বাহ্য নাহি গদাধর দাসের শরীরে। নিরবধি হরিবোল বলায় সবারে॥"

সেই গ্রামে এক দুর্দ্দান্ত কাজী ছিলেন। এই 'নিরবধি হরিবোল' তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি সর্ব্বদা এই নাম-কীর্ত্তনের নিন্দা করিতেন। এই কথা গদাধরের কাণে গেল। এক দিন নিশাভাগে গদাধর দাস হরিনাম করিতে করিতে কাজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে বলিলেন,—"একবার হরি বল।" কাজীর উদ্ধত-স্বভাব হইলেও গদাধরকে দেখিয়াই তাহার প্রকৃতি যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কোমল-মধুর স্বরে—

"হাসি কাজী বলে শুন দাস গদাধর। কালি বলিবাঙ হরি আজি যাহ ঘর॥"

ইহা শুনিয়া—

"গদাধর দাস বলে আর কালি কেনে। এই ত বলিলা হরি আপন বদনে॥"

ইহাই বলিয়া হাতে তালি দিয়া নৃত্য ও নাম করিতে করিতে গদাধর দাস আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পণ্ডিত গদাধর ও দাস গদাধর পরম প্রীতিতে আবদ্ধ ছিলেন। দেহ বিভিন্ন হইলেও তাঁহারা এক-আত্মা একপ্রাণ ছিলেন। 'পণ্ডিত গদাধর ছিলেন শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীরূপা, আর দাস গদাধর ছিলেন শ্রীমতীর অঙ্গশোভা।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর শ্রীশচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার তত্ত্বাবধানের জন্য গদাধর দাসের অনেক সময় নবদ্বীপে থাকিতে হইত। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর অন্তর্ধানের পর তিনি কণ্টকনগরে (কাটোয়ায়) যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর উপর ইহার সেবাভার অর্পণ করেন। কার্ত্তিকের কৃষ্ণাষ্টমীদিবস গদাধর দাস অপ্রকট হন।

যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীনিবাসকে বলিতেছেন, যথা ভক্তিরত্নাকর, ৯ম তরঙ্গ,—

"কি বলিব কার্ত্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী দিনে। মোর প্রভু অদর্শন হৈলা এইখানে॥"

কোন্ শকে তিনি অন্তর্ধান হন, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। তবে মহাপ্রভু ১৪৫৫ শকে আষাঢ় মাসে অপ্রকট হন। কাহারও মতে পণ্ডিত গদাধর তাহার ১১ মাস পরে দেহরক্ষা করেন। তাহা হইলে ১৪৫৬ শকের বৈশাখ হয়। ইহার ২।৩ বৎসর পরে দাস গদাধর অপ্রকট হইয়াছেন। শ্রীমুরারিলাল অধিকারী মহাশয় তাঁহার "বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ১৫০৩ শক। ইহা একেবারেই অসম্ভব। শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট মহাশয় তাঁহার "বৃহৎ শ্রীবৈষ্ণব-চরিত অভিধান" গ্রন্থে গদাধর দাসের অপ্রকট-কাল ১৪৫৮ শক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ইহা বরং অনেকটা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। অমূল্যধন বাবু মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দের শাখাভুক্ত গদাধর দাস দুই বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা যে ঠিক নহে, এবং একই গদাধর দাস যে উভয়েরই গণভুক্ত, তাহা চৈতন্যচরিতামৃতে পরিষ্কার ভাবে লিখিত হইয়াছে।

গোপীনাথ সিংহ—মহাপ্রভুর গণ। চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, দশমে—

"গোপীনাথ সিংহ—এক চৈতন্যের দাস।
অক্রূর বলি প্রভু যাঁরে কৈলা পরিহাস॥"

গৌড়ের ভক্তেরা প্রথম বার নীলাচলে যাইবার সময় প্রধান ভক্তদিগের সম্বন্ধে যে বর্ণনা চৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে বৃন্দাবন দাস করিয়াছেন, তাহাতে আছে,—

"চলিলেন গোপীনাথ সিংহ মহাশয়।
অক্রূর করিয়া যাঁরে গৌরচন্দ্র কয়॥"

গৌরগণোদ্দেশের ১৭ শ্লোক—"পুরা যোঽক্রূরনামাসীৎ স গোপীনাথসিংহকঃ।"

গোপীনাথ আচার্য্য—মহাপ্রভুর শাখা। নবদ্বীপবাসী। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগ্নীপতি। চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার এইরূপ পরিচয় দেওয়া আছে,—

"বড় শাখা এক—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য॥"

অন্যত্র—

"নদীয়ানিবাসী বিশারদের জামাতা।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো প্রভুর তত্ত্বজ্ঞাতা॥"

সার্ব্বভৌমকে পুরীর রাজা নীলাচলে লইয়া যাইয়া বাস করান। মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়া যখন নীলাচলে গমন করেন, গোপীনাথ তখন সেখানে সার্ব্বভৌমের বাড়ীতে ছিলেন। তিনি সার্ব্বভৌমের নিকট মহাপ্রভুর

পরিচয় দেন। সার্ব্বভৌম যখন নবদ্বীপ ত্যাগ করেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তখন বালক, সেই জন্য সার্ব্বভৌম তাঁহাকে চিনিতেন না।

মহাপ্রভু আঠারনালা হইতে মন্দিরের চূড়া দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে মন্দিরের দিকে ছুটিলেন। সঙ্গীরা পিছনে পড়িলেন। তাঁহারা মন্দিরে আসিয়া প্রভুর কাণ্ড সব শুনিলেন এবং অনুসন্ধানে জানিলেন, সার্ব্বভৌম তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় নিজ বাড়ী লইয়া গিয়াছেন। মুকুন্দের সহিত গোপীনাথের পরিচয় ছিল এবং তিনি শুনিয়াছিলেন, গোপীনাথ পুরীতে আছেন। তাঁহার খোঁজে মন্দির হইতে বাহির হইয়াই গোপীনাথের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল এবং মুকুন্দের মুখে প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের ও পুরীতে আগমনের কথা সব শুনিলেন। তখন গোপীনাথ তাঁহাদিগকে লইয়া সার্ব্বভৌমের বাড়ী গেলেন এবং তাঁহার সহিত মুকুন্দাদির পরিচয় করিয়া দিলেন।

মহাপ্রভুকে দেখিয়া সার্ব্বভৌমের তাঁহার প্রতি স্নেহের উদয় হইল। তিনি প্রভুর সন্ন্যাসের যাবতীয় পরিচয় গোপীনাথের কাছে শুনিয়া শেষে বলিলেন,—"ইঁহার প্রৌঢ়-যৌবন, কি করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষা হইবে, তাহাই ভাবিতেছি।" শেষে বলিলেন,—"ইঁহাকে বেদান্ত শুনাইব এবং বৈরাগ্য-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব। আবশ্যক হইলে পুনরায় যোগপট্ট দিয়া সংস্কার করিয়া উত্তম সম্প্রদায়ে আনিতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া গোপীনাথ বলিলেন,—

"ভট্টাচার্য্য, তুমি ইঁহার না জান মহিমা। ভগবত্তা-লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা॥
তাহাতে বিখ্যাত ইহোঁ পরম ঈশ্বর। অজ্ঞ-স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর॥"

এইরূপ দুই চারি কথার পর দুই জনে বিষম তর্ক বাধিয়া গেল, সার্ব্বভৌমের শিষ্যেরাও তাহাতে যোগ দিলেন। গোপীনাথ সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি, দুই জনে বেশ হাস্যকৌতুক চলে। সেই ভাবে সার্ব্বভৌম গোপীনাথকে কৌতুকভাবে বলিলেন,—"এখন গোসাঞির কাছে যাইয়া তাঁহার গণসহ নিমন্ত্রণ করিয়া এস, আমাকে উপদেশ পরে দিলেও চলিবে।" সার্ব্বভৌমের কথায় গোপীনাথ ও তাঁহার সঙ্গী মুকুন্দ দুঃখিত হইলেন এবং প্রভুর নিকট যাইয়া সমস্ত জানাইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"ও কথা বলিও না। আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ, তাই বাৎসল্যে আমাকে করুণা করেন এবং যাহাতে আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষা হয়, তাহারই চেষ্টা করেন, ইহাতে তাঁহার দোষ কি?" ইহার পর সার্ব্বভৌম কি জন্য ও কি ভাবে মহাপ্রভুর চরণে শরণ লইলেন এবং কি প্রকারে তাঁহার মতিগতি একেবারে ফিরিয়া গেল, তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সার্ব্বভৌমের এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া গোপীনাথ বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন,—"সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি এই গতি করিলে!"

প্রভু কহে,—"তুমি ভক্ত, তোমার সঙ্গ হৈতে।
জগন্নাথ ইহাঁরে কৃপা কৈল ভাল মতে॥"

প্রভুর নীলাচলে আসা পর্য্যন্ত গোপীনাথ সর্ব্বদা নানাপ্রকারে প্রভুর সেবা করেন। প্রভুর দক্ষিণ দেশে যাইবার সময় সার্ব্বভৌমের কথামত তাঁহার প্রদত্ত চারিখানি বহির্ব্বাস ও প্রসাদ আলালনাথ পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন। আবার প্রভু যখন দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত গোপীনাথও তাঁহাকে মিলিত হইবার জন্য আলালনাথ অভিমুখে গমন করেন। প্রভুর দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া গৌড়ের ভক্তেরা যখন নীলাচলে আসিলেন, তখন গোপীনাথই প্রথমে সার্ব্বভৌমকে যাইয়া এই সংবাদ দিলেন এবং সকলের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। শেষে গোপীনাথই রাজার সহিত দ্বিতলে উঠিয়া রাজার নিকট ভক্তদিগের পরিচয় দিলেন, নিজে যাইয়া ভক্তদিগের বাসা সমাধান করিলেন, প্রসাদ বাঁটিয়া দিলেন। পরে রথযাত্রার সময় রথাগ্রে নৃত্যগীত করিবার জন্য প্রভু যে সাত সম্প্রদায় গঠন

করিলেন, গোপীনাথও তাহার এক দলে ছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে জলক্রীড়ার সময় সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ রায় গাম্ভীর্য্য হারাইয়া শিশুর ন্যায় জলখেলা করিতেছেন দেখিয়া প্রভু হাসিয়া গোপীনাথকে বলিলেন,—

"পণ্ডিত, গম্ভীর দুঁহে, প্রামাণিক জন।
বাল-চাঞ্চল্য করে, করাহ বর্জ্জন॥"
গোপীনাথ কহে,—"তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত করে যবে তার এক বিন্দু॥
মেরু-মন্দর-পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই গণ্ড শৈল, ইহার কা কথা॥"
শুষ্কতর্ক-খলি খাইতে জন্ম গেল যাঁর।
তাঁরে লীলামৃত পিয়াও,—এ কৃপা তোমার॥"

সন্ন্যাসের পাঁচ বৎসর পরে প্রভু যখন বৃন্দাবনে যাইবার উদ্দেশ্যে গৌড়ে গমন করেন, তখন অন্যান্য ভক্তগণের সহিত গোপীনাথ আচার্য্যও গিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি পুনরায় নীলাচলে আসিয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় না।

গৌরগণোদ্দেশের ১৭৮ শ্লোক—

"পুরা প্রাণসখী যাসীন্নাম্না চন্দ্রাবলী ব্রজে।
গোপীনাথাখ্যকাচার্য্যো নির্ম্মলত্বেন বিশ্রুতঃ॥"

কাহারও মতে ইনি ব্রহ্মা। যথা গৌরগণোদ্দেশ, ৭৫ শ্লোক—

"গোপীনাথাচার্য্যনাম্না ব্রহ্মা জ্ঞেয়ো জগৎপতিঃ।
নবব্যূহে তু গণিতো যস্তন্ত্রে তন্ত্রবেদিভিঃ॥"

গোপীনাথ পট্টনায়ক—ভবানন্দ রায়ের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে অন্যতম। ভবানন্দ রায় প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দ সহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

"তুমি পাণ্ডু, পঞ্চ পাণ্ডব তোমার তনয়॥
রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার, মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহভেদ মাত্র॥"

এই পঞ্চ পুত্রের মধ্যে রামানন্দ রায় ও গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীন রাজ্য শাসন করিতেন। রামানন্দ ছিলেন বিদ্যানগরে এবং গোপীনাথ ছিলেন মালজাঠ্যা দণ্ডপাটে। গোপীনাথ ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবসম্পন্ন। রাজকর যাহা আদায় হইত, তাহা ভাঙ্গিয়া নিজের বাবুগিরীর ব্যয় চালাইতেন। এই প্রকারে দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি বাকী পড়িল। রাজা এই অর্থের জন্য বিশেষ তাগাদা করায়, গোপীনাথ বলিলেন, "এখানে হাতে কিছুই নাই। তবে ১০।১২টী ঘোড়া আছে, তাহার মূল্য স্থির করিয়া লও, বাকী দেনা ক্রমে পরিশোধ করিব।" রাজা সেই কথায় স্বীকৃত হইয়া ঘোড়া আনিতে বলিলেন। রাজপুত্র পুরুষোত্তম জানার ঘোড়ার মূল্য সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান ছিল। রাজা তাঁহাকে মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য অনেক কম করিয়া বলায় গোপীনাথ চটিয়া গেলেন। রাজপুত্রের একটী মুদ্রাদোষ ছিল। তিনি ঊর্দ্ধমুখে বার বার ইতি-উতি চাহিতেন। রাজা কৃপা করেন, কিছুই বলেন না বলিয়া গোপীনাথের সাহস

ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি কাহাকেও—এমন কি, রাজপুত্রকেও গ্রাহ্য করিতেন না। কাজেই তিনি ক্রোধভরে সগর্ব্বে বলিলেন,—

"আমার ঘোড়া গ্রীবা উঠায়, উর্দ্ধে নাহি চায়।
তাতে ঘোড়ার মূল্য ঘাটি করিতে না যুয়ায়॥"

এই অপমানসূচক বাক্য শুনিয়া রাজপুত্রের মনে ক্রোধের উদয় হইল। কিন্তু এ কথা রাজাকে বলিলে কোন ফল হইবে না জানিয়া, রাজপুত্র গোপীনাথের নামে অনেক লাগানি করিয়া শেষে বলিলেন,—

"কৌড়ি নাহি দিবে এই, বেড়ায় ছদ্ম করি।
আজ্ঞা কর, চাঙ্গে চড়াঞা লই কৌড়ি॥"

রাজা বলিলেন,—"যাহা ভাল বুঝ, তাহাই কর। আসল কথা, যাহাতে কৌড়ি আদায় হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে।" রাজার এই আদেশ পাইয়া রাজপুত্র আসিয়া গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইলেন। তখনই একজন আসিয়া প্রভুকে ইহা জানাইয়া বলিল,—"খড়্গের উপর তাহাকে ফেলিবে বলিয়া তলায় খড়্গ পাতিয়াছে। এখন প্রভু রক্ষা না করিলে তাহার আর রক্ষা নাই।" প্রভু প্রণয়-রোষভরে বলিলেন,—"রাজার দোষ কি, প্রজার নিকট খাজনা আদায় করিয়া নিজে খাবে, তাহার জন্য একটুও ভয় নাই।"

এমন সময় আর এক ব্যক্তি ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া সংবাদ দিল যে, বাণীনাথাদিকে সবংশে বান্ধিয়া লইয়া গেল।

প্রভু বলিলেন,—"রাজা তাঁহার প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লইবেন, আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী তাহার কি করিব?"

তখন স্বরূপ প্রভৃতি প্রধান ভক্তেরা আসিয়া প্রভুকে ধরিয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন,—

"রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী সব তোমার দাস।
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস॥"

প্রভু তখন ক্রোধভরে ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন,—"তোমাদের কি ইচ্ছা যে, আমি রাজার কাছে যাইয়া আঁচল পাতিয়া কৌড়ি মাগিয়া লই? কিন্তু যদি তাহাই করি, তাহা হইলেও আমি ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী, পাঁচ গণ্ডার পাত্র, মাগিলেই বা আমাকে দুই লক্ষ কাহন দিবে কেন?"

এমন সময় আর একজন দ্রুতপদে আসিয়া সংবাদ দিল যে, গোপীনাথকে এখনই খড়্গের উপর ফেলিবার উদ্যোগ হইবে। এই কথা শুনিয়া ভক্তেরা সকলে প্রভুর নিকট বিশেষ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন,—"আমি ভিক্ষুক, আমা দ্বারা কিছু হইবে না। যদি গোপীনাথকে রক্ষা করা তোমাদের মনোগত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তোমরা সকলে যাইয়া জগন্নাথের চরণে শরণ লও গে। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর; কিছু করা, না করা, সম্পূর্ণ তাঁহার ক্ষমতাধীন।"

হরিচন্দন মহাপাত্র সেখানে ছিলেন। প্রভুর এই কথা শুনিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজার কাছে যাইয়া সমস্ত কথা জানাইলেন। শেষে বলিলেন,—"গোপীনাথ তোমার সেবক। সেবকের প্রাণদণ্ড করা উচিত নহে, আর প্রাণ লইলেই কি টাকা আদায় হইবে? যথার্থ মূল্যে ঘোড়াগুলি লও, যাহা বাকি থাকে, ক্রমে তাহা আদায়ের বন্দোবস্ত কর।" রাজা বলিলেন,—"এই সব আমি ত কিছুই জানি না। তাহার প্রাণ লইব কেন? আমি প্রাপ্য অর্থ আদায়ের কথা বলিয়াছিলাম। তুমি এখনই যাইয়া ইহার বন্দোবস্ত কর।" হরিচন্দন তখনই যাইয়া বড় জানাকে সকল কথা জানাইলেন। তৎক্ষণাৎ চাঙ্গ হইতে গোপীনাথকে নামান হইল। উচিত

মূল্যে ঘোড়াগুলি লওয়া হইল এবং বাকি পাওয়ানা সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

এমন সময় কাশী মিশ্র আসিলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন,—"আমি আলালনাথে যাইব, এখানে আর থাকিতে পারিতেছি না। দেখ, ভবানন্দের গোষ্ঠী রাজার কাজ করিবে, আর রাজার অর্থের অপব্যয় করিবে। রাজার দোষ কি, তাহার প্রাপ্য কৌড়ি আদায়ের জন্য তাহাকে চাঙ্গে চড়াইবে, আর সকলে আসিয়া আমাকে বিরক্ত করিবে। আমি নির্জ্জনবাসী, ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। আমার কি এই সব গণ্ডগোল সহ্য হয়।" এই কথা শুনিয়া রাজা ভীত হইলেন, এবং তখনই গোপীনাথকে ডাকাইয়া তাঁহার দেনা ছাড়িয়া দিলেন, এবং তাঁহার বেতন দ্বিগুণ করিয়া ও তাঁহাকে পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাকে নেতধটী পরাইলেন। গোপীনাথ সেই বেশে গোষ্ঠী সমেত আসিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন।

গোপাল ভট্ট—মহাপ্রভুর শাখা। যথা চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, দশমে,—

"শ্রীগোপাল ভট্ট—এক শাখা সর্ব্বোত্তম। রূপসনাতন সঙ্গে যাঁর প্রেম-আলাপন॥"

ইনি দক্ষিণ দেশস্থ রঙ্গক্ষেত্রনিবাসী বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। বেঙ্কটের অপর দুই ভ্রাতার নাম ত্রিমল্ল ও প্রবোধানন্দ। ইঁহারা শ্রী-সম্প্রদায়ী, লক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক ছিলেন। শেষে মহাপ্রভুর কৃপায় রাধাকৃষ্ণ-রসে মত্ত হন। প্রবোধানন্দ নিজে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল তাঁহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন এবং বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহাকে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

মহাপ্রভু ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, ১৪৩২ শকের বৈশাখ মাসে নীলাচল হইতে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেন। শ্রাবণ মাসে রঙ্গক্ষেত্রে গমন করিয়া বেঙ্কটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বিশেষ সম্মান ও ভক্তি সহকারে প্রভুকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন এবং চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত উপলক্ষে চারি মাস আপন আলয়ে রাখিয়া দিলেন। এই সময় বালক গোপাল প্রাণ ভরিয়া প্রভুর সেবা করিলেন। প্রভুর কৃপায় গোপালের সংসারে বৈরাগ্য জন্মিল। প্রভু যাইবার সময় গোপালকে বলিয়া গেলেন, এখন গৃহে থাকিয়া গুরুজনের সেবা কর; তাঁহাদের অবর্ত্তমানে বৃন্দাবনে যাইয়া রূপসনাতনের সহিত মিলিত হইও।

ইহার কয়েক বৎসর পরে পিতামাতার সঙ্গোপনের পর গোপাল বৃন্দাবনে গমন করিলেন। প্রভুকে এই সংবাদ রূপসনাতন বৃন্দাবন হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন। প্রভু ইহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া পত্রের উত্তরে তাঁহাদিগকে জানাইলেন,—"নিজ ভ্রাতাসম গোপাল ভট্টেরে জানিবে।"

"গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন। করিলা শ্রীহরিভক্তিবিলাস-বর্ণন॥
শ্রীরূপ গোস্বামী প্রাণসম জানে। শ্রীরাধারমণ-সেবা করাইল তানে॥"

শ্রীনিবাস আচার্য্য ইঁহার শিষ্য ছিলেন।

কাহারও মতে কাশীর ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতী (যাঁহাকে প্রভু পরে কৃপা করিয়া রাধাকৃষ্ণ-রস আস্বাদন করান ও প্রবোধানন্দ নাম দেন) ও গোপাল ভট্টের পিতৃব্য প্রবোধানন্দ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। কারণ, মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে গমন করেন, তখন বেঙ্কট প্রভৃতি তিন ভ্রাতা তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন। তাহার পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রবোধানন্দের পক্ষে কাশীবাসী হওয়া, বিশেষতঃ কাশী হইতে মহাপ্রভুকে নিন্দাবাদ করিয়া পত্র লেখা একেবারেই অসম্ভব। অপর, কাশীর প্রবোধানন্দ যদি গোপাল ভট্টের পিতৃব্য হইতেন, তাহা হইলে গোপাল তাঁহার কোন-না-কোন গ্রন্থে ইহা প্রকাশ করিতেন।

গৌরীদাস—নিত্যানন্দ-শাখা। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে, আদি, একাদশে,—

"শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেমা দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি॥
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি-কুল-পাঁতি। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দে করি প্রাণপতি॥"

অপর চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য খণ্ডে—

"গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান্। কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ॥"

ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুবল সখা। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ১২৮ শ্লোক—"সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাস পণ্ডিতঃ।" পূর্ব্বনিবাস ই, বি, রেলের মুড়াগাছা ষ্টেশনের কিয়দ্দূরে শালিগ্রামে। ইঁহারা ছয় ভ্রাতা—দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহ-চৈতন্য। পিতার নাম কংশারি মিশ্র এবং মাতার নাম কমলা দেবী। সূর্য্যদাসের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীর সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ হয়। গৌরীদাসের পত্নীর নাম বিমলা দেবী। তাঁহার দুই পুত্র—বলরাম ও রঘুনাথ।

গৌরীদাস বৰ্দ্ধমান-জেলান্তর্গত অম্বিকায় গঙ্গাতীরে বাস করেন। যথা ভক্তিরত্নাকর, সপ্তম তরঙ্গে,—

"সারখেল সূর্য্যদাস পণ্ডিত উদার। তাঁর ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার॥
শালিগ্রাম হৈতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় কহিয়া। গঙ্গাতীরে কৈলা বাস অম্বিকা আসিয়া॥"

সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে একখানি বৈঠা লইয়া গমন করেন। সেখান হইতে গঙ্গা পার হইয়া অম্বিকায় গৌরীদাসের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে, যথা ভক্তিরত্নাকরে,—

"পণ্ডিতে কহয়ে শান্তিপুর গিয়াছিনু। হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িনু॥
গঙ্গাপার হৈলু নৌকা বাহিয়ে বৈঠায়। এই লেহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায়॥
ভবনদী হৈতে পার করহ জীবেরে।"

এই বলিয়া তাঁহার হাতে বৈঠা দিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং এই আলিঙ্গনের দ্বারা তাঁহাকে শক্তি-সঞ্চার করিলেন।

গৌরীদাস মহাপ্রভুর নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এতদিন চক্ষে দেখেন নাই। আজ আলিঙ্গন পাইয়া তাঁহার চরণে শরণ লইলেন এবং চিরদিনের জন্য তাঁহার হইয়া গেলেন। পণ্ডিতকে লইয়া প্রভু নবদ্বীপে গেলেন এবং নিজ হস্তলিখিত একখানি গীতা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে গৌরীদাস 'নিতাই-গৌর'এর শ্রীবিগ্রহদ্বয় নিম্বকাষ্ঠে নির্ম্মাণ করাইয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। এই সর্ব্বপ্রথম নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্রের শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মিত ও পূজিত হইতে আরম্ভ হইলেন।

গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্যদিগের মধ্যে হৃদয়চৈতন্য একজন প্রধান ছিলেন। ইঁহার উপর অম্বিকার শ্রীপাটের শ্রীবিগ্রহদিগের সেবার ভার অর্পণ করিয়া গৌরীদাস বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে শ্রাবণ-শুক্লা-ত্রয়োদশীতে তিনি দেহরক্ষা করেন। সেখানে ধীরসমীরকুঞ্জে গৌরীদাস পণ্ডিতের সমাধি বর্ত্তমান। এই কুঞ্জে গৌরীদাস শ্রীশ্যামরায়-বিগ্রহ স্থাপন করেন।

শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় তাঁহার "বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গৌরীদাস ১৪৮১ শকে অপ্রকট হন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "গৌরীদাসের অপ্রকটে তাঁহার নাতিজামাই এবং মন্ত্রশিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুর (শ্রীশ্রীপণ্ডিত গোস্বামিবংশীয়) শ্রীপাটের ভার প্রাপ্ত হন। হৃদয়চৈতন্য যে গৌরীদাস পণ্ডিতের নাতিজামাই ও গদাধর পণ্ডিতের বংশীয়, ইহা কোন গ্রন্থে আছে কি না, জানি না। তবে ভক্তিরত্নাকরে আছে যে, একদিন গৌরীদাস সকালে উঠিয়া পণ্ডিত গদাধরের কাছে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গদাধর বিশেষ আদর-যত্ন করিয়া আপনার পাশে বসাইলেন এবং—

মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে বার বার। 'প্রভাতে দেখিনু, আজি মঙ্গল আমার॥'
গৌরীদাস কহে অতি মধুর বচনে। 'হইব মঙ্গল মোর আইনু তে কারণে॥'
পণ্ডিত গদাই কহে—'কি দিয়া তুষিব ?' গৌরীদাস কহে—'আমি মাগিয়া লইব॥'
গদাধর কহে—'এই সকল তোমার। যে ইচ্ছা লইবে—তাহা ইথে কি বিচার॥'
পণ্ডিত ঠাকুর কহে—'হৃদয়েরে চাই।' শুনি হৃদয়েরে ডাকে পণ্ডিত গোসাঞি॥
আইলা হৃদয়ানন্দ উল্লসিত মনে। ভূমে পড়ি প্রণমিলা দোঁহার চরণে॥
পণ্ডিত গোসাঞি কত কহি হৃদয়েরে। সমর্পণ কৈলা গৌরীদাস পণ্ডিতেরে॥
শ্রীহৃদয়ে পণ্ডিত গোসাঞির কৃপা যত। সর্ব্বত্র বিদিত—তা কহিবে কে বা কত॥
বাল্যকালাবধি প্রতিপালন করিল। অল্পদিনে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইল॥
বাৎসল্যে বিহ্বল তনু মমতা না কৈলা। পণ্ডিত ঠাকুরে দিয়া উল্লাসিত হৈলা॥

হৃদয়ানন্দকে লইয়া গৌরীদাস পণ্ডিত নিজ গৃহে আসিলেন, এবং শুভক্ষণে তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া শ্রীনিতাই-গৌরের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধা ও সেবার পারিপাট্য দেখিয়া হৃদয়ানন্দের নাম হৃদয়চৈতন্য রাখিলেন।

গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়া—বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে,—

"গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ স্তব করাইলা নিজশক্তি দিয়া॥"

জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন,—"ইনিও একজন পদকর্ত্তা। অচ্যুতবাবু অনুমান করেন, পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখায় নিত্যানন্দমহিমাসূচক যে একটী পদ আছে, উহা এই দ্বিতীয় গৌরীদাস-বিরচিত।" জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার কথার অনুকূলে কোন প্রমাণ দেন নাই, সম্ভবতঃ অচ্যুত বাবুর কথার উপর বিশ্বাস করিয়াই তিনি উহা লিখিয়া থাকিবেন। কিন্তু অচ্যুত বাবুরও অনুমান মাত্র।

গৌরীদাস—প্রেমবিলাসে শ্যামানন্দের শাখা-বর্ণনায় আছে,—"গৌরীদাস নাম-শাখা সর্ব্বগুণাকর।"

গৌরাঙ্গপ্রিয়া—শ্রীনিবাস আচার্য্যের দ্বিতীয় পত্নী। রাঢ়দেশে গোপালপুর নামে কোন গ্রামে রাঘব চক্রবর্ত্তী নামে এক বিপ্র বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম মাধবী দেবী। পদ্মাবতী নামে তাঁহাদের এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীনিবাসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পরে স্ত্রীকে দীক্ষা দিয়া তাঁহার নাম গৌরাঙ্গপ্রিয়া রাখেন। যথা প্রেমবিলাসে,—

"শ্রীনিবাস আচার্য্য নিজ পত্নী দুই জনে। দীক্ষামন্ত্র দিলা অতি আনন্দিত মনে॥
আচার্য্যের কনিষ্ঠা পত্নী পদ্মাবতী নাম। পরে তাঁর গৌরাঙ্গপ্রিয়া হৈল অভিধান॥"

চিরঞ্জীব সেন—মহাপ্রভুর শাখাভুক্ত। চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, দশম অধ্যায়ে,—

"খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন। নরহরিদাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন॥" ৭৮॥

চিরঞ্জীব সেন খণ্ডবাসী হইলেও পূর্ব্বে ভাগীরথীতীরে কুমারনগরে বাস করিতেন। পরে খণ্ডবাসী সুবিখ্যাত কবি দামোদর সেনের একমাত্র কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করেন। ইহাঁর দুই পুত্র—সুবিখ্যাত রামচন্দ্র ও মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজ ['গোবিন্দ কবিরাজ' কাহিনী দ্রষ্টব্য।] মহাপ্রভুর শাখাবর্ণনায় চৈতন্যচরিতামৃতের অন্যত্র আছে,—

"ভাগবতাচার্য্য, চিরঞ্জীব, শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীমাধবাচার্য্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদুনন্দন॥" ১১৯॥

অমূল্যধন বাবু 'বৈষ্ণবচরিত' অভিধানে লিখিয়াছেন, এই চিরঞ্জীব বিভিন্ন ব্যক্তি। এরূপ অনুমানের কোন কারণ তিনি দেখান নাই। দুই স্থানে 'চিরঞ্জীব' নাম থাকায় তাঁহার এইরূপ সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু শাখাবর্ণনায় এইরূপ এক নাম দুই স্থানে আরও আছে। চিরঞ্জীবের নামের সঙ্গেই শ্রীরঘুনন্দনের নাম দুই স্থানে রহিয়াছে। আমাদের মনে হয়, উল্লিখিত চরণদ্বয়ে যে কয়েক জনের নাম আছে, তাঁহারা অপরের নিকট দীক্ষিত। অথচ মহাপ্রভুর গণভুক্ত বলিয়া দুই বার দেওয়া হইয়াছে। তবে ইহা আমাদের অনুমান মাত্র।

ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়—নিবাস কুলিয়া পাহাড়পুর। ইনি বংশীবদনের পিতা ['বংশীবদন' কাহিনী দ্রষ্টব্য]।

জনার্দ্দন—(১) 'জগন্নাথ-সেবক এই,—নাম জনার্দন। অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবন।' (চৈঃ চঃ, ম, ১০।৪১)। (২) অদ্বৈত-শাখা, (চৈঃ চঃ, আ, ১২।৬১)। (৩) জনার্দন মিশ্র—শ্রীহট্ট-ঢাকাদক্ষিণ নিবাসী উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র ও প্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের ভ্রাতা (চৈঃ চঃ, আ, ১৩।৫৮)।

জগদীশ পণ্ডিত—(চৈঃ চঃ, আ, ১০।৭০)—"জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়। যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥ এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী-দিনে। বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইলা আপনে॥" (গৌঃ গঃ, ১৯২ শ্লোক)—"অপরে যজ্ঞপত্ন্যৌ শ্রীজগদীশহিরণ্যকৌ। একাদশ্যাং যয়োরন্নং প্রার্থয়িত্বাহঘসৎ প্রভুঃ॥" (১৪৩ শ্লোক)—"আসীদ্‌ব্রজে চন্দ্রহাসো নর্ত্তকো রসকোবিদঃ। সোঽয়ং নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্যপণ্ডিতঃ॥"

নদীয়া জেলান্তর্গত ই-বি-রেলের চাকদহ ষ্টেশনের সন্নিকট যশড়া গ্রামে জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট বর্ত্তমান। কথিত আছে, জগদীশ গৌহাটী অঞ্চলে আবির্ভূত হন। পিতামাতার মৃত্যুর পর স্ত্রী 'দুঃখিনী' ও ভ্রাতা 'মহেশ' সহ নবদ্বীপে আসিয়া জগন্নাথ মিশ্রের বাটীর সন্নিকটে গঙ্গাতীরে বাস করেন। এই সময় শিশু নিমাই একদিন কান্দিতে লাগিলেন, কিছুতেই চুপ করেন না; শেষে বলিলেন, জগদীশ ও হিরণ্য বাটীতে একাদশীর দিনে যে বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা খাইতে না পারিলে তিনি ব্যাধিমুক্ত হইবেন না। এই কথা জগদীশ ও হিরণ্য কোন প্রকারে জানিতে পারিয়া, নিমাইকে বাল-গোপাল ভাবিয়া তখনই নৈবেদ্য আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন। যথা, চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, চতুর্দ্দশে—

"ব্যাধি-ছলে জগদীশ-হিরণ্য-সদনে। বিষ্ণু-নৈবেদ্য খাইল একাদশী-দিনে॥"

নবদ্বীপ হইতে জগদীশ পণ্ডিত যশড়ায় যাইয়া বাস করেন, এবং নীলাচল হইতে জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ আনিয়া এখানে স্থাপন করেন। কথিত আছে, সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু নীলাচলে যাইবার পথে জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে পদার্পণ করেন, এবং জগদীশ-ঘরণী দুঃখিনীর কাতর প্রার্থনায় তিনি গৌরগোপাল বিগ্রহরূপে যশড়ার দুঃখিনীর সেবা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। তদবধি যশড়ার শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথ দেব, শ্রীরাধাবল্লভ জিউ ও শ্রীগৌরগোপাল পূজিত হইতেছেন। নিত্যানন্দ শাখা-গণনায় এক জগদীশ পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়।

জগদীশ—অদ্বৈতাচার্য্যের ৬ষ্ঠ পুত্র।

জাহ্নবা ঠাকুরাণী—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রথমা পত্নী। নিত্যানন্দের অন্তর্ধানের পর ইনি দুই বার শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। ঠাকুর নরোত্তম খেতরীতে যে মহোৎসব করেন, তাহাতে জাহ্নবা ঠাকুরাণী যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহার সন্তানাদি হয় নাই। ইনি কয়েক জনকে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

দময়ন্তী—পানিহাটিনিবাসী রাঘব পণ্ডিতের ভগিনী। মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর নীলাচলে যাইয়া বাস করিলে, গৌড়ের ভক্তেরা প্রতি বর্ষে তাঁহাকে দর্শন করিতে নীলাচলে গমন করিতেন। সেই সময় ভক্তেরা প্রভুর জন্য তাঁহার প্রিয় খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। দময়ন্তীও নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া, ঝালি পূর্ণ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা রাঘব পণ্ডিতের সহিত পাঠাইয়া দিতেন।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত—নিত্যানন্দের অতি প্রিয়শিষ্য। চৈতন্যচরিতামৃতের আদি, একাদশে নিত্যানন্দের শাখা-গণনায় আছে,—

"নিত্যানন্দ প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়। অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময়॥"

তথা চৈতন্যভাগবতে,—

"ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ। যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ॥"

বৈষ্ণব-বন্দনায় ইঁহার যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, ধনঞ্জয় প্রথমে বিলাসী গৃহস্থ ছিলেন। পরে মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় গুরুদেবকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া, শেষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। ১৪০৬ শকে চৈত্র শুক্লাপঞ্চমীতে চট্টগ্রাম জেলায় জাড়গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। পরে বর্দ্ধমান জেলায় ছাঁচড়াপাঁচড়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

নন্দন আচার্য্য—মহাপ্রভুর শাখাভুক্ত। যথা চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, দশমে,—

"নন্দন আচার্য্য-শাখা জগতে বিদিত। লুকাইয়া দুই প্রভুর যাঁর ঘরে স্থিত॥"

ইনি নবদ্বীপবাসী ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু প্রথমে নবদ্বীপে আসিয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হন। আবার মহাপ্রকাশের সময় মহাপ্রভু রামাই পণ্ডিতকে শান্তিপুর হইতে অদ্বৈতাচার্য্যকে আনিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে পরীক্ষা করিবার জন্য নবদ্বীপে আসিয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া ছিলেন। ইঁহারা তিন ভাই ছিলেন। যথা, চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, একাদশে,—

"বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস—তিন ভাই। পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিলা নিত্যানন্দ রায়॥"

অন্যান্য ভক্তদিগের ন্যায় নন্দন আচার্য্যও প্রতি বৎসর প্রভুর প্রিয় দ্রব্যাদি সহ নীলাচলে যাইতেন। সেখানে চারি মাস থাকিয়া প্রভুর সেবা ও সঙ্গ করিতেন।

নন্দাই—ইনিও রামাই ও গোবিন্দের সঙ্গে প্রভুর সেবা করিতেন। যথা, চৈঃ চঃ, আদি, দশমে,—

"রামাই নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর। গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর।

বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই। গোবিন্দের আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই॥"

এই রামাই ও নন্দাইর আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দ-শাখা বর্ণনায় এক নন্দাইর নাম পাওয়া যায়। তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়।

নারায়ণ গুপ্ত—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, একাদশে আছে,—"নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, আর মনোহর। দেবানন্দ,—চারি ভাই নিতাইকিঙ্কর॥" চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য খণ্ডে—"নিত্যানন্দপ্রিয় 'মনোহর', 'নারায়ণ'। 'কৃষ্ণদাস', 'দেবানন্দ'—এই চারি জন॥"

নিত্যানন্দ—শ্রীগৌরাঙ্গ অপেক্ষা আন্দাজ ১২ বৎসরের বড় ছিলেন। ইনি হাড়াই পণ্ডিতের ঔরসে ও পদ্মাবতীর গর্ভে একচক্রা গ্রামে সম্ভবতঃ ১৩৯৫ শকে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে এক সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে গৃহের বাহির করেন। তৎপরে নানা তীর্থ ঘুরিয়া ৩২ বৎসর বয়সে তিনি শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হয়েন। তদবধি তিনি ছায়ার ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে ছিলেন। নবদ্বীপের জগাই মাধাই নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে উদ্ধার করিবার মূলই নিত্যানন্দ। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিত্যানন্দ তিন দিন তাঁহার সহিত দিবারাত্র ঘুরিয়া, শেষে তাঁহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে লইয়া যান। সেখানে তাঁহাকে রাখিয়া, নিতাই নবদ্বীপ যাইয়া শচী ও ভক্তদিগকে শান্তিপুরে লইয়া আসেন। তৎপরে তাঁহার সহিত নীলাচলে গমন করেন। সেখানে কয়েক বৎসর থাকিয়া প্রভুর আজ্ঞায় সদলে গৌড়দেশে আসিয়া বসুধা ও জাহ্নবাকে বিবাহ করেন এবং নাম প্রচার করিয়া বেড়ান। মহাপ্রভুর বিশেষ অনুরোধ

সত্ত্বেও নিত্যানন্দ অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন। ইহাতে প্রভু বাহিরে দুঃখপ্রকাশ করিলেও, মনে মনে বড়ই সুখী হইতেন। নিত্যানন্দের আজ্ঞাক্রমে রঘুনাথ দাস পানিহাটীতে চিড়া-মহোৎসব দিয়াছিলেন। সেই অবধি প্রতি বর্ষে সেই সময় পানিহাটীতে চিড়া-মহোৎসব হইয়া থাকে। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের ৬ বৎসর পরে দেশে যাইয়া পানিহাটী রাঘব পণ্ডিতের গৃহে গমন করেন। নিত্যানন্দও তাঁহার সহিত ছিলেন। রাঘব পণ্ডিত ছিলেন নিত্যানন্দের গণ, কিন্তু মহাপ্রভুর প্রতি অধিক আকৃষ্ট ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"নিতানন্দে ও আমাতে কোন প্রভেদ নাই। তিনি আমাকে যাহা করান, আমি তাহাই করি। সুতরাং নিত্যানন্দকে মনপ্রাণ দিয়া সেবা করিও।" মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর নিত্যানন্দ কয়েক বৎসর এই ধরাধামে ছিলেন।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—শচীদেবীর পিতা। তিনি জ্যোতিবশাস্ত্রে পরমপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বনিবাস ছিল শ্রীহট্টে; পরে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন।

নৃসিংহানন্দ—ইহাঁর আসল নাম প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। ইনি শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসক ছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু ইহাঁর নাম রাখিয়াছিলেন 'নৃসিংহানন্দ'। যথা চৈঃ চঃ, আদি, দশমে,—"শ্রীনৃসিংহ-উপাসক—প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। প্রভু তাঁর নাম কৈল 'নৃসিংহানন্দ' করি॥" 'সাক্ষাৎ', 'আবেশ,' আর 'আবির্ভাব',—এই তিন রূপে প্রভু ভক্তদিগকে কৃপা করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং সাক্ষাৎভাবে ভক্তদিগকে কৃপা করেন। নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে তাঁহার 'আবেশ' হইত; এবং "শচীর মন্দিরে, নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে, শ্রীবাস-কীর্ত্তনে, আর রাঘবভবনে"—এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা 'আবির্ভাব' হইত। মহাপ্রভু গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবনে যাইবেন, এই কথা শুনিয়া নৃসিংহানন্দ মনে মনে এরূপ ভাবে পথ নির্ম্মাণ করিয়া যাইতে লাগিলেন, যাহাতে পথে শ্রীগৌরসুন্দরের কোন প্রকার কষ্ট না হয়। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী এই মানসিক পথের যে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যথা,—

> "বৃন্দাবন যাবেন প্রভু, শুনি নৃসিংহানন্দ। পথ সাজাইল মনে করিয়া আনন্দ॥
> কুলিয়া নগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল। নিবৃন্ত পুষ্পের শয্যা উপরে পাতিল॥
> পথের দুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী। মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী॥
> রত্ন বান্ধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল। নানা পক্ষি-কোলাহল সুধা-সম জল॥
> শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা। কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত লৈল বাঁধিঞা॥" ১৫৯॥

ইহার অগ্রে মন আর চলিল না, কাজেই বহু চেষ্টা করিয়াও আর বেশী পথ বান্ধিতে পারিলেন না। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তখন ভক্তদিগকে বলিলেন,—"এবার প্রভুর বৃন্দাবনে যাওয়া হইবে না। তিনি কানাঞি নাটশালা হইতে ফিরিয়া আসিবেন। আমার এই কথা যে ঠিক, তাহা পরে জানিতে পারিবে।" নৃসিংহানন্দের এই ভবিষ্যদ্বাণী যে বর্ণে বর্ণে খাটিয়া গিয়াছিল, তাহা ভক্ত-পাঠকবর্গ অবশ্যই জানেন।

নৃসিংহানন্দের আবির্ভাবের আর একটী কাহিনী চৈতন্যচরিতামৃতে আছে। একবার শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত একক নীলাচলে গমন করিলেন। তখনও ভক্তদিগের যাইবার অন্ততঃ দুই মাস দেরী ছিল। প্রভু তাঁহাকে দুই মাস আপনার কাছে রাখিয়া দেশে পাঠাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন,—"এবার আমি পৌষ মাসে দেশে যাইয়া শিবানন্দের বাড়ীতে থাকিব। জগদানন্দ সেখানে আছেন, তিনি আমাকে ভিক্ষা দিবেন। সুতরাং এবার কেহ যেন এখানে না আসেন।" শ্রীকান্ত দেশে যাইয়া প্রভুর এই সংবাদ

মহাপ্রভুর, জননী ও জাহ্নবী দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা হইল না, কানাঞি নাটশালা হইতে ফিরিয়া নীলাচলে চলিলেন। পথিমধ্যে শান্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে কয়েক দিন থাকিয়া কুমারহট্টে শ্রীবাসের আলয়ে আসিলেন। এই সংবাদ পাইয়া আচার্য্য পুরন্দর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথা চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, পঞ্চমে,—

"প্রভু আইলেন মাত্র পণ্ডিতের ঘর। বার্ত্তা পাই আইলা আচার্য্য পুরন্দর ॥
তাঁহারে দেখিয়া প্রভু 'পিতা' করি বোলে। প্রেমাবেশে মত্ত,—তানে করিলেন কোলে ॥"

প্রদ্যুম্ন মিশ্র—জগদ্বন্ধু বাবুর মতে ইনি "মহাপ্রভুর খুল্লতাতপুত্র ও "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উদয়াবলী"-প্রণেতা।" তাঁহার নামও প্রদ্যুম্ন মিশ্র ছিল সত্য, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে যে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁহার বাটী উড়িষ্যায়। যথা চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, দশমে,—

"প্রদ্যুম্ন মিশ্র ইহঁ বৈষ্ণব প্রধান।
জগন্নাথের মহাসোয়ার ইহঁ 'দাস' নাম ॥"৪৩ ॥

অর্থাৎ তিনি ছিলেন জগন্নাথের মহাসূপকার, প্রধান পাককর্ত্তা।

একদিন প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ করিয়া অতি কাতরভাবে বলিলেন,—

"শুন প্রভু মুঞি দীন গৃহস্থ অধম। কোন্ ভাগ্যে পাঞাছোঁ তোমার দুর্ল্লভ চরণ ॥
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়। কৃষ্ণকথা কহ মোরে হঞিয়া সদয় ॥"

প্রভুও সেইরূপ ভাবে উত্তর করিলেন,—"কৃষ্ণকথা আমি ত জানি না, একমাত্র রামানন্দ রায় ইহা জানেন; আমি তাঁহার মুখেই শুনিয়া থাকি। কৃষ্ণকথা শুনিতে তোমার মন হইয়াছে, ইহা বড় ভাগ্যের কথা। রামানন্দের কাছে যাইয়া ইহা শ্রবণ কর।" এই কথা শুনিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্র রামানন্দের গৃহে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহার এক সেবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার নিকট রামানন্দের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল,—

"দুই দেব-কন্যা হয় পরম সুন্দরী। নৃত্য গীতে সুনিপুণা,—বয়সে কিশোরী ॥
সেই দুঁহে লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে। নিজ-নাটক গীতের শিখায় নর্ত্তনে ॥"

সেবক তৎপরে বলিল,—"আপনি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, তিনি এখনি আসিবেন। আপনি তাঁহাকে যে আজ্ঞা করিবেন, তিনি তাহাই করিবেন।" ইহাই বলিয়া সেবক রামানন্দকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল। রামানন্দের কার্য্য শেষ হইলে, সেবক তাঁহাকে মিশ্র ঠাকুরের আগমনবার্ত্তা জানাইল। রামানন্দ তৎক্ষণাৎ মিশ্রের নিকট আসিয়া সসম্মানে নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন,—

"বহুক্ষণ আইলা, মোরে কেহ না কহিল। তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল ॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর। আজ্ঞা কর, ক্যা করোঁ তোমার কিঙ্কর ॥"

সেবকের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া, রামানন্দের প্রতি মিশ্রের কিছু অশ্রদ্ধার উদয় হইল। মনে মনে ভাবিলেন, 'আচ্ছা লোকের কাছে কৃষ্ণকথা শুনিতে প্রভু পাঠাইয়াছেন!' কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া কেবল মাত্র বলিলেন,—"তোমা দেখিতে হৈল আগমনে। আপনা পবিত্র কৈলুঁ তোমার দরশনে ॥" এই কথা বলিয়া মিশ্র নিজ ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

আর একদিন প্রভুর নিকট মিশ্র গমন করিলে, প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রায়ের কাছে কৃষ্ণকথা শুনিলে?" তখন মিশ্র পূর্ব্বের সমস্ত ঘটনা প্রভুকে জানাইলেন। সব কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন,—

"আমি ত সন্ন্যাসী, আপনারে বিরক্ত করি মানি। দর্শন দূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি ॥
তবহিঁ বিকার পায় মোর তনু-মন। প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন?"

তার পর বলিতেছেন,—"কিন্তু রামানন্দের কথা স্বতন্ত্র, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। তিনি,—একে দেবদাসী, তাঁতে সুন্দরী তরুণী, তাহাদের সব সেবা করেন আপনি। তবু তাঁহার দেহ-মন কাষ্ঠ-পাষাণ সম নির্ব্বিকার! এই অধিকার একমাত্র রামানন্দের দেখিতে পাই। তাতেই জানি, তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত। সেই জন্য আমি রায়ের স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিয়া থাকি। তোমার যদি কৃষ্ণকথা শুনিতে প্রকৃতই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে এখনই তাঁহার কাছে চলিয়া যাও; বলিও, আমি তোমাকে পাঠাইয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্র তৎক্ষণাৎ রায়ের কাছে যাইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রায় বিনয়নম্রবচনে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি জন্য আসিয়াছেন?" মিশ্র বলিলেন,—"তোমার নিকট কৃষ্ণকথা শুনিবার জন্য প্রভু আমাকে পাঠাইয়া দিলেন।" এই কথা শুনিয়া রামানন্দ বিশেষ সন্তোষের সহিত বলিলেন,—"প্রভুর আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা হেথা। ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা?" এই কথা বলিয়া তাঁহাকে লইয়া নিভৃতে বসিলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কথা শুনিতে চাহ?" মিশ্র বলিলেন,—"বিদ্যানগরে যে সকল কথা প্রভুকে বলিয়াছিলে, সেই কথা ক্রমে ক্রমে আমাকে বল।"

তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা। কৃষ্ণকথা-রসামৃত-সিন্ধু উথলিলা॥
বক্তা শ্রোতা কহে শুনে দুঁহে প্রেমাবেশে। আত্মস্মৃতি নাহি—কাহাঁ জানে দিন-শেষে॥
সেবক কহিল—'দিন হৈল অবসান।' তবে রায় কৃষ্ণকথার করিলা বিশ্রাম॥
বহু সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিলা। মিশ্র—'কৃতার্থ হইলাঙ' বলি নাচিতে লাগিলা॥

মিশ্র ঘরে যাইয়া স্নানাহার করিয়া সন্ধ্যার পরই প্রভুর চরণ দর্শন করিতে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৃষ্ণকথা শুনিলে?"

মিশ্র কহে,—"প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা। কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা॥
রামানন্দ রায়-কথা কহিলে না হয়। 'মনুষ্য' নহে রায়,—কৃষ্ণভক্তিরসময়॥"

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—চট্টগ্রামের চক্রশালা গ্রামের জমিদার বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-বংশে উত্তম কুলে তাঁহার জন্ম। তিনি ধনবান্, দাতা ও শুদ্ধাচারী ছিলেন। নবদ্বীপেও তাঁহার এক বাটী ছিল, সেখানে মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিতেন। তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বাহ্যে সর্ব্বদা বিষয়ীর ন্যায় ব্যবহার করিলেও অন্তরে তাঁহার গাঢ় কৃষ্ণভক্তি ছিল, তবে বিরক্ত-বৈষ্ণব বলিয়া কেহই তাঁহাকে জানিতে পারিত না। গদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্রের বাড়ী ছিল চট্টগ্রামের বেলেটি গ্রামে। তিনিও বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ ও সদ্বংশজাত। পুণ্ডরীক ও মাধব সমাধ্যায়ী ছিলেন, উভয়েই এক আত্মা এক প্রাণ।

মহাপ্রকাশের পর শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন 'পুণ্ডরীক বাপ' বলিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেন। কাজেই পুণ্ডরীক গোপনে নবদ্বীপে আসিলেন। মুকুন্দ দত্তের বাড়ীও চট্টগ্রামে চক্রশালা গ্রামে ছিল। কাজেই তাঁহার পুণ্ডরীকের সহিত বেশ বন্ধুত্ব ছিল। একদিন মুকুন্দ গদাধরকে বলিলেন,—"আমাদের গ্রামের একজন পরম ভক্ত আসিয়াছেন, দেখিতে যাইবে?" গদাধর শুনিয়া আগ্রহ সহকারে মুকুন্দের সঙ্গে চলিলেন; যাইয়া দেখিলেন, খাটের উপর উত্তম শয্যা, তাহার উপর এক জন বড় মানুষ বসিয়া আছেন; দুই জন ভৃত্য ময়ূরের পাখা দিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছে। তাঁহাদিগকে বিদ্যানিধি আদর করিয়া বসাইলেন, তার পর গদাধরের পরিচয়জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দ বলিলেন,—"ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র, ন্যায় পড়িয়াছেন; কিন্তু সে ইহাঁর গৌরব নহে। শৈশব হইতে ইনি পরম ভক্ত, আর চিরকুমার থাকিবেন, ইহাই ইচ্ছা।"

গদাধর ভাবিতেছেন,—"ভাল ভক্ত দেখিতে আসিয়াছি। এখন এথা হইতে যাইতে পারিলেই বাঁচি।" মুকুন্দ গদাধরের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ভাগবতের একটী শ্লোক সুস্বরে পাঠ করিলেন। ইহা শুনিবামাত্র

বিদ্যানিধি মূর্চ্ছিত হইয়া খাট হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। অমনি মুকুন্দ গদাধর প্রভৃতি তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি চেতন পাইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন এবং অতি করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন,' যথা চৈতন্যভাগবতে,—

"শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর মোর, কৃষ্ণ মোর প্রাণ।
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ পাষাণ সমান॥"

বিদ্যানিধির এই দেবদুর্ল্লভ ভক্তি দেখিয়া গদাধর বিস্মিত হইলেন; আর নিজে যে অপরাধ করিয়াছেন, তজ্জন্য ভীত হইলেন। তখন কাতরভাবে মুকুন্দকে বলিলেন,—"তুমি এমন ভক্ত দর্শন করাইয়া আমার নয়ন সার্থক করাইলে, কিন্তু এখন আমার উপায় কি? আমি যে উহাঁর বাহ্য ভোগ ও বিলাস দেখিয়া উহাঁকে অবজ্ঞা করিয়াছি! আমার সে অপরাধ স্খালন করিবার একমাত্র উপায় ইহাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ।"

অনেক ক্ষণ পরে বিদ্যানিধির চৈতন্য হইল। তখন মুকুন্দ তাঁহাকে গদাধরের কথা জানাইলেন। বিদ্যানিধি বলিলেন,—"বহু ভাগ্যে এমন শিষ্য লাভ হয়। আগামী শুক্লদ্বাদশী উত্তম দিন, সেই দিন আমি ইহাঁকে মন্ত্রদান করিয়া কৃতার্থ হইব।"

সেই দিন নিশিযোগে সামান্য বেশে বিদ্যানিধি একক শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ দর্শন করিতে আগমন করিলেন। প্রভুর সম্মুখীন হইয়া আর তাঁহার চাঁদ-বদন দেখিবার অবকাশ পাইলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে বাহ্য পাইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলেন, যথা, চৈতন্যভাগবত, মধ্যে,—

"কৃষ্ণ রে পরাণ মোর, কৃষ্ণ মোর বাপ। মুঞি অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ॥
সর্ব্বজগতেরে বাপ উদ্ধার করিলে। সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলে॥"

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। কিন্তু আজ যেন বহুদিনের পুরাতন বান্ধবকে পাইয়াছেন, এইরূপ ভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন; শেষে—

প্রভু বলে—"আজি শুভ প্রভাত আমার। আজি মহামঙ্গল যে বাসি আপনার॥
নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে। দেখিলাম 'প্রেমনিধি' সাক্ষাৎ নয়নে॥
আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছা সিদ্ধি করিলা আমার। আজি পাইলাঙ সর্ব্ব-মনোরথ পার॥"

আজ হইতে বিদ্যানিধির নাম প্রভু 'প্রেমনিধি' রাখিলেন। তৎপরে প্রভুর অনুমতি লইয়া শুভ শুক্লদ্বাদশীতে বিদ্যানিধির নিকট গদাধর দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

একবার বিদ্যানিধি অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত নীলাচলে গেলেন, এবং প্রভুর ইচ্ছামতে ভক্তদিগের সহিত দেশে না ফিরিয়া, কিছুদিন সেখানে থাকিয়া প্রভু ও স্বরূপের সহিত সঙ্গসুখে কাটাইলেন। ক্রমে ওড়ন-ষষ্ঠী আসিয়া উপস্থিত হইল। বহু কালের প্রচলিত নিয়মানুসারে এই দিবস জগন্নাথ মাণ্ডুয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন। ইহা দেখিয়া বিদ্যানিধি স্বরূপ দামোদরকে বলিলেন,—"এখানেও ত শ্রুতিস্মৃতি প্রচলিত আছে, তবে এরূপ অনাচার করা হয় কেন?" ইহাই লইয়া দুই জনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। রাত্রিতে বিদ্যানিধি স্বপ্নে দেখিলেন, জগন্নাথ ও বলরাম দুই ভাই আসিয়াই ক্রোধভরে তাঁহার মুখে চড়াইতে লাগিলেন। এরূপ জোরে মারিলেন যে, গালে আঙ্গুলের দাগ পড়িয়া গেল তখন—

"দুঃখ পাই বিদ্যানিধি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। অপরাধ ক্ষম বলি পড়ে পদতলে॥"

তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞি?"

প্রভু বলে,—"তোর অপরাধের অন্ত নাই ॥

মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাই। সকল জানিলা তুমি রহি এক ঠাঞি ?
তবে কেন রহিয়াছ জাতিনাশা স্থানে ? জাতি রাখি চল তুমি আপন ভবনে ॥
আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ। তাহাতেও ভাব অনাচারের সম্বন্ধ ?"

তখন বিদ্যানিধি বলিতেছেন,—

"ভাল দিন হৈল আজি মোর সুপ্রভাত।
মুখ কপোলের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাত ॥"

বসুধা—নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া স্ত্রী, বীরচন্দ্রের মাতা; নিত্যানন্দের অন্তর্ধানের পর কিছুকাল জীবিত ছিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া—শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয়া ভার্য্যা। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি নবদ্বীপে থাকিয়া কঠোর সাধন ভজন ও শ্রীশচীমাতার সেবা করিতেন। প্রভুর অপ্রকটের পরও তিনি কয়েক বৎসর এই ধরাধামে ছিলেন। শ্রীনিবাস তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার ১০ম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর শাখা-গণনায় আছে,—

"বক্রেশ্বর পণ্ডিত—প্রভুর বড় প্রিয় ভৃত্য। এক ভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য ॥
আপনে মহাপ্রভু গাহেন যাঁর নৃত্যকালে। প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে ॥
'দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ। তারা গায়, মুঞি নাচি, তবে মোর সুখ ॥'
প্রভু বলে—তুমি মোর পক্ষ এক শাখা। আকাশে উড়িয়া যাঙ, পাঙ আর পাখা ॥"

উদ্ধৃত চরণগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়, বক্রেশ্বর প্রভুর কত প্রিয় ছিলেন। প্রভুর যখনই কীর্ত্তন করিতে মন হইত, তখনই বক্রেশ্বরের তলব হইত। কারণ, বক্রেশ্বর নৃত্য না করিলে তিনি প্রাণ উঘারিয়া গাহিতে পারিতেন না,—তাঁহার গান জমিত না। মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, গৌড়ের ভক্তেরা আনন্দে বিভোর হইয়া নীলাচল অভিমুখে ছুটিলেন। তখন কোন্ ভক্ত কি ভাবে চলিলেন, তাহার একটী সুন্দর বর্ণনা বৃন্দাবনদাস তাঁহার চৈতন্যভাগবতে দিয়াছেন। তাহাতে আছে,—

"চলিলেন হরিষে পণ্ডিত বক্রেশ্বর। যে নাচিতে কীর্ত্তনীয়া শ্রীগৌরসুন্দর ॥"

বনমালী মিশ্র—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর বিবাহের ঘটক।

বনমালী আচার্য্য বা পণ্ডিত—শ্রীবাস-গৃহে মহাপ্রভুর বলরাম আবেশের সময় ইনি তাঁহার হস্তে সুবর্ণ হল ও মুষল দর্শন করেন। যথা, চৈতন্যচরিতামৃতে, আদি, দশমে,—

"বনমালী পণ্ডিত-শাখা বিখ্যাত জগতে। সোণার মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে ॥"

বাণীনাথ—বৈষ্ণবগ্রন্থে আমরা তিন জন বাণীনাথের পরিচয় পাইয়াছি। যথা—

(১) **বাণীনাথ পট্টনায়ক**-ইনি রায় রামানন্দের ভ্রাতা ও ভবানন্দের পুত্র। ইঁহারা পাঁচ ভাই। পিতা পুত্র সকলেই রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের অধীনে কার্য্য করিতেন। মহাপ্রভু নীলাচলবাসী হইলে ভবানন্দ বাণীনাথকে তাঁহার সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

(২) **বিপ্র বাণীনাথ**—মহাপ্রভুর উপশাখা। গৌরগণোদ্দেশ, ২০৪ শ্লোকে আছে,—"বাণীনাথ-দ্বিজশ্চম্পাহট্টবাসী প্রভোঃ প্রিয়ঃ।" এই চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটী নবদ্বীপ ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে। কেহ কেহ বলেন, ইনিই গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা। কিন্তু আমাদের তাহা বোধ হয় না। নরোত্তম ঠাকুর খেতরীতে

যে মহোৎসব করেন, তাহাতে বিপ্র বাণীনাথ উপস্থিত ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। গদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দও ঐ মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বিপ্র বাণীনাথের নাম এই উপলক্ষে কয়েক বার উল্লেখিত হইলেও নয়নানন্দ বা গদাধর পণ্ডিতের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল, তাহা জানা যায় না।

(৩) **পণ্ডিত বাণীনাথ**—গদাধরের ভ্রাতা তবে জ্যেষ্ঠ, কি কনিষ্ঠ, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। সাধারণের মতে বাণীনাথ কনিষ্ঠ, কিন্তু কোন গ্রন্থেই এই বিষয়ের উল্লেখ নাই। একমাত্র প্রেম-বিলাসে বাণীনাথের কথা আছে। প্রেমবিলাস লিখিয়াছেন, বাণীনাথ জ্যেষ্ঠ এবং চট্টগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। "গদাধর পণ্ডিত" প্রবন্ধে আমরা এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি।

বাসুদেব দত্ত—চট্টগ্রামের মধ্যে চক্রশাল গ্রামে অম্বষ্ঠকুলে ইঁহার জন্ম। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম মুকুন্দ দত্ত। এই ভ্রাতৃদ্বয় নবদ্বীপে বাস করেন। উভয়েই পরম কৃষ্ণভক্ত, মধুকণ্ঠ ও সুগায়ক, সুতরাং উভয়েই প্রভুর বিশেষ অনুগত, প্রিয় এবং গণভুক্ত ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, দশমে বাসুদেবের পরিচয় এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে, যথা—

"বাসুদেব দত্ত—প্রভুর ভৃত্য মহাশয়। সহস্র-মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয়॥
জগতে যতেক জীব, তার পাপ লঞা। নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছাড়াইয়া॥"

ইহা অপেক্ষা বড় কথা আর কি হইতে পারে? এরূপ বর এ পর্য্যন্ত বোধ হয়, আর কেহই প্রার্থনা করেন নাই।

মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে গৌড়ের ভক্তমণ্ডলী প্রতিবৎসর নীলাচলে গমন করিতেন। একবার তাঁহাদের ফিরিবার সময় হইলে মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে লইয়া বসিলেন, এবং একে একে সকলের গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, যথা—

বাসুদেব দেখি প্রভু আনন্দিত হঞা। তাঁরে কিছু কহে তাঁর অঙ্গে হাত দিয়া॥
যদ্যপি মুকুন্দ আমা সঙ্গে শিশু হইতে। তাঁহা হৈতে অধিক সুখ তোমারে দেখিতে॥
বাসু কহে—"মুকুন্দ পাইল তোমার সঙ্গ। তোমার চরণ পাইলা সেই পুনর্জ্জন্ম॥
ছোট হয়ে মুকুন্দ এবে হৈল আমার জ্যেষ্ঠ। তোমার কৃপায় তাতে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ॥"

—চৈঃ চঃ, মধ্য, ১১শ।

শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবনে যাইবেন ভাবিয়া দেশে আসিয়াছিলেন; কিন্তু যাওয়া হইল না বলিয়া নীলাচলে ফিরিতেছেন। কুমারহট্টে শ্রীবাসের বাড়ীতে আসিয়া বাসুদেব দত্তের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ কোলে করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। বাসুদেবও প্রভুর চরণ ধরিয়া এরূপ করুণ স্বরে কান্দিলেন যে, শুষ্ককাষ্ঠ পাষাণাদি পর্য্যন্ত বিগলিত হইল। প্রভু বার বার বলিয়াছেন,—"আমার এই দেহ বাসুদেবের। দত্ত আমা যথা বেচে, তথাই বিকাই। সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই॥ সত্য আমি কহি, শুন বৈষ্ণব-মণ্ডল। এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল॥" (চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৫ম) রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু যদুনন্দন আচার্য্য ইঁহারই অনুগৃহীত। (চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ৬ষ্ঠ)।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নামে ইনি বিখ্যাত। নবদ্বীপের সন্নিকট বিদ্যানগর নামক পল্লীবাসী মহেশ্বর বিশারদ ইঁহার পিতা ও বিদ্যাবাচস্পতি ইঁহার ভ্রাতা ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু দেশে আসিয়া এই বাচস্পতি-গৃহেই কয়েক দিন ছিলেন। বাসুদেব বেদবেদান্তাদি পাঠ করিয়া মিথিলার বিখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের নিকট যাইয়া সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র পাঠ ও কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন। তিনি নবদ্বীপে সর্ব্বপ্রথম ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন। কথিত আছে, বিখ্যাত 'দীধিতি'-গ্রন্থকা

রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহারই ছাত্র। উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে পুরীতে লইয়া যান এবং রাজা তাঁহার সহিত পরামর্শ ব্যতীত কোন আবশ্যকীয় কার্য্য করিতেন না। পুরীতে বহু ছাত্র তাঁহার নিকট বেদবেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করেন। এখানে জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই তিনি ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হন। সেই সময় সার্ব্বভৌম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাকে নিজ বাটীতে লইয়া যান। ইহার কয়েক দিবস পরে, সাত দিন ধরিয়া সার্ব্বভৌম বেদান্তের শাঙ্করভাষ্যানুমোদিত অর্থ প্রভুকে শুনাইলেন। প্রভু নির্ব্বাক্ হইয়া শুনিতেছিলেন। অষ্টম দিবস পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্বামিন্" এই সপ্ত দিবস পাঠ করিলাম, এবং ব্যাখ্যাও করিলাম; কিন্তু তুমি কোন কথা বলিতেছ না কেন?"

প্রভু অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন,—"আমি অজ্ঞ, অধ্যয়নও নাই, কাজেই আপনার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছি না।"

সার্ব্বভৌম বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"বুঝিতেছ না? এ কথা পূর্ব্বে বল নাই কেন? না বুঝিলে ত জিজ্ঞাসা করিতে হয়? তাহা না করিলে কি করিয়া তোমার মনের ভাব বুঝিব?"

প্রভু। বেদান্তের সূত্রগুলি সহজ ও সরল, তাহা পরিষ্কার বুঝিতেছি। কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছি না।

সার্ব্বভৌম এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, এই বালক সন্ন্যাসী বলে কি? সূত্র বুঝিতে পারিতেছে, আর আমার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছে না? তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"কি? তুমি সূত্র বেশ পরিষ্কার বুঝিতেছ, আর আমার ব্যাখ্যা বুঝিতেছ না? অর্থাৎ আমার ব্যাখ্যা ভুল হইতেছে, এই কথা তুমি বলিতেছ?"

প্রভু ধীর ও নির্ভীক ভাবে বলিলেন (যথা চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ৬ষ্ঠ অঃ),—

* * "সূত্রের অর্থ বুঝিতে নির্ম্মল। তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ—ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া। ভাষ্য কহ তুমি,—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখ্যান। কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥"

প্রভুর এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য ধৈর্য্য হারাইলেন, এবং ঠাট্টা করিয়া বলিলেন,—"হু! আবার পাণ্ডিত্যাভিমানও আছে! আচ্ছা, এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার নিকটই না হয় শিক্ষা করা যাউক। তুমি ব্যাখ্যা কর, দেখি কাহার কাছে কিরূপ ব্যাখা শিখিয়াছ।"

সার্ব্বভৌম যে ক্রোধে অধীর হইয়াছেন, তাহা লক্ষ্য না করিয়া প্রভু বলিতে লাগিলেন,—"বেদে বলেন যে, শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ও তাঁহার উপর প্রীতি জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ।" ইহাই বলিয়া তিনি এক একটী সূত্র আওড়াইয়া তাহার সরল অর্থ করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম প্রথমে তাঁহাকে ধমক দিয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। তাহার পর বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী বালক হইলেও একজন উচ্চদরের পণ্ডিত; এমন কি, তাঁহার সমকক্ষ। তখন ভীত হইয়া প্রভুর কথার উত্তর দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। এই ভাবে আপনার গুরুর আসন ও ভুবন-বিখ্যাত প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। শেষে হতাশ হইয়া প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন,—"ভট্টাচার্য্য, শ্রীভগবদ্ভক্তি জীবের পরম সাধন, মুনিরা সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করিয়াও এই ভগবদ্ভক্তি কামনা করেন।" ইহাই বলিয়া অন্যান্য শ্লোকের সহিত

'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' ইত্যাদি শ্লোকটী পাঠ করিলেন। সার্ব্বভৌম তখন এই শ্লোকটীর অর্থ শুনিতে চাহিলেন। প্রভু বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে। তবে আপনি অগ্রে ইহার ব্যাখ্যা করুন।"

এই কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম আপন পদ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা ও অনেক পরিশ্রম করিয়া ইহার নয়টী অর্থ করিলেন—করিয়া ভাবিলেন, তিনি যে অর্থ করিলেন, তাহা অপরের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু প্রভু সেরূপ কোন ভাব প্রকাশ করিলেন না; তারপর নিজে অর্থ করিতে আরম্ভ করিলেন। সার্ব্বভৌম যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার কিছুই লইলেন না, নূতন নূতন অর্থ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে আঠারটী নূতন অর্থ করিলেন, এবং প্রত্যেক অর্থের দ্বারা 'ভগবদ্ভক্তিই যে জীবের পুরুষার্থ' তাহাই প্রমাণ করিলেন। সার্ব্বভৌম এই সকল অর্থ শুনিয়া ভাবিলেন যে, ইহা মনুষ্যের অসাধ্য—ইনি স্বয়ং তিনি। তখন তিনি প্রভুর চরণতলে পতিত হইতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না; দেখেন যে, নবীন সন্ন্যাসী সেখানে নাই, তাঁহার স্থানে এক ষড়্ভুজ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে! সার্ব্বভৌম ইহা দেখিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যথা চৈতন্যভাগবতে,—

অপূর্ব্ব ষড়্ভুজমূর্ত্তি কোটী সূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয়॥

এই হইতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিলেন এবং তৎপরে যতদিন প্রভু এই মরজগতে প্রকট ছিলেন, তত দিন তিনি তাঁহার ছায়ার ন্যায় বিচরণ করিতেন। সার্ব্বভৌম-রচিত 'শ্রীগৌরাঙ্গশতক' বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠহারস্বরূপ। আর তৎকৃত "বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় সার্ব্বভৌমের শ্রীশ্রীগৌরভক্তির পরাকাষ্ঠা।

বিজয় দাস—মহাপ্রভুর শাখা। যথা চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, দশমে,—

"শ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর আখরিয়া। প্রভুকে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া॥"

তজ্জন্য 'রত্নবাহু বলি প্রভু থুইল তার নাম।' শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে প্রভু তাঁহাকে কৃপা করেন। বৃন্দাবন-দাস এই কাহিনী চৈতন্যভাগবতে অতি হৃদয়গ্রাহিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। একদিন তিনি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে বলিলেন,—"আজ মধ্যাহ্নে তোমার বাড়ীতে ভিক্ষা করিব। তুমি এখনই যাইয়া উদ্যোগ কর।" শুক্লাম্বর ইহা শুনিয়া ভীত হইলেন, প্রভুর নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন, কিন্তু প্রভু কিছুতেই শুনিলেন না। কাজেই ব্রহ্মচারী শুদ্ধাচারে আলগোছে গর্ভথোড় ভাতে ভাত চড়াইয়া দিলেন। প্রভু আসিয়া ভোজন করিলেন এবং শেষে কৃষ্ণকথা কহিতে কহিতে সেইখানেই শয়ন করিলেন। সঙ্গের ভক্তগণও শুইলেন। বিজয়দাস সেই সঙ্গে ছিলেন। তিনি নিদ্রাগত হইলে প্রভু তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত দিলেন। তাহার ফলে বিজয় এক অপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলেন। যথা চৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২৫—

হেমস্তম্ভ প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন। পরিপূর্ণ দেখে তথি রত্ন আভরণ॥
শ্রীরত্নমুদ্রিকা যত অঙ্গুলীর মূলে। না জানি কি কোটি সূর্য্য চন্দ্র মণি জ্বলে॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ম্ময়। হস্ত দেখি পরমানন্দ হইল বিজয়॥
বিজয় উদ্যোগ মাত্র করিলা ডাকিতে। শ্রীহস্ত দিলেন প্রভু তাঁহার মুখেতে॥
প্রভু বলে,—"যত দিন মুঞি থাকি এথা। তাবৎ কাহারো কাছে না কহ এই কথা॥"

বিদ্যাবাচস্পতি—নবদ্বীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র ও বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা। ইনি পরে নবদ্বীপ হইতে কুমারহট্টে যাইয়া বাস করেন। প্রভু বৃন্দাবনে যাইবার মানসে গৌড়মণ্ডলে আসিয়া

বিষ্ঠানগরে বিশারদের বাটী আসিয়া পাঁচ দিন থাকেন। সেখানে প্রভুকে দেখিবার জন্য বহু লোকসংঘট্ট হইলে তিনি রাত্রিতে লুকাইয়া, এমন কি, বাচস্পতিকেও না জানাইয়া, কুলিয়াগ্রামে চলিয়া যান।

বিষ্ণুদাস—['নন্দন আচার্য্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

বুদ্ধিমন্ত খান্—মহাপ্রভুর শাখা। যথা চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, দশমে,—

"শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান্।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক প্রধান॥

ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয়বার বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের বাটীতে মহাপ্রভুর মহালক্ষ্মীর পাঠের অভিনয়ে বস্ত্রভূষণাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। ইনি প্রায় প্রতি বর্ষে নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যাইতেন।

ভগবানাচার্য্য—চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, দ্বিতীয়ে আছে,—

পুরুষোত্তমে প্রভু পাশে ভগবান্ আচার্য্য। পরম বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য॥
সখ্যভাবাক্রান্ত-চিত্ত গোপ অবতার। স্বরূপ গোসাঞি সহ সখ্য ব্যবহার॥
একান্ত ভাবে আশ্রিয়াছেন চৈতন্য-চরণ। মধ্যে মধ্যে প্রভুকে তেঁহো করেন নিমন্ত্রণ॥
তাঁর পিতা বিষয়ী বড়—সদানন্দ খাঁন। 'বিষয়-বিমুখ' আচার্য্য—'বৈরাগ্য-প্রধান'॥

ভগবানাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারাণসীতে বেদান্ত পাঠ সমাপ্ত করিয়া নীলাচলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট আসিলেন। আচার্য্য তাঁহাকে প্রভুর চরণ-তলে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু গোপাল মায়াবাদী, কৃষ্ণভক্তিমাত্র নাই বুঝিয়া তাঁহাকে দেখিয়া প্রভু সুখী হইতে পারিলেন না। এক দিন ভগবানাচার্য্য স্বরূপকে বলিলেন,—"গোপাল বেদান্ত পড়িয়া আসিয়াছে। সকলে মিলিয়া একদিন তাহার কাছে ভাষ্য শোনা যাউক।"

স্বরূপ প্রেম-ক্রোধ করিয়া বলিলেন,—"গোপালের সঙ্গে তোমারও বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইল! শেষে মায়াবাদ শুনিবার জন্য তোমার ইচ্ছা হইল? দেখ, বৈষ্ণব হয়ে যে শঙ্কর ভাষ্য শুনে, সেব্য-সেবক ভাব ছাড়িয়া যে ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবে, এমন কি, যে ব্যক্তি মহাভাগবত এবং শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার প্রাণধন, মায়াবাদ শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহারও মনের গতি নিশ্চয় ফিরিয়া যায়।"

আচার্য্য বলিলেন,—"আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্ত, মায়াবাদ ভাষ্য আমাদের মন ফিরাইতে পারে না।"

স্বরূপ কহিলেন,—"তথাপি সেই মায়াবাদে, 'ব্রহ্ম—চিৎস্বরূপ নিরাকার', 'এই জগৎ—মায়ামাত্র বা মিথ্যা', 'জীব বস্তুত নাই—কেবল অজ্ঞানকল্পিত' এবং 'ঈশ্বরে—মায়ামুগ্ধতারূপ অজ্ঞানই বিদ্যমান' ইত্যাদি বিচার আছে। এই সকল কথা শুনিলে ভক্তের মনপ্রাণ দুঃখে ফাটিয়া যায়।"

এই কথা শুনিয়া—

"লজ্জা ভয় পাইয়া আচার্য্য মৌন হৈলা। আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা॥"

একদিন ভগবানাচার্য্য প্রভুকে—'ঘরে ভাতে' খাওয়াইবার জন্য ছোট হরিদাসকে সুগন্ধি সরু চাউল আনিতে মাধবী দেবীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই জন্য ছোট হরিদাসকে প্রভু বর্জ্জন করেন। ভক্তদিগের অনুরোধ পর্য্যন্ত যখন প্রভু শুনিলেন না, তখন ছোট হরিদাস ত্রিবেণীতে যাইয়া জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিলেন।

ভবানন্দ রায়—রায় রামানন্দের পিতা। ইঁহার পাঁচ পুত্র। অপর চারি পুত্রের নাম গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি আর বাণীনাথ নায়ক। ভবানন্দ রায় প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাঁহার মিলনে প্রভু বিশেষ আনন্দ পাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তৎপরে বলিলেন,—তুমি

পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব—তোমার নন্দন। 'এই পঞ্চ পুত্র তোমার—মোর প্রিয়পাত্র। রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র'॥ ইহাঁর বাসস্থান পুরী হইতে ছয় ক্রোশ দূরে আলালনাথের নিকট। ভবানন্দ ও তাঁহার পুত্রেরা রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীন উচ্চপদে কার্য্য করিতেন।

ভূগর্ভ—মহাপ্রভু ইহাঁকে ও লোকনাথ গোস্বামীকে সর্ব্বপ্রথম বৃন্দাবনকে পুনর্জীবিত করিবার জন্ম সেখানে পাঠাইয়াছিলেন। ভূগর্ভ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য।

মাধবেন্দ্রপুরী—শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। এই সম্প্রদায়ে ইহাঁর পূর্ব্বে প্রেম-ভক্তির কোন লক্ষণ ছিল না। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীই মহাপ্রভুর গুরু। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার নবম পরিচ্ছেদে আছে,—

"জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর। ভক্তি-কল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীঈশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল। আপনে চৈতন্য মালী স্কন্ধ উপজিল॥"

বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, যথা চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়ে,—

"মাধবপুরীর প্রেম অকথ্য কথন। মেঘ দরশনে মূর্চ্ছা পায় সেই ক্ষণ॥"

মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়া সদলবলে নীলাচলে যাইবার পথে রেমুণায় শ্রীগোপীনাথের স্থানে উপস্থিত হইয়া এক রাত্রি তথায় বাস করেন। গোপীনাথের 'ক্ষীরচোরা' নাম কেন হইল, সেই কথা সঙ্গীদিগকে বলিতে যাইয়া মাধবেন্দ্রপুরীর কথা উঠিল।

প্রভু কহে,—"নিত্যানন্দ করহ বিচার। পুরী সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর॥
দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ যারে দেখা দিলা। তিনবারে স্বপ্নে আসি যাঁরে আজ্ঞা কৈলা॥
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা। সেবা অঙ্গীকার করি জগত তারিলা॥
যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈলা চুরি। অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা' করি॥
কর্পূর-চন্দন যার অঙ্গে চড়াইল। আনন্দে পুরী গোসাঞের প্রেম উথলিল॥"

মাধবেন্দ্রপুরীর এই সকল কাহিনী চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীপরমানন্দপুরীকে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে পাইয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে বাস করেন। শ্রীরঙ্গপুরী নামে তাঁহার আর এক শিষ্যের সহিত মহাপ্রভুর পাণ্ডবপুর বা পাণ্ডুপুরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মহাপ্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপে শুনিয়া শ্রীরঙ্গপুরী বলিলেন যে, বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার গুরুদেব মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত তিনি নদীয়া-নগরীতে যাইয়া জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা করেন। সেখানে অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট খাইয়াছিলেন। তৎপরে বলিতে লাগিলেন,—

"জগন্নাথের ব্রাহ্মণী, তেঁহ মহাপতিব্রতা। বাৎসল্যে হয়েন তেঁহ যেন জগন্মাতা॥
তাঁর এক যোগ্য পুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস। 'শঙ্করারণ্য' নাম তাঁর অল্প বয়স॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল।"

মহাপ্রভু তখন বলিলেন, "পূর্ব্বাশ্রমে তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জগন্নাথ মিশ্র আমার পিতা ছিলেন।"

মাধবেন্দ্রপুরীর আর এক শিষ্যের নাম রামচন্দ্রপুরী। ইনি ছিলেন জ্ঞানমার্গী, ভক্তির লেশমাত্র ইহাঁতে ছিল না। মাধবেন্দ্রপুরীর অন্তর্ধানের অব্যবহিত পূর্ব্বে রামচন্দ্র ইহাঁর নিকটে আসিলেন। পুরী গোসাঞি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন ও 'মথুরা না পাইনু' বলিয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন দেখিয়া রামচন্দ্র গুরুকে উপদেশচ্ছলে বলিলেন,—"তুমি পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ। ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন?"

এই কথা শুনিয়া মাধবেন্দ্র মনে বড় আঘাত পাইলেন, তাঁহার মনে ক্রোধের উদয় হইল। তিনি রামচন্দ্রকে যৎপরোনাস্তি ভৎ'সনা করিয়া বলিলেন,—"দূর হ' পাপী, আমার সম্মুখ হ'তে।" আমি—

"কৃষ্ণকৃপা না পাইনু, না পাইনু মথুরা। আপন দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইল জ্বালা॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি-তথি। তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্গতি॥
কৃষ্ণ না পাইনু মরোঁ আপনার দুখে। মোরে 'ব্রহ্ম' উপদেশে এই ছার মূর্খে॥"

এই বলিয়া মাধবেন্দ্র রামচন্দ্রকে ত্যাগ করিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে আসিয়া বাস করিবার সময় রামচন্দ্র সেখানে আসিয়া মহাপ্রভুকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। তাহার বাক্য-জ্বালায় প্রভু নিজের আহার এত কমাইয়াছিলেন যে, শেষে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন।

মাধবেন্দ্রের অপর শিষ্য ঈশ্বরপুরী গুরুদেবের অন্তিমকালে মনপ্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করেন ; এমন কি, নিজ হস্তে তাঁহার মলমূত্রাদি মার্জ্জন করেন, আর তাঁহাকে নিরন্তর কৃষ্ণনাম স্মরণ এবং কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করান। মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহার সেবায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং "কৃষ্ণ তোমার প্রেমধন হউন" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই হইতে ঈশ্বরপুরী 'প্রেমের সাগর' হইলেন, এবং সেই জন্যই মহাপ্রভু তাঁহাকে দীক্ষাগুরু বলিয়া গ্রহণ করেন।

তাঁহার অন্যান্য শিষ্যের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য, ঠাকুর হরিদাস, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, গদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্র প্রভৃতির নাম জানা যায়।

জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র তাঁহার নিজকৃত নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিতে করিতে অন্তর্দ্ধান করেন। তদ্যথা,—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

মহেশ পণ্ডিত—(১) মহাপ্রভুর উপশাখায় এক মহেশ পণ্ডিতের নাম আছে। (২) নিত্যানন্দের শাখায়ও আর এক মহেশ পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। ইহাঁর সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতে আছে,—

"মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে যৈছে মাতোয়াল॥"

মুকুন্দ সঞ্জয়—ইঁহাদিগের চণ্ডীমণ্ডপে নিমাঞি পণ্ডিতের টোল ছিল। ইঁহারা মহাপ্রভুর অতি আজ্ঞাকারী ভৃত্য ছিলেন।

মালিনী—শ্রীবাসের স্ত্রী।

মুকুন্দ দত্ত—প্রভুর অতি প্রিয় পার্ষদ-ভক্ত ; যথা, চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, দশমে,—

"শ্রীমুকুন্দ-দত্ত-শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥"

ইনি চট্টগ্রামবাসী। "সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত। মুকুন্দের গানে দ্রবে সকল মহন্ত॥ বিকাল হইলে আসি ভাগবতগণ। অদ্বৈত-সভায় সবে হয়েন মিলন॥ যেইমাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণগীত। হেন নাহি জানি কেবা পড়ে কোন ভিত॥ কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নৃত্য করে। গড়াগড়ি যায় কেহ বস্ত্র না সম্বরে॥" (চৈতন্যভাগবত, আদি, ৯ম)।

বিদ্যাশিক্ষার্থে মুকুন্দ নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। শ্রীনিমাঞির সঙ্গে তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতেন। মুকুন্দকে দেখিলেই প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন। "প্রভু জিজ্ঞাসেন ফাঁকি বাখানে মুকুন্দ। প্রভু বলে কিছু নহে বড় লাগে ধন্দ॥ মুকুন্দ পণ্ডিত বড় প্রভুর প্রভাবে। পক্ষ প্রতিপক্ষ করি প্রভু সনে লাগে॥"

একদিন পথে মুকুন্দের সহিত নিমাঞির সাক্ষাৎ হইল। অমনি তাঁহার হাত ধরিয়া নিমাঞি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমাকে দেখিলেই তুমি পালাও কেন? আজ এ কথার উত্তর না দিলে ছাড়িব না।" মুকুন্দ ভাবিতেছেন, ইনি ব্যাকরণে পণ্ডিত; আজ অলঙ্কার জিজ্ঞাসা করিয়া ইহাঁর গর্ব্ব চূর্ণ করিব। ইহাই স্থির করিয়া অলঙ্কার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু নিমাঞি তৎক্ষণাৎ সেই অলঙ্কারের দোষ ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ কিছুতেই আর তাহা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তখন নিমাঞি হাসিয়া বলিলেন,—"আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুথি চাহ। কালি বুঝিবাঙ ঝাট আসিবারে চাহ॥" তখন মুকুন্দের চমক ভাঙ্গিল। তিনি নিমাঞি পণ্ডিতের পদধূলি লইয়া গৃহমুখে চলিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা? হেন শাস্ত্র নাহি যে অভ্যাস নাহি যথা!"

মহাপ্রকাশের দিন মহাপ্রভু ভগবানের ভাবে শ্রীবাসের বাটীতে বিষ্ণুখট্টায় বসিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া নদীয়ার ভক্তেরা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর, মুরারি, মুকুন্দ প্রভৃতি সকলেই আসিলেন। তখন প্রভু এক এক করিয়া ভক্তদিগকে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া সকলকেই তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ বর দিতে লাগিলেন। প্রভুর আহ্বানে ক্রমে সকলেই আসিলেন, কেবল একজন আসিতে পারিলেন না; কারণ, প্রভু তাঁহাকে ডাকেন নাই। তিনি—মুকুন্দ দত্ত।

মুকুন্দ মহাপ্রভুর অতি প্রিয়, এবং তাঁহার পার্ষদদিগেরও অতি প্রিয়। মুকুন্দ সুগায়ক; এমন কি, প্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণের গায়ক বলিতেন। সেই মুকুন্দ পীড়ায় পড়িয়া রোদন করিতেছেন, অথচ প্রভু তাঁহাকে ডাকিতেছেন না। ইহাতে সকলেই বুঝিলেন, মুকুন্দ কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন। তখন শ্রীবাস সাহসে ভর করিয়া বলিলেন,—"প্রভু, তোমার মুকুন্দ পীড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন, তাঁহাকে একবার ডাকিয়া প্রসাদ কর।"

প্রভু গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"কে বলিল মুকুন্দ আমার?"

শ্রীবাস। সে কি কথা প্রভু! মুকুন্দ তোমার নহে ত কাহার? মুকুন্দের মত তোমার ক'টী আছে?

প্রভু। তোমরা জান না। মুকুন্দের চিত্তের স্থিরতা নাই; সে যখন যে দলে প্রবেশ করে, তখন ঠিক সেই মত কথা বলে। "বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে। ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি দন্তে॥ অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্তায়। নাহি মানে ভক্তি—জাঠি মারয়ে সদায়॥ ভক্তি হতে বড় আছে যে ইহা বাখানে। নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে॥ ভক্তির স্থানে ইহার হইল অপরাধ। এতেকে ইহার হইল দরশন বাদ॥ (চৈতন্যভাগবত, মধ্য, ১০ম)।

বাহিরে থাকিয়া মুকুন্দ সব শুনিলেন। তাহার কি দণ্ড হইল শুনিলেন, কি অপরাধে দণ্ড হইল তাহাও শুনিলেন। তখন মুকুন্দ ভাবিতেছেন,—"যেরূপ গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা দণ্ড অনেক লঘুই হইয়াছে। এ দেহটী ভক্তি না মানিয়া অপবিত্র হইয়াছে, সুতরাং এ দেহ আর রাখিব না। তবে দেহ ত্যাগ করিবার আগে একটী কথা জানিতে চাই।" ইহাই ভাবিয়া শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আমার

জন্য আর অনুরোধ করিবেন না, আমার গুরুপাপে লঘুদণ্ড হইয়াছে। তবে প্রভুর নিকট একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি কি কোন কালে তাঁহার দর্শন পাইব ?"

ইহাই বলিয়া,—

কান্দয়ে মুকুন্দ দুই অঝর নয়নে। মুকুন্দের দুঃখে কান্দে ভাগবতগণে ॥
প্রভু বলে,—"আর যদি কোটি জন্ম হয়। তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয় ॥"

প্রভুকে নিশ্চয় দেখিতে পাইবেন, না হয় কোটি জন্ম পরে, এই কথা প্রভুর শ্রীমুখে শুনিয়া মুকুন্দ মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

মুকুন্দের এই ভাব দেখিয়া প্রভুর চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, "মুকুন্দকে ভিতরে আন।" ভক্তেরা যাইয়া মুকুন্দকে এই কথা জানাইলেন। কিন্তু তিনি তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার কানে তাঁহাদের কথা ঢুকিল না। তখন প্রভুর আদেশে তাঁহারা মুকুন্দকে ধরাধরি করিয়া প্রভুর সম্মুখে লইয়া গেলেন। মুকুন্দ দীঘল হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। তখন প্রভু সজল-নয়নে রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

* * "উঠ উঠ মুকুন্দ আমার! তিলার্দ্ধেক অপরাধ নাহিক তোমার ॥
সঙ্গদোষ তোমার সকল হৈল ক্ষয়। তোর স্থানে আমার হইল পরাজয় ॥
কোটি জন্মে পাবে হেন বলিলাম আমি। তিলার্দ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি ॥
অব্যর্থ আমার বাক্য তুমি সে জানিলা। তুমি আমা সর্ব্বকাল হৃদয়ে বান্ধিলা ॥
আমার গায়ন তুমি থাক আমা সঙ্গে। পরিহাস পাত্র সঙ্গে আমি কৈল রঙ্গে ॥
সত্য যদি তুমি কোটি অপরাধ কর। সে সকল মিথ্যা, তুমি মোর প্রিয়তর ॥
ভক্তিময় তোমার শরীর মোর দাস। তোমার জিহ্বায় মোর চিরন্তর বাস ॥"

প্রভুর এই আশ্বাসবাক্য শুনিয়া মুকুন্দের অনুতাপের সীমা রহিল না, তিনি আপনাকে ধিক্কার দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

মুকুন্দ দাস—বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে নরনারায়ণ দেব নামে অতি সুপণ্ডিত ও ভক্তিমান্ এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র,—জ্যেষ্ঠের নাম মুকুন্দ ও কনিষ্ঠের নাম নরহরি। গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত চৈতন্যচরিতামৃতের আদি, দশমে, ৭৮ শ্লোকের অনুভাষ্যে লিখিত হইয়াছে যে, নরনারায়ণের আর এক পুত্র ছিলেন এবং তাঁহার নাম মাধব। কিন্তু কোন প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ নাই। এমন কি, শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব" নামক গ্রন্থেও এই কথার পোষকতায় কিছু নাই। মুকুন্দ দাস কোন্ শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার উল্লেখও কোন গ্রন্থে নাই। তবে 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব'-গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"আমরা গুরুপরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি যে, ঠাকুর নরহরি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবসময়ের ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে অবতীর্ণ হয়েন, এবং নরহরি অপেক্ষা মুকুন্দ ৮।১০ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।" মুকুন্দ ও নরহরি পিতার নিকট শৈশব হইতেই ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা করিতে থাকেন। ইহার ফলে তাঁহারা অল্প বয়সেই পরম ভাগবত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুকুন্দ চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করায় তাঁহার সুখ্যাতি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাহার ফলেই সম্ভবতঃ গৌড়ের তাৎকালিক বাদশাহ তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া যান। মুকুন্দের প্রেম যে বিশুদ্ধ হেমের ন্যায় নির্ম্মল ও নিগূঢ় ছিল, তাহা নিম্ন-লিখিত কাহিনী হইতে জানা যাইবে। যথা—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৫শ পরিচ্ছেদ,—

এই অবস্থায়ও নির্জ্জনে বসিয়া গ্রন্থানুশীলন করিতেন। এই সময় শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইহার কয়েক বৎসর পরে শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণী দ্বিতীয় বার যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন তিনি দেখিলেন, দাস গোস্বামীর দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, কিন্তু শরীরের তেজ তখনও সূর্য্যের ন্যায়। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া জাহ্নবাঠাকুরাণীর হৃদয় বিগলিত হইল এবং চক্ষুদ্বয় দিয়া অনবরত জল ঝরিতে লাগিল, কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিলেন না।

রঘুনাথ গোস্বামীর প্রকটাপ্রকট সময় ঠিক জানা যায় না। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন যে, ১৪২৮ শকে ইহাঁর জন্ম, ও ১৫০৪ শকে ইনি অপ্রকট হয়েন। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন যে, ১৪২০ শকে রঘুনাথের জন্ম। গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের অনুভাষ্যে লিখিত হইয়াছে যে, আনুমানিক ১৪১৬ শকে রঘুনাথ দাস জন্মগ্রহণ করেন; ১৪৩৯ শকে পুরুষোত্তমে গমন করেন; এবং ১৫১২ শকে শ্রীনিবাসকে গ্রন্থাদি সহ গৌড়ে গমন করিতে অনুমতি দেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহই কোনরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই।

রঘুনাথ ভট্ট—ছয় গোস্বামীর অন্যতম। ইহাঁর পিতার নাম তপন মিশ্র। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া পদ্মাবতীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন তপন মিশ্র নামক এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। প্রভু তাঁহাকে হরিনাম প্রদান করিয়া বলিলেন, "তুমি বারাণসী যাও, সেখানে আবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, তখন তোমাকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব বুঝাইয়া দিব।"

সন্ন্যাসগ্রহণের ছয় বৎসর পরে প্রভু বৃন্দাবনে গমন করেন। তথা হইতে ফিরিবার সময় সনাতনকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রভুর দুই মাস কাশীতে থাকিতে হয়। সেই সময় তিনি চন্দ্রশেখর বৈদ্যের বাটীতে বাস করিতেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা সমাধান হইত। সেই সময় "রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন। উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জন আর পাদ-সম্বাহন॥" সেই সময় হইতে রঘুনাথ ভজন-সাধন শিক্ষাতে প্রবৃত্ত হয়েন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে, অর্থাৎ একটু বড় হইয়া, রঘুনাথ প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য গৌড়ের পথে নীলাচলে গমন করেন; আর সঙ্গে প্রভুর প্রিয় নানাবিধ খাদ্যাদি ঝালি সাজাইয়া লইয়া যান। ক্রমে যতই নীলাচলের সন্নিকট হইতে লাগিলেন, ততই রঘুনাথের আনন্দোল্লাস বাড়িতে লাগিল। শেষে সত্য সত্যই প্রভুর দর্শন লাভ ঘটিল, এবং তখন তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। "রঘুনাথ এসেছ?" বলিয়া তাঁহাকে তুলিয়া প্রভু আলিঙ্গন করিলেন, এবং বলিলেন,—"ভাল হৈল আইলা,—দেখ কমললোচন।" তৎপরে গোবিন্দকে ডাকিয়া রঘুনাথের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রঘুনাথ প্রভুর কাছে আট মাস বেশ মনের আনন্দে কাটাইলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, আর নানাবিধ ব্যঞ্জন রান্ধিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহাকে ভিক্ষা দেন। রঘুনাথ রন্ধনে অতি সুনিপুণ; যখন যাহা রন্ধন করেন তাহাই অমৃততুল্য হয়, এবং তাহাই প্রভু বিশেষ সন্তোষ সহকারে ভোজন করেন। আর প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র রঘুনাথেরই প্রাপ্য।

আট মাস নিজের কাছে রাখিয়া প্রভু রঘুনাথকে বারাণসী পাঠাইয়া দিলেন; এবং যাইবার সময় বলিলেন, "বিবাহ করিও না; এবং বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করিবে ও ভাল বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিবে। পিতামাতা কাশীপ্রাপ্ত হইলে আবার এখানে আসিবে।" ইহাই বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রঘুনাথ প্রেমে গরগর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

চারি বৎসর কাল পিতামাতার সেবা এবং বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া, তাঁহাদের কাশীপ্রাপ্তি হইলে রঘুনাথ গৃহত্যাগ করিলেন এবং উদাসীন হইয়া পুনরায় পুরীতে আসিলেন। সেখানে পুনরায় আট মাস নিজের কাছে রাখিয়া প্রভু বলিলেন, (যথা চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ১৩শ),—

"আমার আজ্ঞায়, রঘুনাথ, যাহ বৃন্দাবনে। তাঁহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন স্থানে ॥
ভাগবত পড়,—সদা লহ কৃষ্ণনাম। অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ-ভগবান্ ॥"
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈলা। প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা ॥

প্রভু মহোৎসবে 'চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা' ও 'ছুটা-পান-বিড়া' পাইয়াছিলেন ; সেই 'মালা' ও 'ছুটা পান' প্রভু রঘুনাথকে দিলেন, আর রঘুনাথ সেই মালা 'ইষ্টদেব' করিয়া বিশেষ যত্নসহকারে রাখিয়া দিলেন এবং প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া রঘুনাথ রূপ-সনাতনের চরণতলে পতিত হইয়া তাঁহাদিগের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথের কার্য্য হইল রূপ-সনাতনের সভায় প্রত্যহ ভাগবত পাঠ করা। ভাগবত পাঠ করিতে করিতে প্রভুর কৃপায় তাঁহার মনপ্রাণ প্রেমে ভরপুর হইয়া অশ্রু কম্প প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিকভাবের উদয় হইত। তখন বাষ্পাকুললোচনে তিনি অক্ষর আদপে দেখিতে পাইতেন না, কাজেই পাঠ বেশী অগ্রসর হইতে পারিত না। তার পর তাঁহার 'পিকস্বর-কণ্ঠ, তা'তে রাগের বিভাগ' ; 'এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ'। আবার শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বর্ণিত শ্লোক পাঠ করিবার সময় প্রেমে এরূপ বিহ্বল হইয়া যাইতেন যে, তখন বাহ্যজগতের সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ থাকিত না। এই সকল কারণে পাঠ বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিত না। কিন্তু ভক্ত-শ্রোতৃবর্গ যতটুকু শ্রবণ করিতেন, তাহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন এবং রঘুনাথের সাত্ত্বিক ভাবে ভাবিত হইয়া আত্মহারা হইয়া যাইতেন। সে সময় ভট্ট রঘুনাথের ন্যায় ভাগবত-পাঠক আর কেহই ছিলেন না। ক্রমে গোবিন্দ-চরণে তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন ; এবং একমাত্র গোবিন্দ-চরণারবিন্দ তাঁহার প্রাণসর্ব্বস্ব হইল। তখন রঘুনাথ

গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়।
আর [illegible] পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥
তখন—বৈষ্ণবের নিন্দা-কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণ-ভজন করে,—এই মাত্র জানে ॥
মহাপ্রভুর দত্ত-মালা মননের কালে।
প্রসাদ-কড়ার-সহ বান্ধি লয় গলে ॥

এইরূপে মহাপ্রভুর কৃপায় রঘুনাথ অব্যবহিত কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিলেন, এবং এই জন্যই তিনি ছয় গোস্বামীর অন্যতম হইতে পারিয়াছিলেন।

রঘুনন্দন—শ্রীখণ্ডবাসী মুকুন্দদাসের পুত্র। মাঘী শ্রীপঞ্চমীতে রঘুনন্দনের জন্ম। এই উপলক্ষে ঐ তিথিতে শ্রীখণ্ডে প্রতিবর্ষে মহোৎসব হইয়া থাকে। কোন্ শকে তাঁহার জন্ম ও কোন্ শকে মৃত্যু হয়, তাহা সঠিক জানা যায় না। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীযুক্ত গুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—"অনুমান ১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকাব্দার মধ্যে রঘুর জন্ম।" আবার জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন যে, শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কবিরাজ মহাশয়ের মতে ১৪৩২ শকে রঘুনন্দনের জন্ম হয়।

মহাপ্রভুর মানস-পুত্র বলিয়া শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রঘুনন্দনের নাম উল্লেখিত হয়। আবার মহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বুল সেবনে নারায়ণীর গর্ভে যেরূপ বৃন্দাবনদাসের জন্ম বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ রঘুনন্দনের জন্মও মহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বুল সেবনে হইয়াছিল বলিয়া 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব'-গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন।

জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন যে, রঘুনন্দন অভিরাম-গোপালের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কিন্তু কোনও প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে বলিয়া জানা নাই। শ্রীখণ্ডবাসী বৈষ্ণবেরাও এ কথা স্বীকার করেন না।

এমন কি, রঘুনন্দন আদপে কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থেও কোন উচ্চবাচ্য নাই। কাহারও কাহারও মতে নরহরি ঠাকুরই রঘুনন্দনের দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু। নরহরি যে তাঁহার শিক্ষাগুরু এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না।

রঘুনন্দনের শৈশবাবস্থায় একদিন তাঁহার পিতা তাঁহাদের গৃহদেবতা গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা-পূজার ভার রঘুর উপর দিয়া গ্রামান্তরে গমন করেন। এই কথা উল্লেখ করিয়া প্রাগুক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, "কিন্তু মুকুন্দ বিচার করিলেন না যে, রঘু অদ্যাবধি দীক্ষিত হন নাই বা তাঁহার সাবিত্রী-সংস্কার হয় নাই। তিনি জানিতেন যে, রঘুনন্দন বহু পূর্ব্বেই দীক্ষাগ্রহণের চরম ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাদৃশ প্রেমবান্ ব্যক্তির নিকট দীক্ষাদির অভাব কখনই পূজাধিকারে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।"

শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "ঠাকুর রঘুনন্দন শিশুকালে অন্য কোন খেলা খেলিতেন না, কেবল পিতা ও পিতৃব্যের অনুকরণ করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার পিতা যতক্ষণ কুলদেবতা গোপীনাথের পূজার্চ্চনা করিতেন, তিনি ততক্ষণ সেখানে থাকিয়া তন্ময় হইয়া তাহা দর্শন করিতেন। পুত্রের এইরূপ ভাগবত-লক্ষণ দেখিয়া মুকুন্দদাস পরম প্রীতিলাভ করিতেন।

উপরে বলিয়াছি মুকুন্দ একদিন প্রাতে অন্যত্র যাইবেন বলিয়া পুত্রের উপর গোপীনাথের সেবা-ভার দিয়াছিলেন। রঘুনাথ ইহাতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পূজার সমস্ত আয়োজন করিলেন, এবং তাঁহার পিতা যে ভাবে ঠাকুরের পূজা করেন সেই ভাবে সমস্তই করিলেন, অবশ্য মন্ত্রাদি পাঠ বাদ থাকিল। তারপর তিনি ঠাকুরকে নৈবেদ্যের ফলমূল মিষ্টান্নাদি আহারের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঠাকুর তাহা গ্রহণ করিতেছেন না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও ভীত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার পিতার প্রদত্ত দ্রব্যাদি ঠাকুর আহার করেন, অথচ তাঁহার প্রদত্ত জিনিষ গ্রহণ করিতেছেন না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আর ভীত হইলেন এই জন্য যে, তিনি ঠাকুরকে খাওয়াইতে পারেন নাই, এই জন্য তাঁহার পিতা হয়ত তাঁহাকে তিরস্কার করিবেন। গোপীনাথ প্রথমে অচল অটল ভাবে ছিলেন, কিন্তু শেষে ভক্তের কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল,—তিনি সমস্তই গ্রহণ করিলেন।

বেলা অবসান হইলে মুকুন্দ গৃহে আসিলেন। তিনি ঠাকুরের প্রসাদ ছাড়া জল পর্য্যন্তও স্পর্শ করিতেন না; তাই পুত্রকে প্রসাদ আনিতে বলিলেন। রঘু ত অবাক্! তিনি বলিলেন, "প্রসাদ পাইব কোথায়, ঠাকুর যে সবই খাইয়াছেন?" পুত্রের নিকট এই কথা শুনিয়া মুকুন্দ বিস্মিত হইলেন; কিন্তু সহসা পুত্রের কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; ভাবিলেন, হয়ত রঘুই সব প্রসাদ খাইয়াছে। কিন্তু পুত্রের স্বভাব তাঁহার বিশেষ জানা ছিল, সেই জন্য সন্দেহ হইল। এই সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য অপর একদিন মুকুন্দ পুত্রের উপর ঠাকুর-সেবার ভার দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু সকলের অলক্ষিতে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুর ঘরের কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রহিলেন। ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা উদ্ধবদাসের একটী পদ হইতে কয়েক চরণ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি। যথা,—

শ্রীরঘুনন্দন অতি হই হরষিত মতি
গোপীনাথে নাড়ু দিলা করে।
খাও খাও বলে ঘন, অর্দ্ধেক খাইতে, হেন-
সময়ে মুকুন্দ দেখি দ্বারে॥

যে খাইল রহে তেন আর না খাইল পুনঃ
দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর।
নন্দন করিয়া কোলে গদগদ স্বরে বলে
নয়নে বরিখে ঘন লোর॥

অদ্যাপি গোপীনাথের হাতে সেই অর্দ্ধ-নাড়ু আছে। ভাগ্যবানেরা যাইয়া দেখিয়া থাকেন।

কবিকর্ণপুর সাত বৎসর বয়সের সময় মহাপ্রভুর আদেশমত যেমন একটী শ্লোক তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া আবৃত্তি করেন, রঘুনন্দন সম্বন্ধেও সেইরূপ একটী জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে। গৌরগুণানন্দ ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "গুরুপরম্পরা শুনিয়া আসিতেছি যে, অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে শ্রীমহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ কালে রঘুনন্দন 'গৌরভাবামৃত' স্তোত্রের দ্বারা মহাপ্রভুর বন্দনা করেন। এই স্তোত্রটী বৈষ্ণব-জগতে সুপ্রসিদ্ধ।

মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন শুনিয়া মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন প্রভৃতি শ্রীখণ্ডবাসী গৌড়ের অন্যান্য ভক্তগণের সহিত তাঁহাকে দর্শন করিতে গমন করেন। ফিরিবার সময় ভক্তগণ সহ ইষ্টগোষ্ঠী করিতে করিতে সহাস্যে (যথা চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৫শ),—

মুকুন্দদাসেরে পুছে শচীর নন্দন—
"তুমি—পিতা, পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন।
কিংবা রঘুনন্দন—পিতা, তুমি—তাহার তনয়?
নিশ্চয় করিয়া কহ,—যাউক সংশয়॥"
মুকুন্দ কহে,—"রঘুনন্দন আমার পিতা হয়।
আমি তার পুত্র,—এই আমার নিশ্চয়॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা—রঘুনন্দন আমার, নিশ্চিতে॥"

এই কথা শুনিয়া প্রভু বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন, এবং সন্তোষের সহিত বলিলেন,—"… …কহিলে নিশ্চয়। যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়॥" মহাপ্রভু তৎপরে মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দনের কার্য্যভার নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। যথা,—

মুকুন্দেরে কহে প্রভু মধুর বচন। "তোমার কার্য্য—ধর্ম্ম-ধন-উপার্জ্জন॥
রঘুনন্দনের কার্য্য—কৃষ্ণের সেবন। কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইহার অন্য নাহি মন॥
নরহরি রহু আমার ভক্তগণ সনে। এই তিন কার্য্য সদা করহ তিন জনে॥"

প্রভুর আজ্ঞায় রঘুনন্দন গোপীনাথের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। মন্দিরের দ্বারের নিকট পুষ্করিণীর ঘাটের উপর একটী কদম্ববৃক্ষ ছিল। কথিত আছে, তাহাতে সারা বৎসর প্রত্যহ দুইটী করিয়া ফুল ফুটিত। সেই ফুল দিয়া রঘুনন্দন ঠাকুর-সেবা করিতেন।

অভিরাম ঠাকুর ছিলেন 'মহা-তেজঃপুঞ্জরাশি'। তাঁহার প্রণামে নাকি শালগ্রাম-শিলা পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইত। একদিন বাঁশী বাজাইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি শ্রীখণ্ডে আসিয়া মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রঘুনন্দন কোথায়?" মুকুন্দ ভয় পাইয়া রঘুনন্দনকে ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন এবং স্তুতি করিয়া কহিলেন,—"রঘুনন্দন গৃহে নাই।" এই কথা শুনিয়া অভিরাম ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং বড়ডাঙ্গার নির্জ্জন জঙ্গলে যাইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া রঘুনন্দন সকলের অলক্ষিতে যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিয়াই অভিরাম বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ৫।৭ বার প্রণাম করিলেন। তখন রঘুনন্দন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং দুই জনে গোরাগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে আবেগভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন রঘুনন্দন "চরণ ঝাড়িতে, নুপুর পড়িল, আকাইহাটের মাঝে।" [৩০৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধবদাসের পদ দ্রষ্টব্য।]

"শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থে আছে, গৌড়ের ভক্তেরা নীলাচলে যাইয়া প্রথম যখন সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন, সেই অধিবাসে মহাপ্রভু রঘুনন্দন দ্বারা ভক্তদিগকে মালাচন্দন প্রদান করাইয়া এবং কীর্ত্তনান্তে দধি-হরিদ্রা-ভাণ্ড ভাঙ্গাইয়া, তদবধি তাঁহাকে উক্ত কার্য্যের অধিকারী করেন। তাঁহার বংশীয়েরা সেই সময় হইতে এই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এই সম্বন্ধে যদুনন্দনের ও মাধব ঘোষের পদ প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদদ্বয় পদকল্পতরু কিংবা গৌরপদতরঙ্গিণীতে নাই। নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় খেতরীতে যে মহামহোৎসব করেন, সেখানেও রঘুনন্দনই মালাচন্দন দান ও গ্রহণ করেন।

জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন,—"রঘুনন্দন কখন অপ্রকট হয়েন, তাহা জানা যায় না। তবে প্রবাদ এই যে, মহাপ্রভুর অপ্রকট দিবসেই তিনিও অপ্রকট হইয়াছিলেন। যদি ইহা সত্য হয়, তবে ১৪৫৫ শকাব্দে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়ক্রম সময়ে রঘুনন্দন ঠাকুরের তিরোভাব হয়।" ইহা পাঠে মনে হয়, মহাপ্রভুর অপ্রকট দিবসেই রঘুনন্দন যে গোলোকগত হইয়াছিলেন, এই উক্তি জগদ্বন্ধুবাবু একেবারে অবিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু কোন প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া জানা যায় না। প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যাইতেছে যে, খেতরীর মহোৎসবে রঘুনন্দন যোগদান করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থপাঠে আরও জানা যায় যে, মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের কয়েক বৎসর পরে নরোত্তম যখন নীলাচল হইয়া শ্রীখণ্ডে গমন করেন, তখন নরহরি জীবিত ছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে রঘুনন্দন যাইয়া নরোত্তমকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। ইহার পর নরহরি অপ্রকট হইলে, রঘুনন্দন মহোৎসব করিয়াছিলেন এবং এই উৎসবে শ্রীনিবাস-নরোত্তম প্রভৃতি যোগদান করেন। আবার নরহরি, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, গদাধর দাস প্রভৃতি অপ্রকট হইলে, শ্রীনিবাস অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং রঘুনন্দনের বিশেষ অনুরোধে রামচন্দ্র কবিরাজ বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীনিবাসকে দেশে ফিরাইয়া আনেন। এইরূপ বহু প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মহাপ্রভু ও রঘুনন্দনের অপ্রকট যে একই সময়ে হইয়াছিল এ ধারণা জগদ্বন্ধুবাবুর কেন হইল, তাহা বুঝা যায় না। মনে হয়, এই সকল বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবার অবকাশ তিনি পান নাই।

রামাই পণ্ডিত—শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা।

রূপ ঘটক—শ্রীনিবাসাচার্য্যের শাখা। 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থে আছে,—"শ্রীরূপ ঘটক নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য। রাধাকৃষ্ণ নাম বিনা যার নাহি কৃত্য॥"

রাঘব পণ্ডিত—বৈষ্ণব অভিধানে 'রাঘবের ঝালি' বলিয়া একটী কথা মহাপ্রভুর সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেকেই এই কথার অর্থ ও উৎপত্তি অবগত আছেন। তবে হয়ত ইহার ইতিহাস সকলে সম্যকরূপে জানেন না।

কলিকাতা নগরীর কয়েক মাইল উত্তরে এবং ই. বি. রেল লাইনের সোদপুর ষ্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে জাহ্নবী-তীরে পাণিহাটী নামক বৈষ্ণবপ্রসিদ্ধ গ্রামে রাঘব পণ্ডিত নামে এক মিশ্র বাস করিতেন। ইনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। দময়ন্তী নাম্নী তাঁহার এক ভগ্নী ছিলেন। তিনিও মহাপ্রভু ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না এবং মহাপ্রভুর জন্য বৎসরের সকল সময়োপযোগী নানা প্রকার ভোগ সামগ্রী প্রস্তুত করাই তাঁহার একমাত্র সেবাকার্য্য ছিল। ঐ সকল দ্রব্য তিনি এরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতেন যে, সারা বৎসরের মধ্যে উহা নষ্ট হইত না। এই সকল সুস্বাদু দ্রব্য তিনি যত্ন করিয়া ঝালিতে ভরিয়া রাখিতেন।

এবং প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ের ভক্তেরা যখন প্রভুকে দর্শন করিতে যাইতেন, সেই সময় রাঘবও সেই ঝালি লইয়া নীলাচলে গমন করিতেন। যথা—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, দশমে,—.

রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য-অনুচর। তাঁর শাখা মুখ্য এক,—মকরধ্বজ কর॥
তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী। প্রভুর ভোগ্যসামগ্রী যে করে বারমাসি॥
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া। রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া॥
বার মাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার। 'রাঘবের ঝালি' বলি প্রসিদ্ধি যাহার॥

'রাঘবের ঝালি' ভিন্ন অন্যান্য ভক্তেরাও, এমন কি, নিত্যানন্দ অদ্বৈত পর্য্যন্তও, সুবিধা ও সুযোগ মত প্রভুর প্রিয় ভোগ্য সামগ্রী লইয়া যাইতেন। অন্যান্য ভক্তদিগের প্রদত্ত দ্রব্যাদি তাঁহারা নীলাচলে অবস্থান সময়ের মধ্যেই প্রভু আহার করিতেন; দময়ন্তীর প্রদত্ত সামগ্রী এক বৎসর ধরিয়া তাঁহার সেবায় লাগিত।

প্রভুর নীলাচল-বাসের ছয় বৎসর পরে বৃন্দাবনে যাইবার মানসে কটক হইতে নৌকায় একেবারে পানিহাটী পৌঁছিলেন। প্রভুর আগমন-সংবাদ পাইয়া রাঘব পণ্ডিত প্রভুকে লইতে আসিলেন এবং পথে লোকের ভিড় ঠেলিয়া কষ্ট সৃষ্টে গৃহে পৌঁছিলেন।

প্রভু একদিন মাত্র রাঘবের গৃহে ছিলেন। আবার কানাই-নাটশালা হইতে নীলাচলে ফিরিয়া যাইবার সময় হঠাৎ একদিন পানিহাটী আসিয়া রাঘব পণ্ডিতের ভবনে উপস্থিত হইলেন। রাঘব তখন ঠাকুর সেবা-কার্য্যে আছেন, এমন সময় হঠাৎ গৌরচন্দ্রকে দেখিয়াই তাঁহার চরণ-তলে লুটাইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার চরণ দৃঢ় করে ধরিয়া আনন্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাঘবের তখন এরূপ আনন্দ হইয়াছে যে, কি যে করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। রাঘবের সেই প্রেমভক্তি দেখিয়া শ্রীপ্রভু তাঁহাকে ক্রোড়ে করিলেন এবং প্রেমানন্দ-জলে তাঁহার অঙ্গ সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। তৎপরে রাঘবের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া,—

প্রভু বলে—"রাঘবের আলয়ে আসিয়া। পাসরিনু সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া॥
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়। সেই সুখ পাইলাম রাঘব আলয়॥"

(তারপর) হাসি বলে প্রভু,—"শুন রাঘব পণ্ডিত। কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিত॥"

প্রভুর শ্রীমুখের এই আজ্ঞা পাইয়া রাঘব প্রেমে গরগর হইলেন এবং পরম সন্তোষের সহিত মনপ্রাণ দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় নানাবিধ ব্যঞ্জন পাক করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও অন্যান্য উপস্থিত ভক্তদিগকে লইয়া প্রভু ভোজনে বসিলেন। আহারে বসিয়া,

প্রভু বলে—"রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথায় আমি নাহি খাই শাক॥"

এইভাবে প্রভু সমস্ত ব্যঞ্জনেরই প্রশংসা ও হাস্যকৌতুক করিয়া আহার শেষ করিলেন। প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া গদাধরদাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, রঘুনাথ বৈদ্য, মকরধ্বজ কর প্রভৃতি অনেক ভক্ত আসিয়া প্রভুর পদতলে পড়িয়া প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু হরিনাম প্রচারার্থ নিত্যানন্দকে তাঁহার গণ সহ গৌড়দেশে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু নিজে দেশে আসিয়া সম্ভবতঃ বুঝিলেন যে, নিত্যানন্দের প্রতি সকলে, এমন কি, যাঁহারা নিত্যানন্দের গণ তাঁহাদিগের মধ্যে রাঘব পণ্ডিত প্রভৃতি, সেরূপ আকৃষ্ট হন নাই। প্রভু জানিতেন যে, সে সময় গৌড়ের বৈষ্ণবদিগের উপর রাঘব পণ্ডিতের প্রভাব কম নহে। তাই এই সুযোগে রাঘবকে নিভৃতে বসাইয়া প্রেম-গদগদভাবে কহিলেন,—

"রাঘব তোমারে আমি নিজ গোপ্য কহি। আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বহি॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে। সেই করি আমি এই বলিল তোমারে॥
আমার সকল কর্ম্ম নিত্যানন্দ দ্বারে। অকপটে এই আমি কহিল তোমারে॥
যেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই। তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই॥
মহা যোগেশ্বর যাহা পাইতে দুর্ল্লভ। নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইবা সুলভ॥
এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান। নিত্যানন্দে সেবিহ যে হেন ভাগ্যবান্॥"

নীলাচলেও একদিন প্রভু বলিয়াছিলেন,—"মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ, তথাপি তিনি ব্রহ্মার বন্দ্য।"

নিত্যানন্দ প্রভু গণসহ পাণিহাটীতে নৃত্যগীত করিয়া নাম-প্রচারে তন্ময় হইয়া আছেন। একদিন রঘুনাথদাস তাঁহাদিগকে চিড়া-মহোৎসব দিলেন। ভক্তেরা সকলে ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় রাঘব পণ্ডিত নি-সক্‌ড়ি নানা মত প্রসাদ লইয়া আসিলেন এবং উহা নিত্যানন্দের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, তোমার জন্য ভোগ দিয়াছি। এইগুলি ভক্তদিগের জন্য আনিয়াছি, আর তোমার জন্য গৃহে রাখিয়াছি। এখানকার উৎসব শেষ করিয়া আমার কুটিরে যাইবে।"

নিত্যানন্দ বলিলেন,—"গোপ জাতি আমি,—বহু গোপগণ সঙ্গে ; আমি সুখ পাই এই পুলিন ভোজন রঙ্গে। এখানে এখন করিব ভোজন ; রাত্রে তোমার ঘরে করিমু ভক্ষণ।"

আহারান্তে নিত্যানন্দ ভক্তগণ সহ বিশ্রাম করিলেন এবং সন্ধ্যাকালে রাঘব-মন্দিরে যাইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনান্তে রাঘব ভক্তগণসহ নিত্যানন্দকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইলেন।

রূপ গোস্বামী—[সনাতন গোস্বামী দ্রষ্টব্য]।

লক্ষ্মীদেবী—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথমা স্ত্রী।

লোকনাথ গোস্বামী—যশোহর জেলায় তালখড়ি-জাগলি গ্রামে মহাকুলীন-ব্রাহ্মণ-বংশে লোকনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী, মাতার নাম সীতা। লোকনাথ ইহাঁদের একমাত্র পুত্র। পদ্মনাভ অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ও তাঁহার নিকটই ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ করেন। লোকনাথ পিতার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অল্প বয়সেই মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তিনি ভক্তিরসে মজিয়া ছিলেন। ইহার ফলে সংসারে ঔদাস্য হইল এবং সারাদিন কৃষ্ণকথায় ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকিতেন। এমন সময় শ্রীগৌরাসুন্দরের নবদ্বীপলীলা-কাহিনী শুনিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া পদ্মনাভ ও তাঁহার স্ত্রী চিন্তিত হইলেন এবং পরামর্শ করিলেন যে, পুত্রের বিবাহ দিয়া সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। ইহার ফল অন্যরূপ হইল। কারণ, যদিও লোকনাথ হয়ত আরও কিছুদিন গৃহে থাকিতেন, কিন্তু বিবাহের কথা শুনিয়া অতি সত্বর নবদ্বীপে যাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন ; এবং একদিন অগ্রহায়ণ মাসের শেষরাত্রে উঠিয়া নিদ্রিত পিতামাতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া গৃহের বাহির হইলেন। ক্রমে পরদিবস সন্ধ্যার সময় নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন এবং প্রভুর বাটীতে যাইয়া তাঁহার চরণ প্রান্তে পতিত হইলেন। প্রভু এই অপরিচিত ব্রাহ্মণ-যুবককে উঠাইয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। লোকনাথকে পাঁচদিন কাল আপনার কাছে রাখিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার সঙ্গে গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ভূগর্ভও গেলেন। ইহাঁরা দুই জন যাইয়া সেই জঙ্গলময় বৃন্দাবনে বাস করিলেন। তৎপরে স্বয়ং শ্রীপ্রভু আসিলেন, সুবুদ্ধি আসিলেন, রূপসনাতন আসিলেন, ক্রমে অন্যান্য ভক্তেরা আসিয়া সমস্ত বৃন্দাবন অধিকার করিয়া লইলেন। ক্রমে বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থগুলিরও উদ্ধার হইল।

ইহার পর বহুবৎসর কাটিয়া গেল। মহাপ্রভুর অন্তর্ধান হইল। তাঁহার পার্ষদ-ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বৃন্দাবনেও প্রথমে সনাতন ও পরে রূপ অপ্রকট হইলেন। লোকনাথ তখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। দিবানিশি ভজন-সাধন লইয়া থাকেন, কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা বলেন না, কাহাকেও শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন নাই; করিবেনও না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এমন সময় নরোত্তম বৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সাধুদর্শন করিতে করিতে লোকনাথের দর্শন ঘটিল, অমনি নরোত্তম তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। তাহার পর যখন শুনিলেন যে, লোকনাথ গোস্বামী কোন শিষ্য গ্রহণ করিবেন না বলিয়া দৃঢ়সংকল্প করিয়াছেন, তখন নরোত্তম একেবারে বজ্রাহতের ন্যায় কাতর হইলেন। কিন্তু তখন আর উপায় নাই। তিনি দেহ ও মনপ্রাণ লোকনাথকে সমর্পণ করিয়াছেন, এখন উহা আবার কাহাকে দান করিবেন? তখন অনন্যোপায় হইয়া বৃন্দাবন ও সাধুবৈষ্ণব দর্শনসুখ ত্যাগ করিয়া লোকনাথের কুঞ্জের নিকট বাস করিতে লাগিলেন এবং (যথা অনুরাগবল্লী গ্রন্থে)—

রাত্রিদিন সেইস্থানে অলক্ষিতে যেয়ে।
বাহিরে টহল করে সাশ্রু-নেত্র হয়ে॥

কিন্তু লোকনাথ দিবানিশি ভজনানন্দে বিভোর, তিনি নরোত্তমের কার্য্যের কোন সংবাদ রাখেন না। শেষে নরোত্তম লোকনাথের অসাক্ষাতে তাঁহার এক নীচ-সেবা করিতে লাগিলেন। লোকনাথ শেষরাত্রিতে যেস্থানে বহির্দ্দেশে গমন করেন, নরোত্তম সেই স্থান প্রত্যহ সংস্কার করেন এবং শৌচের জন্য মৃত্তিকা ছানিয়া রাখিয়া দেন। যথা—

মৃত্তিকা শৌচের পরে সুন্দর মাটি আনে।
ছড়া ঝাটী জল আনে বিবিধ বিধানে॥—(অনুরাগবল্লী)

লোকনাথ প্রথমে ইহা লক্ষ্য করেন নাই, শেষে তাঁহার মনে হইল হয়ত কেহ তাঁহার অসাক্ষাতে এই নীচ-সেবা করিতেছে। তখন ভাবিলেন, ইহা আর করিতে দেওয়া হইবে না। সেই জন্য একদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বহির্দ্দেশে গমন করিলেন; যাইয়া দেখেন, যথা প্রেমবিলাসে—

হেন কালে সেই স্থানে নরোত্তম আছে। ঝাটী দিতেছেন,—গোসাঞি দাঁড়াইয়া কাছে॥
ঝাটা বুকে নরোত্তম আছেন সাক্ষাতে। "কে বটে? কে বটে?" বলি লাগিলা কহিতে॥

নরোত্তম এক বৎসর ধরিয়া এই নীচ-সেবা করিতেছেন; সেও ভয়ে ভয়ে, পাছে ধরা পড়েন। আর যে দিন ধরা পড়িলেন, সে দিন অপরাধীর ন্যায় লোকনাথের পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নরোত্তমের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রব হইল; একটু ধৈর্য্য ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি? আর কেনই বা এরূপ সেবা করিতেছ?" তখন নরোত্তম সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলিলেন,—তিনি কে, কেমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার দেহে প্রবেশ করেন, কিরূপে একরূপ উন্মাদ অবস্থায় তিনি বৃন্দাবনে আসেন, আর কিরূপে দর্শনমাত্র তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করেন, এ সমস্তই বলিলেন। শেষে কাতরভাবে কহিলেন, "প্রভু, এখন তুমি শ্রীচরণে স্থান না দিলে আমি কোথায় যাই?" তখন লোকনাথ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, (যথা প্রেমবিলাসে,)—

"আপনে হৃদয়ে প্রবেশ করিলা তোমার। তেঁহ জগৎগুরু,—চাহ গুরু করিবার?
প্রেমরূপে আপনে চৈতন্য-ভগবান। সেই প্রেম তোমার হৃদয়ে কৈল দান॥
যে প্রেম লাগিয়া সবে করেন ভজন। তোমার অন্তরে সেই—বুঝিল কারণ॥
প্রয়োজন আছে কিবা গুরু করিবার? যে সে সাধ্য বস্তু—তাহা হৃদয়ে তোমার॥"

লোকনাথের এই কথা শুনিয়া নরোত্তম কাতর-কণ্ঠে বলিলেন,—"আমি অতি দীন, আমার মনপ্রাণ সমস্তই তোমাতে দিয়াছি। তুমি কৃপা না করিলে আমার উপায় কি হইবে? আমাকে আর বঞ্চনা করিবেন না।"

লোকনাথ। এইরূপ কাতরোক্তি করিয়া আমাকে আর ক্লেশ দিও না। দেখ বাপু, আমি সংসারে আবদ্ধ হইব না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি, কাহাকেও শিষ্য করিব না। আমার সেই সঙ্কল্প ভগ্ন করাইও না। তোমাকে ও তোমার কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আমাকে সংসারে আর জড়াইও না।

নরোত্তম। আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, কাজেই আমার আর কোন পথ নাই। এখন তুমি যে আজ্ঞা করিবে তাহাই আমার শিরোধার্য্য।

লোকনাথ। (অনেক ক্লেশে ধৈর্য্য ধরিয়া) বাপু! আমার কথা তোমাকে সব বলিয়াছি। এখন আমার একটি কথা তুমি পালন করিবে,—তুমি নীচ-সেবা করিয়া আর আমাকে ক্লেশ দিও না।

যে আজ্ঞা বলিয়া নরোত্তম মাথা হেট করিয়া রহিলেন। লোকনাথ বাহির্দ্দেশে গমন করিলেন, আর নরোত্তম তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে নরোত্তম একটু মাটি লইয়া ভয়ে ভয়ে তাঁহার নিকটে গেলেন। লোকনাথ তাহা গ্রহণ করায় নরোত্তম আশ্বস্ত হইলেন। তৎপরে গোসাঞির পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। গোসাঞি ভজনে বসিলে, নরোত্তম কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই ভাবে একবৎসর কাটিয়া গেল। নরোত্তম প্রত্যহ দুইলক্ষ নাম জপ করেন, আর আপন হইতে গোসাঞির নানারূপ সেবা করেন। দুই জনে কোনরূপ বাক্যালাপ নাই। লোকনাথ কিছু করিতে বলেন না; নরোত্তম প্রয়োজন বুঝিয়া সেবা করেন; তবে লোকনাথ কৃপা করিয়া সেবা করিতে নিষেধ করেন না।

আর এক বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন লোকনাথ নরোত্তমকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বাপু, তোমার সেবায় আমার সঙ্কল্প শিথিল হইয়াছে। এখন তুমি গোটা দুই প্রতিজ্ঞা করিতে পারিবে?" নরোত্তম স্বীকৃত হইলেন। তখন লোকনাথ বলিলেন,—"প্রথমতঃ মৎস্যাদি খাইতে পারিবে না; আর দ্বিতীয়তঃ বিষয় স্পর্শ করিতে পারিবে না।" আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি,—"ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে, বিবাহ করিতে পারিবে না,—ইন্দ্রিয়কে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। নরোত্তম, বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিবে।"

নরোত্তম। আপনার কৃপালাভ করিতে পারিলে আমি সবই করিতে পারি। ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বেই লইয়াছি, আর আপনার আজ্ঞায় অদ্য তাহা বদ্ধমূল হইল।

তখন লোকনাথ বলিলেন,—"বাপু, তোমারই জয় হইল। তুমি আমার আদি, মধ্যম ও শেষ সেবক। তোমার ন্যায় শিষ্য জগতে দুর্ল্লভ।" তার পর শ্রাবণ পূর্ণিমাতে নরোত্তমকে দীক্ষা দিলেন।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—নবদ্বীপে প্রভুর বাড়ির কাছে জাহ্নবীর সন্নিকটে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাস। যথা, চৈতন্যভাগবত, মধ্য, ১৬শ অধ্যায়ে,—

পরম স্বধর্ম্ম-রত—পরম সুশান্ত।	চিনিতে না পারে কেহো—পরম মহান্ত॥
নবদ্বীপে ঘরে ঘরে ঝুলি লই কান্ধে।	ভিক্ষা করি অহর্নিশ কৃষ্ণ বলি কান্দে॥
ভিখারী করিয়া জ্ঞান—লোকে নাহি চিনে।	দরিদ্রের অবধি—করে ভিক্ষাটনে॥
ভিক্ষা করি দিবসে যে কিছু বিপ্র পায়।	কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি শেষে তবে খায়।
কৃষ্ণানন্দ প্রসাদে দারিদ্র্য নাহি জানে।	বেড়ায় বলিয়া কৃষ্ণ সকল ভবনে॥

মহাপ্রভু গয়া হইতে নবভাবে বিভাবিত হইয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া এই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে শ্রীবাস প্রভৃতি কয়েকজন কৃষ্ণভক্তের সহিত সর্ব্বপ্রথম মিলিত হন। ইনি মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, দশমে আছে,—

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্।
যাঁর অন্ন মাগি কাড়ি খাইলা ভগবান্॥

সে কিরূপে তাহা বলিতেছি। এক দিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্-আবেশে বসিয়া আছেন, এমন সময় শুক্লাম্বর ভিক্ষালব্ধ চাউলপূর্ণ ঝুলি কান্ধে করিয়া সেখানে আসিয়া কৃষ্ণ-প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর্ত্তি ও প্রেমানন্দ-ভাব দেখিয়া প্রভু "এস এস শুক্লাম্বর" বলিয়া ডাকিলেন এবং বলিলেন, "দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম। আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষ ধর্ম্ম॥ আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই। তুমি না দিলেও আমি বল করি খাই॥" তার পরেই তাঁহার ঝুলির ভিতরে হাত দিয়া মুষ্টি মুষ্টি চাউল লইয়া চিবাইতে লাগিলেন। শুক্লাম্বর ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ করিলে প্রভু! ইহাতে যে খুদ কণ অনেক আছে! তোমার কষ্ট হইবে!" প্রভু হাসিয়া বলিলেন,—

* * "তোর ক্ষুদ কণ মুই খাঙ। অভক্তের অমৃত উলটি নাহি চাঙ॥"

তার পর গম্ভীর ভাবে আবেগের সহিত

প্রভু বলে—"শুন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি। তোমার হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা বিহরি॥
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন। তুমি ভিক্ষায় চলিলে আমার পর্য্যটন॥
তোমারে দিলাম আমি প্রেম-ভক্তি দান। নিশ্চয় জানিহ প্রেম-ভক্তি মোর প্রাণ॥"

আর একদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে প্রভু বলিলেন,—"তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়। কিছু ভয় না করিহ বলিলাম দড়॥" তিনি বার বার এই কথা বলিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বর কিছুতেই স্বীকার না হইয়া কাকুতি মিনতির সহিত বলিলেন,—"কোথায় আমি অধম পতিত পাপিষ্ঠ ভিক্ষুক, আর কোথায় তুমি ধর্ম্ম-সনাতন। আমি কীটানুকীট, কোথায় আমাকে ঐ শীতল চরণের ছায়া দিবে, তাহা না দিয়া আমার প্রতি এত মায়া কেন দেখাইতেছ?"

প্রভু বলিলেন,—"ইহা মায়া নহে। তোমার প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি আহার করিতে আমার বড় ইচ্ছা করে। তুমি সত্বর বাড়ী যাইয়া নৈবেদ্য প্রস্তুত কর, আমি আজ মধ্যাহ্নে নিশ্চয় যাইব।" তথাপি শুক্লাম্বর মনে ভয় পাইয়া ভক্তদিগের নিকট যুক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই বলিলেন,—"কেন ভয় পাইতেছ? পরমার্থে শ্রীভগবানের নিকট সকলেই সমান। বিশেষতঃ যে জন তাঁহাকে সর্ব্বভাবে ভজনা করে, তাঁহার অন্ন শ্রীভগবান সকল সময়ই খুঁজিয়া থাকেন। তথাপি যদি তোমার মনে ভয়ের উদ্রেক হয়, তবে আলগোছে রন্ধন কর।"

এই কথা শুনিয়া শুক্লাম্বর শোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ী গেলেন এবং স্নান করিয়া অতি সাবধানে সুবাসিত জল তপ্ত করিলেন। তার পর সেই জলে চাউল ও গর্ভথোড় আলগোছে দিয়া প্রফুল্লচিত্তে যোড় করে "জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ মুকুন্দ বনমালী" বলিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে নিত্যানন্দ প্রভৃতি নিজজন সহ প্রভু স্নান করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত অন্ন কলাপাতায় ঢালিয়া তাহার উপর তুলসীদিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন। তৎপরে প্রভু বিশেষ আনন্দের সহিত ভোজনে বসিলেন; আর ভক্তগণ নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন,—

ব্রহ্মাদির যজ্ঞভোক্তা শ্রীগৌরসুন্দর। শুক্লাম্বরের অন্ন খায় এ বড় দুষ্কর ॥
হেন প্রভু বলে—জন্ম যাবৎ আমার। এমন অন্নের স্বাদু নাহি পাই আর ॥
কি গর্ভথোড়ের স্বাদু না পারি কহিতে। আলগোছে এমত রান্ধিল কোন মতে ॥
এই মত প্রভু পুনঃ পুনঃ আস্বাদিয়া। করিলেন ভোজন আনন্দযুক্ত হইয়া ॥

প্রভু নীলাচলে গেলে, শুক্লাম্বর প্রতি বৎসর তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন।

শুভানন্দ—নীলাচলে রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তন করিবার সময় সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনি শ্রীবাস ও নিত্যানন্দের দলের অন্যতম গায়ক ছিলেন। শেষে প্রভু যখন নৃত্য করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইলেন এবং তাঁহার মুখ দিয়া ফেন নির্গত হইতে লাগিল, তখন শুভানন্দ সেই ফেন পান করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ত্রয়োদশে,—

কভু নেত্রে-নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন। অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন ॥
সেই ফেন লঞা শুভানন্দ কৈল পান। কৃষ্ণ-প্রেমরসিক তেঁহো মহাভাগ্যবান্ ॥

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর খেতরীতে যখন মহামহোৎসব করেন, সেই সময় যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শুভানন্দের নাম পাওয়া যায়। ইনি উল্লিখিত ভক্ত কি অপর কেহ তাহা জানা যায় না।

শ্রীদাস—দ্বিজ হরিদাসের পুত্র, গোকুলানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; শ্রীনিবাসাচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য। [গোকুলানন্দ দ্রষ্টব্য।]

শ্রীধর—দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মপরায়ণ, নবদ্বীপে বাস করেন, কলার খোলার পাত্র-থোড় ও মোচা বিক্রয় করিয়া কায়ক্লেশে জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন এবং দেবতাকে নৈবেদ্য দিয়া থাকেন। শ্রীনিমাঞি পণ্ডিতের তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃপা। কাজেই তিনি শ্রীধরের সহিত খোলা থোড় মোচা লইয়া কোন্দল করিতেন শ্রীধর তাঁহাকে দেখিলেই ভীত হইয়া বিনামূল্যে ঐ সকল দিতেন। মহাপ্রকাশের দিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবদ্ ভাবে শ্রীবাসের গৃহে বিষ্ণু-খট্টায় বসিয়া তাঁহার প্রিয় ভক্তদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন; ক্রমে অনেকে আসিলেন। তখন শ্রীপ্রভু শ্রীধরকে আনিতে বলিলেন। সেই চঞ্চল ব্রাহ্মণকুমার, যিনি কলার খোলা লইয় তাঁহার সহিত কাড়াকাড়ি করিতেন, তাঁহাকে আর তখন দেখিতে পান না। তিনি নিশিযোগে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম-জপ করিতেছেন, এমন সময়ে কয়েকজন ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "শচীর উদরে শ্রীকৃষ্ণ জ লইয়াছেন। তিনি প্রকাশ হইয়া তোমাকে ডাকিতেছেন।" শ্রীধর শুনিয়াছেন, নিমাঞি পণ্ডিত পরম ভ হইয়াছেন; ইহাও শুনিয়াছেন, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু নিজে খোলা-বেচা দরিদ্র ব্রাহ্মণ, নদীয়ার ব্রাহ্ম পণ্ডিতের নিকট নিতান্ত ঘৃণ্য ব্যক্তি। তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ ডাকিতেছেন শুনিয়া শ্রীধর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ভক্তগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে প্রভুর সম্মুখে লইয়া গেলেন। তখন প্রভু বলিলেন,—"শ্রীধর উঠ, আমা দর্শন কর।" এই মধুর কথা কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র শ্রীধর চেতন পাইলেন এবং চাহিয়া দেখেন, সেই চঞ্চ ব্রাহ্মণকুমার বটে। দেখিতে দেখিতে তিনি শ্রীধরের নিকট শ্যামসুন্দর-রসকূপ হইলেন। শ্রীধর ইহা দেখি প্রেমানন্দে কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু তখন বলিলেন,—"শ্রীধর, তুমি চিরদিন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছ। এ এরূপ বর লও, যাহাতে তুমি সুখে থাক।" শ্রীধর তখন রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"আমি অষ্টসিদ্ধি চাহি না, আ সাম্রাজ্য চাহি না, আমি তোমার কাছে কিছুই চাহি না।" প্রভু বলিলেন,—"আমার দর্শন ব্যর্থ হইবে তোমার বর মাগিতেই হইবে।"

প্রভু যখন পুনঃ পুনঃ বর মাগিতে আজ্ঞা করিলেন, তখন শ্রীধর যোড়করে বলিলেন,—"প্রভু, যদি একা বর লইতে হইবে, তবে এই বর দাও—

"যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলা পাত। সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল। মোর প্রভু হউক তাঁর চরণযুগল॥"

এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীধর প্রেমানন্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন হাসিয়া বলিলেন,—"শ্রীধর, তোমাকে এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া দিব।" ইহাতে—

শ্রীধর বলয়ে—"মুঞি কিছুই না চাঙ। হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাঙ॥"

প্রভু বলিলেন,—"শ্রীধর তুমি আমার দাস, তোমাকে বেদগোপ্য ভক্তিযোগ দিলাম।"

একদিন নবদ্বীপে কাজীকে উদ্ধার করিয়া শ্রীপ্রভু ভক্তগণ সহ গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। পথে শ্রীধরের বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাড়ীর একখানি মাত্র ভাঙ্গা-ঘর, আর 'সবে এক লৌহ-পাত্র আছয়ে দুয়ারে। কত ঠাঁই তালি, তাহা চোরেও না হরে।' সেখানে নৃত্য করিতে করিতে সেই জলপূর্ণ লৌহ-পাত্র প্রভুর দৃষ্টিপথে পতিত হইল; ভক্ত-প্রেম জীবকে বুঝাইবার নিমিত্ত তিনি তৎক্ষণাৎ সেই লৌহ-পাত্র উঠাইয়া সমস্ত জল পান করিলেন। আর,—

'মরিনু মরিনু' বলি ডাকয়ে শ্রীধর।
"মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর॥"

ইহাই বলিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু আবেগভরে বলিতে লাগিলেন,—"আজ শ্রীধরের জল পান করিয়া আমার দেহ পবিত্র হইল, আর শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমার ভক্তির উদয় হইল।" ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর পদ্মপলাশনয়নে প্রেমধারা বহিতে লাগিল। ইহা দ্বারা প্রভু সকলকে বুঝাইলেন যে, 'বৈষ্ণবের জলপানে কৃষ্ণভক্তি হয়'। প্রভুর ভক্ত-বাৎসল্য ভাব দেখিয়া ভক্তদিগের মধ্যে মহা আনন্দ-ক্রন্দনের রোল উঠিল। চৈতন্যচরিতামৃতের আদি, দশমে আছে,—

খোলা-বেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস। যাঁহা-সনে প্রভু করে নিত্য-পরিহাস॥
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল। যাঁর ফুটা-লৌহ-পাত্রে প্রভু পিলা জল॥

শ্রীমান্ পণ্ডিত—মহাপ্রভুর শাখা। যথা, চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, দশমে,—

"শ্রীমান্ পণ্ডিত-শাখা প্রভুর নিজ-ভৃত্য।
দিউটি ধরেন—যবে প্রভু করেন নৃত্য॥"

শ্রীমান্ সেন—শ্রীগৌরাঙ্গের শাখা। যথা, চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, দশমে,—

"শ্রীমান্ সেন—প্রভুর সেবক প্রধান।
চৈতন্যচরণ বিনু নাহি জানে আন॥"

শ্রীবাস—ইঁহারা চারি ভ্রাতা। অপর তিন জনের নাম—শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই ইঁহারা সর্ব্বদা হরিনাম, ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান ও কৃষ্ণপূজা এবং রাত্রিতে চারি ভাই একত্রে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করিতেন। মহাপ্রভুর প্রকাশের পর হইতে ইঁহারা গোষ্ঠী সমেত শ্রীগৌরাঙ্গের অনুরক্ত-ভক্ত হইয়াছিলেন। যথা, চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, দশমে—

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত। দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত॥
শ্রীপতি, শ্রীনিধি—তাঁর দুই সহোদর। চারি ভাইর দাসদাসী, গৃহ-পরিকর॥
দুই শাখার উপশাখায় তাঁ-সবার গণন। যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্ত্তন॥
সবংশে করেন যাঁরা চৈতন্যের সেবা। গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী-দেবা॥

ইহাঁরা শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আসেন। যথা, চৈতন্যভাগবত, আদি, দ্বিতীয়ে,—

শ্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পণ্ডিত। শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য-পূজিত॥
ভবরোগ নাশে বৈদ্য মুরারি নাম যার। শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার॥

কেহ কেহ বলেন, ইহাঁদের আর এক ভ্রাতা ছিলেন, তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, নাম শ্রীনলিনী পণ্ডিত এবং নারায়ণী তাঁহারই কন্যা। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ আছে বলিয়া জানা নাই।

শ্রীনিমাঞি পণ্ডিতের বয়স তখন ১৬ বৎসর; স্বভাবতই অত্যন্ত চঞ্চল। অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করে এবং অনেক সময়ই তাঁহার সঙ্গে থাকে। একদিন নিমাঞি কতকগুলি পড়ুয়া লইয়া, হাত দোলাইয়া, হাস্য-কৌতুক করিতে করিতে পথ বাহিয়া চলিয়াছেন। ঘটনাক্রমে সেই পথে শ্রীবাস আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই নিমাঞি পণ্ডিত মুখ টিপিয়া হাসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। নিমাঞি পণ্ডিতের হাবভাব দেখিয়া শ্রীবাস উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন,—"কহ দেখি শুনি, কোথায় চলিয়াছ উদ্ধতের শিরোমণি?" তার পর গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"কৃষ্ণ না ভজিয়া কাল কি কার্য্যে গোঙাও? রাত্রি দিন নিরবধি কেন বা পড়াও?
পড়ে লোক কেন?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে?
এতেকে সর্ব্বদা ব্যর্থ না গোঙাও কাল। পড়িলা ত?—এবে কৃষ্ণ ভজহ সকল॥"

নিমাঞি পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন,—"শুনহ পণ্ডিত, তোমার কৃপায় সেই হইব নিশ্চিত।" ইহাই বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন।

ইহার কিছুকাল পরে পিতৃকার্য্য করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ গয়ায় গমন করিলেন, এবং সেখান হইতে পরম কৃষ্ণভক্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় মধ্যে মধ্যে তাঁহার মহাবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় অবস্থা হইতে লাগিল। ইহাতে শচীদেবী বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া আত্মীয়স্বজনের নিকট কি করা কর্ত্তব্য, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কেহ ডাব নারিকেলের জল খাওয়াইতে, কেহ শিবাদি-ঘৃত প্রয়োগ করিতে, এবং কেহবা বান্ধিয়া রাখিতে পরামর্শ দিলেন। শেষে শ্রীবাসকেও ডাকা হইল। তিনি একদিন আসিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন তুলসীকে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। শ্রীবাসকে দেখিয়াই তাঁহার ভক্তিভাব, লোমহর্ষ, অশ্রুপাত, কম্প, অনুরাগাদি বৃদ্ধি পাইল। শ্রীবাসকে নমস্কার করিতে যাইয়া অমনি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই সকল অদ্ভুত ভাব দেখিয়া শ্রীবাস বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। এমন সময় প্রভু বাহ্য পাইয়া শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পণ্ডিত, কেহ বলে আমি মহাবায়ুতে আক্রান্ত হইয়াছি, কাজেই আমাকে বান্ধিয়া রাখা উচিত। তোমার কি বোধ হয়?"

হাসি বলে শ্রীবাস পণ্ডিত,—"ভাল বাই! তোমার যেমন বাই তাহা আমি চাই॥
মহা-ভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে॥"

—চৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২য় অঃ।

শ্রীবাসের মুখে এই কথা শুনিয়া প্রভু যেন সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত, তোমার আশ্বাস-বাণী শুনিয়া আমি কৃতকৃত্য হইলাম। তুমি যদি বায়ু বলিতে, তাহা হইলে আমি আজই গঙ্গায় প্রবেশ করিতাম।"

ইহার পর একদিন শ্রীপ্রভু ভগবদ্ভাবাক্রান্ত হইয়া শ্রীবাসের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। শ্রীবাস তখন ঠাকুরঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া, তন্ময় হইয়া নৃসিংহদেবের পূজা করিতেছিলেন। প্রভু ঠাকুরঘরের সম্মুখে যাইয়া পুনঃ পুনঃ দরজায় জোরে আঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

কাহারে পূজিস্ ?—করিস্ কার ধ্যান ? যাহারে পূজিস্ তারে দেখ্ বিগুমান ॥"

এই কথা শুনিয়া শ্রীবাসের সমাধি ভঙ্গ হইল,—তিনি চক্ষু মেলিয়া চারিদিক্কে চাহিতে লাগিলেন ; শেষে দেখেন, ঠিক শ্রীগৌরাঙ্গের মত কে একজন বীরাসনে বসিয়া আছেন ; তিনি চতুর্ভুজ ; শুধু তাই নহে, তাঁহার চারি হস্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম বিরাজ করিতেছে ! আর মত্ত সিংহের ন্যায় তিনি গর্জ্জন করিতেছেন ! ইহা দেখিয়া শ্রীবাস ভীত হইলেন, তাঁহার দেহ কাঁপিতে লাগিল। তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, মুখ দিয়া আদৌ কথা বাহির হইল না। তখন—

ডাকিয়া বলয়ে প্রভু আরে শ্রীনিবাস। এতদিন না জানিস্ আমার প্রকাশ ॥
তোর উচ্চ সংকীর্ত্তনে নাড়ার হুঙ্কারে। ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইনু সর্ব্ব পরিবারে ॥
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়া। শান্তিপুরে গেল নাড়া মোহারে জানাইয়া ॥
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব। তোমার কিছু চিন্তা নাই পড় মোর স্তব ॥

এই আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া শ্রীবাসের অন্তরের ভয় দূর হইল, আর আনন্দে তাঁহার সর্ব্বশরীর পরিপূর্ণ হইল, তিনি যোড়করে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

এই সময় নিত্যানন্দ, নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ভক্তদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং শ্রীবাসের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে আসা অবধি নিত্যানন্দ নিজহাতে খাওয়া ছাড়িয়া দিলেন,—শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী খাওয়াইয়া না দিলে তাঁহার খাওয়া হয় না। মালিনী তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় যত্ন করেন। আর নিত্যানন্দ বালকের ন্যায় সারা দিন হৈ হৈ করিয়া বেড়ান।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন,—"এই অবধূতকে কেন বাড়ীতে রাখিয়াছ ? কোন্ জাতি, কোন্ কুল, কিছুই জানা নাই। নিজের জাতিকুল যদি রক্ষা করিতে চাও, তা' হলে ইহাকে সত্বর বিদায় কর।"

শ্রীবাস ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"প্রভু, আমাকে পরীক্ষা করা উচিত হয় না। তুমি জান, একবারও যে তোমাকে ভজনা করে, সেও আমার প্রাণ ; আর নিত্যানন্দ যে তোমার প্রাণস্বরূপ, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। কাজেই—

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে। জাতি-প্রাণ-ধন যদি মোর নাশ করে ॥
তথাপি মোহর চিতে নহিব অন্যথা। সত্য সত্য তোমাকে কহিনু এই কথা ॥

—চৈতন্যভাগবত, মধ্য, ৮ম।

শ্রীবাসের মুখে এই কথা শুনিয়া প্রভু হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তার পর আবেগের সহিত বলিতে লাগিলেন,—"কি বলিলে শ্রীবাস ! নিত্যানন্দের প্রতি তোমার এতই বিশ্বাস ! নিত্যানন্দ যে আমার গোপ্য, তাহা তুমি কি করে জান্‌লে ? তোমার এই উদারতা ও সহৃদয়তার জন্য আমি বিশেষ সন্তোষের সহিত তোমাকে এই বর দিতেছি যে,—

যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে। তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে ॥
বিড়াল কুক্কুর আদি তোমার বাড়ীর। সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির ॥

একদিন মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদ-ভক্তদিগকে বলিলেন,—"ভাই সব শুন মন্ত্র সার। রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আমা সবাকার ॥" সুতরাং—"আজি হৈতে নিবন্ধিত করহ সকল। নিশায় করিব সবে কীর্ত্তন-মঙ্গল ॥" ইহাতে—"সর্ব্ব বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস। আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-বিলাস ॥" সেই দিন হইতে—শ্রীবাস-

মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন। কোন দিন হয় চন্দ্রশেখর-ভবন॥ আবার—কোন দিন প্রভুর মন্দিরে ভক্তগণ। সবেই গায়েন,—নাচে শ্রীশচীনন্দন॥ এই সকল কীর্ত্তনেই শ্রীবাস যোগদান করিতেন।

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় একদিন সন্ধ্যার পর ভক্তগণ সহ প্রভু সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন। ক্রমে সকলেই কীর্ত্তনানন্দে অত্যন্ত বিভোর হইলেন; শ্রীবাসও এই কীর্ত্তনে মাতিয়াছিলেন। এমন সময় একজন দাসী আসিয়া শ্রীবাসকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেল। শ্রীবাস যাইয়া দেখেন, তাঁহার একমাত্র শিশু পুত্রের অন্তিম কাল উপস্থিত! সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পুত্রটী গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হয়। শ্রীবাস, তাঁহার স্ত্রী ও অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের হস্তে পুত্রের সেবা-ভার দিয়া, নিজে সংকীর্ত্তনে যোগদান করেন, এবং পাছে প্রভু এই ঘটনা জানিতে পারেন, সেই জন্য এ কথা একেবারে গোপন করিয়া নিজে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া রমণীরা কান্দিবার উপক্রম করিলে, শ্রীবাস তাহাদিগকে নানা প্রকারে শান্ত করিয়া, নিজে আসিয়া পুনরায় কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। ক্রমে ভক্তেরা ও পরে প্রভু এই ঘটনা জানিতে পারিলেন। প্রভু শ্রীবাসের মুখপানে চাহিয়া দেখেন, তিনি আনন্দে ডগমগ। ইহা দেখিয়া প্রভু বলিতেছেন, "শ্রীবাস! তুমি ধন্য। আজ তুমি শ্রীকৃষ্ণকে ক্রয় করিলে।" তার পর মনের বেগ সামলাইতে পারিলেন না, অবনত বদনে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পুত্রহারা পিতাই শ্রীপ্রভুকে শান্ত করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস বলিলেন,—"প্রভু, পুত্র-শোক সহিতে পারি, কিন্তু তোমার নয়ন-জল দেখিতে পারি না।" তখন প্রভু নয়ন মুছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে গেলে, গৌর-শূন্য নদীয়ায় শ্রীবাস আর থাকিতে না পারিয়া কুমারহট্টে যাইয়া বাস করেন। শ্রীবাস প্রতি বর্ষে অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত প্রভুকে দর্শন করিতে পুরী যাইতেন। সেখানে চারি মাস প্রভুর সঙ্গে অতি আনন্দে কাটাইয়া, বিজয়দশমীর পর দেশে ফিরিয়া আসিতেন। প্রথম বার রথযাত্রার সময় রথাগ্রে নৃত্যগীত হইতেছে। প্রভুর অদ্ভুত নৃত্য দেখিবার জন্য সকলে নিশ্চল-নিস্তব্ধ হইয়া একাগ্রচিত্তে প্রভুর দিকে চাহিয়া আছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র অমাত্যবর্গ সহ সেই দলে রহিয়াছেন। রাজার ঠিক সম্মুখে শ্রীবাস দাঁড়াইয়া আছেন বলিয়া, তিনি প্রভুর নৃত্য ভাল করিয়া দেখিতে পারিতেছেন না। তাঁহার প্রধান অমাত্য হরিচন্দন ইহা দেখিয়া শ্রীবাসকে সরাইবার জন্য বারংবার হাত দিয়া ঠেলিয়া বলিতেছেন, "এক পাশ হও।" শ্রীবাস তখন বিভোর হইয়া প্রভুর নৃত্য দেখিতেছেন। সেই সময় এইরূপ বিরক্ত করায়, কে ঠেলিতেছে, তাহা না দেখিয়া, শ্রীবাস তাঁহাকে জোরে এক চপেটাঘাত করিলেন। হরিচন্দন চাপড় খাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং শ্রীবাসকে কটূক্তি করিতে চাহিতেছেন বুঝিয়া, রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন,—

"ভাগ্যবান্ তুমি—ইহার হস্ত-স্পর্শ পাইলা। আমার ভাগ্যে নাই—তুমি কৃতার্থ হইলা॥"

সন্ন্যাসের ছয় বৎসর পরে প্রভু দেশে গেলেন। ফিরিবার সময় কুমারহট্টে শ্রীবাসের গৃহে কয়েক দিন অবস্থান করেন। শ্রীবাসের দাসদাসী—এমন কি, বিড়াল কুকুর পর্য্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয়। শ্রীবাসের বৃহৎ পরিবার, অথচ আর্থিক অবস্থা সেরূপ স্বচ্ছল নহে। সেই জন্য সুবিধা পাইলেই প্রভু তাঁহার সাংসারিক ব্যাপারের খোঁজ-খবর লইতেন। এবারও শ্রীবাসকে নির্জ্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দেখি, বাড়ী হ'তে কোথাও যাও না, চলে কি করে?"

শ্রীবাস। কোন স্থলে যাইতে আমার চিত্ত লয় না। অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই হবে।

প্রভু। তবে সন্ন্যাস লও।

শ্রীবাস। তাহা আমি পারিব না।

প্রভু। সন্ন্যাস লইবে না, কাহার দ্বারস্থও হইবে না; তোমার ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। তবে কি করিতে চাও?

শ্রীবাস 'এক, দুই, তিন' বলিয়া হাতে তালি দিলেন। প্রভু বলিলেন, "হাতে তিন তালি দিবার অর্থ কিছু বুঝিলাম না।" তখন শ্রীবাস গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"প্রভু, এই আমার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা—তিন দিন উপবাসেও যদি আহার না জোঠে, তবে গলায় ঘট বেন্ধে গঙ্গায় প্রবেশ করবো।" এই কথা শুনিয়া প্রভু হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, তার পর বলিলেন,—"কি বলিলে! অন্ন অভাবে তোর উপবাস হ'বে? শুন শ্রীবাস! যদি কদাচিৎ বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে। তথাপিহ দারিদ্র্য নহিবে তোর্ ঘরে॥"

স্বরূপ দামোদর।—স্বরূপ দামোদরের পূর্ব্বাশ্রমের নাম 'পুরুষোত্তম আচার্য্য'। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, বাড়ী ছিল নবদ্বীপে। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া বারাণসীতে চলিয়া যান, এবং সেখানে চৈতন্যানন্দ নামক সন্ন্যাসীর নিকট শিখাসূত্রত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্ন্যাস-নাম হইল 'স্বরূপ দামোদর'। যোগপট্ট লইবার যে প্রকরণ, তাহা তিনি স্বীকার করিলেন না। গুরু তাঁহাকে বেদান্ত পড়িয়া সকল লোককে উহা পড়াইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তিনি পরম বিরক্ত ও পরম পণ্ডিত এবং কায়-মনে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কেবল নিশ্চিন্ত মনে কৃষ্ণভজন মানসেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি শেষে গুরুর নিকট অনুমতি লইয়া নীলাচলে আসিলেন।

ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে দক্ষিণাঞ্চল হইতে প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং পরমানন্দপুরী সবে গৌড়দেশ ঘুরিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। এই সময় একদিন পুরী গোসাঞি, নিত্যানন্দ, সার্ব্বভৌম, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর পণ্ডিত প্রভৃতি কয়েক জন সহ বসিয়া প্রভু ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, এমন সময় স্বরূপ দামোদর আসিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া "হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি তাঁহাকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং দুই জনেই প্রেমের আবেশে অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন প্রভু বলিতে লাগিলেন,—"তুমি যে আসিবে, তাহা আমি আজ স্বপ্নে দেখিয়াছি। তা ভালই হইল, অন্ধ যেন দুই চক্ষু পাইল।"

স্বরূপ আবেগ-ভরে কহিলেন,—

* * "প্রভু, মোর ক্ষম অপরাধ। তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেনু, করিনু প্রমাদ॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম-লেশ। তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্য দেশ॥
মুঞি তোমা ছাড়িল,—তুমি মোরে না ছাড়িলা। কৃপা-পাশ গলায় বান্ধি চরণে আনিলা॥"

তৎপরে উপস্থিত অন্যান্য সকলের সঙ্গে স্বরূপ যথাযোগ্য চরণ-বন্দন, প্রণাম, আলিঙ্গনাদি করিলেন। মহাপ্রভু স্বরূপের জন্য নিভৃত স্থানে একটী বাসাঘর ও জলাদি পরিচর্য্যার জন্য একজন কিঙ্কর স্থির করিয়া দিলেন।

স্বরূপ নির্জ্জনে থাকেন, কাহারও সহিত বড় কথাবার্ত্তা কহেন না। এ দিকে অগাধ পাণ্ডিত্য, কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা, দেহ প্রেমরূপ,—এক কথায় 'সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ'। কেহ কোন গ্রন্থ, শ্লোক, গীত ইত্যাদি প্রভুকে শুনাইতে ইচ্ছা করিলে, তাহা স্বরূপের নিকট পরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত করিতে হইত। তিনি দেখিতেন যে, ইহা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কিংবা রসাভাস কি না। যদি সেরূপ কোন দোষ না থাকিত, তখন ইহা মহাপ্রভুকে শুনান হইত।

স্বরূপ শাস্ত্রে যেমন বৃহস্পতি-সম ছিলেন, সঙ্গীতেও সেইরূপ গন্ধর্ব্ব-সম ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার রসবোধ বিলক্ষণ ছিল বলিয়া তিনি "বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ;—এই তিনে করান প্রভুর আনন্দ।" চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

রূপ তাঁহার সহিত যাইতে চাহিলে, প্রভু বলিলেন,—"তুমি এখন বৃন্দাবনে যাও, সেখান হইতে গৌড়দেশ দিয়া নীলাচলে আমার সহিত মিলিত হইবে।"

সনাতন বন্দিশালে রূপের পত্র পাইলেন, এবং যবন রক্ষককে অনেক খোসামোদ করিয়া এবং সাত হাজার মুদ্রা উৎকোচ দিয়া, সেই রাত্রেই গঙ্গা পার হইলেন। ক্রমে তিনি বারাণসীতে আসিলেন এবং চন্দ্রশেখরের বাটীতে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভুর ইঙ্গিতে সনাতন দরবেশের বেশ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণব বেশ ধারণ করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। "এই মত মহাপ্রভু দুই মাস পর্য্যন্ত। শিখাইলা তাঁরে ভক্তি-সিদ্ধান্তের অন্ত॥"

বারাণসীর কার্য্য শেষ করিয়া প্রভু সনাতনকে বলিলেন, "তুমি বৃন্দাবনে যাও, তোমার দুই ভাই সেখানে গিয়াছেন।" আরও বলিলেন,—"কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ। বৃন্দাবনে আইলে তাঁদের করিহ পালন॥" তার পর রাত্রিতে উঠিয়া ঝারিখণ্ডপথে নীলাচল অভিমুখে গমন করিলেন এবং যথাসময়ে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

এ দিকে সনাতন মথুরায় যাইয়া সুবুদ্ধি রায়ের নিকট শুনিলেন যে, রূপ ও বল্লভ গঙ্গাপথে তাঁহার অনুসন্ধানার্থ যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি রাজপথে আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। সনাতন সেখানে রহিলেন, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় কাশী হইয়া গৌড়ে যাত্রা করিলেন। গৌড়ে আসিয়া অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল। ক্রমে রূপ একাকী নীলাচলে যাইয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিলেন। রূপ কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন,—

"কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাঁতে॥"

এই কথা শুনিয়া রূপ বিস্মিত হইলেন। কারণ, ইহার কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, সত্যভামা তাঁহার নাটক পৃথক্ রচনা করিতে বলিতেছেন। আজ প্রভুও সেই কথার পুনরুক্তি করায় তিনি এক্ষণে 'ললিত-মাধব' ও 'বিদগ্ধ-মাধব' নাম দিয়া দুইখানি পৃথক্ নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বরূপ ও অন্যান্য ভক্তগণ সহ মহাপ্রভু এই নাটকদ্বয় আস্বাদন করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। রূপ রথের সময় আসিয়াছিলেন; দোলযাত্রার পর প্রভু তাঁহাকে শক্তিসঞ্চার করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। চৈত্রের শেষে রূপ গৌড়ের পথে গমন করিলেন, আর ইহার দশ দিন পরে বৈশাখের প্রথমে সনাতন ঝারিখণ্ড পথে নীলাচলে আসিলেন। কাজেই তাঁহাদিগের পরস্পরে তখনও সাক্ষাৎ হইল না।

ঝারিখণ্ডের জলের দোষে ও উপবাস করিয়া সনাতনের গায়ে কণ্ডু হইয়াছিল, এবং চুলকাইতে রস পড়িতে লাগিল। ইহাতে সনাতনের মন অতিশয় বিচলিত হইল। তিনি ভাবিলেন যে, তিনি নীচজাতি, তাঁহার দেহ অত্যন্ত অসার, জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন পাইবেন না; প্রভুকেও সর্ব্বদা দর্শন করিবার সুবিধা হইবে না; কারণ, মন্দিরের নিকটেই প্রভুর বাসা, আর মন্দিরের নিকটে যাইবার শক্তি তাঁহার নাই। শেষে স্থির করিলেন, রথযাত্রার সময় জগন্নাথকে দেখিতে দেখিতে ও প্রভুর অগ্রে চাকার তলদেশে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিবেন। নীলাচলে আসিয়া হরিদাসের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, এমন সময় উপলভোগ দেখিয়া গণসহ প্রভু আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই হরিদাস ও সনাতন দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। প্রভু হরিদাসকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিতেই তিনি বলিলেন,—"প্রভু, সনাতন নমস্কার করিতেছেন।" ইহাতে প্রভু বিশেষ আনন্দিত হইলেন, এবং সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলে, সনাতন পিছনে হটিতে হটিতে বলিলেন,—"মোরে না ছুঁইহ প্রভু, পড়োঁ তোমার পায়। একে নীচজাতি অধম,—আর

কণ্ডুরসা পায়॥" কিন্তু প্রভু তাহা শুনিলেন না, জোর করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, আর তাঁহার শ্রীঅঙ্গে কণ্ডুক্লেদ লাগিয়া গেল।

তার পর ভক্তদিগকে লইয়া প্রভু পিঁড়ার উপরে, আর হরিদাস ও সনাতন পিঁড়ার নীচে বসিলেন। তখন সনাতনকে প্রভু বলিতে লাগিলেন,—"রূপ এখানে দশ মাস ছিল, দিন দশেক পূর্ব্বে গৌড়ে গিয়াছে। তোমার কনিষ্ঠ ভাই অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে। সে বড় ভাল ছিল, রঘুনাথে তাহার দৃঢ় ভক্তি ছিল।"

সনাতন প্রথমে দৈন্যোক্তি ও প্রভুর অযাচিত কৃপা-মহিমা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "ভাই অনুপম শিশুকাল হইতেই দৃঢ়চিত্তে রঘুনাথের উপাসনা করিত। রূপ ও আমি একদিন কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণ-ভজনে তাহার প্রলোভন জন্মাইবার চেষ্টা করিলাম। আমাদের কথায় তাহার মন ফিরিয়া গেল। সে বলিল, "তোমাদের আজ্ঞা আমি কি করিয়া লঙ্ঘন করিব? আমাকে দীক্ষামন্ত্র দাও, আমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিব।"

অনুপম এই কথা বলিল বটে, কিন্তু রঘুনাথের চরণ কি করিয়া ছাড়িবে—সারা রাত্রি তাহাই ভাবিয়া ও ক্রন্দন করিয়া কাটাইল। প্রাতঃকালে গদ্‌গদ স্বরে আমাদিগকে বলিল,—

"রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা। কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাও বড় ব্যথা॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়। ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায়॥
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন। জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥"

আমরা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, রঘুনাথের প্রতি তাহার দৃঢ় ভক্তির জন্য প্রশংসা করিলাম।

প্রভু বলিলেন,—"মুরারি গুপ্তও রঘুনাথের উপাসক। তাহাকেও পরীক্ষা করিবার জন্য আমি কৃষ্ণ-ভজনা করিতে বলিয়াছিলাম। সেও ঐ ভাবের কথা বলিয়াছিল।" তার পর প্রভু বলিলেন,—

"সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ। সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন॥"

প্রভু প্রত্যহ আসিয়া হরিদাস ও সনাতনের সহিত মিলিত হইয়া কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী ও কৃষ্ণ-কথা বলেন। এক দিন আসিয়াই বলিলেন,—"শুন সনাতন, দেহত্যাগ করিলে যদি কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইত, তাহা হইলে আমি কোটি কোটি বার দেহ ত্যাগ করিতাম। দেহত্যাগ তমোধর্ম্ম, ই[illegible]তে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না; ভজন-সাধনই কৃষ্ণ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। সুতরাং সনাতন, কুবুদ্ধি ছাড়িয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন কর। তাহা হইলেই অচিরাৎ কৃষ্ণ-প্রেম-ধন লাভ হইবে।"

সনাতন বলিলেন,—"প্রভু, আমি নীচ অধম পামর, আমাকে বাঁচাইয়া তোমার লাভ কি?" এই কথা শুনিয়া প্রভু গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"তুমি আমাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ, তোমার দেহ এখন সম্পূর্ণ আমার, ইহাতে তোমার কোন অধিকার নাই। পরের দ্রব্য তুমি কেন বিনাশ করিতে চাও? তুমি কি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিতে পার না?" তারপর বলিলেন,—"তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন। এ শরীরে সাধিমু বহু প্রয়োজন॥" তখন সনাতন বলিলেন,—

* * *—"তোমাকে নমস্কারে। তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে?
যারে যৈছে নাচাও, সে তৈছে করে নর্ত্তনে। কৈছে নাচে, কেবা নাচায়, সেহ নাহি জানে॥"

বৈশাখ মাসে সনাতন নীলাচলে আসিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে কোন ভক্তের অনুরোধে ভিক্ষা করিবার জন্য প্রভু যমেশ্বর টোটায় গমন করিলেন, এবং মধ্যাহ্নে ভিক্ষার সময় সনাতনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রভু ডাকিতেছেন, এই আনন্দে আত্মহারা হইয়া সনাতন মধ্যাহ্নের সেই তপ্ত সমুদ্রের অগ্নিসম বালুর উপর দিয়া নগ্নপদে চলিয়া গেলেন। পদতলে যে ফোস্কা পড়িতেছে, সে জ্ঞান তখন তাঁহার নাই। তিনি যাইয়া দেখিলেন,

প্রভু ভিক্ষা করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। তিনি যাইবামাত্র প্রভুর ভিক্ষার অবশেষ-পাত্র গোবিন্দ তাঁহাকে ধরিয়া দিলেন। প্রসাদ পাইয়া তিনি প্রভুর কাছে গেলেন। প্রভু তাঁহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ পথে আসিলে ?"

সনাতন। সমুদ্র-পথে।

প্রভু। তপ্ত বালুকার উপর দিয়া কেমন করিয়া আসিলে ? সিংহদ্বারের পথ ত শীতল, সে পথে আসিলে না কেন ? তপ্ত বালুতে পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছে, চলিতে পারিতেছ না ; কি করিয়া সহ্য করিলে ?

সনাতন। বেশী কষ্ট বোধ হয় নাই, পায়ে যে ব্রণ হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। তার পর—

সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার। বিশেষ, ঠাকুরের তাহাঁ সেবকের প্রচার॥
সেবক গতাগতি করে, নাহি অবসর। তার স্পর্শ হৈলে, সর্ব্বনাশ হবে মোর॥

সনাতন ছিলেন দৈন্যের খনি। মর্য্যাদা-রক্ষণই ছিল তাঁহার স্বভাব। তিনি মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া পালনই করিতেন। এখানেও নিজের দেহে কষ্ট লইয়া মর্য্যাদা রক্ষা করায়, প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে প্রভুর গায়ে কণ্ডুরস লাগিল। এই ভাবে দিন কতক কাটিয়া গেল। প্রভু প্রত্যহই হরিদাস ও সনাতনকে মিলিবার জন্য আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করেন, এবং প্রত্যহই তাঁহার গাত্রে রস লাগিয়া যায়, ইহাতে সনাতন দুঃখ পান।

একদিন জগদানন্দ পণ্ডিত আসিয়া সনাতনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। সনাতন দুঃখ জানাইয়া বলিলেন,—"প্রভুকে দেখিয়া দুঃখ খণ্ডাইবার জন্য এখানে আসিলাম, কিন্তু বিপরীত হইল। নিষেধ করা সত্ত্বেও প্রভু আমাকে আলিঙ্গন করেন, তাঁহার গায়ে কণ্ডুরসা লাগিয়া যায় ; ইহাতে আমার অপরাধ হয়। জগন্নাথ দর্শন করিতে পারি না, দুঃখও কম নহে। এখন কি করিলে আমার হিত হয় বলিয়া দাও।"

পণ্ডিত কহিলেন,—"প্রভু তোমাদের দুই ভাইকে বৃন্দাবনে বাস করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। সেই তোমার বাসযোগ্য স্থান। সেখানে থাকিলে সর্ব্বসুখ লাভ করিবে। যে দুই কার্য্যের জন্য তুমি আসিয়াছিলে, তাহার মধ্যে প্রভুর চরণ দর্শন ত হইয়াছে, এখন রথযাত্রার সময় জগন্নাথ দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিও।"

জগদানন্দের কথা শুনিয়া সনাতন বলিলেন,—"ঠিক উপদেশই দিয়াছ। সেখানেই যাইব, সেই আমার প্রভুদত্ত দেশ।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা আপনাপন কার্য্যে গেলেন। পর দিবস মহাপ্রভু আসিলে হরিদাস তাঁহার চরণ-বন্দন করিলেন, আর প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গন করিলেন। সনাতন দূর হইতে দণ্ডবৎ করিলেন। আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রভু তাঁহাকে বারবার ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু অপরাধের ভয়ে তিনি আসিলেন না। তখন প্রভু তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাহা দেখিয়া সনাতন পেছনে হটিতে লাগিলেন। শেষে প্রভু দ্রুতপদে যাইয়া জোর করিয়া ধরিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

তাঁহাদিগের দুই জনকে লইয়া প্রভু পিঁড়ায় বসিলেন। তখন সনাতন বিরাগযুক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"সহজে আমি নীচ জাতি, দুষ্ট পাপাশয়। কাজেই আমারে তুমি ছুঁইলে আমার অপরাধ হয়। তার পর, আমার সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডু-রসা চলে। তুমি জোর করিয়া আলিঙ্গন কর, ইহাতে তোমার অঙ্গে উহা লাগিয়া যায়। এই বীভৎস স্পর্শ করিতে তোমার লেশমাত্র ঘৃণা হয় না, কিন্তু এই অপরাধে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। এখন তুমি আজ্ঞা কর, আমি বৃন্দাবনে চলিয়া যাই। জগদানন্দ পণ্ডিতকে যুক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনিও আমাকে বৃন্দাবনে যাইতে উপদেশ দিলেন।"

এই কথা শুনিয়া প্রভু ক্রোধভরে জগদানন্দকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"কালিকার পড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল। তোমাসবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল॥

ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরু-তুল্য। তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন মূল্য॥
আমার উপদেষ্টা তুমি—প্রামাণিক আর্য্য। তোমারেহ উপদেশে বালকা, করে ঐছে কার্য্য॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া সনাতন তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিলেন,—"জগদানন্দের যে কত সৌভাগ্য, তাহা আজ জানিতে পারিলাম। আর নিজের অসৌভাগ্য সম্বন্ধেও আজ আমার জ্ঞান হইল। জগতে জগদানন্দের ন্যায় ভাগ্যবান্ আর কে আছে? 'জগদানন্দকে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস,' আর 'মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি-নিম্ব-নিশিন্দা-রস!' 'আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা জ্ঞান; মোর অভাগ্য; তুমি—স্বতন্ত্র ভগবান্!'

ইহাতে প্রভু লজ্জিত হইয়া মধুর ভাষে সনাতনকে কহিলেন,—"তোমার চেয়ে জগদানন্দ আমার অধিক প্রিয় নহে। তোমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে সে উপদেশ দিতে যায়, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। সেই জন্য তাহাকে ভর্ৎসনা করি। বহিরঙ্গ-জ্ঞানে তোমাকে স্তুতি করি না, তোমার গুণেই স্তুতি করায়। তোমার দেহ তুমি বীভৎস জ্ঞান কর, কিন্তু আমার নিকট উহা অমৃত-তুল্য। তোমার দেহ অপ্রাকৃত; আর প্রাকৃত হইলেও উহা উপেক্ষা করিতে পারি না।" তার পর আবেগভরে বলিলেন,—

"আমি ত সন্ন্যাসী—আমার সম-দৃষ্টি ধর্ম্ম। চন্দন-পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম॥
এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়। ঘৃণা-বুদ্ধি করি যদি, নিজ ধর্ম্ম যায়॥"

এই কথা বলিয়া প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, আর তাঁহার কৃপায় সনাতনের—

'কণ্ডু গেল—অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম।'

তার পর বলিলেন,—"সনাতন, তুমি আমার কাছে থাক। এক বৎসর পরে তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিব।" এই এক বৎসর প্রভু তাঁহাকে নানারূপ শিক্ষা দিয়া, দোলযাত্রার পরে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। রূপেরও সাংসারিক কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে গৌড়ে এক বৎসর বিলম্ব হইল। তৎপরে বৃন্দাবনে যাইয়া দুই ভ্রাতা মিলিত হইলেন। সেখানে থাকিয়া দুই জনে প্রভুর আজ্ঞা ও উপদেশ মত বৃন্দাবনধামকে বৈষ্ণব-তীর্থের মুকুট-মণি করিয়া তুলিলেন; এবং যে রূপ-সনাতন আপনাদিগকে নীচ অধম পামর বলিয়া জ্ঞান করিতেন—এমন কি, জগন্নাথের মন্দিরের নিকট যাইবার সাহস পর্য্যন্ত যাঁহাদের হইত না, সেই রূপ-সনাতন ক্রমে বৈষ্ণব-সমাজের শীর্ষস্থান লাভ করিলেন। তবুও তাঁহারা বৃক্ষতলবাসীই ছিলেন।

ইহার কিছু কাল পরে শ্রীজীব সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। আসিবার সময় তিনি গৌড়ে নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ করিয়া, তাঁহার নিকট বৃন্দাবনে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি জীবকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং শেষে বলিলেন,—

* * "শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে॥"

এই আজ্ঞা পাইয়া জীব বৃন্দাবনে আসিলেন। তিনিও মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন; রূপ তাঁহাকে হাতে গড়িয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"এই তিন গুরু, আর রঘুনাথদাস। ইহাঁ সবার চরণ বন্দোঁ,—যাঁর মুঞি দাস॥"

শ্রীসনাতন গোস্বামি-রচিত গ্রন্থাদি—বৃহদ্‌ভাগবতামৃত ও ইহার টীকা, হরিভক্তিবিলাস ও ইহার দিক্‌-প্রদর্শনী-নাম্নী টীকা, দশম-চরিত ও দশম-টিপ্পনী বা বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী নাম্নী টীকা।

শ্রীরূপ গোস্বামি-রচিত গ্রন্থাদি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, লঘু-ভাগবতামৃত, হংসদূত, উদ্ধব-সন্দেশ, কৃষ্ণজন্ম-তিথিবিধি, স্তবমালা, লঘু-গণোদ্দেশদীপিকা, বৃহদ্গণোদ্দেশদীপিকা, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী, উজ্জ্বলনীলমণি, ছন্দোঽষ্টাদশ, উৎকলিকাবল্লী, শ্রীরূপচিন্তামণি, হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু, আখ্যাতচন্দ্রিকা,

মথুরামাহাত্ম্য, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, রাগময়ী কণা, তুলস্তষ্টক, বৃন্দাদেব্যষ্টক, শ্রীনন্দনন্দনাষ্টক, মুকুন্দমুক্তাবলী স্তব, বৃন্দাবনধ্যান, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, গোবিন্দবিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, প্রেমেন্দুকারিকা।

শ্রীজীব গোস্বামি রচিত গ্রন্থাদি—হরিনামামৃত ব্যাকরণ, সূত্রমালিকা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, গোপালবিরুদাবলী, শ্রীমাধবমহোৎসব, শ্রীসঙ্কল্প-কল্প-বৃক্ষ, ভাবার্থসূচকচম্পূ, গোপালতাপনীর টীকা, ব্রহ্মসংহিতার টীকা, রসামৃতসিন্ধুর টীকা, উজ্জ্বলনীলমণির টীকা, গোপালবিরুদাবলীর টীকা, অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রীভাষ্য, পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন, শ্রীরাধিকা-কর-পদস্থিত চিহ্ন, গোপালচম্পূ পূর্ব্ব ও উত্তর বিভাগ, তত্ত্বভগবৎ-পরমাত্ম-কৃষ্ণ-ভক্তি ও প্রীতি, এই ছয় ক্রমসন্দর্ভ।

শ্রীনিবাসাচার্য্য—ইনি গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের পুত্র; জন্মস্থান কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী ভাগীরথী-তীরস্থিত চাখন্দি গ্রামে। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য কাটোয়ায় উপস্থিত হইলে, সেই সংবাদ পাইয়া চারি দিক্ হইতে সেখানে বহু লোকের সমাগম হইল। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যও আসিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের চারু চাঁচর কেশের অন্তর্ধান হইলে সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিলেন। গঙ্গাধর অন্তরে এরূপ আঘাত পাইলেন যে, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর মহাপ্রভুর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি সেখানে তিষ্ঠাইতে না পারিয়া উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় 'চৈতন্য' 'চৈতন্য' বলিতে বলিতে চাখন্দি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উন্মাদের ভাব দেখিয়া গ্রামবাসীরা বিস্মিত হইলেন, এবং তিনি সর্ব্বদা 'চৈতন্য' 'চৈতন্য' বলিতে থাকায় তাঁহারা তাঁহাকে 'চৈতন্যদাস' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে লোকে তাঁহার 'গঙ্গাধর' নাম ভুলিয়া তাঁহাকে 'চৈতন্যদাস' বলিয়াই ডাকিতেন।

চৈতন্যদাস ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। এত দিন তাঁহার সন্তান হয় নাই, এবং সন্তানের জন্য তাঁহার মনে আকাঙ্ক্ষাও জন্মায় নাই। কিন্তু এখন পুত্রের কামনা তাঁহার মনে প্রবল আকার ধারণ করিল। তিনি তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে এই কথা জানাইলেন। শেষে উভয়ে পরামর্শ করিয়া নীলাচলে আসিলেন এবং প্রভুর পাদপদ্মে মনে মনে আপন অভিলাষ জানাইলেন। ইহার কয়েক দিন পরে একদা প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া গোবিন্দকে ডাকিলেন এবং গভীর স্বরে বলিলেন,—

"পুত্রের কামনা করি আইল ব্রাহ্মণ। শ্রীনিবাস নামে তার হইবে নন্দন॥
শ্রীরূপাদি দ্বারে ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিব। শ্রীনিবাস দ্বারে গ্রন্থরত্ন বিতরিব॥
মোর শুদ্ধ-প্রেমের স্বরূপ শ্রীনিবাস। তারে দেখি সর্ব্বচিত্তে বাড়িবে উল্লাস॥"

গোবিন্দের নিকট এই কথা শুনিয়া চৈতন্যদাস সস্ত্রীক প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর লক্ষ্মীদেবীর গর্ভসঞ্চার হইল এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীনিবাস ভূমিষ্ঠ হইলেন। শৈশব কাল হইতে তিনি পাঠে মন সংযোগ করিয়া, অল্পকাল মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন, আর সেই সঙ্গে সুনির্ম্মল ভক্তিপথে তাঁহার মন ভাবিত হইতে লাগিল। তাঁহার সুন্দর চেহারা, বদনের শোভা, মধুর বাণী ও মনোহর স্বভাবের জন্য সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এই সময় স্থানীয় ভক্তদিগের নিকট তিনি যাতায়াত করিতেন। একদা তিনি মাতুলালয় যাজিগ্রামে গমন করিলেন। সেই সময় নরহরি সরকার-ঠাকুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। নরহরির প্রেমপূর্ণ কথাবার্ত্তা শুনিয়া শ্রীনিবাসের মন শ্রীপ্রভুর প্রতি আরও অধিক আকৃষ্ট হইল। ইহার কিছুদিন পরে চৈতন্যদাসের মৃত্যু হইলে, শ্রীনিবাস মাতা সহ যাজিগ্রামে যাইয়া স্থায়িভাবে বাস করেন। তৎপরে মাতার অনুমতি লইয়া তিনি প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য নীলাচলে যাত্রা করিলেন। পথে মহাপ্রভুর সঙ্গোপনের সংবাদ পাইয়া তিনি অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন, কিন্তু রাত্রে স্বপ্নে শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন পাইয়া কতকটা সুস্থির হইলেন। নীলাচলে যাইয়া গদাধর

প্রভৃতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া তিনি শ্রীখণ্ডে আসিলেন এবং নরহরির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তৎপরে ক্রমে গদাধর, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের অন্তর্ধানের সংবাদ পাইয়া তিনি কিরূপ বিচলিত হইলেন, তাহা বর্ণনাতীত। শেষে নবদ্বীপে যাইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর চরণ দর্শন করিলেন। ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে শ্রীশচীমাতার সঙ্গোপন হইয়াছিল। নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুর, খড়দহ, খানাকুল (অভিরাম ঠাকুরের স্থান) এবং শ্রীখণ্ড হইয়া তিনি যাজিগ্রামে আসিলেন। পরে মাতার নিকট বৃন্দাবনে যাইবার অনুমতি লইয়া অগ্রহায়ণের শুক্ল-দ্বিতীয়ায় গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন, এবং অগ্রদ্বীপ ও একচাকা হইয়া ক্রমে কাশীতে উপনীত হইলেন। তৎপূর্ব্বে চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্রের সঙ্গোপন হইয়াছিল। চন্দ্রশেখরের এক শিষ্যের সহিত দুই দিন ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া, প্রয়াগ হইয়া তিনি মথুরায় গেলেন। সেখানে শুনিলেন—কাশীশ্বর, রঘুনাথ ভট্ট ও সনাতন পূর্ব্বেই অন্তর্ধান করিয়াছেন, এবং সম্প্রতি রূপ গোস্বামীরও সঙ্গোপন হইয়াছে। এই সকল শুনিয়া তাঁহার আর বৃন্দাবনে যাইতে মন সরিতেছিল না। দেশেই ফিরিয়া যাইবেন স্থির করিয়া, তিনি পূর্ব্ব দিকে কিয়দ্দূর গমন করিলেন, এবং এক বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিলেন। রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, সনাতন আসিয়া তাঁহাকে বহু প্রকারে প্রবোধ দিয়া, শেষে বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা করিতেছেন। আরও কহিলেন,—

"মো সহ অভিন্ন শ্রীগোপাল ভট্ট হন। তার স্থলে কর গিয়া শ্রীমন্ত্র গ্রহণ॥"

শ্রীজীবও স্বপ্নে শ্রীনিবাসের আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিলেন; আরও জানিলেন যে, সন্ধ্যাকালে শ্রীগোবিন্দ-দেবের আরতির পর সেখানে অনুসন্ধান করিলে শ্রীনিবাসকে পাওয়া যাইবে। গোপাল ভট্ট গোস্বামীকেও সনাতন স্বপ্নে বলিলেন,—"গৌড় হইতে তোমার শ্রীনিবাস আসিয়াছে। তাহাকে শিষ্য করিয়া তোমার প্রাণ জুড়াইবে।" সনাতনের কথা মত শ্রীনিবাস শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে যাইয়া আরতি দর্শন করিলেন এবং এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিলেন। শ্রীজীব অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে পাইলেন। গোবিন্দ মন্দিরের অধিকারী কৃষ্ণ পণ্ডিত তাঁহাকে যত্ন করিয়া মহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইলেন। তৎপরে শ্রীজীব তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাসস্থানে লইয়া গেলেন। পর দিবস প্রাতঃক্রিয়া ও স্নানাদি সারিয়া শ্রীজীব শ্রীনিবাসকে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট লইয়া গেলেন। তিনি "শ্রীনিবাসে শ্রীরাধারমণ সন্নিধানে। করিলেন শিষ্য অতি অপূর্ব্ব বিধানে॥ সাধন প্রক্রিয়া অতি যত্নে জানাইলা। শ্রীরাধারমণ গৌরচন্দ্রে সমর্পিলা॥" ক্রমে তিনি লোকনাথ, ভূগর্ভ, দাস গোস্বামী, কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি সকলকে দর্শন ও দণ্ডবৎ করিলেন; তৎপরে শ্রীজীবের নিকট বৈষ্ণব-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নরোত্তম ও দুঃখি-কৃষ্ণদাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এখানে কয়েক বৎসর বাস করিয়া শ্রীনিবাস 'আচার্য্য' উপাধি লাভ করিলেন। তৎপরে নরোত্তম ও শ্যামানন্দ সহ বৈষ্ণব-গ্রন্থাদি লইয়া অগ্রহায়ণের শুক্ল-পঞ্চমীতে গৌড়দেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বনবিষ্ণুপুরের সন্নিকটে আসিলে, নিশিযোগে দস্যুগণ কর্ত্তৃক গ্রন্থাদি অপহৃত হইল। নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে দেশে পাঠাইয়া শ্রীনিবাস সেই স্থানে থাকিয়া গ্রন্থের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজা বীরহাম্বীর শ্রীনিবাসের নিকট ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিয়া অত্যন্ত মোহিত হইলেন এবং তাঁহার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন। রাজার বেতনভোগী দস্যুগণ ধনরত্ন বোধে ঐ গ্রন্থপূর্ণ সম্পুট আত্মসাৎ করিয়া রাজার ভাণ্ডারে রাখিয়াছিল। রাজা শ্রীনিবাসের নিকট আপনার অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং সগোষ্ঠী তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। শ্রীনিবাস এখান হইতে যাজিগ্রামে যাইয়া মাতার শ্রীচরণ দর্শন করিলেন এবং মাতার সঙ্গোপনের পরে প্রথমে গোপাল চক্রবর্ত্তীর কন্যা দ্রৌপদী এবং পরে রঘু চক্রবর্ত্তীর কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন। শ্রীনিবাস দ্রৌপদীর নাম 'ঈশ্বরী' ও পদ্মাবতীর নাম 'গৌরাঙ্গপ্রিয়া' রাখিয়াছিলেন। তিনি বহু ব্যক্তিকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রধান ছয় চক্রবর্ত্তীর নাম এই,—

শ্রীদাস-গোকুলানন্দৌ শ্যামদাসস্তথৈব চ। শ্রীব্যাসঃ শ্রীলগোবিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথা॥
ষট্ চক্রবর্ত্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থানুশীলকাঃ। নিস্তারিতাখিলজনাঃ কৃতবৈষ্ণবসেবনাঃ॥

এবং অষ্ট কবিরাজ যথা,—

শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ। ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণগোকুলৌ॥
কবিরাজ ইতি খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে। উন্নতভক্তিসদ্‌দ্রুমাস্বাদান বিচক্ষণাঃ॥

শ্রীনিবাস কেবল যে অপরকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার দুই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, শ্বশুরদ্বয়, শ্যালকদ্বয় প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনদিগকেও মন্ত্রদান করেন। খেতরীতে ছয় শ্রীবিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে এবং শ্রীখণ্ডে সরকার ঠাকুরের, কাঞ্চনগড়িয়ায় দ্বিজ হরিদাসের, কাটোয়ায় গদাধর দাসের তিরোভাব উপলক্ষে যে মহোৎসব হয়, তাহার সকলগুলিতেই শ্রীনিবাস প্রধান আচার্য্যের কার্য্য করেন। সে সময় বৈষ্ণব-সমাজে তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চ ছিল।

পদকর্ত্তৃগণের পরিচয়।

অনন্ত—শ্রীগৌর-পদতরঙ্গিণীতে 'অনন্ত', 'অনন্তদাস', 'অনন্ত আচার্য্য' ও 'অনন্ত রায়'—এই চতুর্ব্বিধ ভণিতাযুক্ত ১০টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে ১টী অনন্ত আচার্য্যের এবং ৩টী অনন্ত রায়ের, বাকী ৬টী 'অনন্ত' ও 'অনন্তদাস' ভণিতাযুক্ত।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদির ১২শ পরিচ্ছেদে অদ্বৈতাচার্য্যের শাখা-গণনায় অনন্ত আচার্য্য ও অনন্তদাসের উল্লেখ আছে। আবার গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্যের মধ্যেও অনন্ত আচার্য্যের নাম রহিয়াছে। যথা,—চৈতন্যচরিতামৃতের আদি, ৮ম পরিচ্ছেদে,—

"পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য অনন্ত আচার্য্য। কৃষ্ণ-প্রেমময় তনু উদার সর্ব্ব আর্য্য॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করে প্রকাশ। তাঁর প্রিয় শিষ্য ইহোঁ পণ্ডিত হরিদাস॥

কবিরাজ গোস্বামী এই অনন্ত আচার্য্য সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"তিহোঁ বড় কৃপা করি আজ্ঞা দিলা মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে॥"

এই দুই অনন্ত আচার্য্য এক ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ ইনি প্রথমে অদ্বৈতাচার্য্যের গণভুক্ত ছিলেন, পরে পণ্ডিত গোসাঞির শাখায় প্রবিষ্ট হন। এই অনন্ত আচার্য্য বৃন্দাবনে যাইয়া গোবিন্দের অধিকারী হন। তৎপরে তাঁহার শিষ্য পণ্ডিত হরিদাস বা দ্বিজ হরিদাস গোবিন্দের সেবাধিকারী হইয়াছিলেন। যথা—ভক্তিরত্নাকরের ১৩শ তরঙ্গে,—

"গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি শিষ্যবর্য্য। গোবিন্দের অধিকারী শ্রীঅনন্ত আচার্য্য॥
তাঁর শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত গোসাঞি। গোবিন্দাধিকারী—গুণ কহি অন্ত নাই॥"

রসিকমঙ্গল গ্রন্থে শ্যামানন্দপুরীর প্রশিষ্য ও রসিকানন্দের শিষ্য বলিয়া এক অনন্ত রায়ের নাম পাওয়া যায়। অপর কোন অনন্ত রায়ের উল্লেখ কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। কাজেই 'অনন্ত রায়' ভণিতাযুক্ত পদগুলি রসিকানন্দের শিষ্যের রচিত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইতেছে।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তারা ভণিতায় অনেক সময় আপনাদের নামের সহিত দীনতাব্যঞ্জক 'দাস' উপাধি ব্যবহার করেন। সুতরাং অদ্বৈতাচার্য্যের শাখা-গণনায় এক অনন্তদাসের নাম থাকিলেও 'অনন্তদাস' ভণিতাযুক্ত সমস্ত পদগুলি যে তাঁহারই রচিত, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। 'অনন্ত' ভণিতাযুক্ত পদ যে কোন অনন্তের হইতে পারে। অনন্ত ভণিতাযুক্ত কতকগুলি পদের ভাষা বেশ সরল এবং ভাব প্রাণস্পর্শী।

অনন্ত পণ্ডিত—মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর শান্তিপুর হইতে নীলাচল অভিমুখে গমন করিয়া, ক্রমে আটিসারা গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। যথা চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ২য় অধ্যায়ঃ—

"সেই আটিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান্। আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম॥
অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার। পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর॥
বৈকুণ্ঠের পতি আসি অতিথি হইলা। সন্তোষে ভিক্ষার সাজ করিতে লাগিলা॥
সর্ব্বরাত্রি কৃষ্ণ-কথা কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে। আছিলেন অনন্তপণ্ডিত-গৃহে রঙ্গে॥
শুভদৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি। প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥"

আত্মারাম—জগদ্বন্ধুবাবু একজনমাত্র আত্মারামের উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি নিত্যানন্দের ভক্ত, জাতিতে বৈদ্য, মহাপ্রভুর সমসাময়িক। ইহাঁর নিবাস শ্রীখণ্ড গ্রামে, স্ত্রীর নাম সৌদামিনী। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পদকল্পতরুর ভূমিকায় পদকর্ত্তৃগণের পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন যে, জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উক্তির কোন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। বিশেষতঃ শ্রীখণ্ডে কোনও আত্মারামের প্রাদুর্ভাব হইলেও তিনি যে পদকর্ত্তা ছিলেন, এবং গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত 'আত্মারাম' ভণিতাযুক্ত পদদ্বয় যে তাঁহার রচিত, তৎসম্পর্কে কোন প্রমাণ দেন নাই। তবে এই পদ দুটীই নিত্যানন্দ-বিষয়ক, কাজেই এই পদকর্ত্তা যে নিত্যানন্দ-ভক্ত ছিলেন, তাহাতে কোন ভুল নাই।

উদ্ধবদাস—বৈষ্ণব ভক্তদিগের মধ্যে দুই জন উদ্ধবদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১) গদাধর পণ্ডিত-শাখার মধ্যে এক উদ্ধবদাসের উল্লেখ আছে। ইনি বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করেন। ম্লেচ্ছদিগের ভয়ে শ্রীগোপালবিগ্রহকে মথুরায় লইয়া যাইয়া বিট্‌ঠলেশ্বরের মন্দিরে এক মাস রাখা হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী তখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, চলচ্ছক্তি একরূপ রহিত হইয়াছে। কিন্তু গোপাল দর্শন না করিয়া সুস্থির হইতে পারিলেন না। তাই নিজগণ সহ মথুরায় যাইয়া এক মাস ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ, ভট্ট রঘুনাথ, লোকনাথ, ভূগর্ভ, শ্রীজীব, যাদব আচার্য্য, গোবিন্দ গোসাঞি, উদ্ধবদাস প্রভৃতি মুখ্য ভক্তগণ গিয়াছিলেন। এক মাস পরে তাঁহারা গোপালকে লইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন।

শাখানির্ণয়ামৃতের ৩৫ শ্লোক যথা—"অতিদীনজনে পূর্ণ-প্রেমবিত্ত-প্রদায়কং। শ্রীমদুদ্ধবদাসাখ্যং বন্দেঽহং গুণশালিনম্॥"

এই উদ্ধবদাস পদ-রচনা করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় না।

(২) যে উদ্ধবদাসের পদাবলী পদকল্পতরু, গৌরপদতরঙ্গিণী প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থে আছে, তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। উদ্ধবদাসের "জয় রে জয় রে শ্রীনিবাস নরোত্তম" ইত্যাদি পদটীর শেষ কয়েক চরণে আছে—

"শ্রীঠাকুর মহাশয়, তাঁর যত শাখা হয়, মুখ্য কিছু করিয়ে প্রকাশ॥
রাজকৃষ্ণ আচার্য্য খ্যাতি, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, ভক্তিমূর্ত্তি গামিলা নিবাস।
রূপ রঘুরায় নাম, গোকুল শ্রীভগবান্, ভক্তিমান্ শ্রীউদ্ধবদাস॥
শ্রীল রাধাবল্লভ, চাঁদরায় প্রেমার্ণব, চৌধুরী শ্রীখেতরি নিবাস।
শ্রীরাধামোহন-পদ, যার ধন-সম্পদ, নাম গায় এ উদ্ধব দাস॥

শেষ চরণ "শ্রীরাধামোহন-পদ" ইত্যাদি ভিন্ন অপর চারিটী চরণে যাঁহাদের নাম আছে, তাঁহারা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শাখান্তর্গত মুখ্য ভক্ত। ইহাঁদের মধ্যে 'ভক্তিমান্ শ্রীউদ্ধবদাস'ও অবশ্য ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য হইবেন। কিন্তু কোন গ্রন্থেই ঠাকুর মহাশয়ের শাখা-বর্ণনায় উদ্ধবদাসের নাম নাই। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য উদ্ধবদাসের পরিচয় উপরে দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার নাম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। তৎপরে শেষ চরণ 'শ্রীরাধামোহন পদ যার ধনসম্পদ' উক্তিদ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, রাধামোহন ঠাকুর এই পদকর্ত্তা উদ্ধবদাসের শিক্ষাগুরু কিংবা দীক্ষাগুরু ছিলেন। কাজেই এই উদ্ধবদাস যে রাধামোহন ঠাকুরের এক সময়ের লোক ছিলেন, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসও ইহাঁদের সমসাময়িক ব্যক্তি।

বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে উদ্ধবদাসের অনেক পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু রাধামোহন তাঁহার পদামৃত-সমুদ্রে উদ্ধবদাস কিংবা বৈষ্ণবদাসের একটি পদও উদ্ধৃত করেন নাই কেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে।

স্বর্গীয় সতীশবাবুর মতে ইহার একমাত্র কারণ ইহাই অনুমিত হইতে পারে যে, পদামৃত-সমুদ্রের সঙ্কলন-কাল পর্য্যন্ত উদ্ধবদাস, কি বৈষ্ণবদাস বিশেষ কোন পদ রচনা করেন নাই। সতীশবাবু আরও বলেন, "পদামৃত-সমুদ্র-গ্রন্থে রাধামোহন ঠাকুরের যে সওয়া দুই শত পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, ঐ সকল পদের রচনা ও তাঁহার রচিত পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা-পূর্ণ সংস্কৃত-টীকা দর্শনে উক্ত গ্রন্থখানি তাঁহার প্রবীণ বয়সের কৃতিত্ব বলিয়াই বিবেচনা হয়। সেই সময় পর্য্যন্ত উদ্ধবদাস কোনও পদ রচনা না করিয়া থাকিলে, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের আদ্য ও মধ্যভাগে বর্ত্তমান রাধামোহন ঠাকুর অপেক্ষা, উদ্ধবদাস ও বৈষ্ণবদাসের পদরচনার কাল অন্যূন ২০।২৫ বৎসর পরবর্ত্তী বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।"

উদ্ধবদাস বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলীতে পদরচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি সুললিত। তাঁহার নানাবিষয়ক উৎকৃষ্ট পদাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার সুন্দর বর্ণনা-শক্তি ও কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

কানুদাস বা কানুরাম দাস—এই নামে বৈষ্ণব-গ্রন্থে চারি জন মহাত্মার নাম পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) **কানু ঠাকুর**—প্রভু নিত্যানন্দের এক শাখা সদাশিব কবিরাজ ; সদাশিবের পুত্র পুরুষোত্তম দাস এবং পুরুষোত্তম দাসের পুত্র কানু ঠাকুর বা কানুদাস। যথা চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১১শ পরিচ্ছেদে—

"শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়। শ্রীপুরুষোত্তমদাস তাঁহার তনয়॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর। যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃতপূর॥"

ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। যশোহর জেলার পশ্চিমাংশে বোধখানায় ইঁহার পাট। কানু ঠাকুরের বংশাবলীর ব্রাহ্মণাদি অনেক মন্ত্রশিষ্য আছেন।

(২) **কানু পণ্ডিত বা কানুদাস**—ইনি শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আত্মজ এবং জাহ্নবা ঠাকুরাণীর বিশেষ অনুগত ছিলেন। গদাধর দাসের অপ্রকটের এক বৎসর পরে তদীয় শিষ্য যদুনন্দনদাস যে মহামহোৎসব করিয়াছিলেন, তাহাতে অন্যান্য মহান্তদিগের সহিত কানু পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। খেতুরীর মহোৎসবের সময় তিনি শান্তিপুরে বাস করিতেছিলেন ; তথা হইতে নবদ্বীপে আসিয়া জাহ্নবা ঠাকুরাণীর সহিত খেতুরীতে গমন করেন। ইনিই শ্রীখণ্ডে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

(৩) **অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য কানু পণ্ডিত**—যথা চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১২শ পরিচ্ছেদে অদ্বৈতাচার্য্যের শাখা-বর্ণনায়—"অনন্তদাস, কানু পণ্ডিত, দাস নারায়ণ।"

(৪) **কানুদাস**—'রসিক-মঙ্গল' গ্রন্থ মতে 'কানুদাস' শ্যামানন্দ পুরীর প্রশিষ্য ও রসিকানন্দের শিষ্য। ইনি নীলাচলবাসী ও কবি ছিলেন।

স্বর্গীয় সতীশবাবু লিখিয়াছেন—"পদকল্পতরু কিংবা গৌরপদতরঙ্গিণীতে কানুদাসের যে সকল পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার কয়েকটী পদে বিশেষ ভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনা ও তাঁহার চরিত্র-বর্ণনা দেখিয়া, পদকর্ত্তা যে নিত্যানন্দ-ভক্ত ছিলেন, তাহা বেশ অনুমান করা যায়। পক্ষান্তরে তাঁহার কোন পদেই প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্যামানন্দ বা তাঁহার শিষ্য রসিকানন্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং আলোচ্য কানুদাস রসিক-মঙ্গলের বর্ণিত কানুদাস না হইয়া, নিত্যানন্দ প্রভুর শাখাভুক্ত সদাশিব কবিরাজের পৌত্র কানু ঠাকুর হওয়াই অধিক সম্ভব মনে হয়।"

আমরা সতীশবাবুর সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কারণ, গৌরপদতরঙ্গিণীতে কানু, কানুকবি, কানুদাস ও কানুরামদাস ভণিতাযুক্ত যে ১৪টী পদ আছে, সেইগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বেশ

বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার সকলগুলি এক জনের রচিত নহে। এই পদগুলির মধ্যে ৫টী নিত্যানন্দ-বিষয়ক। ইহার একটী পদে নিত্যানন্দকে 'কুলের দেবতা তুমি' এবং একটীতে 'শ্রীজাহ্নবাবল্লভ' বলা হইয়াছে। আর দুইটী পদে 'রামানন্দ-পদরজ', 'রামরায় দাও শ্রীচরণ', 'সদা ভক্তি রামের (রামরায়ের) চরণ' আছে। এই দুইটী পদ রামানন্দ রায়ের অনুগত কোন পদকর্ত্তার রচিত হইতে পারে।

কৃষ্ণকান্ত—উদ্ধবদাসের পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে যে, তাঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। ইনি অম্বষ্ঠকুল-সম্ভূত ও টেঞা-বৈদ্যপুর-নিবাসী ছিলেন। পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। বৈষ্ণব-সাহিত্যে যখন আর কোন কৃষ্ণকান্তের পরিচয় পাওয়া যায় না, তখন ইঁহাকেই পদকর্ত্তা কৃষ্ণকান্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে এই ভণিতার ২৯টী পদ আছে। এই পদগুলি উদ্ধবদাস ওরফে কৃষ্ণকান্তের হইলে, এগুলি তাঁহার প্রথম বয়সের রচনা বলিয়া মনে হয়। কারণ, তিনি 'উদ্ধবদাস' নাম গ্রহণের পরে 'কৃষ্ণকান্ত' ভণিতা দিয়া পদ রচনা করেন নাই, ইহাই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণদাস নামক বহু ভক্তের পরিচয় বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মাত্র ১৯ জনের বিবরণ নিম্নে দিতেছি :—

প্রথমতঃ মহাপ্রভুর শাখাগণনায়—

(১) "অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম।"—চৈঃ চঃ, আদি, ১০ম।
"অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর।"—চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য, ৭ম।

(২) "কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।"—চৈঃ চঃ, আদি, ১০ম।

(৩) "কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধকুলীন ব্রাহ্মণ।
যাঁরে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন॥" ঐ

দ্বিতীয়তঃ নিত্যানন্দ প্রভুর শাখাগণনায়—

(৪) "রাঢ়ে যাঁর জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিহোঁ পরমকিঙ্কর॥
কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব-প্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনা নাহি জানে আন॥"—চৈঃ চঃ, আদি, ১১শ।

"রাঢ়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দ পারিষদে যাঁহার বিলাস॥
প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্মরণে॥"—চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য, ৭ম।

(৫) "নারায়ণ কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ—চারি ভাই নিতাই-কিঙ্কর॥"—চৈঃ চঃ, আদি, ১১শ।
"নিত্যানন্দ প্রিয়—মনোহর নারায়ণ।
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ—এই চারি জন॥"—চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য, ৭ম।

(৬) "বিহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ-প্রাণ।
শ্রীনিত্যানন্দ-পদ বিনা নাহি জানে আন॥"—চৈঃ চঃ, আদি, ১১শ।
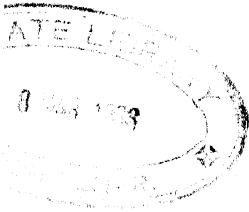
(৭) **কৃষ্ণদাস পণ্ডিত**—মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে নিত্যানন্দ প্রভু নীলাচল হইতে গৌড়দেশে যাইবার সময় যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে "কৃষ্ণদাস পণ্ডিত" ছিলেন।

"পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়। সর্ব্ব পারিষদ করিলেন প্রেমময়॥
কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরদাস দুই জন। গোপালভাবে হৈ হৈ করে সর্ব্বক্ষণ॥"

(৮) **সূর্য্যদাসের ভাই কৃষ্ণদাস** -

"সূর্য্যদাস সরখেল, তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাস॥"

ইঁহারা ছয় ভাই—দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহচৈতন্য। বাড়ী অম্বিকানগর। এই সূর্য্যদাস নিত্যানন্দের শ্বশুর এবং বসুধা জাহ্নবার পিতা। নিত্যানন্দের বিবাহাধিবাসে কৃষ্ণদাস বড়গাছি হইতে শালিগ্রামে যান। যথা ভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গে—

"নানা দ্রব্য লৈয়া বিপ্রগণের সহিতে।
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত আইলা বাটী হইতে॥"

নবদ্বীপের অল্প দূরে শালিগ্রামে সূর্য্যদাস বাস করিতেন।

(৯) **কৃষ্ণদাস হোড়**—পানিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞাক্রমে রঘুনাথ দাস যে চিড়া-মহোৎসব দিয়াছিলেন, তাহাতে নিত্যানন্দের গণের মধ্যে 'কৃষ্ণদাস হোড়'ও ছিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে—

"পিণ্ডার উপর যত প্রভুর নিজগণ। বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী-বন্ধন॥
রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস গদাধর। মুরারি, কমলাকর, সদাশিব পুরন্দর॥
ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস। মহেশ, গৌরীদাস, হোড় কৃষ্ণদাস॥
উদ্ধারণ আদি যত আর নিজজন। উপরে বসিলা সব কে করু গণন॥"

কৃষ্ণদাস বড়গাছি-নিবাসী হরি হোড়ের পুত্র। ইঁহার পুত্র নবনী হোড়। তাঁহার বংশাবলী এক্ষণে রুকুনপুরে বাস করিতেছেন।

(১০) **কৃষ্ণদাস কবিরাজ**—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা। ইঁহার বিস্তৃত জীবনী পরে প্রদত্ত হইল।

তৃতীয়তঃ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর শাখাগণনায়—

(১১) **কৃষ্ণ মিশ্র**—"কৃষ্ণ মিশ্র নাম আর আচার্য্যতনয়।"—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১২শ।

(১২) **ব্রহ্মচারী কৃষ্ণদাস**—শাখানির্ণয় গ্রন্থের ৪১ শ্লোক যথা—"কৃষ্ণদাসব্রহ্মচারী কৃষ্ণপ্রেম-প্রকাশকম্। বন্দে তমুজ্জ্বলধিয়ং বৃন্দাবননিবাসিনম্॥" ইনি শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করিতেন।

(১৩) **লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস**—ইনি শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়িয়ার রাজা দিব্যসিংহ। অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা ইঁহার প্রধান কার্য্যকারক ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে রাজা শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও শান্তিপুরে বাস করেন। 'কৃষ্ণদাস' তাঁহার গুরুদত্ত নাম।

চতুর্থতঃ অন্যান্য ভক্ত ও প্রেমিক কৃষ্ণদাসগণ—

(১৪) **প্রেমী কৃষ্ণদাস**—ইনি গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর প্রশিষ্য ও ভূগর্ভ গোসাঞির মন্ত্র-শিষ্য। মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন এই 'কৃষ্ণদাস' সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৮শ পরিচ্ছেদে—

"কৃষ্ণদাস কহে মুঞি গৃহস্থ পামর। রাজপুত জাতি মুঞি—'পারে' মোর ঘর ॥"

(১৫) **দুঃখী কৃষ্ণদাস**—ইঁহার গুরুদত্ত নাম 'শ্যামানন্দ পুরী'। ইঁহার বিস্তৃত জীবনী পরে প্রদত্ত হইল।

(১৬) **বাণী কৃষ্ণদাস**—ম্লেচ্ছভয়ে শ্রীগোপাল বিগ্রহকে বৃন্দাবন হইতে আনিয়া মথুরানগরে বিট্ঠলেশ্বরের মন্দিরে মাসাবধি রাখা হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীগোপাল-দেবকে দর্শন করিবার জন্য মথুরায় যাইয়া বাস করেন, এবং এক মাস পরে গোপাল সহ বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। বৃন্দাবনের প্রধান প্রধান বৈষ্ণব মহান্তেরা তাঁহার সঙ্গে মথুরায় গমন করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে এই 'বাণী কৃষ্ণদাস' ছিলেন। ইনি শ্রীরূপের বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন।

(১৭) **'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা কৃষ্ণদাস**—ইনি কায়স্থকুলজাত।

(১৮) **গায়ক কৃষ্ণদাস**—খেতুরীর মহামহোৎসবের সময় জাহ্নবা ঠাকুরাণী, অচ্যুতানন্দ, গোপাল, কানু পণ্ডিত, শ্রীপতি, শ্রীনিধি প্রভৃতি সহ নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমে "আইলা আকাইহাটে কৃষ্ণদাসঘরে"। সেখান হইতে কৃষ্ণদাসকে লইয়া তাঁহারা কাটোয়া বা কণ্টকনগরে আসিলেন। তাঁহাদিগের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া গদাধর দাসের শিষ্য যদুনন্দন "আগুসরি গিয়া সবে আনিলেন ঘরে।" শ্রীখণ্ড হইতে রঘুনন্দন গণ সহ আসিয়া সেখানে মিলিত হইলেন। তথা হইতে সকলে খেতুরীতে গমন করিলেন। সেখানে ঠাকুর মহাশয় ও তাঁহার ভ্রাতা সন্তোষ রায় জাহ্নবা ঠাকুরাণী, অচ্যুতানন্দ, হৃদয়চৈতন্য, শ্রীপতি, শ্রীনিধি, শ্যামানন্দ প্রভৃতি প্রধান প্রধান মহান্তাদির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাসা ও পরিচর্য্যা করিবার উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। "আকাইহাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়। হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লবীকান্ত তায় ॥" আকাইহাটের কৃষ্ণদাস সুগায়ক ছিলেন।

(১৯) **সুবর্ণ-বেত্রধারী কৃষ্ণদাস**—ইনি নীলাচলবাসী ও জগন্নাথ-মন্দিরের একজন কার্য্যকারক।

উপরে যে ১৯ জন কৃষ্ণদাসের পরিচয় দেওয়া হইল, ইহার মধ্যে (৩) ও (৪) সংখ্যক 'কৃষ্ণদাস' এক ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। (৩) সংখ্যক কৃষ্ণদাসের পরিচয়ে আছে, "যাঁরে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন", ইঁহার নাম কালা কৃষ্ণদাস। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া সার্ব্বভৌম প্রভৃতি নিজজন-দিগের সহিত মিলিত হইলেন। তখন কালা কৃষ্ণদাসকে নিকটে ডাকাইয়া—

> প্রভু কহে—"ভট্টাচার্য্য শুনহ ইহার চরিত। দক্ষিণ গিয়াছিল ইহোঁ আমার সহিত ॥
> ভাটমারী হৈতে গেল আমারে ছাড়িয়া। ভট্টমারী হৈতে ইহায় আনিনু উদ্ধারিয়া ॥"

আবার নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত (৪) সংখ্যক কৃষ্ণদাসের নামও "কালা কৃষ্ণদাস"। দুই জন কালা কৃষ্ণদাসের উল্লেখ কোন গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং (৩) ও (৪) সংখ্যক কৃষ্ণদাস এক ব্যক্তি বলিয়াই বিবেচিত হয়।

মহাপ্রভুর দক্ষিণ অঞ্চল হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহার অনুমতি লইয়া কালা কৃষ্ণদাসকে গৌড়দেশে পাঠান হয়। তার পর তিনি কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রায় প্রতি বৎসর গৌড়ের ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে যাইতেন। এইরূপে—(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৬শ পরিচ্ছেদে)—

> "তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
> নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন ॥"

সেবার তাঁহারা অনেকেই সপরিবারে আসিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে—

"রাঢ়ী এক বিপ্র তিহোঁ নিত্যানন্দ-দাস।
মহাভাগ্যবান্ তিহোঁ নাম কৃষ্ণদাস॥"

নীলাচলে আসেন। সেই সময়ে নীলাচলে মহা আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। রথযাত্রা উপলক্ষে মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণকে লইয়া গুণ্ডিচা-মন্দির প্রক্ষালন করিলেন। তার পর—

"বহু নৃত্য করি পুনঃ চলিলা উদ্যানে।
বাপী-তীরে তাঁহা যাই করিলা বিশ্রামে॥"

তৎপরে সেই নিত্যানন্দ-দাস মহাভাগ্যবান্ কৃষ্ণদাস—

"ঘট ভরি মহাপ্রভুর অভিষেক কৈল।
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহাতৃপ্ত হৈল॥"

এই কৃষ্ণদাস কে? আমরা দেখিতেছি, ইনি 'রাঢ়বাসী বিপ্র' ও 'নিত্যানন্দ-দাস' এবং 'মহাভাগ্যবান্'। আবার নিত্যানন্দ-শাখা নির্ণয়ে (৪) সংখ্যক কৃষ্ণদাসও 'রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণ' এবং ইঁহার নাম 'কালা কৃষ্ণদাস।' তাহা হইলে এই মহাভাগ্যবান্ কৃষ্ণদাস—যিনি মহাপ্রভুকে অভিষেক করিলেন, আর কালা কৃষ্ণদাস—যিনি মহাপ্রভুর সহিত দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন—ইঁহারা একই ব্যক্তি, এরূপ অনুমান করা বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না।

উল্লিখিত ১৯ জন কৃষ্ণদাসের মধ্যে (৩) ও (৪) সংখ্যক কৃষ্ণদাসকে এক জন ধরিয়া লইলে এবং 'বিহারী কৃষ্ণদাস', 'রাজপুত কৃষ্ণদাস,' 'বাণী কৃষ্ণদাস' ও 'সুবর্ণবেত্রধারী কৃষ্ণদাস' এই চারি জনকে বাদ দিলে আমরা ১৪ জন বাঙ্গালী কৃষ্ণদাসের পরিচয় পাইতেছি। কিন্তু ইঁহাদিগের মধ্যে পদকর্ত্তা কে কে এবং 'কৃষ্ণদাস' ভণিতাযুক্ত পদগুলির মধ্যে কোন্‌টী কাহার রচিত, তাহা বাছিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য বলিয়াই বিবেচিত হয়; তবে কতকগুলি পদের রচয়িতার খোঁজ আমরা সহজেই পাইতেছি।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'কৃষ্ণদাস' ভণিতার ১৪টী, 'দীন কৃষ্ণদাস' ভণিতার ৮টী, 'দীনহীন কৃষ্ণদাস' ভণিতার ২টী, 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' ভণিতার ২টী, এবং 'দীন দুঃখী কৃষ্ণদাস' ভণিতার ১টী—মোট ২৭টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫টী পদ চৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত। এই ৫টী পদ যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ-রচিত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

স্বর্গীয় জগদ্বন্ধুবাবু গৌরপদতরঙ্গিণীর প্রথম সংস্করণে লিখিয়াছিলেন যে, সূর্য্যদাস ও গৌরীদাসের ভ্রাতা "কৃষ্ণদাস পদরচনা সময়ে 'দীন কৃষ্ণদাস' বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন এবং ইঁহার রচিত পদসকল জ্যেষ্ঠ গৌরীদাসের মহিমাসূচক।" কিন্তু আমরা দেখিতেছি, "দীন কৃষ্ণদাস" ভণিতার ৮টী ও "দীনহীন কৃষ্ণদাস" ভণিতার ২টী—এই ১০টী পদের মধ্যে সবে ৩টী পদ গৌরীদাসবিষয়ক; বাকি ৭টীর মধ্যে একটী চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত, সুতরাং কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত। অপর ৬টীর রচয়িতা যে কে বা কাহারা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন। আবার সুধু "কৃষ্ণদাস" ভণিতার ১টী মাত্র পদ গৌরীদাস সম্বন্ধে।

জগদ্বন্ধুবাবু আরও বলিয়াছেন যে, "দুঃখী কৃষ্ণদাস" ভণিতাযুক্ত পদগুলি শ্যামানন্দ পুরী-রচিত। এই সম্পর্কে স্বর্গীয় সতীশবাবু লিখিয়াছেন—"কয়েকটী পদের ভণিতায় 'কৃষ্ণদাস' নামের পূর্ব্বে 'দুঃখী' বিশেষণটি সংযুক্ত দেখিয়া কেহ কেহ এই পদগুলিকে নিঃসন্দেহে 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' ওরফে শ্যামানন্দ-রচিত বলিয়া স্থির করিতে চাহেন, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমতঃ বৈষ্ণব কবিগণ ভণি-তায় নিজ নিজ নামের সহিত অনেক স্থলেই যে দীনত্বব্যঞ্জক অনেক বিশেষণ ব্যবহার করেন, তাহার শত শত

দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। আমাদিগের বোধ হয়, দুঃখী শব্দটীও ঐরূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনে দীক্ষান্তে দুঃখী কৃষ্ণদাস 'শ্যামানন্দ' নামে বৈষ্ণব-জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দের ভণিতাযুক্ত কয়েকটী পদও পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা একাধিক শ্যামানন্দের বিষয় অবগত নহি। এক ব্যক্তির দুই নামে পদরচনা করাও সম্ভব বোধ হয় না।"

সতীশবাবুর অন্যান্য মন্তব্যের সহিত একমত হইলেও, আমরা তাঁহার "এক ব্যক্তির দুই নামে পদ রচনা করাও সম্ভব বোধ হয় না," এই শেষোক্ত উক্তিটী মানিয়া লইতে পারিতেছি না। কারণ, পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে দুই নামে পদ রচনা করিয়াছেন, ইহার একাধিক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। বিদ্যাপতিই এই বিষয়ে বৈষ্ণব পদকর্ত্তৃগণের পথপ্রদর্শক। তাহার পর কবি কর্ণপূর ও পরমানন্দ সেন, ঘনশ্যাম ও নরহরি, কৃষ্ণকান্ত ও উদ্ধবদাস প্রভৃতি কয়েক জন যে দুই নামেই পদ রচনা করিয়াছেন, তাহা সতীশবাবুকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—ভক্ত-দিগ্‌দর্শনীর তালিকা অনুসারে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৪১৮ শকে জন্মগ্রহণ এবং ১৫০৪ শকের চান্দ্র আশ্বিন শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে গোলোকগত হন। ইনি অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত; ইঁহার পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা, এবং নিবাস কণ্টকনগর বা কাটোয়ার দুই ক্রোশ উত্তরে নৈহাটিগ্রামের সন্নিকট ঝামটপুর গ্রামে ছিল। কৃষ্ণদাস দারপরিগ্রহ করেন নাই। ইঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহারা শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার বৃন্দাবনে যাইবার সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের আদির ৫ম পরিচ্ছেদে একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনাটী এই :—

নিত্যানন্দের প্রিয় ভক্ত মীনকেতন রামদাস একদা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিমন্ত্রণ পাইয়া, তাঁহার বাটীতে আগমন করেন এবং কীর্ত্তনে যোগ দেন। সেখানে কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামদাসের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হয়। এই সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন,—

"চৈতন্যপ্রভুতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস। নিত্যানন্দ প্রতি তাঁর বিশ্বাস আভাস॥
ইহা জানি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে। তবে ত ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে॥"
"ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস। তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ॥"

সেই রাত্রিতে নিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণদাস কবিরাজকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। যথা—

"নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম। তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম॥
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে। নিজ পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে॥
'উঠ উঠ' বলি মোরে বলে বার বার। উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার॥"
"আনন্দে বিহ্বল আমি, কিছু নাহি জানি। তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী॥
'আরে আরে কৃষ্ণদাস না কর ত ভয়। বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়॥'
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসান দিয়া। অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লৈঞা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে। স্বপ্ন ভঙ্গ হৈল—দেখি হঞাছে প্রভাতে॥
কি দেখিনু, কি শুনিনু—করিয়ে বিচার। প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার॥
সেই ক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন। প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥"

কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে যাইয়া রূপ সনাতন, দাস ও ভট্ট রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট, লোকনাথ প্রভৃতির নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে মহাপণ্ডিত হইলেন। তৎপরে গ্রন্থ-রচনা করিতে

সুরু করিলেন। প্রথমে 'গোবিন্দ-লীলামৃত' নামক সংস্কৃত কাব্য-গ্রন্থ ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা' রচনা করেন, এবং শেষ বয়সে গোস্বামীদিগের অনুমতিক্রমে "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৫০৩ শকে এই গ্রন্থরচনা শেষ হয়। এতদ্ভিন্ন 'চৌষট্টি দণ্ড নির্ণয়', 'প্রেমরত্নাবলী', 'বৈষ্ণবাষ্টক', 'রাগমালা' ও 'রাগময়-করণ' প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলা হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' কেন রচনা করিলেন, তৎসম্বন্ধে এই গ্রন্থেই একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা অনন্ত অপার। ঠাকুর বৃন্দাবন দাস তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করিতে করিতে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। এই সময় নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। কাজেই মহাপ্রভুর শেষ-লীলা আর বর্ণনা করা হইল না। অথচ এই শেষ-লীলা জানিবার জন্য বৈষ্ণবমাত্রেই উৎকণ্ঠিত হইলেন। তখন গদাধর পণ্ডিতের প্রশিষ্য ও অনন্ত আচার্য্যের প্রিয় শিষ্য পণ্ডিত হরিদাস, অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী এবং বৃন্দাবনবাসী প্রধান প্রধান মহান্তগণ মহাপ্রভুর শেষ-লীলা লিখিবার জন্য কবিরাজ গোস্বামীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—

"মোরে আজ্ঞা কৈলা সবে করুণা করিয়া। তা'সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে। মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাঙ্গিবারে॥
দরশন করি কৈনু চরণ বন্দন। গোসাঞিদাস পূজারী করে চরণ সেবন॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাঙ্গিল। প্রভু-কণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥
সকল বৈষ্ণব মেলি হরিধ্বনি কৈল। গোসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল॥
আজ্ঞামালা পাঞা মোর হইল আনন্দ। তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥"

এইরূপে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লেখা সুরু হইল; এবং কবিরাজ গোস্বামীকে উপলক্ষ করিয়া এই অমৃতপূর্ণ প্রভুর লীলা-কথা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমভাবে লিখিত হইল। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন,—"যে পর্য্যন্ত জগতে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম থাকিবে, যে পর্য্যন্ত জগতে এই চৈতন্যচরিতামৃত মহাগ্রন্থ থাকিবে, যে পর্য্যন্ত জগতে ভক্ত ও পণ্ডিতের আদর থাকিবে, সে পর্য্যন্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ জগতে অমর হইয়া থাকিবেন।"

বস্তুতঃ চৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইলেও কবিরাজ গোস্বামী ইহাতে এক দিকে যেরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, এবং অপর দিকে ততোঽধিক যে প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাস উঠাইয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৬০ খানি বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে নানাবিধ অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি এবং আপনার পাণ্ডিত্যের প্রমাণ করিয়াছেন। সতীশবাবু বলেন যে, ভক্তিশাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য যে সকল মহাত্মা বৈষ্ণব-জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। এ বিষয়ে তাঁহাকে রূপ সনাতন, জীব ও রামানন্দ রায়ের সমকক্ষ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার "চৈতন্যচরিতামৃত" বঙ্গীয় বৈষ্ণব-জগতে 'দ্বিতীয় ভাগবত'রূপে পূজিত হইতেছে। বস্তুতঃ তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও ভগবদ্ভক্তির গুণে তাঁহার এই গ্রন্থ মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম ও তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন ও ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়া আছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের অপ্রকট সম্বন্ধে একটী কারুণ্য রসপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃত (১৫০৩ শকে) যখন সমাপ্ত হইল, তখন তিনি বৃদ্ধ জরাতুর, তাঁহার চলচ্ছক্তি একরূপ রহিত। রাধাকুণ্ডে থাকিয়া ভজন সাধন ও তাঁহার শিক্ষাগুরু দাস গোস্বামীর সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া মহানন্দে কালযাপন করিতেছিলেন।

ইহার এক বৎসর পরে (অর্থাৎ ১৫০৪ শকে) শ্রীজীব প্রভৃতির উদ্যোগে ছয় গোস্বামী মহোদয়-দিগের রচিত বহুসংখ্যক বৈষ্ণব গ্রন্থাদি ও কবিরাজ গোস্বামীর "চৈতন্যচরিতামৃত" প্রভৃতি লইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দপুরী সহ গৌড়াভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বনবিষ্ণুপুরের সন্নিকট কোন স্থানে এক রাত্রি যাপন করেন। পর দিবস প্রাতে উঠিয়া দেখিলেন, গ্রন্থাদি সমস্তই অপহৃত হইয়াছে। তাঁহারা নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন খোঁজ পাইলেন না। তখন গ্রামবাসীর নিকট কাগজ কালি কলম সংগ্রহ করিয়া, বৃন্দাবনে গোস্বামী প্রভুদিগের নিকট এই গ্রন্থচুরির সংবাদ লিখিয়া, গাড়োয়ান ও লোকদিগের সহিত পাঠাইয়া দিলেন।

তাঁহারা বৃন্দাবনে পৌছিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর হস্তে পত্র প্রদান করিলেন ও মৌখিক সমস্ত কথা বলিলেন। তৎপরে যথা প্রেমবিলাস,—

"শ্রীজীব পড়িল, পত্রের কারণ বুঝিল। লোকনাথ গোসাঞি স্থানে সকল কহিল॥
রঘুনাথ—কবিরাজ শুনি দুই জনে। কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে লোটাইয়া ভূমে॥
কবিরাজ কহে—"প্রভু, না বুঝি কারণ। কি করিনু, কি বা হৈল, ভাবি মনে মন॥"

পতি-পুত্রের বিরহজনিত শোক বর্ণনাতীত। এই শোকে অভিভূত হইয়া কেহ আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত হইয়া থাকেন। কিন্তু গ্রন্থের বিরহে যে কেহ আত্মঘাতী হইতে পারেন, ইহা কল্পনার অতীত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সত্য সত্য তাহাই ঘটিয়াছিল।

কবিরাজ কৃষ্ণদাস আকুমার ব্রহ্মচারী। তাঁহার অপত্যস্নেহের পাত্র কেহই ছিলেন না; সমস্ত ভালবাসা ও পুত্রস্নেহ তাঁহার গ্রন্থাদির উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল। তার পর জীবের মঙ্গলের জন্য বড় আশা করিয়া গ্রন্থগুলি কত যত্নের সহিত পাঠান হইয়াছিল; কত সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—কত সুন্দর চিত্র চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতেছিল,—এমন সময় এই সর্ব্বনাশের সংবাদ আসিল। বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত কৃষ্ণদাস আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না,—কান্দিয়া আকুল হইলেন; তাঁহার আহার নিদ্রা,—এমন কি, ভজন সাধন পর্য্যন্ত সবই গেল; তিনি রাধাকুণ্ডের তীরে বসিয়া দিবানিশি এই ভাবে হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন—

"বিরহবেদনা কত সহিব পরাণে। মনের যতেক দুঃখ কেবা তাহা জানে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়। তোমা বিনা আর কেবা আমার আছয়॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ করুণাহৃদয়। কৃষ্ণদাস প্রতি সবে হইও সদয়॥
প্রভু রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। কোথা গেলে, প্রভু মোরে কর আত্মসাৎ॥
লোকনাথ গোপাল ভট্ট শ্রীজীব গোসাঞি। তোমরা করহ দয়া, মোর কেহ নাই॥"

তার পর রঘুনাথদাসের দিকে সজল নয়নে চাহিয়া বলিলেন—

"শ্রীদাস গোসাঞি দেহ নিজপদ দান। জীবনে মরণে প্রাপ্তি যার করি ধ্যান॥"

শোকের বেগ ক্রমে এত বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না; রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। রঘুনাথ নিকটেই ছিলেন; তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং সকলে ধরাধরি করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজকে অচেতন অবস্থায় উপরে উঠাইলেন। তখন তাঁহার একমাত্র প্রিয় সঙ্গী কৃষ্ণদাসের অন্তিম কাল উপস্থিত দেখিয়া—

বুকে হাত দিয়া কান্দে রঘুনাথ দাস। 'মরমে রহল শেল, না পূরল আশ॥
তুমি গেলে, আর কোথা কে আছে আমার।' ফুকরি ফুকরি কান্দে হস্তে ধরি তার॥
'তুমি ছাড়ি যাও মোরে অনাথ করিয়া। কেমনে বঞ্চিব কাল এ দুঃখ সহিয়া॥'

কৃষ্ণদাসের তখন সামান্য চৈতন্য হইয়াছে ; কিন্তু সে কেবল নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য। তিনি তখন কি করিলেন, শুনুন,—

"নিজ নেত্র কৃষ্ণদাস রঘুনাথের মুখে। চরণ ধরিল আনি আপনার বুকে॥"

কিন্তু কথা বলিবার অবস্থা নাই ; স্বর বদ্ধ হইয়া গিয়াছে ; কাজেই—

"যেই গণে স্থিতি, তাহা করিতে ভাবন। মুদিত নয়নে প্রাণ হৈল নিষ্ক্রামণ॥"

তখন—"রঘুনাথদাস কান্দে বুকে দিয়া হাত। ছাড়ি গেল, রাখি মোরে করিয়া অনাথ॥"

দুঃখী কৃষ্ণদাস ওরফে শ্যামানন্দ পুরী—উৎকলদেশে দণ্ডকেশ্বরের অন্তর্গত ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে সদ্গোপকুলে দুঃখী কৃষ্ণদাস ১৪৫৭ শকাব্দের চৈত্র-পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম দুরিকা। শ্যামানন্দ মাতাপিতার মৃতাবশিষ্ট পুত্র বলিয়া তাঁহার নাম 'দুঃখী' রাখা হয়। তিনি অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। এই সময় কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া তিনি তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হন। প্রথমেই অম্বিকানগরে আসিয়া গৌরীদাস পণ্ডিত-স্থাপিত গৌরনিতাই যুগলবিগ্রহ দর্শনে প্রেমে অভিভূত হন এবং বিংশতি বৎসর বয়সে হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেখানে কিছু দিন থাকিবার পর গুরুদেবের অনুমতি লইয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং পরিশেষে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হন। এখানে শ্রীজীব গোস্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সহিত ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং অল্পকাল মধ্যে মহাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হন। ক্রমে সাধনরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন।

'শ্যামানন্দ-প্রকাশ' গ্রন্থে দেখা যায় যে, দুঃখী কৃষ্ণদাস একদিন রাসমণ্ডল পরিষ্কার করিতে করিতে শ্রীরাধিকার একগাছি নূপুর প্রাপ্ত হন। শ্রীমতী তাঁহার ললিতা সখীদ্বারা দুঃখী কৃষ্ণদাসের নিকট হইতে নূপুরগাছটি আনাইয়া পুনরায় গ্রহণ করেন। ললিতা নূপুর লইয়া যাইবার সময় উহা দুঃখী কৃষ্ণদাসের ললাটে স্পর্শ করান। ঐ নূপুর-চিহ্ন চিরকাল তিলকরূপে কৃষ্ণদাসের ললাটে বিরাজ করিয়াছিল। শ্রীজীব এই বৃত্তান্ত শুনিয়া চমৎকৃত হন এবং দুঃখী কৃষ্ণদাসের নাম "শ্যামানন্দ পুরী" রাখেন।

শ্রীজীবের আজ্ঞানুসারে শ্যামানন্দ ১৫০৪ শকে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সঙ্গে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথা হইতে উৎকলে যাইয়া নৃসিংহপুরে অবস্থান করেন, এবং ক্রমে তৎপ্রদেশস্থ ব্যক্তিদিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া শেষজীবন ভজনানন্দে অতিবাহিত করেন।

শ্যামানন্দের অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে রসিকানন্দ ও মুরারিই প্রধান ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'অদ্বৈততত্ত্ব', 'উপাসনা-সারসংগ্রহ' ও 'বৃন্দাবন-পরিক্রম'। শ্যামানন্দ শ্রীবল্লভপুরে শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ স্থাপন করেন।

গতিগোবিন্দ বা গোবিন্দ-গতি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র। ইঁহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন ; জ্যেষ্ঠ বৃন্দাবনবল্লভ ও মধ্যম রাধাকৃষ্ণ। শেষোক্ত ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীনিবাসের প্রথমা পত্নী শ্রীদ্রৌপদী ওরফে ঈশ্বরীর এবং কনিষ্ঠ গতিগোবিন্দ দ্বিতীয়া ভার্য্যা শ্রীপদ্মাবতী ওরফে গৌরাঙ্গপ্রিয়ার গর্ভজাত। এই 'গৌরাঙ্গপ্রিয়া' নাম বীরচন্দ্র প্রভু রাখিয়াছিলেন ; এবং তাঁহারই বরে বা শক্তিতে গতিগোবিন্দের জন্ম হয়। যথা প্রেমবিলাসে,—

হাসিঞা গোসাঞি কহে—"শুনহ আচার্য্য। পুত্র জন্মিবে—শাখায় ব্যাপিবে সব রাজ্য॥
আজি হৈতে 'গৌরাঙ্গপ্রিয়া' ইহার নাম হয়। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গর্ভে হইবে তনয়॥
চর্ব্বিত তাম্বুল তাঁরে দিলেন হস্ত ধরি। সেই দ্বারে আপনার শক্তি যে সঞ্চারি॥"

গ্রন্থে দেখিতে পাই, এই প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গের চর্ব্বিত তাম্বুল ভক্ষণ করিয়া শ্রীনারায়ণীর গর্ভে ঠাকুর বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেন।

গতিগোবিন্দের বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ হইলে তাঁহাকে দীক্ষা দিবার জন্য আচার্য্য প্রভু বীরচন্দ্র গোস্বামীকে যাজিগ্রামে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান; বীরচন্দ্রও সময় মত আসিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনিই গতিগোবিন্দকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে গতিগোবিন্দ প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু প্রেমবিলাসে আছে যে, বীরচন্দ্র নিজে দীক্ষা না দিয়া শ্রীনিবাসকে বলিলেন,—"তুমি মন্ত্র দেহ তাথে আমার আনন্দ।" কাজেই আচার্য্য প্রভু তাঁহার অন্যান্য সন্তান-সন্ততির ন্যায় গতিগোবিন্দকেও মন্ত্র দিলেন এবং নানা শাস্ত্রাদি অধ্যাপন করাইলেন। যথা প্রেমবিলাসে,—

"বীরচন্দ্রকৃপা—আচার্য্যের মন্ত্র বলবান্। দিনে দিনে হৈলা তেহোঁ মহা তেজীয়ান্॥
আচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁরে করিলা পণ্ডিত। তাঁর শাখা সন্তান হৈল জগতে বেষ্টিত॥"

'কর্ণানন্দ' গ্রন্থে আছে,—

"শ্রীগোবিন্দগতি নাম কনিষ্ঠ তনয়। তাঁরে কৃপা কৈলা প্রভু সদয়হৃদয়॥
শ্রীগোবিন্দগতি প্রভু শ্রীগুরুপ্রণালী। লিখিলেন নিজ শ্লোকে হৈয়া কুতুহলী॥"

সেই শ্লোকটী এই—

"শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপো গোপালভট্টপ্রভুঃ
শ্রীমাংস্তস্য পদাম্বুজস্য মধুলিট্ শ্রীশ্রীনিবাসাহ্বয়ঃ।
আচার্য্যপ্রভুসংজ্ঞকোঽখিলজনৈঃ সর্ব্বৈর্নীবৃৎসুখঃ
খ্যাতস্তৎপদাদৃক্যাশ্রয়মহো গোবিন্দগত্যাখ্যকঃ॥"

শ্রীগতিগোবিন্দ প্রভুর শাখা উপশাখায় "জগৎ বেষ্টিত" হইলেও তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য যদুনন্দন দাস তাঁহার "কর্ণানন্দ" গ্রন্থে নিম্নলিখিত কয়েক জনের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। যথা—জগদানন্দ ঠাকুর, তুলসীরামদাসের পুত্র ঘনশ্যাম, কন্দর্প রায় চট্টরাজ, ব্যাসাচার্য্যের কন্যা কনকপ্রিয়া, জানকী বিশ্বাস ও তাঁহার পুত্র হাড়গোবিন্দ, প্রসাদ বিশ্বাসের পুত্র বৃন্দাবনদাস, ব্রজমোহন চট্টরাজ, পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী, সোনারুন্দি গ্রামবাসী জয়রাম দাস, রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য ঠাকুর, কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মদন চক্রবর্ত্তী, বল্লবীকান্ত চক্রবর্ত্তী, ঘনশ্যাম কবিরাজ ইত্যাদি। ইহাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম দুই তিনটির বেশী নাই। গতিগোবিন্দ তাঁহার তিন পুত্রকেও নিজে দীক্ষা দিয়াছিলেন। যথা—

"শ্রীগতি প্রভুর শিষ্য প্রধান তনয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর গম্ভীরহৃদয়॥
শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর। তিন পুত্র শিষ্য তাঁর—তিন ভক্তশূর॥"

গতিগোবিন্দের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ এবং কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্রেরা পৈতৃক নিবাস যাজিগ্রামে বাস করিতেন। কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র জগদানন্দ মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত টেঞার এক ক্রোশ পশ্চিমে (বর্ত্তমান ই. আই. আর. সালার ষ্টেসনের সন্নিকট) মালিহাটি গ্রামে যাইয়া বাস করেন, এবং এখানেই তাঁহার পুত্র রাধামোহনের জন্ম হয়। কেহ কেহ বলেন, রাধামোহনই মালিহাটিতে যাইয়া প্রথম বাস করেন।

শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় তাঁহার "বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বিষ্ণুপুর অবস্থিতিকালে রাজা বীরহাম্বীরের অনুরোধে শ্রীআচার্য্য প্রভু পশ্চিম-গোপালপুরনিবাসী রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর কন্যা পদ্মাবতী (পরে গৌরাঙ্গপ্রিয়া) দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর (১৫০৮শক)।"

প্রথমা স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে এবং এত অধিক বয়সে, শ্রীনিবাসাচার্য্য আবার বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা শুনিলেই অবিশ্বাসের উদয় হয়, এবং মুরারিবাবুও তাঁহার এই উক্তির পোষকতায় কোন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। কিন্তু "অনুরাগবল্লী' গ্রন্থে আছে,—

"তবে ঠাকুরপুত্র সব অপ্রকট হৈলা। পুন বংশরক্ষা লাগি উপরোধ কৈলা ॥
সকল মহান্ত মেলি পুন বিবাহ দিলা। তবে পুত্র শ্রীগোবিন্দগতি ঠাকুর জন্মিলা ॥
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞির বরে জন্ম হৈলা। তাহা হৈতে সবে মেলি আনন্দ পাইলা ॥"

শ্রীনিবাস প্রভুর প্রথম পক্ষের পুত্রদ্বয়ের অপ্রকটের কথা আর কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আচার্য্য প্রভুর উক্ত পুত্রদ্বয়ের দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁহারা কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তৎসম্বন্ধে অপর সমস্ত গ্রন্থকর্ত্তাই নীরব। এমন কি, গতিগোবিন্দের ভগিনী শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য যদুনন্দন পর্য্যন্তও তাঁহার 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় সম্বন্ধে কোন কথাই পরিষ্কারভাবে লেখেন নাই। তিনি কেবল গতিগোবিন্দেরই গুণগ্রাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। মুরারিলাল বাবুও তাঁহার "বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী"তে লিখিয়াছেন, "আচার্য্য প্রভুর পুত্রদিগের মধ্যে ইনিই (গতিগোবিন্দই) সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন।" তৎপরে তিনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত দুই পুত্র ও তিন কন্যার কথা উল্লেখ করিয়া, কন্যাদিগের বিবাহাদির কথা লিখিলেন, অথচ পুত্রদ্বয় সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না। এই সকল কারণে গতিগোবিন্দের বয়স সম্বন্ধে সতীশ বাবু যে অনুমান করিয়াছেন, তাহা আমাদের সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি লিখিয়াছেন,—"শ্রীনিবাস ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে খেতুরীর মহোৎসবে শুভাগমন করিয়াছিলেন; তখন তাঁহার প্রৌঢ় বয়স। সুতরাং তাঁহার পুত্র গতিগোবিন্দ ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া, সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, এরূপ অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না।"

মুরারিলাল বাবুর উক্তি যদি অমূলক না হয়, অর্থাৎ যদি শ্রীনিবাস ৬৯ বৎসর বয়সে দ্বিতীয় পত্নীর পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পিতাপুত্রের বয়সের ব্যবধান অনেক বেশী হইবারই কথা। তাহা না হইলেও প্রথম পক্ষের পত্নীর পাণিগ্রহণ সম্ভবতঃ ৩০ বৎসরের কম বয়সে তিনি করেন নাই। তাহার পর তাঁহার পাঁচটী সন্তান হয়। তৎপরে তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। তখন তাঁহার বয়স যে বেশীই হইয়াছিল, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কাজেই গতিগোবিন্দের জন্ম ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে হওয়া সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

মুরারিবাবু গতিগোবিন্দের জন্ম ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে সাব্যস্ত করিয়াছেন; তাহা হইলে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের খেতুরী-মহোৎসবের সময় তাঁহার জন্মই হয় নাই। কিন্তু সতীশবাবুর অনুমান অনুযায়ী যদি তিনি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে জন্মিয়া থাকেন, তাহা হইলে খেতুরীর মহোৎসবের সময় তাঁহার বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর হওয়া উচিত। কাজেই তাঁহার ন্যায় মেধাবী ভক্তের পক্ষে উক্ত উৎসবে যোগদান না করার কোন কারণই থাকিতে পারে না। সে সময় প্রায় প্রতি সনে নানা স্থানে নানারূপ মহোৎসবাদি হইত; ইহার কোনটীতে তাঁহার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের উপস্থিতির সংবাদ কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। ইহার একমাত্র কারণ ইহাই বলিয়া বোধ হয় যে, হয় ত সে সময় তাঁহার জন্মই হয় নাই, কিংবা তিনি অত্যন্ত শিশু ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় হয় ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই পরলোকে গমন করিয়াছিলেন।

গতিগোবিন্দ একজন পদকর্ত্তা ও পণ্ডিত ছিলেন। গৌরপদতরঙ্গিণীতে তাঁহার দুইটী মাত্র পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং দুইটীই নিত্যানন্দ-মহিমাসূচক। পদকল্পতরুতেও উল্লিখিত পদদ্বয়ের একটী মাত্র আছে। কাজেই সতীশবাবুর মতে পদকর্ত্তার ইহাতে কবিত্বশক্তি প্রদর্শনের বিশেষ অবসর মিলে নাই। কিন্তু সতীশবাবু

লিখিয়াছেন—তাঁহার সংগৃহীত "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" গ্রন্থে "রাই-তনু শোভার ভাণ্ডার" ইত্যাদি মাথুর সখী-সংবাদের যে পদটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, গতিগোবিন্দ কেবল পিতার পরিচয়ে প্রসিদ্ধ হন নাই, তাঁহার নিজেরও কিছু পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা ছিল। উক্ত পদটীতে (সতীশ বাবুর মতে) তাঁহার নিজের "কিছু" পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা থাকিলেও, উহা এমন কিছু নহে, যাহাতে তাঁহাকে একজন রসজ্ঞ কবি বলা যাইতে পারে। যদিও রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পদামৃত সমুদ্রের মঙ্গলাচরণে প্রপিতামহের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য লিখিয়াছেন—"শ্রীগোবিন্দগতিং বন্দে বিদিতং ভুবি সর্ব্বতঃ"; এবং উহার টীকায় বলিয়াছেন,—"শ্রীমদাচার্য্যপ্রভোঃ পুত্রং শ্রীগোবিন্দগতিসংজ্ঞকং তৎপুত্রাংশ্চ শ্রীগোবিন্দগতিমিত্যাদিনা পুনর্বন্দতে"; কিন্তু প্রপিতামহের এমন একটী পদ খুঁজিয়া পান নাই, যাহা তাঁহার গ্রন্থে স্থান পাইবার যোগ্য! ইহাতেই বুঝা যায়, তাঁহার কবিত্বশক্তি কিরূপ ছিল। আমাদের মনে হয়, গতিগোবিন্দ-রচিত পদের সংখ্যা বেশী নহে, এ পর্য্যন্ত সবে তিনটী পাওয়া গিয়াছে।

গদাধর পণ্ডিত—পণ্ডিত গদাধর গোস্বামী বা গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর এক বড় শাখা। চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর শাখাগণনায় আছে—

বড় শাখা—গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।
তেঁহো লক্ষ্মীরূপা, তাঁর সম কেহ নাই॥

ইনি পূর্ব্বাবতারে শ্রীমতী রাধিকা ছিলেন। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় আছে,—

শ্রীরাধাপ্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী।
সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ॥
নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা।
পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যাম-সুন্দর-বল্লভা॥
সাদ্য গৌরপ্রেম-লক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ।
রাধামনুগতা যত্তল্ললিতাপ্যনুরাধিকা।
অতঃ প্রাবিশদেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা॥

গদাধর মহাপ্রভুর এক বৎসর দুই মাসের ছোট ছিলেন। উভয়েই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে পড়িতেন। মুরারি গুপ্ত এবং মুকুন্দ দত্তও সেই টোলে অধ্যয়ন করিতেন। যিনি যত মহাপ্রভুর নিজ-জন ছিলেন, তাঁহার প্রতি প্রভুর দৌরাত্ম্য বা নিষ্ঠুরতা তত অধিক হইত। ইঁহারা তিন জনেই তাঁহার গাঢ় প্রীতির পাত্র ছিলেন। তাই ইঁহাদিগকে পথে ঘাটে, হাটে মাঠে, যেখানে সেখানে দেখিতে পাইলেই ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া প্রভু ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। এক দিন পথে গদাধরকে দেখিতে পাইয়া—

হাসি দুই হাতে প্রভু রাখিল ধরিয়া।
"ন্যায় পড় তুমি, আমা যাও প্রবোধিয়া॥

এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি?" গদাধর বিনয়-নম্র বচনে বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করুন।"

প্রভু মুক্তির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গদাধর শাস্ত্রের যেরূপ অর্থ, তাহাই ব্যাখ্যা করিলেন।

প্রভু বলিলেন, "ঠিক ব্যাখ্যা হইল না।"

তখন গদাধর বলিলেন,—"আত্যন্তিক দুঃখনাশ, ইহাকেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ।"

প্রভু নানা প্রকারে এই ব্যাখ্যার এরূপ সকল দোষ ধরিলেন, যাহা খণ্ডন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। কাজেই গদাধর নির্ব্বাক্ হইলেন।

গদাধর তখন দিশাহারা হইয়া গিয়াছেন ; ভাবিতেছেন, একবার সুবিধা পাইলেই পলাইয়া বাঁচি। প্রভু তখন কোমল-মধুর স্বরে বলিলেন,—"আচ্ছা আজ যাও, কিন্তু কাল আসিতে বিলম্ব করিও না।" গদাধর তখন সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রভুকে নমস্কার করিলেন, তার পর দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে পিতৃকার্য্যের জন্য প্রভু গয়ায় গমন করিলেন এবং তথা হইতে সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হইয়া গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার সেই নূতন ভাব-লহরীর মধ্যে পড়িয়া গদাধর আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইলেন ; তখন দিবানিশি ছায়ার ন্যায় প্রভুর সঙ্গী হইয়া তাঁহার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন।

এই ভাবে কিছু কাল বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। তার পর হঠাৎ একদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল, প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ঘরের বাহির হইলেন এবং নীলাচলে গিয়া বাস করিলেন। গদাধরও সেখানে গিয়া ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ও টোটাগোপীনাথের সেবা গ্রহণ করিলেন। তখন গদাধরের একটী প্রধান কার্য্য হইল—প্রত্যহ প্রভুকে ভাগবত পাঠ করিয়া শোনান।

সন্ন্যাস গ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে জাহ্নবী ও জননীকে দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে যাইবার জন্য প্রভু প্রস্তুত হইলেন। অনেক ভক্ত তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। গদাধরেরও মন ছুটিল। কারণ, প্রভুশূন্য নীলাচলে তিনি কি করিয়া থাকিবেন ? গদাধরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া প্রভু বলিলেন,—"গদাধর, তুমি ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ, এ স্থান ছাড়িয়া যাইও না।"

গদাধর বাল-স্বভাবসম্পন্ন। প্রভুর কথা তিনি কখনও লঙ্ঘন করেন না, বেদবাক্য বলিয়া উহা পালন করেন ; কিন্তু আজ তাঁহার মন স্ববশে নাই, তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। তাই আজ অসাধ্য সাধন করিলেন,—প্রভুর কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—

"যাহাঁ তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাক্ রসাতল॥"

প্রভু গদাধরকে অনেক বুঝাইয়া শেষে বলিলেন,—"ছি ! ও কথা মুখে আনিতে নাই, এখানে থাকিয়া গোপী-নাথের সেবা কর।"

গদাধর তখন অবুঝ হইয়াছেন। তিনি কহিলেন,—"আমি অন্য কোন সেবা চাহি না, তোমার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনই কোটি-সেবা-তুল্য।"

প্রভু তখন অন্য ভাবে তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন,—"তুমি গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করিয়া যাইবে, আর লোকে আমাকেই দুষিবে। যাহাতে আমার উপর দোষ আসে, তাহা কি তোমার করা কর্ত্তব্য ? আমার কথা শুন, এখানে থাকিয়া সেবা কর, তাহাতেই আমি সুখী হইব।"

প্রভুর এই কথাতেও গদাধরের মন টলিল না। তিনি জিদ করিয়া কহিলেন,—

"সব দোষ আমার উপর।
তোমা সঙ্গে না যাইব, যাইব একেশ্বর॥
আইকে দেখিতে যাব, না যাব তোমা লাগি।
'প্রতিজ্ঞা' 'সেবা'-ত্যাগ-দোষ, তার আমি ভাগী॥"

ইহাই বলিয়া গদাধর প্রভুর দল ছাড়িয়া গোঁ-ভরে পৃথক্‌ভাবে চলিলেন। কটকে আসিয়া প্রভু গদাধরকে ডাকাইলেন, এবং নিজের কাছে বসাইয়া প্রণয়-রোষ-ভরে বলিলেন,—"দেখ গদাধর, ক্ষেত্র-সন্ন্যাসের

প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ আর গোপীনাথের সেবা-ত্যাগই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহা ত ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া এত দূর আসাতেই সুসিদ্ধ হইয়াছে?" তার পর রুদ্ধকণ্ঠে গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন,—"গদাধর, তুমি

আমার সঙ্গে রহিতে চাও, বাঞ্ছ নিজসুখ। তোমার দুই ধর্ম্ম যায়, আমার হয় দুঃখ ॥

মোর সুখ চাহ যদি, নীলাচলে চল। আমার শপথ, যদি আর কিছু বল ॥"

ইহাই বলিয়া প্রভু উঠিলেন, এবং দ্রুতপদে গিয়া নৌকায় উঠিলেন ; আর তখনই নৌকা ছাড়িয়া দিল।

গদাধর এতক্ষণ নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করিতেছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না ; প্রভু যেন তাঁহার শক্তি-সামর্থ্য সবই হরণ করিয়া লইয়া গেলেন, আর তিনি ছিন্ন তরুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

প্রভুর ইঙ্গিত মত সার্ব্বভৌম আসিয়া গদাধরের মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিয়া উঠাইলেন ; শেষে বলিলেন,—

"উঠ, ঐছে প্রভুর লীলা ॥

তুমি জান, কৃষ্ণ নিজ-প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।

ভক্তকৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥

এই মত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া।

তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যত্ন করিয়া ॥"

এইরূপ প্রবোধ-বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া, দুই জনে শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে নীলাচলে ফিরিয়া গেলেন।

সে বার প্রভুর বৃন্দাবনে যাওয়া হইল না ; সনাতনের কথামত কানাঞিনাটশালা হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। গদাধর প্রভৃতি ক্ষেত্রবাসী ভক্তেরা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তখন প্রভু গদ্‌গদ ভাষে বলিতে লাগিলেন,—

"গদাধরে ছাড়ি গেনু, ইহোঁ দুঃখ পাইল।

সেই হেতু বৃন্দাবনে যাইতে নারিল ॥

এবার আমি একাকী, অথবা একজন মাত্র লোক সহ যাইতে চাহি, তোমরা প্রসন্ন মনে আমাকে যুক্তি দাও।"

প্রভুর মুখে এই কথা শুনিয়া গদাধর প্রেমাবিষ্ট হইলেন এবং প্রভুর শীতল চরণ দুখানি ধরিয়া বিনয়-নম্র বচনে বলিলেন,—

"তুমি যাহাঁ যাহাঁ রহ, তাহাঁ বৃন্দাবন। তাহাঁ যমুনা গঙ্গা সর্ব্বতীর্থগণ ॥

তবু বৃন্দাবনে যাহ লোক শিখাইতে। সেই ত করিবে, তোমার যেই লয় চিতে ॥

তবে,—এই আগে আইলা প্রভু বর্ষার চারি মাস। এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস ॥

পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন। আপন ইচ্ছায় চল রহ কে করে বারণ ॥"

গত বার প্রভুর সহিত যেরূপ বাচালতা করিয়াছিলেন, এখন সেই কথা স্মরণ করিয়া গদাধর সম্ভবতঃ মনে মনে লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য এবার আর সেরূপ জিদ করিয়া কিছু বলিলেন না, কেবল বর্ষার চারি মাস পরে বৃন্দাবনে প্রভুকে যাইতে অনুরোধ করিলেন মাত্র। উপস্থিত অন্যান্য ভক্তেরাও গদাধরের কথা সমর্থন করিয়া কহিলেন, তাঁহাদেরও ইচ্ছা যে, প্রভু চারি মাস পরে বৃন্দাবনে যান। কাজেই প্রভু বর্ষার চারি মাস থাকিতে স্বীকৃত হইলেন।

প্রভুকে পাইয়া ভক্তেরা, বিশেষতঃ গদাধর বিশেষ আনন্দিত হইলেন। গদাধর সেই দিনই গণ সহ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং নিজে তাঁহার প্রিয় ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া বিশেষ যত্ন-সহকারে ভিক্ষা করাইলেন। এই সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর আস্বাদন।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন॥"

প্রভুর উপর গদাধরের প্রীতি কিরূপ ছিল, তাহা কবিরাজ গোস্বামী অল্প কথায় সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ৭ম পরিচ্ছেদে আছে,—

গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব। রুক্মিণীদেবীর যৈছে 'দক্ষিণ-স্বভাব'॥
তাঁর প্রণয়রোষ দেখিতে ইচ্ছা হয়। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে তাঁর রোষ নাহি উপজয়॥
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস। শুনি পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস॥

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ উপহাস করিলে রুক্মিণীর যেমন ত্রাস উপস্থিত হইত, গদাধরও সেইরূপ প্রভুর রোষাভাস দেখিয়া ভীত হইতেন। এই সম্বন্ধে একটী ঘটনা বলিতেছি।

বর্ষান্তে প্রভু বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং সেখানে কিছু কাল থাকিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার কয়েক মাস পরে বল্লভ ভট্ট নামক এক ব্যক্তি পুরীতে আসিয়া প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বৃন্দাবনে যাইবার সময় প্রয়াগে প্রভুর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি বালগোপালের উপাসক ছিলেন। নীলাচলে আসিয়া তিনি নিজকৃত ভাগবতের টীকা শুনিবার জন্য প্রভুকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু প্রভু নানা ছলনা করিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেন। প্রভু উপেক্ষা করায় ভক্তেরা কেহই তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে সাহসী হইলেন না। ইহাতে—

লজ্জিত হইল ভট্ট, হৈল অপমানে। দুঃখিত হইয়া গেল পণ্ডিতের স্থানে॥
দৈন্য করি কহে,—"নিলুঁ তোমার শরণ। তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন॥
কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ। তবে মোর লজ্জা-পঙ্ক হয় প্রক্ষালন॥"

ভট্টের এই কথা শুনিয়া গদাধর মহাসঙ্কটে পড়িলেন; কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া শেষে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু ভট্ট নাছোড়বান্দা হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া পড়িলেন। তখন গদাধর ভাবিলেন, আভিজাত্যে তিনি ভট্টকে নিষেধ করিতে পারেন না। প্রভু অন্তর্য্যামী, তিনি মনোভাব বিলক্ষণ জানিতে পারিবেন, কাজেই তাঁহাকে করিয়া কোন আশঙ্কা নাই। তবে বিষম তাঁহার 'গণ'। তাঁহাদিগকে করিয়াই যত ভয়। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ভট্টকে আর নিষেধ করিতে পারিলেন না।

বল্লভ ভট্ট ছিলেন বালগোপালের উপাসক। কিন্তু গদাধরের সহিত সঙ্গ করিয়া তাঁহার মন ফিরিয়া গেল,—তিনি কিশোর-গোপাল উপাসনায় মন দিলেন। এই সম্বন্ধে সাধন-ভজন শিখাইবার জন্য এক দিন তিনি গদাধরকে ধরিয়া পড়িলেন। কিন্তু গদাধর ইহাতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন,—"আমার দ্বারা এ কার্য্য হইবে না।

আমি পরতন্ত্র, আমার প্রভু গৌরচন্দ্র। তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র॥
তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন। তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন॥"

প্রকৃতই পূর্ব্বের ন্যায় প্রভু তখন গদাধরের সঙ্গ করেন না; তাঁহাকে ডাকিয়া কিংবা তাঁহার কাছে গিয়া কথাবার্ত্তাও কহেন না। ইহাতে গদাধর মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও এই সম্বন্ধে কোন কথা বলেন না।

এই ভাবে কতক দিন কাটিয়া গেল। ক্রমে প্রভুর মন ফিরিল, তিনি ভট্টের প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। এই সময় ভট্ট একদিন গণ সহ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণের দিন গদাধরকে আনিবার জন্য স্বরূপ, জগদানন্দ ও গোবিন্দকে প্রভু পাঠাইলেন। প্রভু ডাকিতেছেন শুনিয়া গদাধরের হৃদয়ের এক নিভৃত কোণে

একটু অভিমানের ভাব জাগিয়া উঠিল, কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ পাইল না। প্রভু এত দিন তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং যে গদাধর তাঁহাকে প্রকৃতই আপনার অপেক্ষাও অধিক ভালবাসেন, তাঁহার মনে অভিমান আসা কিছু বেশী কথা নহে। কিন্তু সেই একদিন ছাড়া গদাধর তাঁহার প্রভুর সহিত আর কোনদিন কোনরূপ বাচালতা করেন নাই। আজও করিলেন না; এমন কি, স্বরূপ যদিও ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি গদাধরের ভাবের বৈলক্ষণ্য দৃষ্টি করিবেন, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া সেরূপ কিছুই অনুভব না করিয়া বিস্মিত হইলেন। সেই জন্য গদাধরের মনের ভাব কৌশলে জানিবার জন্য, পথে যাইতে যাইতে তাঁহাকে বলিলেন,—

"পরীক্ষিতে প্রভু তোমা কৈলা উপেক্ষণ॥
তুমি কেনে আসি তাঁরে না দিলা ওলাহন?
ভীতপ্রায় হঞা কেনে করিলা সহন?"

গদাধর মনের কোনরূপ বিচলিত ভাব না দেখাইয়া ধীরভাবে উত্তর করিলেন,—

"প্রভু সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি। তাঁর সঙ্গে 'হঠ' করি ভাল নাহি মানি॥
যেই কহে, সেই সহি, নিজ শিরে ধরি। আপনে করিবেন কৃপা, দোষগুণ বিচারি॥"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে তাঁহারা প্রভুর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুকে দেখিয়াই গদাধরের হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু প্রথমে কিছু বলিলেন না; গদাধরের মনের বেগ কতকটা প্রশমিত হইলে, ঈষৎ হাসিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। প্রভুর অঙ্গস্পর্শে গদাধরের হৃদয়মধ্যে যেথানে যে কিছু মলিনতা ছিল, সমস্তই নয়নজলের সহিত ধুইয়া বাহির হইয়া গেল, তিনি ফোঁপাইয়া কান্দিতে লাগিলেন। তখন গদাধরের অতুল স্নিগ্ধ সুদৃঢ় গৌরপ্রেম জগৎকে জানাইবার জন্য প্রভু মৃদু-মধুর স্বরে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"আমি চালাইলুঁ তোমা,—তুমি না চলিলা। ক্রোধে কিছু না কহিলা,—সকল সহিলা॥
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা। সুদৃঢ় সরল ভাবে আমারে কিনিলা॥"

এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন,—

"পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা কহন না যায়। 'গদাধর-প্রাণনাথ' নাম হৈল যায়॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায়। 'গদাই-গৌরাঙ্গ' বলি যাঁরে লোকে গায়॥"

এই প্রকারে গৌর-গদাধরের প্রেম-কলহ মিটিয়া গেল। তার পর গদাধর একদিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং গণ সহ সযত্নে ভিক্ষা করাইলেন। এই সুযোগে বল্লভ ভট্ট প্রভুর অনুমতি লইয়া পণ্ডিত গোসাঞীর নিকট কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

অনেক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাজনের ন্যায় পণ্ডিত গদাধর গোস্বামীরও শৈশব জীবন সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় গৌরপদতরঙ্গিণীর প্রথম সংস্করণের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন,—

"১৪০৮ শকে বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এক বৎসর দুই মাস পরে, চট্টগ্রামে কাশ্যপ-গোত্রীয় বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ শ্রীমাধব মিশ্রের ঔরসে ও রত্নাবতীর গর্ভে গদাধরের জন্ম। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম বাণীনাথ। গদাধর দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত বেলেটী গ্রামে বাস করেন। ত্রয়োদশ বর্ষে মাতুলালয় নবদ্বীপে আগমন করেন। কেহ কেহ বলেন, মহাপ্রভুর সমকালে

কান্দি-ভরতপুর গ্রামে সুন্দররাজ নামে একজন ধনবান্ ব্যক্তি গদাধরকে বেলেটী হইতে আনয়নপূর্ব্বক ভরতপুর গ্রামে স্থাপন করেন। পরে ভরতপুর হইতে গদাধর নবদ্বীপে যাইয়া বাস করেন।"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া জগদ্বন্ধুবাবু মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—"চট্টগ্রাম হইতে ঢাকার বেলেটী গ্রামে, বেলেটী হইতে মুর্শিদাবাদ কান্দি-ভরতপুরে এবং ভরতপুর হইতে নবদ্বীপে শিশু গদাধরের আগমন কি সূত্রে হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। এই সকল কথা জনশ্রুতিমূলক, না বৈষ্ণবগ্রন্থসম্মত, তাহাও আমরা বলিতে পারি না।"

জগদ্বন্ধুবাবু যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতি সত্য এবং আমাদের বিশ্বাস, সকলেই এই সম্বন্ধে জগদ্বন্ধুবাবুর সহিত একমত হইবেন। তবে আশ্চর্য্যের বিষয়, গদাধরের জীবন-চরিত বলিয়া যাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার উপর যখন তিনি নিজেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, তখন তাহা কেন উদ্ধৃত করিলেন? আর যদি ইহা ব্যতীত এই সম্বন্ধে অপর কোন তথ্য সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর না হইল, তাহা হইলে কোন্ সূত্র হইতে উহা সংগ্রহ করিলেন, অন্ততঃ তাহাও প্রকাশ করা উচিত ছিল।

জগদ্বন্ধুবাবু প্রাগুক্ত জীবন-চরিতের মধ্যে কেবলমাত্র শিশু গদাধরের চট্টগ্রাম হইতে পর পর দুই তিন স্থানে গমন সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন; কিন্তু তিনি যদি প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থাদি হইতে গদাধরের জীবন-সম্বন্ধীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়া আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে উল্লিখিত অনেক বিষয় সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আমরা ক্রমে সেইগুলি দেখাইবার চেষ্টা করিব।

জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, 'মহাপ্রভুর এক বৎসর দুই মাস পরে অর্থাৎ ১৪০৮ শকের বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে গদাধর জন্মগ্রহণ করেন।' শ্রীগৌরাঙ্গ ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ধরাধামে অবতীর্ণ হন। ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা যদি ফাল্গুন মাসে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার সহিত ১৪ মাস যোগ করিলে ১৪০৯ শকের বৈশাখ হয়—১৪০৮ শকের বৈশাখ নহে। কারণ, বৈশাখ হইতেই শক আরম্ভ।

জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, গদাধরের চট্টগ্রামে জন্ম হয়। কিন্তু ঠাকুর নরহরির একটী পদে আছে—

ধন্য ধন্য বলি মেন   চারি যুগ মধ্যে হেন
কলির ভাগ্যের সীমা নাই।
সুন্দর নদীয়াপুরে   মাধব মিশ্রের ঘরে
কি অদ্ভুত আনন্দ বাধাই॥
বৈশাখের কুহু দিনে   জনমিলা শুভক্ষণে
গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর।
শ্রীমাধব রত্নাবতী   পুত্রমুখ দেখি অতি
উল্লাসে অধৈর্য্য নিরন্তর॥

নরহরি ও গদাধর ছিলেন এক আত্মা, একপ্রাণ। গদাধরের জীবন সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন, নরহরির কথা যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং নরহরি যখন বলিতেছেন, গদাধর নদীয়াপুরে জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইহার প্রতিকূলে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ যতক্ষণ পাওয়া না যাইতেছে, ততক্ষণ নরহরির কথাই মানিয়া লইতে হইবে। আবার প্রেমবিলাসের দ্বাবিংশ বিলাসেও আছে,—

নবদ্বীপে রত্নাবতী হৈল গর্ভবতী।   দেখিয়া মাধব মিশ্র আনন্দিত অতি॥
বৈশাখের কুহুদিনে অতি শুভক্ষণে।   প্রসবিলা রত্নাবতী এ পুত্র-রতনে॥
ইহোঁ গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর হয়।   শ্রীরাধার প্রকাশ-মূর্ত্তি এই মহাশয়॥

প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীর শিষ্য ছিলেন। মহাপ্রভুর পরিকরদিগের মধ্যে নরহরি প্রভৃতির সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য ছিল, বিশেষতঃ নরহরি ও তিনি একগ্রামবাসী। কাজেই এই সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রামাণিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ তিনি যখন নরহরির সহিত একমত হইতেছেন, তখন ত আর কথাই নাই; সুতরাং গদাধর যে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

গদাধরের মাতার নাম যে রত্নাবতী, ইহা অনেক গ্রন্থে ও মহাজনের পদে আছে। কিন্তু তাঁহার নামান্তর যে নবকুমারী ও দুঃখিনী, ইহা জগদ্বন্ধু বাবু কোথায় পাইলেন, তাহা তাঁহার বলা উচিত ছিল। আমরা কিন্তু কোন প্রামাণিক গ্রন্থে বা মহাজনের পদে ঐ নাম দেখিতে পাই নাই।

শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় তাঁহার কৃত "বৃহৎশ্রীবৈষ্ণবচরিত অভিধান" নামক গ্রন্থে গদাধর পণ্ডিতের জীবন-বৃত্তান্ত জগদ্বন্ধুবাবুর লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে 'অঃ পাঃ পঃ' হইতে কয়েক চরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গদাধরের জন্ম শ্রীহট্টে হইয়াছিল। যথা—

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শ্রীহট্টে জন্ম হয়।
প্রভুর নিকটে আসি নবদ্বীপে রয়॥

আবার শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় তাঁহার 'বৈষ্ণব-দিগ্দর্শনী' নামক গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "শ্রীধাম নবদ্বীপমধ্যস্থ চাঁপাহাটি গ্রামে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীমাধব মিশ্রের ঔরসে ও রত্নাবতীর গর্ভে গদাধর পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন।" আবার অন্য স্থানে বলিয়াছেন, "পণ্ডিত গোস্বামীর জন্ম শ্রীহট্টে হইয়াছিল।"

আজকাল লেখকদিগের মধ্যে "নূতন কিছু কর" ঝোঁক বড় বেশী দেখা যাইতেছে। কিন্তু অমূল্যধন বাবু কিংবা মুরারিলাল বাবুর ন্যায় শিক্ষিত বৈষ্ণবদিগের নিকট আমরা ইহা অপেক্ষা ভাল জিনিষ আশা করি। যাঁহারা সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি লইয়া আলোচনা বা চর্চ্চা করেন, তাঁহাদিগের কার্য্যের সুবিধার জন্য এই ধরণের গ্রন্থের যে বিশেষ আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই শ্রেণীর পুস্তক যাঁহারা সম্পাদন করেন, তাঁহাদিগের দায়িত্ব যে অনেক অধিক, তাহা অনেকে ভুলিয়া যান। অমূল্যধন বাবু ও মুরারিলাল বাবু শ্রীহট্ট ও চাঁপাহাটীর কথা যখন উল্লেখ করিয়াছেন, তখন কোথা হইতে উহা সংগ্রহ করিলেন, তাহা বলা, এবং ইহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে কি না, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত ছিল।

মুরারিলাল বাবু যে চাঁপাহাটি গ্রামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার একটী সূত্র পাওয়া গিয়াছে। মহাপ্রভুর শাখা-বর্ণনায় 'বিপ্র বাণীনাথ' নামক এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার ১০৪ শ্লোকে আছে,—"বাণীনাথদ্বিজশ্চম্পাহট্টবাসী প্রভোঃ প্রিয়ঃ।" শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি ১০।১১৪ পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিত আছে,—"ই-আই-আর লাইনে, সমুদ্রগড় ও নবদ্বীপ ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে চাঁপাহাটী নামক এক ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম আছে। এখানে শ্রীগৌরগদাধরের প্রাচীন শ্রীপাট আছে। সেখানে নবনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীবাণীনাথ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরের বিগ্রহ যথাশাস্ত্র অর্চ্চিত হইতেছেন।" কিন্তু এই 'বিপ্র বাণীনাথ' যে গদাধর পণ্ডিতের সহোদর, তাহার উল্লেখ কোথাও আছে বলিয়া জানা নাই। এমন কি, এই বিপ্র বাণীনাথের কোন পরিচয়ও কোন গ্রন্থে বা মহাজনপদে দেখা যায় না। নরোত্তম-বিলাসে কয়েক স্থানে খেতুরীর মহোৎসব উপলক্ষে বিপ্র বাণীনাথের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই পয়ারগুলি হইতে জানা যায় যে, বৈষ্ণব-সমাজে বাণীনাথের স্থান অনেক উচ্চে ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বিপ্র বাণীনাথের কোন পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায় না। নয়নানন্দ মিশ্রও এই মহোৎসবে যোগদান

করিয়াছিলেন। কিন্তু বিপ্র বাণীনাথের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কি না, তাহারও কোন আভাস ইহাতে নাই।

যাহা হউক, 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের চতুর্ব্বিংশ বিলাসে গদাধর পণ্ডিতের যে পরিচয় আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে অনেক নূতন তথ্য জানা যায়। যথা,—

চট্টগ্রামে চিত্রসেন নামে এক রাজা। বিলাস আচার্য্যে নিয়া করিলেন পূজা॥
বিলাস আচার্য্য তাঁর সভাপণ্ডিত হৈল। চট্টগ্রাম-বেলেটীতে বসতি করিল॥
চট্টগ্রামে তার এক হইল নন্দন। শ্রীমাধব নাম তার করিল রক্ষণ॥
চক্রশালার জমিদার পুণ্ডরীক হয়। মাধব মিশ্রের সঙ্গে বড়ই প্রণয়॥
মাধবের এক পুত্র চট্টগ্রামে হয়। জগন্নাথ আর বাণীনাথ তার নাম রাখয়॥
চট্টগ্রাম ছাড়ি মাধব নদীয়া বাস কৈল। মাধবেন্দ্রপুরী হৈতে গোপাল-মন্ত্র নিল॥
মাধবের আর পুত্র নদীয়া মাঝারে। বৈশাখের কুহুদিনে জন্মলাভ করে॥
রাখিল তাঁহার নাম শ্রীল গদাধর। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্ষদ-প্রবর॥
গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র পণ্ডিত গদাধর। তার ভাই জগন্নাথ আচার্য্য বিজ্ঞবর॥
নদীয়ায় জগন্নাথ করিল বসতি। তাঁর পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র মহামতি॥
ভ্রাতুষ্পুত্র বলি তাঁরে পুত্রস্নেহ করে। গোপালমন্ত্রে দীক্ষা দিলা নদীয়া নগরে॥
নিজ-সেবিত গোপীনাথ তাঁহারে অর্পিল। শ্রীনয়নানন্দ মিশ্র আনন্দিত হৈল॥
পণ্ডিত গোসাঞির তিরোভাবের পরে। নয়ন গেলা রাঢ়দেশ ভরতপুরে॥

আবার প্রেমবিলাস, দ্বাবিংশ বিলাসে,—

"তাঁর (পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি) প্রিয় সখা শ্রীমাধব মিশ্র হয়। চট্টগ্রামে বেলেটী গ্রাম তাঁহার আলয়॥
নবদ্বীপে আসি তিঁহো করিলা আলয়। মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই মহাশয়॥"

উদ্ধৃত পয়ার হইতে আমরা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানিতে পারিতেছি,—

(১) চট্টগ্রামে 'বেলেটী' নামে একটী গ্রাম আছে। এই বেলেটী গ্রামে গদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্র বাস করিতেন। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী লেখকেরা এই চট্টগ্রামের বেলেটীর সহিত ঢাকার বেলেটীকে গুলাইয়া ফেলিয়াছেন।

(২) মাধবের এক পুত্র চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার এক নাম বাণীনাথ ও অপর নাম জগন্নাথ।

(৩) মাধব মিশ্র চট্টগ্রাম-বেলেটির বাসস্থান ত্যাগ করিয়া, সপরিবারে নবদ্বীপে আগমন করেন। এখানে মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট তিনি গোপালমন্ত্র গ্রহণ করেন। এখানে বৈশাখের কুহুদিনে মাধবের আর এক পুত্রের জন্ম হয়; ইনিই গদাধর পণ্ডিত।

(৪) গদাধরের ভ্রাতা বাণীনাথ বা বিজ্ঞবর জগন্নাথ আচার্য্যও নদীয়ায় বসতি করেন। তাঁহার পুত্রই মহামতি নয়নানন্দ মিশ্র।

(৫) গদাধর তাঁহার এই ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দকে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। নদীয়ায় অবস্থানকালে ইহাঁকে তিনি গোপালমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন, এবং নিজ সেবিত 'গোপীনাথ' তাঁহাকে অর্পণ করেন।

(৬) গদাধর ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বরাবর নীলাচলে ছিলেন। তাঁহার তিরোভাব হইবার পর নয়নানন্দ রাঢ়দেশে কান্দি-ভরতপুরে যাইয়া বাস করেন এবং এখানে গুরুদেবের নামে 'গদাধর গোস্বামীর শ্রীপাট' স্থাপন করেন।

প্রেমবিলাসের দ্বাবিংশ বিলাসে আরও আছে,—

"পণ্ডিত গোসাঞির বড় ভাই বাণীনাথ হয়। জগন্নাথ বলি তাঁরে কেহো কেহো কয়॥
বাণীনাথের পুত্র নয়নানন্দ গোসাঞি। তাঁহার যতেক গুণ তার অন্ত নাই॥
তাঁহে শিষ্য করি গোসাঞি শক্তি সঞ্চারিলা। পণ্ডিত গোসাঞির সেবা নয়ন পাইলা॥
পণ্ডিত গোসাঞি, প্রভুর অপ্রকট সময়। নয়নানন্দেরে ডাকি এই কথা কয়॥
মোর গলদেশে ছিল এই কৃষ্ণমূর্ত্তি। সেবন করিহ সদা করি অতি প্রীতি॥
তোমারে অর্পিলা এই গোপীনাথের সেবা। ভক্তিভাবে পূজিবে, না পূজিবে অন্য দেবীদেবা॥
স্বহস্তলিখিত এই গীতা তোমায় দিলা। মহাপ্রভু এক শ্লোক ইহাতে লিখিলা॥
ভক্তিভাবে ইহা তুমি করিবে পূজন। এত কহি পণ্ডিত গোসাঞি হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
দেখি শ্রীনয়ন গোসাঞি বহু খেদ কৈলা। প্রভু ইচ্ছামতে তবে সুস্থির হইলা॥
নয়ন, পণ্ডিত গোসাঞির অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করি। রাঢ়দেশ-ভরতপুরে করিলেন বাড়ী॥"

প্রেমবিলাস-রচয়িতার মতে বাণীনাথ গদাধরের জ্যেষ্ঠ সহোদর। কিন্তু জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন যে, বাণীনাথ গদাধরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সাধারণ পাঠকগণেরও এইরূপ বিশ্বাস। এই কথার পোষকতা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। শুধু তাহাই নহে, প্রেমবিলাস ভিন্ন অপর কোন প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে গদাধর পণ্ডিতের সহোদর বলিয়া বাণীনাথের উল্লেখ নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। যাহা হউক, বাণীনাথ গদাধরের জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ সহোদর, এই সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

উপরে দেখাইয়াছি, নবদ্বীপে অবস্থানকালে গদাধর পণ্ডিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দ মিশ্রকে গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা দেন এবং পরে নিজ-সেবিত গোপীনাথ তাঁহাকে অর্পণ করেন, ইহা প্রেমবিলাসে আছে। গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর এক বৎসর দুই মাসের ছোট ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। তাহা হইলে মহাপ্রভু ২৪ বৎসর বয়সে যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গমন করেন, তখন গদাধরের বয়স ২৩ বৎসরের অধিক নহে এবং তিনিও ২৩।২৪ বৎসর বয়সের সময় নীলাচলে যাইয়া ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং বাণীনাথ যদি গদাধরের দুই বৎসরেরও ছোট হন, তাহা হইলে বাণীনাথের বয়স তখন ২১।২২ বৎসরের বেশী হওয়া সম্ভবপর নহে। এখন দেখিতে হইবে, বাণীনাথের ২১।২২ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পুত্র নয়নানন্দের বয়স কত হইতে পারে? বাণীনাথের ১৬ বৎসরে সন্তান হইলে, সেই পুত্রের তখন বয়স ৫।৬ বৎসর হইবে। এই বয়সে নয়নানন্দের গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া এবং গোপীনাথের সেবা গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব।

'শ্রীঅমিয়নিমাইচরিত' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের শিরোভাগে নয়নানন্দের একটী পদের দুইটী চরণ উদ্ধৃত করিয়া, গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"উপরে যে দুইটী চরণ দেওয়া গেল, উহা গদাধরের শিষ্য নয়নানন্দের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ-বর্ণনার একটী পদ হইতে উদ্ধৃত। শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম 'গদাধরের প্রাণনাথ'। সেই গদাধরের পশ্চাতে তাঁহার অষ্টাদশবর্ষীয় শিষ্য নয়নানন্দ দাঁড়াইয়া নানা ছলে প্রভুর মুখ দর্শন করিতেছেন। দেখিতেছেন, মুখখানি এমন সুন্দর যে, উহার তুলনা কেবল চন্দ্র হইতে পারে,—

শুধু চন্দ্র নহে, পূর্ণচন্দ্র। নয়নানন্দ দেখিতেছেন, প্রভুর ঠোঁট দুখানি যেন হিঙ্গুল-রঞ্জিত, আর অল্প অল্প কাঁপিতেছে। নয়নানন্দ ভাবিতেছেন, প্রভুর ঠোঁট কাঁপিতেছে কেন? উনি কি কোন মন্ত্র জপিতেছেন? উনি কাহার নিমিত্ত এরূপ উতলা হইয়াছেন? প্রভুর মনে যে প্রবল বেগ রহিয়াছে, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া নয়নানন্দ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন।" কাজেই তখন তাঁহার বয়স যে অন্ততঃ ১৫।১৬ বৎসর, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং তাহা হইলে তখন বাণীনাথের বয়স ৩২ বৎসরের কম হইতেই পারে না। সুতরাং বাণীনাথ যে গদাধরের জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং তাঁহার অপেক্ষা অন্ততঃ ৮।৯ বৎসরের বড়, তাহা সহজেই জানা যাইতেছে।

১ **গোকুলদাস ও গোকুলানন্দ**—এই সংগ্রহ-পুস্তকে 'গোকুলদাস' ভণিতার ৩টি এবং 'গোকুলানন্দ' ভণিতার ৪টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে গোকুলানন্দ নামের পরিবর্ত্তে গোকুলদাস লিখিত হইলেও উল্লিখিত পদকর্ত্তাদ্বয় এক ব্যক্তি কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই দুই নামে কয়েক ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তবে তাঁহাদের মধ্যে পদকর্ত্তা কে কে ছিলেন, তাহা বলা সুকঠিন। নিম্নে ইহাঁদের কয়েক জনের নাম ও পরিচয়াদি প্রদত্ত হইল। যথা—

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দ-শাখা বর্ণনায় 'গোকুলদাস' বলিয়া এক জনের নাম পাওয়া যায়।

(২) 'পদকল্পতরু' গ্রন্থের সংগ্রাহক ও বিখ্যাত পদকর্ত্তা বৈষ্ণবদাসের আসল নাম 'গোকুলানন্দ'। তিনি জাতিতে বৈদ্য এবং মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত টেঞা-বৈদ্যপুরে তাঁহার নিবাস। তিনি রাধামোহন ঠাকুরের সমসাময়িক ও বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন।

(৩) রাজা বীরহাম্বীরের সময় বিষ্ণুপুরে 'গোকুলদাস মহন্ত' নামক এক ব্যক্তি ছিলেন।

(৪) বৈরাগী গোকুলদাস। ইনি ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। যথা নরোত্তমবিলাসে—

"জয় শ্রীগোকুলদাস বৈরাগী প্রবল। নবদ্বীপ-বৃন্দাবন-বাসে যে বিহ্বল॥"

(৫) কীর্ত্তনীয়া গোকুলদাস। ইনি ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত হন এবং তাঁহার কীর্ত্তনদলের প্রধান দোহার ছিলেন। ইহাঁর বাড়ী যাজিগ্রামে। ইনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং ইহাঁর কণ্ঠস্বর এরূপ সুমধুর ছিল যে, বিখ্যাত পদকর্ত্তাদের পদ অঙ্গভঙ্গির সহিত যখন গাহিতে সুরু করিতেন, তখন কেহই সুস্থির থাকিতে পারিতেন না,—অতিবড় পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যাইত। যথা নরোত্তমবিলাসে—

"শ্রীগোকুল গায় বর্ণ-বিন্যাস মধুর। হস্তাদি ভঙ্গীতে ভাব প্রকাশে প্রচুর॥"

একদিন তাঁহার সেই ভাবভঙ্গী ও গলার সুর শুনিয়া সকলে তন্ময় হইয়া গেলেন। তখন—

"শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁরে কার কোলে। বোল্ বোল্ বলিয়া ভাসয়ে নেত্রজলে॥
শ্যামানন্দ ভাবাবেশে অধৈর্য্য হিয়ায়। হইলেন সিক্ত দুই নেত্রের ধারায়॥
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি প্রেমাবেশে। ধূলায় ধূসর হৈয়া ফিরে চারি পাশে॥
সংকীর্ত্তনে সুখের সমুদ্র উথলিল। বর্ণিতে নারিয়ে যে যে চমৎকার হৈল॥"

অপর একদিন খেতুরির এক মহামহোৎসব উপলক্ষে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্র, অদ্বৈত-তনয় অচ্যুতানন্দ ও গোপাল, শ্রীবাসের ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীপতি ও শ্রীনিধি, কণ্টকনগরের হৃদয়চৈতন্য, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ, রামচন্দ্র, গোবিন্দ, যদুনন্দন, ব্যাসাচার্য্য, রাজা বীরহাম্বীর প্রভৃতি প্রধান প্রধান আচার্য্য মহন্তাদি প্রায় সকলেই উপস্থিত। উপযুক্ত সময়ে সকলের অনুমতি লইয়া ঠাকুর মহাশয় তাঁহার দলস্থ গায়ক ও বাদকগণ সহ আসরে উপস্থিত হইলেন। তখন—

"গোকুল বরিষে সুধা রাগ আলাপনে। দেবীদাস বায় খোল বিচিত্র বন্ধানে॥"

তার পর গোবিন্দদাসের নিত্যানন্দ-বিষয়ক একটী সুন্দর পদ গোকুলদাস গাহিতে সুরু করিলেন। গীত শুনিয়া বীরচন্দ্রের হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—হুঙ্কার করিয়া নরোত্তমকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। তৎপরে—

"গোকুলের বদনে শ্রীহস্ত বুলাইয়া। কহিলা কতেক তাঁরে অধৈর্য্য হইয়া॥
শেষে—শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটি কর ধরি। কহে—'তুয়া কাব্যের বালাই লৈয়া মরি॥'
এত কহি গোকুলে কহয়ে বার বার। 'গাও গাও ওহে প্রাণ জুড়াও আমার॥'
তখন—বিচিত্র বন্ধানে শ্রীগোকুলদাস গায়। ভাসিলা সকল লোক প্রেমের বন্যায়॥"

নরোত্তমবিলাসে নরহরিদাস শেষে বলিতেছেন,—

"জয় শ্রীগোকুল ভক্তিরসের মূরতি। যাঁর গানে নাহি বৈষ্ণবের দেহস্মৃতি॥"

(৬) শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শাখা-গণনায় এক গোকুল চক্রবর্ত্তীর নাম পাওয়া যায়। যথা কর্ণানন্দে—

"শ্রীগোকুল চক্রবর্ত্তী সেবক তাঁহার। মহাদাতা প্রেমময় গম্ভীর আচার॥"

শ্রীআচার্য্য প্রভুর শাখা-গণনায় ৪ জন গোকুল বা গোকুলানন্দের নাম পাওয়া যায়। যথা—

(৭) গোকুলানন্দ দাস চক্রবর্ত্তী। যথা কর্ণানন্দে—

"গোকুলানন্দ দাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়। প্রভু কৃপা কৈলা তাঁরে সদয় হৃদয়॥"

(৮) গোকুলানন্দ দাস। যথা ঐ—

"আরেক সেবক শ্রীগোকুলানন্দ দাস। সদা হরিনাম জপে, নামেতে বিশ্বাস॥"

(৯) পঞ্চকুট সেরগড়নিবাসী শ্রীগোকুল। ভক্তিরত্নাকরে আছে—

"পঞ্চকুট সেরগড়বাসী শ্রীগোকুল। পূর্ব্ববাস ঝড়ুই কবীন্দ্র ভক্তাতুল॥"

আবার অনুরাগবল্লীতে—

"শ্রীগোকুলদাস কবিরাজ প্রেমপূর। ... ...
পূর্ব্ববাড়ী তাঁর কড়ুই (ঝড়ুই) মধ্যে হয়। পঞ্চকুট সেরগড় সম্প্রতি নিলয়॥"

তথা নরোত্তমবিলাসে—

"শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ কর্ণপূর আর। কবিরাজ গোকুল বল্লভী মজুমদার॥"

(১০) দ্বিজ হরিদাসের পুত্র গোকুলানন্দ। পিতার ইচ্ছানুসারে গোকুলানন্দ এবং তাঁহার অনুজ শ্রীদাস মন্ত্র-গ্রহণার্থী হইয়া শ্রীনিবাসের নিকট গমন করেন। আচার্য্য প্রভু ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রথমে শাস্ত্রাদি অধ্যাপনা করাইয়া, তৎপরে দীক্ষা প্রদান করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস তাঁহার একটি পদে দ্বিজ হরিদাস ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। যথা—

"গৌরাঙ্গচাঁদের প্রিয় পরিকর দ্বিজ হরিদাস নাম। কীর্ত্তনবিলাসী প্রেমসুধারাশি যুগল-রসের ধাম॥
তাঁহার নন্দন প্রভু দুহুঁ জন শ্রীদাস গোকুলানন্দ। প্রেমের মূরতি যুগল পিরীতি আরতি রসের কন্দ॥
গোরাগুণময় সদয় হৃদয় প্রেমময় শ্রীনিবাস। আচার্য্য ঠাকুর খেয়াতি যাঁহার দুঁহে রহে তাঁর পাশ॥
পিতৃ অনুমতি জানিয়া এ দুঁহু হইলা তাঁহার শাখা। শাখা গণনাতে প্রভুর সহিতে অভেদ করিয়া লেখা॥
গৌরাঙ্গচাঁদের প্রিয় অনুচর জয় দ্বিজ হরিদাস। জয় জয় মোর আচার্য্য ঠাকুর খ্যাতি—নাম শ্রীনিবাস॥
জয় জয় মোর শ্রীদাস ঠাকুর জয় শ্রীগোকুলানন্দ। করুণা করিয়া লেহ উদ্ধারিয়া অধম পতিত মন্দ॥
ইহা সবাকার বংশ পরিবার যতেক ঠাকুরগণ। সবার চরণে রতি মতি মাঙ্গে বৈষ্ণবদাসের মন॥"

বৈষ্ণবদাসের পরম সুহৃদ্ ও অভিন্নহৃদয় উদ্ধবদাসের একটি পদে আছে,—

"জয় রে জয় রে, শ্রীনিবাস নরোত্তম, রামচন্দ্র শ্রীগোবিন্দদাস।
জয় শ্রীগোবিন্দ-গতি, অগতি জনার গতি, প্রেমমূরতি পরকাশ॥
শ্রীদাস গোকুলানন্দ, চক্রবর্ত্তী শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরামচরণ শ্রীল ব্যাস।
শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী, কবিরাজ নৃসিংহ খ্যাতি, কর্ণপূর শ্রীবল্লবী দাস॥" ইত্যাদি

উদ্ধবদাসের এই পদটি হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীআচার্য্য প্রভুর শাখার মধ্যে যাঁহাদিগের স্থান সর্ব্বোচ্চ, গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস তাঁহাদিগের অন্যতম। নরহরিদাস একটি পদেও শ্রীদাস ও গোকুল চক্রবর্ত্তী (গোকুলানন্দ) ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীশ্রীদাস রসিক জন জীবন দীনবন্ধু-যশ বিশদ বিথার।
গোকুল চক্র-বর্ত্তী গুণসাগর কি কহব জগ ভরি মহিমা প্রকাশ॥"

আবার প্রেমবিলাসে আছে,—

"কাঞ্চনগড়িয়াবাসী হরিদাসাচার্য্য। শ্রীমহাপ্রভুর শাখা সর্ব্বগুণে বর্য্য॥
তাঁর পুত্র গোকুলানন্দ আর শ্রীদাস। শ্রীনিবাসাচার্য্য স্থানে কৈলা বিদ্যাভ্যাস॥
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুলানন্দ কনিষ্ঠ শ্রীদাস। পিতৃ আজ্ঞায় দীক্ষা নিলা শ্রীনিবাস পাশ॥
আচার্য্যের এ শাখাদ্বয় ভক্তিরসময়। যাঁহারে দেখিলে পাষণ্ডীর লাগে ভয়॥"

অনুরাগবল্লীতে—

"কাঞ্চনগড়িয়া মধ্যে শ্রীগোকুলদাস। তাঁহার কনিষ্ঠ ভাই ঠাকুর শ্রীদাস॥"

এখানে গোকুলানন্দের পরিবর্ত্তে গোকুলদাস লিখিত হইয়াছে। আবার কর্ণানন্দে আছে,—

"তবে প্রভু কাঞ্চনগড়িয়া প্রতি দয়া। শ্রীদাস ঠাকুরে দয়া করিলা আসিয়া॥
তিঁহো মহাভাগবত পরমপণ্ডিত। প্রভুর নিকটে যার সদা ছিল স্থিত॥
তথায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুলদাস। ঠাকুর করিলা কৃপা পরম উল্লাস॥
মস্তকে বহিয়া জল কৃষ্ণসেবা করে। তাঁর প্রেম-চেষ্টা কেহো বুঝিতে না পারে॥"

পুনরায় নরোত্তমবিলাসে—

"দ্বিজ হরিদাস প্রভু-পার্ষদপ্রধান। শ্রীদাস গোকুলানন্দ দুই পুত্র তান॥
দুই ভাই শিষ্য হৈলা পিতার নিদেশে। পরম পণ্ডিত—মত্ত সংকীর্ত্তনরসে॥"

আবার—"কেহ শ্রীনিবাসে কোলে করিয়া কান্দয়ে। কেহ নরোত্তমে বার বার আলিঙ্গয়ে॥
কেহ না ছাড়য়ে রামচন্দ্রে করি কোলে। কেহ শ্রীগোকুলানন্দে সিঞ্চে নেত্রজলে॥
কেহ বাহু পসারিয়া ধরয়ে শ্রীদাসে। কেহ শ্যামানন্দে বাৎসল্য প্রকাশে॥
কেহ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মুখ চাঞা। আলিঙ্গিতে নেত্রধারা বহে বুক বাঞা॥"

অন্যত্র—"নরোত্তম রামচন্দ্র শ্রীগোকুলানন্দ। শ্রীদাস শ্রীশ্যামানন্দ গোকুল গোবিন্দ॥
শ্রীরসিকানন্দ দেবীদাসাদি সকলে। মূর্চ্ছাপন্ন হই পড়ি আছেন ভূতলে॥
সর্ব্ব মহান্তের চেষ্টা মতে এ সবার। হইল চেতন—ধৈর্য্য নারে ধরিবার॥"

উপরের উদ্ধৃত পদ ও কবিতাগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজে গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসের স্থান অতি উচ্চে ছিল। তাঁহারা আচার্য্য প্রভুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ এবং ভজন সাধনেও উচ্চাধিকারী হইয়াছিলেন।

সতীশবাবু উদ্ধবদাসের একটি পদের—

"শ্রীদাস গোকুলানন্দ, চক্রবর্ত্তী শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরামচরণ শ্রীল ব্যাস।
শ্রীগোপীরমণ নাম, ভগবান্ গোকুলাখ্যান, ভক্তিগ্রন্থ কৈলা পরকাশ॥"

এই চরণদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, "ইত্যাদি বর্ণনায় 'গোকুলানন্দ দাস' ও 'গোকুল' আখ্যান-বিশিষ্ট ভক্তিগ্রন্থের রচয়িতা গোকুলের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহারা কিন্তু বৈষ্ণবদাস বা গোকুলানন্দ সেন হইতে পৃথক্ ও প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজন বলিয়াই মনে হয়।" তৎপরে সতীশ বাবু লিখিয়াছেন,—"এই পদে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরের শাখাভুক্ত প্রধান প্রধান কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব মহাজনের নাম ব্যতীত অন্যের নামোল্লেখ করেন নাই; সুতরাং এখানে 'শ্রীদাসগোকুল' বা 'গোকুলাখ্যান' শব্দের দ্বারা তিনি যে তাঁহার বন্ধু পদকর্ত্তা বৈষ্ণবদাসকে বুঝাইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। উদ্ধবদাসের উল্লিখিত এই গোকুল-দ্বয় কে, তাহাও জানিতে পারা যায় নাই।"

সতীশবাবু ঠিকই বলিয়াছেন যে, উদ্ধবদাস পূর্ব্বোদ্ধৃত পদে কেবলমাত্র শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরের শাখাভুক্ত প্রধান প্রধান কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব-মহাজনের নামই উল্লেখ করিয়াছেন, অপর কাহারও নাম করেন নাই। তাহা হইলে এই পদে যে শ্রীদাস গোকুলানন্দ ও ভক্তিগ্রন্থরচয়িতা গোকুলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারাও যে শ্রীনিবাস কিংবা নরোত্তমের শিষ্য বা শাখাভুক্ত, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং তাঁহারা বৈষ্ণবদাস বা গোকুলানন্দ সেন (যিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য হইতে পৃথক্) এ কথা 'অনুমান' করিবার কারণ কি উপস্থিত হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

সতীশবাবুর আর একটী কথায় আমরা আরও বিস্মিত হইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, "উদ্ধবদাসের উল্লিখিত এই গোকুল-দ্বয় কে, তাহাও জানিতে পারা যায় নাই।" প্রথমতঃ এই 'গোকুল-দ্বয়ে'র নাম যখন শ্রীনিবাসশাখাবর্ণনায় রহিয়াছে, তখন তাঁহারা যে শ্রীনিবাসের শিষ্য, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? তবে 'ভগবান্ গোকুলাখ্যান' যেমন শ্রীনিবাসের শাখায় আছে, সেইরূপ 'ভগবান্ শ্রীগোকুলে'র নাম নরোত্তমের শাখায়ও রহিয়াছে। ইহাতে ইহাই মনে হয় যে, ইঁহারা একই ব্যক্তি এবং শ্রীনিবাস ও নরোত্তম, এই উভয়েরই শাখাভুক্ত।

আর একটী কথা। সতীশ বাবু 'শ্রীদাস গোকুলানন্দ' এক ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তিনি যদি ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, কর্ণানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং বৈষ্ণবদাস, উদ্ধবদাস, নরহরিদাস প্রভৃতি বিখ্যাত পদকর্ত্তৃগণের রচিত বৈষ্ণব মহাজনদিগের বন্দনার পদগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন, তাহা হইলে এই সমস্যা তিনি সহজেই সমাধান করিতে পারিতেন। কারণ, শ্রীদাস গোকুলানন্দ যে এক ব্যক্তি নহেন—গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস নামধারী দুই ভ্রাতা এবং তাঁহারা দ্বিজ হরিদাসের পুত্র ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য—এই সংবাদ বৈষ্ণব-সাহিত্য-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

"কর্ণানন্দ' গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শাখাভুক্ত ষট্ চক্রবর্ত্তী এবং অষ্ট কবিরাজ সম্বন্ধে একটী সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহার মধ্যে শ্রীদাস গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তিদ্বয়ের এবং ভগবান্ গোকুল কবিরাজদ্বয়ের বর্ণনা আছে। যথা:—

"শ্রীদাস-গোকুলানন্দৌ শ্যামদাসস্তথৈব চ। শ্রীব্যাসঃ শ্রীলগোবিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথা॥
ষট্ চক্রবর্ত্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থানুশীলনাঃ। নিস্তারিতাখিলজনাঃ কৃতবৈষ্ণবসেবনাঃ॥ ৬॥

পুনশ্চ—শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ কর্ণপূর নৃসিংহকাঃ। ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণগোকুলৌ ॥
কবিরাজ ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে। উদ্দামভক্তিসদ্ধর্মমালাদান-বিচক্ষণাঃ ॥ ৮ ॥

এখানে 'শ্রীদাস-গোকুলানন্দৌ' আছে। সুতরাং শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ যে দুই ব্যক্তি, আর 'ভগবান্…গোকুল'ও যে দুই জন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য যদুনন্দনদাস তাঁহার রচিত 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থে উল্লিখিত শ্লোকের বঙ্গভাষায় যে পদ্যানুবাদ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। (১) যথা—

চক্রবর্ত্তি-শ্রেষ্ঠ যিঁহো শ্রীগোবিন্দ নাম। কি কহিব তাঁর কথা সব অনুপাম ॥
কায়মনোবাক্যেতে প্রভু করে সেবা। প্রভুপদ বিনা যিঁহো না জানে দেবী দেবা ॥ ১ ॥
প্রভুর শ্যালক দুই কহি তাহা শুন। পরম বিদগ্ধ দুঁহো ভজননিপুণ ॥
জ্যেষ্ঠ শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী ঠাকুর। বড়ই প্রসিদ্ধ যিঁহো রসেতে প্রচুর ॥ ২ ॥
রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কনিষ্ঠ। যাঁহার ভজন দেখি প্রভু হৈলা তুষ্ট ॥ ৩ ॥
তবে কহি শুন এবে চক্রবর্ত্তী ব্যাস। সদাই আনন্দে রহে বিষ্ণুপুরে বাস ॥ ৪ ॥
আর কহি চক্রবর্ত্তী রামকৃষ্ণ ঠাকুর। সদাই আনন্দময় চরিত্র মধুর ॥ ৫ ॥
তবে কহি চক্রবর্ত্তী শ্রীগোকুলানন্দ। বৈষ্ণবসেবাতে যিঁহো রহেন স্বচ্ছন্দ ॥ ৬ ॥
পুনরায়—কবিরাজের জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ। ব্যক্ত হৈয়া আছেন যিঁহো জগতের মাঝ ॥ ১ ॥
তাঁহার অনুজ শ্রীকবিরাজ গোবিন্দ। যাঁহার চরিত্রে দেখ জগৎ আনন্দ ॥ ২ ॥
তবে শ্রীকর্ণপূর কবিরাজ ঠাকুর। বর্ণিয়াছেন প্রভুর গুণ করিয়া প্রচুর ॥ ৩ ॥
তবে কহি শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ ঠাকুর। ভজন প্রবল যাঁর চরিত্র মধুর ॥ ৪ ॥
ভগবান্ কবিরাজ মধুর আশয়। প্রভুপদ বিনু যিঁহো অন্য না জানয় ॥ ৫ ॥
বল্লবীদাস কবিরাজ বড় শুদ্ধচিত্ত। প্রভুপদে সেবা বিনু নাহি অন্য কৃত্য ॥ ৬ ॥
তবে শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ-ঠাকুর। বড়ই আনন্দময় গুণের প্রচুর ॥ ৭ ॥
তবে কহি কবিরাজ শ্রীগোকুলানন্দ। নিরন্তর ভাবে যিঁহো প্রভুপদদ্বন্দ্ব ॥ ৮ ॥

গোপালদাস—আমরা বৈষ্ণব-সাহিত্যে ২১ জন গোপালদাসের নাম পাইয়াছি। যথা—

(১) গোপালদাস। চৈতন্যচরিতামৃতের আদি, দশমে মহাপ্রভুর উপশাখায় আছে—

"রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপালদাস।"

গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ১৫৮ শ্লোকে—

"পুরা শ্রীতারকাপালী যে স্থিতে ব্রজমণ্ডলে। তে সাম্প্রতং রামদাসশ্রীগোপালৌ প্রভোঃ প্রিয়ৌ ॥"

(২) গোপাল আচার্য্য। ইনিও মহাপ্রভুর উপশাখাভুক্ত। শ্রীনিবাস-নরোত্তমের সময়ও ইনি জীবিত ছিলেন। যথা নরোত্তমবিলাসে—"শুভানন্দ শ্রীগোপাল আচার্য্য উদার।"

(৩) গোপাল ভট্টাচার্য্য। শতানন্দ খান নামক একজন বড় বিষয়ী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ ভগবান্ আচার্য্য এবং কনিষ্ঠ গোপাল ভট্টাচার্য্য। যথা—চৈঃ চঃ, অন্ত্য, ২য় পরিচ্ছেদে—

"পুরুষোত্তমে প্রভু পাশে ভগবান্ আচার্য্য। পরম বৈষ্ণব তিঁহো সাধু মহা আর্য্য ॥

(১) ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন লিখিয়াছেন, 'কর্ণানন্দ'-প্রণেতা যদুনন্দন দাস শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য সুবলচন্দ্র ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। তাহা ঠিক নহে।

সখ্যভাবাক্রান্তচিত্ত গোপ অবতার। স্বরূপ গোসাঞি সহ সখ্য ব্যবহার॥
গোপাল ভট্টাচার্য্য নাম তাঁর ছোট ভাই। কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেল তাঁর ঠাঁই॥"

আচার্য্য ছোট ভাই গোপালকে প্রভুর কাছে লইয়া আসিলেন। তাঁহার নিতান্ত বাসনা যে, প্রভু গোপালের নিকট বেদান্ত-ভাষ্য শ্রবণ করেন। কিন্তু গোপালের কৃষ্ণভক্তি হয় নাই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া অন্তরে সুখ পাইলেন না,—মৌখিক প্রীতি জানাইয়া স্বরূপকে বলিলেন,—

"বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আসিয়াছে এখানে। সবে মেলি আইস শুনি ভাষ্য ইঁহার স্থানে॥"

ইহা শুনিয়া স্বরূপ প্রেম-ক্রোধ করিয়া বলিলেন,—

"বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে। মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরক-ভাষ্য শুনে। সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে॥
মহাভাগবত, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর। মায়াবাদ শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর॥"

ইহা শুনিয়া ভগবান্ আচার্য্য বলিলেন,—"আমাদের চিত্ত যে কৃষ্ণনিষ্ঠ, ভাষ্য কি ইহা চালাইতে পারে?" স্বরূপ বলিলেন,—"তা বটে, তথাপি সেই মায়াবাদে 'ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ নিরাকার, এই জগৎ মায়ামাত্র বা মিথ্যা, জীব বস্তুত নাই—কেবল অজ্ঞানকল্পিত এবং ঈশ্বরে মুগ্ধতারূপ অজ্ঞানই বিদ্যমান',—এই সকল বিচার আছে। এই সকল কথা শুনিলে ভক্তের প্রাণ ফাটিয়া যায়।" এই কথা শুনিয়া ভগবান্ আচার্য্য লজ্জা পাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন; শেষে গোপালকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

(৪) গোপাল চক্রবর্ত্তী। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন—এই দুই ভ্রাতা ছিলেন মুলুকের মজুমদার। গোপাল চক্রবর্ত্তী ইঁহাদের ঘরে প্রধান আরিন্দার কার্য্য করিতেন। এই মজুমদারদের পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের বাড়ীতে যবন হরিদাস কিছু কাল ধরিয়া বাস করিতেছিলেন। একদিন মজুমদার-সভায় বলরাম হরিদাসকে আনিলেন। হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম জপ করেন শুনিয়া, সভাস্থ পণ্ডিতেরা নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। যথা—চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, তৃতীয়ে—

"কেহ কহে নাম হৈতে হয় পাপ ক্ষয়। কেহ কহে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥"

হরিদাস কহিলেন,—"নামের এ দুই ফল নহে। নামের ফল,—কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে। আর তাহার আনুষঙ্গিক ফল,—মুক্তি ও পাপনাশ।" তাহার পর শ্রীলক্ষ্মীধর স্বামীর "অংহঃ সংহরদখিলং" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিয়া ইহার অর্থ করিলেন। হরিদাস বলিলেন,—"যেমন সূর্য্যোদয় হইবার আগেই অন্ধকার দূরে যায়, এবং সেই সঙ্গে চোর ও ভূত-প্রেতের ভয় থাকে না; আর সূর্য্যোদয় হইবামাত্র ধর্ম্মকর্ম্ম সবই মঙ্গলময় হয়।"

"ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদের ক্ষয়। উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে। সেই মুক্তি ভক্ত না লয়, কৃষ্ণ চাহে দিতে॥"

গোপাল পরম পণ্ডিত, তাহাতে তখন তাহার নূতন যৌবন। হরিদাসের মুখে নামাভাসে মুক্তি হয় শুনিয়া তাহার রক্ত গরম হইল; সে রোষভরে বলিয়া উঠিল—"এ ভাবকের সিদ্ধান্ত।"

"কোটী জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়। এ কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয়!"

বালকের মুখে এইরূপ অপমানসূচক বাক্য শুনিয়া সভাস্থ সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন, এবং হিরণ্য তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—

"হরিদাস ঠাকুরের তুই কৈলি অপমান। সর্ব্বনাশ হবে তোর, না হবে কল্যাণ॥"

ইহাই বলিয়া মজুমদার তখনই তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। তখন সকলে হরিদাসের চরণতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হরিদাস সহাস্তবদনে মধুরভাষে বলিলেন,—

"তোমা সভার দোষ নাহি—এ অজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তার দোষ নাহি—তার তর্কনিষ্ঠ মন॥"

এই ঘটনার পর তিন দিন গত না হইতেই সেই ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইল।

(৫) গোপালদাস। বিশ্বকোষে আছে, ইনি ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে "ভক্তিরত্নাকর" নামে একখানি বৈষ্ণব-গ্রন্থ রচনা করেন। নরহরি ঘনশ্যাম বিরচিত ভক্তিরত্নাকর হইতে ইহা স্বতন্ত্র।

(৬) সংস্কৃত চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা এক গোপালদাসের কথা বিশ্বকোষে আছে।

(৭) নর্ত্তক গোপাল। ইনি নিত্যানন্দশাখাভুক্ত। যথা—চৈঃ চঃ, আদি, একাদশে—

"নর্ত্তক গোপাল, রামভদ্র, গৌরাঙ্গদাস। নৃসিংহচৈতন্য, মীনকেতন রামদাস॥"

খেতরী মহোৎসবে নানা স্থান হইতে বহু আচার্য্য ও মহান্তগণ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নর্ত্তক গোপালও ছিলেন। যথা নরোত্তমবিলাসে,—

"বল্লভ চৈতন্যদাস ভাগবতাচার্য্য। নর্ত্তক গোপাল জিতামিশ্র বিপ্রবর্য্য॥"

আবার অন্যত্র—

"বাণীনাথ শিবানন্দ বল্লভচৈতন্য। নর্ত্তক গোপাল যাঁর নৃত্যে মহী ধন্য॥"

(৮) শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী। ইনি ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য রামকৃষ্ণ আচার্য্যের শাখাভুক্ত। যথা নরোত্তমবিলাসে—

"রামকৃষ্ণাচার্য্য শাখা বহু শিষ্য তাঁর। কহি কিছু—বিস্তারিয়া নারি বর্ণিবার॥
কুমারপুরেতে শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী। সকল লোকেতে যাঁর গায় গুণ-কীর্ত্তি॥"

(৯) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত "রসমঞ্জরী" গ্রন্থের রচয়িতা রামগোপাল দাস, মহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্ত শ্রীখণ্ডবাসী চক্রপাণি চৌধুরীর বৃদ্ধপ্রপৌত্র। ১৫৬৫ শকে রামগোপাল দাস "রসমঞ্জরী" রচনা করেন। তিনি "গোপালদাস" ভণিতা দিয়া পদ রচনা করেন।

(১০) "গোপাল ভট্ট" ভণিতাযুক্ত দুইটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ পদদ্বয়ের সহিত "গোপালদাস" ভণিতার একটি পদের ভাষা-সাদৃশ্য স্পষ্ট লক্ষিত হয় বলিয়া, সতীশবাবু ঐ পদটি গোপাল ভট্টের রচিত বলিয়া অনুমান করেন।

(১১) গোপালদাস গোসাঞি। বীরচন্দ্র একবার বৃন্দাবনে গমন করেন। তিনি মথুরায় উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া, বৃন্দাবন হইতে গোস্বামী ও মহান্তগণের মধ্যে যাঁহারা অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে লইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম ভক্তিরত্নাকরে পয়ার ছন্দে লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আছে—

"গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি শিষ্য বর্য্য। গোবিন্দের অধিকারী শ্রীঅনন্তাচার্য্য॥
তাঁর শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত গোসাঞি। গোবিন্দাধিকারী—গুণ কহি অন্ত নাই॥
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য আর। গোসাঞি গোপাল দাসাধিক অধিকার॥
শ্রীগোপীনাথাধিকারী শ্রীমধু পণ্ডিত। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এ বিদিত॥
শ্রীমধু পণ্ডিতের সতীর্থ ভবানন্দ। গোপীনাথ সেবায়ে যাঁহার মহানন্দ॥
হরিদাস গোপাল শ্রীভবানন্দাদয়। গোবিন্দাধিকারী সবে আনন্দে চলয়॥"

এখানে আমরা পাইলাম, গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ও শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহের অধিকারী এক "গোপালদাস গোসাঞি।"

(১২) শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র "শ্রীগোপাল।"

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শাখা ও উপশাখার মধ্যে কয়েক জন "গোপালদাস"এর নাম পাইতেছি। ইঁহাদের মধ্যে "গোপালদাস ঠাকুর" তিন জন আছেন। যথা—

(১৩) কর্ণানন্দে আছে—

"তথা বর্ণবিপ্র প্রতি অতি শুদ্ধ দয়া। তাহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া॥
নাম শ্রীগোপালদাস—তারে কৃপা কৈলা। নিজ জাতি উদ্ধারিতে তারে আজ্ঞা দিলা॥

ইঁহার বাড়ী কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে। কারণ, উল্লিখিত চরণদ্বয়ের পরেই আছে—

"কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে প্রভুর ভক্তগণ। একেক লক্ষ হরিনাম করেন নিয়ম॥
সবেই প্রভুর প্রাণ—সবার প্রাণ প্রভু। অতি প্রিয় স্থান সেই না ছাড়য়ে কভু॥
গোপালদাস ঠাকুরের শিষ্য মহাশয়। শ্রীগোপীমোহন দাস, মির্জাপুরালয়॥"

অনুরাগবল্লীতেও আছে—"শ্রীগোপালদাস কাঞ্চনগড়িয়া নিলয়।"

আবার কর্ণানন্দে—

(১৪) "শ্রীগোপালদাস ঠাকুর প্রভুর এক শাখা। প্রভুর পরম প্রিয়—গুণের নাহি লেখা॥
বুধইপাড়াতে বাড়ী—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনীয়া। যাঁহার কীর্ত্তনে যায় পাষাণ গলিয়া॥"

প্রেমবিলাসে—

"বুধইপাড়াতে বাড়ী গোপালদাস ঠাকুর। আচার্য্যের শিষ্য—কৃষ্ণকীর্ত্তনেতে শূর॥"

পুনরায় কর্ণানন্দে—

(১৫) "তবে শ্রীগোপালদাস ঠাকুরে দয়া কৈলা। প্রভুকৃপা পাঞা যিঁহো ধন্য অতি হৈলা॥"

অনুরাগবল্লীতে আর এক গোপালদাস ঠাকুরের নাম আছে; ইনি উল্লিখিত তিন জনের কেহ, কিংবা ভিন্ন ব্যক্তি, তাহা জানা যায় নাই।

(১৬) গোপাল চক্রবর্ত্তী। ইনি আচার্য্য প্রভুর শ্বশুরদ্বয়ের মধ্যে একজন। যথা কর্ণানন্দে—

"প্রভুর শ্বশুর দুই অতি বিচক্ষণ। দোঁহার চরিত্র কিছু না যায় বর্ণন॥
দুঁহে অতি শুদ্ধাচার নিরমল তনু। মহাপ্রভুর পদ-ধ্যান নাহি ইহা বিনু॥
শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রভুর প্রিয় ভৃত্য। অবিশ্রান্ত ঝরে আঁখি কীর্ত্তনে করে নৃত্য॥
আর শ্বশুর শ্রীরঘুনন্দন চক্রবর্ত্তী। প্রভুকৃপা পাঞা যিঁহো হৈলা কৃতকীর্ত্তি॥"

ইঁহারা উভয়েই আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। আবার প্রেমবিলাসে—

"ঈশ্বরীর পিতা—নাম শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী। আচার্য্যের শ্বশুর যাঁর সর্ব্বত্র সুকীর্ত্তি॥"

(১৭) গোপালদাস কবিরাজ। ইনি আচার্য্য প্রভুর শিষ্য বল্লবীকবিপতির মধ্যম ভ্রাতা। নিজেও প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। যথা কর্ণানন্দে—

"শ্রীবল্লবী কবিরাজের দুই সহোদর। প্রভুপদে নিষ্ঠা যাঁর বড়ই তৎপর॥
জ্যেষ্ঠ শ্রীরামদাস কবিরাজ ঠাকুর। হরিনামে রত সদা কৃষ্ণপ্রেমপূর॥
তাহাঁর অনুজ কবিরাজ গোপালদাস। বৈষ্ণব সেবাতে যাঁর বড়ই বিশ্বাস॥"

পুনশ্চ—"তথাতে করিলা দয়া বল্লবীকবিপতি। পদাশ্রয় পাঞা যিহোঁ হইলা সুকৃতি॥
তার জ্যেষ্ঠ সহোদর দুই মহাশয়। জ্যেষ্ঠ রামদাস প্রতি হইলা সদয়॥
মধ্যম গোপালদাস প্রতি কৃপা কৈলা। তিন সহোদরে প্রভুর বড় দয়া হৈলা॥"

তথা প্রেমবিলাসে—

"রামদাস, গোপালদাস, বল্লবীকবিপতি। আচার্য্যের শিষ্য তিন—বুদ্ধে বৃহস্পতি॥"

(১৮) রাধাকুণ্ডবাসী গোপালদাস। যথা প্রেমবিলাসে—

"শ্রীগোবিন্দরাম, আর শ্রীগোপাল দাস। আচার্য্য প্রভুর শাখা শ্রীকুণ্ডেতে বাস॥"

(১৯) গোপালদাস বৈদ্য। যথা কর্ণানন্দে—

"বনমালী দাসের পিতা শ্রীগোপালদাস। প্রভুর সেবক হয় অতি শুদ্ধভাষ॥"

(২০) বনবিষ্ণুপুরের গোপালদাস। বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর, রাণী, রাজপুত্র ধাড়ীহাম্বীর শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর মন্ত্রশিষ্য। শ্রীজীব গোস্বামী এই সুসংবাদ পাইয়া রাজার নাম 'চৈতন্যদাস' ও রাজপুত্রের নাম 'গোপালদাস' রাখিলেন। যথা কর্ণানন্দে—

"রাজার পরমার্থ শুনি শ্রীজীব গোসাঞি। নাম শ্রীগোপালদাস থুইলা তথায়॥"

(২১) গোপাল মণ্ডল। যথা কর্ণানন্দে—

"তবে প্রভু কৃপা কৈলা গোপাল মণ্ডলে। প্রভুপদে নিষ্ঠা যার অতি নিরমলে॥"

তথা অনুরাগবল্লী—

"নারায়ণ মণ্ডল ভ্রাতা শ্রীগোপাল মণ্ডল। প্রভুর করুণাপাত্র—ভজন প্রবল॥"

গোপীকান্ত—এই নামে দুই জনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

(১) রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য হরিচরণ আচার্য্যের পুত্র গোপীকান্ত। ইনি পিতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন, এবং পিতার ন্যায় কবি ও পদকর্ত্তা ছিলেন।

(২) মহাপ্রভুর উপশাখায় এক গোপীকান্তের নাম আছে। যথা চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, দশমে—

"শ্রীনিধি শ্রীগোপীকান্ত বিপ্র ভগবান্।"

গৌরপদতরঙ্গিণীতে গোপীকান্ত-ভণিতাযুক্ত দুইটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার একটী পদে পদকর্ত্তা শ্রীনিবাস আচার্য্যের চরিত্র আস্বাদন করিয়াছেন। হরিচরণ আচার্য্যের পুত্রই ইহার রচয়িতা বলিয়া কাহারও কাহারও ধারণা।

গোবর্দ্ধন দাস—জগদ্বন্ধু বাবু 'গোবর্দ্ধন দাস' নামে চারি জনের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। যথা—(১) রঘুনাথ দাসের পিতা গোবর্দ্ধন দাস। (২) জয়পুরের গোকুলচন্দ্র বিগ্রহের প্রধান কীর্ত্তনিয়া ও পদকর্ত্তা। ইনি ১৭০০ শকের লোক বলিয়া বিখ্যাত। (৩) নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য কবি গোবর্দ্ধন দাস। ইহাঁর সম্বন্ধে প্রেমবিলাস বলেন, "গোবর্দ্ধন ভাণ্ডারী শাখা সর্ব্বত্র বিদিত। মহাশয় করে তারে অতিশয় প্রীত॥" আবার নরোত্তমবিলাস গ্রন্থ বলেন, "জয় শ্রীভাণ্ডারী গোবর্দ্ধন ভাগ্যবান্। যেঁহ সর্ব্বমতে কার্য্য করে সমাধান॥" (৪) রসিকমঙ্গল পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এক গোবর্দ্ধন দাস শ্রীমৎ শ্যামানন্দ পরিবারভুক্ত ছিলেন।

সতীশ বাবু বলিয়াছেন, "অনুসন্ধান করিলে এরূপ আরও অনেক গোবর্দ্ধনের উল্লেখ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উহা হইতে তাঁহাদিগের মধ্যে কে কে পদ রচনা করিয়াছেন, নিশ্চিত বলা যায় না।" তৎপরে

তিনি বলিয়াছেন,—"(১) রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা গোবর্দ্ধন বাঙ্গালার নবাবের একজন পরাক্রান্ত ইজারদার ছিলেন। তাঁহার বার্ষিক আয় বার লক্ষ টাকা ছিল বলিয়া জানা যায়। তিনি যে একজন বৈষ্ণব-কবি ছিলেন, কোথাও এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না ; নতুবা অন্ততঃ জগদ্বিখ্যাত পুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সংশ্রবে কোন না কোন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পিতা গোবর্দ্ধনের কবিত্ব-খ্যাতির উল্লেখ করিয়া যাওয়া একান্ত সম্ভব ছিল। (২) জয়পুরের গোবর্দ্ধন বাঙ্গালী ছিলেন কি না এবং তিনি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলীর পদ-রচনা করিয়াছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। (৩) নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য গোবর্দ্ধন সম্বন্ধে জগদ্বন্ধু বাবু 'প্রেমবিলাস' ও 'নরোত্তমবিলাস' হইতে যে দুইটী পয়ার উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা হইতে তাঁহার ভাণ্ডারের কর্ত্তৃত্বকুশলতারই পরিচয় জানা যায়। তিনি পদকর্ত্তা হইলে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে সে বিষয়ের কোনও উল্লেখ না থাকার কি কারণ আছে ? থাকিলে সে উল্লেখ কোথায় ও কিরূপ ? (৪) রসিকমঙ্গলের উল্লিখিত গোবর্দ্ধন যে পদকর্ত্তা ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।"

সতীশ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিকই বটে ; তবে প্রচলিত একটা কথা আছে—"ঠক বাছিতে গাঁ উজাড়"। পদকর্ত্তৃদিগের সম্বন্ধে এই কথা অনেকটা খাটে। পদকল্পতরু ও গৌরপদতরঙ্গিণীতে যে সকল পদকর্ত্তার নাম পাওয়া যায়, ইহাঁদের মধ্যে কত জনের পরিচয় বৈষ্ণব-গ্রন্থে পাওয়া যায় ? জগদ্বন্ধু বাবু ও অচ্যুত বাবু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যে কয়েক জন পদকর্ত্তার অল্প-বিস্তর জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন, সতীশ বাবু তদতিরিক্ত এবং তাহার অনুপাতে অতি সামান্য কবি-জীবনী উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন ;—এত সামান্য যে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। অনেক স্থলে তিনি গৌরপদতরঙ্গিণী হইতে জগদ্বন্ধু বাবুর লিখিত বিষয়গুলি আমূল উদ্ধৃত করিয়া, জগদ্বন্ধু বাবুর দোষ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু শেষে নিজেই সেইগুলি মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। আমাদিগের মনে হয়, জগদ্বন্ধু বাবু যে ভাবে পদকর্ত্তৃগণের নামের অনুরূপ নামীয় ব্যক্তিদিগের নাম ও পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে পরবর্ত্তী অনুসন্ধিৎসু পাঠকদিগের পরিশ্রম অনেকটা লাঘব হইবে।

(১) রঘুনাথ দাসের পিতা গোবর্দ্ধন দাসের 'কবিত্ব-খ্যাতি' হয় ত ছিল না, কিন্তু তাহাই বলিয়া তিনি যে ২।৪টী পদ রচনা করেন নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? রঘুনাথ দাসের ন্যায় পুত্রের পিতা হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের দিকে তাঁহার আকৃষ্ট হওয়া অনেকটা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ যবন হরিদাস, গোবর্দ্ধনের পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের বাটীতে কিছু কাল বাস করেন। সেই সময় তাহার সহিত গোবর্দ্ধনের অনেক বার ইষ্টগোষ্ঠী হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহার ফলে হরিদাসের প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল, তাহা একটি ঘটনা দ্বারা বেশ বুঝা যায়। গোবর্দ্ধনের প্রধান আরিন্দার গোপাল চক্রবর্ত্তী যবন হরিদাসের প্রতি যখন অশ্রদ্ধাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন, গোবর্দ্ধনের মনে তাহা এরূপ আঘাত দিয়াছিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ গোপালকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাঁহার সভা হইতে তাহাকে বিতাড়িত করিলেন। নরোত্তমের পিতা, পিতৃব্য ও পিতৃব্য-তনয়ের নামও এই সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(২) জয়পুরের গোবর্দ্ধন বাঙ্গালী ছিলেন কি না এবং তিনি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী পদ রচনা করিয়াছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের অভাব—এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু আমরা জানিতে চাই, সতীশবাবু যে "গুপ্ত দাস"-ভণিতাযুক্ত পদটীর রচয়িতা মুরারি গুপ্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, এ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ প্রমাণ কি পাইয়াছেন ? বিশেষতঃ বেঙ্কটেশ্বরবাসী গোপাল ভট্ট গোস্বামীর পক্ষে খাঁটি বা ভাঙ্গা ব্রজবুলীর পদ রচনা করা যদি সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা হইলে জয়পুরের গোবর্দ্ধন যদি বাঙ্গালী নাই হন, তাহা হইলেও বাঙ্গালা পদ রচনা করা তাঁহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইবারও কোন হেতু দেখা যায় না।

সে সময় বৃন্দাবনের ন্যায় জয়পুরও বাঙ্গালীতে পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং স্থানীয় লোকেরা, বিশেষতঃ ঠাকুরের সেবাইতেরা, সদাসর্ব্বদা বাঙ্গালীর সহিত মেলামেশা করিয়া ও কথাবার্ত্তা বলিয়া বাঙ্গালা ভাষা অনেকটা আয়ত্তাধীন করিতে পারিতেন। এই গোবর্দ্ধন কীর্ত্তনীয়া ও পদকর্ত্তাও ছিলেন।

(৩) নরোত্তমের শিষ্য গোবর্দ্ধনকে জগদ্বন্ধু বাবু 'কবি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাতেই মনে হয়, তিনি কবিতা লিখিতেন। তাঁহার দোষের মধ্যে তিনি ভাণ্ডারীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু ভাণ্ডারীর কাজ করিলে কবিতা লেখা যায় না, সতীশ বাবুর কি তাহাই বিশ্বাস?

জগদ্বন্ধু বাবু বিশেষ যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া ন্যূনাধিক ৮০জন পদকর্ত্তার পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। সতীশ বাবু পদকল্পতরুর ভূমিকা লিখিতে বসিয়া জগদ্বন্ধু বাবুর লেখায় অনেক ভুল বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং কোন কোন স্থানে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই, যেখানে জগদ্বন্ধু বাবুর ভুল ধারণা সতীশ বাবু নির্ভুল বলিয়াই মানিয়া লইয়াছেন। একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজের পরিচয় লিখিতে যাইয়া জগদ্বন্ধু বাবু কতকগুলি ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা যে হাস্যাস্পদ, আমাদিগের লিখিত "গোবিন্দ কবিরাজ" শীর্ষক প্রস্তাব পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। কিন্তু সতীশ বাবু লিখিয়াছেন, "জগদ্বন্ধু বাবুর এই সকল অনুমিতির অনেক কথা শুধু কল্পনামূলক হইলেও, এইরূপ কল্পনা ব্যতীত কোনও 'তত্ত্বজ্ঞ', 'ভক্ত' ও 'বৈষ্ণব' যে পূর্ব্বোদ্ধৃত বৈষ্ণবগ্রন্থের আপাত-বিরুদ্ধ উক্তিগুলির ইহা অপেক্ষা সুমীমাংসা করিতে পারিবেন, এরূপ মনে হয় না। তিনি এ সম্বন্ধে যে ধীরতা ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, উহা নিতান্ত প্রশংসনীয়।"

গোবিন্দ—বৈষ্ণবদিগের মধ্যে 'গোবিন্দ' নামের অভাব নাই। ইহাঁদের কয়েক জনের নাম নিম্নে দিতেছি—

(১) নিত্যানন্দের শাখাভুক্ত গোবিন্দ কবিরাজ। যথা, চৈতন্যচরিতামৃতের আদির একাদশ পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণনায় আছে,—

"কংসারি সেন, রাম সেন, রামচন্দ্র কবিরাজ। গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ, তিন কবিরাজ॥

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত চৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে উল্লিখিত রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজকে খণ্ডবাসী চিরঞ্জীবের ও সুনন্দার পুত্র এবং শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। তাঁহারা ভিন্ন ব্যক্তি। চিরঞ্জীব সেনের পুত্র গোবিন্দ কবিরাজের কথা পরে বলা হইবে।

(২) গোবিন্দ গোসাঞি। ঈশ্বর পুরীর শিষ্য পণ্ডিত কাশীশ্বর গোস্বামী মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করেন। সেখানে যে কয়েক জনকে তিনি মন্ত্রশিষ্য করেন, গোবিন্দ আচার্য্য তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। ইনি বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দবিগ্রহের সেবাইত ছিলেন। যথা, চৈতন্যচরিতামৃত, আদির অষ্টম পরিচ্ছেদে,—

"কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞি। গোবিন্দের প্রিয় সেবক তাঁর সম নাই॥"

ম্লেচ্ছ-ভয়ে শ্রীগোপালকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত হইতে আনিয়া এক মাসের জন্য মথুরা নগরে বিট্‌ঠলেশ্বরের মন্দিরে রাখা হয়। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে সাক্ষাৎ ভগবৎমূর্ত্তি ভাবিয়া রূপ সনাতন এই পর্ব্বতে উঠিতেন না, কাজেই শ্রীগোপালমূর্ত্তি দর্শন ভাগ্য তাঁহাদিগের ঘটে নাই। যথা, চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৮শ পরিচ্ছেদে,—

"পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপসনাতন। এইরূপে তাঁ-সবারে দিয়াছেন দর্শন॥"

সনাতনের ভাগ্যক্রমে শ্রীগোপালের দর্শন লাভ হইয়াছিল। তাঁহার অপ্রকটের পরে বৃদ্ধ রূপ গোসাঞি

শ্রীগোপালকে দর্শন করিবার জন্ম বৃন্দাবনের গোস্বামী মহান্ত প্রভৃতি সহ মথুরায় গমন করেন। সেই সঙ্গে গোবিন্দ গোসাঞিও গিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর শাখাভুক্ত কয়েক জন গোবিন্দ ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া ছিলেন তিন জন—গোবিন্দানন্দ, গোবিন্দ দত্ত ও গোবিন্দ ঘোষ। ইহাঁদিগের মধ্যে (৩) গোবিন্দানন্দ ও (৪) গোবিন্দ দত্ত—সর্ব্বদা একত্রে থাকিতেন। চৈতন্যচরিতামৃত, আদির দশমে মহাপ্রভুর শাখাবর্ণনায় আছে—

"প্রভু-প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি—শ্রীগোবিন্দ দত্ত॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর হইতে নদীয়ায় যখন কীর্ত্তনের রোল উঠিল, তখন হইতেই চৈতন্য-ভাগবতে সংকীর্ত্তনের বর্ণনায় 'গোবিন্দ' ও 'গোবিন্দানন্দ' নামদ্বয় একত্রে পাওয়া যায়। এই সকল স্থানে সম্ভবতঃ কবিতার অক্ষর, ছন্দ ও যতির মিল রাখিবার জন্য গোবিন্দ দত্তের পরিবর্ত্তে শুধু 'গোবিন্দ' উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ দত্ত ব্যতীত মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত ও বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া আর একজন মাত্র গোবিন্দ ছিলেন; তিনি বাসুদেব ও মাধবের ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ। তাঁহার নাম চৈতন্যভাগবতে সকল স্থলেই বাসুদেব ও মাধবের সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে।

"শ্রীবাসমন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন" এবং "কোন দিন হয় চন্দ্রশেখর ভবন।" এই সকল কীর্ত্তনে অন্যান্য ভক্তদিগের মধ্যে "গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সকল তথাই।" এখানে 'গোবিন্দ' গোবিন্দ ঘোষের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইলে তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার নাম এখানে থাকিত।

জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সদলে গঙ্গাস্নান করিতে যান। ইহাদের ন্যায় পাতকী উদ্ধার করিয়া মহাপ্রভু মহানন্দে ভক্তদিগকে লইয়া জলক্রীড়া আরম্ভ করেন। এই ভক্তদিগের মধ্যে—

"গোবিন্দ, শ্রীধর, কৃষ্ণানন্দ, কাশীশ্বর। জগদানন্দ, গোবিন্দানন্দ, শ্রীশুক্লাম্বর॥"

প্রভৃতি অনেকের নাম চৈতন্যভাগবতে আছে; কেবল বাসুঘোষদিগের তিন ভ্রাতার নাম নাই। সুতরাং এখানেও গোবিন্দ দত্তের স্থানে গোবিন্দ লিখিত হইয়াছে মনে হয়।

আবার কাজি-দমনের জন্য অসংখ্য নদীয়াবাসী প্রভুর বাটীর নিকট সম্মিলিত হইলেন। সেই দলে যে প্রধান ভক্তগণ ছিলেন, বৃন্দাবনদাস তাঁহাদিগের নাম চৈতন্যভাগবতে দিয়াছেন। অপর সকল ভক্তের মধ্যে—

"রামাই, গোবিন্দানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর। বাসুদেব, শ্রীগর্ভ, মুকুন্দ, শ্রীধর॥
গোবিন্দ, জগদানন্দ, নন্দন আচার্য্য। শুক্লাম্বর আদি যে যে জানে এই কার্য্য॥"

তাহার পরে সকলে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে কাজির গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অন্যান্য স্থলে—

"মুরারি, গোবিন্দ দত্ত, রামাই, মুকুন্দ। বক্রেশ্বর, বাসুদেব আদি যত বৃন্দ॥
সবেই নাচেন, প্রভু বেড়িয়া গায়েন। আনন্দে পূর্ণিত, প্রভু সংহতি যায়েন॥

উল্লিখিত পদদ্বয়ের প্রথমটিতে গোবিন্দ দত্ত স্থানে গোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। আর উভয় পদের বাসুদেব ও মুকুন্দ ভ্রাতৃদ্বয়ের উপাধি "দত্ত"। ইহার মধ্যে মাধব, গোবিন্দ ও বাসুদেব ঘোষ, এই তিন ভ্রাতার কোন উল্লেখ নাই।

তাঁহারা কাজিকে উদ্ধার করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। পথে শ্রীধরের বাড়ী—একখানা অতি জীর্ণ ভাঙ্গা ঘর মাত্র, আর দুয়ারে শত তালি দেওয়া একটা লৌহপাত্রে জল রহিয়াছে। শ্রীশচীনন্দন, জীবকে ভক্ত-প্রেম

বুঝাইবার জন্য সেই লৌহপাত্র হইতে জল পান করিতে লাগিলেন। প্রভুর কাণ্ড দেখিয়া শ্রীধর "মইলুঁ মইলুঁ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীপ্রভু বলিলেন, "আজ শ্রীধরের জলপান করিয়া আমার দেহ শুদ্ধ হইল।" ইহাই বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। তাঁহার সেই ভক্তবাৎসল্য ভাব দেখিয়া সেখানে আনন্দ-ক্রন্দনের রোল উঠিল।

"নিত্যানন্দ গদাধর পড়িল কান্দিয়া। অদ্বৈত শ্রীবাস কান্দে ভূমিতে পড়িয়া॥
এইরূপ—গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীগর্ভ শ্রীমান। কান্দে কাশীশ্বর শ্রীজগদানন্দ রাম॥"

এখানেও অবশ্য গোবিন্দ দত্তের পরিবর্ত্তে 'গোবিন্দ' বসিয়াছে।

মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর নীলাচল হইয়া দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেন এবং দুই বৎসর কাল নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। কালা কৃষ্ণদাসের নিকট তাঁহার প্রত্যাগমনের সংবাদ পাইয়া গৌড়ের ভক্তেরা রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে আগমন করিলেন। এই সঙ্গে গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ দত্ত আসিয়াছিলেন। রথযাত্রার দিনে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ রথের সম্মুখে আসিয়া সম্মিলিত হইলেন এবং তখনই ভক্তদিগকে লইয়া সাত সম্প্রদায় কীর্ত্তনের দল গঠন করিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে, মধ্য, ১৩শ—

"প্রথম সম্প্রদায়ে কৈল স্বরূপ প্রধান। আর পঞ্চ জন দিল তাঁর পালি গান॥
দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ। রাঘব পণ্ডিত, আর শ্রীগোবিদানন্দ॥

কিছু ক্ষণ এই সাত সম্প্রদায়ের কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিয়া

"আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈলা। সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিলা॥

এবং নিম্নলিখিত বাছা বাছা নয় জন লইয়া একটী দল গঠন করিলেন। যথা—

"শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ। হরিদাস গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ॥"

এখানে প্রথম গোবিন্দ, গোবিন্দ দত্তের এবং শেষের গোবিন্দ, গোবিন্দ ঘোষের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে। সুতরাং এই প্রথম যাত্রায় গৌড়ের ভক্তদিগের সঙ্গে গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ দত্তও যে আসিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

আর একবার (যথা চৈতন্যভাগবতে)—

"শ্রীরথযাত্রার আসি হইল সময়। নীলাচলে ভক্তগোষ্ঠীর হইল বিজয়॥"

কারণ— "ঈশ্বরের আজ্ঞা—'প্রতি বৎসরে বৎসরে। সবেই আসিবা রথযাত্রা দেখিবারে॥'

সুতরাং— "আচার্য্য গোসাঞি অগ্রে করি ভক্তগণ। সবে নীলাচল প্রতি করিলা গমন॥"

এই সঙ্গে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান ভক্তগণের নাম বৃন্দাবন দাস উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে, গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ দত্তের নাম আছে। যথা,—

"চলিলা গোবিন্দানন্দ আনন্দে বিহ্বল। দশ দিগ হয় যার স্মরণে নির্ম্মল॥
চলিলা গোবিন্দ দত্ত মহাহর্ষ-মনে। মূল হৈয়া যে কীর্ত্তন করে প্রভু সনে॥"

'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' গ্রন্থে ৯১ শ্লোকে আছে—"যঃ শ্রীসুগ্রীবনামাসীদ্‌গোবিন্দানন্দ এব সঃ।" অর্থাৎ "ত্রেতাযুগে যিনি সুগ্রীব ছিলেন, তিনিই গৌরলীলায় গোবিন্দানন্দ।"

'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় দেবকীনন্দন লিখিয়াছেন—

"বন্দিব সুগ্রীব মিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ। প্রভু লাগি মানসিক যাঁর সেতু-বন্ধ॥"

'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র ১১৬ শ্লোকে আছে—

"পুণ্ডরীকাক্ষকুমুদৌ খ্যাতৌ বৈকুণ্ঠমণ্ডলে।
গোবিন্দ-গরুড়াখ্যৌ তৌ জাতৌ গৌড়ে প্রভোঃ প্রিয়ৌ॥"

অর্থাৎ—"বৈকুণ্ঠমণ্ডলে যাঁহারা পুণ্ডরীকাক্ষ ও কুমুদ নামে খ্যাত ছিলেন, প্রভুর প্রিয়পাত্র সেই দুই জন গোবিন্দ ও গরুড় নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" কাহারও মতে এই গোবিন্দই গোবিন্দ দত্ত। বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে—

"গোবিন্দ গরুড় বন্দি মহিমা অপার। গৌরাঙ্গের ভক্তিদ্বারে যার অধিকার॥"

গোবিন্দ দত্তের শ্রীপাট খড়দহের দক্ষিণ সুখচর গ্রামে এখনও আছে।

(৫) *গোবিন্দ ঘোষ*—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি, ১০ম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর শাখাবর্ণনায় গোবিন্দ ঘোষের নাম পাওয়া যায়। যথা—

"গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই। যাঁ-সবার কীর্ত্তনে নাচে গৌরাঙ্গ গোসাঞি॥"

শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় তাঁহার "বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "কাটোয়ার পাঁচ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অজয়-নদীর তীরে কুলাই গ্রামে উত্তররাঢ়ীয় বংশে গোবিন্দ ঘোষের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা বল্লভ ঘোষ পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দির সন্নিকট রসোড়া গ্রামে বাস করিতেন। গোবিন্দ এবং তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়—মাধব ও বাসুদেব—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশের পরে নবদ্বীপে আসিয়া কীর্ত্তনানন্দে যোগদান করেন। ইহাঁরা তিন জনেই কীর্ত্তনীয়া ও পদকর্ত্তা ছিলেন।

নবদ্বীপে একদিন হরিবাসরে পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে "গোপাল-গোবিন্দ" কীর্ত্তনধ্বনি উঠিল।

"ঊষাকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর। যূথ যূথ হৈল যত গায়ন-সুন্দর॥"

এখানে— "লইয়া গোবিন্দ ঘোষ আর কথো জন। গৌরচন্দ্র-নৃত্যে সবে করেন কীর্ত্তন॥"

প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাগমনের সংবাদ পাইয়া গৌড়ের ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য রথযাত্রার পূর্ব্বে নীলাচলে আসিলেন। সেই সঙ্গে গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেবও আসিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র ভক্তদিগের পরিচয় জানিতে চাহিলে গোপীনাথ আচার্য্য সকলের পরিচয় করিয়া দিতেছিলেন। গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেবের পরিচয় তিনি এইরূপ দিলেন। যথা, চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, একাদশে,—

"গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ। তিন ভাই কীর্ত্তনে করে প্রভুর সন্তোষ॥"

ক্রমে রথযাত্রার দিন উপস্থিত হইল। মহাপ্রভু ভক্তদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া লইয়া সাতটী কীর্ত্তনসম্প্রদায় গঠন করিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে এক জন মূল গাইন, পাঁচ জন দোহার, দুই জন মৃদঙ্গবাদক এবং এক জন নৃত্যকারী। ইহার এক সম্প্রদায়ের মূল গাইন হইলেন গোবিন্দ ঘোষ। যথা, চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ত্রয়োদশে—

"গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল এক সম্প্রদায়। হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব যাঁহা গায়॥
মাধব, বাসুদেব আর দুই সহোদর। নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥"

অনেক ক্ষণ এই ভাবে কীর্ত্তন করিবার পর—"আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল। সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল॥" তখন শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ, হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ—এই নয় জন বাছা বাছা কীর্ত্তনীয়া লইয়া স্বরূপ সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন ধরিলেন, এবং প্রভু সেই সঙ্গে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। এখানে "মাধব গোবিন্দ" যে "মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ" তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ দত্তও ছিলেন।

ইহার পরে মহাপ্রভু যখন নিত্যানন্দকে নাম-প্রচারের জন্য গৌড়দেশে পাঠাইলেন, তখন নিত্যানন্দের অঙ্গোপাঙ্গ সকলেই তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। বাসু ঘোষ ও মাধব ঘোষও ঐ সঙ্গে গমন করেন, কিন্তু গোবিন্দ ঘোষ তখন যান নাই, তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট রহিলেন। যথা চৈঃ চঃ, আদি, দশমে—

"প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা। তাঁর সঙ্গে তিন জন প্রভু-আজ্ঞায় আইলা॥
শ্রীরামদাস, মাধব আর বাসুদেব ঘোষ। প্রভু সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ॥"

ইহার পর, যথা চৈঃ চঃ, মধ্য, ১৬শে—

"তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ। নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন॥"

তখন সকলে মিলিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট গমন করিলেন। আচার্য্যও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যদিও নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে থাকিয়া প্রেম-ভক্তি প্রচার করিবার জন্য মহাপ্রভু বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন, কিন্তু যখন সকল ভক্ত চলিলেন, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনিও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অন্যান্য ভক্তদিগের সঙ্গে ছিলেন—

"আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রামাই। বাসুদেব, মুরারি, গোবিন্দাদি তিন ভাই॥"

ইহাতে বোধ হয়, নীলাচল হইতে সাঙ্গোপাঙ্গ নিত্যানন্দ যখন গৌড়ে গমন করেন, তখন গোবিন্দ ঘোষ নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট থাকিলেও, তিনি পরে দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এখন আবার অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত তিনিও আসিতেছেন। এবার অচ্যুত-জননী, শ্রীবাস-গৃহিণী, আচার্য্যরত্নের পত্নী, শিবানন্দের স্ত্রী প্রভৃতি ঠাকুরাণীরাও চলিলেন, এবং প্রভুকে ভিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার প্রিয় নানাবিধ দ্রব্য সঙ্গে লইলেন। এবারও দেশে ফিরিবার সময় মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বলিলেন—

"প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা। গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা॥"

কাজেই নিত্যানন্দ সদলবলে গৌড়দেশে ফিরিয়া গেলেন। এই প্রকারে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর চারি বৎসর গত হইল।

"পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা। রথ দেখি না রহিলা,—গৌড়েতে চলিলা॥"

তাঁহারা চলিয়া গেলে, সার্ব্বভৌম ও রামানন্দকে সম্মত করাইয়া, বিজয়া দশমীর দিন মহাপ্রভু গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রধান প্রধান যাঁহারা সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আছে। যথা—

"প্রভু সঙ্গে পুরী গোসাঞি, স্বরূপ-দামোদর। জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর॥
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর। গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর॥
রামাই, নন্দাই আর বহু ভক্তগণ। প্রধান কহিলুঁ,—সবার কে করে গণন॥"

উপরে যে গোবিন্দের কথা বলা হইল, ইনি ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য—দ্বারপাল গোবিন্দ। ঈশ্বর পুরীর শিষ্য কাশীশ্বরের নামও এই সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর তিন জন গোবিন্দ ভক্তদিগের সহিত পূর্ব্বেই গৌড়ে গমন করিয়াছিলেন।

জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—"ইঁহার (গোবিন্দ ঘোষের) সম্পূর্ণ নাম চৈতন্যভাগবতের অন্ত্য খণ্ড, ৮ম অধ্যায় অনুসারে 'গোবিন্দানন্দ।'......আমাদের অনুমান যে সম্ভবপর, তাহার যুক্তি দেখাইতেছি। বাসুদেব, মাধব ও গোবিন্দ তিন সহোদর। তন্মধ্যে নিমাঞি-সন্ন্যাসের একটী পদে বাসু ঘোষ আপনাকে 'বাসুদেবানন্দ' বলিয়াছেন, আর নিজের নাম কেহ ভুল বলে না। চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্য খণ্ডে মাধব ঘোষকে বৃন্দাবনদাস

ঠাকুর স্পষ্টাক্ষরে 'গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয়' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং অবশিষ্ট ভ্রাতার নামের শেষে 'আনন্দ' থাকিবারই সম্ভাবনা।"

কিন্তু কবিতায়, নানা কারণে, কেবল মানুষের নাম নহে, অনেক কথা কমাইয়া বা বাড়াইয়া লিখিতে হয়। তাহাই বলিয়া উহা কাহারও 'সম্পূর্ণ নাম' বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। বাসু ঘোষের নাম যদি 'বাসুদেবানন্দ' হইত, তাহা হইলে তিনি তাঁহার অনেক পদের ভণিতায়ই 'বাসুদেব ঘোষ' না লিখিয়া 'বাসুদেবানন্দ' লিখিতে পারিতেন। তাহাতে কবিতার ছন্দ পতন হইত না। মাধবের নামে বৃন্দাবন দাস দুই স্থানে 'মাধবানন্দ' লিখিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ইহা কেবল কবিতার অক্ষর ও ছন্দ ঠিক রাখিবার জন্য। এক স্থানে আছে—

"গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয়। বাসুদেব ঘোষ অতি প্রেমরস-ময়॥"

এখানে 'মাধব ঘোষ' লিখিলে অক্ষর কমিয়া ছন্দ পতন হইত। আবার ইচ্ছা করিলে 'বাসুদেব ঘোষ' স্থানে 'বাসুদেবানন্দ' লিখিতে পারিতেন, তাহাতে কবিতায় কোন দোষ স্পর্শিত না। আবার অন্য স্থানে আছে,—

"দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ। শুনি অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ॥
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন দিব্য-ধ্বনি। শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূতমণি॥"

এখানে "মাধবানন্দ ঘোষ" স্থলে "মাধব" এবং "মাধব" স্থলে "মাধবানন্দ" লিখিলে কবিতায় দোষ হইত বলিয়াই ঐরূপ লেখা হইয়াছে। আবার আসল নাম 'মাধবানন্দ' হইলে, তিনি তাঁহার অন্ততঃ একটী পদেও 'মাধবানন্দ' লিখিতেন। এরূপ না লিখিবার কারণ কি? কবিতার মিলের জন্য বৃন্দাবন দাস কেবল মাধবের স্থানে মাধবানন্দ লেখেন নাই, মুকুন্দ দত্তের নামও এক স্থলে 'মুকুন্দানন্দ' এবং রাঘব পণ্ডিতের নাম 'রাঘবানন্দ' লিখিয়াছেন।

আবার চৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্য খণ্ডের ৮ম অধ্যায়ে আছে,—"চলিলা গোবিন্দানন্দ আনন্দে বিহ্বল।" এখানে 'গোবিন্দানন্দ' গোবিন্দ ঘোষকে বুঝাইতেছে, জগদ্বন্ধুবাবুর মনে কেন এ কথার উদয় হইল, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ দত্তের নাম বরাবর একত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, তাঁহারা সর্ব্বদা এক সঙ্গে বিচরণ করিতেন। এখানেও "চলিলা গোবিন্দানন্দ আনন্দে বিহ্বল" বলিবার পরই আছে—"চলিলা গোবিন্দ দত্ত মহাহর্ষ মনে।" কাজেই জগদ্বন্ধু বাবুর অনুমান এখানে ঠিক হয় নাই।

"বৈষ্ণবাচার-দর্পণ" গ্রন্থে আছে,—

"শ্রীগোবিন্দ ঘোষ বলি যাঁহার খেয়াতি॥
গৌরাঙ্গের শাখা অগ্রদ্বীপেতে নিবাস। শ্রীগোপীনাথ ঠাকুর যাঁহার প্রকাশ॥"

দেবকীনন্দন তাঁহার "বৈষ্ণব-বন্দনা"য় বলিয়াছেন—

"গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর বন্দোঁ সাবধানে। যাঁর নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে॥"

আবার "সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব-বন্দনা" গ্রন্থে দ্বিজ হরিদাস লিখিয়াছেন,—

"বন্দোঁ বাসু ঘোষ, সদাই সন্তোষ, গোবিন্দ যাঁহার ভাই।
যাঁহার অঙ্গনে, বিনোদ বন্দনে, নাচে গৌরাঙ্গ-নিতাই॥"

প্রচলিত প্রবাদানুসারে অগ্রদ্বীপ গোবিন্দ ঘোষের পাট এবং তত্রত্য গোপীনাথবিগ্রহ এই গোবিন্দ ঘোষের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রাচীন মাসিক শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার ৮ম বর্ষে "শ্রীপাটবিবরণ" শীর্ষক যে প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়, তাহার অজ্ঞাতনামা লেখক বলিয়াছেন,—

"অগ্রদ্বীপে শ্রীমাধব ঘোষের পাট এবং তত্রস্থ শ্রীগোপীনাথ ঐ মাধব ঘোষের স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কিন্তু আমরা যে একটী অতি প্রাচীন পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা পাঠ করিলে এই সেবা বাসুদেব ঘোষের বলিয়া প্রতীতি হয়।"

জগদ্বন্ধুবাবু উল্লিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া, তৎপরে লিখিয়াছেন,—"আমরা এই বিজ্ঞ লেখকের চরণে দণ্ডবৎ করিয়া বলিতে বাধ্য যে, তাঁহার বাক্যের প্রথমাংশ ভিত্তিশূন্য ও প্রমাণশূন্য। দ্বিতীয় অংশও প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। "প্রাচীন পদ"টী গোপীনাথ দেবের বন্দনা। উহা ১২৩৯ সালে রচিত, উহার রচয়িতার নাম ভট্ট বাঞ্ছারাম। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রবন্ধটী ১৩০৫ সালে লিখিত, সুতরাং তখন পদটির বয়স মাত্র ৬৬ বৎসর। এরূপ স্থলে পদটীকে "অতি প্রাচীন" বলা উচিত হয় নাই। আবার ভট্ট বাঞ্ছারাম একজন নগণ্য লেখক; তাঁহার লেখার উপর নির্ভর করিয়া অতি প্রামাণিক ও বৈষ্ণব-শাস্ত্র-সম্মত প্রমাণ অগ্রাহ্য করা যার পর নাই অন্যায়।"

যত দূর স্মরণ হয়, তাহাতে আমাদের ধারণা, স্বর্গীয় কালিদাস নাথ মহাশয় উল্লিখিত "শ্রীপাটবিবরণ" শীর্ষক প্রবন্ধাবলীর লেখক। তিনি তখন উক্ত পত্রিকার সংশ্রবে কার্য্য করিতেন এবং বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব-শ্রীপাট-গুলিতে যাইয়া, স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট হইতে প্রচলিত প্রবাদাদি সংগ্রহ করিয়া, শ্রীপত্রিকায় লিখিবার জন্য শ্রীল শিশিরবাবু কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। তিনি অনেকগুলি শ্রীপাটে যাইয়া, যেখানে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, সেইগুলি প্রবন্ধাকারে লিখিয়া শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করেন। কালিদাস নাথ মহাশয় বৈষ্ণব সাহিত্য ও ইতিহাস-তত্ত্ব প্রভৃতি লইয়া বহু কাল ধরিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। অনেক প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ তিনি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। সুতরাং তিনি যা তা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাঁহার সংগৃহীত শ্রীপাটের বিবরণ, স্থানবিশেষে গ্রন্থাদিতে লিখিত বিবরণের সহিত না মিলিলেও, যাঁহারা বৈষ্ণব সাহিত্যাদি লইয়া চর্চ্চা করেন, তাঁহাদিগের অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য, শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের সেবা বাসুদেব ঘোষের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যে কবিতাটী কালিদাসবাবু সংগ্রহ করেন, তাহা ১২৩৯ সালে রচিত, সুতরাং "অতি প্রাচীন" নহে, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা যে কালিদাসবাবুর ছিল, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু পাওয়া যায় না। খুব সম্ভবতঃ তিনি ভ্রমবশতঃ 'অতি প্রাচীন' লিখিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের সেবা যে গোবিন্দ ঘোষ প্রকাশ করেন, ইহা যখন সর্ব্ববাদিসম্মত, তখন ইহা লইয়া অনর্থক বাদানুবাদ করিয়া কোন লাভ নাই। নিম্নে আমরা গোবিন্দ ঘোষের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে জননী ও জাহ্নবী দর্শন করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার মানসে যখন নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আগমন করেন, তখন গোবিন্দ ঘোষ, হয় নীলাচল হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, কিংবা তিনি গৌড়ে আসিলে, সেখান হইতে তাঁহার সঙ্গী হন। কোন এক স্থানে ভিক্ষাগ্রহণের পর মহাপ্রভু মুখশুদ্ধি চাহিলে, গোবিন্দ গ্রামে যাইয়া একটী হরিতকী সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং অর্দ্ধেক প্রভুকে দিয়া অপরার্দ্ধ বস্ত্রাঞ্চলে বান্ধিয়া রাখিলেন। পরদিবস প্রভু পুনরায় হরিতকী চাহিলে, গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ অপরার্দ্ধ তাঁহাকে দিলেন। "এত শীঘ্র কোথা হইতে মুখশুদ্ধি সংগ্রহ করিলে?" জিজ্ঞাসা করায় গোবিন্দ সরলভাবে সকল কথা বলিলেন। প্রভু তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"গোবিন্দ, এখনও তোমার সঞ্চয়-বাসনা যায় নাই। অতএব তুমি আমার সঙ্গে যাইতে পাইবে না।" মহাপ্রভুর মুখে এই কঠিন কথা শুনিয়া গোবিন্দের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, তিনি হাহাকার করিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

গোবিন্দের অবস্থা দেখিয়া প্রভুর চক্ষুদ্বয় ছলছল হইয়া আসিল। তিনি গোবিন্দের অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলাইয়া গদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"গোবিন্দ, তুমি দুঃখিত হইও না। তোমার দ্বারা শ্রীভগবানের অপার মহিমা

প্রচার করিবার জন্যই তোমাকে আপাততঃ ত্যাগ করিতেছি। বস্তুতঃ তোমার সঙ্কল্প-বাসনা আদৌ নাই, আমার ইচ্ছায় ওরূপ হইয়াছিল। তুমি এখানে থাক। আমি শীঘ্রই আবার তোমার কাছে আসিব, তখন আর তোমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায়ও যাইব না। তখন বুঝিতে পারিবে, কেন আপাত-দৃষ্টিতে তোমাকে এই দণ্ড দিতেছি।" এই ভাবে প্রবোধ-বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া প্রভু গোবিন্দকে অগ্রদ্বীপে রাখিয়া ভক্তগণ সহ চলিয়া গেলেন। তখন গোবিন্দ গঙ্গাতীরে একখানি কুটীর বান্ধিয়া, সেখানে রহিলেন এবং দিবানিশি ভজন সাধন করিতে লাগিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় গোবিন্দ গঙ্গাতীরে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এমন সময় কি একখানি স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিল। শবদাহের দগ্ধ কাষ্ঠ ভাবিয়া গোবিন্দ উহা তীরে উঠাইয়া রাখিলেন। রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন প্রভু আসিয়া বলিতেছেন,—"গোবিন্দ, পোড়া কাঠ ভাবিয়া যেখানি তীরে উঠাইয়া রাখিয়াছ, উহা পোড়া কাঠ নহে, একখানি কাল পাথর। উহা কুটীরে আনিয়া রাখিয়া দাও। আমি শীঘ্রই আসিতেছি।"

পরদিন প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই গোবিন্দ গঙ্গাতীরে গেলেন, এবং পূর্ব্বদিন যাহা পোড়া কাঠ বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেখানি প্রকৃতই কাল পাথর দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি পাথরখানি সযত্নে কুটীরে আনিয়া রাখিয়া দিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সত্যই একদিন শ্রীপ্রভু বহু ভক্ত সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তগণ সহ প্রভুকে পাইয়া গোবিন্দ যেমন আনন্দিত হইলেন, তেমন তাঁহাদিগকে কি করিয়া ভিক্ষা দিবেন ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বেশী ক্ষণ তাঁহার ভাবিতে হইল না। কারণ, ক্ষণকাল পরে তিনি দেখিলেন, গ্রামবাসীরা নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য সহ আসিতেছেন। প্রভুর এই কৃপা দেখিয়া গোবিন্দের হৃদয় ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইল; তিনি মনের সাধে প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন এবং শেষে ভক্তগণ সহ নিজে প্রসাদ পাইলেন।

তখন প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পাথরখানি কোথায়? উহা দ্বারা শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মিত হইবে, এবং তুমি তাঁহার সেবাইত হইবে।" প্রভুকে পাইয়া পাথরখানির কথা গোবিন্দ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে পাথরের কথা শুনিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

পরদিবস একজন ভাস্কর আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীপ্রভু তাহার দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দর শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং নিজ হস্তে শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঠাকুরের নাম রাখিলেন, —"শ্রীগোপীনাথ"। এইরূপে "অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ" প্রকাশ পাইলেন।

তখন প্রভু বলিলেন,—"গোবিন্দ, তুমি এই ঠাকুরের সেবা কর, আর আমার বিরহজনিত দুঃখ পাইবে না।" ইহাই বলিয়া প্রভু ভক্তগণ সহ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু গোবিন্দ ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না; শ্রীগৌরাঙ্গকে তিনি মন প্রাণ সমস্তই সমর্পণ করিয়াছেন, গৌরাঙ্গ ব্যতীত তিনি আর কিছুই জানেন না, কাজেই গোপীনাথের দিকে তাঁহার মন ফিরাইতে পারিলেন না,—তিনি প্রভুর বিরহের কথা ভাবিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন প্রভু তাঁহাকে কাছে বসাইয়া মধুর কথায় সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন এবং শেষে বলিলেন,—"গোবিন্দ, অধৈর্য্য হইও না। তোমা দ্বারা শ্রীভগবান্ জীবকে দেখাইবেন, তিনি কিরূপ ভক্তবৎসল। এরূপ ভাগ্য লাভ সহজসাধ্য নহে। আমার কথা শুন, মন প্রাণ দিয়া গোপীনাথের সেবা কর, ইহাতে মনে শান্তি পাইবে, জীবেরও বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।" তাহার পর বলিলেন,—"আর এক কথা। তোমায় বিবাহ

করিতে হইবে। ইহাও এই লীলার একটী অঙ্গ। কেন বিবাহ করিতে বলিতেছি, তাহা পরে জানিতে পারিবে।"

এইরূপে নানারূপ সান্ত্বনাবাক্য বলিয়া এবং গোবিন্দকে সেখানে রাখিয়া প্রভু ভক্তগণ সহ চলিয়া গেলেন।

প্রভুর আজ্ঞাক্রমে গোবিন্দের বিবাহ করিতে হইল। তাঁহারা দুই জনে মনপ্রাণ দিয়া ঠাকুরের সেবা করিতে লাগিলেন। ক্রমে গোবিন্দের একটী পুত্র হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে গোবিন্দের স্ত্রী শিশু সন্তানটী রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। গোবিন্দ পূর্ব্বে গোপীনাথের সেবা লইয়া ছিলেন, এখন শিশু পুত্রের সেবার ভারও তাঁহার উপর পড়িল। ইহাতে গোবিন্দ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ফলে, কখন গোপীনাথের এবং কখন বা পুত্রের সেবার ত্রুটি হইতে লাগিল। এই ভাবে পাঁচ বৎসর দুই জনের সেবায় কাটিয়া গেল। এই সময় রসিকশেখর গোবিন্দের পুত্রটীকে হরণ করিলেন!

ইহাতে গোবিন্দ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া গোপীনাথের সেবা বন্ধ করিলেন, এবং নিজে অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার জন্য গোপীনাথের সম্মুখে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন।

ফলকথা, গোপীনাথের উপর রাগ হইয়াছে; ভাবিতেছেন,—"কি অন্যায়! আমি দিবানিশি ঠাকুরের সেবা করি, আর ঠাকুর এমনই অকৃতজ্ঞ যে, আমার বুকের ধন পুত্রটীকে লইয়া গেলেন!" ক্রমে মন অধিক অস্থির হইল, সেই সঙ্গে ক্রোধের মাত্রাও বাড়িয়া গেল। তখন ভাবিতেছেন, "কেমন জব্দ! যেমন আমার বুকে শেল হানিলে, তেমনি অনাহারে থাক?"

এই ভাবে সারা দিন কাটিয়া গেল। তখন গোপীনাথের কথা কহিতে হইল। তিনি বলিলেন,—"বাপ! আমি যে ক্ষুধায় মরি। তোমার দেহে কি এক বিন্দুও মায়া-মমতা নাই?" গোপীনাথের কথায় গোবিন্দ লজ্জা পাইয়া বলিতেছেন,—"আমার কি আর ক্ষমতা আছে যে, তোমার সেবা করিব? আমি চারি দিক্ অন্ধকার দেখিতেছি; আমা দ্বারা তোমার আর সেবা হইবে না।" ইহাতে গোপীনাথ ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, —"লোকের যদি একটা ছেলে মরে, তবে কি সে অপর ছেলেকে অনাহারে রাখিয়া বধ করে?"

গোবিন্দ আর কথা কাটাকাটি করিতে পারিলেন না। শেষে একটি কথা তাঁহার মনে হইল; তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—"জানি, তুমি আমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র, কিন্তু তুমি কি পুত্রের প্রকৃত কাজ করিবে? —আমার মৃত্যুর পর কি আমার শ্রাদ্ধ করিবে?"

গোপীনাথ অমনি "তথাস্তু" বলিয়া উঠিলেন; তার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শাস্ত্রমতে তোমার শ্রাদ্ধ করিব।" গোবিন্দের মৃত্যুর পর গোপীনাথ প্রকৃতই কাছা গলায় দিয়া নিজ হাতে পিণ্ড দান করিয়াছিলেন; এবং এখনও প্রতি বৎসর হস্তে কুশ বান্ধিয়া শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।

গোবিন্দ ঘোষের জীবনীতে জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছিলেন,—"গোবিন্দ ঘোষেরা কায়স্থ ছিলেন, সদ্গোপ ছিলেন না।" জগদ্বন্ধু বাবুর লেখার মধ্যে ঐ কথা পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। যে গোবিন্দ, মাধব ও বাসু ঘোষ তিন ভ্রাতা উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ বলিয়া বহুকাল হইতে জানিত, যাঁহাদিগের বংশাবলী এখনও বাঙ্গালা ও বিহারের নানা স্থানে বাস করিতেছেন, দিনাজপুরের মহারাজেরা যে বংশোদ্ভূত বলিয়া গৌরব বোধ করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে জগদ্বন্ধুবাবু হঠাৎ এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া শেষে জানা গেল যে, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন, "সুবিখ্যাত নবদ্বীপবাসী কীর্ত্তন-গায়ক গৌরদাসের মতে ইহাঁরা সদ্গোপজাতীয় ছিলেন।"

বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে সেন মহাশয় এইরূপ মানহানিজনক কথা কখনই প্রকাশ করিতেন না। অবশ্য দিনাজপুরের মহারাজের ন্যায় কোন মহানুভব ব্যক্তি এইরূপ কুৎসা প্রচারের জন্য কিছুমাত্র বিচলিত হইবেন না, সে বিশ্বাস সেন মহাশয়ের আছে বলিয়াই তিনি এরূপ একটা অলীক কথা লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। দীনেশবাবুর এই ব্যবহারে বাসু ঘোষের বংশীয়দিগের কোন ক্ষতিই হইবে না, কিন্তু সেন মহাশয়ই এই জন্য সাধারণের নিকট অশ্রদ্ধেয় হইবেন।

৬। **গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী**—গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী বোরাকুলী; পূর্ব্বনিবাস মহুলা। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য। সর্ব্বদা প্রেমে বিহ্বল থাকিতেন, গীত-বাদ্যেও সুনিপুণ ছিলেন। আচার্য্য প্রভুর যে কয়েক জন প্রধান শিষ্য ছিলেন, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের অন্যতম। যথা, ভক্তিরত্নাকর, ১৪শ তরঙ্গে—

"আচার্য্যের অতিপ্রিয় শিষ্য চক্রবর্ত্তী। গীত-বাদ্য-বিদ্যায় নিপুণ—ভক্তিমূর্ত্তি॥"

শ্রীরাধাবিনোদ যুগল বিগ্রহের অভিষেকোৎসব উপলক্ষে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী তাঁহার বোরাকুলী গ্রামের বাটীতে মহামহোৎসবের বিপুল আয়োজন করেন। অভিষেকোৎসবের নির্দ্দিষ্ট তারিখের কিছুদিন পূর্ব্বে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী তাঁহার গুরুদেব ও প্রধান প্রধান গুরু-ভাইদিগকে এবং ঠাকুর মহাশয়কে নিজবাটীতে আনাইয়া মহোৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ-পত্রী পাঠান হইল। নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্ব তারিখে খড়দহ হইতে নিত্যানন্দ-তনয় বীরচন্দ্র, শান্তিপুর হইতে অদ্বৈত-পুত্র কৃষ্ণ মিশ্র, অম্বিকা হইতে হৃদয়ানন্দের শিষ্য গোপীরমণ, শ্রীখণ্ড হইতে রঘুনন্দনাত্মজ ঠাকুর কানাই, কণ্টকনগর হইতে গদাধর দাসের শিষ্য যদুনন্দন, গদাধর গোসাঞি-শিষ্য নয়নানন্দ মিশ্র প্রভৃতি বহু আচার্য্য ও মহান্ত স্ব স্ব গণ সহ আসিলেন। আচার্য্য প্রভু শ্রীবিগ্রহ পূর্ব্বেই আনাইয়াছিলেন। যথাসময়ে সকলের অনুমতি লইয়া তিনি শ্রীরাধাবিনোদের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তৎপরে ঠাকুর মহাশয় সদলবলে আসরে নামিলেন। নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয় কীর্ত্তনানন্দের যে মনোমুগ্ধকর বর্ণনা করিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যথা, ভক্তি-রত্নাকর, ১৪শ তরঙ্গে—

"শ্যামাদাস দেবী গোকুলাদি সভে আইলা। হইয়া সুসজ্জ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ কৈলা॥
শ্যামাদাস দেবীদাস বাজায় মৃদঙ্গ। তাহে উপজয়ে কত রসের তরঙ্গ॥
ভেদয়ে গগন মৃদু মৃদঙ্গের ধ্বনি। কেহো থির হৈতে নারে তাল পাঠ শুনি॥
গোকুলাদি নানা ছাঁদে রাগ আলাপয়। রাগালাপে উৎকট গমক প্রকাশয়॥
সপ্তস্বর গ্রামাদিক হৈল মূর্ত্তিমান। প্রথমেই করে গৌরচন্দ্র গুণগান॥
শ্রীনরোত্তমের কণ্ঠধ্বনি মনোহর। বরিষয়ে কি নব অমিয়া নিরন্তর॥
উপমা কি দেবের দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তনে। হইলেন পরম বিহ্বল সর্ব্বজনে॥
তখন— গানমন্ত্রে প্রভু গৌরচন্দ্রে আকর্ষিলা। গণ সহ প্রভু যেন সাক্ষাৎ হইলা॥"

যে দিন শ্রীনরোত্তম খেতরিতে শ্রীবিগ্রহদের অভিষেকোৎসবে স্বদল সহ প্রাণ উঘাড়িয়া কীর্ত্তনের রোল তুলিয়াছিলেন, সে দিনও ভক্তদিগের মনে সুধু যে এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা নহে; তাঁহারা ক্ষণ-কালের জন্য প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ গণসহ আসিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছেন। যথা, নরোত্তম-বিলাস, ৭ম বিলাসে—

"নরোত্তম মত্ত হৈয়া গৌরগুণ গায়। গণসহ অধৈর্য্য হইলা গৌররায়॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর। মুরারি স্বরূপ হরিদাস বক্রেশ্বর॥
জগদীশ গৌরীদাস আদি সবা লৈয়া। হৈলা সর্ব্বনয়নগোচর হর্ষ হৈয়া॥"

ইহাতে "সবে আত্ম-বিস্মরিত হৈলা সেই কালে," এবং সকলেরই বোধ হইল "যেন নবদ্বীপে বিলসয়ে কুতূহলে।" তাঁহারা চাক্ষুষ দেখিতে লাগিলেন যে, পরিকরবর্গ সহ শ্রীপ্রভু উপস্থিত ভক্তদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া নৃত্য-গীতে বিভোর হইয়াছেন, যথা —

"নৃত্য-ভঙ্গী ভুবন-মাদক মোদভরে। চরণ চালনে মহী টলমল করে॥
প্রকটাপ্রকট দুই হৈলা এক ঠাঁঞি। কি অদ্ভুত নৃত্যাবেশে দেহস্মৃতি নাই॥
কে বুঝে প্রভুর এই অলৌকিক লীলা। যৈছে প্রকটিলা তৈছে অন্তর্দ্ধান হৈলা॥"

গণসহ প্রভুর অন্তর্দ্ধানে ভক্তেরা "ধরিতে নারয়ে ধৈর্য্য প্রেমায় বিহ্বল।"

ইহার ফলে— "প্রভু বীরচন্দ্র নৃত্যাবেশে স্থির হৈয়া। করয়ে ক্রন্দন নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া॥
হইল পরম প্রেম-আবেশ সভার। কেবা কারে আলিঙ্গয়ে লেখা নাই তার॥
আত্ম-বিস্মরিত সবে ভূমে গড়ি যায়। কেহ কেহ কাঁদিয়া ধরয়ে কারু পায়॥"

ক্রমে সঙ্কীর্ত্তন থামিয়া গেল এবং সুস্থির হইয়া সকলে শ্রীরাধাবিনোদের প্রাঙ্গণে বসিয়া রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্য চরিত্র আস্বাদন করিতে লাগিলেন। এই সময়—

"চক্রবর্ত্তি-গোবিন্দের দেখি ভাবাবেশ। সবার অন্তরে হৈল উল্লাস অশেষ॥
শ্রীভাবক-চক্রবর্ত্তী হৈল তাঁর খ্যাতি। কেবা না প্রশংসে দেখি প্রেমভক্তি রীতি॥"

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর এই "ভাবক চক্রবর্ত্তী" নাম সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে আচার্য্য প্রভুর শাখা-গণনায় আছে—

"আর শাখা হয় শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। ভজনে যাঁহার নাম ভাবক-চক্রবর্ত্তী॥"

তথা অনুরাগবল্লীতে—

"শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। ভাবক-চক্রবর্ত্তী বলি প্রভু যারে কয়॥"

'কর্ণানন্দ' গ্রন্থেও আছে—

"প্রভু কৃপা কৈল গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নাম। বাল্যকালেতে যিঁহো ভজন অনুপাম॥
প্রেমমূর্ত্তি কলেবর—বিখ্যাত যাঁর নাম। ভাবক-চক্রবর্ত্তী খ্যাতি বোরাকুলিগ্রাম॥"

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী অনেক সময় খেতরি যাইয়া সঙ্কীর্ত্তনানন্দে যোগদান করিতেন। সেই জন্য নরোত্তম-বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। খেতরি মহোৎসবের পরে বীরচন্দ্র, রঘুনন্দন, আচার্য্য প্রভু প্রভৃতি অনেকেই চলিয়া গেলেন; এমন কি, নরোত্তমের অভেদাত্মা রামচন্দ্রও তাঁহার গুরুদেবের সহিত যাজি-গ্রামে গমন করিলেন। যাইবার সময়, নরোত্তমের কষ্ট হইবে বলিয়া আচার্য্যপ্রভু কয়েক জনকে তাঁহার নিকট রাখিয়া গেলেন। যথা—

"হরিরাম, রামকৃষ্ণ, গঙ্গানারায়ণ। শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্রীগোপীরমণ॥
বলরাম কবিরাজ আদি কতজনে। আচার্য্য রাখিলা মহাশয় সন্নিধানে॥"

কিছু দিন পরে রামচন্দ্র প্রভৃতি ফিরিয়া আসিলেন। তখন ঠাকুর মহাশয়—

"শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি সবে কন। 'শীঘ্র করি একবার যাহ সর্ব্বজন'॥
যদ্যপি যাইতে কার মন নাহি হয়। তথাপিহ গেলা আজ্ঞা লংঘনের ভয়॥"

ইহার পরে শ্রীনিবাসাচার্য্য রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে তাঁহাদের ব্রজধাম-প্রাপ্তি হইল। নরোত্তম এই সংবাদ পাইয়া মরমে মরিয়া গেলেন। কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে তাঁহার শিষ্য গঙ্গানারায়ণ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির বিশেষ অনুরোধে তিনি বুধরি হইয়া গাম্ভীলায় যাইয়া দিন কতক থাকিতে স্বীকৃত হইলেন; এবং শেষে একদিন গোবিন্দ কবিরাজ প্রভৃতি সহ পদ্মা পার হইয়া বুধরি গমন করিলেন।

"বুধরি গ্রামেতে একদিন স্থিতি কৈলা। শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি তথা আইলা॥"

সেখানে অতি সুমধুর বাক্যে সকলকে প্রবোধ দিয়া এবং সারাদিনরাত্রি শ্রীনাম-কীর্ত্তনে কাটাইয়া, পরদিবস নরোত্তম গণসহ গাম্ভীলায় ফিরিয়া গেলেন ; এবং সেখানে অতি আশ্চর্য্যরূপে তিনি অন্তর্ধান করিলেন। তখন সকলে খেতরি আসিয়া সম্মিলিত হইলেন, এবং প্রভুর প্রাঙ্গণে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

"দেবীদাস গৌরাঙ্গ গোকুল আদি যত। গীত বাদ্যে সবাই হইলা উনমত॥
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি কত জন। মহামত্ত হৈয়া সবে করয়ে নর্ত্তন॥"

শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্যদিগের মধ্যে আট জন কবিরাজ ও ছয় জন চক্রবর্ত্তী প্রধান। এই চক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থে এইরূপ আছে। যথা—

"চক্রবর্ত্তি-শ্রেষ্ঠ যিঁহো শ্রীগোবিন্দ নাম। কি কহিব তাঁর কথা সব অনুপাম॥
কায়মনোবাক্যেতে প্রভু করে সেবা। প্রভুপদ বিনা যিঁহো না জানে দেবীদেবা॥"

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী পদকর্ত্তাও ছিলেন। তবে তিনি 'গোবিন্দদাস' ও 'গোবিন্দদাসিয়া' ভণিতা দিয়া পদ-রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার কোন কোনও পদ গোবিন্দ কবিরাজের পদের সহিত এরূপভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, উহা বাছিয়া বাহির করা অসম্ভব। পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার ৯ম পল্লবে "শ্রীরাধার দ্বাদশমাসিক বিরহ" বর্ণনের একটী সুদীর্ঘ পদ আছে। পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস এই পদটীর শেষে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"অত্র চাতুর্ম্মাস্যং বিদ্যাপতিঠক্কুরস্য ততো মাসদ্বয়ং গোবিন্দকবিরাজ-ঠক্কুরস্য, ততোঽবশিষ্ট-মাসষট্কং গোবিন্দচক্রবর্ত্তিঠক্কুরস্য বর্ণনং।" অর্থাৎ দ্বাদশ সংখ্যক পদের মধ্যে প্রথম চারিটী বিদ্যাপতিকৃত, তৎপরবর্ত্তী দুইটী পদ গোবিন্দ কবিরাজ বিরচিত এবং অবশিষ্ট ছয়টী পদের রচয়িতা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় অনুমান করেন,—"এই বারমাস্যার পদগুলি বিদ্যাপতির ছিল ; কালক্রমে তাহার লোপ হওয়াতে কবিরাজ ঠাকুর তাহা পূর্ণ করেন ; এবং তাহাও অপূর্ণাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়াতে চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কর্ত্তৃক ছয়টী পদ রচিত হয়।"

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"তত্ত্বনিধি মহাশয়ের এই অনুমান আমরা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী যে গোবিন্দ কবিরাজের গুরু-ভাই এবং সমকালীন ব্যক্তি, বোধ হয় সেই কথাটা বিস্মৃত হওয়াতেই সুবিজ্ঞ তত্ত্বনিধি মহাশয়েরও অনুমানে ভ্রম হইয়া থাকিবে।" সতীশ বাবুর মতে,—"গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী তাঁহার গুরু-ভাই গোবিন্দ কবিরাজের সহিত পরামর্শ করিয়াই বিদ্যাপতির "গাবই সব মধু-মাস" ইত্যাদি অসম্পূর্ণ পদের বাকি অংশ ভাগাভাগি করিয়া পূরণ করিয়াছিলেন, ইহাই অনুমান হয় ; নতুবা গোবিন্দ কবিরাজ ঐ পদের পূরণ করিতে যাইয়া শুধু দুই মাসের বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন কেন, কিংবা তিনি বাকি আট মাসের বর্ণনা করিয়া থাকিলে শেষ ছয় মাসের বর্ণনা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর নিকট অপ্রাপ্য হইবে কেন, ইহা একান্ত দুর্বোধ্য বটে।"

যিনি বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ কবিরাজের ন্যায় মহাকবিদ্বয়ের সহিত এক আসরে নামিয়া আপনার কৃতিত্ব দেখাইতে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই, এবং তাঁহাদের সহিত তুলনায় আপন পদ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি যে একজন সাধারণ দরের কবি ছিলেন না, ইহা দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

গোবিন্দ কবিরাজ—স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় গোবিন্দ কবিরাজের কথা লিখিতে গিয়া প্রথমেই বলিয়াছেন,—"শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে গোবিন্দ কবিরাজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, বাঙ্গালা ভক্তমাল প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেই তাঁহার উল্লেখ দেখা যায়। তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু ও জীবনের প্রধান প্রধান

ঘটনা সম্বন্ধে ঐ সকল গ্রন্থে কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। সামান্য যাহা কিছু পাওয়া যায়, উহার মধ্যেও অনেক অনৈক্য আছে; সুতরাং মহাকবি গোবিন্দদাসের জীবন-বৃত্তান্ত অনেক পরিমাণেই সন্দেহপূর্ণ মনে হয়।"

সতীশবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেবল গোবিন্দ কবিরাজ বলিয়া নহে, অনেক প্রাচীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-দিগের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তখনকার লোকেরা ইতিহাস লিখিবার বড় একটা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন না। বিশেষতঃ সমসাময়িক গ্রন্থকারেরা ভাবিতেন, এবং কেহ কেহ বলিয়াও গিয়াছেন যে, সকলেই যখন এই সকল ঘটনা অবগত আছেন, তখন উহা লিখিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু তাঁহারা কোন কোনও প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তির বিষয় যাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও স্থিরচিত্তে অনুসন্ধান করিয়া বাছিয়া বাহির করিবার ধৈর্য্যই বা আমাদের কোথায়? গোবিন্দ কবিরাজের সম্বন্ধেই এখানে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

সতীশবাবু উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, তাহার পরেই লিখিয়াছেন,—"যাহা হউক, জগদ্বন্ধুবাবু গোবিন্দ কবিরাজের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে তাঁহার গৌরপদ-তরঙ্গিণী গ্রন্থের উপক্রমণিকায় যাহা লিখিয়াছেন, ঐ গ্রন্থখানি ইদানীং দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়, ঐ বিবরণটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও, অনুসন্ধিৎসু পাঠকদিগের সুবিধার জন্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।"

ইহাতে কেবল যে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদিগেরই সুবিধা হইল, তাহা নহে; সতীশবাবুর পরিশ্রমও যে অনেকটা লাঘব হইল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু তিনি যদি সামান্য একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া জগদ্বন্ধুবাবুর লেখাটী মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিতেন এবং জগদ্বন্ধুবাবুর ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লইতেন, তাহা হইলে আজ আমাদের এই সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইত না। সতীশবাবুর ন্যায় একজন বিচক্ষণ বিজ্ঞ বৈষ্ণব-সাহিত্যিকের সম্বন্ধে কেন এরূপ কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, তাহার কারণ দিতেছি।

গোবিন্দ কবিরাজের পিতার নাম যে চিরঞ্জীব সেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু এই চিরঞ্জীব সেন সম্বন্ধে দুই স্থানে দুইরূপ কথা পাওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"মুকুন্দদাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন। খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন॥"

আবার প্রেমবিলাসে দেখিতেছি, রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট এই বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন—

"তিলিয়া-বুধরী গ্রামে জন্মস্থান হয়। পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন মহাশয়॥"

কাজেই এই বিভিন্ন স্থাননিবাসী চিরঞ্জীব সেন এক, কি বিভিন্ন ব্যক্তি, তাহাই লইয়া গোল বাধিল। সুবিজ্ঞ জগদ্বন্ধুবাবু ঐ কথা উল্লেখ করিয়া লিখিলেন, "ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব ও বুধরীবাসী চিরঞ্জীব স্বতন্ত্র ব্যক্তি। এ যুক্তি যে খুব সারবান্, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি আমাদিগের বিশ্বাস, এই দুই চিরঞ্জীবই এক ও অভিন্ন। গোল বড় বিষম, কিন্তু আমরা অনুমিতি-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গোল মিটাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি।"

জগদ্বন্ধুবাবু তৎপরে বলিতেছেন,—"আমরা আরও অনুমান করি যে, রামচন্দ্র ও গোবিন্দের জন্ম কুমার-নগর মাতামহালয়েই হইয়াছিল।" এই বিষয় লইয়া অনেক বিচার আলোচনা করিয়া শেষে তিনি লিখিলেন, —"আমাদের অনুমান নিশ্চয় সত্য হইলে, তাহার ফল এই দাঁড়াইল—চিরঞ্জীব সেনের পূর্ব্বনিবাস শ্রীখণ্ডে; শ্বশুরালয় কুমারনগরে।"

এই সূত্রটী ধরিয়া ভদ্র মহাশয় অনুমিতি-প্রমাণের বলে আরও চারিটী দফা সাব্যস্ত করিয়া লইলেন এবং শেষে লিখিলেন, "আমরা বিবিধ গ্রন্থোক্ত বিবরণের সামঞ্জস্য করিবার জন্য উপরে যে সকল অনুমিতি বা যুক্তির আশ্রয় লইয়াছি, তাহা যে সত্য, নির্দ্দোষ ও অভ্রান্ত, আমরা এরূপ নির্দ্দেশ করিতে সাহস করি না এবং আশা করি, অতঃপর কোন তত্ত্বজ্ঞ ভক্ত ও বৈষ্ণব লেখক এই সকল তত্ত্বের নির্ভুল মীমাংসা করিবেন।"

জগদ্বন্ধুবাবুর এই উক্তি সম্বন্ধে সতীশবাবু লিখিয়াছেন,—"জগদ্বন্ধুবাবুর এই সকল অনুমিতির অনেক কথা শুধু কল্পনামূলক হইলেও এইরূপ কল্পনা ব্যতীত কোনও 'তত্ত্বজ্ঞ', 'ভক্ত' ও 'বৈষ্ণব' যে পূর্ব্বোদ্ধৃত গ্রন্থের আপাতবিরুদ্ধ উক্তিগুলির ইহা অপেক্ষা সুমীমাংসা করিতে পারিবেন, এরূপ মনে হয় না। তিনি এ সম্বন্ধে যে ধীরতা ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, ইহা নিতান্ত প্রশংসনীয়।"

এই সকল বড় বড় মহারথীদিগের বড় বড় উক্তি শুনিয়া, গোল মিটিয়া যাওয়া ত দূরের কথা, আমাদের মাথার মধ্যে আরও গুলিয়া গেল। তাঁহাদিগের ঐ সকল কথা বুঝিবার জন্য, সুবিজ্ঞ সাহিত্যিক ও পাঠকদিগের নিকট আমরা কয়েকটী কথা উপস্থাপিত করিতেছি।

প্রথমতঃ প্রেমবিলাস গ্রন্থ-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতির সমসাময়িক; তিনি তৎকালীন ঘটনাবলী যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকটা স্বচক্ষে দেখিয়া লেখা। এ কথা জগদ্বন্ধুবাবুও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"প্রেমবিলাস-রচয়িতা (নিত্যানন্দ দাস) গোবিন্দ দাসের পিতা চিরঞ্জীব সেনের সমসাময়িক লোক। সুতরাং তাঁহার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রেমবিলাস হইতে গোবিন্দদাসের আখ্যায়িকা গ্রহণ করিলেও তিনি প্রেমবিলাসের সকল কথা প্রামাণ্য না হইলে গ্রাহ্য করিতেন না; কারণ, তিনি প্রগাঢ় ঐতিহাসিক কবি।"

ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গে চিরঞ্জীব সেন ও দামোদর কবিরাজ সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণটী পাইতেছি—

"রামচন্দ্র গোবিন্দ এ দুই সহোদর। পিতা চিরঞ্জীব—মাতামহ দামোদর॥
দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে। যেহোঁ মহাকবি—নাম বিদিত জগতে॥"

আবার গোবিন্দ কবিরাজ তাঁহার রচিত "সঙ্গীতমাধব নাটকে" লিখিয়াছেন—

"পাতালে বাসুকির্ব্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ। গৌড়ে গোবর্দ্ধনো বক্তা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥"

এখানে আমরা পাইতেছি, দামোদর সেনের বাড়ী শ্রীখণ্ডে ছিল। ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গে আরও আছে—

দামোদর কবিরাজ মহাভাগ্যবান্। চিরঞ্জীব সেনে কৈলা কন্যা সম্প্রদান॥
ভাগীরথীতীরে গ্রাম কুমারনগর। অনেক বৈষ্ণব তথা—বসতি সুন্দর॥
সেই গ্রামে চিরঞ্জীব সেনের বসতি। বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি॥
কি কহিব চিরঞ্জীব সেনের আখ্যান। খণ্ডবাসী সবে জানে প্রাণের সমান॥
শ্রীচৈতন্য প্রভুর পার্ষদ বিজ্ঞবর। নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত অন্তর॥
'খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব'—বিদিত সর্ব্বত্র। দীনহীনে কৈলা যেঁহো ভক্তিরসপাত্র॥
চৈতন্যচরিতামৃতে প্রভুর মিলনে। বর্ণিলেন খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেনে॥"

এখানে আমরা পরিষ্কারভাবে জানিতে পারিলাম যে, চিরঞ্জীব সেনের বাড়ী কুমারনগরে। তিনি খণ্ডবাসী দামোদরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া, খণ্ডে শ্বশুরালয়ে আসিয়া বাস করেন। সেখানে তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন এবং সর্ব্বত্র 'খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা নরহরি দাস

চিরঞ্জীব সেনের ঠিক সমসাময়িক ছিলেন না,—কিছু পরবর্ত্তী কালের লোক। তাঁহার সময়ে 'খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব' এই চলিত কথা হইতে কাহারও কাহারও ধারণা হয়, তাঁহার পৈতৃক বাড়ী শ্রীখণ্ডে। ইহা দেখিয়া তাঁহাদিগের ভ্রম সংশোধনের জন্য, নরহরি দাস তাঁহার ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত কবিতায় চিরঞ্জীবের পরিচয় বিশদভাবে দিয়াছেন। ইহাই আমাদের মনে হয়।

জগদ্বন্ধুবাবু গোবিন্দ কবিরাজের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তিরত্নাকর হইতে "দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডে" এবং গোবিন্দ কবিরাজের সঙ্গীতমাধব নাটক হইতে "পাতালে বাসুকির্ব্বক্তা" ইত্যাদি সুবিখ্যাত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াও কেন যে তিনি চিরঞ্জীব সেনের পৈতৃক বাড়ী শ্রীখণ্ডে ও দামোদর কবিরাজের বাড়ী কুমারনগরে লিখিলেন, এবং সতীশবাবুই বা জগদ্বন্ধুবাবুর এই ভুলটী সংশোধন না করিয়া কেন যে গ্রহণ করিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, ইহার পরে ভক্তিরত্নাকরে দেখিতেছি, একদা শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজিগ্রামে নিজ বাটীর পশ্চিম দিকে সরোবরতীরে নিজগণ সহ বসিয়া ভক্তিশাস্ত্রালাপ করিতেছেন, এমন সময় একখানি দোলা লইয়া বাহকেরা বিশ্রামার্থ তথায় উপস্থিত হইল। দোলার মধ্যে একটী পরম রূপবান্ যুবক সুন্দর বেশভূষায় ভূষিত হইয়া বসিয়া আছেন। দেখিয়া জানা গেল, তিনি বিবাহ করিয়া নিজবাটী ফিরিয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আচার্য্যপ্রভু বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন, এবং ভাবিলেন (যথা ভক্তিরত্নাকর, ৮ম তরঙ্গে)—

"কি অপূর্ব্ব যৌবন—দেবতা মনে হয়। এ দেহ সার্থক যদি কৃষ্ণেরে ভজয়॥"

তাহার পর সঙ্গের লোকদিগকে যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে—

"কেহ প্রণমিয়া কহে—এ মহাপণ্ডিত। রামচন্দ্র নাম—কবি-নৃপতি বিদিত॥
দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক—যশস্বিপ্রবর। বৈদ্যকুলোদ্ভব—বাস কুমারনগর॥"

এই কথা শুনিয়া মন্দ মন্দ হাস্য করিতে করিতে শ্রীনিবাসাচার্য্য নিজালয়ে চলিয়া গেলেন।

রামচন্দ্র নিকটে দোলার মধ্যে বসিয়া ছিলেন। শ্রীনিবাসপ্রভুর কথাবার্ত্তা তাঁহার কাণে গেল; তিনি অমনি আচার্য্য প্রভুর পানে চাহিলেন, এবং তাঁহার তেজস্কর ভক্তিমাখা মূর্ত্তি দেখিয়া তখনই মনে মনে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন।

যাজিগ্রাম হইতে কুমারনগর বেশী দূর নহে। বিশ্রামান্তে লোকজন সহ রামচন্দ্র বাটীতে গেলেন। তিনি সারা পথ কেবল আচার্য্যপ্রভুর কথাই ভাবিতেছিলেন; বাটীতে গিয়াও সুস্থির হইতে পারিলেন না,—কখন্ প্রভুর সহিত মিলিত হইবেন, এই চিন্তাই তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কোন প্রকারে দিনমান কাটিয়া গেল; সন্ধ্যার পরই তিনি পদব্রজে যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন এবং এক ব্রাহ্মণের বাটীতে রহিলেন। অতি প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া আচার্য্যপ্রভুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পদতলে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পতিত হইয়া বারংবার দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস তাড়াতাড়ি রামচন্দ্রকে উঠাইলেন এবং হৃদয়ে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন; তার পরে গদ্‌গদস্বরে বলিলেন,—

"জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধবাতিশয়। অন্য বিধি মিলাইলা হইয়া সদয়॥"

শেষে দুই জনে বসিয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

রামচন্দ্র সেখানে থাকিয়া আচার্য্যপ্রভুর নিকট ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত ছিলেন, শাস্ত্রাদিও অনেক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং মন প্রাণ দিয়া দিবানিশি বৈষ্ণবগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই পাঠ শেষ করিলেন। তখন শ্রীনিবাস শুভ ক্ষণে তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন।

সে সময় রামচন্দ্র ভ্রাতৃসহ কুমারনগরে বাস করিতেছিলেন। শ্রীখণ্ড মাতামহের বাটী হইতে তাঁহারা কোন্ সময় নিজবাটী কুমারনগরে আসিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে তাঁহাদিগের শৈশবাবস্থায় চিরঞ্জীবের মৃত্যু হওয়ায়, মাতামহের আলয়ে তাঁহাদিগের অনেক দিন থাকিতে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ মাতামহের মৃত্যুর পর তাঁহারা পিত্রালয় কুমারনগরে আসিয়া থাকিবেন।

রামচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণের কিছু দিন পরে নবদ্বীপে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েক জন ভক্ত অদর্শন হইলেন। তৎপরে কণ্টক-নগরে গদাধর দাস ও শেষে শ্রীখণ্ডে সরকার ঠাকুর সঙ্গোপন হওয়ায় ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে হাহাকার উপস্থিত হইল। শ্রীনিবাস শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং দেশে অতিষ্ঠ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে ছুটিলেন। শ্রীনিবাসের অভাবে তাঁহার শিষ্যসেবকেরা ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনেরা চারি দিক্ শূন্যময় বোধ করিতে লাগিলেন। এই সময় রামচন্দ্র শ্রীখণ্ডে গমন করেন। তাঁহাকে পাইয়া রঘুনন্দন কতকটা আশ্বস্ত হইয়া, করুণার্দ্র-বচনে তাঁহাকে বলিলেন,—"ভাই, আর ত তিষ্ঠিতে পারিতেছি না। এ সময় আচার্য্য প্রভুর দেশে আসা নিতান্ত প্রয়োজন। এ কার্য্য তুমি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারিবে না। কৃপা করিয়া শীঘ্র বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহাকে লইয়া এস।" তার পর রামচন্দ্রকে বৃন্দাবনে যাইবার পথ বলিয়া দিলেন। কারণ, রামচন্দ্র পূর্ব্বে আর কখনও বৃন্দাবনে যান নাই। শ্রীখণ্ড হইতে রামচন্দ্র যাজিগ্রামে আসিয়া দেখিলেন, সকলে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় রহিয়াছেন। যথা ভক্তিরত্নাকর, ৯ম তরঙ্গে—

"তথায় রামচন্দ্রে সবে কহে বার বার। শ্রীআচার্য্য বিনা সব হৈল অন্ধকার॥
না কর বিলম্ব—শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন। আচার্য্যে আনিয়া রাখ সবার জীবন॥"

রামচন্দ্র সকলকে প্রবোধ দিয়া, নিজবাটী কুমারনগরে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার অনুজ গোবিন্দকে লইয়া নিভৃতে বসিলেন; ক্রমে জানাইলেন, পরদিবস প্রাতে আচার্য্যপ্রভুকে আনিবার জন্য তিনি বৃন্দাবনে যাত্রা করিবেন। তাহার পর অতিশয় স্নেহের আবেগে বলিতে লাগিলেন—

"এবে হেথা বাসের সঙ্গতি ভাল নয়। সদা মনে আশঙ্কা উপজে অতিশয়॥
আছয়ে কিঞ্চিৎ ভৌম বহু দিন হৈতে। তাহে যে উৎপাত এবে দেখহ সাক্ষাতে॥
শীঘ্র এই বাসাদিক পরিত্যাগ করি। নির্ব্বিঘ্নে অন্যত্র বাস হয় সর্ব্বোপরি॥"

সেই "অন্যত্র বাস" কোথায়? তাহাও বলিলেন—

"তাহে এই গঙ্গা-পদ্মাবতী-মধ্যস্থান। পুণ্যক্ষেত্র 'তেলিয়া-বুধরি' নামে গ্রাম॥
অতি গণ্ডগ্রাম—শিষ্ট লোকের বসতি। যদি মনে হয় তবে উপযুক্ত স্থিতি॥"

তাহার পর বলিলেন, বিশেষতঃ—

"শ্রীমাতামহের পূর্ব্বে ছিল গতায়াত। সকলে জানেন—তেঁহো সর্ব্বত্র বিখ্যাত॥"

সুতরাং সেখানে বাস করিলে সকল রকম সুখ ও সুবিধা হইবে। জ্যেষ্ঠের এই প্রস্তাব গোবিন্দের বেশ মনে ধরিল; তিনি সম্মত হইলেন। কনিষ্ঠের সম্মতি পাইয়া রামচন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন।

রামচন্দ্র হঠাৎ বাসস্থান পরিবর্ত্তনের কথা কেন তুলিলেন এবং যদিই বা পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইল, তবে মাতামহের আলয় শ্রীখণ্ড ছাড়িয়া অন্যত্র, বিশেষতঃ তেলিয়া-বুধরি যাইবার কথা কেন বলিলেন, ইহা এক সমস্যা বটে। কিন্তু ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয় রামচন্দ্রের মনের কথা টানিয়া বাহির করিয়াছেন। সেই ব্যাপারটী একটু গোড়া হইতে বলিতে হইতেছে।

যে দিবস রামচন্দ্র প্রথমে শ্রীনিবাস প্রভুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন, সেই দিন শ্রীনিবাস কথা-প্রসঙ্গে নরোত্তম ঠাকুরের কথা উত্থাপন করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

"জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধবাতিশয়। অন্য বিধি মিলাইলা হইয়া সদয়॥
ঐছে নরোত্তমে মিলাইলা বৃন্দাবনে। নিরন্তর কেবা না ঝুরয়ে তাঁর গুণে॥
তেঁহ এক নেত্র—তুমি দ্বিতীয় নয়ন। দোঁহে মোর নেত্র—ভুজদ্বয় দুই জন॥"

নরোত্তমের যশোরাশি তখন চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রামচন্দ্রও অবশ্য তাহা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার মনোবৃত্তি অন্যরূপ থাকায় রামচন্দ্র তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আচার্য্যপ্রভুর মুখে নরোত্তমের গুণকীর্ত্তন শুনিয়া রামচন্দ্রের মন স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। আচার্য্যপ্রভু তাহা বুঝিতে পারিয়া, ঠাকুর মহাশয়ের কাহিনী অর্থাৎ কি প্রকারে তিনি লোকনাথের সেবা করিয়াছিলেন এবং লোকনাথ প্রথমে তাঁহাকে দীক্ষা দিতে রাজী না হইলেও শেষে তাঁহার সেবায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন, ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন। পরিশেষে—

"হাসিয়া শ্রীআচার্য্য কহে ধীরে ধীরে। মনে যে কহিলা তাহা হইবে অচিরে॥"

সেই হইতে সর্ব্বদা (ভক্তিরত্নাকর, ৯ম তরঙ্গ)—

"রামচন্দ্র এই চিন্তা করে মনে মনে। শ্রীনরোত্তমের সঙ্গ হবে কত দিনে॥
হইলে তাঁহার সঙ্গ যাবে সব দুঃখ। দরশন বিনা মনে না জন্মিবে সুখ॥
ঐছে স্থানে রহি, যাতে সুখ সর্ব্বমতে। স্থান স্থির হৈল—মনে ঐছে বিচারিতে॥"

সেই স্থানটী তেলিয়া-বুধরী। ইহা নরোত্তম ঠাকুরের স্থান খেতরি হইতে মাত্র চারি ক্রোশ ব্যবধান—পদ্মাবতীর পরপারে। যথা প্রেমবিলাসে—(তেলিয়া-বুধরী) "পদ্মাবতী-তীরে—ওপারে গড়েরহাট দেশ।"

যাহা হউক, মনে মনে এইরূপ স্থির করিলেন বটে, কিন্তু এত দিন এই মনোভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার সুবিধাসুযোগ পান নাই। আজ তাহাই উপস্থিত হওয়ায় কনিষ্ঠের নিকট কৌশলে 'পুণ্যক্ষেত্র' তেলিয়া-বুধরীর কথা জানাইলেন, কিন্তু এই স্থান যে নরোত্তমের বাড়ীর সন্নিকট, সে কথা বলিলেন না। যাহা হউক, তিনি জানিতেন,—

"নিজানুজ ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ বিদ্যাবান্। কার্য্যেতে চাতুর্য্য চারু সর্ব্বাংশে প্রধান॥"

কাজেই গোবিন্দ যখন তেলিয়া-বুধরী যাইতে সম্মত হইলেন, তখন রামচন্দ্রের আনন্দের সীমা রহিল না। পরদিবস প্রাতে রামচন্দ্র বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

"আচার্য্য গেলেন মার্গশীর্ষ মাসশেষে। রামচন্দ্র গমন করিলা শেষ পৌষে॥"

আর গোবিন্দ ইহার ২।৪ দিন পরে অর্থাৎ মাঘের প্রথমে কুমারনগর হইতে তেলিয়া-বুধরী যাত্রা করিলেন। এবং

"বুধরী-পশ্চিমে শ্রীপশ্চিমপাড়া নাম। তথা সর্ব্বারম্ভে বাস—সেহ রম্য স্থান॥"

কিন্তু শেষে—"তেলিয়া-বুধরী গ্রামে গোবিন্দের স্থিতি। তেলিয়ার নির্জ্জন স্থানেতে প্রীত অতি॥"

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, এই প্রথমে গোবিন্দ কুমারনগর হইতে বাস উঠাইয়া তেলিয়া-বুধরী গিয়া বসবাস করিলেন, আর এই প্রথমে রামচন্দ্র বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে রামচন্দ্রের সুন্দর চেহারা, অগাধ পাণ্ডিত্য ও প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া বৃন্দাবনবাসী মাত্রেই মুগ্ধ ও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। শেষে—

"শুনিয়া রামচন্দ্রের কবিত্ব চমৎকার। 'কবিরাজ' খ্যাতি হৈল—সম্মত সভার॥"

জগদ্বন্ধুবাবু 'অনুমিতি' ও 'যুক্তি' দ্বারা বিশেষ গবেষণা করিয়া যে পাঁচটী দফা স্থির করিয়াছেন, তাহার প্রথম দফাটী—অর্থাৎ "চিরঞ্জীব সেনের পূর্ব্বনিবাস শ্রীখণ্ডে ও মাতুলালয় কুমারনগরে"—লইয়া আমরা প্রথমে বিচার করিয়া তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছি। তাঁহার অনুমিতি ও যুক্তির ফল অপর চারিটী দফা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"(২) চিরঞ্জীব কুমারনগরবাসী দামোদর সেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া, শ্বশুরালয়েই কিছু দিন বাস করেন ; এই স্থানে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে।

(৩) শ্বশুরের সহিত তাঁহার কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় তিনি দুই পুত্র লইয়া বুধরী গ্রামে যাইয়া বাস করেন। এই বুধরী গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়।

(৪) ভ্রাতৃদ্বয় পিতার ও মাতামহের মৃত্যুর পর বুধরী হইতে পুনরায় কুমারনগরে যাইয়া বাস করেন।

(৫) রামচন্দ্রের উপদেশক্রমে গোবিন্দ পুনরায় বুধরীতে যাইয়া বাস করেন।"

আর জগদ্বন্ধু বাবু 'এ-সম্বন্ধে যে ধীরতা ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন' তজ্জন্য সতীশবাবু তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, জগদ্বন্ধুবাবুর এই সকল উক্তির মূল কোথায়? তিনি কোনরূপ প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়া কি প্রকারে এই সকল লিপিবদ্ধ করিলেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ইঁহাদের ন্যায় বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট আমরা এইরূপ যুক্তির ও উক্তির আশা করি নাই। আমাদের মনে হয়, জগদ্বন্ধুবাবু গোড়ায় গলদ করিয়া সমস্ত বিষয়টী একেবারে ওলট-পালট করিয়া আরও গোল পাকাইয়াছেন এবং দুর্ব্বোধ্য করিয়া ফেলিয়াছেন।

এখানে গোবিন্দ কবিরাজের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু বলিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাবলী ধারাবাহিকরূপে কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, কর্ণানন্দ, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থের স্থানে স্থানে ইঁহার বিষয় যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইতে ইঁহার জীবনের কতকগুলি ঘটনা সংগ্রহ করা হইয়াছে।

গোবিন্দ কবিরাজ চিরঞ্জীব সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার বাড়ী ছিল কুমারনগরে। তিনি শ্রীখণ্ডের দামোদর কবিরাজের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করেন। শ্বশুর দামোদর ছিলেন শাক্ত এবং জামাতা চিরঞ্জীব ছিলেন বৈষ্ণব—মহাপ্রভুর অনুরক্ত ভক্ত। কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁহাদের কাহারও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ গোড়ামী ছিল না বলিয়া শ্বশুর-জামাই একত্রে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেন। জগদ্বন্ধুবাবু যদিও বলিয়াছেন যে, 'শ্বশুরের সঙ্গে জামাতার কোন কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে তিনি দুই পুত্র লইয়া বুধরি গ্রামে যাইয়া বাস করেন', কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ তিনি দেখাইতে পারেন নাই।

কনিষ্ঠ পুত্র প্রসবের সময় গর্ভধারিণী অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছিলেন। দাসী আসিয়া সেই কথা দামোদরকে জানাইল। তিনি তখন পূজায় নিমগ্ন ছিলেন, কাজেই মুখে কোন কথা না কহিয়া, ইঙ্গিতে দাসীকে ভগবতীর যন্ত্র দেখাইলেন এবং নেত্র ও হস্তভঙ্গি দ্বারা ইসারায় বলিলেন,—

"লয়ে যাহ ইহা শীঘ্র করাহ দর্শন। হইবে প্রসব—দুঃখ হবে নিবারণ॥"

কিন্তু দাসী এই ঠারঠোরের কথা বুঝিতে না পারিয়া, যন্ত্র ধৌত করিয়া সেই জল গর্ভিণীকে পান করাইল। ইহার ফলে তিনি এক পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রই মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজ। ইহার অল্পকাল পরেই চিরঞ্জীবের মৃত্যু হইল। সুতরাং ভ্রাতৃদ্বয়কে সম্পূর্ণ ভাবে মাতামহের তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইল।

শাক্ত মাতামহের প্রভাব সম্ভবতঃ রামচন্দ্রের উপর সেরূপ বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই ; কারণ, পরম-গৌরভক্ত পিতার যখন মৃত্যু হয়, তখন রামচন্দ্র বেশ বড় হইয়াছিলেন,—তাহার আগেই তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছিল। সুতরাং পিতার সংসর্গে থাকিয়া ও ভক্তদিগের সহিত তাঁহাকে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে দেখিয়া, স্বভাবতঃই রামচন্দ্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দিকে অনেকটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

কিন্তু গোবিন্দের কথা স্বতন্ত্র। শৈশবাবস্থায় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং রামচন্দ্র অপেক্ষা মাতামহের স্নেহ-ভালবাসা তিনিই অধিক পরিমাণে পাইয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তিনি শুনিয়া আসিয়াছিলেন যে, ভগবতীর যন্ত্রধৌত জল পান করিয়া তাঁহার মাতা সহজেই তাঁহাকে প্রসব করিতে পারিয়াছিলেন। আরও তাঁহার মাতামহের মুখে সর্ব্বদা শাক্তধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের কথা শুনিয়া তিনি ক্রমে শাক্তভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। যথা, ভক্তিরত্নাকর, ৯ম তরঙ্গে—

"অল্পকালে পিতা সঙ্গোপন—সঙ্গহীন। না বুঝিল কোন কর্ম্ম—কহয়ে প্রাচীন ॥
আজন্ম রহিলা মাতামহের আলয়। তাঁর সঙ্গাধীন আর এই হয় ॥
উত্তম মধ্যমাধম সঙ্গ শাস্ত্রে কয়। যে বৈছে করয়ে সঙ্গ সেহো তৈছে হয় ॥
ভগবতী প্রতি আর্ত্তি এ দুই প্রকারে। সবে উপদেশে ভগবতী পূজিবারে ॥"

মাতামহের মৃত্যুর পর পিত্রালয়ে গিয়াও শাক্তদিগের সহিতই তাঁহার সৌহার্দ্দ্য বেশী হইয়াছিল। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"কুমারনগরে বৈসে অতি শুদ্ধাচার। ভগবতী বিনা কিছু না জানয়ে আর ॥
গীতবাদ্যে করে ভগবতীর বর্ণন। শুনি হর্ষ শক্তি-উপাসক সঙ্গিগণ ॥"

গোবিন্দ ছিলেন স্বভাবকবি। তিনি যে শাক্তধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন আর তাহা উদ্ধার করিবার উপায় নাই। তবে প্রেমবিলাসে তাঁহার একটী পদের নিম্নলিখিত দুইটী মাত্র চরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

"না দেব কামুক, না দেবী কামিনী, কেবল প্রেম-পরকাশ।
গৌরী-শঙ্কর-চরণে কিঙ্কর, কহই গোবিন্দদাস ॥"

মাতামহের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃদ্বয় মাতুলালয় হইতে পৈতৃক বাসস্থান কুমারনগরে আসিয়া বাস করেন। ইহার কিছু কাল পরে রামচন্দ্র শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট রাধাকৃষ্ণ-যুগলমন্ত্রে দীক্ষিত হন। সে সময় শ্রীনিবাস আচার্য্যের এবং ঠাকুর মহাশয়ের গণে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের অনেক স্থান ভরিয়া গিয়াছিল। তখন শ্রীখণ্ড, যাজীগ্রাম, কণ্টকনগর, খেতুরি, বুধরি প্রভৃতি স্থানসমূহে প্রায়শঃই মহোৎসব হইত। এই সকল মহোৎসবে অনেক গোস্বামিসন্তান, মহান্ত ও সাধারণ বৈষ্ণব যোগদান করিতেন। নরোত্তমের দলের গড়েরহাটী-কীর্ত্তন প্রায় সকল স্থানেই হইত। আর সে সকল মহোৎসব সম্বন্ধে আলোচনা সর্ব্বস্থানে সকলের মুখে শুনা যাইত। তেলিয়া-বুধরির বৈষ্ণবেরাও এই সকল মহোৎসবে যোগদান করিতেন এবং গৃহে ফিরিয়া এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। কাজেই গোবিন্দের কাণে সেই সকল কথা এবং মহোৎসবের বিবরণাদি পৌঁছিত। তাহা ছাড়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের ভজননিষ্ঠা, শাস্ত্রালাপ ও বৈষ্ণবদিগের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী দেখিয়া শুনিয়া গোবিন্দের হৃদয়ে ক্রমে এক নূতন জগতের নব আলোক উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ তেলিয়া-বুধরি গিয়া নরোত্তমের প্রেমরাজ্যের স্নিগ্ধ, সুবিমল ও সুশীতল সমীরণ স্থরের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রেমপিপাসু হৃদয়ে নব নব ভাবের নূতন নূতন কবিতা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; তখন শ্রীআচার্য্যপ্রভুর পদাশ্রয় গ্রহণের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কাজেই জ্যেষ্ঠের ন্যায় সঙ্গীর অভাব তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। সে সময় রামচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন হইতে আচার্য্যপ্রভু সহ ফিরিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু বাটীতে না আসিয়া, যাজীগ্রামে গুরুগৃহে থাকিয়াই ভজনসাধন ও ভক্তিগ্রন্থাদি আস্বাদন করিয়া দিবানিশি এরূপ বিভোর হইয়া রহিয়াছেন যে, অনেক সময় আহার-নিদ্রা পর্য্যন্তও ভুলিয়া যান।

এই সময় একদিন গোবিন্দের নিকট হইতে একখানি পত্র লইয়া একজন লোক যাজীগ্রামে আচার্য্যপ্রভুর গৃহে আসিল। পত্রে গোবিন্দ জ্যেষ্ঠকে লিখিয়াছেন,—"আমার দেহ দুর্ব্বল, শীঘ্র আসিবেন,—না হয় দুই চারি দিন থাকিয়া আবার যাইবেন। আপনার শ্রীচরণদর্শনের জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে।" রামচন্দ্র "অবসর নাই" বলিয়া সে লোককে বিদায় করিয়া দিলেন।

ইহার পর আরও দেড় মাস কাটিয়া গেল। আবার লোক আসিল। এবার গোবিন্দ লিখিলেন,—"গ্রহণী-রোগগ্রস্ত হইয়াছি। হাত পা ফুলিয়াছে। দেহ আর বহে না। ব্যাধি ক্রমে প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃপা করিয়া ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের জন্য মন অস্থির হইয়াছে।" এই পত্র পাইয়াও রামচন্দ্র তাঁহার গুরুদেবকে পত্রের মর্ম্ম জানাইলেন না। এমন কি, ঠাকুর নিজ হইতে জিজ্ঞাসা করিলেও সমস্ত কথা তাঁহার নিকট গোপন করিলেন।

এই পত্র পাইয়াও যখন রামচন্দ্র আসিলেন না, কিংবা গুরুদেবকে সঙ্গে লইয়া সত্বর আসিবার কোন আশাও দিলেন না, তখন গোবিন্দ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহাতে তিনি ভীত হইলেন এবং আর বেশী দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া, পরকালের ভাবনা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি তখন অনন্যোপায় হইয়া মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া মহামায়া-শক্তির উপাসনা করিতে লাগিলেন। তখন (যথা প্রেমবিলাস, ১৪শ বিলাস)—

"মন্ত্রসিদ্ধি করিলেন—ইষ্ট হইল সাক্ষাৎ। মরণসময়ে পদে করে প্রণিপাত॥
জীবনে মরণে মাতা আর নাহি জানি। ভব তরিবার তরে দেহ গো তরণী॥
হেন কাল গেল,—অন্তে যুক্তি দেহ মোরে। তোমা বিনে গোবিন্দেরে কৃপা কেবা করে॥
কাতর হইয়া ডাকে—কর পরিত্রাণ। জীবনে মরণে তোমা বিনে নাহি আন॥"

তখন দৈববাণী হইল,—

"রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রসার হয়। সেই পাদপদ্ম তুমি করহ আশ্রয়॥"

এই কথা শুনিয়া গোবিন্দের প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি তখনই নিজপুত্র দিব্যসিংহকে ডাকাইয়া, অতি মিনতি করিয়া রামচন্দ্রকে এই ভাবে পত্র লেখাইলেন—"জীবন সংশয়। প্রভুকে একবার দেখিবার জন্য এখনও প্রাণ রহিয়াছে। কৃপা করিয়া তাঁহাকে আনিবেন।" এই পত্র ও খরচ সহ পাঁচ জন লোক তখনই যাজীগ্রামে পাঠান হইল। তাহারা দিবারাত্র চলিয়া পরদিবস বেলা আন্দাজ চারি দণ্ডের সময় যাজীগ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। শেষে আচার্য্য ঠাকুরের বাটীতে গিয়া রামচন্দ্রের হাতে পত্র দিল এবং কান্দিতে কান্দিতে গোবিন্দের অবস্থা জানাইল।

লোকদিগের মুখে সমুদয় শুনিয়া ও পত্র পাঠ করিয়া রামচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনই গুরুদেবের নিকট যাইয়া তাঁহার পাদপদ্মে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন এবং আবেগভরে বলিলেন—

"মোর গোষ্ঠী প্রতি কর অঙ্গীকার। তোমার সাক্ষাতে কি কহিব মুঞি ছার॥"

রামচন্দ্রের মুখে সব কথা শুনিয়া এবং তাঁহার আর্ত্তি-ভাব দেখিয়া আচার্য্যপ্রভুর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি সেই দিনই আহারান্তে রামচন্দ্র সহ যাত্রা করিলেন এবং পরদিবস সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিয়াও পৌঁছিতে পারিলেন না। রাত্রিতে এক স্থানে বিশ্রাম করিলেন। পরদিবস প্রত্যূষে একজনকে অগ্রে পাঠাইয়া দিলেন, এবং ক্রমে নিজেরা তেলিয়া-বুধরিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। বাটীতে পৌঁছিয়াই রামচন্দ্র গুরুদেবকে লইয়া একেবারে গোবিন্দের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন—

"দুই চারি লোক ধরি বসাইল তাঁরে। মুখে বাক্য নাহি,—চক্ষে বদন নিহারে॥
করযোড় করে,—মুখে বাক্য না সরয়। ঠাকুর চরণ দিলা তাঁহার মাথায়॥"

সে দিবস বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। গোবিন্দের এত আনন্দ হইল যে, তিনি আপনার গুরুতর পীড়ার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। পরদিবস আচার্য্যপ্রভু সহাস্যবদনে রামচন্দ্রকে বলিলেন, "গোবিন্দকে স্নান করাইয়া দাও; তাহাকে দীক্ষা দিব।" রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ নিজহস্তে গোবিন্দকে ভাল করিয়া স্নান করাইয়া দিলেন এবং শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করাইয়া নিজে কোলে করিয়া বসিলেন।

এদিকে আচার্য্যপ্রভু স্নানাদি সারিয়া সেই ঘরে আসিলেন এবং গোবিন্দের সম্মুখে দিব্যাসনে উপবেশন করিয়া তাঁহার কর্ণে "হরিনাম" মহামন্ত্র দিলেন। তখন কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে গোবিন্দের নয়নদ্বয় দিয়া অনবরত প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। তৎপরে আচার্য্যপ্রভু তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণ-যুগলমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। তখন গোবিন্দ গুরুদেবের চরণতলে পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন, আর গুরুদেব শিষ্যের মস্তকে পদস্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। গোবিন্দের মনে হইতে লাগিল, তাঁহার সিংহপ্রায় বল হইয়াছে। তিনি হৃদয় উঘাড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রথমে জ্যেষ্ঠের এবং পরে অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের পদপ্রান্তে পতিত হইতে লাগিলেন। তার পর ভাবাবেশে প্রথমে বলিলেন,—"শ্রীনিবাস যা'র প্রভু তা'র কি আছে দায়।" শেষে গুরুদেবের উদ্দেশে বলিলেন—

"এবে নিবেদন করোঁ শুন প্রভুবর। নিবেদিতে বাসি ভয় কাঁপয়ে অন্তর॥"

ইহা বলিয়া গোবিন্দের বদন হইতে নিম্নলিখিত সুমিষ্ট অমৃততুল্য পদটী বহির্গত হইল,—

ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্ল্লভ মানব, দেহ সাধুসঙ্গ, তরাইতে এ ভবসিন্ধু রে॥
শীত-আতপ, বাত বরিখত, এ দিন-যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ পুরজন, চপল সুখলব লাগি রে॥
এ ধন-যৌবন, পুত্র-পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত রে।
নলিনী-দল-জল, জীবন টলমল, ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন, স্মরণ-বন্দন, পদ-সেবন দাসী রে।
পূজহুঁ সখীগণ, আত্ম নিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষ রে॥"

তখন গোবিন্দের আবেশাবস্থা। তিনি যেন এক স্বপ্নময় জগতে বিচরণ করিতেছেন। এই প্রকার বিভোরভাবে গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া গোবিন্দ বলিলেন,—

"এবে সে জানিনু পদ জীবন আমার। আজ্ঞা হয় কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিবার॥
গৌরাঙ্গের লীলা বর্ণি সাধ হয় মনে। সর্ব্বসিদ্ধি পরাৎপর যাহার বর্ণনে॥"

এই কথা শুনিয়া গুরুদেব বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন এবং সস্নেহে বলিলেন—

"গৌরপ্রিয় বাসুদেব ঘোষ মহাশয়। নির্ব্বাস বর্ণন কৈল যত গুণচয়॥"

সুতরাং—"স্বচ্ছন্দে বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণ-লীলা।"

গোবিন্দ ক্রমে ব্যাধিমুক্ত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিলেন। আচার্য্যপ্রভু বুধরি থাকিয়া তাঁহাকে গোস্বামি-গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইলেন। গোবিন্দ অল্প দিনের মধ্যে বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন এবং রস-সিদ্ধান্ত, ভাব-দশা সমস্তই সুন্দররূপে আয়ত্তাধীন করিলেন। এইরূপে—

কতেক সাধন কৈল কতেক বর্ণন। এইরূপে ছত্রিশ বৎসর করিলা যাপন॥
সেই দিন হইতে লীলার করিলা ঘটন। গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা করিলা বর্ণন॥

এইরূপে গোবিন্দ গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলার বহু পদাবলী রচনা করিলেন। ক্রমে ঠাকুর মহাশয়ের ভ্রাতা রাজা সন্তোষ দত্তের সহিত তাঁহার সখ্যতা হইল এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে গোবিন্দ সংস্কৃত-ভাষায় রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ-সম্বন্ধে "সঙ্গীত-মাধব নাটক" রচনা করিলেন।

ক্রমে তাঁহার কবিত্ব ও বর্ণনাশক্তির গুণগ্রাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার কবিতাপাঠে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি জাহ্নবা ঠাকুরাণীর সহিত বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিপাদগণ তাঁহার বিরচিত "সঙ্গীত-মাধব নাটক" শ্রবণ এবং তাঁহার অলৌকিকী কবিত্বশক্তি দর্শন করিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার কবিত্বশক্তি বিদ্যাপতি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। গোবিন্দ দেশে ফিরিয়া আসিলে শ্রীজীব গোস্বামী মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া, তাঁহার রচিত নূতন পদ পাঠাইতে অনুরোধ করিতেন। শেষে গোস্বামিপাদগণ অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। যথা ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গে—

গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়। সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ কবি সবে প্রশংসয়॥
শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে। পরমানন্দিত যাঁর গীতামৃত পানে॥
'কবিরাজ' খ্যাতি সবে দিলেন তথাই। কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাঞি॥

তথা 'অনুরাগবল্লী' গ্রন্থে—

বড়-কবিরাজ-ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজ নাম। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তাঁর গুণগ্রাম॥
তিহোঁ গীত পাঠাইলা শ্রীজীব গোসাঞির স্থান। যাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় পরাণ॥
গোসাঞি সগণ তাহা কৈলা আস্বাদন। বিচারিয়া দেখ দিয়া নিজ নিজ মন॥

গোবিন্দকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করিবার সময় গোস্বামিপাদেরা নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। যথা—

শ্রীগোবিন্দ-কবীন্দ্র-চন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলেনানীতঃ কবিতাবলী-পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দু-সম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীব-সুরাঙ্ঘ্রিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্ সর্ব্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরম্।

যদুনন্দন দাসের "কর্ণানন্দ" গ্রন্থে আছে, শ্রীনিবাসপ্রভুর শিষ্যদিগের মধ্যে প্রধান হইতেছেন—

অষ্ট কবিরাজ আর চক্রবর্ত্তী ছয়। পৃথিবীতে ব্যক্ত ইহা—সবাই জানয়॥

এই আট জন কবিরাজ-শিষ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ইঁহারা দুই ভ্রাতা। যথা—

কবিরাজের জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ। ব্যক্ত হৈয়া আছেন যিঁহো জগতের মাঝ॥
তাঁহার অনুজ শ্রীকবিরাজ গোবিন্দ। যাঁহার চরিত্রে দেখ জগৎ আনন্দ॥

আর, যে সংস্কৃত-শ্লোক হইতে যদুনন্দন দাস উল্লিখিত পদ্যানুবাদ করিয়াছেন, তাহা এই—

শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ। ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণগোকুলৌ॥
কবিরাজ ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে। উত্তমা ভক্তিসদ্রত্নমালাদান-বিচক্ষণাঃ॥

দ্বারপাল গোবিন্দ। দক্ষিণাঞ্চল হইতে মহাপ্রভুর নীলাচলে ফিরিয়া আসিবার পর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। একদিন সার্ব্বভৌম প্রভৃতি ভক্তদিগকে লইয়া মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রসে বিভোর হইয়া আছেন; এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ করিলেন, এবং তৎপরে বিনয়নম্র-বচনে বলিতে লাগিলেন,—

"ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য,—গোবিন্দ মোর নাম। পুরী গোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তোমার স্থান॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে। কৃষ্ণচৈতন্য-নিকটে যাই সেবিহ তাঁহারে॥
কাশীশ্বর আসিবেন সব তীর্থ দেখিয়া। প্রভু-আজ্ঞায় মুঞি আইনু তোমা-পদে ধাঞা॥"

মহাপ্রভু বলিলেন,—"পুরীশ্বর আমাকে বাৎসল্য চক্ষে দেখিতেন, সেই জন্য কৃপা করিয়া তোমাকে আমার কাছে আসিতে বলিয়াছিলেন।" এই কথা বলিয়া গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন, আর গোবিন্দও সকলের চরণ-বন্দন করিলেন।

তার পর মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভট্টাচার্য্য, গুরুর কিঙ্কর সহজেই মাননীয়, তাঁহাকে নিজের সেবা করিতে দেওয়া উচিত নয়; অথচ তাঁহার সেবাগ্রহণ করিতে গুরুদেব আজ্ঞা দিয়াছেন। এখন আমার কর্ত্তব্য কি, বিচার করিয়া বল।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"শাস্ত্র গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং গুরুর আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়।"

তখন মহাপ্রভু নিজ-সেবকরূপে গোবিন্দকে অঙ্গীকার করিলেন, এবং আপন অঙ্গ-সেবার ভার তাঁহাকে দিলেন। কাজেই গোবিন্দের ভাগ্যের সীমা রহিল না।

মহাপ্রভুর বৃহৎ সংসার। এই সংসারের সম্পূর্ণ ভার গোবিন্দের উপর পড়িল। তিনি ছোট ও বড় হরিদাস এবং রামাই ও নন্দাইকে লইয়া এই সংসারের সর্ব্ববিধ কার্য্য এরূপ সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিতেন যে, এক দণ্ডও গোবিন্দ ব্যতীত প্রভুর চলিত না। প্রভুর সংসারে যখনই যিনি আসুন না কেন, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার ভার গোবিন্দের উপর ন্যস্ত করিয়া প্রভু নিশ্চিন্ত থাকিতেন। হরিদাস আসিলেন, তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র বাসা নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং গোবিন্দ প্রত্যহই প্রভুর প্রসাদ তাঁহাকে দিয়া আসিতেন। সনাতন ও রূপ আসিলেন, রঘুনাথ দাস ও রঘুনাথ ভট্ট আসিলেন, তাঁহাদিগের দেখাশুনার ভার গোবিন্দের উপর দিয়া প্রভু নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রভুর যাবতীয় দেখাশুনা ও অঙ্গ-সেবার ভারও গোবিন্দের উপর। একমাত্র প্রভুর কৃপাবলে তিনি সমস্ত কার্য্যই সমাধা করিতেন। প্রতি বৎসর গৌড়ের ভক্তেরা প্রভুর প্রিয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, এবং ইহা আনিয়া গোবিন্দের জিম্বা করিয়া দিতেন। যাঁহারা কিছু আনিতে পারিতেন না এবং যাঁহারা নীলাচলে থাকিতেন, তাঁহারা যখন তখন নানাবিধ উপাদেয় প্রসাদ আনিয়া গোবিন্দকে দিতেন; এবং বিশেষ করিয়া বলিতেন, "ইহা যেন অবশ্য প্রভুকে দেওয়া হয়।" প্রভু ভোজনে বসিলে গোবিন্দ ভক্ত-দত্ত প্রসাদাদি আনিয়া বলিতেন,—"অমুক ইহা দিয়াছে, অমুক ইহা দিয়াছে।" এই প্রকারে অনেকেরই নাম করিতেন, আর প্রভুর এক কথা,—"রাখিয়া দাও"। গোবিন্দ আর কি করিবেন, গৃহের এক কোণে সরাইয়া রাখিতেন।

ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ। শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন॥

এদিকে প্রত্যহই গোবিন্দকে প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহার প্রদত্ত প্রসাদ প্রভু ভোজন করিয়াছেন কি না। গোবিন্দ তখন বড় মুস্কিলে পড়েন। সত্য কথা কহিলে তাঁহারা দুঃখ পাইবেন, কাজেই 'হত ইতি গজ' বলিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করেন।

শেষে একদিন গোবিন্দ প্রভুকে ধরিয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন,—

"আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে। তোমারে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে॥
তুমি সে না খাও,—তাঁরা পুছে বার বার। কত বঞ্চনা করিমু,—কেমনে আমার নিস্তার?"

প্রভু একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তাঁরা ত এখানেই আছেন, তবে দুঃখ করেন কেন তারপর বলিলেন,—"আচ্ছা, কে কি দিয়াছে, সব এখানে আন।" ইহাই বলিয়া প্রভু ভোজ বসিলেন। তখন গোবিন্দ এক এক জনের দ্রব্য আনিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"আচার্য্যের এই পৈড়,—নানা রস-পূপী। এই অমৃত-গুটিকা, মণ্ডা কর্পূর-কুপী॥
শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার। পিঠা, পানা, অমৃতমণ্ডা, পদ্মচিনি আর॥
আচার্য্যরত্নের এই সব উপহার। আচার্য্যনিধির এই অনেক প্রকার॥
বাসুদেব দত্তের, মুরারি গুপ্তের আর। বুদ্ধিমন্ত খানের এই বিবিধ প্রকার॥
শ্রীমান্ সেন, শ্রীমান্ পণ্ডিত, আচার্য্য নন্দন। তাঁ-সবার দত্ত এই করহ ভোজন॥
কুলীন গ্রামের এই আগে দেখ যত। খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত॥"

এই প্রকারে এক এক জনের নাম করিয়া গোবিন্দ সকলের প্রদত্ত দ্রব্যাদি প্রভুর নিকট উপস্থিত করিতে লাগিলেন, আর সন্তুষ্টচিত্তে তিনি ক্রমে সমস্তই ভোজন করিলেন। এইরূপে —

শত জনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইলা। 'আর কিছু আছে?'—বলি গোবিন্দে পুছিলা॥
গোবিন্দ বলে,—'রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।' প্রভু কহে,—'আজি রহু' তাহা দেখিমু পাছে।'

শত জনের ভক্ষ্য এক দণ্ডের মধ্যে আহার করা সাধারণ লোকের নিকট অসম্ভব বোধ হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা মহাপ্রভুকে স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহাতে অবিশ্বাস্য কি থাকিতে পারে? মহাপ্রকাশের সময়ও তাঁহার এইরূপ ভোজনের বর্ণনা গ্রন্থে আছে।

গোবিন্দের নিয়ম ছিল, মহাপ্রভু আহারান্তে বিশ্রামার্থে শয়ন করিলে, তিনি তাঁহার পাদ-সম্বাহন করিতেন, এবং প্রভু নিদ্রা গেলে উঠিয়া আসিয়া, প্রভুর আহারান্তে অবশেষ যাহা থাকিত, তাহা ভোজন করিতেন। একবার রথযাত্রা উপলক্ষে প্রভু ভক্তগণ সহ তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত নৃত্য কীর্ত্তন করিয়া সমুদ্র-স্নান করিলেন। তার পর ভোজনান্তে গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলেন। গোবিন্দ পাদ-সম্বাহন করিতে আসিয়া দেখিলেন, গম্ভীরার ভিতর যাইবার পথ নাই। তখন প্রভুকে বলিলেন,—

"এক পাশ হও, মোরে দেহ ভিতর যাইতে।" প্রভু কহে,—"শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে॥"
বার বার গোবিন্দ কহে একদিক্ হইতে। প্রভু কহে,—"অঙ্গ আমি নারি চালাইতে।"
গোবিন্দ কহে,—"করিতে চাহি পাদ-সম্বাহন।" প্রভু কহে—"কর বা না কর, যেই তোমার মন।"

তখন গোবিন্দ উভয়-সঙ্কটে পড়িলেন। এদিকে প্রভুকে ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারেন না, অথচ প্রভুর পাদ-সম্বাহন প্রভৃতি সেবা করা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম, ইহা তিনি কিছুতেই বাদ দিতে পারেন না। বিশেষতঃ সে দিবস বহুক্ষণব্যাপী নৃত্যাদিতে প্রভুর অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ হইয়াছে, কাজেই সেবার আরও অধিক প্রয়োজন। তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটী উপায় তাঁহার মনে উদ্ভাসিত হইল। তিনি তাঁহার বহির্ব্বাস দ্বারা প্রভুর অঙ্গ আবৃত করিলেন, এবং তৎপরে তাঁহাকে উলঙ্ঘন করিয়া গম্ভীরার ভিতর প্রবেশ করিলেন। তখন—

পাদ-সম্বাহন কৈল, কটী পৃষ্ঠ চাপিল। মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল॥
সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর, গোবিন্দ চাপে অঙ্গ। দণ্ড দুই বই প্রভুর নিদ্রা হৈল ভঙ্গ॥

নিদ্রাভঙ্গ হইলেই প্রভু দেখিলেন, গোবিন্দ বসিয়া সেবা করিতেছেন। বেলা প্রায় অবসান হইয়াছে, তবুও গোবিন্দ অনাহারে সেবা করিতেছেন দেখিয়া, প্রভু তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, "আজ এত ক্ষণ বসিয়া আছ কেন? আমি নিদ্রা যাইবার পরই প্রসাদ পাইতে কেন যাও নাই?"

গোবিন্দ। দ্বার জুড়ে শুয়ে আছ, যাই কি করে?

প্রভু। ভিতরে তবে আইলা কেমনে? সেই ভাবেই কেন প্রসাদ লইতে গেলে না?

গোবিন্দ কহে,—"আমার সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউক, কিম্বা নরকে গমন॥
সেবা লাগি 'কোটি অপরাধ' নাহি গণি। স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি॥"

প্রভু যখন যেখানে যাইতেন, গোবিন্দ ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতেন। অবশ্য প্রভু নিষেধ করিলে দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতেন। একদিন প্রভু যমেশ্বর টোটায় যাইতেছিলেন। সেই সময় জগমোহনেতে এক দেবদাসী গুর্জ্জরী রাগিণীতে সুমধুর স্বরে গীতগোবিন্দের একটি পদ গাইতেছিলেন। দূর হইতে এই গান শুনিয়া মহাপ্রভুর আবেশ উপস্থিত হইল। কে গান করিতেছে—স্ত্রী কি পুরুষ,—তাহা না জানিয়াই তাহাকে মিলিবার জন্য তিনি আবেশাবস্থায় ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। তখন তাঁহার এরূপ অবস্থা যে, পথে একটি বাগানে সিজের বেড়া ছিল, তাহাই ভেদ করিয়া যাইতে সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা ফুটিয়া গেল, অথচ তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। প্রভুর রক্ষার্থে তিনিও প্রাণপণে দৌড়িলেন। কারণ, গোবিন্দ জানেন যে, তখন প্রভু জ্ঞানশূন্য। এই অবস্থায় যদি তিনি যাইয়া সেই দেবদাসীকে স্পর্শ করেন, তাহা হইলে চৈতন্য হইবামাত্র তিনি আত্মহত্যা করিবেন। যাহা হউক, এই প্রকারে উভয়ে ছুটিয়াছেন, অঙ্গে কাঁটা ফুটিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; সে দিকে গোবিন্দের দৃক্‌পাত নাই; কিসে প্রভুকে দেবদাসীর স্পর্শ হইতে রক্ষা করিবেন, ইহাই তখন তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান,—একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রভু প্রায় স্ত্রীলোকটির নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময় গোবিন্দ হাঁপাইতে হাঁপাইতে "স্ত্রীলোক গাইতেছে" বলিতে বলিতে প্রভুকে যাইয়া জড়াইয়া ধরিলেন এবং সেখানে বসিয়া পড়িলেন। স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়াই প্রভুর বাহ্য হইল। প্রভু বলিলেন,—"গোবিন্দ, আজ তুমি আমার জীবন রক্ষা করিলে। কারণ, স্ত্রীলোকের স্পর্শ হইলেই তৎক্ষণাৎ আমার মৃত্যু হইত। তোমার এ ঋণ আমি কখনই শোধ করিতে পারিব না।" শেষে—

প্রভু কহে,—"গোবিন্দ মোর সঙ্গে রহিবা। যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হইবা॥"

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য, গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্যরস।
গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্যরসানন্দ, এই চারি ভাবে প্রভু বশ॥

গোবিন্দ শুদ্ধ দাস্যরসে নিমগ্ন হইয়া ও প্রাণপণ করিয়া প্রভুর এবং তাঁহার ভক্তগণের যেরূপ সেবা করিতেন, তাহা জগতে দুর্ল্লভ ও অতুলনীয়। এই জন্য প্রভু তাঁহার নিকট একরূপ বিক্রীত হইয়াছিলেন এবং এই জন্য প্রভুর অতিপ্রিয় ভক্ত বলিয়া স্বরূপাদি সকলেই গোবিন্দকে মান্য করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনদাসও তাঁহার চৈতন্যভাগবতে "চৈতন্যের দ্বারপাল সুকৃতি গোবিন্দ", "জয় শ্রীগোবিন্দ দ্বারপালের নাথ" ও "জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ" প্রভৃতি লিখিয়া গোবিন্দ শ্রীপ্রভুর যে অত্যন্ত প্রিয়, তাহা ভক্ত-সমাজে প্রচার করিয়াছেন।

গোবিন্দ কর্ম্মকার। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুরনিবাসী স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় কর্তৃক 'গোবিন্দদাসের কড়চানামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানি বাহির হইবার পরেই গোলোকগত মতিলাল ঘোষ মহাশয় 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা' নামক মাসিক পত্রে ইঁহার একটী বিস্তৃত

সমালোচনা বাহির করেন। তাহা পাঠে জানা যায় যে, ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে গ্রন্থের প্রথম হইতে রায় রামানন্দের সহিত মিলন পর্য্যন্ত অংশের পাণ্ডুলিপি রাণাঘাটনিবাসী ৺যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া মহাত্মা শিশিরকুমারকে অর্পণ করেন। শিশিরবাবু সে সময় মহাপ্রভুর লীলাগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি গোস্বামী মহাশয়-প্রদত্ত সুললিত ও সহজ ভাষায় বর্ণিত প্রভুর এই লীলাকথা পাঠ করিয়া বিমোহিত হন, এবং বারম্বার পাঠ করিয়া উহার স্থুল ও সূক্ষ্ম কাহিনীগুলি কণ্ঠস্থ করেন। সেই সময় বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় এই গ্রন্থ সংক্রান্ত দুই একটি প্রস্তাবও তিনি লেখেন। শিশিরবাবু তাঁহার 'অমিয় নিমাইচরিত' গ্রন্থেও ইহা হইতে সঙ্কলন করিয়া রজকের হৃদয়গ্রাহী কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই পাণ্ডুলিপি যজ্ঞেশ্বরবাবুকে ফেরত দেওয়া হয়, এবং তিনি ইহা ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে প্রদান করেন। তাঁহার নিকট হইতে উহা আর ফেরত পাওয়া যায় না।

ইহার পর গোস্বামী মহাশয় উক্ত গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশের পাণ্ডুলিপি স্বয়ং শিশিরবাবুর নিকট লইয়া আসেন, এবং শিশিরবাবু একখানি খাতায় উহার নকল করিয়া লয়েন। এই নকল খাতা এখনও আমাদের গৃহে আছে। পাণ্ডুলিপির নষ্টপত্রগুলি সম্বন্ধে সেই সময় তাঁহাদিগের মধ্যে কথাবার্ত্তা হয়। গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, তিনি নষ্টপত্রগুলির নকল পাইয়াছেন, তবে উহা সঠিক কি না, তাহা বলিতে পারেন না। ইহার কিছুকাল পরে, গোস্বামী মহাশয় একদিন আসিয়া মুদ্রিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা' একখানি শিশিরবাবুকে দিয়া যান। ইহা পাঠ করিয়া শিশিরবাবু দেখিলেন যে, পূর্ব্বে যজ্ঞেশ্বরবাবুর প্রদত্ত পাণ্ডুলিপিতে তিনি যাহা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত মুদ্রিত গ্রন্থের স্থানে স্থানে গরমিল রহিয়াছে। সেই গরমিলগুলি মোটামুটি এই—

(ক) পাণ্ডুলিপিতে ছিল—গোবিন্দের স্ত্রী-বিয়োগ হওয়ায় তাঁহার পুত্রবধূ সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইলেন। একে স্ত্রীবিয়োগে সংসারে তাঁহার মন তিষ্ঠিতেছিল না, তার পর পুত্রবধূর দুর্ব্যবহারে ও উৎপীড়নে বাটীর বাহির হইয়া নবদ্বীপে আসিলেন। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে আছে গোবিন্দের স্ত্রী শশিমুখী একদিন ঝগড়া করিয়া তাহাকে নির্গুণ মূর্খ বলিয়া গালি দেয়। সেই অপমানে গোবিন্দ গৃহ ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসেন।

(খ) পাণ্ডুলিপিতে তাঁহাকে 'কায়স্থ' বলিয়া উল্লেখ করা হয়, মুদ্রিত পুস্তকে 'কর্ম্মকার' বলা হইয়াছে।

(গ) পাণ্ডুলিপিতে কালা কৃষ্ণদাসের কোন উল্লেখ ছিল না, এই কথা শিশিরবাবু তখন প্রকাশ করেন। ছাপা পুস্তকে কৃষ্ণদাসের নাম রহিয়াছে।

(ঘ) পাণ্ডুলিপিতে ছিল, প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিয়াছেন। পথে এক রজক কাপড় কাচিতেছিল। প্রভু তাহাকে শক্তিসঞ্চার করিয়া উদ্ধার করেন। মহাত্মা শিশিরকুমার তাঁহার অমিয় নিমাইচরিতের তৃতীয় খণ্ডে প্রভুর নীলাচল-গমন-কাহিনী বর্ণনা করিবার সময় এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"এই স্থানে এই সম্বন্ধে এই সময়কার একটী কাহিনী বলিব। এটী শ্রীগোবিন্দ তাঁহার কড়চায় বলিয়াছেন। এই গোবিন্দ প্রভুর ভৃত্য, তিনি নীলাচলে তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন। প্রভু বিভোর হইয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে ভক্তগণ। সেই পথে একজন রজক কাপড় কাচিতেছিল। সেখানে আসিয়া প্রভুর যেন হঠাৎ চৈতন্য হইল এবং তিনি সেই রজকের দিকে যাইতে লাগিলেন। ভক্তগণও সেই সঙ্গে চলিলেন। তাঁহাদের আগমনে রজক

আড়চোখে দেখিল, কিন্তু কিছু না বলিয়া, আপন মনে কাপড় কাচিতে লাগিল। এমন সময় প্রভু রজকের নিকট যাইয়া বলিতেছেন,—"ওহে রজক! একবার হরি বল।" রজক ভাবিল, সাধুসন্ন্যাসীরা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন; তাই বলিল,—"ঠাকুর, আমি অতি গরীব, কিছুই দিতে পারিব না।" এই ভাবে প্রভু ও রজকে কথাবার্ত্তা চলিল। কি ভাবে প্রভু রজককে ক্রমে হরি বলাইয়া উদ্ধার করিলেন, তাহা অমিয় নিমাইচরিতে সুন্দরভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রিত কড়চাতে এই রজকের কাহিনীর উল্লেখ নাই।

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি বিষয় এখানে বলা আবশ্যক। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে আসিলেন। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া দক্ষিণে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে ঈশান, প্রতাপ, গঙ্গাদাস, গদাধর ও বাণেশ্বর চলিলেন। ইহাদের মধ্যে গদাধর ভিন্ন আর কাহারও নাম অপর কোন গ্রন্থে নাই। গোবিন্দ তাঁহার কড়চায় বলিতেছেন,—শান্তিপুর হইতে

বর্দ্ধমানে যখন পৌছিনু মোরা সবে। ভাবিতে লাগিনু মুই ভাগ্যে কিবা হবে॥
মোর পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া প্রভু কহে। চল যাই গোবিন্দ রে তোমাদের গৃহে॥

পথে গোবিন্দের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রভু তাহাকে তত্ত্বকথা কহিতে লাগিলেন। যিনি বড় হইয়া কখন পরস্ত্রীর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেন না, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া (যখন অপর স্ত্রীলোককে সম্ভাষণ করা দূরের কথা, তাহাদের মুখদর্শন করাও নিষিদ্ধ) স্ত্রীলোকের কাছে গিয়া তাহাকে তত্ত্বকথা শুনাইতেছেন, ইহা কি অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় না? যাহা হউক, এখান হইতে কড়চা-লেখক প্রভুকে দামোদর পার করাইয়া কাশী মিত্রের বাড়ী লইয়া গেলেন। যথা গোবিন্দদাসের কড়চা—

এই কথা বলিতে বলিতে দামোদর। পার হৈয়া চলিনু মোরা কাশী মিত্রের ঘর॥

দীনেশ বাবু তাঁহার সম্পাদিত গোবিন্দদাসের কড়চার নব সংস্করণে উল্লিখিত চরণদ্বয়ের পাদটীকায় লিখিয়াছেন,—

"ইহার পরে চৈতন্যভাগবত যে বর্ণনা দিয়াছেন, তৎসঙ্গে কড়চার বর্ণনার মিল নাই। + + + ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণের সঙ্গে চৈতন্যভাগবত ও কড়চার রেখায় রেখায় মিল দেখা যাইতেছে, অথচ পরবর্ত্তী বর্ণনায় গরমিল হওয়ার কারণ কি?" ইহার উত্তরে সেন মহাশয় নিজেই বলিতেছেন,—"চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পর দৃষ্ট হয় যে, (চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকানুসারে) তিনি প্রবল বায়ুতাড়িত পুন্নাগ পুষ্পরেণুর ন্যায় মহাভাব-পরিচালিত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন, নিত্যানন্দ তাঁহাকে অনুগমন করিতে পারিতেছেন না। অদ্বৈত-গৃহে কিছু কাল অবস্থানের পর নিত্যানন্দ প্রভৃতি পরিকরবৃন্দ কয়েক দিনের জন্য তাঁহার সঙ্গবিচ্যুত হইয়াছিলেন। যথা চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ২য় অধ্যায়—"রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দ-চন্দ্র। সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ॥"

এখানে দীনেশ বাবু মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে,—"সুতরাং এই পর্য্যটনের সঙ্গী গোবিন্দদাস ভিন্ন আর কেহ সমগ্র পথ তাঁহার অনুগমন করেন নাই। মহাপ্রভু তাঁহার স্বগণবর্গের হাত এড়াইবার অতিমাত্র চেষ্টার দরুণ হয় ত তাঁহারা ঠিক তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারেন নাই। শেষে পুরীতে আসিয়া তাঁহারা মিলিত হইয়াছিলেন। এই যে দীর্ঘ পথটা পরিকরবর্গ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারেন নাই, তৎসম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতির উদ্ভব হইয়াছিল। অনেক পল্লীই হয়ত মহাপ্রভুর পথের দাবী করিয়া গৌরবান্বিত হইতে অগ্রসর হইয়াছিল। সুতরাং বৃন্দাবনদাস এই

ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এদিকে গোবিন্দদাস চাক্ষুষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।"

দীনেশবাবুর এই অনুমিতি ও যুক্তি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে দক্ষিণাভিমুখে এত দ্রুতপদে গমন করেন যে, একমাত্র গোবিন্দ ভিন্ন অপর কোন সঙ্গী তাঁহার অনুগমন করিতে পারেন নাই, এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে নিত্যানন্দ সম্বন্ধীয় উল্লিখিত চরণ উদ্ধৃত করেন। কিন্তু ইহা হইতেছে মহাপ্রভুর কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর অদ্বৈত-গৃহে আগমনের সময়ের ঘটনা। অদ্বৈত-গৃহ হইতে যাত্রা করিবার পর, তৎসম্বন্ধে গোবিন্দদাসের কড়চায় আমরা যে বর্ণনা দেখিতে পাই, তাহাতে তাঁহার উল্লিখিত ভাবে ছুটিয়া যাইবার কথা কোন স্থানে দেখা যায় না।

আর, গোবিন্দের কড়চা অনুসারে যাঁহারা প্রভুর অনুসঙ্গী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নিত্যানন্দের কি জগদানন্দের নাম পর্য্যন্ত নাই। তাঁহারা আদপে প্রভুর সঙ্গে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না এবং প্রভুর নীলাচলে যাইবার কত দিন পরে সেখানে গিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধেও কোন কথা কড়চায় নাই। কাজেই চৈতন্যভাগবত হইতে "রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দ-চন্দ্র। সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ॥" এই চরণদ্বয় দীনেশবাবুর উদ্ধৃত করিবার স্বার্থকতা কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ দীনেশবাবু যাহা 'জনশ্রুতিমূলক' বলিয়া বিশ্বাস করেন, আপনার উক্তির পোষকতায় তাহাই উদ্ধৃত করা তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয় নহে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কাজেই চৈতন্যভাগবত ও কড়চার বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে অমিল থাকা সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি দেখাইয়া দীনেশবাবু চৈতন্যভাগবতের লিখিত বিষয়গুলি 'জনশ্রুতি' বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা যে একেবারে অসার ও হাস্যোদ্দীপক, তাহা উহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

কড়চা-লেখক কি ভাবে মহাপ্রভুর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা এখন দেখা যাউক। তিনি লিখিয়াছেন,—বর্দ্ধমানে পৌছিয়া যখন আমি নিজ ভাগ্যের কথা ভাবিতেছি, তখন "মোর পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া প্রভু কহে। চল যাই গোবিন্দরে তোমাদের গৃহে॥ এই কথা শুনি মুহি উঠিনু চমকি। হাসিয়া চলিলা প্রভু ঠমকি ঠমকি॥" তারপর গোবিন্দের স্ত্রীকে তত্ত্বকথা বলিয়া তাঁহারা দামোদর পার হইলেন এবং কাশী মিত্রের গৃহে গিয়া উঠিলেন। মিত্র মহাশয় ভোগ লাগাইবার জন্য ভাল চাউল আনিয়া দিলেন। এই চাউলের নাম 'জগন্নাথভোগ' শুনিয়া, প্রভুর চক্ষে প্রেমধারা বহিতে লাগিল। "কান্দিতে কান্দিতে বলে হাহা জগন্নাথ। শীঘ্র টানিয়া মোরে লহ তব সাথ॥" কিন্তু প্রভু নিশ্চিন্ত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে পারিলেন না। কারণ, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। কাজেই তাড়াতাড়ি "শাক সুপ নানা বস্তু রন্ধন করিয়া। একত্র করিল প্রভু আনন্দে মাতিয়া॥" তখন গোবিন্দকে বলিলেন, "বড় ক্ষুধা হইয়াছে বাছনি তোমার। ইতি উতি চাহিতেছ তাই শত বার॥" তৎপরে বলিলেন,—"শীঘ্র তুলসী আনহ, ভোগ লাগাইয়া তোমাকে প্রাণভরে প্রসাদ দিব।" তুলসী আনিবা মাত্র ভোগ লাগাইয়া গোবিন্দকে প্রসাদ বাটিয়া দিলেন, আর গোবিন্দ বড় বড় গ্রাস মুখে তুলিয়া মনের আনন্দে গো-গ্রাসে গিলিতে লাগিলেন,—প্রভুর আহার পর্য্যন্ত তাহার সবুর সহিল না। প্রভুও অবশ্য আকণ্ঠ পুরিয়া আহার করিলেন।

অপরাহ্ণে মিত্রালয় হইতে বাহির হইয়া গোরাচাঁদ দক্ষিণ দিকে ছুটিলেন ; কারণ, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হাজিপুর গ্রামে পৌছিতে হইবে। সেখানে আসিয়া সন্ধ্যার পরই কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বহু বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা জড় হইয়া প্রভুর সহিত করতালি দিয়া রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত নৃত্য-কীর্ত্তন করিল। 'নাচিতে লাগিল প্রভু মাতাইয়া দেশ, কোথায় কৌপীন তার আলুথালু বেশ' হইল। 'অর্দ্ধেক রজনী গেল এই মত করি, তার পর ভিক্ষা অন্ন পাকাইল হরি॥' নাচিয়া গাহিয়া পরিশ্রম করিয়া খুব ক্ষুধার উদ্রেক হইল, কাজেই অত রাত্রিতে প্রভুর অন্নব্যঞ্জনাদি পাকাইতে হইল। এবার আর গোবিন্দকে অগ্রে অন্নাদি দিলেন না। তবে অধিক রাত্রি হওয়ায় নিজে মুষ্টিমেয় প্রসাদ পাইলেন। কিন্তু পেটুক গোবিন্দ লোভ সামলাইতে না পারিয়া অপর্যাপ্ত আহার করিয়া ফেলিলেন। তাহার ফলে পেট ভয়ানক ফুলিয়া উঠিল, তিনি হাঁসফাঁস করিতে লাগিলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া প্রভুর শরণ লইলেন। প্রভু আর করেন কি; কোথায় সারাদিনের পরিশ্রমের পর একটু বিশ্রাম করিবেন, কিন্তু তাহা আর হইল না, তিনি গোবিন্দের পেটে (সম্ভবতঃ তেলজল দিয়া) হাত বুলাইতে লাগিলেন। ক্রমে পেটের ফুলা কমিয়া আসিল, গোবিন্দ একটু আরাম পাইলেন ও ঘুমাইয়া পড়িলেন ; প্রভুও তখন নিস্তার পাইলেন। গোবিন্দকে লইয়া এইরূপ লীলাখেলা করিতে করিতে প্রভু ক্রমে নীলাচলে আসিয়া পৌছিলেন। কড়চায় অন্যান্য সঙ্গীদিগের সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য নাই।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, "কড়চার বিরোধী দলের আন্দোলন সুরু হইয়াছিল অমৃতবাজার আফিসে।" কি ভাবে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহা আমরা উপরে দেখাইয়াছি। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, "সেই সময় গোস্বামী মহাশয় আমার শ্যামপুকুর লেনস্থিত বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া করুণভাবে সমস্ত কথা জানাইয়াছিলেন। ...... সেই আন্দোলনের ২৭।২৮ বৎসর পরে গোটা পুথিখানি গোস্বামী মহাশয়ের স্বকপোল-কল্পিত, ইহাই প্রমাণ করিতে তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ...... যাঁহারা এই কড়চার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন, "কড়চার প্রাচীন পুথি বাহির কর, তবে বিশ্বাস করিব।"

ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য দীনেশবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে কড়চার যে নব সংস্করণ বাহির করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ৮৪ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাদি লিখিয়াছেন, এবং এই সম্বন্ধে প্রধান সাক্ষ্য মানিয়াছেন—গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল গোস্বামীকে। কড়চার প্রাচীন পুথি প্রাপ্তি সম্বন্ধে বনোয়ারীবাবু বলিয়াছেন যে, প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুরনিবাসী কালিদাস নাথ, গোবিন্দদাসের প্রাচীন পুথি তাঁহার পিতৃদেব ৺জয়গোপাল গোস্বামীর নিকট লইয়া আসেন। এই পুথি অপ্রকাশিত প্রাচীন পুস্তক মনে করিয়া তাঁহার পিতা পড়িবার নিমিত্ত উহা চাহেন। কালিদাস প্রথমতঃ উহা প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করেন, পরে তাঁহার পিতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কয়েক দিনের জন্য প্রাচীন পুথিখানি তাঁহার নিকট রাখিয়া যান। বনোয়ারীলাল লিখিয়াছেন, "পিতৃদেব অতি সত্বর লিখিতে পারিতেন, তিনি কয়েক দিনের মধ্যে এই পুথি নকল করিয়া ফেলেন।" ইহার পর কড়চার প্রথমাংশের পাণ্ডুলিপি শিশিরবাবুকে দেওয়া হয় ও উহা কিরূপে হারাইয়া যায়, তাহা বিবৃত করিয়া, বনোয়ারীবাবু শেষে বলিয়াছেন, "বাবা কালিদাস নাথের নিকট প্রাচীন পুথিখানি পুনরায় পাইবার জন্য অনুরোধ করেন ; কিন্তু তিনি বলেন, পুথির মালিককে উহা ফেরত দেওয়া হইয়াছে ; তাহা আর পাইবার সম্ভাবনা নাই।"

এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় মতিবাবুর লিখিত কড়চার সমালোচনা বাহির হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ৺কালিদাস নাথ অমৃতবাজার পত্রিকার বাঙ্গালা বিভাগের ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষের কাজ করিতেছিলেন। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ সংগ্রহ করিতেন, নিজে প্রবন্ধ লিখিতেন ও প্রুফ দেখিতেন। মতিবাবুর লিখিত সমালোচনার প্রুফ সংশোধন তিনিই করিয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয় ও নাথ মহাশয় উভয়েই শান্তিপুরবাসী, সুতরাং উভয়ে বেশ জানাশুনা ছিল। জয়গোপাল যখন পত্রিকা আফিসে আসিতেন, তখন কালিদাসের সহিত অনেক সময় তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। কালিদাস যে গোবিন্দদাসের কড়চার প্রাচীন পুথি গোস্বামী মহাশয়কে আনিয়া দিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহাদের মধ্যে কেহই অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে কাহারও নিকট বলেন নাই, বলিলে উহা শিশিরবাবু ও মতিবাবু নিশ্চয় জানিতে পারিতেন, এবং তাহা হইলে মতিবাবু সে কথা সমালোচনায় নিশ্চয় উল্লেখ করিতেন। দীনেশবাবুর সহিতও কালিদাস বাবুর বেশ আলাপ পরিচয় ছিল। মতিবাবুর লিখিত সমালোচনা বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পরই গোস্বামী মহাশয় যখন দীনেশচন্দ্রের শ্যামপুকুর লেনস্থ বাড়ীতে আসিয়া করুণ-কণ্ঠে সমস্ত কথা তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তখন এই সম্বন্ধে কালিদাসের নিকট দীনেশবাবুর ঐ কথা জিজ্ঞাসা করা স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উহা তাঁহার ভূমিকায় প্রকাশ করিতেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে দীনেশবাবু নির্ব্বাক্ থাকায়, আমাদের মনে হয়, গোস্বামী মহাশয় সরল ভাবে সকল কথা যখন তাঁহাকে বলেন, তখন হয় ত এরূপ কথা তিনি প্রকাশ করেন, যাহাতে কালিদাসের নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেন নাই ; এবং সম্ভবতঃ সেই জন্যই এই ঘটনার বহুদিন পরে এবং কালিদাস নাথের লোকান্তরিত হইবার পরে, দীনেশবাবু গোস্বামী মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া লেখনী ধারণ করিতে বাধ্য হন। এবং হয় ত সেই জন্যই তিনি জয়গোপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র বনোয়ারীলালকে তাঁহার পার্শ্বে সম্পাদকীয় আসনে বসাইয়া, তাঁহার দ্বারা "গোবিন্দদাসের কড়চা উদ্ধারের ইতিহাস" লেখাইয়াছেন।

বনোয়ারীবাবু ইহাতে আরও লিখিয়াছেন, "ইহার কিছু দিন পরে বাবা জানিতে পারেন যে, শান্তিপুরের পাগলা গোঁসাইদের বাড়ীতে হরিনাথ গোস্বামীর নিকট গোবিন্দদাসের কড়চার আর একখানি পুথি আছে। ঐ পুথিখানি অত্যন্ত পাঠবিকৃতি-দোষে দুষ্ট এবং অসম্পূর্ণ ছিল। পিতা ঠাকুর মহাশয়ের নিকট যে কিছু কিছু নোট ছিল, তাহার সহিত ঐ পুথির লেখা মিলাইয়া কষ্টে সৃষ্টে নষ্ট পত্রগুলির পুনরুদ্ধার করা হয়।"

কালিদাস নাথ কর্ত্তৃক সংগৃহীত পুথি না হয় মালিককে ফেরত দেওয়া হইয়াছিল, এবং তাহা আর পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পাগ্লা গোঁসাইর বাড়ীতে যে পুথি পাওয়া যায়, তাহার গতি কি হইল ? উহা ফেরত দিবার কথা বনোয়ারীলাল উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "উভয়-খানিই মালিকদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবং এখন তাহা পাওয়া অসম্ভব।"

আর একটি কথা আমরা জিজ্ঞাসা করিব। দীনেশচন্দ্র ও বনোয়ারীলাল উভয়েই উল্লেখ করিয়াছেন যে, গোস্বামী মহাশয়ের "কিছু কিছু নোট ছিল, তাহার সহিত পাগলা গোঁসাইদের বাড়ীর পুথি মিলাইয়া নষ্ট পত্রগুলি পুনরুদ্ধার করা হয়।" আমাদের জিজ্ঞাস্য, গোবিন্দদাসের কড়চা

সরল ও সহজ বাঙ্গালা ভাষায় লেখা। তাহার নোট গোঁসাইজীউ কি ভাবে ও কেন রাখিয়াছিলেন, তাহা আমাদের আদৌ বোধগম্য হয় না।

কোচবিহার কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয় "বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ পত্রিকা"য় 'গোবিন্দদাসের কড়চা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, গোবিন্দদাসের কড়চা লইয়া যে আন্দোলন আলোচনা চলিতেছিল, তৎপক্ষে নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিতে তিনি নিযুক্ত হন। এই সময় কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি শান্তিপুর যান। সেখানে স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত কীর্ত্তীশচন্দ্র গোস্বামীর সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তিনি জয়গোপালের দৌহিত্রকে বিবাহ করিয়াছেন শুনিয়া, উপেন্দ্রবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার দাদা মহাশয়ের নিজমুখে এই কড়চা সম্বন্ধে যদি কিছু শুনিয়া থাকেন, তবে সেগুলি বলুন।"

কীর্ত্তীশবাবু বলিলেন, "কোন দুর্ঘটনাবশতঃ আমি প্রায়ই ঐ কড়চা তাঁহাকে ও তাঁহার কন্যাকে পড়িয়া শুনাইতাম। ঐ সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি ঐ পুথি কোথায় পাইলেন? দাদা মহাশয় বলেন যে, বর্দ্ধমান জেলায় কোন এক শিষ্যের বাড়ীতে একখানি প্রাচীন কীটদষ্ট পাঠদুষ্ট জীর্ণ পুথি তিনি পাইয়াছিলেন। তাহাতে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ বর্ণিত ছিল। উহার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা ছিল না। প্রথম ৫০।৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ঘটনাগুলি পরে তিনি রচনা করেন। উক্ত জরাজীর্ণ পুস্তকখানির পাঠ সকল স্থানে উদ্ধার করা অসম্ভব হইয়াছিল। তজ্জন্য অনেক স্থলে তিনি নিজে পাঠ রচনা করিয়া দিতে বাধ্য হন। এমন কি, মহাপ্রভুর কয়েক স্থলের উক্তিও তাঁহার নিজের রচিত। এরূপ ভাবে গ্রন্থখানি রচিত হইলে, তিনি শ্রীল শিশিরবাবুকে উহা দেখিবার জন্য দিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহা হারাইয়া যায়। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যে খসড়া-লিপি ছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া তিনি প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা রচনা করেন।"

সেই কীটদষ্ট পুথির কি হইল জিজ্ঞাসা করায় কীর্ত্তীশবাবু বলিলেন যে, তাঁহার দাদা মহাশয়ের পরলোকগমনের পর, তাঁহার সমস্ত গ্রন্থগুলি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মোহনলাল লইয়া গিয়াছিলেন। যদি থাকে, তবে তাঁহার নিকটই থাকিবে। কিন্তু মোহনলাল ঐ পুথির কথা অস্বীকার করেন। কীর্ত্তীশবাবুকে কালিদাস নাথের কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলেন যে, তাঁহার দাদা মহাশয়ের নিকট কালিদাস নাথের কথা তিনি শুনেন নাই।

এখানে উপেন্দ্রবাবু ও কীর্ত্তীশবাবুকে আমাদের একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে। বর্দ্ধমান জেলার শিষ্যের নিকট হইতে যে পুথি গোস্বামী মহাশয় প্রাপ্ত হন, তাহার প্রথম ৫০।৬০ পৃষ্ঠা ছিল না। এই অংশে গোবিন্দদাসের গৃহত্যাগের ও অন্যান্য অনেক আবশ্যকীয় ঘটনা আছে। ইহা তিনি কি প্রকারে রচনা করিলেন? আর কীর্ত্তীশবাবু উপেন্দ্রবাবুর নিকট কড়চা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন; কিন্তু দীনেশবাবু তাঁহার ভূমিকার পাদটীকায় কীর্ত্তীশবাবুর যে পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কড়চা সম্বন্ধে কোন কথা নাই কেন?

উপেন্দ্রবাবু শেষে লিখিয়াছেন, "আমার মতে গোবিন্দদাস কর্ত্তৃক লিখিত কোন কড়চা জয়গোপাল পান নাই; এবং গোবিন্দও কড়চা ধরণের কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। কড়চাতে একাধিক স্থানে দেখা যাইবে, তিনি বলিতেছেন যে, মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে থাকিয়া সেখানকার ভাষা সমুদায় শিখিয়াছিলেন; কিন্তু গোবিন্দ নিজে তাহাদের কথা কিছু বুঝিতেন না। সুতরাং কড়চার বর্ণিত মহাপ্রভুর অনেক উক্তি মূল নোটে ছিল না, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই সকল

কারণে আমার মনে হয়, গোবিন্দদাসের কেবল একখানি ডায়েরী ধরণের নোট ছিল মাত্র। ... ... যদি মূল নোটগুলি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান কড়চাখানি যে জয়গোপালের নিজের রচিত, ইহা সপ্রমাণ হইবে; কিন্তু একটী বিশেষ লাভ হইবে যে, ইহার মালমসল্লা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

"এ যুগে দস্তখত সংগ্রহ করা ব্যাপারটা এমন সুলভ হইয়াছে যে, তাহার বিশেষ মূল্য নাই।" এই কথা লিখিয়া, সেই সঙ্গে সঙ্গে দীনেশবাবু তাঁহার কয়েকটী অন্তরঙ্গ বন্ধুর দস্তখত সংগ্রহ করিয়া কি করিয়া ভূমিকায় ছাপিলেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। এই সুপারিস্-দাতৃগণের বয়স তখন ৭০।৮০ বৎসর হইবে। ইহার ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বের ক্ষুদ্র ঘটনা তাঁহারা স্মরণ রাখিয়া দীনেশবাবুর পত্রের উত্তরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া দীনেশচন্দ্র তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলেন, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে?

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, "আধুনিক বহু গ্রন্থ কড়চাকে অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে।" ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি যে সকল গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েকজন সম্বন্ধে দীনেশবাবুর মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

(ক) "স্বর্গীয় শিশিরবাবু তাঁহার অমিয় নিমাইচরিতের গোটা ৬ষ্ঠ খণ্ড গোবিন্দদাসের কড়চাকে আশ্রয় করিয়া লিখিয়াছেন।"

প্রকৃত তাহা নহে। ৬ষ্ঠ খণ্ডের একটী অধ্যায়ে মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণের কথা বর্ণিত হইয়াছে, এই মাত্র। এই বর্ণনা চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থাদি হইতে যেমন লওয়া হইয়াছে, কড়চা হইতেও সেইরূপ কিছু লওয়া হইয়াছে। কিন্তু পাদটীকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"গোবিন্দদাসের কড়চা বলিয়া যে পুস্তক ছাপা হইয়াছে, তাহার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা ও শেষের কয়েক পৃষ্ঠা অলীক ও প্রক্ষিপ্ত। কড়চার প্রকাশক মহাশয় এইরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়া পরে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েন। শেষে নিজের দোষ অপনয়নের জন্য যত দূর সম্ভব, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় এক পত্র লিখেন। সে পত্র আমাদের কাছে আছে।"

(খ) "শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' নামক গ্রন্থে গোবিন্দ-দাসের কড়চা হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।"

অথচ উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "এই গ্রন্থ-লিখিত সমস্ত বিষয়ই শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, ভক্তিচন্দ্রিকাপটল, চৈতন্যসহস্রনাম, ভক্তিসার-সমুচ্চয়, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, প্রাচীন শ্লোক ও মহাজনী পদাবলী প্রভৃতি অবলম্বন ও গুরু-পরম্পরায় অবগত হইয়া লিখিত হইল।" ইহার মধ্যে গোবিন্দদাসের কড়চার নামও নাই।

(গ) "প্রভুপাদ মুরারিলাল গোস্বামী (অধিকারী) তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'বৈষ্ণব-দিগ্দর্শনী' গ্রন্থে কড়চা-লেখক গোবিন্দদাসকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয়ের এই 'দিগ্দর্শনী' বিজ্ঞানসম্মতভাবে রচিত, এবং ইনি প্রত্যেক কথাই বিবিধ প্রমাণের সহিত তন্ন তন্ন করিয়া লিখিয়াছেন।"

সেন মহাশয় ইহাকে 'প্রভুপাদ' ও 'গোস্বামী' প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করিলেও অধিকারী মহাশয় আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে, "গোবিন্দ-দাসের কড়চা নামে যে একখানি বই প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার নিজের বর্ণনানুসারে এই গোবিন্দ-

দাসই মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এই কড়চায় লিপিবদ্ধ করেন। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ··· ··· ··· গোবিন্দ কর্ম্মকারের কথা কেহ কেহ বিশ্বাস করেন না।"

(ঘ) "হাইকোর্টের স্বর্গীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তদীয় 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামক পুস্তকে কড়চাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়াছেন।"

কিন্তু সারদাবাবু তাঁহার উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "মহাপ্রভুর সহিত যাঁহারা নীলাচলে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বৃন্দাবন দাস, তাঁহাদের গ্রন্থে গোবিন্দের (গোবিন্দ কামারের) নাম উল্লেখ করেন নাই। গোবিন্দ তাঁহার কড়চায় বলেন, তিনি দাস-স্বরূপ সঙ্গে গিয়াছিলেন।" তার পর পাদটীকায় মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন, "গোবিন্দের কড়চার প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। অনেকে মনে করেন, ইহা আধুনিক গ্রন্থ। প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে গোবিন্দের নামোল্লেখ নাই, এবং তাঁহার কড়চার অনেক স্থলেই আধুনিক রচনার আভাস পাওয়া যায়।" অন্যত্র লিখিয়াছেন, "গোবিন্দদাস তাঁহার কড়চায় ছত্রভোগের উল্লেখ করেন নাই। তিনি বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হাজিপুর ও নারাশোলের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রামাণিক গ্রন্থে ঐ সকল স্থানের উল্লেখ নাই।" সারদাবাবুর নিজেরও সেইরূপ বিশ্বাস, এবং সেই জন্য তিনি ছত্রভোগের পথের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন;—বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া মহাপ্রভুর নীলাচলে যাইবার কথা যাহা কড়চায় আছে, তাহার কোন বর্ণনা করেন নাই।

যাঁহারা এই কড়চার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, গোবিন্দদাসের কড়চার উল্লেখ কোন গ্রন্থেই নাই কেন? এমন কি, যে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে গোবিন্দ কর্ম্মকারের নাম আছে বলিয়া প্রকাশ, তিনিও এই কড়চার কথা কোথাও বলেন নাই কেন? আবার কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, কড়চার প্রাচীন পুথি কোথায়?

এই সকল প্রশ্নের উত্তরে সেন মহাশয় বলিলেন,—(ক) যে দুইখানি পুথি দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় কড়চা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উভয়খানি মালিকদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, এবং এখন তাহা পাওয়া অসম্ভব। (খ) কড়চাতেই এরূপ একটা আভাস আছে যে, কোন কারণে গোবিন্দদাস পুথিখানি গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (গ) তাহার উপর আবার এই পুথির বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে। (ঘ) প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি প্রায়ই নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের ঘরে রক্ষিত আছে। খড়ো ঘরের চালের ফুটা দিয়া বর্ষার দিনে যে অজস্র জলধারা বর্ষিত হয়, তাহাতে বৎসর বৎসর শত শত পুথি নষ্ট হইতেছে। (ঙ) তাহা ছাড়া অগ্নিদাহ, বন্যা এবং শিশুদের দৌরাত্ম্য তো আছেই। (চ) অনেকে আবার প্রাচীন পুথি মাঝে মাঝে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।

দীনেশবাবু অনেক মাথা ঘামাইয়া এই উত্তরগুলি দিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া কে হাস্য সম্বরণ করিতে পারে? দীনেশবাবুর কথার ভাবে মনে হয়, বিরুদ্ধবাদী লোকেরাই যে কেবল গোবিন্দদাসের কড়চার শত্রু, তাহা নহে; দেবতারাও দলবদ্ধ হইয়া তাহাতে যোগদান করিয়াছেন। নচেৎ এক দিকে বরুণদেব যেমন নিম্নশ্রেণীর লোকদের খড়ো ঘরের চালের ফুটা

দিয়া বারিধারায় কড়চাগুলি ভাসাইতেছেন, অপর দিকে অগ্নিদেবও সেইরূপ কড়চাগুলি লইয়া লঙ্কাকাণ্ড করিতেছেন। ইহা ছাড়া ভূত প্রেতের কাণ্ড ত আছেই। বিধাতার কি বিড়ম্বনা! অপর কোন পুথির কিছু ক্ষতি হইতেছে না, কেবল বাছিয়া বাছিয়া গোবিন্দের কড়চাগুলির উপরই যত জাতক্রোধ! এ সবই কি ষড়্‌যন্ত্রের কুফল?

আচ্ছা, দীনেশবাবু যে বলিতেছেন, কোনও কারণে গোবিন্দদাস পুথিখানি গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং কড়চাতেই তাহার আভাস আছে,—ইহাও কি ঐ ষড়্‌যন্ত্রের ফল?

এখন দেখা যাউক, কড়চা গোপন করা সম্বন্ধে কি আভাস ইহাতে আছে। কিন্তু ইহা অনুসন্ধান করিবার কষ্টও আমাদের ভোগ করিতে হইবে না; দীনেশবাবু ত্রিশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া তাহাও আমাদের সুবিধার জন্য বাহির করিয়া রাখিয়াছেন। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"যখন চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সংকল্প করিয়া বর্দ্ধমানের পথে কাটোয়ায় যাত্রা করেন, তখন শশিমুখী একবার গোবিন্দকে পাকড়াও করিয়াছিল। ... ... আমাদের মনে হয়, আবার পাছে শশিমুখীর পাল্লায় পড়েন এবং আবার মহাপ্রভু তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করেন, এই ভয়ে তিনি কড়চাখানি সম্পূর্ণ গোপন করিয়াছিলেন।"

আহা! কড়চাখানি ত্রিশ বৎসর কাল দীনেশবাবুর অপরিহার্য্য সঙ্গী হইয়া থাকিলেও, ইহার প্রতি ছত্রের উপর তাঁহার শত শত অশ্রু বর্ষিত হওয়ায়, তিনি চোখের জলে ভাল করিয়া দেখিতেই পারেন নাই। এই ত্রিশ বৎসরে বহু পরিশ্রমের ফলে হয় ত তাঁহার সাবেক মস্তিষ্কের পীড়া প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল, এবং সেই জন্যই হয় ত এই ঘটনাটী সম্বন্ধে তিনি বিষম ধাঁধাঁয় পড়িয়াছিলেন। তাহা না হইলে, সন্ন্যাসের পর পুরী যাইবার পথের ঘটনাকে তিনি সন্ন্যাসের পূর্ব্বের ঘটনা বলিয়া ধরিয়া লইলেন কি করিয়া? যাহা হউক, এরূপ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলে এরূপ ভুলভ্রান্তি হওয়া বেশী কথা নহে।

কড়চা গোপন রাখিবার কথা, যাহা দীনেশবাবুর মতে এই পুথিতে আছে, তাহা একটী চরণ মাত্র। যথা—"কড়চা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে।" আমেদাবাদ বাঙ্গালাদেশ হইতে বহু দূরে অবস্থিত। সেখানে নন্দিনীবাগানের ধারে বসিয়া গোবিন্দ নাকি ঐ চরণটী লিখিয়াছিলেন। সেই অ-বাঙ্গালীর দেশে শশিমুখী কিম্বা তাহার কোন লোকের যাইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং সেখানে শশিমুখীর পাল্লায় পড়িবার ভয়ে গোপনে কড়চা লিখিবার কোন কারণ হইতে পারে না। ইহাও কি দীনেশবাবুর মস্তিষ্কবিকৃতির ফল? তাহা না হইলে তিনি—"কড়চা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে"—ইহার অর্থ "কড়চা তিনি কাহাকেও দেখিতে দেন নাই"—এরূপ করিবেন কেন?

আবার, শশিমুখীর ভয়ে গোবিন্দ যে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, এরূপ কোন আভাসও কড়চায় নাই। ইহাতে আছে,—চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য হইতে পুরী ফিরিয়া আসিয়া একখানি পত্র সহ গোবিন্দকে শান্তিপুরে অদ্বৈতের নিকট যাইতে আদেশ করেন। গোবিন্দ বলিতেছেন,—"আজ্ঞামাত্র পত্র সহ বিদায় লইয়া। শান্তিপুরে যাত্রা করি প্রণাম করিয়া॥" সেই সময়—"পৃষ্ঠে হাত দিয়া প্রভু আশিষ করিল। মোর চক্ষে শতধারা বহিতে লাগিল॥" ইহা দেখিয়া—"প্রভু বলে নাহি কান্দ প্রাণের গোবিন্দ। আচার্য্যে আনিয়া হেথা করহ আনন্দ॥ এই বাক্য শুনি মোর চক্ষে বারি বহে।" কারণ—"প্রভুর বিরহ-বাণ প্রাণে নাহি সহে॥" তাই গোবিন্দ বলিতে লাগিলেন,—"প্রভুর বিরহ-বেগ সহিব কেমনে। নিদারুণ কষ্ট আসি উপজিল মনে॥"

গোবিন্দ নিজে পরিষ্কারভাবে বলিতেছেন,—এই যে নিদারুণ কষ্ট উপস্থিত হইল, ইহা কেবল প্রভুর বিরহের জন্য, অন্য কোন কারণে নহে। কিন্তু টীকাকার দীনেশচন্দ্র, গোবিন্দের ঐ উক্তির মধ্য হইতে এক সূক্ষ্ম অর্থ বাহির করিলেন। তিনি বলিতেছেন,—এই কান্নার আর একটী (অতিগুহ্য) কারণ ছিল,—অর্থাৎ, "বঙ্গদেশে গেলে শশিমুখী পাছে তাহাকে ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা করে।" অবশ্য গোবিন্দ সে ভাবের কোন কথার উল্লেখ করেন নাই; আর প্রভুও সে সম্বন্ধে গোবিন্দকে কিছু বলেন নাই।

সব চেয়ে অধিক কৌতুকাবহ হইতেছে,—কড়চার গোবিন্দ ও ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ যে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, তাহাই প্রমাণের চেষ্টা। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, "নানা দিক্ দিয়া কড়চার গোবিন্দ ও পুরীর সুবিখ্যাত অনুচর শ্রীগোবিন্দকে এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।" বিশেষ গবেষণার দ্বারা তিনি এই সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ক্রমে দেখাইতেছি।

তিনি বলিতেছেন যে, "চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী নামক প্রেমদাস-রচিত প্রাচীন পুথিখানি মূলত কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও কোন কোন অবান্তর কথা ইহাতে আছে। এই পুথিতে লিখিত আছে, মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমনের পর গোবিন্দদাস নামক এক ব্যক্তি শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হন। এই ব্যক্তি যে শূদ্র, তাহার আভাসও পুথিতে আছে। ইনি নিজের বিষয় অত্যন্ত গোপন করিয়া চলিতেছেন, এরূপ বুঝা যায়। তাঁহার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, আমার বাড়ী উত্তর রাঢ়ে। অবশ্য কাঞ্চননগর উত্তর রাঢ়েরই অন্তর্গত। ইনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে আপনাকে বৈদেশিক বলিয়া জানাইয়াছেন। গোবিন্দদাস শ্রীখণ্ড হইতে শান্তিপুরে যাইয়া অদ্বৈতের সঙ্গে দেখা করেন, এবং তৎপরে শিবানন্দ সেনের সঙ্গে পুনরায় পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমদীতে এই বিবরণটুকু আছে। ইহাকে প্রেমদাস 'শ্রীগোবিন্দ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।"

তৎপরে দীনেশবাবু বলিতেছেন যে, "এখন কড়চা যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহার পরে এই ঘটনা যোগ করিয়া দিলে মনে হয়, যেন গোবিন্দদাস যে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শান্তিপুরে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তৎপরবর্ত্তী খানিকটা বিবরণ পাওয়া গেল।"

এই সূত্র ধরিয়া দীনেশবাবু বিশেষ গবেষণাপূর্ব্বক প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, গোবিন্দদাসের কাহিনী এখানে শেষ হয় নাই, তিনি প্রভুর অপ্রকট পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই।

তিনি লিখিয়াছেন, "চৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়, শিবানন্দ সেন পুরীতে আসিলে, গোবিন্দদাস নামক শূদ্রজাতীয় এক ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া, মহাপ্রভুর সেবাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সেবকের মত অন্তরঙ্গ ভক্ত মহাপ্রভুর খুব কমই ছিল। ইনি বৈষ্ণব ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগোবিন্দ। ... ... কোন কথা নাই, বার্ত্তা নাই, এই সময়ই হঠাৎ ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া গোবিন্দ নামধেয় শূদ্রজাতীয় একটী লোক মহাপ্রভুর এতটা অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িলেন, ইহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

দীনেশবাবুর যুক্তি ও উক্তি যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে কড়চার গোবিন্দ ও ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য

গোবিন্দ যে একই ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তবে দেখা যাউক, প্রেমদাসের পুস্তকে গোবিন্দদাসের বিবরণ কি আছে।

এই কৌমুদী গ্রন্থের দশম অঙ্কের প্রারম্ভেই আছে যে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে (দক্ষিণ দেশ হইতে নহে) নীলাচল ফিরিয়া আসিবার পরে, গুণ্ডিচাযাত্রার সময় আগতপ্রায় হইলে, গৌড়ের ভক্তেরা নীলাচলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় গোবিন্দদাস নামক একজন বৈষ্ণব উত্তররাঢ় হইতে খণ্ডগ্রামে আসিয়া নরহরি প্রভৃতির চরণ বন্দন করিলেন। নরহরি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, কোথায় তাঁহার বাড়ী ও কি জন্য আসিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন, "তাঁহার ঘর উত্তররাঢ়ে। নীলাচলে যাইবার ইচ্ছা আছে। তোমরা প্রতি বৎসর সেখানে যাইয়া থাক, তোমাদের সঙ্গে যাইতে সাধ আছে।" নরহরি বলিলেন, "তোমার বড় ভাগ্য যে, তুমি নীলাচলে যাইয়া চৈতন্যাবতার দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছ। আপাততঃ তুমি শান্তিপুরে যাও। সেখানে অদ্বৈতাচার্য্য আছেন। গৌড়ের ভক্তেরা তাঁহার সঙ্গেই যাইয়া থাকেন, এবং শিবানন্দ সেন সকলের ব্যয়ভার বহন করেন। সেখানে যাইয়া দেখগে, তাঁহাদের যাইবার কত বিলম্ব আছে।"

এই কথা শুনিয়া বৈদেশিক গোবিন্দ শান্তিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে গন্ধর্ব্ব নামক অদ্বৈতের এক শিষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, তুমি শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট যাও, আমি শিবানন্দ সেনের নিকট হইতে নীলাচলে যাবার দিন ইত্যাদি জানিয়া আসি। ইহাই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ইহার পর গোবিন্দের আর কোন সংবাদ প্রেমদাসের কৌমুদীতে নাই। তিনি অদ্বৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন কি না এবং শিবানন্দ সেনের সঙ্গে পুরীতে গিয়াছিলেন কি না, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই ইহাতে নাই। সুতরাং দীনেশবাবু কি করিয়া বলিলেন যে, চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী পাঠে স্পষ্টই প্রতীত হয়, গোবিন্দ শ্রীখণ্ড ও শান্তিপুর ঘুরিয়া শিবানন্দ সেনের দলে প্রবেশপূর্ব্বক পুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন?

প্রেমদাসের পুস্তকে আমরা এক গোবিন্দদাসের প্রমাণ পাইতেছি বটে, কিন্তু তিনি যে কড়চার গোবিন্দ কর্ম্মকার, তাহার কোন প্রমাণ ইহা হইতে পাওয়া যাইতেছে না। যাহা হউক, প্রেমদাসের গ্রন্থে আমরা পাইয়াছি, গৌড়ের ভক্তেরা যাত্রা করিয়া যখন পুরীর পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, তখন শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয়, মাতুলের নিকট অনুমতি লইয়া দ্রুতপদে নীলাচলে চলিয়া আসিলেন, এবং বরাবর মহাপ্রভুর নিকটে যাইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে আপনার কাছে বসাইয়া, সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বৎসর গৌড় হইতে কোন্ কোন্ ভক্ত আসিতেছেন?" শ্রীকান্ত বলিলেন যে, এবার সকল ভক্তই আসিতেছেন, যাঁহারা পূর্ব্বে কখনও আসেন নাই, এরূপ কয়েক জনও আসিতেছেন। ইহাই বলিয়া যে কয়েক জন নূতন ভক্ত আসিতেছেন, তাঁহাদের সকলের নাম করিলেন, কিন্তু গোবিন্দ নামক কোন ব্যক্তি যে আসিতেছেন, তাহা বলিলেন না।

শ্রীকান্ত যখন প্রভুর নিকট এই সকল কথা বলিতেছেন, সেই সময় (যথা চৈঃ চঃ কৌমুদীতে),—

নীলাচলে স্বরূপ গোবিন্দ দুইজন। পরস্পর কথা কহে সুপ্রসন্ন মন॥
স্বরূপ বলেন,—'শুনিলাম গৌড় হইতে। আসিছে বৈষ্ণব সব প্রভুকে দেখিতে॥'
গোবিন্দ বলেন,—'সত্য, পথে সভা ছাড়ি। শ্রীকান্ত আইলা আগে নীলাচলপুরী॥

স্বরূপ বলেন,—'কহ, কাহা সে শ্রীকান্ত।' গোবিন্দ কহে—'প্রভু সনে কহিছে বৃত্তান্ত॥'
স্বরূপ বলেন,—'চল, তথাই যাইব। গৌড়ের বৈষ্ণব সব বৃত্তান্ত শুনিব॥'

ইহাই বলিয়া তাঁহারা প্রভুর কাছে গেলেন। তিনি তখন শ্রীকান্তের কাছে ভক্তদের কথা শুনিতেছিলেন। এমন সময় হরিধ্বনির কোলাহল কানে গেল। সুতরাং গৌড়ের ভক্তেরা পুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন বুঝিয়া—

গোবিন্দেরে কহে প্রভু,—'চল শীঘ্র কর‍্যা। জগন্নাথভগবৎপ্রসাদমালা লঞা॥'
গোবিন্দ বলেন,—'প্রভু, যে আজ্ঞা তোমার।' ইহাই বলিয়া,—মালা লয়ে গেল যথা সাধুপরিকর॥

এখন দেখা যাউক, এই গোবিন্দ কে? ইনি কি প্রেমদাসের বৈদেশিক গোবিন্দ? কিন্তু তাহা ত হইতে পারে না। কারণ, স্বরূপের সঙ্গে তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হইল, এবং প্রভু যে ভাবে তাঁহাকে প্রসাদী মালা লইয়া যাইতে বলিলেন, তাহাতে কি মনে হয় না যে, তিনি অনেকদিন হইতেই নীলাচলে আছেন,—নবাগত নহেন?

আমরা উপরে বলিয়াছি, মহাপ্রভু দক্ষিণ অঞ্চল হইতে পুরীতে ফিরিয়া, তাহার কয়েক বৎসর পরে বৃন্দাবনে যান। সেখানে কিছুকাল থাকিবার পর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই সংবাদ পাইয়া গৌড়ের ভক্তগণ পুরীতে আসিতেছেন। এই বারই প্রেমদাসের মতে বৈদেশিক গোবিন্দ, নরহরি প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে পুরীতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সুতরাং বৈদেশিক গোবিন্দ বলিয়া প্রকৃত যদি কেহ থাকিতেন, এবং গৌড়ের ভক্তগণ সহ নীলাচলে আসিতেন, তবে তাঁহার এই বারেই আসা কর্ত্তব্য।

কিন্তু আমরা চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই, মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে পুরীতে ফিরিবার পরেই, গোবিন্দনামক এক ব্যক্তি আসিয়া প্রভুর নিকট সাক্ষাৎ করেন, এবং আপনাকে ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রভুর সেবার ভার গ্রহণ করেন। ইহার পরেই গৌড়ের ভক্তেরা প্রভুর সহিত প্রথম বার সাক্ষাৎ করিবার জন্য পুরীতে আসেন। কাজেই ইহার পূর্ব্বে গৌড়ের ভক্তদিগের সহিত এই গোবিন্দের আলাপ পরিচয় হয় নাই। সেই বার তাঁহারা আসিলে, প্রভুর আজ্ঞাক্রমে তাঁহাদিগকে প্রসাদী মালা দিবার জন্য গোবিন্দ যখন স্বরূপের সঙ্গে তাঁহাদের নিকটে গেলেন, তখন স্বরূপের নিকট অদ্বৈত এই অপরিচিত লোকটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

স্বরূপ বলিলেন,—'এহো গোবিন্দ আখ্যান। চৈতন্যের পার্শ্ববর্ত্তী মহাভাগ্যবান্॥'

কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে আছে, অদ্বৈতাচার্য্য স্বরূপদামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —'পুনর্মালান্তরং গৃহীত্বা কোঽয়মায়াতি।' স্বরূপ বলিলেন,—'অয়ং ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তী গোবিন্দঃ।'

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহা আরও পরিষ্কার ভাবে আছে। গোবিন্দ অদ্বৈতাচার্য্যকে দণ্ডবৎ করিলে, তিনি ইহাকে চিনিতে না পারিয়া স্বরূপকে ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যথা—

দামোদর কহেন,—'ইহার গোবিন্দ নাম। ঈশ্বরপুরীর সেবক অতি গুণবান॥
প্রভু সেবা করিতে পুরী আজ্ঞা দিলা। অতএব প্রভু তারে নিকটে রাখিলা॥'

দীনেশবাবু হয় ত বলিবেন, যখন ইহাকে কবিকর্ণপূর কেবলমাত্র 'ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তী' ও প্রেমদাস 'চৈতন্যের পার্শ্ববর্ত্তী মহাভাগ্যবান্' বলিলেন, তখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহাকে 'ঈশ্বর-পুরীর সেবক' কি করিয়া বলিলেন? কারণ, দীনেশবাবুর মতে কৃষ্ণদাস কবিরাজকে অনেকটা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে হইয়াছিল। অবশ্য রূপ ও সনাতন সাক্ষাৎসম্বন্ধে মহাপ্রভুর বিষয়

যেটুকু জানিতেন এবং যাহা কবিরাজ গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন, সেটুকু অবশ্য প্রামাণিক। কিন্তু তাহা ছাড়া ইঁহার অপরাপর কথার ঐতিহ্য খুব দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়।

কবিরাজ গোস্বামী কিন্তু নিজেই লিখিয়াছেন,—

চৈতন্যলীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তিঁহ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাঁহা কিছু যে শুনিল, তাঁহা ইহা বিস্তারিল, ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥

* * * *

স্বরূপ গোসাঞির মত, রূপ রঘুনাথ জানে যত, তাহি লিখি নাহি মোর দোষ।

* * * *

রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি। তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥

ইহা ব্যতীত স্বরূপের কড়চা, মুরারির কড়চা ও কবিকর্ণপূরের নাটকাদি হইতেও চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামী অনেক স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে যে সাহায্য লওয়া হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আর দ্বারপাল গোবিন্দ যে ঈশ্বরপুরীর সেবক তাহা কবিকর্ণপূরও তাঁহার নাটকে বলিয়াছেন। এই নাটক হইতে প্রেমদাস যাহা অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

হোথা রঙ্গে গোবিন্দ নামেতে সেই জন। নীলাচলে আইলা অতি সুপ্রসন্ন মন॥
বিচার করেন তিহোঁ আপন অন্তরে। শ্রীঈশ্বরপুরী পাঠাইলেন আমারে॥
মহাপ্রভুর নিকটে প্রস্থান কর তুমি। তাঁর আজ্ঞা পাঞা হেথা আইলাম আমি॥
নিজ ভাগ্য-মহিমা না জানি কিবা হয়। অস্বীকার করেন কি না চৈতন্য গোসাঞি॥

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি মহাপ্রভুর নিকট গিয়া দণ্ডবৎ করিলেন, এবং আপনার পরিচয় দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার সেবার জন্য পুরী গোসাঞি আমাকে পাঠাইয়াছেন।" তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং সার্ব্বভৌমের সঙ্গে আলোচনা করিয়া, শেষে তিনি গোবিন্দকে আপনার সেবার অধিকার দিলেন।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, "অনুমান ও কল্পনা দ্বারা উপন্যাস রচনা করা যায়, কিন্তু ইতিহাস লেখা যায় না।" এ কথা খুব সত্য, আর দীনেশবাবুর নিকট আমরা এইরূপ উক্তিই আশা করি। কিন্তু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, প্রেমদাসের গ্রন্থে 'গোবিন্দ' নামক যে বৈদেশিকের বিবরণ আছে, তাহা হইতে ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য ও কড়চা-লেখক যে একই ব্যক্তি, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি?

অবশ্য এই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা ঐতিহ্য না পাইয়া, দীনেশবাবুকে শেষে কল্পনাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

আমরা উপরে দেখাইয়াছি যে, মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে কড়চার গোবিন্দকে পত্র সহ শান্তিপুরে অদ্বৈতের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, এবং ইহার কিছুদিন পরেই ঈশ্বরপুরীর সেবক গোবিন্দ, পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভুর সেবাভার গ্রহণ করেন। ইহার ৪।৫ বৎসর পরে মহাপ্রভু বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া প্রভু নীলাচলে ফিরিয়াছেন শুনিয়া, গৌড়ের ভক্তেরা পুরীতে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এই সময় প্রেমদাস তাঁহার বৈদেশিক গোবিন্দকে শ্রীখণ্ডে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। ইহার পরেই বৈদেশিক গোবিন্দের

সহিত গন্ধর্ব্বের যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহা দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইতেছে। কারণ, শিবানন্দ সেন কি করিয়া কুকুরকে পালিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এই কথা বৈদেশিক জিজ্ঞাসা করিলে,—

গন্ধর্ব্ব বলেন,—'শুন কহি সে প্রসঙ্গ। তখন মথুরা যাত্রা না কৈল গৌরাঙ্গ॥"

সুতরাং যে দুইটি ঘটনার মধ্যে ব্যবধান পাঁচ ছয় বৎসর, তাহা একসঙ্গে জোড়া গাঁথিয়া দিয়া অঘটন ঘটাইবার ব্যর্থ চেষ্টা দীনেশবাবু করিয়াছেন।

যাহা হউক, দুই গোবিন্দকে এক করিবার জন্য দীনেশবাবু ত্রিশ বৎসরকাল গবেষণা দ্বারা যে সকল যুক্তি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কয়েকটী উপরে দেখাইলাম। আর কতকগুলি নিম্নে দেখাইতেছি,—

(ক) দ্বারপাল গোবিন্দের ও কড়চার গোবিন্দের সেবাবৃত্তি এক ধাঁজের।

(খ) মহাপ্রভুর খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ভার উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(গ) মহাপ্রভুর প্রতি আন্তরিকতা উভয়েরই এক রকমের।

(ঘ) উভয়ই ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামী হইয়া বেড়াইতেন।

(ঙ) একজন মুরারিদের পল্লীতে তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করেন, আর একজন সেবাদাসীর স্পর্শ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন।

(চ) দ্বারপাল গোবিন্দকে বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি "শ্রীগোবিন্দ" বলিয়া সম্মান করিয়াছেন, প্রেমদাসও বৈদেশিক গোবিন্দকে "শ্রীগোবিন্দ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দীনেশবাবু দুই গোবিন্দের মধ্যে এইরূপ মিল দেখাইয়া নিশ্চয় ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, এ সম্বন্ধে দ্বিমত হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত সমতা যাহা তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, সেটা হইতেছে—

(ছ) দুই গোবিন্দই শূদ্র !!!

দীনেশবাবুর মতে বঙ্গদেশে আসিয়া গোবিন্দের আত্মগোপনের আবশ্যকতা হইয়াছিল। যদি তাহাই হয়,—অর্থাৎ শশিমুখীর পাল্লায় আবার ধরা পড়িবার ভয়ে যদি তাঁহার নিজের বাড়ীর পরিচয় পর্য্যন্ত গোপন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা হইলে তিনি নিজের নামটি কেন গোপন করিলেন না, তাহার কোন কৈফিয়ৎ দীনেশবাবু দেন নাই।

ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া গোবিন্দ কর্ম্মকার কি ভাবে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তাহা ত দীনেশবাবু দেখাইলেন; কিন্তু ঈশ্বরপুরীর সেবক সাজিয়া ২৫ বৎসরকাল তিনি কি কৌশলে বা কি শক্তিবলে সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া কাটাইলেন, সে কথার কোন সমাধান দীনেশবাবু করেন নাই। গোবিন্দের আকৃতি-প্রকৃতি, চাল-চলন, হাবভাব, কথাবার্ত্তা, এমন কি, গলার স্বর পর্য্যন্ত কি করিয়া এরূপ পরিবর্ত্তিত হইল যে, যাঁহাদের সঙ্গে তিনি অনেক দিন ধরিয়া মেলামেশা ও বসবাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা পর্য্যন্তও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। এরূপ বেমালুম ছদ্মবেশ সহজে ধারণ করা সুকঠিন। বিশেষতঃ গোবিন্দের মত ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা যে প্রকৃতই বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহা দীনেশবাবু কখনই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু কি করিয়া গোবিন্দ এই অঘটন ঘটাইলেন, তাহা দীনেশবাবু বলেন নাই। ইহা অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া কৈফিয়ৎ দেওয়া যাইত। কিন্তু দীনেশবাবু বলিয়াছেন, তিনি অলৌকিক ব্যাপারে আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না; তাঁহার মতে

এ সব ভাবরাজ্যের কথা—গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের প্রলাপ মাত্র। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "আমি গোঁড়া বৈষ্ণব নহি, এমন কি, বৈষ্ণবই নহি, আমি শাক্ত।" কাজেই তিনি বাস্তব লইয়া ব্যস্ত থাকেন, ভাবরাজ্যের কোন ধারই ধারেন না। কিন্তু কি কৌশলে গোবিন্দ এরূপ নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন, তাহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দীনেশবাবুর কি কর্ত্তব্য নহে?

আসল কথা এই যে, যে বৈদেশিক গোবিন্দকে খাড়া করিয়া দীনেশবাবু দুই গোবিন্দকে এক করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার আদৌ কোন অস্তিত্বই আছে কি না আগে তাহাই বিবেচ্য। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন যে, প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী গ্রন্থখানি "মূলতঃ কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও কোন কোন অবান্তর কথা ইহাতে আছে।"

কথাটা ঠিক তাহা নহে। কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত নাটকখানির অবিকল অনুবাদ প্রেমদাস বাঙ্গালা কবিতায় করিয়াছেন। তবে স্থানবিশেষে নূতন কথা বা নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়া উহা আরও অধিক চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন কবিকর্ণপূরের নাটকে আছে যে, গন্ধর্ব্বের প্রশ্নোত্তরে বৈদেশিক বলিতেছেন, "নরহরিদাসাদিভিরহং প্রেষিতঃ।" প্রেমদাস তাঁহার অনুবাদ করিলেন,—"খণ্ডবাসী নরহরি দাস আদি সভে। মোরে পাঠাইয়া দিলা কার্য্যের গৌরবে॥"

কবিকর্ণপূরের নাটকে নরহরি প্রভৃতির সহিত বৈদেশিকের কথাবার্ত্তা লিখিত নাই, কিন্তু বিষয়টী আরও পরিষ্কার ও হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য প্রেমদাস তাঁহার কৌমুদীতে এই কথাবার্ত্তা রচনা করিয়া দিয়াছেন। দীনেশবাবু বলিতেছেন যে, গোবিন্দ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে আপনাকে 'বৈদেশিক' বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। কারণ, প্রেমদাসের গ্রন্থে 'গোবিন্দ' নাম থাকিলেও, তিনি যে গ্রন্থ হইতে তাঁহার 'কৌমুদী' অনুবাদ করিয়াছেন, সেই কবিকর্ণপূরের নাটকে গোবিন্দের নামগন্ধও নাই,—তাহাতে কেবল আছে—'বৈদেশিক'। সুতরাং 'গোবিন্দ' নামটী প্রেমদাসের সম্পূর্ণ নিজস্ব,—স্বকপোলকল্পনা মাত্র। এখন কথা হইতেছে, কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকে যে নামের আদৌ উল্লেখ করেন নাই, প্রেমদাস তাহা পাইলেন কোথায়?

কবিকর্ণপূর ১৪৯৪ শকে তাঁহার নাটক রচনা করেন, আর ইহার ১৪০ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৬৩৪ শকে, প্রেমদাস ইহার অনুবাদ করেন। কবিকর্ণপূর মহাপ্রভুর শেষলীলাগুলি কতক স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা শিবানন্দ সেনের নিকটও তিনি অনেক বিষয় জানিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পার্ষদ ভক্তদিগের মুখেও অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমদাসের পক্ষে সেরূপ সুবিধা সুযোগ হইতেই পারে না। কাজেই কবিকর্ণপূর যখন বৈদেশিকের 'গোবিন্দ' নাম লিখিয়া যান নাই, তখন প্রেমদাসের পক্ষে ঐ নাম অবগত হওয়া একেবারে অসম্ভব। বিশেষতঃ সামান্য একজন বৈষ্ণবের নাম,—যাহার উল্লেখ অপর কোন গ্রন্থে নাই,—তাহা মহাপ্রভুর অপ্রকটের ১৮০ বৎসর পরে এবং বৈদেশিকের আবির্ভাবের ২০০ বৎসর পরে, কাহারও পক্ষে অবগত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

আমাদের মনে হয়, নাটকের ঘটনাবলী ভাল ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যেমন কবিকর্ণপূরকে কলি, অধর্ম্ম, বিরাগ, ভক্তিদেবী, মৈত্রী প্রভৃতিকে আনিতে হইয়াছে; মহাপ্রভুর কতকগুলি

লীলাকাহিনী বিবৃত করিবার জন্য সেইরূপ গন্ধর্ব্ব ও বৈদেশিককে নাট্যোলিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আনিতে হইয়াছে; প্রকৃত পক্ষে ইঁহারা কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন। প্রেমদাসও সেই একই কারণে,—অর্থাৎ তাঁহার কৌমুদী গ্রন্থের অংশবিশেষ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য,—বৈদেশিকেরও একটা নামকরণ করিয়াছেন মাত্র। ইহা হইতে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা দুরাশা মাত্র।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"এই দীর্ঘকালের সঙ্গী, যাঁহাকে বৈষ্ণবেরা 'শ্রীগোবিন্দ' নামে অভিহিত করিয়া সম্মান করিয়াছেন, তাঁহার বাড়ী কোথায়, এবং তিনি বঙ্গবাসী,—এই কথা ঠিক হইলেও, তাঁহার আর কোন পরিচয় কেহ দেন নাই, ইহাও বড় আশ্চর্য্যের কথা।" তাঁহার ন্যায় ঐতিহাসিকের নিকট ইহা আশ্চর্য্যের কথা হইতে পারে, কিন্তু ইহা ভাবরাজ্যের ব্যাপার। তাঁহারা দীনেশবাবুর ন্যায় ঐতিহাসিক ছিলেন না। কাজেই ঘরবাড়ী প্রভৃতির ন্যায় সামান্য বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন না। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন,—"অপরাপর সঙ্গীদিগের সকলের পরিচয়ই তো বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়।" দীনেশ বাবুর এই কথাও ঠিক নহে। চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে শাখা-বর্ণনায় অনেক বৈষ্ণবের নাম পাওয়া যায়, যাঁহাদের বাড়ী-ঘরের খোঁজ-খবর কোন বৈষ্ণব-লেখক দেন নাই।

প্রেমদাসের গ্রন্থে আছে—

গন্ধর্ব্ব বলেন,—'ভাই কোথা হৈতে তুমি?' বৈদেশিক কহে,—'উত্তর রাঢ়ে থাকি আমি।'

ইহা পাঠ করিলে কি মনে হয় যে, বাড়ীর কথা বলিলে ধরা পড়িবেন ভাবিয়া বৈদেশিক এইরূপ উত্তর দিলেন? সম্ভবতঃ তাঁহার বাড়ী কোন ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে। সে গ্রামের নাম বলিলে কেহ চিনিতে পারিবে না বলিয়াই হয়-ত তিনি "উত্তর রাঢ়ে" বাড়ী বলিয়াছেন। সামান্য পল্লীগ্রামবাসীরা অনেক সময় এই জন্যই কেবল জেলার বা মহকুমার বা পরগণার অথবা নিকটবর্ত্তী কোন সহরের বা বড় গ্রামের নাম করিয়া থাকেন।

রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র বহুকালাবধি গোবিন্দদাসের প্রসঙ্গ লইয়া বহু আন্দোলন আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার প্রধান সহায় বা দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ভ্রাতা অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধিও এই সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন, অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কারের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। দীনেশবাবুও তাঁহার বিস্তৃত ভূমিকায় অচ্যুতভায়ার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ গোবিন্দদাস সম্পর্কে অনেক বিষয়ে তাঁহারা উভয়ে এক মন হইলেও, দুই গোবিন্দকে এক করা সম্বন্ধে অচ্যুতভায়ার মত সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার ধারণা, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর হইতে এক গোবিন্দ তাঁহার অনুসঙ্গী হইয়া নীলাচলে ও দক্ষিণাঞ্চলে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া তিনি মহাপ্রভুর নিকটেই বরাবর ছিলেন, অন্যত্র আদৌ গমন করেন নাই। এই সময় অপর এক গোবিন্দ আসিয়া আপনাকে ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া মহাপ্রভুর অঙ্গসেবার ভার গ্রহণ করেন। তদবধি দুই গোবিন্দই তাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। গত ১৩৩৮ সালের চৈত্র সংখ্যা 'পঞ্চপুষ্প' নামক মাসিক পত্রে তিনি 'গ্রন্থকার গোবিন্দের সন্ধান' শীর্ষক প্রবন্ধে আপনার এই নবাবিষ্কৃত মত লইয়া আলোচনা করেন। তিনি বলিয়াছেন,—

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে পাঁচ জন গোবিন্দের নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই মহা-

প্রভুর সমসাময়িক। তন্মধ্যে চারি জন মহাপ্রভুর ও একজন নিত্যানন্দের পার্ষদ। সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভুর সঙ্গে কোন গোবিন্দ যে নীলাচলে গিয়াছিলেন, এমন কথা এই গ্রন্থে নাই।

(২) শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে, এক গোবিন্দ তাঁহার সহিত সন্ন্যাসের পর পুরীতে গিয়াছিলেন। তিনি যে পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এমন কথা ভাগবতে নাই।

(৩) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে চৈতন্যভাগবতের উক্তির পোষক-বাক্য যথেষ্ট আছে। অচ্যুত বাবু তৎপরে বলিয়াছেন, এখন দেখিতে হইবে, (১) প্রকৃতই কোন গোবিন্দ মহাপ্রভুর সহিত গৌড় হইতে নীলাচলে গিয়াছিলেন কি না; (২) যাইয়া থাকিলে, তিনি উক্ত গোবিন্দের মধ্যে কেহ, কিম্বা অপর কোন ব্যক্তি; (৩) স্বতন্ত্র কেহ হইলে তিনি কে?

চৈতন্যচরিতামৃতে যখন মহাপ্রভুর সহিত কোন গোবিন্দের যাওয়ার কথার উল্লেখ নাই, তখন এই গ্রন্থের কথা বাদ দিয়া, চৈতন্যভাগবত ও জয়ানন্দের গ্রন্থ হইতেই উল্লিখিত বিষয়-গুলির অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রথমতঃ চৈতন্যভাগবতে দেখিতেছি, মহাপ্রভুর প্রথম বিবাহের পর—

রাজপথে প্রভু আইসেন একদিন। পড়ুয়ার সঙ্গে,—মহা উদ্ধতের চিন॥
মুকুন্দ যায়েন গঙ্গা-স্নান করিবারে। প্রভু দেখে—আড়ে পলাইলা কতদূরে॥
দেখি প্রভু জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের স্থানে। এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে॥
গোবিন্দ বলেন—আমি না জানি পণ্ডিত। আর কোন কার্য্যে বা চলিল কোন ভিত॥

এ গোবিন্দ কে? অবশ্য কড়চার গোবিন্দ নহেন; কারণ, তিনি ইহার অনেক পরে (অর্থাৎ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের অল্পকাল পূর্ব্বে) আসিয়াছিলেন, এই কথা কড়চায় আছে। ইনি মহাভাগবত গোবিন্দানন্দ, কি গোবিন্দ দত্ত, কিংবা গোবিন্দ ঘোষ নহেন। কারণ, তাঁহারা তখনও মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন নাই, অন্ততঃ ভাগবতে তখনও তাঁহাদের নাম পাওয়া যায় নাই। অচ্যুতবাবু তাঁহার কথার প্রমাণার্থে চৈতন্যভাগবত হইতে গোবিন্দ ও গোবিন্দানন্দ সংসৃষ্ট সমস্ত চরণগুলিই উদ্ধৃত করিয়াছেন,—কেবল করেন নাই, উপরের লিখিত চরণ কয়েকটী।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প করিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাহা নিত্যানন্দকে জানাইয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন—"আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, অপর মুকুন্দ,—মাত্র এই কয়েক জনের নিকট উহা প্রকাশ করিবে।" নিত্যানন্দ নিশ্চয়ই এই আদেশ পালন করিয়াছিলেন। অচ্যুতবাবু বলিতেছেন, "এই গোপন কথাটী নিতাই শচীমাকে বলিলে, তাঁহার বিষাদ-বাক্যাদি শ্রবণে গৌরগৃহের সকলেই তাহা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন"। আর, অচ্যুতবাবুর মতে তখন শচীমাতা ছাড়া গৌরগৃহে ছিলেন—গৌরগৃহিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, প্রাচীন পরিচারক ঈশান, আর (কড়চার উক্ত) নবাগত গোবিন্দ ভৃত্য।" অবশ্য, এই গোবিন্দের আগমন ও ইহার কাটোয়া গমনের সংবাদ একমাত্র কড়চা ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থেই যে নাই, তাহা অচ্যুতবাবু স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরে যদি কোন গোবিন্দ তাঁহার অনুসঙ্গী হইয়া থাকেন, তবে তিনি যে এই কড়চার গোবিন্দ, তাহার প্রমাণ কি?

অচ্যুতবাবুর এই অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে আর একটী অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন—"প্রভুর প্রতিবেশী গোবিন্দ দত্ত ও গোবিন্দানন্দ এই সংবাদ জানিতেন না বলিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে নিত্যানন্দের অনুসঙ্গী ঐ গোবিন্দ কে?

কেবল চৈতন্যভাগবত নহে, জয়ানন্দও বলিয়াছেন যে, নিত্যানন্দের সহিত কাটোয়ায় এক গোবিন্দ গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই দ্বিতীয় অনুমানটীও প্রথম অনুমানের ন্যায় অভ্রান্ত নহে। কারণ, মহাপ্রভুর গৃহের সকলেই যে কথা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রতিবেশী অনুরক্ত ভক্তের অগোচর থাকা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। হরিদাসকে বলিবার অনুমতি মহাপ্রভু দেন নাই, অথচ তিনি ইহা জানিতে পারিলেন কি করিয়া? কারণ, আমরা দেখিতেছি, সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রে ভক্তদিগকে বিদায় দিয়া মহাপ্রভু আহারান্তে শয়ন করিলেন। অতঃপর—

যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর। নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর॥
দণ্ড চারি রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়া॥ উঠিলেন চলিবারে নাসাগ্রাণ লইয়া॥
(তখন) গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি।

ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, হরিদাসকে ঐ গোপন কথা জানাইবার অনুমতি না থাকিলেও তিনি উহা জানিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং যখন হরিদাস জানিতে পারিয়াছিলেন, তখন গোবিন্দদত্ত ও গোবিন্দানন্দ যে, সে সংবাদ জানিতে পারেন নাই, ইহা জোর করিয়া বলা চলে না।

অচ্যুতবাবু বলিতেছেন, "জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ভাগবতের উক্তির পোষক বাক্য যথেষ্ট আছে।" জয়ানন্দের গ্রন্থ হইতে কি কি প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ও বিচার করিবার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্রবাবু হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরে, ১৪৩৩ হইতে ১৪৪৫ শকের মধ্যে, জয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। জয়ানন্দ নিজে লিখিয়াছেন, "তাঁহার 'গুহিয়া' নাম ছিল মায়ের মড়াছিয়া বাদে।" সন্ন্যাসের পর, অর্থাৎ ১৪৩৭ শকের পূর্ব্বে, গৌড়দেশে যাইবার পথে কবির পিতৃনিবাস আমাইপুরা গ্রামে যাইয়া মহাপ্রভু তাঁহার 'গুইয়া' নাম ঘুচাইয়া 'জয়ানন্দ' নাম রাখেন। ইহার পর মহাপ্রভু ১৮।১৯ বৎসর এই ধরাধামে ছিলেন। ইহার মধ্যে জয়ানন্দ নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভু, কি গদাধর পণ্ডিতকে দর্শন করিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহার গ্রন্থে নাই। নগেন্দ্রবাবুর অনুমান মতে ১৪৮০ শকের পরে এবং ১৪৯২ শকের পূর্ব্বে কবি জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি গ্রন্থে যে সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা চৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়া ও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই লেখা। কাজেই চৈতন্যভাগবতে যে সকল ব্যক্তির নাম নাই, অথচ জয়ানন্দ তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, সেইগুলি প্রমাণের অভাব। ফল কথা, জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলের ৯টী পালা ক্রমে রচনা করেন ও নানা স্থানে সদলবলে যাইয়া গীত গাহিতেন। সুতরাং শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জন করাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য,—ইতিহাসের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আদৌ পতিত হয় নাই।

জয়ানন্দ মহাপ্রভুর লীলাকথা লইয়া যে সকল পালা রচনা করেন, তাহা ধারাবাহিকরূপে লিখিত হয় নাই; এবং ইহাতে অনেক কথা আছে, যাহা আর কোন গ্রন্থে নাই। নদীয়াখণ্ডে হরিদাস-মিলন-প্রসঙ্গ গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় এই ভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে,—

আর একদিন গৌরচন্দ্র ভগবান। শিশু সঙ্গে গুরুগৃহে করিল পয়ান॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর চারি ভাই। বাসুদেব দত্ত আর মুকুন্দ দত্ত লেখক জগাই॥
শ্রীগর্ভ পণ্ডিত মুরারি গোবিন্দ শ্রীধর। গঙ্গাদাস দামোদর শ্রীচন্দ্রশেখর॥

মুকুন্দ সঞ্জয় পুরুষোত্তম বিজয়। বক্রেশ্বর কাটা গঙ্গাদাস উদয়॥
সনাতন হৃদয় মদন রামানন্দ। এ সভার সনে নিত্য খেলে গৌরচন্দ্র॥

ইহার পরেই ২৭ পৃষ্ঠায় গদাধর-মিলন সম্বন্ধে আছে,—

গদাধর জগদানন্দ গৌবাঙ্গ-মন্দিরে। প্রতিদিন গৌরাঙ্গের অঙ্গসেবা করে॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর চারি ভাই॥ বাসুদেব মুকুন্দ দত্ত আর গোবিন্দাই॥
মুরারি গুপ্ত বক্রেশ্বর গঙ্গাদাস গোসাঞি। নন্দন চন্দ্রশেখর আর লেখক জগাই॥
খেলার ছাওয়াল শত শত পারিষদ। চৌদিকে মঙ্গলধ্বনি কীর্ত্তন সম্পদ॥

ইহাঁদের মধ্যে কাটা গঙ্গাদাস, উদয়, সনাতন, হৃদয়, মদন ও রামানন্দের নাম অন্য কোন গ্রন্থে নাই। ১৭ পৃষ্ঠায় 'বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ' প্রসঙ্গে "গোসাঞির মামা রামানন্দ সংসারে পূজিত" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে কিছুই বুঝা যায় না। শ্রীনিবাস, বাসুদেব, মুরারি, শ্রীধর, গঙ্গাদাস, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। অথচ তাঁহাদিগকে 'খেলার ছাওয়াল' ও 'গৌরাঙ্গের খেলার সাথী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

আবার ৩২ পৃষ্ঠায় আছে—

হরিদাস ঠাকুর পণ্ডিত গদাধর। গোপীনাথ মুরারি মুকুন্দ বক্রেশ্বর॥
জগদানন্দ গোবিন্দ আচার্য্যরত্ন সঙ্গে। গয়াযাত্রা করিলেন নবদ্বীপ খণ্ডে॥

গয়াযাত্রার পরে ৪৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববঙ্গে যাইবার কথা আছে। এই যাত্রার কথা যাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করেন, তাহার মধ্যে দামোদর স্বরূপ ও গোবিন্দ, কাশীনাথ মিশ্র লেখক জগাই এবং গোবিন্দ, সঞ্জয়, মুকুন্দাজয় প্রভৃতি অনেক নাম আছে। দামোদর স্বরূপ না হয় পূর্ব্বাশ্রমে নবদ্বীপে ছিলেন, কিন্তু কাশীনাথ মিশ্রের নাম কোথা হইতে আসিল? পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া প্রভু লক্ষ্মীর বিয়োগজনিত দুঃখ যাঁহাদের নিকট প্রকাশ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ৫১ পৃষ্ঠায় গোবিন্দ, নন্দনাচার্য্য, শ্রীচন্দ্রশেখর প্রভৃতির নাম আছে।

তৎপরে মহাপ্রভু যাঁহাদিগকে লইয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৫৫ পৃষ্ঠায় "দামোদর গোবিন্দানন্দ, শ্রীগর্ভ বক্রেশ্বর" প্রভৃতির নাম রহিয়াছে। এই ভাবে 'গোবিন্দ', 'গোবিন্দানন্দ' নাম অনেক স্থলে রহিয়াছে। কিন্তু ইহাঁদের সকলের সঠিক পরিচয় গ্রন্থে কিছুই পাওয়া যায় না।

বৈরাগ্যখণ্ডের শেষে ৮৩ পৃষ্ঠায় আছে—

হেনকালে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসি। সন্ন্যাস রহস্য যত গৌরাঙ্গে প্রকাশি॥
শুনিয়া আনন্দময় হৈল গৌরচন্দ্র। গঙ্গা পার হৈয়া আগে রৈলা নিত্যানন্দ॥
মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার। মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গাপার॥

জয়ানন্দ এই 'গোবিন্দ কর্ম্মকার' নাম কোথায় পাইলেন? কোন গ্রন্থেই এই নাম নাই। এবং গোবিন্দ কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তি স্ত্রীর সহিত কলহ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন, এ কথাও কোন গ্রন্থে কোন ভাবে উল্লেখিত হয় নাই। যদি কাহার নিকট শুনিয়া জয়ানন্দ এই নাম লিখিতেন, তাহা হইলে সেই সঙ্গে ইহার পরিচয়ও দিতেন। দীনেশবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইখানি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল পুথি হইতে ফটো তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহাতে "গোবিন্দ কর্ম্মকার" আছে। কিন্তু পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বিদদ্বল্লভ প্রভৃতি

কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারা—"মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার" স্থলে "মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দানন্দ আর" এই পাঠ দেখিয়াছেন। কাজেই দীনেশ বাবু যে দুইখানি পুথিতে 'গোবিন্দ কর্ম্মকার' পাঠ দেখাইয়াছেন, তৎভিন্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা অন্য কোন স্থানে ঐ পুথি থাকিলে তাহাতে কি পাঠ আছে, অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী তাঁহার "বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "এই গ্রন্থ (জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল) নানা কারণে বৈষ্ণব-সমাজে আদৃত হয় নাই। ইহার অনেক বর্ণনা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।" কাজেই অচ্যুতবাবু এই গ্রন্থ হইতে স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার উক্তি ও যুক্তি প্রমাণ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।

যাহা হউক, গোবিন্দ দত্ত, মহাভাগবত গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ ঘোষ গৌড়দেশে চলিয়া গেলে মহাপ্রভুর নিকট 'দ্বারপাল গোবিন্দ' ভিন্ন 'আরও একজন গোবিন্দ' ছিলেন, এই কথা চৈতন্যচরিতামৃত হইতে একটী ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া অচ্যুতবাবু প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

একবার জগদানন্দ গৌড় হইতে মহাপ্রভুর জন্য কিছু সুগন্ধি চন্দনাদি তৈল লইয়া আসেন। প্রভু তাহা ব্যবহার করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, জগদানন্দ অভিমান ও ক্রোধভরে, "কে বলিল আমি তোমার জন্য তেল আনিয়াছি?"—এই কথা বলিয়া তৈলভাণ্ডটী প্রভুর সম্মুখে আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিলেন, এবং তখনই নিজ বাসায় যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন; দুই দিন আর উঠিলেন না, জলবিন্দুও গ্রহণ করিলেন না। প্রভু আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, তৃতীয় দিবস প্রাতে জগদানন্দের বাসায় গেলেন এবং রুদ্ধ দ্বারের নিকট যাইয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, ওঠ; স্নান করিয়া রন্ধন কর। আজ মধ্যাহ্নে এখানে আমার নিমন্ত্রণ। এখন দর্শন করিতে চলিলাম।" প্রভুর এই কথার পর জগদানন্দের রাগ অভিমান আর রহিল না; তিনি উঠিলেন, স্নান করিয়া রন্ধন করিলেন, তার পর প্রভু আসিয়া আহারে বসিলেন। প্রভু রন্ধনের অনেক সুখ্যাতি করিলেন; বলিলেন,—"রাগ করিয়া রাঁধিলে কি এমনই সুস্বাদু হয়?" আহারান্তে প্রভু আচমনাদি শেষ করিয়া জগদানন্দকে বলিলেন, "এখন আমার আগে বসিয়া তুমি আহার কর।"

পণ্ডিত কহে,—"প্রভু যাই করুন বিশ্রাম। মুই এবে প্রসাদ লইমু করি সমাধান॥
রসুইর কার্য্য করিয়াছে রামাই রঘুনাথ। ইহা সবায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন-ভাত॥"
(তখন) প্রভু কহেন—"গোবিন্দ, তুমি ইহাই রহিবা। পণ্ডিত ভোজন কৈলে, আমারে কহিবা॥"

এই কথা বলিয়া প্রভু চলিয়া গেলেন। প্রভু আহারান্তে বিশ্রাম করেন, এবং সেই সময় গোবিন্দ তাঁহার পাদ-সম্বাহন করিয়া থাকেন। আজ জগদানন্দ আহার না করিলে প্রভু বিশ্রাম করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া, তিনি কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সেখানে তখন অপর কেহ নাই; গদাধর রামাই ও নন্দাই রান্ধিবার যোগাড় করিয়া দিয়া সন্ধ্যাহ্নিক নাম-জপাদি করিতে গিয়াছেন; তাঁহারা কেহ থাকিলে জগদানন্দ গোবিন্দকে আর আসিতে দিতেন না, প্রভুও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পাঠাইতেন না। যাহা হউক, প্রভু চলিয়া গেলে, জগদানন্দ গোবিন্দকে বলিলেন—

"তুমি শীঘ্র যাই কর পাদ-সম্বাহনে। কহিহ—'পণ্ডিত এবে বসিলা ভোজনে।'
তোমার তরে প্রভুর 'শেষ' রাখিমু ধরিয়া। প্রভু নিদ্রা গেলে, তুমি খাইহ আসিয়া॥"

প্রভুর কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া গোবিন্দও সুস্থির হইতে পারিতেছেন না। কাজেই পণ্ডিতের

কথা শুনিয়া গোবিন্দ তখনই প্রভুর নিকট চলিয়া গেলেন। গোবিন্দকে পাঠাইয়া জগদানন্দ তাড়াতাড়ি রামাই, নন্দাই, গোবিন্দ ও রঘুনাথের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ভাতব্যঞ্জনাদি বাটিয়া দিয়া, নিজে প্রভুর পাতে প্রসাদ পাইতে বসিলেন। যথা—

রামাই নন্দাই গোবিন্দ আর রঘুনাথ। সবারে বাঁটিয়া পণ্ডিত দিলা ব্যঞ্জন-ভাত ॥

(তৎপরে) আপনি প্রভুর প্রসাদ করিলা ভোজন।

গোবিন্দ যাইবামাত্র, পণ্ডিত আহার করিয়াছেন কি না, প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দ যখন আসেন, তখনও পণ্ডিত আহার করিতে বসেন নাই, তিনি প্রভুকে তাহাই বলিলেন,—মিথ্যা কথা বলিতে পারিলেন না। কাজেই গোবিন্দকে প্রভু আবার পাঠাইলেন, এবং এবার আসিয়া গোবিন্দ দেখিলেন, পণ্ডিত প্রকৃতই আহার করিতে বসিয়াছেন। তিনি তখনই দ্রুতপদে যাইয়া প্রভুকে সেই কথা বলিলেন। তখন প্রভু নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিলেন, আর গোবিন্দ তাঁহার পাদ-সম্বাহন করিতে লাগিলেন।

উল্লিখিত তিনটী চরণ উদ্ধৃত করিয়া অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন,—"এই যে গোবিন্দ ভোজনে বসিলেন, ইনি কিন্তু প্রভুর পাদ-সম্বাহনে যান নাই, ইনি এইখানেই ছিলেন।" অচ্যুত বাবুর এই অনুমান ঠিক নহে। কারণ, অপর এক গোবিন্দ যদি সেখানে থাকিতেন, এবং তিনি যদি প্রভুর সেবাকার্য্য করিতেন, তাহা হইলে পণ্ডিত আহার করিলেন কি না, এই সংবাদ দিবার জন্য প্রভু তাঁহাকেই নিযুক্ত করিতেন। কেবল তিনি বলিয়া নহে,—গদাধর, রামাই, নন্দাই,—ইঁহাদের মধ্যে যে কেহ সেখানে থাকিলে, তাঁহার উপরই ঐ সংবাদ দিবার ভার অর্পিত হইত। জগদানন্দ প্রথমে ইঁহাদের আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন, তাঁহারা আসিতে দেরী করিতেছেন, অথচ প্রভুর কষ্ট হইতেছে, তখন তাঁহাদের জন্য আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; তাঁহাদের জন্য প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিয়া, নিজে আহার করিলেন। জগদানন্দ যদি তাঁহাদের সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বাটিয়া দিয়া আপনি আহার করিলেন, এইরূপ ভাষা ব্যবহার না করিয়া, সকলকে লইয়া একত্রে আহার করিলেন,—এই ভাবের কথা বলা হইত।

অচ্যুতবাবুর মতে মহাপ্রভু যতদিন এই ধরাধামে ছিলেন, তাহার মধ্যে কড়চার গোবিন্দ কখ[illegible] তাঁহার সঙ্গ-ছাড়া হন নাই। তাহা যদি হইত, তবে প্রভুর সেবার জন্য যে যে ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের সকলের কথাই চৈতন্যচরিতামৃতাদিতে যখন রহিয়াছে; এমন কি, রামাই ও নন্দাই কে কত ঘড়া জল তুলিতেন, ইত্যাদি ক্ষুদ্র বিষয়গুলিও যখন বলা হইয়াছে, তখন ২৫।২৬ বৎসরের সঙ্গী কড়চার গোবিন্দ সম্বন্ধে কোন কথাই কোন গ্রন্থে নাই কেন?

এই কথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। দীনেশবাবু ও অচ্যুতবাবু বহুকাল হইতে এই বিষয়ের সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের উভয়েরই এক উদ্দেশ্য থাকিলেও, তাঁহারা সকল বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। কড়চার শেষে আছে, মহাপ্রভু একখানি পত্র দিয়া গোবিন্দকে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। দীনেশবাবু এই কথা মানিয়া লইয়া বলিলেন—গোবিন্দ দেশে গিয়া অদ্বৈতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; শেষে শশিমুখীর ভয়ে ছদ্মবেশে পুরীতে আসিয়া আপনাকে ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রভুর সেবাকার্য্যে লাগিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি কি প্রকারে এরূপ নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে কথার কোন উত্তর দীনেশবাবু দেন নাই বা দিতে পারেন নাই। শেষে তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণে লিখিলেন,—

"গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কতিপয় স্বার্থপর লোক ও সংস্কারান্ধ পণ্ডিত একটা বৃথা হৈ চৈ তুলিয়াছিলেন। মৎসম্পাদিত কড়চার নূতন সংস্করণে (যাহা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে) বিস্তারিতভাবে প্রতিপক্ষদলের ভ্রম নিরসন করা হইয়াছে।"

দীনেশবাবুর ন্যায় শিক্ষিত ও প্রাচীন সাহিত্যিকের এরূপ অসংযত ভাষা ব্যবহার করায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি আপনার যুক্তি বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন, তাই এরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।

অচ্যুতবাবু কিন্তু গোবিন্দের গৌড়দেশে যাইবার কথা আদপে স্বীকার করেন নাই। গোবিন্দের ছদ্মবেশে ফিরিয়া আসিবার কথা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই বলিয়াই, গোবিন্দের মহাপ্রভুর চিরসঙ্গী হওয়া সম্বন্ধে তিনি এক অভিনব যুক্তি আবিষ্কার করিয়া আপনার মতের প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না, তাহা পাঠকবর্গের বিচারের উপর নির্ভর করিতেছে।

গৌরসুন্দর। জগদ্বন্ধুবাবু গৌরসুন্দরের কোন পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সতীশবাবু লিখিয়াছেন,—"লালগোলার অধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুরের সম্পূর্ণ অর্থব্যয়ে বহরমপুরের শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল গোস্বামী মহাশয় দ্বারা প্রকাশিত "কীর্ত্তনানন্দ" গ্রন্থের একটী পদের উক্তি হইতে 'গৌরসুন্দরদাস' শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা-সমুদ্র 'কীর্ত্তনানন্দ' সঙ্কলিত করেন, ইহা জানিতে পারা গিয়াছে। এই গৌরসুন্দর দাস ছাড়া অন্য কোথায়ও গৌরসুন্দরের পরিচয় যতক্ষণ পাওয়া না যাইতেছে, ততক্ষণ কীর্ত্তনানন্দ গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা গৌরসুন্দরই এই সকল পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া অনুমান করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

সতীশবাবু আরও বলিয়াছেন যে, "পদকল্পতরুতে যেমন গৌরসুন্দর দাস ভণিতাযুক্ত কয়েকটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, "কীর্ত্তনানন্দ" গ্রন্থেও সেইরূপ বৈষ্ণবদাস ভণিতাযুক্ত পদ আছে। পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস ভিন্ন এই নামের অপর কোন পদকর্ত্তার খোঁজ পাওয়া যায় না। ইহাতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসেরই পদ কীর্ত্তনানন্দে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং এই বৈষ্ণবদাস ও গৌরসুন্দর দাস সমকালীন লোক।"

গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'গৌরসুন্দর' ভণিতার ৪টি এবং 'গৌর' ভণিতার ১টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পাঁচটী পদই 'রাধানাথ'কে সম্বোধন করিয়া এবং ঠিক এক ভাবেই লিখিত। কাজেই এই পাঁচটী পদ যে একজনের রচিত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ঘনশ্যাম। বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা তিন জন 'ঘনশ্যাম' পাইতেছি। তাঁহাদিগের পরিচয় যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। শ্রীঘনশ্যাম। ইহাঁর পিতার নাম তুলসীরাম দাস, এবং ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গতিগোবিন্দের শিষ্য। যথা 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থের দ্বিতীয় নির্যাসে গতিগোবিন্দের শাখা বর্ণনায় আছে—"তুলসীরাম দাসের পুত্র শ্রীঘনশ্যাম। তাহারে করিলা দয়া হৈয়া কৃপাবান্॥" ইহাঁর পরিচয় আর কিছু পাওয়া যায় না।

* ২। ঘনশ্যাম কবিরাজ। ইনিও গতিগোবিন্দ প্রভুর শিষ্য। কর্ণানন্দে গতিগোবিন্দ প্রভুর শাখাবর্ণনার শেষে আছে,—"ঘনশ্যাম কবিরাজ তাঁর কৃপাপাত্র। উদ্দেশ লাগিয়া দেখাইল দিঙ্মাত্র॥"

এই ঘনশ্যাম কবিরাজ সম্বন্ধে আর কিছু কর্ণানন্দ কিংবা অপর কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন পরবর্ত্তী পদকর্ত্তার পদে ঘনশ্যামের উল্লেখ আছে। যথা—

গৌরসুন্দরের পদে—"দাস ঘনশ্যাম, কয়লহি বর্ণন, গোবিন্দদাস-স্বরূপ।"

কমলাকান্তের পদে—"শ্রীঘনশ্যাম দাস কবি-শশধর, গোবিন্দ-কবিসম-ভাষ।"

এবং গোপীকান্তের পদে—"শ্রীঘনশ্যাম কবিরাজ-রাজবর, অদ্‌ভুত-বর্ণন-বন্ধ।"

ইহারা সকলেই ঘনশ্যামের কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন এবং দুইজন ইহাকে মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজের সহিত তুলনা করিয়াছেন; কিন্তু এই ঘনশ্যাম যে গোবিন্দ কবিরাজের বংশজ, তাহা ইঁহাদের মধ্যে কেহ বলেন নাই। তবে পদকল্পতরুর রচয়িতা বৈষ্ণবদাস তাঁহার কবি-বন্দনার একটি পদে লিখিয়াছেন,—

"কবি-নৃপ-বংশজ ভুবন-বিদিত-যশ ঘনশ্যাম বলরাম।
ঐছন দুহুঁ জন নিরুপম গুণগণ গৌর-প্রেমময়-ধাম॥"

এখানে বলা হইতেছে, 'ঘনশ্যাম বলরাম' 'কবি-নৃপ-বংশজ'। ইহাতে ঘনশ্যাম ও বলরাম যে গোবিন্দ কবিরাজের বংশজ, তাহা বুঝা যায় না। দীনেশ বাবু তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"গোবিন্দদাস-কৃত সঙ্গীতমাধবে তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র 'কবি-নৃপতি' নামে উল্লিখিত হইয়াছেন।" তাহা হইলে এখানে "কবি-নৃপ-বংশজ" রামচন্দ্রের বংশজ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ঘনশ্যামকে গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র ও দিব্যসিংহের পুত্র ও বিখ্যাত পদকর্ত্তা বলিয়া সতীশবাবু ও জগদ্বন্ধু বাবু স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু কোন প্রমাণ দেন নাই। সম্ভবতঃ দীনেশবাবুর কথাই তাঁহারা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

জগবন্ধুবাবুর মতে গোবিন্দ কবিরাজের বয়স যখন ২৫।২৬ বৎসর, তখন তাঁহার পুত্র দিব্যসিংহের জন্ম হয়। সতীশবাবু বলিয়াছেন, "গোবিন্দ ৪০ বৎসর বয়সে পদ রচনা আরম্ভ করেন এবং সে সময় তাঁহার পুত্র দিব্যসিংহ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছিলেন। ইহার পর গোবিন্দ আরও ৩৬ বৎসর জীবিত থাকিয়া বহুসংখ্যক পদ রচনা করেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়স্ক হইয়াছিলেন এবং সে জন্য পিতামহের নিকট হইতে পদ-রচনা বিষয়ে অনেক শিক্ষালাভ করার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল, এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।"

জগদ্বন্ধুবাবু ও সতীশবাবু তাঁহাদিগের উল্লিখিত উক্তি সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দেখান নাই। তবে প্রেমবিলাসে আছে, গোবিন্দ কবিরাজ, দীক্ষাগ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে, তাঁহার পুত্র দিব্যসিংহের দ্বারা যাজিগ্রামে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের নিকট নিজের সঙ্কটাপন্ন পীড়ার কথা লিখিয়া পাঠান। ইহা দ্বারা এইটুকু জানা যায় যে, সে সময় দিব্যসিংহের পত্র লিখিবার মত বয়স হইয়াছিল। প্রেমবিলাস হইতে আরও জানা যায়, দীক্ষাগ্রহণের পর গোবিন্দ কবিরাজ ৩৬ বৎসর জীবিত ছিলেন।

সতীশবাবু যে লিখিয়াছেন, গোবিন্দ ৪০ বৎসর বয়সে প্রথম পদ রচনা আরম্ভ করেন, তাহা ঠিক নহে। গোবিন্দ দীক্ষা গ্রহণ করিবামাত্রই একটী বৈষ্ণব-পদ তাঁহার মুখ দিয়া অনর্গল নির্গত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে হইতেই যে তিনি শাক্ত-ধর্ম্ম-বিষয়ক পদ রচনা করিতে আরম্ভ করেন, প্রেমবিলাসে তাহার একটী পদের কয়েক চরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। যাহা হউক, ইহা ত সামান্য ভুল। যাহা লইয়া আসল গোল বাধিয়াছে, তাহা নিম্নে বলিতেছি।

পানিহাটীনিবাসী শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় তাঁহার রচিত "বৃহৎ শ্রীবৈষ্ণব-চরিত অভিধান" গ্রন্থে ঘনশ্যাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"ঘনশ্যাম। জাতি বৈদ্য। শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিবার। পিতার নাম দিব্যসিংহ, পিতামহ বিখ্যাত গোবিন্দদাস কবিরাজ। ঘনশ্যামের জন্মভূমি শ্রীখণ্ডে। ঘনশ্যাম যখন গর্ভে, তখন দিব্যসিংহ পত্নী সমভিব্যাহারে বুধুরী হইতে শ্রীখণ্ডে শ্বশুরালয়ে আগমন করেন। ইঁহারা বুধুরী ত্যাগ করিয়া গেলে, গোবিন্দ কবিরাজের বা দিব্যসিংহের যে সমুদয় ভূমিবৃত্ত্যাদি ছিল, তৎসমুদয় নবাব-সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। পরে ঘনশ্যাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নবাব বাহাদুর তাঁহার মধুর পদাবলী শ্রবণ করতঃ হৃষ্টচিত্তে তাঁহার ৬০ বিঘা জমির পরিবর্ত্তে ৪৬০ বিঘা ভূমি দান করতঃ ঘনশ্যামকে বুধুরীতে বাস করিতে আজ্ঞা করেন।"

শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী তাঁহার রচিত "বৈষ্ণব-দিগ্দর্শনী" গ্রন্থেও ঠিক ঐ কথা বলিয়াছেন। ইঁহারা এই কাহিনী কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বলা উচিত ছিল। যাহা হউক, অমূল্যধনবাবু ও মুরারিলালবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, যখন দিব্যসিংহ তাঁহার গর্ভবতী পত্নীসহ শ্রীখণ্ডে শ্বশুরালয়ে যাইয়া বাস করেন, তখন গোবিন্দ কবিরাজ পরলোকগত হইয়াছেন। অথচ সতীশবাবুদিগের মতে গোবিন্দের ইহলোক পরিত্যাগের সময় তাঁহার পৌত্র ঘনশ্যামের বয়স অন্ততঃ ২৫ বৎসর হইয়াছিল।

দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম ভিন্ন অমূল্যধনবাবু "ঘনশ্যাম কবিরাজ" বলিয়া আর একজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ; এবং প্রথম 'ঘনশ্যাম'কে শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিবার এবং দ্বিতীয় 'ঘনশ্যাম'কে গতিগোবিন্দের শিষ্য 'ঘনশ্যাম কবিরাজ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু মনে হয়, এই দুই 'ঘনশ্যাম' একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

কেহ কেহ বলেন, ঘনশ্যাম কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। কিন্তু তাঁহার শাখাবর্ণনায় কোন ঘনশ্যামের নাম পাওয়া যায় না ; তবে ঘনশ্যাম কবিরাজকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিবার বলা অসঙ্গত নহে। কারণ, তিনি শ্রীনিবাসের পুত্র গতিগোবিন্দের শিষ্য। গতি-গোবিন্দের শাখাভুক্ত আরও এক ঘনশ্যামের নাম পাওয়া যায়। তাঁহার কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি ; তিনি তুলসীরাম দাসের পুত্র।

৩। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী। ইঁহার আর এক নাম নরহরি দাস। ভক্তিরত্নাকর, শ্রীনরোত্তম বিলাস, শ্রীনিবাসচরিত প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ইনি রচনা করেন। তিনি পদকর্ত্তাও বটে। ভক্তি-রত্নাকরে তিনি নিজ পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

"নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে। পূর্ব্ব-বাস গঙ্গা-তীরে জানে সর্ব্ব জনে।
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম। নরহরি দাস, আর দাস ঘনশ্যাম॥
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন। মহাপাপ-বিষয়ে মজিনু রাত্রিদিন॥"

কিন্তু জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন যে, ঘনশ্যামের পিতা ও ঘনশ্যাম, উভয়েই বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য। ইহার কোন প্রমাণ তিনি দেন নাই। ঘনশ্যাম নিজের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত কিছু বলিতে হইলে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ যে আবশ্যক, তাহা বুঝা উচিত।

জগদ্বন্ধুবাবুর এই উক্তির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে সতীশবাবু পরিষ্কারভাবে কিছু বলেন নাই

সত্য ; কিন্তু ঘনশ্যামের মন্ত্রদাতা যে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন না, তাহা তাঁহার লেখা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত স্থানদ্বয় পাঠ করিলে বুঝা যাইবে। যথা —

"মোটামুটি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ তাঁহার (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর) প্রাদুর্ভাবকাল ধরিলে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ তাঁহার শিষ্যপুত্র ঘনশ্যাম-নরহরির প্রাদুর্ভাবকাল ধরা যাইতে পারে।" অন্যত্র "ঘনশ্যাম-নরহরি তাঁহার পিতার গুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর জীবিতকালে পদ-রচনা করিয়া থাকিলে, তিনি পিতার গুরুর নিকট সুপরিচিত থাকায়, তাঁহার অন্ততঃ কয়েকটা উৎকৃষ্ট পদও গীত-চিন্তামণিতে উদ্ধৃত না হওয়া একান্তই অসম্ভব মনে হয়।"

ঘনশ্যামের বাসস্থান সম্বন্ধে জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন,—"ইনি গৌড়দেশে 'সুরনদী' (গঙ্গা) তটে, 'নদীয়াপুর মাঝে' জন্মগ্রহণ করেন।" তৎপরেই বলিতেছেন,—"ইঁহার নিবাস কাটোয়ার নিকট ছিল ; সম্ভবতঃ ইঁহার বংশীয় লোক অদ্যাপিও তদ্‌গ্রামে বাস করিতেছেন। সুতরাং ঘনশ্যামের জন্ম 'নদীয়াপুর মাঝে' কেমন করিয়া হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না ; হয়ত তাহা 'নদীয়া' নবদ্বীপ হইতে ভিন্ন স্থান ; অথবা ঘনশ্যামের নদীয়াতে জন্ম হইয়াছিল, পরে বড় হইয়া কাটোয়াতে যাইয়া বাস করেন।"

জগদ্বন্ধুবাবু উপরে যাহা বলিলেন, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা গেল না। সুরনদীতটে, নদীয়াপুর মাঝে, ঘনশ্যামের জন্মগ্রহণের কথা, কোথা হইতে তিনি সংগ্রহ করিলেন তাহা বলিলে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুবিধা হইত। যাহা হউক, তাহার পরেই তিনি লিখিয়াছেন, "আবার যখন ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ঘনশ্যামের পিতা জগন্নাথ মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত জঙ্গিপুরের সন্নিহিত রেঞাপুরে বাস করিতেন, তখন আমাদের উপরের কোন অনুমানই ঠিক হইতে পারে না।" ইহা কি প্রকারে 'নির্দ্দিষ্ট হইল', তাহাও তাঁহার বলা উচিত ছিল। আর যদি তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তবে এত বাজে কথা বলিবারই বা সার্থকতা কি ?

জগদ্বন্ধুবাবু তবুও ঘনশ্যাম-নরহরির বাসস্থান সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সতীশবাবু এক কথায় সব শেষ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"নরহরি সরকার ঠাকুরের সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়, 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তম-বিলাস' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও 'গীত-চন্দ্রোদয়', 'গৌর-চরিত-চিন্তামণি' নামক পদসংগ্রহ-গ্রন্থের প্রণেতা প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ঘনশ্যাম-নরহরির সম্বন্ধে ততটুকুও জানা যায় না।" সতীশবাবু আরও বলিয়াছেন,—"তিনি (ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী) বৈষ্ণবোচিত বিনয় হেতু নিজের সম্বন্ধে কোনও কথা লিখিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন।" তিনি কেবল লিখিয়াছেন, "পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজন।" আর যেখানে বসিয়া এই গ্রন্থ লিখিলেন, তাহাও অবশ্য 'সর্ব্বজন' জানে, কাজেই ইহা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নাই। তখন এ কথা হয় ত তাঁহার মনেই হয় নাই যে, পরবর্ত্তী সময়ের পাঠকদিগের জন্যই ইহা লিখিয়া রাখা প্রয়োজন।

ফলকথা, অনেক বৈষ্ণব-মহাজনের ন্যায় ঘনশ্যাম-নরহরির পরিচয়, তাঁহার গ্রন্থ কয়েকখানি ভিন্ন, আর কিছুতেই জানা যায় না। এমন কি, তিনি যে বৃন্দাবনে যাইয়া গোবিন্দজীর সুপকারের কার্য্য করেন, তাহাও কোন গ্রন্থে নাই,—ইহা একটি প্রবাদ মাত্র। সুতরাং "নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে", "মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রি দিনে,"—ঘনশ্যামের এই সকল উক্তি সম্বন্ধে জগদ্বন্ধুবাবু প্রভৃতি যে অর্থই আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করুন না কেন, ইহা অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঘনশ্যাম-নরহরির প্রাদুর্ভাবকাল সম্বন্ধে সতীশবাবু কিছু অনুসন্ধান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ১৬৭৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার 'কৃষ্ণভাবনামৃত' নামক সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ ও ১৭০৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার 'সারার্থ-দর্শিনী' নাম্নী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা সম্পূর্ণ করেন; সুতরাং মোটামুটী খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ তাঁহার প্রাদুর্ভাবকাল ধরিলে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ তাঁহার শিষ্য-পুত্র ঘনশ্যাম-নরহরির প্রাদুর্ভাবকাল ধরা যাইতে পারে। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী 'ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি' নামে একখানা পদ-সংগ্রহগ্রন্থ সঙ্কলিত করেন। উহাতে ঘনশ্যাম-নরহরির কোনও পদ সংগৃহীত হয় নাই। পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের আন্দাজ ২০।২৫ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী পদ-কর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুরের জন্ম সম্ভবতঃ ১৬৯৮ কি ১৬৯৯ খৃঃ অব্দে। সুতরাং তিনি প্রায় ঘনশ্যাম-নরহরির সমসাময়িক ব্যক্তি। যখন তিনি 'পদামৃত-সমুদ্র' নামক পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের সঙ্কলন করেন, তখন পর্য্যন্ত ঘনশ্যাম-নরহরি বোধ হয়, কোনও পদ অথবা 'ভক্তি-রত্নাকর' গ্রন্থের রচনা করেন নাই; অথবা করিয়া থাকিলেও উহা রাধামোহন জানিতে পারেন নাই; কেন না, তাহা হইলে পদামৃত-সমুদ্রে ভক্তিরত্নাকরের অন্তর্গত ঘনশ্যাম-নরহরির বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট পদ হইতে অন্ততঃ দুই চারিটী পদও উদ্ধৃত হওয়া একান্ত সম্ভবপর ছিল। পদামৃত-সমুদ্রে 'নরহরি'-ভণিতার কোনও পদই উদ্ধৃত হয় নাই। এ অবস্থায় রাধামোহন ঠাকুরের অল্প কনিষ্ঠ এবং তাঁহার প্রায় সমসাময়িক বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু গ্রন্থে ঘনশ্যাম-নরহরির কোনও পদ সংগৃহীত হইতে পারিয়াছে কি না, ইহা অনেকের নিকট সন্দেহের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

ঘনশ্যাম-নরহরির কবিত্ব সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। পাঠকদিগের কৌতূহল নিবারণের জন্য আমরা কয়েক জনের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে নরহরির ভক্তিরত্নাকরের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পদাবলীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই; তবে তাঁহার "গৌর-চরিত-চিন্তামণি" হইতে একটী বাঙ্গালা পদ উদ্ধৃত করিয়া, উহার ভাষার লালিত্য ও বর্ণনার মাধুর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

স্বর্গত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন,—"নরহরি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। তাঁহার লেখা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মত প্রাঞ্জল বা ভাব তেমন প্রগাঢ় না হইলেও জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাস অপেক্ষা ন্যূন নহে। তাঁহার রচনায় নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।"

জগদ্বন্ধুবাবু ক্ষীরোদবাবুর এই সমালোচনার সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "প্রাচীন বাঙ্গালা কবিদিগের শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে প্রথম শ্রেণীর কবি, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু ঘনশ্যাম যদি ঠিক তার পরের অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হয়েন, তবে গোবিন্দদাস কোন্ শ্রেণীর কবি? তাঁহারা যদি প্রথম শ্রেণীর কবি হয়েন, তবে ঘনশ্যামের লেখা যখন তাঁহাদের অপেক্ষা ন্যূন নহে, অর্থাৎ তুল্য বা শ্রেষ্ঠ, তখন জ্যামিতির সূত্র অনুসারে, ঘনশ্যামও প্রথম শ্রেণীর বা তদপেক্ষাও উচ্চশ্রেণীর কবি, দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি নহেন। আর তাঁহারা যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হয়েন, তবে হয় ঘনশ্যাম দ্বিতীয় শ্রেণীর, নয় প্রথম শ্রেণীর কবি। ইহাতে স্পষ্ট দেখা গেল, রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্য হয় নিরর্থক, নয় সার্থক হইয়াও অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট।"

"তাঁর (ঘনশ্যামের) রচনায় নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে"—ক্ষীরোদবাবুর এই মন্তব্যের প্রতিকূলে অনেক আলোচনা করিয়া, জগদ্বন্ধুবাবু শেষে লিখিয়াছেন,—"আমাদের মত এই যে, ঘনশ্যাম বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ত্রিসীমায়ও যাইবার যোগ্য নহেন। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের কোন কোন পদের সহিত তাঁহার নিকট-সাদৃশ্য থাকিলেও, মোটের উপর তাঁহাদিগের তুল্যাসনেও ইনি বসিবার যোগ্য নহেন। রায়শেখর, লোচনদাস, বাসুদেব ঘোষ, বলরাম দাস ও রাধামোহন দাসও ঘনশ্যাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি। তবে ঘনশ্যামের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি দেশকাল-পাত্রানুসারে যখন যেরূপ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন। অপিচ ঘনশ্যামের প্রধান দোষ এই যে, ইঁহার পদগুলি সর্ব্বত্র প্রাঞ্জল ও সরল নহে; অনেক স্থানে বড় খটমট লাগে।"

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ক্ষীরোদবাবু ও জগদ্বন্ধুবাবুর মন্তব্যের মাঝামাঝি একটা মত খাড়া করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি ইহাই বলিয়া মন্তব্য সুরু করিয়াছেন, "আমরা ক্ষীরোদবাবু ও জগদ্বন্ধুবাবু, উভয়েরই উক্তি সত্য ও কিছু অতিরঞ্জিত বিবেচনা করি। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই যে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের স্থান, তাহাতে মতভেদ নাই। এ অবস্থায় জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসকে প্রথম শ্রেণীর শেষ কবি কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম কবি বলা হইবে, তাহা লইয়া কথার কাটাকাটি করিয়া ফল নাই। নরহরি চক্রবর্ত্তীর শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক, বিশেষতঃ নদীয়া-নাগরীর উক্তি পদগুলিতে প্রায় লোচনদাসের ধামালীর পদগুলিরই মত একটা যে অনন্যসাধারণ ও অপূর্ব্ব নর-চরিত্রের স্বাভাবিকতা আছে; তাহা রসজ্ঞ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। (নরহরি) "দেশ-কাল-পাত্রানুসারে যখন যেরূপ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন।"—জগদ্বন্ধু বাবুর এই উক্তির দ্বারা প্রকারান্তরে ক্ষীরোদবাবুর স্বল্পাক্ষর-বর্ণিত "নর-চরিত্রের স্বাভাবিকতা"ই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া নরহরি চক্রবর্ত্তীকে জ্ঞানদাসের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে না। নরহরির পদে শ্রেষ্ঠ কবিতা-সুলভ ব্যঞ্জনা বা ভাবোৎকর্ষ নাই বলিলেও হয়, উহা লইয়াই কিন্তু কাব্যের শ্রেষ্ঠতার বিচার করা আবশ্যক। জগদ্বন্ধুবাবু যে বাসুদেব ঘোষ ও রাধামোহন ঠাকুরকে নরহরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন—ইহাও স্বীকার করা যায় না। বাসুদেব ঘোষের পদাবলীর যাহা কিছু মূল্য—ঐতিহাসিক হিসাবে; সেগুলির কবিত্বের বিশেষ কোন প্রশংসা করা যায় না। রাধামোহনের সংস্কৃত, ব্রজবুলী ও বাংলা রচনা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচায়ক হইলেও, তাহাতে কবিত্বের পরিচয় অল্পই পাওয়া যায়। বাসুদেব ঘোষ ও রাধামোহন অপেক্ষা কবিত্ব হিসাবে জগদ্বন্ধুবাবুর উল্লিখিত শুধু রায় শেখর, লোচনদাস ও বলরাম দাস নহে—অনন্ত, উদ্ধব, বংশীবদন, বসু রামানন্দ, বসন্ত রায় প্রভৃতি বহুসংখ্যক কবিকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হয়। ইঁহাদিগের সকলেরই অল্পাধিক ব্যঞ্জনাপূর্ণ কবি-কল্পনার (imagination) বিচিত্র লীলা দেখা যায়। নরহরির রচনায় সতর্ক অনুধাবন (keen observation) কবি-কল্পনার অল্পতা অনেক পরিমাণে পূর্ণ করিয়া থাকিলেও উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না। রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্রের ন্যায় নরহরি চক্রবর্ত্তীরও উচ্চ অঙ্গের কবি-কল্পনার পরিবর্ত্তে লোক-চরিত্র-জ্ঞান প্রচুর মাত্রায় ছিল। তাই তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের ন্যায় নর-চরিত্রের স্বাভাবিকতা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।"

সতীশবাবু লিখিয়াছেন,—"নরহরি-ঘনশ্যাম ও ঘনশ্যাম কবিরাজ, উভয়েই প্রায় এক সময়ের পদ-কর্ত্তা ও পদ-রচনায় প্রায় সমান নিপুণ বলিয়া 'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদাবলী হইতে উভয়ের পদ বাছিয়া পৃথক্ করা তত সহজ নহে। তবে ঘনশ্যাম কবিরাজ তাঁহার পদে, বিশেষতঃ ব্রজবুলীর পদে, তাঁহার পিতামহ গোবিন্দ কবিরাজের অনুকরণে যে অনুপ্রাস-ঝঙ্কার ও অলঙ্কার-প্রচুর্য্য প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাহা ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর ব্রজবুলীর পদে দুর্লভ।" সতীশবাবুর এই মন্তব্য আমাদের সম্যক্‌রূপে বোধগম্য হইল না। উভয়েই যদি সমসাময়িক পদকর্ত্তা এবং বাঙ্গালা ও ব্রজবুলীর পদ-রচনায় সমান নিপুণ হইলেন, তাহা হইলে ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীই বা গোবিন্দ কবিরাজের অনুকরণে অনুপ্রাস-ঝঙ্কার ও অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য প্রদর্শিত করিতে পারিবেন না কেন?

সতীশবাবু আরও বলিয়াছেন,—"নরহরি-ঘনশ্যাম বাঙ্গালা পদে শুধু মিলের (Rhyme) জায়গায় কচিৎ 'ঘনশ্যাম' নামের ব্যবহার করিয়াছেন। পদকল্পতরুর বাঙ্গালা পদের ভণিতায় মিলের জায়গায় সর্ব্বত্র 'ঘনশ্যাম দাস' পাওয়া যায়; শুধু 'ঘনশ্যাম' কুত্রাপি নাই।" আমরা সতীশ বাবুর এই যুক্তির কোন সার্থকতা খুজিয়া পাইলাম না। কারণ, 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে 'ঘনশ্যাম'-ভণিতার যে সকল পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলি যে ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর রচিত, তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে না। ইহাতে বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী উভয়বিধ পদই আছে এবং ভণিতায়ও 'ঘনশ্যাম' ও 'ঘনশ্যামদাস' রহিয়াছে। ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত পদগুলি ভিন্ন বাকি পদগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্ ঘনশ্যামের রচিত, তাহা স্থির করা সহজসাধ্য নহে।

গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে 'ঘনশ্যাম' ও 'ঘনশ্যাম দাস' ভণিতাযুক্ত মোট ৩৮টি পদ আছে। ইহার মধ্যে ২৬টি পদ ভক্তিরত্নাকরে আছে। কাজেই সেই ২৬টি যে ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর রচিত, তাহা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বাকি ১২টি যে কাহার, তাহা জানা যায় নাই বলিয়া সেগুলি 'ঘনশ্যাম বা ঘনশ্যাম দাস' বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

চণ্ডীদাস। মাসিক শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সপ্তম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় কোন অজ্ঞাতনামা লেখক একটি পদাংশ প্রকাশ করেন, তাহাতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর কাল এবং রচিত পদের সংখ্যা নিরূপণের চেষ্টা করা হইয়াছে। যথা—

"বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবাণ। নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ ॥
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নিয়া। আদি বিধেয় রস চণ্ডীদাস কিয়া ॥"

অর্থাৎ ১৩৫৫ শকে পদগুলির রচনা শেষ হইল এবং সমুদায় পদের সমষ্টি ৯৯৬ মাত্র। ইহাই যদি চণ্ডীদাসের পদ-সংখ্যা ও পদ-রচনার সময় হয়, তবে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের কিঞ্চিদূর্দ্ধ পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রাদুর্ভূত হয়েন। চণ্ডীদাস বিপ্রকুলোদ্ভব; এবং স্বীয় পদে আপনাকে 'বড়ু' (বটু) বা 'দ্বিজ' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। চণ্ডীদাসের বাসস্থান নান্নুর গ্রামে ছিল। এই গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তঃপাতি শাঁকুলিপুর (বর্ত্তমানে নান্নুর) থানার অধীন। বোলপুর হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ পূর্ব্ব, গঙ্গাটিকুরীর ৭ ক্রোশ পশ্চিম ও কীর্ণাহারের আন্দাজ দেড় ক্রোশ দক্ষিণ।

চণ্ডীদাস বাল্যকালে শাক্ত ছিলেন এবং গ্রামস্থ বাসলী দেবীর পূজা করিতেন। পরে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক পদাবলী রচনা করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকার্য্যালয় হইতে যে

"শ্রীরাধিকার মানভঙ্গ" কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা চণ্ডীদাস-কৃত বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের অনেক পদ প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে রাসলীলা ও চণ্ডীদাসের জীবনী সম্বন্ধীয় পদগুলি খুব মূল্যবান্। রামিনী নাম্নী এক রজক-কন্যা বাসলী দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণ ঝাড়ু দিতেন। এই উপলক্ষে চণ্ডীদাস ও রজকিনীর মধ্যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র প্রণয় জন্মে; সে প্রেমে চণ্ডীদাসের আপন কথায় 'কামগন্ধ' ছিল না।

চণ্ডীদাস কেবল পদকর্ত্তা ছিলেন না, একজন বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। প্রবাদ এই যে, নিকটস্থ মতিপুর গ্রামে একদা কীর্ত্তন করিতে যান; সেই স্থানে নাটমন্দির-পতনে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু এ প্রবাদ সত্য নহে। চণ্ডীদাস বৃদ্ধ বয়সে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া বাস করেন; তথায় এখনও তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চণ্ডীদাস বঙ্গভাষার একজন আদিকবি; এবং মৈথিলি কবি বিদ্যাপতির সমসাময়িক। কোন কোন পদে দেখা যায়, একদা গঙ্গাতীরে উভয়ের মিলন ও রস-বিচার হইয়াছিল। ১২৮০ সালের 'সোমপ্রকাশ' নামক সংবাদপত্রে একজন লেখেন,—"চণ্ডীদাসের ১৩০৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়। ইঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী। ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন।" এ কথা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন। তখন পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের আর কোন পুথির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে চণ্ডীদাসের রচিত "শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড" নামক একখানি পুথি পাওয়া যায়। এই পুথি সম্বন্ধে স্বর্গত ব্যোমকেশ মুস্তোফী মহাশয়-লিখিত একটী প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, উহা কোন মতেই কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় "বড়ু চণ্ডীদাস" রচিত "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" নামক একখানি পুথি পশ্চিম-বঙ্গ হইতে সংগ্রহ করেন, এবং উহা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে মুদ্রিত হয়। সেই সময় হইতেই একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে থাকে। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় ১৩৩৩ সালের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় সর্ব্বপ্রথম দীন চণ্ডীদাসের কথা প্রকাশ করিয়া দুই জন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন। এবং তৎপরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম-এ মহাশয় 'দীন চণ্ডীদাস'-রচিত দুইখানা সুবৃহৎ অথচ খণ্ডিত পদাবলীর পুথি সম্বন্ধে ১৩৩৩ সালের ৪র্থ সংখ্যা ও ১৩৩৪ সালের ১ম ও ২য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কয়েকটী গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রচয়িতা 'বড়ু চণ্ডীদাস' ও 'দীন চণ্ডীদাস' বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণিত করেন। তিনি 'চণ্ডীদাস' সম্বন্ধে 'প্রবাসী', 'পঞ্চপুষ্প' ও 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে তিনটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই কয়েকখানি পুথির আবিষ্কারের ফলে বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। তখন কয়েকজন সাহিত্যরথী এই বিষয় লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা আরম্ভ করেন। কেহ বলেন, চণ্ডীদাস একজন ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। আবার কাহারও মতে, 'বড়ু চণ্ডীদাস', 'দীন চণ্ডীদাস' ও শুধু 'চণ্ডীদাস' বিভিন্ন ব্যক্তি। মীমাংসা কিছুই হয় নাই। এই সম্বন্ধে যে সকল মহারথী আসরে নামিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, এবং

পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ মহোদয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদিগের মধ্যে স্বর্গীয় সতীশবাবু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়, তাঁহার "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থের ভূমিকায় এবং সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পদকল্পতরুর ভূমিকায় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বিশদভাবে (বিশ পৃষ্ঠাব্যাপী) যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করা, কি তাহা লইয়া আলোচনা করা, একেবারেই অসম্ভব।

ঠাকুর মহাশয়ের শাখা-গণনায় একজন চণ্ডীদাসের নাম আছে। যথা, নরোত্তমবিলাসে—"জয় চণ্ডীদাস যে পণ্ডিত সর্ব্বগুণে। পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে॥"

ইঁনি সম্ভবতঃ পদকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহার রচিত নরোত্তম ঠাকুরের বন্দনার একটী পদ হরেকৃষ্ণ বাবু প্রকাশ করিয়াছেন। পদটী এই—

"জয় নরোত্তম গুণধাম।
দীন দয়াময়, অধম দুর্গত, পতিতে করুণাবান॥
সখা রামচন্দ্র সনে, আলাপনে, নিশি দিশি রসভোর।
মো হেন পাতকী, তারণ কারণ, গুণে ভুবন উজোর॥
নব তাল মান, কীর্ত্তন স্বজন, প্রচারণ ক্ষিতি মাঝ।
অতুল ঐশ্বর্য্য, লোষ্ট্রের সমান, ত্যজনে না সহে ব্যাজ॥
নরোত্তমরে বাপরে, ডাকে ন্যাসিমণি, পুন প্রভুর আবির্ভাব।
দীন চণ্ডীদাস, কহে কতদিনে, পদযুগ হবে লাভ॥"

চন্দ্রশেখর। বৈষ্ণব-সাহিত্যে তিন জন চন্দ্রশেখরের নাম পাওয়া যায়। এই তিন জনই খ্যাতনামা। ইঁহাদের পরিচয় নিম্নে দিতেছি ঃ—

১। চন্দ্রশেখর আচার্য্য। ইঁনি 'আচার্য্যরত্ন' বলিয়াই সাধারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যথা চৈঃ চঃ আদি দশমে—"আচার্য্যরত্ন নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।" ইঁনি শ্রীগৌরাঙ্গের এক প্রধান শাখা। যথা—"আচার্য্যরত্ন নাম ধরে বড় এক শাখা।" চন্দ্রশেখর শ্রীগৌরাঙ্গের মাসিপতি; জন্মস্থানও শ্রীহট্টে। যথা, চৈতন্যভাগবতে—

"শ্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পণ্ডিত। শ্রীচন্দ্রশেখরদেব ত্রৈলোক্য পূজিত॥
ভবরোগ-বৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যাঁর। শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার॥"

ইঁহারা সকলে ক্রমে নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীশচী-জগন্নাথ মিশ্রের সহিত এক পাড়ায় বাস করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যও শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া শান্তিপুরে বাস করেন। নবদ্বীপেও তাঁহার এক বাড়ী ছিল। এখানে 'অদ্বৈত-সভা' ছিল। শ্রীবাসেরা চারি ভ্রাতা, চন্দ্রশেখর, মুরারি প্রভৃতি এই সভায় যোগদান করেন। তাঁহারা—"সভেই স্বধর্ম্ম-পর, সভেই উদার। কৃষ্ণভক্তি বহি কেহ না জানয়ে আর॥"

১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাকালে হরিধ্বনির সহিত যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন, তখন নবদ্বীপে আনন্দের রোল উঠিল। তখন—

"আচার্য্যরত্ন, শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস, যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি-সংকীর্ত্তন, নানা দান কৈল মনোবলে॥"
তৎপরে—"আচার্য্যরত্ন' শ্রীবাস, জগন্নাথ মিশ্র পাশ, আসি তাঁরে করি সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধিধর্ম্ম, তবে মিশ্র করে নানা দান॥"

এই ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত নবদ্বীপ-লীলায় চন্দ্রশেখর যোগদান করেন এবং সম্ভবতঃ একদিনের জন্মও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। চন্দ্রশেখরের সন্তানাদি হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। যাহা হউক, শ্রীনিমাইচাঁদের উপর তাঁহার অপত্যস্নেহ পূর্ণমাত্রায় ছিল। বিশেষতঃ জগন্নাথ মিশ্রের পরলোকগমনের পর শচীদেবী সকল বিষয়েই চন্দ্রশেখরের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতেন। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ পিতৃকার্য্যব্যপদেশে গয়ায় গমন করেন, তখন শ্রীশচীদেবী তাঁহার সহিত চন্দ্রশেখরকে পাঠাইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। গয়ায় পিণ্ডদানকালে গদাধরের পাদপদ্ম দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মনের গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, তিনি যখন "কৃষ্ণরে বাপরে মোর" বলিয়া বৃন্দাবনে যাইবার জন্ম অস্থির হইলেন, তখন চন্দ্রশেখর প্রভৃতি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া নিরস্ত করিলেন, এবং শেষে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিলেন।

শ্রীচন্দ্রশেখরের এই অপত্যস্নেহ ক্রমে দাস্যভক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন, অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীবাস, মুরারি প্রভৃতির ন্যায় চন্দ্রশেখরও বলিতেন,—

"চৈতন্য গোসাঞি মোরে করে গুরু-জ্ঞান। তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমান॥"

গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তখন শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি নিশায় এবং কোন কোন দিন চন্দ্রশেখরের ভবনে কীর্ত্তন হইত। চন্দ্রশেখর কীর্ত্তনানন্দে প্রত্যহ যোগদান করিতেন। ইহা ছাড়া জগাই-মাধাই উদ্ধার, কাজি দমন, শ্রীধরের জলপান প্রভৃতি লীলায় চন্দ্রশেখরের নাম পাওয়া যায়।

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে লইয়া চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণলীলা অভিনয় করিবার ব্যবস্থা করিলেন, কে কাহার 'কাচ কাচিবেন', তাহা বলিয়া দিলেন, কাচ-সজ্জ করিবার জন্ম বুদ্ধিমন্ত খাঁকে আদেশ করিলেন, এবং বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীবেশে অঙ্কনৃত্য করিবেন। ইহা শুনিয়া সকলেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যখন প্রভু বলিলেন,—

"প্রকৃতি-স্বরূপে নৃত্য হইব আমার। দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার।
সেই সে যাইব আজি বাড়ির ভিতরে। যেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥"

এই কথা শুনিয়া ভক্তদিগের চক্ষুস্থির হইল। প্রথমেই অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন—

"আমি সে অ-জিতেন্দ্রিয়, না যাইব তথা।"
শ্রীবাস পণ্ডিত কহে—"মোরও ঐ কথা॥"

ইহা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"তোমরা যদি না যাও, তবে কাহাকে লইয়া নৃত্য করিব? যাহা হউক আমি বলিতেছি—

"মহা-যোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা। দেখিয়া আমার নৃত্য মোহ না পাইবা॥" এই কথা শুনিয়া সকলে আশ্বস্ত হইলেন এবং মহা উল্লসিত হইয়া মহাপ্রভুকে সঙ্গে লইয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে গমন করিলেন। কেবল যে পুরুষেরা গেলেন, তাহা নহে, যত আপ্ত-বৈষ্ণবগণের পরিবার গেলেন, ও নিজ-বধূকে লইয়া শচীমাতাও গেলেন। সেখানে যে অদ্ভুত ও অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল তাহা বিশদভাবে চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে।

এইরূপ নানাবিধ আনন্দে নদেবাসীর দিন কাটিতে লাগিল। এমন সময় একদিন শ্রীপ্রভু নিভৃতে নিত্যানন্দকে ডাকিয়া তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের কথা জানাইলেন, আর বলিলেন, 'আমার জননী, গদাধর,

ব্রহ্মানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, আর মুকুন্দ'—এই পাঁচ জন ছাড়া আর কাহারও নিকট এ কথা প্রকাশ করিও না।

ইহার পর একদিন রাত্রিশেষে উঠিয়া শ্রীপ্রভু, কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য কাটোয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সকাল হইতে না হইতে এই সর্ব্বনেশে কথা নদীয়ায় ছড়াইয়া পড়িল। সকলে আসিয়া প্রভু-গৃহে মিলিত হইলেন। শেষে শচীমাতাকে প্রবোধ দিয়া নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি কয়েকজন কাটোয়ার দিকে ছুটিলেন এবং ক্রমে কাটোয়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্রশেখরকে বলিলেন,—

"বিধিযোগ্য যত কর্ম্ম সব কর তুমি। তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ আমি॥"

চন্দ্রশেখর আর কি করিবেন, প্রভুর এই কঠোর আজ্ঞা শুনিয়া তিনি দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না,—কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় নির্ব্বাক্-নিস্পন্দ হইয়া বিধিযোগ্য সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে লাগিল।

সন্ন্যাসের কার্য্য শেষ হইলে, শ্রীগৌরাঙ্গের দৃষ্টি চন্দ্রশেখরের উপর পতিত হইল। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া শ্রীপ্রভুর কোমল হৃদয় উথলিয়া উঠিল, হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, চন্দ্রশেখরকে ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া আনিয়া প্রাণ উঘাড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন। তার পর আপনাকে কিছু সামলাইয়া লইয়া আবেগ-ভরে বলিলেন,—

"গৃহে চল তুমি,—সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে। কহিও সভারে—আমি চলিলাম বনে॥
গৃহে চল তুমি,—দুঃখ না ভাবিও মনে। তোমার হৃদয়ে আমি বন্দী সর্ব্বক্ষণে॥
তুমি মোর পিতা—মুঞি নন্দন তোমার। জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-সংহতি আমার॥"

এই কথা বলিয়া প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং আর কাহারও দিকে না চাহিয়া দ্রুতপদে চলিলেন। চন্দ্রশেখর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

নিত্যানন্দ সেখানে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া প্রভুর কাণ্ড দেখিতেছিলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গ যখন দ্রুতগতিতে চলিলেন, তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল; তিনি তাড়াতাড়ি চন্দ্রশেখরের মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "আচার্য্যরত্ন, উঠ, মনে বল কর, এখন কি শোক করিবার সময়? এস আমার সঙ্গে।" ইহাই বলিয়া তিনি প্রভুর পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। চন্দ্রশেখর আর কি করিবেন, তিনিও চলিলেন। এইরূপে দিবারাত্র তিন দিন প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া, যমুনা বলিয়া ভুলাইয়া, ক্রমে তাঁহারা প্রভু সহ শান্তিপুরের অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন চুপে চুপে—

"আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দ গোসাঞি। শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্য্যের ঠাঞি॥
প্রভু লয়ে যাব আমি তাঁহার মন্দিরে। সাবধানে রহেন যেন নৌকা লঞা তীরে॥
তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন। শচীমাকে লঞা আইস, আর ভক্তগণ॥"

চন্দ্রশেখর পার হইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে অদ্বৈতাচার্য্য আসিয়া পৌঁছিলেন এবং প্রভু ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে লইয়া গঙ্গা পার হইলেন।

এদিকে নদীয়ার লোকেরা আহার নিদ্রা ভুলিয়া প্রভুর সংবাদের জন্য পথ পানে চাহিয়া আছেন। তাঁহারা প্রতি মুহূর্ত্ত চন্দ্রশেখরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। যথা—

"নবদ্বীপবাসী সব এক মুখে রহে। চন্দ্রশেখর আসি দেখি কিবা কহে॥"

কিন্তু চন্দ্রশেখরের পা আর চলিতে চাহিতেছে না। তিনি অনেক কষ্টে নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তার পর—

"নবদ্বীপে প্রবেশিতে আচার্য্যশেখর। নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর ॥"

তাঁহাকে ঐ ভাবে একাকী আসিতে দেখিয়া নদেবাসী 'অন্তরে পোড়য়ে', আর তাদের 'প্রাণ ধক্‌ধক্‌' করিয়া উঠিল। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া শচীদেবী পাগলিনীর মতন 'আউদড় চুলে' ধাইয়া আসিলেন। শেষে—

"আচার্য্য বলিয়া ডাকে উন্মতি পাগলী। না দেখিয়া গৌরাঙ্গে হইলা উতরোলি ॥"

ঠাকুর লোচন তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গলে' শাশুড়ী-বধূর করুণ বিলাপ-কাহিনী যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অতি বড় পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়।

ইহার পর দুই বৎসর কাটিয়া গেল। তৃতীয় বৎসর বৈশাখ মাসে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে ফিরিলে, কালা কৃষ্ণদাস এই সংবাদ লইয়া নবদ্বীপে আসিলেন। প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনের খবর পাইয়া গৌড়ের প্রায় দুই শত ভক্ত অদ্বৈত আচার্য্যকে লইয়া নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট গেলেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া নীলাচলে গমন করিলেন। চন্দ্রশেখরও অবশ্য সেই সঙ্গে ছিলেন। ইহার পর প্রায় প্রতি বৎসর গৌড়ের ভক্তদিগের সহিত চন্দ্রশেখর নীলাচলে যাইতেন, এবং রথযাত্রা হইতে চারি মাস প্রভুর সঙ্গে কীর্ত্তনাদি আনন্দে কাটাইয়া, বিজয়া দশমীর দিন গৌড়দেশে যাত্রা করিতেন। মধ্যে কয়েকবার বৈষ্ণব-ঠাকুরাণীরাও গমন করেন। সেই সময় 'আচার্য্যরত্ন সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী।' এই ঠাকুরাণীরা প্রভুর প্রিয় দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া যাইতেন; এবং মধ্যে মধ্যে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া, তাঁহার প্রিয় ব্যঞ্জনাদি রান্ধিয়া, কাছে বসাইয়া, জননীর ন্যায় স্নেহ ও দাসীর ন্যায় ভক্তিসহকারে, প্রাণ ভরিয়া প্রভুকে খাওয়াইতেন। আর শচীদেবী তাঁহার ভগিনী ও প্রিয়সখী মালিনীর মুখে তাঁহার নিমাঞিচাঁদের এই সব কথা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'চন্দ্রশেখর'-ভণিতাযুক্ত যে তিনটী সুন্দর পদ আছে, এই তিনটিই মহাপ্রভুর লীলাবিষয়ক এবং প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া রচিত বলিয়া মনে হয়। এইগুলি আচার্য্যরত্নের পদ বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

২। চন্দ্রশেখর দাস। জাতিতে বৈদ্য, লেখন-বৃত্তি, বাস বারাণসীতে। ইনি 'শূদ্র চন্দ্রশেখর' বলিয়া জানিত, মহাপ্রভুর অনুগত ভক্ত ও ভট্ট রঘুনাথ গোস্বামীর পিতা তপন মিশ্রের সহিত সখ্যতা-সূত্রে বিশেষভাবে আবদ্ধ ছিলেন। যথা—চৈতন্যচরিতামৃতে—

"বৈদ্য জাতি, লিখন বৃত্তি, বারাণসী বাস। মিশ্রের সখা তিহোঁ প্রভুর পূর্ব্বদাস ॥"

পুনশ্চ—"কাশীতে লেখক শূদ্র শ্রীচন্দ্রশেখর। তাঁর ঘরে রৈলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥"

মহাপ্রভুর শাখা-বর্ণনায়ও ইহাঁর নাম আছে। যথা—"শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য, দ্বিজ হরিদাস ॥"

মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের ছয় বৎসর পরে বৃন্দাবনে গমন করেন। পথে বারাণসীতে কয়েকদিন ছিলেন। এখানে পৌছিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকায় স্নান করিতে আসিলেন। ঠিক সেই সময়, ঘটনাক্রমে অথবা শ্রীপ্রভুর ইচ্ছানুক্রমে, তপন মিশ্র নামক প্রভুর এক পূর্ব্বদাস সেই ঘাটে স্নান করিতে আসিলেন, এবং অকস্মাৎ প্রভুকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

এই তপন মিশ্রের কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া আবশ্যক। শ্রীগৌরাঙ্গ (তখন নিমাঞি পণ্ডিত নামে নবদ্বীপে খ্যাত) যৌবনের প্রারম্ভে অর্থোপার্জ্জনের অছিলা করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে গমন

করেন। সেখানে পদ্মাবতীতীরে কয়েক মাস অবস্থান করিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিবার সময়, তপন মিশ্র নামক এক বিপ্র একদা আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। শেষে উঠিয়া যোড়করে বলিতে লাগিলেন, "আমি অধম পামর, সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই জানি না; কিসে সংসার-বন্ধন মোচন হইবে, কৃপা করিয়া উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুন।"

প্রভু বলিলেন, "তুমি কৃষ্ণ-ভজনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। এই কলি-যুগে একমাত্র নাম-যজ্ঞই সার। তুমি হরে কৃষ্ণ নাম জপ কর। এই নাম অহরহঃ জপিতে জপিতে যখন প্রেমের অঙ্কুর হইবে, তখনই তোমার সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব বুঝিবার অবস্থা হইবে।

তপন মিশ্র মহাপ্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে যাইবার অনুমতি চাহিলে প্রভু বলিলেন, "তুমি বারাণসী যাও। সেখানে আমার সাক্ষাৎ পাইবে, এবং তখন সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিব।" ইহাই বলিয়া নিমাঞি পণ্ডিত বহু ছাত্র ও অনেক অর্থ সহ নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। তপন মিশ্রও বারাণসীতে যাইয়া প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাহার পর চৌদ্দ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এত দিন পরে আজ তপনের আশা পূর্ণ হইল,—তাঁহার আরাধ্যদেবের দর্শন পাইলেন। হঠাৎ এক সুদীর্ঘ বপু ও সুবর্ণ-সুন্দর-কান্তির এক প্রেমময় সন্ন্যাসি-মূর্ত্তি দেখিয়া তপন বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তাঁহার অন্তঃকরণের অন্তরাল হইতে একটি আনন্দ-লহরী খেলিয়া গেল। কিন্তু পূর্ব্বের সেই চিক্কণ-চিকুর ও সেই মনোহর-বেশ না দেখিয়া তপন প্রথমে কিছু ধাঁধাঁয় পড়িলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে প্রভুর সন্ন্যাসের কথা স্মরণপথে পতিত হইল,—তাঁহার দ্বিধা দূরে গেল,—তিনি তৎক্ষণাৎ চরণতলে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু মৃদু হাস্য করিয়া অতি আদরের সহিত তাঁহাকে উঠাইলেন, এবং গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তার পর তপন মিশ্র প্রভুকে বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করাইয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন।

প্রভুর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া চন্দ্রশেখর দৌড়িয়া আসিলেন। প্রভুকে দেখিয়াই তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল, তিনি প্রভুর শীতল চরণে শরণ লইলেন। শেষে, "চন্দ্রশেখর কহে—প্রভু বড় কৃপা কৈলা। আপনি আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা॥"

এই ভক্তদ্বয়ের বিশেষ আগ্রহে প্রভু দিন দশেক কাশীতে রহিলেন, এবং তপন মিশ্রের বাড়ী ভিক্ষা ও চন্দ্রশেখরের বাড়ী রাত্রিবাস করিতে লাগিলেন; দশদিন পরে বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে সমস্ত লীলাস্থলী দর্শন করিয়া প্রভু প্রয়াগে আসিলেন। এখানে শ্রীরূপ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভ সহ আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে শক্তিসঞ্চার করিয়া ভক্তি ও প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। বিদায়ের সময় রূপ তাঁহার সহিত কাশীতে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু প্রভু বলিলেন, "তুমি বৃন্দাবনে যাও।" আরও বলিলেন,—"বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড় দিয়া। আমারে মিলিবা নীলাচলেতে আসিয়া॥"

সেখান হইতে নৌকাযোগে প্রভু বারাণসী আসিলেন। প্রভুর আগমনের পূর্ব্বদিন রাত্রে চন্দ্রশেখর স্বপ্নে দেখিলেন, প্রভু আসিতেছেন। তাহাই দেখিয়া অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি সহরের বাহিরে আসিলেন, এবং "আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা। আনন্দিত হৈয়া নিজ গৃহে লঞা গেলা॥" এবারও তপন মিশ্র তাঁহার বাটীতে ভিক্ষা করিবার জন্য প্রভুকে বিশেষভাবে ধরিয়া পড়িলেন।

"প্রভু জানেন দিন পাঁচ-সাত সে রহিব। সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাহা না করিব॥
এত জানি তাঁর ভিক্ষা কৈলা অঙ্গীকার। বাসা নিষ্ঠা কৈলা চন্দ্রশেখরের ঘর॥"

এই ভাবে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। এক দিন সনাতন বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন অনুসন্ধান করিয়া চন্দ্রশেখরের বাড়ী পাইলেন এবং সদর দরজার পার্শ্বে প্রভুর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন অন্তর্য্যামী প্রভু বাটীর ভিতর হইতে সনাতনের আগমন জানিতে পারিয়া, চন্দ্রশেখরবে বলিলেন, "বহির্দ্বারে এক বৈষ্ণব বসিয়া আছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া আন।" চন্দ্রশেখর বাহিরে যাইয়া কোন বৈষ্ণবকে দেখিতে পাইলেন না; শেষে প্রভুর কাছে যাইয়া ঐ কথা জানাইলেন।

প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইলে না?"

চন্দ্রশেখর। একজন দরবেশ বসিয়া আছে।

প্রভু। আচ্ছা, তাহাকেই লইয়া এস।

চন্দ্রশেখর পুনরায় বাহিরে গেলেন এবং দরবেশকে বলিলেন, "প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া সনাতনের সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল, তিনি উঠিয়া চন্দ্রশেখরের সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই প্রভু ছুটিয়া আসিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর অঙ্গস্পর্শে সনাতন প্রেমাবিষ্ট হইলেন, এবং সঙ্কুচিত ভাবে কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "প্রভু, আমি অস্পৃশ্য, আমাকে ছুইবেন না।" প্রভু অবশ্য তাহা শুনিলেন না। তখন মনের আবেগে—

"দুই জনে গলাগলি রোদন অপার। দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার॥"

মনের বেগ একটু সামলাইয়া সনাতনের হাত ধরিয়া প্রভু পিণ্ডার উপর লইয়া গেলেন এবং আপনার পাশে বসাইয়া, শ্রীহস্তে তাঁহার অঙ্গমার্জ্জনা করিতে গেলেন। ইহাতে সনাতন আরও ভীত হইয়া ত্রস্তভাবে বলিলেন, "করেন কি, প্রভু? আমাকে অপরাধী করিবেন না, আমি যে অস্পৃশ্য!" তাহাতে নিরস্ত না হইয়া অতি কোমলকণ্ঠে—

প্রভু কহে—"তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥
তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয় ফল—এই শাস্ত্রের নিরূপণ॥"

তাহার পর প্রভু, তপন ও চন্দ্রশেখরের সহিত সনাতনকে মিলাইয়া দিলেন। তখন "চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাঞা। এই বেষ দূর কর—যাহ ইহারে লঞা॥"

প্রভুর আদেশমত চন্দ্রশেখর নাপিত ডাকাইয়া সনাতনের মস্তক মুণ্ডন ও ক্ষৌর করাইলেন, এবং গঙ্গাস্নান করাইয়া পরিধানের জন্য নূতন বস্ত্র দিলেন। সনাতন তাহা গ্রহণ করিলেন না। পরে সনাতনের ইচ্ছাক্রমে তপন মিশ্র একখানি পুরাতন কাপড় দিলেন; ইহা দ্বারা সনাতন বহির্ব্বাস-কৌপীন করিয়া লইলেন। এইরূপে সনাতন দরবেশের খোলশ ছাড়িয়া কৌপীনধারী বৈষ্ণব হইলেন। তাঁহার করিয়া এই সাজ দেখিয়া প্রভুর আনন্দের সীমা রহিল না।

সনাতনের শিক্ষার জন্য প্রভুর এখানে আরও দুই মাস থাকিতে হইল। দুই মাসে প্রভু সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পরিষ্কার ভাবে সনাতনকে এবং সেই সঙ্গে তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরকেও বুঝাইয়া দিলেন।

নীলাচলে ফিরিয়া যাইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রকাশানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসীদিগকে প্রভু উদ্ধার করিলেন। যাইবার দিন কাশীর ভক্তদিগের মধ্যে প্রভুর বিরহজনিত বিষাদের উচ্ছ্বাস উত্থিত হইল। প্রভু সকলকে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে রূপ, বল্লভ সহ বারাণসীতে আসিয়া চন্দ্রশেখর প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন এবং

"শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্র-ঘরে ভিক্ষা। মিশ্র-মুখে শুনে সনাতনে প্রভুর শিক্ষা॥"

ইহার কয়েক বৎসর পরে পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর অনুমতি লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন এবং বন-পথ দিয়া ক্রমে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। সে সময় প্রভুর গণ যে যখন কাশীতে আসিতেন, যত্ন সহকারে তাঁহার সেবা করা তপন ও চন্দ্রশেখরের একটা বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। প্রভুর অতিপ্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দকে পাইয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইলেন এবং মন প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করিলেন। প্রভুর কথা-প্রসঙ্গে কয়েক দিন তাঁহাদের সময় বেশ সুখে কাটিয়া গেল।

কিছু কাল পরে তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিতে গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে গমন করিলেন। তিনি পুরীতে পৌছিলে মহাপ্রভু বিশেষ আদর করিয়া তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিলেন। রঘুনাথ—"মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা। মহাপ্রভু তা' সবার বার্ত্তা পুছিলা॥" এই রঘুনাথকে শক্তিসঞ্চার করিয়া প্রভু পরে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। তিনিই ভট্ট রঘুনাথ, —ষট্-গোস্বামীর অন্যতম।

মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের কয়েক বৎসর পরে ঠাকুর নরোত্তম বৃন্দাবনে গমন করেন। কাশীধামে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রকাশানন্দের উদ্ধার, সনাতনের শিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপার তখন চারি দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। বারাণসীর অপর পারে পৌছিয়া, কাশীধামে যাইয়া স্মরণীয় স্থানগুলি দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায়, নরোত্তম

"পার হৈয়া গেলা আগে যাঁহা রাজঘাট। বিশ্বেশ্বর সেই ঘাটে করিলেন বাট॥
ঘাটের বামে আছে বাড়ি অতি মনোহর। নয়নে দেখিয়া মনে আনন্দ অপার॥
পূর্ব্ব মুখে দ্বার বাড়ি, তুলসীবেদী বামে। সনাতনের স্থান দেখি করিলা প্রণামে॥"

নরোত্তম অনুসন্ধান করিয়া চন্দ্রশেখরের এই বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক প্রাচীন বৈষ্ণব বসিয়া সাধন-ভজন করিতেছেন। নরোত্তম দণ্ডবৎ করিলে তিনি 'আইস আইস' বলিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং প্রতি-নমস্কার করিয়া নরোত্তমকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং কাছে বসাইয়া তাঁহার পরিচয় লইলেন। নরোত্তমের নাম শুনিয়া বৈষ্ণবঠাকুর অধিক আনন্দিত হইলেন।

তার পর, মহাপ্রভু কোন্ স্থানে বিশ্রাম করিতেন, সদর-দ্বারের কোন্ স্থানে সনাতন আসিয়া বসিয়াছিলেন, কোন্ স্থানে বসিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, ইত্যাদি অনেক স্মরণীয় স্থান নরোত্তমকে দেখাইলেন ও ঐ সকল ঘটনা উল্লেখ করিলেন। তিনি আরও বলিলেন— "শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য মোর প্রভু হয়। তাঁর আজ্ঞা এই স্থানে সেবার নিশ্চয়॥" অর্থাৎ গুরুদেবের আদেশে, কাশীবাসী নিজ প্রভু স্বধাম গমন করিলে, তিনি এই স্থানের রক্ষক হইয়া সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

৩। চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর ভ্রাতৃদ্বয় যে প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা, তাহা সকল সমালোচকই স্বীকার করিয়াছেন। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান কীর্ত্তনগানগুলি ইঁহাদের পদাবলী-দ্বারা পুষ্ট। আজকাল কীর্ত্তনিয়ারা শশিশেখরের পদাবলী বিশেষ ঘটা করিয়া গাহিয়া থাকেন।" সতীশবাবুও বলিয়াছেন, "আধুনিক কীর্ত্তন-গায়কদিগের মুখে ইঁহাদের অনেক সুন্দর সুন্দর পদ শোনা যায়। ইঁহাদিগের পদে ছন্দের এমন একটি বিচিত্র ঝঙ্কার ও খণ্ডিতা-নায়িকা শ্রীরাধার উক্তিতে এমন একটা বিদ্রূপের সতেজ ভঙ্গী আছে যে, পদগুলি

শোনামাত্রেই শ্রোতার চিত্তে একটা মোহের সঞ্চার হয়। এ জন্য এই পদগুলি কীর্ত্তনিয়াদিগের বড় প্রিয় জিনিষ।"

দুঃখের বিষয়, এমন পদ-কর্ত্তাদের পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"ইঁহারা কাঁদড়ার বিখ্যাত মঙ্গলবংশীয় ব্রাহ্মণকুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মঙ্গল ঠাকুর ছিলেন গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য, জ্ঞানদাসের সমসাময়িক। মুলুকের বিখ্যাত পদকর্ত্তা বিশ্বম্ভর ঠাকুর ছিলেন শশিশেখরের শিষ্য, এবং তাঁহারই পদে জানা যায়, শশিশেখর চন্দ্রশেখরের সহোদর ছিলেন। বিশ্বম্ভর শশিশেখরের বন্দনা করিয়া তাঁহার পদাবলীর মুখবন্ধ করিয়াছেন।"

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও দীনেশবাবুর পোষকতায় লিখিয়াছেন, "চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর দুই সহোদর ভ্রাতা, পিতার নাম গোবিন্দানন্দ ঠাকুর, জন্মভূমি কাঁদড়া।"

জগবন্ধুবাবু কিন্তু অন্য কথা বলেন। তিনি রায়শেখরের পরিচয়ে লিখিয়াছেন, "পদগ্রন্থে শেখর, রায়-শেখর, কবি-শেখর, দুঃখি-শেখর ও নৃপ-শেখর ভণিতাযুক্ত পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহারা পাঁচজনই যদি এক ও অভিন্ন হয়েন, তবে 'রায়' ও 'নৃপ' এই দুই উপাধি হইতে বুঝা যায়, ইনি ধনীর সন্তান,—রাজা বা জমিদার ছিলেন। অনেকের মতে ইঁহার প্রকৃত নাম শশিশেখর ও অপর নাম চন্দ্রশেখর।"

সতীশবাবু তাঁহার 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"চন্দ্রশেখর, শশিশেখর ও রায়শেখর অভিন্ন পদকর্ত্তা—জগদ্বন্ধুবাবুর এই মত দীনেশবাবু গ্রহণ করিয়াছেন।" সতীশবাবু ইহা কোথায় পাইলেন? দীনেশবাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের ৫ম সংস্করণে এ কথা নাই।

সতীশবাবুর মতে চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের সময়-গত ও রচনা-গত সাদৃশ্য দেখিয়াই, বোধ হয়, উভয়ে অভিন্ন, এই মতটি সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। আবার রায়শেখর ও শশিশেখর যে বিভিন্ন ব্যক্তি, তাহার পোষকতায় সতীশবাবু বলেন যে, শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর নামের সংক্ষেপ 'শেখর' হইলেও শুধু 'শেখর'-ভণিতার পদগুলি ইঁহাদের পদ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন ও রায়-শেখরের রচনার লক্ষণাক্রান্ত। রায়শেখরের স্ব-রচিত পদপূর্ণ 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী' গ্রন্থে রায়শেখর, কবিশেখর, কবিশেখর-রায় ও শেখর,—এই কয়েকটি ভণিতার পদই পাওয়া যায়। উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি প্রণিধান করিলে, শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরদ্বয় হইতে রায়শেখর যে বিভিন্ন পদকর্ত্তা, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন যে, এই ভ্রাতৃদ্বয় পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের কিছু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। হরেকৃষ্ণবাবুও তাহাই বলেন, অর্থাৎ মুলুকের বিশ্বম্ভর ঠাকুরের সময় ধরিয়া হিসাব করিলে ইঁহাদিগকে মাত্র দেড় শত বৎসরের কিছু অধিক পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। সতীশবাবুর মতও অনেকটা সেইরূপ। শশিশেখরেরা দুই ভাই আনুমানিক দেড় শত বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া মনে করার কোন কারণ তিনি দেখিতে পান না। কিন্তু অপর বিষয়ে সতীশবাবু হরেকৃষ্ণবাবুর সহিত একমত হইতে পারেন নাই।

হরেকৃষ্ণবাবু লিখিয়াছেন,—"ইঁহাদিগের কোন পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছিল কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। অনেকে পদকল্পতরুর শেখর-ভণিতাযুক্ত পদগুলি রায়শেখরের বলিয়া অনুমান করেন। আমাদিগের কিন্তু মনে হয়, পদকল্পতরুর সংগ্রহের সময় এই শেখর-ভ্রাতৃদ্বয় ও বিশ্বম্ভর ঠাকুর,—ইঁহারা তিন জনই বর্ত্তমান ছিলেন, এবং ইঁহাদিগের পদ দুই একটা করিয়া পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছিল। তবে ইঁহারা তখন তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণবদাসের পর ইঁহারা

জীবিত ছিলেন এবং খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, এই জন্যই পরবর্ত্তী পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থে ইঁহাদিগের অনেক পদ স্থান পাইয়াছে।"

সতীশবাবু কিন্তু হরেকৃষ্ণবাবুর উল্লিখিত অনুমান মানিয়া লয়েন নাই। এই সম্বন্ধে তিনি সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর ভূমিকায় এবং তাঁহার নিজের "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" নামক পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাহা সমস্ত উদ্ধৃত করিবার স্থান আমাদের নাই। তবে এই সম্বন্ধে তিনি যে কয়েকটি যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) পদকল্পতরুর ভূমিকায় সতীশবাবু লিখিয়াছেন,—"চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের কোন পদই যে 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই, তাহা আমরা 'অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী' গ্রন্থে দেখাইয়াছি। তবে এখানে সংক্ষেপে ইহাই বক্তব্য যে, 'শশিশেখর'-ভণিতার একটা পদও পদকল্পতরুতে নাই। আর, পদকল্পতরুতে 'চন্দ্রশেখর'-ভণিতার যে তিনটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা যে মহাপ্রভুর সমসাময়িক অন্তরঙ্গ ভক্ত চন্দ্রশেখর আচার্য্যের রচিত, সে সম্বন্ধে বৈষ্ণব-মহাজনদিগের মতদ্বৈত নাই। কিন্তু "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থেও তিনি মোটামুটি ঐ এক কথাই বলিয়াছেন।

অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলীতে সতীশবাবু বলিয়াছেন, "গৌরাঙ্গপ্রভুর নদীয়া-লীলার অন্যতম সহচর ও তাঁহার মাতৃস্বসৃপতি চন্দ্রশেখর আচার্য্যের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণ-বিষয়ক কয়েকটি পদ পদকল্পতরুতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।" সতীশবাবুর ন্যায় একজন বিজ্ঞ বিচক্ষণ বৈষ্ণব-সাহিত্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ অযথা মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে পদকল্পতরুর ভূমিকায় পদকর্ত্তৃগণের পরিচয় লিখিবার সময় সম্ভবতঃ তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই ইহাতে লিখিয়াছেন, "পদকল্পতরুর উদ্ধৃত পদ তিনটি চন্দ্রশেখর আচার্য্যের রচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে। ১৮৫৪ সংখ্যক "ক্ষণেক রহিয়া, চলিলা উঠিয়া, পণ্ডিত জগদানন্দ" ইত্যাদি গৌরাঙ্গ-লীলার পদটীর এজন্য যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে ; ২১৪৮ সংখ্যক পদটী শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ-বর্ণনাবিষয়ক ; এবং ৩০৩০ সংখ্যক পদটি দৈন্যসূচক প্রার্থনার পদ।" কিন্তু ইহার কোনটিই যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস বিষয়ক পদ নহে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, সতীশবাবু যখনই তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন, তখনই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ইহা সতীশবাবুর যে একটী প্রধান গুণ, তাহা আর বলিতে হইবে না। বর্ত্তমান স্থলেও ভুল স্বীকার করা তাঁহার উচিত ছিল।

(২) সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "পদকল্পতরুর 'শেখর'ভণিতার কোন পদই যে শশিশেখরের নহে, উহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 'রায়শেখর' ও 'শেখর'এর প্রসঙ্গে উহা আলোচিত হইবে।" কিন্তু 'শেখর'এর প্রসঙ্গে সতীশবাবু কেবলমাত্র বলিয়াছেন যে, "প্রায় দেড় শত বৎসরের প্রাচীন পদকর্ত্তা চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের কোন পদই পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই। কারণ, তাঁহারা পদকল্পতরুর সংগ্রহকার বৈষ্ণবদাসের পরবর্ত্তী, 'শেখর' তাঁহাদের নামের সংক্ষেপ হইতে পারে না।"

সতীশবাবু যাহা বলিলেন, ইহা 'যথেষ্ট প্রমাণ' বলিয়া ধরা যায় না। 'শেখর' ভ্রাতৃদ্বয় যে বৈষ্ণবদাসের পরবর্ত্তী, ইহার অকাট্য প্রমাণ সতীশবাবু দেখাইতে পারেন নাই। তিনি কেবল বলিয়াছেন,—শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরের ঝঙ্কারের বিচিত্র পদগুলি কিংবা শশিশেখর-ভণিতার কোন পদই পদকল্পতরুর বিরাট্ সংগ্রহে উদ্ধৃত হয় নাই, কিন্তু পদরত্নাকর, পদরত্নসার প্রভৃতি পরবর্ত্তী সংগ্রহে উহাদের পদ পাওয়া যায়। কাজেই এই ভ্রাতৃদ্বয় পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস ও পদরত্নাকরের সঙ্কলয়িতা

কমলাকান্তের মধ্যবর্ত্তী, অর্থাৎ আনুমানিক দেড় শত বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া মনে করার কোন কারণ দেখা যায় না।"

সতীশবাবুর উল্লিখিত যুক্তিগুলি দ্বারা হরেকৃষ্ণবাবুর অনুমান, (অর্থাৎ পদকল্পতরু সংগ্রহের সময় এই শেখর-ভ্রাতৃদ্বয় বর্ত্তমান ছিলেন এবং ইঁহাদিগের দুই একটী করিয়া পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছিল ইত্যাদি) খণ্ডিত হয় নাই।

সতীশবাবুর আর একটি যুক্তি হইতেছে যে,—শেখর-ভণিতার সকল পদের সহিতই রায়শেখরের পদের সৌসাদৃশ্য আছে এবং ঐ পদগুলির সমস্তই রায়শেখরের স্ব-কৃত পদের দ্বারা পূর্ণ 'দণ্ডাত্মিকা' নামক গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে। ইহার প্রথমাংশের সহিত সকলে হয় ত একমত না হইতেও পারেন, কিন্তু শেষাংশ অবশ্য প্রণিধানের যোগ্য। প্রকৃতই যদি পদকল্পতরুতে সংগৃহীত 'শেখর', 'রায়শেখর,' 'কবিশেখর' ও 'কবিশেখর-রায়'—কেবলমাত্র এই কয়েকটী ভণিতাযুক্ত পদগুলিই উক্ত পদাবলী-গ্রন্থে থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্তগুলিই যে রায়শেখরের রচিত, ইহা অনেকটা জোর করিয়া বলিতে পারা যায়।

৪। চন্দ্রশেখর। ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য। নরোত্তমবিলাসে ঠাকুরমহাশয়ের শাখা-গণনায় আছে—"জয় ভক্তিরত্ন, দাতা শ্রীচন্দ্রশেখর। প্রভুপাদপদ্মে সেহ মত্ত মধুকর॥" তথা 'প্রেমবিলাসে'—"চন্দ্রশেখর, গণেশ চৌধুরী, শ্রীগোবিন্দ রায়।"

চৈতন্যদাস। মহাপ্রভুর সময় হইতে শ্রীনিবাস-নরোত্তমের সময় পর্য্যন্ত 'চৈতন্যদাস' নামীয় অনেক ভক্তের সন্ধান পাওয়া যায়। ইঁহাদের কয়েকজনের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

১। চৈতন্যদাস। অদ্বৈত-শাখা বর্ণনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের আদি, ১২শ পরিচ্ছেদে এক চৈতন্যদাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"নন্দিনী, আর কামদেব, চৈতন্যদাস।" এই চৈতন্যদাস সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত চৈতন্যচরিতামৃতের 'অনুভাষ্য' পাদটীকায় আছে, "নন্দিনী সীতার গর্ভজাত অদ্বৈত-কন্যা।" কিন্তু এই সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই। কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

২। মুরারি-চৈতন্যদাস। ইনি নিত্যানন্দের গণভুক্ত। চৈঃ চঃ, আদি ১১ শে আছে—"নিত্যানন্দের গণ যত,—সব ব্রজবালা। শৃঙ্গ-বেত্র-গোপবেশ, শিরে শিখিপাখা।" আর মুরারি-চৈতন্যদাস সম্বন্ধে লেখা আছে—"মুরারি-চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা। ব্যাঘ্র-গালে চড় মারে,—সর্পসনে খেলা॥" চৈতন্যভাগবতের অন্ত্য পঞ্চমে আছে—

"বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের শরীরে। ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যান বনের ভিতরে॥
কখন চড়েন সেই ব্যাঘ্রের উপরে। কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে॥
মহা-অজাগর সর্প লই নিজ কোলে। নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে॥
ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়। হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয়॥
চৈতন্যদাসের আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বথা। নিরন্তর কহেন আনন্দে মনঃকথা॥
দুই তিন দিন মজ্জি জলের ভিতরে। থাকেন,—কোথাও দুঃখ না হয় শরীরে॥
জড়প্রায় অলক্ষিত বেশ, ব্যবহার। পরম উদ্দাম,—সিংহ-বিক্রম অপার॥
চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার। কত বা কহিতে পারি,—সকলি অপার॥
যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি-পণ্ডিত। যাঁর বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত॥"

বৈষ্ণব বন্দনায়—"মুরারি-চৈতন্যদাস বন্দোঁ সাবধানে। আশ্চর্য্য চরিত্র যাঁর প্রহ্লাদ-সমানে॥"

বর্দ্ধমান জেলার গলশী রেলষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে সর-বৃন্দাবনপুর গ্রামে মুরারি-চৈতন্য-দাসের জন্ম। নবদ্বীপধামের অন্তর্গত মাউগাছি গ্রামে আসিয়া ইঁহার নাম শার্ঙ্গ (শারঙ্গ) মুরারি-চৈতন্যদাস হইয়াছিল। ইঁহার বংশীয়গণ এখনও সরের পাটে বাস করেন।

৩। গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস বা পূজারী গোসাঞি। ইনি গদাধর পণ্ডিতের প্রশিষ্য ও ভূগর্ভ গোসাঞির শিষ্য ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের পূজাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন বলিয়া 'পূজারী গোসাঞি' আখ্যা হয়। যথা, চৈঃ চঃ, আদি, অষ্টমে—"পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি। গৌর-কথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাই॥ তাঁর শিষ্য—গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস।" ইনি গীত-গোবিন্দের টীকা করিয়াছিলেন।

৪। বঙ্গবাটী-চৈতন্যদাস। ইনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। যথা শাঃ নিঃ ৪৩—"বঙ্গবাট্যা শ্রীচৈতন্যদাসং বন্দে মহাশয়ং। সদা প্রেমাশ্রু-রোমাঞ্চ-পুলকাঞ্চিতবিগ্রহম্॥" চৈতন্যচরিতামৃতের আদি ত্রয়োদশে গদাধর পণ্ডিতের শাখা-বর্ণনায় আছে—"বঙ্গবাটি-চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ।" ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত লালমোহন শাহা শঙ্খনিধি মহাশয় আপনাকে বঙ্গবাটী-চৈতন্যদাস হইতে দশম পুরুষ বলিয়া প্রকাশ করেন।

৫। চৈতন্যদাস। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শাখা-বর্ণনায় প্রেমবিলাসের বিংশ বিলাসে আছে—"চৈতন্যদাস, গোবিন্দদাস, তুলসীরামদাস আর।" কর্ণানন্দে আচার্য্যপ্রভুর শাখা-বর্ণন নামক প্রথম নির্য্যাসে—"তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্রীচৈতন্যদাসে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য বলিতেই প্রেমে ভাসে॥" অনুরাগ-বল্লীর সপ্তম মঞ্জরীতে আচার্য্যপ্রভুর শাখা-বর্ণনায়—"শ্রীচৈতন্যদাস, শ্রীবৃন্দাবনদাস। শ্রীকৃষ্ণদাস আদি প্রভুর চরণে বিশ্বাস॥"

৬। বড়ুচৈতন্যদাস। নরোত্তমঠাকুরের শাখা। যথা প্রেমবিলাসের বিংশ বিলাসে—"মদন রায়, আর শাখা বাড়ুচৈতন্যদাস।" নরোত্তমবিলাসের দ্বাদশ বিলাসে—"জয় জয় শ্রীবড়ুচৈতন্যদাস বিজ্ঞ। প্রেমভক্তিময় মূর্ত্তি পরম মনোজ্ঞ॥"

৭। চৈতন্যদাস। বংশীবদন ঠাকুরের পুত্র। খেতরির শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য শ্রীজাহ্নবাদেবী খড়দহ হইতে যাত্রা করিলেন; এই পথে বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া চলিলেন। তাঁহার বৃন্দাবন যাত্রার সংবাদ পাইয়া পথে নানা স্থানে অনেক মহাভাগবতাদি আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। তার পর যথা ভক্তিরত্নাকরে ১০ম তরঙ্গে—

"হইল সংঘট্ট বহু আইলা অম্বিকায়। শ্রীচৈতন্যদাস আসি মিলিলা তথায়॥
সর্ব্বত্র বিদিত সর্ব্ব মতে যোগ্য যেঁহো। গৌরপ্রিয় শ্রীবংশীদাসের পুত্র তেঁহো॥"

'নরোত্তমবিলাস' ৮ম বিলাসে—

"শ্রীবংশীবদন-পুত্র শ্রীচৈতন্যদাস। নিজগণ লৈয়া ভুঞ্জে হইয়া উল্লাস॥"

৮। চৈতন্যদাস। ইনি শ্যামানন্দের শিষ্য। পূর্ব্বে ছিলেন যবন, নাম ছিল সের খাঁ। দস্যুবৃত্তিই ছিল ইঁহার ব্যবসায়। শেষে শ্যামানন্দের চরণে শরণ লইলেন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরম বৈষ্ণব হইলেন, আর নাম হইল চৈতন্যদাস। যথা প্রেমবিলাসের বিংশ বিলাসে শ্যামানন্দের শাখা বর্ণনায়—

"আর শাখা যবন-দস্যু—সের খা নাম যাঁর। শ্রীচৈতন্যদাস নাম এবে হইল তাঁর॥"
বিষয় ছাড়ি হৈলা তিহোঁ পরম-বৈষ্ণব। নিতাই চৈতন্যাদ্বৈত সদা এই রব॥
সঙ্কীর্ত্তনে নাচে কান্দে ভূমি গড়ি যায়। সংখ্যা করি হরিনাম লয় সর্ব্বদায়॥"

৯। আউলিয়া চৈতন্যদাস। বাবা আউল মনোহর দাসের নামান্তর। জাহ্নবাদেবীর শিষ্য নিত্যানন্দ দাস তাঁহার 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের ১৬শ বিলাসে লিখিয়াছেন—

"মোর ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীচৈতন্যদাস। 'আউলিয়া' বলি তাঁকে সর্ব্বত্র প্রকাশ॥"

তাঁহার নিবাস ছিল বনবিষ্ণুপুর হইতে ১২ ক্রোশ দূরে কোন এক গ্রামে। জাহ্নবাদেবীর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার তিনি বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। সেখানে দিবানিশি প্রেমাবেশে বিভোর ভাবে বিচরণ করিতেন। একদিন গোপাল ভট্ট গোস্বামীকে দর্শন করিতে গেলেন। তাঁহার প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখিয়া ভট্ট গোস্বামী আকৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া দেশের নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "শ্রীনিবাস আচার্য্যকে কি তুমি জান?" তখন "যাহা জানি, শুনিয়াছি যার যেই কথা। সকল নিবেদন করেঁা যেমন ব্যবস্থা॥"—এই বলিয়া তিনি এক এক কথা বলিতেছেন, আর হাসিতেছেন; আর গোসাঞী তাঁহার কথা শুনিতেছেন। চৈতন্যদাস প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়া তার পরেই বলিলেন,—

"আচার্য্যের সেবক রাজা শ্রীবীর হাম্বীর। শ্রীবাস আচার্য্য আদি পরম গম্ভীর॥
গ্রামে বাস আচার্য্যের রাজা করিয়াছে। গ্রাম ভূমি সামগ্রী যত রাজা যে দিয়াছে॥"

এই প্রসঙ্গেই বলিলেন,—"এই ফাল্গুন মাসে আচার্য্যঠাকুর বিবাহ করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়াই ভট্ট গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সন্তানাদি কিছু কি হইয়াছে?" চৈতন্যদাস বলিলেন,—"স্ত্রী ঋতুমতী হইয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া গোস্বামীর বদনমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল; তিনি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন, আর, আপন মনে "স্খলৎপাদ স্খলৎপাদ কহে বার বার।"

ইহার কিছু দিন পরে আউলিয়া-চৈতন্যদাস দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বৃন্দাবনের সকল কথা বলিলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার বিবাহের কথা গোসাঞিপাদ জানিতে পারিয়াছেন, তখন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গোসাঞি শুনিয়া কি বলিলেন?" চৈতন্যদাস উত্তর করিলেন,—"স্খলৎ স্খলৎ বাক্য লাগিলা কহিতে।"

তখন,—"শুনিয়া ঠাকুর কহে করি হায় হায়। 'আপন অভাগ্য দোষ নিবেদিব কায়॥'
আজ্ঞা নাহি প্রভুর করিল হেন কার্য্য। কহিতে প্রভুর আজ্ঞা অভাগ্যেতে ধার্য্য॥'
ইহা বলি হায় হায় করয়ে রোদন। 'আর কি দেখিব সেই যুগল চরণ॥
শ্রীনিবাস প্রতি প্রভু হৈল নির্দ্দয়। মোর সেই প্রভু জীবন-মরণে নিশ্চয়॥"

হুগলী জেলায় বদনগঞ্জ নিবাসী স্বর্গীয় হারাধন দত্ত ৪০৬ গৌরাব্দের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় ইঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করেন। তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

আউল মনোহরদাস কোন্ শকে কোন্ কুলে কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন জীবিতকালে তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। কথিত আছে যে, আচার্য্য ঠাকুরের নিকট হইতে যে

সকল ভক্তিগ্রন্থ অপহৃত হয়, মনোহরদাস সেই গ্রন্থভাণ্ডারের ভাণ্ডারী ছিলেন। ১৫০০ শকের পূর্ব্বে তিনি নানা তীর্থ পর্য্যটন করেন। শেষে এই স্থানে আসিয়া একটী বৈষ্ণবাশ্রম স্থাপন করিয়া সেখানে বহুকাল বাস করেন। এই সময় তিনি হরিনাম দিয়া সকলকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। ১৬৫৭ শকের ২৯ শে পৌষ বদনগঞ্জ হইতে অপ্রকট হইয়া এবং স্থানে স্থানে দেখা দিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন যাত্রাকালে তিনি যে যে স্থানে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে তাঁহার এক একটী মঠ আছে। বদনগঞ্জে তাঁহার সমাধিস্থান বর্ত্তমান আছে। এখানে পূর্ব্বে প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে ইঁহার তীরোভাব উপলক্ষে মহামহোৎসব হইত। এখন সেরূপ ঘটা হয় না। হারাধনবাবু এই সকল বিষয়ের কোন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই।

১০। চৈতন্যদাস। কুমারহট্ট বা হালিসহরনিবাসী শিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শিবানন্দ স-গোষ্ঠি প্রভুর অনুগত ভক্ত ও বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। যথা—চৈঃ চঃ, আদি, দশমে—

"শিবানন্দের উপশাখা তাঁর পরিকর। পুত্র-ভৃত্য আদি করি চৈতন্য-কিঙ্কর॥
চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপূর। তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর॥"

সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর প্রায় প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ের ভক্তগণ শিবানন্দ সেনের সঙ্গে ও তাঁহার ব্যয়ে নীলাচলে প্রভুকে দেখিতে যাইতেন। তৃতীয় বৎসর ভক্তদিগের সঙ্গে তাঁহাদিগের স্ত্রী-পুত্রাদিও গমন করেন। এইবার শিবানন্দ তাঁহার স্ত্রী ও শিশুপুত্র চৈতন্যদাসকে লইয়া গিয়াছিলেন। যথা—

"শিবানন্দের বালক, নাম চৈতন্যদাস। তেঁহো চলিয়াছে, প্রভুরে দেখিতে উল্লাস॥"

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিবার পর গৌড়ের ভক্তেরা নীলাচলে গেলেন। তখন চৈতন্যদাস একটু বড় হইয়াছেন; তিনিও পিতার সহিত গিয়াছিলেন। একদিন শিবানন্দ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইবার সময় প্রভুর সহিত মিলাইবার জন্য পুত্র চৈতন্যদাসকে লইয়া গেলেন। তাহাকে দেখিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,— "পুত্রের নাম কি রাখিয়াছ?" শিবানন্দ বলিলেন,—"চৈতন্যদাস।" প্রভু কহিলেন, "কি নাম ধরাঞাছ, বুঝন না যায়।" সেন কহে—"যে জানিলুঁ সেই নাম ধরিল।"

ইহাই বলিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই সঙ্গে প্রভুর নিজজনদিগের মধ্যে অনেককেই বলিলেন; এবং ইঁহাদের জন্য জগন্নাথের বহুমূল্য প্রসাদের বন্দোবস্ত করিলেন। শিবানন্দের বিশেষ আগ্রহে প্রভুর অতিরিক্ত আহার করিতে হইল, কিন্তু প্রভুর 'অতি গুরুভোজনে প্রসন্ন নহে মন।'

আর দিন চৈতন্যদাস কৈলা নিমন্ত্রণ। প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিলা ব্যঞ্জন॥
দধি, নেম্বু, আদা, আর ফুলবড়া, লবণ। সামগ্রী দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন॥
প্রভু কহে,—'এ বালক আমার মন জানে। সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে॥'
এত বলি দধি-ভাত করিলা ভোজন। চৈতন্যদাসেরে দিলা উচ্ছিষ্ট-ভোজন॥

চৈতন্যদাস কৃষ্ণকর্ণামৃতের সংস্কৃত টীকা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, চৈতন্যচরিত মহাকাব্য ইঁহারই রচিত—কবিকর্ণপূরের নহে।

১১। চৈতন্যদাস। ভাগীরথীতীরে চাখন্দি গ্রামে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামক এক বিপ্র বাস করিতেন। ইনি যাজিগ্রামনিবাসী বলরাম শর্ম্মার কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। চাখন্দি

কণ্টকনগর বা কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী। শ্রীগৌরাঙ্গ কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে গিয়াছেন, এই সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যে চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং দেখিতে দেখিতে কেশব ভারতীর স্থান বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকায় পরিপূর্ণ হইল। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যও এই সংবাদ শুনিয়া সেখানে আসিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ, এবং সম্ভবতঃ নবদ্বীপে যাইয়া তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কাটোয়ায় আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চারুচিক্কণ কেশের অন্তর্দ্ধান হইবে শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। শেষে প্রকৃতই যখন নাপিত আসিয়া তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিল, তখন সেই লোক-সঙ্ঘের মধ্য হইতে ক্রন্দনের রোল উঠিল; গঙ্গাধরও হাহাকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে ভারতী মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-নাম 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' বলিয়া উঠিলেন। গঙ্গাধরের তখন সামান্য জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল, কেবল 'চৈতন্য' কথাটি তাঁহার কাণে গেল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, 'হা চৈতন্য' 'হা চৈতন্য' বলিয়া চীৎকার করিয়া কান্দিতে কান্দিতে গঙ্গার তীর দিয়া উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া চলিলেন। ক্রমে চাখন্দি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কয়েক দিন আহার নিদ্রা ভুলিয়া কেবল 'হা চৈতন্য' 'হা চৈতন্য' বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে অনবরত 'চৈতন্য' 'চৈতন্য' শুনিয়া গ্রামবাসীরা তাঁহাকে 'চৈতন্যদাস' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন,—'গঙ্গাধর' নাম আর কেহই বলিত না। এইরূপে তাঁহার নাম 'চৈতন্যদাস' হইল। ক্রমে তিনি স্থির হইয়া গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। এত দিন তাঁহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। হঠাৎ তাঁহার মনে পুত্রের কামনা জাগিয়া উঠিল। এই সময় তিনি সস্ত্রীক নীলাচলে আসিলেন এবং প্রভুকে দর্শন করিয়া মনে মনে সন্তান-কামনা করিলেন। প্রভু তাঁহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তাহার পর ভক্তেরা সকলে আপনাপন বাসস্থানে চলিয়া গেলেন।

"হেনই সময়ে প্রভু গোবিন্দে ডাকিয়া। কহয়ে গভীর নাদে ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥
'পুত্রের কামনা করি আইল ব্রাহ্মণ। শ্রীনিবাস নামে তার হইবে নন্দন॥
শ্রীরূপাদি দ্বারে ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিব। শ্রীনিবাস দ্বারে গ্রন্থরত্ন বিচারিব॥
মোর শুদ্ধ-প্রেমের স্বরূপ শ্রীনিবাস। তারে দেখি সর্ব্বচিত্তে বাড়িবে উল্লাস॥
শীঘ্র গৌড়দেশে বিপ্রে করাহ গমন।' ঐছে বহু কহি কৈলা ভাব সম্বরণ॥"

১২। চৈতন্যদাস। বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্য্যের সর্ব্বপ্রথম শিষ্য। বীর হাম্বীরের স্থাপিত দেবমন্দিরের শিল্প-লিপিতে প্রকাশ, তিনি ১৫০৭ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। তখনকার দিনে প্রবল-প্রতাপান্বিত ভূম্যধিকারীদিগের অধীনে অস্ত্রধারী লোক থাকিত। তাহাদিগের প্রধান কার্য্য ছিল, দুর্ব্বলদিগকে পীড়ন করা এবং সুবিধা মত দস্যুবৃত্তি করিয়া ধনসামগ্রী অপহরণ করা। বীর হাম্বীরেরও এইরূপ দস্যুদল ছিল।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বৃন্দাবন হইতে গোস্বামিপাদদিগের রচিত বহু গ্রন্থ লইয়া বাঙ্গালা দেশে আসিতেছিলেন। বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী গোপালপুরে আসিয়া সন্ধ্যা হইল। কাজেই সেখানে নিশাযাপন করিতে হইল। রাত্রি দুই প্রহরের পর সকলে নিদ্রাগত হইলে, রাজার অস্ত্রধারী লোকেরা শকট সমেত সেই সকল গ্রন্থপূর্ণ বাক্স অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। তাহারা ভাবিয়াছিল, এই বাক্সগুলি বহুমূল্য রত্নরাজি-পূর্ণ এবং রাজাকেও সেইরূপ সংবাদ দিয়াছিল। কাজেই বাক্সগুলি আনীত হইলে খুলিয়া দেখা হইল, এবং সেগুলি অর্থের পরিবর্ত্তে গ্রন্থপূর্ণ দেখিয়া

রাজা হতাশ হইলেন। এ দিকে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের লোকদিগকে এই দুঃসংবাদ সহ বিদায় করিয়া এবং নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে দেশে পাঠাইয়া, গ্রন্থাবলীর অনুসন্ধানে রত হইলেন।

একদা শ্রীনিবাস এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণকুমার সেখানে আসিলেন।

"বিপ্র কহে—রাজা বড় দুরাচার। দস্যুবৃত্তি করে সদা অত্যন্ত দুর্ব্বার ॥
মারে কাটে ধন লুটে না চলে ঘাট বাট। বীরহাম্বীর নাম হয় রাজার মল্লপাট ॥
এইরূপে গেল কাল দিন কথো হৈল। দুই গাড়ি মারি ধন লুটিয়া আনিল ॥"

ব্রাহ্মণকুমার আরও বলিলেন—

"ব্রাহ্মণপণ্ডিত আসি পুরাণ শুনায়। রাজা বসি শুনে, বিপ্র বসিয়া শুনায় ॥
আমরা বসিয়া শুনি দুই চারি দণ্ড। বিশ্বাস নাহিক তাঁহে দুর্জ্জয় পাষণ্ড ॥"

এই ব্রাহ্মণকুমারের নাম কৃষ্ণবল্লভ, আর বাড়ি নদীপারে অর্দ্ধক্রোশ দূরে দেউলিয়া গ্রামে। কৃষ্ণবল্লভ অনেক যত্ন করিয়া শ্রীনিবাসকে নিজবাটীতে লইয়া গেলেন। তাঁহার সহিত আচার্য্যপ্রভু রাজসভায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। সে সময় পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত পড়িতেছিলেন। একদিন রাস-পঞ্চাধ্যায় পড়িয়া কদর্থ করিতেছেন শুনিয়া, শ্রীনিবাস বলিলেন—

"ব্যাসভাবিত এই গ্রন্থ ভাগবত। শ্রীধর স্বামীর টীকা আছয়ে সম্মত ॥
কিবা বাখানহ ইহা বুঝনে না যায়। ইহার অর্থ নাহি হয় পণ্ডিত প্রতিভায় ॥"

ইহা শুনিয়া পণ্ডিতের ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন—

"কোথাকার ক্ষুদ্র বিপ্র, মধ্যে কহ কথা। কিবা বাখানিবে তুমি আসি বৈস হেথা ॥"

রাজাও শ্রীনিবাসকে অর্থ করিতে কহিলেন। এই কথায় শ্রীনিবাসের খুব আনন্দ হইল। তিনি একটী শ্লোক পড়িয়া তাহার নানারূপ অর্থ করিলেন। সেই ব্যাখ্যা শুনিয়া রাজা বিশেষ উল্লাসিত হইলেন, কিন্তু পণ্ডিতের মুখ শুকাইয়া গেল, মুখে আর কথা সরিল না। সন্ধ্যা হইলে পাঠ বন্দ হইল। তখন রাজা শ্রীনিবাসের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার বাসস্থান করিয়া দিলেন। সন্ধ্যার পর রাজা শ্রীনিবাসের নিকটে গেলেন ও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তখন রাজা জানিতে পারিলেন যে, এই ব্রাহ্মণের গ্রন্থাদিই তিনি অপহরণ করিয়াছেন। রাত্রিতে রাজার নিদ্রা হইল না, তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। অতি প্রত্যূষে রাজা পুনরায় শ্রীনিবাসের নিকটে আসিয়া সরল মনে সমস্ত ব্যাপার বলিয়া তাঁহার চরণতলে পড়িলেন এবং ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীনিবাস তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন। সেই হইতে রাজা গোষ্ঠীসমেত তাঁহার চরণে বিক্রীত হইলেন। এই সংবাদ শুনিয়া শ্রীজীব গোস্বামী রাজার নাম রাখিলেন—'চৈতন্যদাস'।

রাজা তাঁহার "বীরহাম্বীর' ও 'চৈতন্যদাস' উভয় নামেই পদ রচনা করেন। নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভক্তিরত্নাকরে বীরহাম্বীর-ভণিতাযুক্ত দুইটী উৎকৃষ্ট পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং লিখিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যদাস নামে যে গীত রচিল। বিস্তারের ডরে তাহা নাহি জানাইল ॥"

সতীশবাবু লিখিয়াছেন, যদিও জগদ্বন্ধুবাবু ও অচ্যুতবাবুর মতে চৈতন্যদাস-ভণিতাযুক্ত পদগুলি একব্যক্তির রচিত নহে, পূর্ব্বাপর একাধিক কবির পদ মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমরা চৈতন্যদাস ভণিতার পদগুলি মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি, এবং সেগুলিতে একাধিক পদকর্ত্তার কৃতিত্ব-চিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারি নাই। এই পদগুলি যে একই পদকর্ত্তার রচিত, তাহা বুঝিতে বেশী বেগ পাইতে হয় না।"

গৌরপদতরঙ্গিণীতে চৈতন্যদাস-ভণিতাযুক্ত ৭টী পদ আছে। ইহার একটী পদের শেষ দুই চরণ এইরূপ—

"রতন বিতরণ, প্রেমরস বরিখন, অখিল-ভুবন সিঞ্চিত।
চৈতন্যদাস গানে, অতুল প্রেমদানে, মুঞিতো হইলু বঞ্চিত॥"

ইহার রচয়িতা মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী লোক বলিয়া মনে হয়। আর একটী পদের শেষ চরণ হইতেছে এইরূপ—"চৈতন্যদাসের সেই হৈল। পাইয়া গৌরাঙ্গচাঁদ না ভজি পাইল॥" এই পদটী পাঠ করিলে পদকর্ত্তাকে মহাপ্রভুর সমকালীন লোক বলিয়াই ধারণা হয়। সুতরাং 'চৈতন্যদাস'-ভণিতার সকল পদগুলিই যে একজনের রচিত, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না।

জগন্নাথ দাস। বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'জগন্নাথ' নামক কয়েক ব্যক্তি আছেন। ইঁহাদের মধ্যে মহাপ্রভুর শাখা-গণনায় তিন জনের নাম পাওয়া যায়। যথা চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, দশমে—

১। "জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয়দাস। প্রভুর আজ্ঞাতে তিহোঁ কৈল গঙ্গাবাস॥"
গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ১১১ শ্লোক, যথা—"আচার্য্যঃ শ্রীজগন্নাথো গঙ্গাবাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ। আসীন্নিধুবনে প্রাগ্‌যো দুর্ব্বাসা গোপিকাপ্রিয়ঃ॥" কেহ কেহ বলেন, তিনি প্রভুর আদেশ মত নবদ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী 'অলকানন্দা'র তটে 'গঙ্গাবাস' নামক গ্রামে পত্তন করেন।

২। "পুরুষোত্তম শ্রীগালীম, জগন্নাথ দাস॥"

৩। "জগন্নাথ তীর্থ, বিপ্র শ্রীজানকীনাথ॥"
গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ৯৮ ও ১০০ শ্লোক, যথা—"নব ভাগবতাঃ পূর্ব্বং শ্রীভাগবতসংহিতাঃ। জায়ন্তেয়াঃ স্থিতা উর্দ্ধরেতসঃ সমদর্শিনঃ। শ্রীনৃসিংহচিদানন্দজগন্নাথঃ হি তীর্থকাঃ।"

৪। অদ্বৈত-শাখা-গণনায় একজন জগন্নাথের নাম আছে। যথা চৈঃ চঃ, আদি, দ্বাদশে—
"জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ॥"

৫। নিত্যানন্দ প্রভুর শাখা-গণনায় একজন 'জগন্নাথ' আছেন। যথা চৈঃ চঃ, আদি, একাদশে—
"রামানন্দ বসু, জগন্নাথ, মহীধর॥"

৬। জগন্নাথ মাহাতি। যথা চৈঃ চঃ, মধ্য, পঞ্চদশে—
"কৃষ্ণজন্মযাত্রা দিনে নন্দ-মহোৎসব। গোপবেশ হৈলা প্রভু লঞা ভক্ত সব॥
কানাঞি খুঁটিয়া আছেন 'নন্দ'-বেশ ধরি। জগন্নাথ মাহাতি হঞাছেন ব্রজেশ্বরী॥"
"কানাঞি খুঁটিয়া, জগন্নাথ,—দুই জন। আবেশে বিলাইলা, ঘরে ছিল যত ধন॥"

৭। উড়িয়া জগন্নাথ দাস। যথা 'বৈষ্ণব-বন্দনা' গ্রন্থে—
"বন্দো উড়িয়া জগন্নাথ মহাশয়। জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয়॥
জগন্নাথ দাস বন্দো সঙ্গীতে পণ্ডিত। যার গীত শুনিয়া শ্রীজগন্নাথ মোহিত॥"

৮। কাষ্ঠকাটা-জগন্নাথ। গদাধর পণ্ডিতের শাখা-গণনায় ইঁহার নাম আছে। যথা চৈঃ চঃ, আদি, দ্বাদশে—"জিতামিশ্র, কাষ্ঠকাটা-জগন্নাথ দাস।"

মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের বিক্রমপুর রাজধানীর সন্নিকট কাষ্ঠকাটা (বর্ত্তমান নাম 'কাঠদিয়া') নামক স্থানে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধ ভট্টাচার্য্যের বংশে বহু পুরুষ পরে রত্নাকর মিশ্রের জন্ম হয়। সর্ব্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সর্ব্বানন্দের পুত্রের নাম 'কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস'। জগন্নাথ নানা জনের মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার পরিকরবর্গের গুণগ্রাম ও মহিমা শ্রবণ

করিয়া, মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় লইতে ব্যাকুল হন। তিনি শৈশবে বিদ্যাভ্যাস না করিলেও দৈবশক্তি-বলে ক্রমে মহাপণ্ডিত ও বিখ্যাত বক্তা হইয়া উঠিলেন। প্রখ্যাতনামা প্রবীণ পণ্ডিতগণও তাঁহার সঙ্গে বিচারে পরাভূত হইতেন। কিন্তু মহাপণ্ডিত হইলেও তাঁহার ধর্ম্মপিপাসা সমভাবেই বলবতী রহিল। এই সময় একদা নিশিযোগে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, মহাপ্রভু বলিতেছেন,—"জগন্নাথ, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আছি, তুমি এখানে আসিয়া আমায় দর্শন কর।" নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র জগন্নাথ তখনই শান্তিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং উদ্ভ্রান্তের ন্যায় দিবারাত্রি দ্রুতপদে চলিয়া শান্তিপুরে পৌছিয়াই প্রভুর পাদপদ্মে শরণ লইলেন, এবং তাঁহারই আদেশ মত গদাধর পণ্ডিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। জগন্নাথের পিতৃব্য তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে শান্তিপুরে আসিলেন, এবং তাঁহাকে লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে নবাব-সরকারে তাঁহার একটী বড় চাকুরি হইল। তখন তিনি বিবাহ করিলেন। কাঠদিয়ায় এখনও জগন্নাথের পাট বর্ত্তমান আছে। তাঁহার বংশধরগণ এক্ষণে কাঠদহ, আড়িয়াল, পাইকপাড়া, কামারপাড়া প্রভৃতি স্থানসমূহে বসবাস করিতেছেন।

৯। অতিবড় জগন্নাথ। পুরী জেলায় কপিলেশ্বরপুরে ভাদ্র-শুক্লাষ্টমী তিথিতে "জগন্নাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পুরাণ পাণ্ডা ও মাতার নাম পদ্মাবতী। জগন্নাথ বেশ মেধাশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি কলাপাদি ব্যাকরণ এবং যজুঃ ও সামবেদ অধ্যয়ন করেন। তিনি সুকণ্ঠ ও রূপবান্ ছিলেন। তাঁহার সুন্দর ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু পরম প্রীত হইতেন। প্রবাদ আছে যে, জগন্নাথ শ্রীমদ্ভাগবতের এক ব্যাখ্যা ও টীকা রচনা করেন, তাহাতে তত্ত্ববিরুদ্ধ কথা ছিল। এই ব্যাখ্যা শুনিয়া মহাপ্রভু দুঃখিত হন এবং বলেন,—"জগন্নাথ, তুমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছ, তাহা বড়লোকের মত, সুতরাং তুমি অতি বড়লোক।" এই হইতে 'জগন্নাথ' 'অতিবড়' নামে পরিচিত হইলেন। ইঁহার শিষ্যগণ 'অতিবড়ী' নামে প্রসিদ্ধ। ইনি ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। ব্রহ্মাণ্ড-ভূগোল, প্রেমসাধন, দূতিবোধ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ইনি রচনা করেন।

১০। জগন্নাথ মিশ্র। শ্রীহট্টের মধ্যে ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে উপেন্দ্র মিশ্র নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। জগন্নাথ তাঁহার তৃতীয় পুত্র। ইনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন বলিয়া উপেন্দ্র মিশ্র বিদ্যাভ্যাসের জন্য ইঁহাকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। সেখানে পরম পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া জগন্নাথ 'পুরন্দর' উপাধি প্রাপ্ত হন। শ্রীহট্টবাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ইঁহার পূর্ব্বে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শচী দেবীর সহিত জগন্নাথের বিবাহ হয়। অন্যান্য শ্রীহট্টবাসীদিগের সহিত তাঁহারা গঙ্গার ধারে একটী স্বতন্ত্র পল্লীতে বাস করিতেন। শচী-জগন্নাথের আটটী কন্যা হইয়া নষ্ট হয়। তাহার পর প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বরূপের বয়স যখন আট বৎসর, তখন মাতা পিতার আজ্ঞাক্রমে জগন্নাথ মিশ্র স্ত্রী-পুত্র সহ শ্রীহট্টে গমন করেন। ইহার কিছুকাল পরে, অর্থাৎ ১৪০৬ শকের মাঘ মাসে, জগন্নাথের জননী শোভাদেবী একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, কোন মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন, "তোমার পুত্রবধূর গর্ভে শ্রীভগবান্ স্বয়ং আসিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইবেন। সুতরাং পুত্রবধূ সহ পুত্রকে দশহরার সময় গঙ্গাস্নানের যাত্রীদিগের সহিত নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে ত্রয়োদশ মাসে, অর্থাৎ ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার সময়, হরিধ্বনির মধ্যে সর্ব্ব-শুভক্ষণের সময় শচীদেবী এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন। ইঁহার নাম হইল শ্রীনিমাঞি ও শ্রীগৌরাঙ্গ। ইহার কয়েক বৎসর পরে, অর্থাৎ ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য গৃহের বাহির হইলেন। নিমাঞি-

চাঁদের বয়স তখন ছয় বৎসর। এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে জগন্নাথ মিশ্র-পুরন্দর গোলোকে গমন করেন।

১১। জগন্নাথ ও মাধব। ইঁহারা দুই ভাই ব্রাহ্মণ-সন্তান হইলেও, কাজীকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া, নবদ্বীপে যথেচ্ছাচার করিতেন। এমন দুষ্কর্ম্ম নাই, যাহা তাঁহারা করেন নাই। সাধারণতঃ তাঁহারা জগাই মাধাই নামে জানিত ছিলেন। শেষে নিত্যানন্দের প্রার্থনানুসারে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন। এই উদ্ধার-কাহিনী ঠাকুর লোচনদাস তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'জগন্নাথ'-ভণিতাযুক্ত গৌরাঙ্গ-বিষয়ক ছয়টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এই গুলি কাহার বা কাহাদের রচিত, তাহা জানা যায় নাই।

জগদানন্দ—বৈষ্ণব-গ্রন্থে পদকর্ত্তা বলিয়া দুইজন 'জগদানন্দ' প্রসিদ্ধ। এক 'পণ্ডিত জগদানন্দ', অপর 'ঠাকুর জগদানন্দ'।

১। পণ্ডিত জগদানন্দ। ইনি শৈশব হইতে উদাসীন ছিলেন; কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দ সেনের বাড়ীতে থাকিতেন; প্রভুর প্রকাশ হইলে, শিবানন্দের সহিত নবদ্বীপে গমন করেন, এবং সেই অবধি প্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া তথায় থাকিয়া যান। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর যে কয়েক জন প্রভুর অনুসঙ্গী হইয়া নীলাচলে গমন করেন, পণ্ডিত জগদানন্দ তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি ছিলেন সত্যভামার ন্যায় বাল্যস্বভাবসম্পন্ন, এবং সেই ভাবে প্রভুকে লালন-পালন করিতেন। যথা, চৈঃ চঃ, আদি, দশমে—

"পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণ-রূপ। লোকে খ্যাত যেহোঁ সত্যভামার স্বরূপ॥
প্রীত্যে করিতে চাহে প্রভুরে লালন-পালন। বৈরাগ্য লোকভয়ে প্রভু না মানে কখন॥"

সেই জন্য—"দুই জনে খট্‌মটি লাগায় কোন্দল।"

একবার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 'সনাতন' নীলাচলে আসিলেন। তিনি হরিদাসের সঙ্গে থাকেন। জগন্নাথের মন্দিরে যাওয়া ত দূরের কথা, সে পথেও চলেন না, পাছে জগন্নাথের সেবাইতদিগকে ছুঁইয়া ফেলেন। সনাতনকে এই ভাবে মর্য্যাদা রক্ষা করিতে দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, এবং সনাতনকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সনাতনের সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডুরসা চলে, কাজেই তাঁহাকে আলিঙ্গন করায় প্রভুর গাত্রে সেই রস লাগিয়া গেল। ইহা দেখিয়া সনাতন বড় ক্লেশ পাইলেন। প্রভু ইহা বুঝিতে পারিয়া, পুনরায় জোর করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে সনাতন বিশেষ কাতর ভাবে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। প্রভু তাহা না শুনিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ইহাতে সনাতনের ক্লেশের লাঘব হইল না, বরং আরও বৃদ্ধি পাইল।

পর দিবস জগদানন্দ সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সনাতন পূর্ব্বদিনের সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিলেন এবং শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার এখন কি করা কর্ত্তব্য?" জগদানন্দ বলিলেন, "প্রভু তোমাদের দুই ভাইকে বৃন্দাবনের ভার দিয়াছেন। তোমার সেখানেই যাওয়া কর্ত্তব্য। প্রভুর চরণ-দর্শন হইয়াছে, রথযাত্রাও সম্মুখে, তাহা দেখিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যাও।" জগদানন্দের এই কথা সনাতনের বেশ মনে ধরিল। পর দিবস প্রভু আসিলে সনাতন দূর হইতেই তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলেন, নিকটে আসিলেন না। প্রভু ডাকিলে, সনাতন কাতর ভাবে বলিলেন, "আমি পাপাশয় নীচজাতি। তুমি আমাকে ছুইলে আমার অপরাধ হয়। তার পর আমাকে আলিঙ্গন কর, আমার দেহের

রক্তরসা তোমার গায়ে লাগে। ইহার ফলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। তাই আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমাকে অনুমতি দাও, রথযাত্রার পর আমি বৃন্দাবনে চলিয়া যাই। পণ্ডিতকে সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনিও তাহাই বলিলেন।" এই কথা শুনিয়া প্রভু ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—

"কালিকার পড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল। তোমারেহ উপদেশ করিতে লাগিল॥

আমার উপদেষ্টা তুমি,—প্রামাণিক আর্য্য। তোমারেহ উপদেশে বাল্কা,—করে ঐছে কার্য্য॥"

এই কথা শুনিয়া, সনাতন প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন ও ভীতভাবে বলিলেন, "প্রভু, আজ জানিলাম, জগদানন্দের সৌভাগ্যের সীমা নাই। তাঁহাকে তুমি প্রীতিপূর্ণ সুধা পান করাও, আর আমাকে দাও কতকটা তিক্ত-গৌরব-রস। প্রভু, আমার উপর কি তোমার কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হইবে না?" বলিতে বলিতে সনাতনের চক্ষুদ্বয় জলে ভরিয়া গেল। ইহা দেখিয়া প্রভু লজ্জিত হইলেন, এবং কোমল স্বরে বলিলেন,—"তোমার চেয়ে জগদানন্দ আমার বেশী প্রিয়, এ ধারণা তোমার কিসে হইল? আমি মর্য্যাদা লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারি না, সেই জন্য তাহাকে ভর্ৎসনা করি।" সনাতনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য যদিও প্রভু জগদানন্দকে ঐ ভাবে তিরস্কার করিলেন, কিন্তু সনাতন বুঝিলেন, "কালিকার পড়ুয়া জগা" প্রভুর প্রগাঢ় প্রীতির বস্তু।

শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার সংবাদ লইবার জন্য প্রভু মাঝে মাঝে জগদানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইতেন। একবার নীলাচলে ফিরিবার সময় জগদানন্দ এক কলসী সুগন্ধি চন্দন-তৈল আনিলেন, এবং প্রভুকে উহা মাখাইবার জন্য গোবিন্দের জিম্বা করিয়া দিলেন। প্রভুর অনুমতি ব্যতীত গোবিন্দ কিছু করিতে পারেন না; তাই সুবিধামত একদিন প্রভুকে জগদানন্দের ইচ্ছা জানাইলেন। জগদানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু সঙ্কুচিত হইলেন, এবং ধীরে ধীরে বলিলেন, "সন্ন্যাসীর পক্ষে তেল মাখাই নিষিদ্ধ, তাহাতে আবার সুগন্ধি তেল। জগদানন্দকে বলিও, এই সুগন্ধি তৈল জগন্নাথদেবের মন্দিরে দীপে জ্বালাইতে। ইহাতে তাহার পরিশ্রম সার্থক হইবে।" গোবিন্দ প্রভুর এই আজ্ঞা জগদানন্দকে জানাইলেন। ইহা শুনিয়া জগদানন্দ মনে মনে রাগ করিলেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলেন না। ইহার পরে প্রভু নিজেই একদিন জগদানন্দকে তৈলের কথা বলিলেন। ইহা শুনিবা মাত্র পূর্ব্বের চাপা আগুন জ্বলিয়া উঠিল; জগদানন্দ ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন,—"কে বলিল, আমি তোমার জন্য সুগন্ধি তৈল আনিয়াছি? মিথ্যা কথা।" তার পর তৈলের কলসী বাহিরে আনিয়া এক আছাড়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, এবং গোঁ-ভরে নিজের বাসায় যাইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া রহিলেন। এই ভাবে দুই দিন কাটিয়া গেল। প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তৃতীয় দিবস অতি প্রত্যুষে জগদানন্দের গৃহের কাছে যাইয়া প্রভু, "পণ্ডিত উঠ, পণ্ডিত উঠ" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। প্রভুর ডাক শুনিয়া জগদানন্দ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, সাড়া দিলেন। তখন প্রভু বলিলেন,—"আজ তোমার এখানে আমার নিমন্ত্রণ। আমি জগন্নাথ দর্শন করিতে চলিলাম, মধ্যাহ্নে আসিয়া ভিক্ষা করিব।" এই বলিয়া প্রভু চলিয়া গেলেন।

প্রভুর কথায় জগদানন্দের ক্রোধ অভিমান সবই জল হইয়া গেল। তার পর, প্রভু নিজে আহার করিতে চাহিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার অবশ্য অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে। প্রভুকে ভাল করিয়া আহার করাইবেন, ইহাই মনে করিয়া দ্রব্যাদি শীঘ্র জোগাড় করিয়া লইলেন; তার পর রান্ধিতে বসিলেন এবং বিশেষ যত্ন করিয়া নানা ভাগে ব্যঞ্জনাদি ও সুগন্ধি সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন প্রস্তুত করিলেন। এমন সময় "হরে কৃষ্ণ" নাম জপিতে জপিতে প্রভু আসিলেন।

জগদানন্দ তখন প্রভুর পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন; এবং প্রভু আসনে বসিলেন। তখন জগদানন্দ একখানি বড় কলাপাতা পাতিয়া তাহাতে সঘৃত সুগন্ধি অন্ন ঢালিয়া দিলেন; ব্যঞ্জনাদিপূর্ণ দোনা-সকল পাতের চারি পার্শ্বে সাজাইলেন; এবং তাহার উপর তুলসী-মঞ্জরী দিলেন।

তখন প্রভু বলিলেন, "পণ্ডিত, আর একখানি পাতা কর। আজ তোমায় আমায় এক সঙ্গে আহার করিব।" পণ্ডিত এ কথা কাণে করিলেন না; কিন্তু প্রভু হাত তুলিয়া বসিয়া রহিলেন। জগদানন্দ বলিলেন, "তুমি আহার কর, আমার পরে হইবে।" প্রভু তবুও হাত তুলিয়া রহিলেন। তখন জগদানন্দ মৃদু-মধুর স্বরে বলিলেন, "তোমার কথা কি ফেলিতে পারি। তবে রামাই ও রঘুনাথ রন্ধনের সাহায্য করিয়াছে, তাই তাহাদের দুটো খাওয়াব ভাবিতেছি। উহার যোগাড় করিয়া আমি প্রসাদ পাইব।"

প্রভু আর কথা কাটাকাটি না করিয়া আহারে বসিলেন। এক গ্রাস অন্ন মুখে দিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "রাগের ভরে পাক করিলে কি এমনিই সুস্বাদু হয়?" জগদানন্দ লজ্জা পাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না; বিশেষ যত্ন করিয়া প্রভুকে আহার করাইতে লাগিলেন। প্রভুর পাতে যখন যে জিনিস ফুরাইতেছে, জগদানন্দ তখনই তাহা দিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ভয়ে ভয়ে প্রভু অনেক আহার করিলেন; শেষে কাতরস্বরে "আর পারিতেছি না" বলিয়াই প্রভু উঠিয়া পড়িলেন। আচমনাদির পরে প্রভু গোবিন্দকে বলিলেন, "তুমি এখানে থাক, পণ্ডিত আহারে বসিলেই আমাকে সংবাদ দিও, নচেৎ আমি বিশ্রাম করিতে পারিব না।" ইহাই বলিয়া প্রভু বাসায় চলিয়া গেলেন। তখন জগদানন্দ গোবিন্দকে বলিলেন,—

"তুমি শীঘ্র যাহ করিতে পাদ সম্বাহনে। কহিহ—'পণ্ডিত এবে বসিল ভোজনে॥
প্রভু নিদ্রা গেলে, তুমি খাইহ আসিয়া। তোমার প্রভুর 'শেষ' রাখিমু ধরিয়া॥"

গোবিন্দ চলিয়া গেলে জগদানন্দ "রামাই, নন্দাই, আর গোবিন্দ, রঘুনাথ। সবারে বাঁটিয়া দিলা প্রভুর ব্যঞ্জন-ভাত॥" শেষে "আপনে প্রভুর শেষ করিলা ভোজন।"

এমন সময়, জগদানন্দ আহার করিলেন কি না দেখিবার জন্য প্রভু গোবিন্দকে পুনরায় পাঠাইয়া দিলেন। জগদানন্দ আহার করিয়াছেন দেখিয়া, গোবিন্দ যাইয়া প্রভুকে সংবাদ দিলেন। তখন গোবিন্দকে আহার করিতে পাঠাইয়া দিয়া প্রভু নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিলেন। গোবিন্দ যাইয়া রামাই, নন্দাই ও রঘুনাথ সহ প্রসাদ পাইতে বসিলেন।

জগদানন্দের একটী প্রধান ও সুখকর সেবা ছিল, প্রভুকে যত্ন করিয়া আহার করান। সুবিধা পাইলেই তিনি প্রভুকে 'ঘরে ভাতে' খাওয়াইতেন। আবার অন্যত্র প্রভুর নিমন্ত্রণ হইলেও তাঁহার 'প্রাণের জগাই' সেখানে উপস্থিত থাকিয়া পরিবেষণ করিতেন, এবং কোন দ্রব্য ফুরাইয়া গেলে, তখনই তাহা পূরণ করিতেন। প্রভু ভয়ে কিছু বলিতে সাহস করিতেন না, পাছে জগাই আবার রোষভরে তিন দিন উপবাসী থাকেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"জগদানন্দে প্রভুতে প্রেম চলে এই মতে। সত্যভামা-কৃষ্ণে যৈছে শুনি ভাগবতে॥"

কঠোর করিয়া দেহ শীর্ণ হওয়ায় প্রভু কলার শরলায় শয়ন করেন, ইহাতে তাঁহার অস্থিচর্ম্মসার দেহে ব্যথা লাগে। ইহা দেখিয়া ভক্তেরা ক্লেশ পান। একদিন জগদানন্দ গেড়িমাটি দিয়া কাপড় ছোপাইলেন এবং তুলা ভরিয়া প্রভুর জন্য শয্যা প্রস্তুত করিলেন; শেষে গোবিন্দকে

বলিলেন, "ইহাই প্রভুর শয্যায় বিছাইয়া দিও।" গোবিন্দ তাহাই করিলেন। শয়ন করিতে আসিয়া প্রভু উহা দেখিতে পাইলেন, তখন বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব করিল কে?" গোবিন্দ বলিলেন, "তোমার পণ্ডিত।" জগদানন্দের নাম শুনিয়া প্রভু সঙ্কুচিত হইলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর অমনি নরম হইয়া গেল। তিনি উহা সরাইয়া রাখিয়া পূর্ব্ববৎ কলার শরলায় শয়ন করিলেন। পরদিবস জগদানন্দ ইহা শুনিয়া ক্লেশ পাইলেন। তখন ভক্তদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কলার শুষ্ক পত্র সূক্ষ্ম করিয়া চিরিয়া, তাহা বহির্ব্বাসে পূরিয়া, শয্যা প্রস্তত করিলেন। তার পর, ইহাতে শয়ন করিবার জন্য সকলে প্রভুকে ধরিয়া পড়িলেন। তিনি আর 'না' বলিতে পারিলেন না, এবং সেই অবধি প্রভু ইহাতেই শয়ন করিতে লাগিলেন।

জগদানন্দের অনেক দিন হইতে ইচ্ছা, একবার বৃন্দাবনে যাইবেন। কিন্তু প্রভু নানা রকম ওজর করিয়া তাঁহাকে যাইতে দেন না। একদিন তিনি বিশেষভাবে প্রভুকে ধরিয়া পড়িলেন। প্রভু হাসি-মুখে বলিলেন, "আমার উপর রাগ করে বুঝি যাওয়া হচ্ছে? আর মথুরায় যেয়ে আমার উপর দোষ দিয়া বুঝি ভিখারী হবে?" ইহাতে জগদানন্দ ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন, "না, না, তাহা কখনই না। অনেক দিন হইতে একবার বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা আছে। তুমি অনুমতি কর।" প্রভু প্রথমে রাজী হইলেন না, শেষে কিন্তু স্বরূপ প্রভৃতি অনেক করিয়া বলায় রাজী হইলেন; এবং জগদানন্দকে ডাকিয়া অনেক উপদেশ দিয়া শেষে বলিলেন, "সেখানে বেশী দিন থাকিও না।"

জগদানন্দ বৃন্দাবনে যাইয়া প্রভুর উপদেশ মত সনাতনের সঙ্গে তাঁহার গোফায় একত্রে থাকেন, আর দেবালয়ে যাইয়া পাক ও আহার করেন। একদিন তিনি সনাতনকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পাক চড়ান হইয়াছে, এমন সময় সনাতন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সনাতনের মাথায় একখানি সন্ন্যাসীর বহির্ব্বাস জড়ান রহিয়াছে দেখিয়া, জগদানন্দ ভাবিলেন, ইহা হয় ত প্রভু দিয়াছেন। তাই প্রেমাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানি কোথায় পাইলে?" সনাতন বলিলেন, "মুকুন্দ স্বরস্বতী দিয়াছেন।" মুকুন্দ একজন মায়াবাদী সন্ন্যাসী। তাহার নিকট পাইয়াছেন শুনিয়াই জগদানন্দ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং ভাতের হাড়ি তুলিয়া সনাতনের মাথায় মারিতে উদ্যত হইলেন। প্রভুর উপর জগদানন্দের প্রীতি কিরূপ গাঢ়, ইহা হইতে তাহা বুঝিতে পারিয়া সনাতন লজ্জিত হইলেন; আর সনাতনের ভাব দেখিয়া জগদানন্দও প্রকৃতিস্থ হইয়া আপনাকে সামলাইয়া লইলেন। তখন হাড়ি রাখিয়া দিয়া কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি প্রভুর অতি প্রিয়, তুমি কি না একজন মায়াবাদী সন্ন্যাসীর বহির্ব্বাস মস্তকে ধরিয়াছ! ইহা কি সহ্য হয়?"

সনাতন কাতর হইয়া কহিলেন, "তুমি সাধু-পণ্ডিত, তোমার ন্যায় প্রভুর অন্তরঙ্গ আর কে আছে? প্রভুর প্রতি এরূপ নিষ্ঠা একমাত্র তোমাতেই সম্ভবে। তুমি না শিখাইলে, ইহা কেমন করিয়া শিখিব? যাহা দেখিবার জন্য মাথায় পাক বাঁধিয়াছিলাম, সেই অপূর্ব্ব প্রেম প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলাম। বৈষ্ণবের রক্তবস্ত্র ধারণ নিষিদ্ধ, সুতরাং ইহা কোন প্রবাসীকে দিব।" এই কথা শুনিয়া জগদানন্দ তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

২। ঠাকুর জগদানন্দ। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুরের বংশে ইহার জন্ম। পিতার নাম নিত্যানন্দ ও পিতামহের নাম পরমানন্দ। জগদানন্দের আরও তিন ভ্রাতা ছিলেন, যথা, সর্ব্বানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও সচ্চিদানন্দ। নিত্যানন্দ শ্রীখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া রাণীগঞ্জের অন্তর্গত

আগরডিহি-দক্ষিণখণ্ডে যাইয়া বাস করেন। পরে জগদানন্দ দক্ষিণখণ্ড ত্যাগ করিয়া বীরভূম জেলার দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত জোফলাই গ্রামে বাস করেন। তথায় স্বপ্নাবেশে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিয়া 'দামিনীদাম' ও 'গৌরকলেবর' এই সুবিখ্যাত পদদ্বয় রচনা করেন। পরে সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহও স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই শ্রীবিগ্রহ ও 'গৌরাঙ্গ-সাগর' নামক পুষ্করিণী অদ্যাপি তথায় বিরাজিত। জগদানন্দ কোন্ সনে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। আগরডিহি গ্রামবাসী কিশোরীমোহন গোস্বামীর মতে ১৬২০ হইতে ১৬৩০ শকাব্দের মধ্যে তাঁহার জন্ম। শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী তাঁহার সঙ্কলিত "বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী" গ্রন্থে ১৬২৪ শক লিখিয়াছেন। তবে তিনি যে ১৭০৪ শকের ৫ই আশ্বিন বামন-দ্বাদশীতে সিদ্ধিলাভ করেন, এই সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই; কারণ, তদুপলক্ষে প্রতি বর্ষে জোফলাই গ্রামে দিবসত্রয়ব্যাপী এক বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। কিশোরীমোহন গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, জগদানন্দ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, এবং গম্ভীরার্থক ও নানাভাব-প্রকাশক শ্রবণ-মধুর পদ রচনা করেন। নিম্নলিখিত শ্লোকটী গোস্বামী মহাশয় জগদ্বন্ধুবাবুকে পাঠাইয়াছিলেন। যথা,—

"শ্রীল শ্রীজগদানন্দো জগদানন্দদায়কঃ। গীতপদ্যকরঃ খ্যাতো ভক্তিশাস্ত্রবিশারদঃ॥"

বৈষ্ণব-সাহিত্যিক স্বর্গীয় কালিদাস নাথ, ঠাকুর জগদানন্দের পদাবলীর প্রকাশক। ইহার ভূমিকায় তিনি জগদানন্দের জীবনী ও তাঁহার পদাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। জগদ্বন্ধুবাবু উক্ত আলোচনার কিয়দংশ গৌরপদতরঙ্গিণীর প্রথম সংস্করণে উদ্ধৃত করেন। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থে আমরাও নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। যথা "সঞ্চরমাণ ভূবায়ুর শিরোভাগে যে শক্তি অনুক্ষণ তরঙ্গায়িত হইতেছে, ঠাকুর জগদানন্দের কবিত্বশক্তি সে শ্রেণীর নহে। জগদানন্দের বাহ্যচিত্র, অন্তশ্চিত্র অনুকৃত ও সাধারণ, এই চারিশ্রেণীস্থ পদাবলীরই নিদর্শন এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল পদাবলীতে যে কবিকুলদুর্ল্লভ অত্যদ্ভুত কবিত্ব ও কবিলোক-বিজয়িনী অসামান্য শক্তির পরিচয় আছে, কাব্য-সমালোচক পণ্ডিত মাত্রেই তাহা প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করিবেন। কোন কোন সংস্কৃত কবি ও কোন কোন বঙ্গীয় কবি অন্তশ্চিত্র পদাবলী গ্রন্থন করিয়াছেন বটে, কিন্তু জগদানন্দের চিত্রপদের নিকট তাহাও অকিঞ্চিৎকর। অন্যান্য অন্তশ্চিত্র কবিতায় চিত্র-বর্ণাবলীর দ্বারা দুই একটী শব্দ অধিকতর কবির নামই পরিস্ফুট হইয়া থাকে। সুললিত ছন্দোবন্ধের কবিতা এবং দ্বাত্রিংশৎ বর্ণাত্মক তারকব্রহ্মনাম জগদানন্দের চিত্র-গাথা ভিন্ন অন্যের চিত্র-কবিতায় কেহ কখন দেখিয়াছেন কি? কি কবিত্ব, কি ছন্দলালিত্য, কি বচনাচাতুর্য্য, কি শব্দ-বিন্যাস, কি চিত্র,—বোধ হয় ঠাকুর জগদানন্দ সকল বিষয়েই তাঁহার পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী কবিকুলের বন্দনীয় ও অগ্রগণ্য। যে কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া, যে রসে ডুবিয়া মানুষ কিয়ৎকালের জন্য শোকতাপ ভুলিয়া যায়, জগদানন্দের কবিতা সেই শ্রেণীর।"

জগদ্বন্ধুবাবু উল্লিখিত মন্তব্যটী উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, "কালিদাস নাথ মহাশয় জগদানন্দের কবিত্ব ও কাব্য সম্বন্ধে মন্তব্য ব্যপদেশে যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহাই এ বিষয়ের অতি সুন্দর সমালোচনা।" স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, কালিদাস নাথ ও জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়দিগের ন্যায় দুইজন পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও রসজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তি যে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া জগদানন্দের ন্যায় একজন দ্বিতীয়শ্রেণীর পদকর্ত্তার সম্বন্ধে এরূপ অসঙ্গত অতিশয়োক্তিপূর্ণ প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিতে পারেন, ইহা আমাদের নিকট একান্ত

বিস্ময়জনক মনে হয়।" সতীশবাবু তবুও জগদানন্দের কতকটা মান রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু দীনেশবাবু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' একেবারে শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "যাঁহারা শুধু ললিত শব্দকেই কবিতার প্রাণ মনে করিয়া অনেক স্থলে অর্থশূন্য কাকলির সৃষ্টি করিয়াছেন, জগদানন্দ সেই শ্রেণীর কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, সন্দেহ নাই।"

দীনেশবাবুর এই মন্তব্য, কবির দলের লড়াইয়ের ন্যায়, কালিদাসবাবু ও জগদ্বন্ধুবাবুর কথার 'পাল্‌টা জবাব' ভিন্ন আর কিছুই নহে। সতীশবাবু এমন সুযোগ ছাড়িতে পারেন নাই। তিনি উভয় দলের মধ্যস্থ হইয়া একদিকে যেমন কালিদাসবাবু ও জগদ্বন্ধুবাবুর মন্তব্য সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি দীনেশবাবুর মন্তব্য সম্বন্ধেও বলিয়াছেন, "সেন মহাশয়ের মত এক জন সুপ্রসিদ্ধ কৃতী সাহিত্য-সমালোচকও যে, জগদানন্দের ন্যায় একজন সুকবির সম্বন্ধে এরূপ অসঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, ইহা দেখিয়াও আমরা অল্প আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই।" সতীশবাবুর মনের কথা শেষে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, তিনি উপসংহারে বলিয়া ফেলিয়াছেন, "প্রকৃত সত্য সম্ভবতঃ এই দুই উৎকট মতের মধ্যবর্ত্তী স্থানেই পাওয়া যাইবে।"

গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'জগদানন্দ' ও জগদানন্দের অপভ্রংশ 'জগত'-ভণিতাযুক্ত ২৩টি পদ আছে। ইহার মধ্যে একটি মাত্র বাঙ্গালা পদ, অপর সকলগুলিই ব্রজবুলী। শেষোক্ত পদগুলি এক ধাঁজের, এবং পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে যে, এইগুলি এক জনের রচিত। ইহার মধ্যে ঠাকুর জগদানন্দের সুপ্রসিদ্ধ ('দামিনীদাম' ও 'গৌরকলেবর') পদদ্বয় রহিয়াছে। কাজেই এইগুলি তাঁহারই রচিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

গৌরপদতরঙ্গিণীর ১৬৫ পৃষ্ঠার "দেখ দেখ গোরাচাঁদ নদীয়া-নগরে" বাঙ্গালা পদটী যে কোন্ জগদানন্দ-রচিত, তাহা সঠিক বলা সুকঠিন। কেহ যদি ইহা পণ্ডিত জগদানন্দ-বিরচিত বলেন, তাহার প্রতিবাদ করা সহজ নহে। পদটি যেন স্বচক্ষে দেখিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। জগদ্বন্ধুবাবু পণ্ডিত জগদানন্দকে পদকর্ত্তা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু এই একটী ভিন্ন ইহার প্রমাণস্বরূপ আর কোন পদ দেখাইবার উপায় নাই।

জয়দেব। বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে দশম শতাব্দীর শেষভাগে জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী। জয়দেব কিছুকাল নবদ্বীপে বাস করেন। সেই সময় তাঁহার 'দশাবতার-স্তোত্র' রচিত হয়। এই স্তোত্র পাঠ করিয়া রাজা লক্ষ্মণ সেন অত্যন্ত মোহিত হন, এবং জয়দেবকে আপনার সভাসদ্-পদে বরণ করেন। তাঁহাকে লইয়াই লক্ষ্মণ সেনের সভায় 'পঞ্চরত্ন' গঠিত হয়।

নবদ্বীপে বাসকালে একদা জয়দেব চম্পাপুষ্পের দ্বারা ভগবানের পূজা করিতে করিতে এক বিস্ময়কর রূপ-দর্শন করেন। তদ্দর্শনে তাঁহার মনে ভাবী গৌরাবতারের বিষয়ই উদিত হয়। ভক্তিরত্নাকরে ইহার উল্লেখ আছে। জয়দেব যে স্থলে এই রূপ দর্শন করেন, তথায় বহু চম্পকবৃক্ষ ছিল, এবং তদবধি এই স্থানের নাম চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটী হইয়াছে।

জয়দেব শৈশব হইতে সংসার-বিরাগী ও প্রগাঢ় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। কেন্দুবিল্ব গ্রাম হইতে গঙ্গা ১৮ ক্রোশ দূরে ছিল। কথিত আছে, জয়দেব প্রত্যহ এই ১৮ ক্রোশ যাইয়া গঙ্গাস্নান করিতেন। গঙ্গাদেবী ভক্তের এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া কেন্দুবিল্বতেই আসিয়াছিলেন।

জয়দেব নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গমন করেন। এখানে তিনি এক বৃক্ষতলে থাকিয়া দিবানিশি সাধনভজন করিতেন, এবং প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন করিয়া মহাপ্রসাদ পাইতেন। পণ্ডিত-সমাজে জয়দেবের বেশ আদর-সম্মান ছিল। আবার অপর দিকে পরম বিরক্ত, উদার, জিতেন্দ্রিয় ও দম্ভহীন বলিয়া ভক্তেরাও তাঁহাকে প্রীতি করিতেন। চিরকুমার অবস্থায় জীবনযাপন করিবেন ইহাই ছিল তাঁহার মনের বাসনা; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। একদা এক ব্রাহ্মণ পদ্মাবতী নাম্নী তাঁহার যুবতী কন্যাকে জয়দেবের নিকট আনিয়া কহিলেন, "জগন্নাথ-দেবের আদেশ, আপনি এই কন্যার পাণিগ্রহণ করুন।" জয়দেব মহাবিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আমি চির-কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছি, কাজেই জগন্নাথদেবের আদেশ পালন করিতে পারিতেছি না।" জয়দেবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা নিরর্থক বুঝিয়া ব্রাহ্মণ কন্যাটীকে সেখানে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন জয়দেব পদ্মাবতীর বিনয়বাক্যে পরাস্ত হইয়া, তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং উভয়ে একত্রে ভগবানের উপাসনা করিতেন। তখন জয়দেব সংসারী হইয়াছেন, কাজেই একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন।

জয়দেব 'রাধা-মাধব'-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদের বাসগৃহের এক পার্শ্বে স্থাপন করেন। এক সময় এই গৃহের বেড়া সংস্কার করা প্রয়োজন হয়। জয়দেব নিজেই এই বেড়া বান্ধিতে-ছিলেন। কিন্তু একবার বাহিরে আসিয়া বেড়ার বাঁধন বাড়ান, আবার ভিতর হইতে বাঁধ দেওয়া, তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইতেছিল। এমন সময় জয়দেব বাহির হইতে শুনিতে পাইলেন, পদ্মাবতী যেন ভিতর হইতে বলিতেছেন, "আমি পিতৃগৃহে বেড়া বান্ধিতে শিখিয়াছি। আপনি বাহির হইতে বাঁধ বাড়াইয়া দিন, আমি ভিতর হইতে বেড়া বাঁধি।" জয়দেব তাহাই করিতে লাগিলেন। বেড়া বাঁধা শেষ হইলে জয়দেব দেখিলেন, পদ্মাবতী স্থানান্তর হইতে গৃহে ফিরিতেছেন। ইহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তিনি কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, রাধামাধব বিগ্রহের সর্ব্বাঙ্গে কালির ঝুল এবং হাতে বেড়া-বাঁধা দড়ি! ইহা দেখিয়া দম্পতিযুগল প্রেমে গদ্গদ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

গীতগোবিন্দের মহিমা-প্রকাশক অনেক উপাখ্যান আছে। ইহার মধ্যে একটী প্রবাদ বৈষ্ণব-সমাজে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। জয়দেব গীতগোবিন্দে "স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং"—এই পর্য্যন্ত লিখিয়া, শ্রীভগবান্ শ্রীমতীর চরণ মস্তকে ধারণ করিলেন, ইহা লিখিতে তাঁহার মন সরিল না। কাজেই শ্লোকটী অসম্পূর্ণ রাখিয়া তিনি স্নান করিতে গেলেন। ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবের রূপ ধারণ করিয়া গৃহে আসিয়া পুথিতে "দেহি পদপল্লবমুদারং" স্বহস্তে লিখিয়া চলিয়া গেলেন। জয়দেব স্নানান্তে ফিরিয়া আসিলে, পদ্মাবতী বিস্মিত হইয়া সমস্ত কথা তাঁহাকে জানাইলেন। তখন জয়দেব পুথি খুলিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং পুথিখানি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে পদ্মাবতীকে বলিলেন, "তুমিই ধন্য!" পদ্মাবতীর দেহান্তে জয়দেব বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করেন।

জয়দেবের জীবনী "ভক্তমাল" ও বনমালী দাসের "জয়দেবচরিত" নামক প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে। স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ও "জয়দেব চরিত" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। জয়দেবের "গীত-গোবিন্দ" ও তাহার বাঙ্গালা গদ্য পদ্য অনুবাদ-সম্বলিত বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

জয়দেব বঙ্গ-কবি-চূড়ামণি হইলেও, তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্য কালিদাসের কাব্যের ন্যায় সমস্ত সাহিত্য-জগতে সম্মানিত।

জ্ঞানদাস। বীরভূম জেলায় একচক্রা গ্রামের দুই ক্রোশ পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাস ঠাকুর বাস করিতেন। কোন্ শকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। স্বর্গীয় ক্ষীরোদ-চন্দ্র রায়ের মতে গোবিন্দ কবিরাজ ও জ্ঞানদাস ১৪৪৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু হারাধন দত্ত বলিয়াছেন, গোবিন্দ কবিরাজের জন্ম ১৪৫৯ শকে, এবং জ্ঞানদাস তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। আবার জগদ্বন্ধুবাবু অনুমান করেন, ১৪৫৩ শকে জ্ঞানদাসের জন্ম। কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের মঠ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এখানে প্রতি বৎসর পৌষ-পূর্ণিমায় জ্ঞানদাসের স্মরণার্থে তিনদিনব্যাপী মহোৎসব ও মেলা হয়। চৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দের শাখা-বর্ণনায় জ্ঞানদাসের নাম আছে। যথা—"শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস মনোহর।" আবার ভক্তিরত্নাকরে তাঁহাকে "মঙ্গল জ্ঞানদাস" বলা হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, "মঙ্গল" ও "মনোহর" জ্ঞানদাসের দুইটী উপাধি মাত্র। কিন্তু উহা জ্ঞানদাসের উপাধি, কি তাঁহার নামান্তর, কি স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে জ্ঞানদাস যে মঙ্গল-বংশীয় রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তাহা জানা গিয়াছে। হুগলী ও বাঁকুড়া জেলায় মঙ্গলবংশীয় বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। হারাধন দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, বাবা আউল মনোহর দাস, জ্ঞানদাসের চিরসহচর ও সতীর্থ ছিলেন। অনেক সময় উভয়ে একত্র থাকিতেন। খেতরী মহোৎসবে জ্ঞানদাস ও মনোহরদাস, নিত্যানন্দের গণসহ গমন করেন। যথা নরোত্তম-বিলাসে—"শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায় মহীধর। মুরারি, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর॥"

কিন্তু এখানে 'মনোহর' যে 'আউল মনোহর দাস', তাহার প্রমাণ কোথায়? জ্ঞানদাস অল্প বয়সে নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ এবং কৌমারে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন বলিয়া কথিত আছে। জ্ঞানদাসকে সাধারণ লোকে "গোস্বামী" বলিয়া ডাকিত। ইহা হইতে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ আপনাদের নামের শেষে 'গোস্বামী' শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। নরহরি দাস-ভণিতাযুক্ত "শ্রীবীরভূমেতে ধাম, কাঁদড়া মাঁদড়া গ্রাম, তথায় জন্মিলা জ্ঞানদাস।" এই পদটী গৌরপদ তরঙ্গিণীতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এই নরহরি দাস কে? ঘনশ্যাম-নরহরি চক্রবর্ত্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে এ পদটী নাই। সুতরাং ইহা তাঁহার রচিত কি না, বলা যায় না।

সতীশবাবু বলেন, "জ্ঞানদাসের কয়েকটী উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ রমণীবাবুর ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চণ্ডীদাসের সংস্করণে, চণ্ডীদাসের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে। জ্ঞানদাসের গভীর ভাবপূর্ণ সরল ও আবেগময় বাঙ্গালা পদের সহিত চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদগুলির ভাষাগত ও ভাবগত আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। কীর্ত্তন-গায়ক ও লিপিকরদিগের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত গোলযোগের ফলে জ্ঞানদাসের অনেক উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ অসঙ্গতভাবে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে, এরূপ অনুমান করার যে যথেষ্ট কারণ আছে, তাহা আমরা 'চণ্ডীদাস' প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। পদকল্পতরু পুথির সঙ্কলন-কালে, অর্থাৎ আন্দাজ দুই শত বৎসরের কিছু পূর্ব্বেই, এই ভণিতার গোলযোগ সংঘটিত হইয়াছে। সুতরাং অন্যূন আড়াই শত কি তিন শত বৎসরের পুরাতন পদাবলীর পুথি—যদিও উহা এখন নিতান্ত বিরল—সযত্নে সংগ্রহ করিয়া সতর্কভাবে মিলাইয়া দেখিলে, বর্ত্তমান চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত অনেক উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ জ্ঞানদাসের রচিত বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারিবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।"

জ্ঞানদাসের ১৮৬টি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলীর পদ 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। স্বর্গত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদিত 'জ্ঞানদাসের পদাবলী' গ্রন্থে উহার অতিরিক্ত আরও কতকগুলি পদ নানা প্রাচীন পুথি হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। সতীশবাবুর 'অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী' গ্রন্থে রমণীবাবুর সংস্করণের অতিরিক্ত আরও পঞ্চাশটি পদ 'পদ-রসসার,' 'পদ-রত্নাকর' প্রভৃতি প্রাচীন পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, অনুসন্ধান করিলে জ্ঞানদাসের এরূপ আরও অনেক পদ আবিষ্কৃত হইতে পারে।

দেবকীনন্দন। ৺জগদ্বন্ধুবাবু দেবকীনন্দনের যে পরিচয় লিখিয়াছেন, তাহার এক স্থানে আছে, "মৃণালকান্তি একখানি হস্তলিখিত 'বৈষ্ণব-বন্দনা' পাইয়াছেন বলিয়া শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।" এই প্রবন্ধের আরও কয়েক স্থানে জগদ্বন্ধুবাবু আমাদিগকে "শ্রীমান্ মৃণালকান্তি ঘোষ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে, তাঁহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা কত বেশী ছিল। তিনি ছিলেন আমাদের পিতৃ ও পিতৃব্য-বন্ধু।

জগদ্বন্ধুবাবু যে হস্তলিখিত বৈষ্ণব-বন্দনার কথা বলিয়াছেন, তাহাতে একটী ভূমিকা ছিল। এই ভূমিকাটী সে সময় পর্য্যন্ত কোন মুদ্রিত বৈষ্ণব-বন্দনায় প্রকাশিত হয় নাই। এই ভূমিকা হইতে দেবকীনন্দনের পরিচয় এবং তাঁহার বৈষ্ণব-বন্দনা লিখিবার উদ্দেশ্য বেশ জানা যায়। সেই ভূমিকাটী ১৩০৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। তৎপরে ১৩০৯ সালের পৌষ মাসের শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় "শ্রীদেবকীনন্দন ও বৈষ্ণব-বন্দনা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত 'বৈষ্ণব-বন্দনা' পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহার ভূমিকায় দেবকীনন্দন তাঁহার 'বৈষ্ণব-বন্দনা' লিখিবার উদ্দেশ্য এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ না জানিয়া। নিন্দিলুঁ বৈষ্ণবগণ মানুষ বলিয়া॥
সেই অপরাধে মুঞি ব্যাধিগ্রস্ত হৈলুঁ। মনে বিচারিয়া এই নিরূপণ কৈলুঁ॥
নিমাই পণ্ডিত কত পাতকী উদ্ধার। পরিণামে কেন মোরে না কৈলা নিস্তার॥"

তৎপরে দেবকীনন্দন বলিতেছেন—

"নাটশালা হৈতে যবে আইলেন ফিরিয়া। শান্তিপুরে যান যবে ভক্ত-গোষ্ঠী লৈয়া॥
সেই কালে দন্তে তৃণ ধরি দূর হৈতে। নিবেদিলুঁ গৌরাঙ্গের চরণ-পদ্মেতে॥"

মহাপ্রভু নীলাচল হইতে নবদ্বীপের পথে বৃন্দাবনে যাইবার সংকল্প করেন। কিন্তু শান্তিপুর হইয়া কানাঞি-নাটশালা পর্য্যন্ত যাইয়া শান্তিপুরে ফিরিয়া আসেন। দেবকীনন্দন বলিতেছেন—'মহাপ্রভু ভক্ত-গোষ্ঠী সহ শান্তিপুর অদ্বৈতগৃহে ফিরিয়া আসিলে, আমি দন্তে তৃণ ধরিয়া দূর হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে শরণ লইয়া এই নিবেদন করিলাম—

"পতিত-পাবন-অবতার নাম যে তোমার। জগাই মাধাই আদি করিলে উদ্ধার॥
তাহা হৈতে কোটিগুণে অপরাধী আমি। অপরাধ ক্ষম প্রভু জগতের স্বামী॥"

ইহাতে দীন-দয়ার্দ্র নাথের কমল-নয়নদ্বয় জলভারে ভরিয়া গেল। কিন্তু তিনি ভক্ত-বৎসল, চিরদিনই ভক্তের গৌরব রক্ষা করিয়া থাকেন। এখানেও তাহাই করিলেন; দেবকীনন্দন শ্রীবাসের নিকট অপরাধ করিয়াছিলেন; তাই তাঁহাকে শ্রীবাসের চরণে শরণ লইতে বলিলেন। যথা—

"প্রভু আজ্ঞা দিলা—শ্রীবাসের স্থানে। অপরাধ হয়েছে তোমার,—তাঁর পড়হ চরণে॥"

প্রভুর এই কৃপা লাভ করিয়া দেবকীনন্দন তখনই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলেন। তিনি বলিতেছেন, "প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের চরণে পড়িলুঁ। শ্রীবাসের আগে গৌরের আজ্ঞা সমপিলুঁ॥" শ্রীবাস সমস্ত কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং গদগদ ভাবে দেবকীনন্দনকে বলিলেন, "প্রভু পতিত-পাবন; তাঁহার যখন দয়া হইয়াছে, তখন তুমি ত উদ্ধার হইয়া গিয়াছ।" তৎপরে তাঁহাকে দুইটী উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। যথা—

১। "পুরুষোত্তমপদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে।"

আর—২। "বৈষ্ণব-নিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি। বৈষ্ণব-বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি॥"

তখন দেবকীনন্দন কি করিলেন, তাহা তিনি এই ভাবে বর্ণনা করিতেছেন—

"প্রভুপাদপদ্ম আমি মস্তকে ধরিয়া। বাঢ়িল আরতি চিত্তে উলসিত হিয়া॥
বৈষ্ণব-গোসাঞির নাম উদ্দেশ কারণ। নানা ক্ষেত্র তীর্থ মুঞি করিল গমন॥
যথা যথা যাঁর নাম শুনিলুঁ শ্রবণে। যাঁর যাঁর পাদপদ্ম দেখিলুঁ নয়নে॥
শাস্ত্রে বা যাঁহার নাম দেখিলুঁ শুনিলুঁ। সর্ব্ব প্রভুর নাম-মালা গ্রন্থন করিলুঁ॥"

দেবকীনন্দন যখন যে বৈষ্ণব-গোসাঞির নাম জানিতে বা শুনিতে পাইয়াছেন, তখনই তাহা গ্রন্থন করিয়াছেন। এই ভাবে, বড় ছোট বিচার না করিয়া, নাম-মালা গ্রন্থিত করায়, পাছে তাঁহার অপরাধ হয়, এই জন্য বলিতেছেন—

"ইথে অগ্রপশ্চাৎ মোর দোষ না লইবে। ঠাকুর-বৈষ্ণব মোর সকল ক্ষমিবে॥"

তার পর বলিতেছেন, কেনই বা তাঁহারা ইহাতে আমাকে অপরাধী করিবেন? কারণ—

"এক ব্রহ্মাণ্ডে হয় চৌদ্দ ভুবন। যাহাতে বৈষ্ণবগণ করিয়া যতন॥
জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব-বর্ণনে। দেবতা অসুর ঋষি সকলি সমানে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর মানুষ আদি করি। ইহাতে বৈষ্ণব যেই তাঁয় নমস্করি॥
পদ্মপুরাণ আর শ্রীভাগবত-মত। বন্দিব বৈষ্ণব প্রভুর সম্প্রদায়ী যত॥"

দেবকীনন্দন বলিতেছেন, বৈষ্ণব-বর্ণনায় জাতি-বিচার নাই, ইহাতে দেবতা অসুর ঋষি সকলই সমান। তার পর, প্রভুর সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের বন্দনা করিতে বাসনা করিয়াছি, কাজেই—

"পুলিন্দ পুকশ ভীল কিরাত যবন। আভীর কঙ্ক আদি করি সকলি সমান॥
যত যত হীন জাতি উদ্ভবে বৈষ্ণব। সভারে বন্দিব, সভে জগত-দুর্লভ॥"

মহাপ্রভুর ধর্ম্মে কত উদারতা ও কত উচ্চ ভাব, তাহা দেবকীনন্দনের উল্লিখিত কথায় প্রকাশ পাইতেছে।

এখন দেখা যাউক, উল্লিখিত "পুরুষোত্তম" কে এবং "পুরুষোত্তমপদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে" এ কথার তাৎপর্য্য কি? দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায় চারি জন পুরুষোত্তমের নাম আছে। যথা—

১। "বন্দিব পুরুষোত্তম নাম ব্রহ্মচারী।"

২। "পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দোঁ বিলাসি-সুজন।"

৩। "রত্নাকর-সুত বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম। নদীয়া বসতি যাঁর দিব্য তেজোধাম॥"

৪। ইষ্টদেব বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম। কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপাম॥
সর্ব্বগুণহীন যে, তাহারে দয়া করে। আপনার সহজ করুণাশক্তিবলে॥
সপ্তম বৎসরে যাঁর কৃষ্ণ-উনমাদ। ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ॥"

আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শাখা-বর্ণনায়ও চারি জন পুরুষোত্তমের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে

অদ্বৈতের শাখাভুক্ত দুই জন—(১) "পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী" ও (২) "পুরুষোত্তম পণ্ডিত।" আর নিত্যানন্দের শাখাভুক্তও দুই জন। যথা—

১ "নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়। নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোন্মাদ হয়॥"

২ "শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়। শ্রীপুরুষোত্তমদাস তাঁহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে। নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ সনে॥"

বৈষ্ণব-বন্দনা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত পুরুষোত্তম-চতুষ্টয়ের নাম মিলাইয়া বেশ বুঝিতে পারা গেল যে, দেবকীনন্দনের ইষ্টদেবই সদাশিব কবিরাজের পুত্র। এই সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। "অনুরাগবল্লী" নামক একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ আছে। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যানুশিষ্য মনোহর দাস ১৬১৮ শকে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে আছে, "শ্রীনিত্যানন্দপ্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম মহাশয়। শ্রীদেবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয়॥ তিঁহো যে করিল বড় বৈষ্ণব-বন্দন।"

সদাশিব কবিরাজের বাড়ি কুমারহট্ট বা হালিসহরে ছিল। শ্রীবাস এই সদাশিবের পুত্র পুরুষোত্তমের নিকট দেবকীনন্দনকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। যথা—"পুরুষোত্তমের পদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে।" ঘরে অর্থাৎ নিজ গ্রামে যাইয়া পুরুষোত্তমের নিকট দীক্ষিত হও। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, দেবকীনন্দনের বাড়িও কুমারহট্টে ছিল। আরও বুঝা যাইতেছে যে দেবকীনন্দন ছিলেন মহাপ্রভুর সমসাময়িক। আবার বৈষ্ণব-বন্দনায় যাঁহাদিগের নাম আছে, তাহা দেখিলে কোন্ সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়, তাহা অনেকটা স্থির করা যাইতে পারে।

বৈষ্ণব-বন্দনায় মোট ২০২ জন বৈষ্ণব মহাত্মার নাম গ্রথিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েক জন মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী এবং অধিকাংশই তাঁহার সমসাময়িক। মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-ভক্তদিগের কাহারও নাম ইহাতে নাই। শ্রীজীব গোস্বামী ও বৃন্দাবনদাসের নাম ইহাতে আছে সত্য, কিন্তু শ্রীজীব কেবল যে, মহাপ্রভুর প্রকট-কালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; অপিচ তিনি সেই সময় বৃন্দাবনে গমন করিয়া ভক্তি-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ গ্রন্থাদিও রচনা করিতে আরম্ভ করেন। বৈষ্ণব-বন্দনাতে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

"শ্রীজীব গোসাঞি বন্দোঁ সভার সম্মত। সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিল ভক্তিতত্ত্ব॥"

আবার বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুর প্রকটকালে জন্মগ্রহণ করিলেও যখন তিনি "চৈতন্যভাগবত" লিপিবদ্ধ করেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ অপ্রকট হইয়াছেন। দেবকীনন্দন তাঁহার বন্দনা এইরূপ করিয়াছেন, যথা—"নারায়ণীসুত বন্দোঁ বৃন্দাবনদাস। 'চৈতন্য-মঙ্গল' যেঁহ করিলা প্রকাশ॥" বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' রচিত হইবার পর, উহার নাম 'চৈতন্যভাগবত' হয়। বৈষ্ণব-বন্দনায় লোচনদাসের নাম নাই। ইহাতে বুঝিতে হইবে, বৈষ্ণব-বন্দনা যখন রচিত হয়, তখন লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল লেখেন নাই, কিম্বা লিখিত হইলেও বৈষ্ণব-সমাজে তখনও উহা জানিত হয় নাই।

এখন দেখা যাউক, মহাপ্রভুর লীলাগ্রন্থে দেবকীনন্দনের কাহিনী আছে কি না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আছে—

"একদিন বিপ্র, নাম গোপাল চাপাল। পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল॥
ভবানী-পূজার সব সামগ্রী লইয়া। রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড়-ফুল। হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্তচন্দন, তণ্ডুল॥

মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি, নিজ ঘরে গেল। প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহা ত দেখিল॥"

এই হইল বৈষ্ণবাপরাধ। ইহার ফলে—

"তিন দিন বহি সেই গোপাল চাপাল। সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, বহে রক্তধার॥
সর্ব্বাঙ্গ বেড়িল কীটে, কাটে নিরন্তর। অসহ্য বেদনা, দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর॥"

এই সময় একদিন প্রভু গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন, পথে চাপাল গোপাল তাঁহাকে ধরিয়া বলিতে লাগিল, "আমি কুষ্ঠরোগে বড় কষ্ট পাইতেছি। গ্রাম সম্পর্কে আমি তোমার মাতুল হই। 'লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার। মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার॥' এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বিশেষ ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন, তার পর স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। সেই হইতে গোপাল চাপাল কুষ্ঠরোগের দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। এদিকে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গেলেন। তাহার পাঁচ বৎসর পরে বৃন্দাবনে যাইবার পথে প্রভু যখন কুলিয়াতে আসিলেন, তখন সেই বিপ্র আসিয়া প্রভুর শরণ লইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া প্রভুর করুণার উদয় হইল। তিনি বলিলেন—

"শ্রীবাস পণ্ডিতে তোর হৈয়াছে অপরাধ। তাঁহা যাহ, তিঁহ যদি করেন প্রসাদ॥
তবে তোর হৈবে পাপ বিমোচন। যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ॥"

এই কথা শুনিয়া বিপ্র আসিয়া শ্রীবাসের চরণে শরণ লইল, আর "তাহার কৃপায় হৈল পাপ বিমোচন।" এই গোপাল চাপাল বিপ্র ও দেবকীনন্দন একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

নন্দরাম দাস। এই নামের এক ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া যায়। ইনি মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাসের পুত্র, এবং নিজেও মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন। গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে নন্দরাম-ভণিতাযুক্ত তিনটী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এই তিনটী পদই সরল বাঙ্গালা ভাষায় ও পাকা হাতে রচিত। তবে পদগুলি এই নন্দরামের রচিত কি না, তাহা বলা সুকঠিন।

নরহরি দাস। বৈষ্ণব-সাহিত্যে দুই জন 'নরহরি' বিখ্যাত। 'ঠাকুর নরহরি সরকার' এবং 'নরহরি চক্রবর্ত্তী'। ইঁহারা উভয়েই পদকর্ত্তা। শেষোক্ত নরহরি, ঘনশ্যাম নামেও পরিচিত। তাঁহার এই দুই নামের ভণিতাযুক্ত অনেক পদ আছে। 'ঘনশ্যাম'-শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা ইঁহার পরিচয় দিয়াছি। নরহরি সরকার ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, ঠাকুর নরহরির ন্যায় মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ ভক্তের সম্বন্ধে কোন গ্রন্থেই বিশেষ কিছু খুজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার পরিবার ও পরিকরের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব ছিল না, অথচ ইঁহার সম্বন্ধে কেহই বিশেষ কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই।

"শ্রীখণ্ডের প্রাচীন-বৈষ্ণব" নাম দিয়া শ্রীখণ্ডনিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর কর্ত্তৃক খণ্ডবাসী ভক্তগণের যে জীবনী সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহাতে নরহরির পরিচয় দিতে যাইয়া তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন, "আমরা গুরু-পরম্পরা শুনিয়া আসিতেছি যে, ঠাকুর নরহরি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব সময়ের ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে অবতীর্ণ হয়েন। ১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব; এই হিসাবে ধরিলে ১৪৮০।৮১ খ্রীষ্টাব্দে নরহরির জন্ম অনুমিত হয়।" অন্যত্র লিখিয়াছেন, "ঠাকুর শ্রীনরহরি কোন্ শকাব্দায় অপ্রকট হয়েন, তাহা ঠিক জানা যায় না।" এখানে গ্রন্থকার পাদটীকায় লিখিয়াছেন, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার এবং ১৩০৬ সালের ৪র্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কোন প্রবন্ধ-লেখক লেখেন, ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে নরহরি অন্তর্হিত হয়েন।"

"শ্রীখণ্ডের প্রাচীন-বৈষ্ণব" গ্রন্থে আছে যে, নরহরির পিতার নাম নরনারায়ণ দেব ও মাতার নাম গোয়ী দেবী। নরনারায়ণ অতি সুপণ্ডিত ও ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ ও কনিষ্ঠ নরহরি। নরনারায়ণ পুত্রদ্বয়কে শৈশব হইতেই অতি যত্নের সহিত ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাতে দুই ভাই অল্প বয়সেই পরম ভাগবত হইয়া উঠিলেন।

মুকুন্দ চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশেষ খ্যাতি লাভ করায় তখনকার বাদশা তাঁহাকে গৌড়ে লইয়া যান। মুকুন্দের গৌড়ে গমন করিবার পূর্ব্বেই নরনারায়ণ কৃষ্ণপ্রাপ্ত হন। তখন নরহরির সমস্ত ভার মুকুন্দের উপর পড়িল। তিনি এই সময় ভক্তিরসে টলমল করিতেছিলেন। দুই সহোদরে প্রগাঢ় প্রণয়, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু বাদশার আদেশও অমান্য করিতে পারেন না। কাজেই অধ্যয়নের জন্য নরহরিকে নবদ্বীপে রাখিয়া, মুকুন্দ গৌড়ে গমন করিতে বাধ্য হন। সেখানে তাঁহার বেশী দিন থাকিতে হয় নাই। কারণ, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে এরূপ বিভোর হইয়া থাকিতেন যে, বাদশা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া শেষে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। মুকুন্দ ফিরিয়া আসিয়া অনেক সময়ই নরহরির সহিত নবদ্বীপে বাস করিতেন।

নরহরি তখন নবদ্বীপে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি কি প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপালাভ করিলেন, তাহা জানা যায় না। তবে সম্ভবতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ পাঠ্যাবস্থায় এবং অধ্যাপক হইয়াও মুরারি, মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতিকে পথে ঘাটে দেখিলেই যখন ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন নরহরির সহিতও সেইরূপ ব্যবহার না করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। কারণ, পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত হইয়াছিলেন, পাঠ্যাবস্থায় তাঁহাদিগকে লইয়াই তিনি রসরঙ্গ অধিক করিতেন। আর নরহরির ন্যায় তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত অতি কমই ছিলেন। সম্ভবতঃ এই পাঠ্যাবস্থায়ই নরহরি ও গদাধর পরস্পরে প্রীতিডোরে আবদ্ধ হন।

মুরারি, মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতির সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের রসরঙ্গের কথা আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই। কিন্তু নরহরির কথা বৃন্দাবনদাস কেন যে তাঁহার গ্রন্থে লেখেন নাই, এমন কি, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত করেন নাই, তাহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। কেহ কেহ বলেন, নরহরি নিত্যানন্দকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন বলিয়া নিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থে নরহরির নাম পর্য্যন্তও করেন নাই। কিন্তু নরহরির গণেরা ইহা স্বীকার করেন না, এবং আমাদিগেরও ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। শ্রীখণ্ডের শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহাশয় 'শ্রীগৌরাঙ্গ-মাধুরী' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত আমাদের লিখিত প্রবন্ধের পাদটীকায় লিখিয়াছেন, "ঠাকুর নরহরি শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে অশ্রদ্ধাভাবে দেখিতেন, এই মৎসরকল্পিত কথার উপর কেবল নরহরির গণ কেন, ভক্তমাত্রেই অবিশ্বাস করিয়া থাকেন। ঠাকুর নরহরি স্বপ্রণীত 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত' গ্রন্থের প্রারম্ভে—'কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেণ নিত্যানন্দেন সংস্তুতে অবতারে'; তথা গ্রন্থের মধ্যভাগে—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেন প্রভুণা শ্রীনিত্যানন্দেন অবতারে সংস্তুতে মহান্ প্রলয়ো ভবিষ্যতি' এই বাক্যে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাকে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের লীলা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; এবং উভয় স্বরূপকে সমভাবে নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের ন্যায় উভয়ের সমপ্রকাশত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন।"

শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণনাথ ভাবিয়া, মধুর ভাবে ভজনা করিবার প্রবর্ত্তক শ্রীনরহরি ঠাকুর। তিনি দেখিলেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম জগতে প্রচার করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবনের গোস্বামিপাদদিগের দ্বারা যে সকল ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে এই ধর্ম্ম দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে সত্য, কিন্তু

যিনি মলিন জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া, তাহাদের কল্যাণার্থে শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম রাখিয়া যাইতেছেন, তাঁহার মধুর মূরতি ক্রমে ভুলিয়া যাইয়া জীব ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করিবে। কাজেই এরূপ কিছু করা আবশ্যক, যাহাতে তাঁহার বিমল-মধুর লীলা-কাহিনী স্মরণ, মনন ও আস্বাদন করিয়া এই জ্বালাময় জগতের দগ্ধ-জীব শান্তিলাভ করিতে পারিবে। অনেক সাধন-ভজনের পর নরহরির মনে দুইটী উপায় উদ্ভাবিত হয়।

প্রথমতঃ গৌরাঙ্গের মধুর লীলা সাধারণের মধ্যে বহুলপ্রচার করিতে হইলে, ইহা সরল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় কবিতা-ছন্দে রচিত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে সকলেই ইহা পড়িবে ও শুনিবে; এবং তাহার ফলে পাঠক ও শ্রোতার মন নির্ম্মল ও এই দিকে আকৃষ্ট হইবে। কিন্তু সেরূপ ভাবে ইহা লিখিবার লোক কোথায়? তাঁহার নিজের সময় সংক্ষেপ। ইহাই ভাবিয়া তাঁহার মন ব্যাকুল ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন তিনি হতাশভাবে দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"গৌরলীলা গুণ-গানে, বাঞ্ছা বড় হয় মনে, ভাষায় লিখিয়া কিছু রাখি।
মুঞি অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম, কেমন করিয়া তাহা লিখি॥"

অন্যত্র—

"কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি, প্রকাশ করয়ে এই লীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ, গ্রন্থ-গানে দরবিবে শিলা॥"

নরহরির এই সাধ বাসুদেব ঘোষ কতক পরিমাণে পূর্ণ করিয়াছিলেন। যথা বাসু ঘোষের পদ—

"শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে। পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈনু মনে॥
সরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা। ব্রজে মধুমতী যে—গুণের নাহি সীমা॥"

সরকার ঠাকুরের পদগুলি এত সরল ও স্বাভাবিক, মধুর ও চিত্তাকর্ষক যে, উহা পাঠ করিতে করিতে মন সেই ভাবে ভাবিত হয়, এবং সেইরূপ সহজ ও সরল ভাষায় ও ভাবে লিখিবার প্রবল ইচ্ছা মনকে অধিকার করিয়া বসে। প্রকৃতই নরহরি যদি পথ-প্রদর্শক না হইতেন, তাহা হইলে, কেবল তাঁহার নহে,—বাসু, গোবিন্দ, মাধব, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, লোচনদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তৃগণেরও গৌরলীলাবিষয়ক সুমধুর পদাবলী হইতে সম্ভবতঃ আমরা বঞ্চিত হইতাম।

নরহরির দ্বিতীয় কার্য্য হইল শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ। এই বিষয়েও তিনিই পথ প্রদর্শক। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের তিনটী নদীয়া-নাগর-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া, একটি শ্রীখণ্ডে, একটী গঙ্গানগরে, এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর শ্রীমূর্ত্তিটী দাস-গদাধরের শিষ্য বিদ্যানন্দ পণ্ডিতের দ্বারা কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। কাটোয়াতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শ্রীবিগ্রহটী সংস্থাপিত করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাই বলিয়া বোধ হয় যে, কাটোয়ার সঙ্গে শ্রীপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা বিশেষ-ভাবে বিজড়িত। কাটোয়ায় গমন করিলেই গৌরভক্তের মনে প্রথমেই সন্ন্যাসের সেই হৃদ্-বিদারক চিত্র উদিত হয়, এবং সেই জন্য তাঁহার নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। কিন্তু সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গের নবীন-নটবর-নদীয়া-নাগর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তের ক্লেশ অনেকটা লাঘব হইয়া মনে শান্তি প্রদান করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গকে মধুর ভাবে ভজনা করা নরহরিই প্রথমে প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গকে 'প্রথম দর্শন' বিষয়ক নরহরির একটী সুন্দর পদ আছে। তিনি বলিতেছেন,—

"বেলা অবসানে, ননদিনী সনে, জল আনিতে গেনু। গৌরাঙ্গচাঁদের, রূপ নিরখিয়ে, কলসী ভাসায়ে এনু ॥
সুরধুনী তীরে, দাঁড়ায়ে রয়েছে, দুকূল করিয়ে আলা। শ্রীঅঙ্গ-সকল, করে ঝলমল, শরদ-চাঁদের মালা ॥
কাঁপে কলেবর, গায়ে আসে জর, চলিতে না চলে পা। গৌরাঙ্গচাঁদের, রূপের পাথারে, সাঁতারে না পেনু থা ॥
দীঘল দীঘল, নয়ন যুগল, বিষম কুসুম শরে। রমণী কেমনে, ধৈরজ ধরিবে, মদন কাঁপয়ে ডরে ॥"
"শয়নে গৌর, স্বপনে গৌর, গৌর নয়নের তারা। জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হারা ॥
হিয়ার মাঝারে, গৌরাঙ্গ রাখিয়া, বিরলে বসিয়া রব। মনের সাধেতে, সেরূপ চাঁদেরে, নয়নে নয়নে থোব ॥"

এইরূপ নদীয়া-নাগরীর পদ নরহরি অনেক রচনা করেন। তিনি কৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধে কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় নাই।

স্বর্গীয় সতীশবাবু লিখিয়াছেন,—"মহাজন-পদাবলী, গৌরপদ-তরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদক স্বর্গগত জগদ্বন্ধুবাবু যে বৈষ্ণব-সাহিত্যের একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, ইহা বলা অনাবশ্যক। অথচ এই নরহরি-ভণিতার শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলীর রচয়িতাদ্বয়ের নাম বিভেদ করিতে যাইয়া, গৌরপদ-তরঙ্গিণীর পদকর্ত্তৃ-সূচীতে তিনিও কয়েক স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।"

উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিবার সময় সতীশবাবুর একটী কথা মনে রাখা উচিত ছিল। নরহরি-ভণিতাযুক্ত মোট ৩৬টী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে, আর গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে ৩৮২টী পদ। সুতরাং সতীশবাবুর ন্যায় একজন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-বিশারদ ব্যক্তি ৩৬টী পদে রচয়িতাদ্বয়ের নাম-বিভাগ করিতে যাইয়া যে কয়েকটী পদ সরকার ঠাকুরের রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সকলগুলি যে তাঁহার নহে, তাহা রসজ্ঞ বৈষ্ণব-পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং সেই অনুপাতে গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে সংগৃহীত ৩৮২টি পদের নাম-বিভাগ করিতে যাইয়া জগদ্বন্ধুবাবু যদি "কয়েক স্থলে" ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন, সে আর বেশী কথা কি?

ফলতঃ ৩৮২টি পদের মধ্যে নরহরি সরকার ও নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদগুলি বাছিয়া পৃথক্ করা বড় সহজ না হইলেও, নরহরি-ঘনশ্যাম বিরচিত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে 'নরহরি'-ভণিতার গৌর-লীলা-বিষয়ক যে ১৭৬টি পদ আছে, এবং শ্রীখণ্ড হইতে সরকার ঠাকুরের গণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ-মাধুরী' নামক মাসিক পত্রের তৃতীয় বর্ষের কয়েক সংখ্যায় নরহরি সরকার-বিরচিত যে ১০৮টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, এই উভয় পদাবলীর মধ্যে পরস্পরে কোন মিল নাই। সুতরাং ভক্তিরত্নাকরের পদগুলি নরহরি চক্রবর্ত্তীর ও গৌরাঙ্গ-মাধুরীর পদগুলি সরকার ঠাকুরের রচিত বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

উল্লিখিত নরহরি সরকার ঠাকুরের ১০৮টী পদের মধ্যে ১০০টী, এবং নরহরি চক্রবর্ত্তীর ১৭৬টীর মধ্যে ১৭১টী গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই প্রকারে এই উভয় পদাবলী সহজেই বিভাগ করা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে 'নরহরি'-ভণিতাযুক্ত আরও ১২১টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে এবং সেগুলি 'ভক্তিরত্নাকর' কিম্বা 'গৌরাঙ্গ-মাধুরী'তে নাই। ইহার মধ্যে উভয় নরহরিরই পদ থাকা সম্ভব; কিম্বা অপর কেহ নরহরি-ভণিতা দিয়া লিখিতেও পারেন। কাজেই সেগুলি পদকর্ত্তৃ-সূচীতে নরহরি দাসের নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

নরোত্তম দাস। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "রাজসাহী জেলায় গোপালপুর নামে এক বৃহৎ পরগণা ছিল, উহার অধিপতি ছিলেন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলোদ্ভব দত্তবংশীয় রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত। গোপালপুরের মধ্যে বোয়ালিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশে ছয় ক্রোশ এবং পদ্মানদীর তীরস্থ প্রেমতলী

হইতে উত্তর-পূর্ব্বাংশে অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে খেতরী নামক স্থান কৃষ্ণানন্দের রাজধানী ছিল। এই কৃষ্ণানন্দের ঔরসে ও নারায়ণীর গর্ভে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নরোত্তম ঠাকুরের জন্ম হয়। কৃষ্ণানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরুষোত্তমের 'সন্তোষ' নামে একমাত্র পুত্র হয়। নরোত্তম বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মানুরক্ত, ভোগবিলাস-বিরহিত ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সন্তোষ দত্তের হস্তে রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া নরোত্তম শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। নরোত্তম বৃন্দাবনবাসী লোকনাথ গোস্বামীকে সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। পরে ১৫০৪ শকে লোকনাথ গোস্বামীর অনুমতিক্রমে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্যামানন্দ পুরীর সঙ্গে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।"

জগদ্বন্ধুবাবু উপরে যাহা বলিলেন, ইহার মধ্যে কয়েকটী ভুল আছে। প্রথমতঃ রাজসাহীতে গোপালপুর বলিয়া কোন পরগণা ছিল না বা নাই। গোপালপুর খেতরী নামক এক সমৃদ্ধিশালী গ্রামের একটী পল্লীবিশেষ। এই পল্লীতে রাজা কৃষ্ণানন্দ ও অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের বাস ছিল। সেই জন্য গোপালপুরকে 'নগর' বলা হইত। যথা—ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গে,—

"রাজধানী স্থান পদ্মাবতী তীরবর্ত্তি। গোপালপুর নগর সুন্দর বসতি॥
তথা বিলসয়ে রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত। শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত পরম মহত্ত॥"

পুনশ্চ ৮ম তরঙ্গে—"অতি মহদ্‌গ্রাম শ্রীখেতরি পুণ্যক্ষিতি। মধ্যে মধ্যে নামান্তর অপূর্ব্ব বসতি॥
রাজধানী স্থান সে গোপালপুর হয়। ঐছে গ্রাম নাম—বহু ধনাঢ্য বৈসয়॥"

নরোত্তম ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য সন্তোষ দত্তের অনুমতিক্রমে তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজ 'সঙ্গীত-মাধব' নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন,—"পদ্মাবতীতীরবর্ত্তিগোপালপুরনগরবাসী গৌড়াধিরাজমহামাত্যশ্রীপুরুষোত্তমদত্ত-সত্তমতনুজঃ শ্রীসন্তোষদত্তঃ সহি শ্রীনরোত্তমদত্তঃ সত্তমমহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ পিতৃব্যভ্রাতৃশিষ্যঃ" ইত্যাদি।

যে পরগণায় নরোত্তমদিগের বাস, তাহার নাম গড়েরহাট। প্রেমবিলাসে আছে যে, নিত্যানন্দের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন, "নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন হইল প্রকাশ। গৌড়দেশ ছাড়ি আমার নীলাচলে বাস॥ অতঃপর সংকীর্ত্তন চাহি রাখিবারে। গড়েরহাটে থুইব প্রেম কহিল তোমারে॥" অন্য স্থানে আছে,—প্রভু ভাবিতেছেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে সংসার প্রেমশূন্য হইবে, তাই প্রেম রক্ষার জন্য দুইটী প্রেম-মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন;—এক গড়েরহাটে নরোত্তম, আর রাঢ়ে শ্রীনিবাস। ঠাকুর মহাশয়, এক নূতন সুর সৃষ্টি করেন, তাহার নাম 'গড়েরহাটী'।

কৃষ্ণানন্দ ও পুরুষোত্তমের মধ্যে কে বড়, তৎসম্বন্ধে নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার দুই গ্রন্থে দুই রকম লিখিয়াছেন। নরোত্তম-বিলাসে আছে, "শ্রীপুরুষোত্তমাগ্রজ কৃষ্ণানন্দ দত্ত। তাঁর পুত্র নরোত্তম বিদিত সর্ব্বত্র॥" আবার ভক্তিরত্নাকরে আছে, "জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম, কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ।"

জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নরোত্তম ঠাকুরের জন্ম হয়।" কারণ, ১৪৫৫ শকে মহাপ্রভু অপ্রকট হন, এবং ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঠাকুর মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যত্র জগদ্বন্ধুবাবু বলিয়াছেন যে, ১৫০৪ শকে লোকনাথ গোস্বামীর অনুমতিক্রমে নরোত্তম স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ইহা ঠিক নহে। কারণ, ১৫০৪ শকে নরোত্তমের বয়স পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইবার কথা। কিন্তু বৃন্দাবন হইতে নরোত্তম যখন ফিরিয়া আসেন, তখন তিনি যুবা

পুরুষ, বয়স বিশ বৎসরের অধিক হইবে না। আবার ভদ্র মহাশয় বলিয়াছেন যে, পিতার মৃত্যুর পর সন্তোষ দত্তের হস্তে রাজকার্য্যাদির ভারার্পণ করিয়া নরোত্তম বৃন্দাবনে গমন করেন। তিনি এই তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করেন, তাহা আমরা জানি না। প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে নরোত্তমের বৃন্দাবনে যাইবার কথা ঠিক একভাবে বর্ণিত না হইলেও পিতার মৃত্যুর পর সন্তোষ দত্তের উপর রাজকার্য্যের ভার দিয়া নরোত্তম বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, এ কথার উল্লেখ কোথাও নাই। প্রেমবিলাসে আছে, বৃন্দাবনে যাইবার জন্য নরোত্তমের মন যখন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, সেই সময় জায়গিরদারের পত্র সহ একজন আশোয়ার আসিয়া উপস্থিত হইল। পত্রে লেখা ছিল,—"পত্র পাঠ আসিবে—তোমার কুমারকে দেখিব। শিরোপায় ঘোড়া আমি তাহারে করিব॥" এই পত্র পাইয়া, পুত্রকে ছাড়িতে হইবে ভাবিয়া কৃষ্ণানন্দ ভীত হইলেন এবং পাত্রমিত্র সহ পুত্রের নিকট যাইয়া সমস্ত কথা বলিলেন। নরোত্তম ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং পিতা-মাতাকে সম্মত করাইয়া আশোয়ারের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। পথিমধ্যে সঙ্গের লোকেরা রাত্রিতে নিদ্রাগত হইলে, নরোত্তম পলায়ন করিয়া ক্রমে মথুরায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

ভক্তিরত্নাকরে আছে, একদিন "অকস্মাৎ গৌড়রাজ-মনুষ্য আইল। গৌড়ে রাজস্থানে পিতা পিতৃব্য চলিল॥" এই অবসরে রক্ষককে প্রতারণা করিয়া নরোত্তম কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন বাটী হইতে পলায়ন করিলেন এবং ক্রমে বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে "শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে। করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোত্তমে॥" সুতরাং নরোত্তম যখন বৃন্দাবনে যান, তখন তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য জীবিত ছিলেন। কিন্তু পুত্র পলাইয়া যাওয়ায়, কৃষ্ণানন্দ অত্যন্ত কাতর হইয়া রাজকার্য্যের ভার সন্তোষ দত্তের উপর দিয়াছিলেন।

নরোত্তম যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন রূপ ও সনাতন অন্তর্ধান করিয়াছেন এবং শ্রীজীব বৃন্দাবনের কর্ত্তা। তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে নরোত্তমকে ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করাইলেন। শেষে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণান্তে সাধন-ভজন শিক্ষা করিয়া নরোত্তম সিদ্ধিলাভ করেন। তখন বৃন্দাবনের গোস্বামী ও মহান্তগণ তাঁহাকে 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

নরোত্তম স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া পিতামাতার অনুমতি লইয়া প্রভুর লীলাস্থলগুলি দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। প্রথমেই নবদ্বীপে গেলেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তর্ধান করেন, এবং প্রভুর পার্ষদ ভক্তদিগের মধ্যে তখন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ২।৩ জন মাত্র জীবিত ছিলেন। নরোত্তম শুক্লাম্বরের সহিত প্রভুর বাটীতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দামোদর পণ্ডিত ও ঈশান ছিলেন। কয়েক দিন বিহ্বল অবস্থায় সেখানে থাকিয়া প্রভুর নিদর্শন যেখানে যাহা ছিল, সব দেখিলেন। তথা হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতের স্থান ও অম্বিকায় গৌরীদাসের 'শ্রীগৌরনিতাই' বিগ্রহ দেখিয়া ও তাঁহার শিষ্য ও শ্যামানন্দের গুরু হৃদয়-চৈতন্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া, উদ্ধারণ দত্তের স্থান ত্রিবেণী দর্শন করিলেন। তথা হইতে খড়দহে গমন করিলেন। নিত্যানন্দের তখন সঙ্গোপন হইয়াছে। জাহ্নবা দেবী ও বীরভদ্র নরোত্তমকে বিশেষ আদর যত্ন করিলেন। সেখান হইতে তিনি বরাবর নীলাচলে চলিয়া গেলেন। সেখানে গোপীনাথাচার্য্য তখন প্রভুর গণ মধ্যে প্রধান। নরোত্তম তাঁহার সহিত জগন্নাথ দর্শন করিয়া কাশী মিশ্রের বাড়ীতে গেলেন। তখন বক্রেশ্বরের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু প্রভুর বাড়ীর সেবাইত।

সেখানে প্রভুর নিদর্শন যাহা যাহা ছিল, সমস্ত দর্শন ও স্পর্শন করিয়া প্রেমে অভিভূত হইলেন। সেখান হইতে টোটা গোপীনাথের মন্দিরে গমন করিলেন। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য মামু গোসাঞি তখন টোটা গোপীনাথের সেবাইত। নীলাচল হইতে নরোত্তম নৃসিংহপুরে শ্যামানন্দের স্থানে আগমন করিলেন। তথা হইতে শ্রীখণ্ডে আসিয়া সরকার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। যদিও নরহরি তখন বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলেন, কিন্তু নরোত্তমকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সেখানে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল-বিগ্রহ দেখিয়া নরোত্তম বিমোহিত হইলেন। তথা হইতে যাজিগ্রামে যাইয়া আবার শ্রীনিবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কণ্টক-নগরে গমন করিলেন। দাস গদাধরের তখন মুমূর্ষু অবস্থা। সেখানে গদাধর দাসের গৌরসুন্দর বিগ্রহ দর্শন করিলেন। এরূপ সুন্দর মূর্ত্তি আর কোথাও নাই।

ঠাকুর মহাশয় খেতরীতে ফিরিয়া আসিয়া পিতামাতার চরণে প্রণাম করিলে তাঁহারা আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতা রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাপ, যে কয়েক দিন আমরা বাঁচিয়া থাকি, তুমি আমাদের ছাড়িয়া আর কোথায়ও যাইও না।" নরোত্তম বলিলেন, "আমি তীর্থ করিতে যাই নাই, প্রভুর লীলাস্থানগুলি দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা না দেখিলে প্রাণ ধারণ করিতে পারিতাম না। আমার সে সাধ পূরিয়াছে, আর কোথাও যাইব না।" ইহার পরেই নরহরি ঠাকুর, গদাধর দাস প্রভৃতির অদর্শন হইয়াছিল।

খেতরীতে প্রত্যাগমনের কিছুকাল পরে নরোত্তম ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধামোহন ও রাধাকান্ত—এই ছয়টি শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "এই ব্যাপার উপলক্ষে সপ্তদিবসব্যাপী মহোৎসব হয়। এই মহোৎসবে দেনুড় হইতে বৃন্দাবনদাস, বুধরী হইতে রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ, যাজিগ্রাম হইতে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও গোকুলদাস, শ্রীখণ্ড হইতে জ্ঞানদাস ও নরহরি সরকার, একচক্রা হইতে পরমেশ্বরীদাস, এবং অন্যান্য স্থান হইতে মনোহরদাস প্রভৃতি মহান্ত, পদকর্ত্তা ও কীর্ত্তনীয়াগণের সমাগম হইয়াছিল। এই জন্য রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, এই উৎসব অতীত ইতিহাসের দুনিরীক্ষ্য অচিহ্নিত রাজ্যের একটি পথপ্রদর্শক আলোকস্তম্ভস্বরূপ; ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য বৈষ্ণবের মধ্যে পরিচিত কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখকের অনুসরণ করিতে পারি। এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণব-লেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে। এই উৎসব যে কি এক অদ্ভুত, অলৌকিক ও অসাধারণ ব্যাপার, তাহা ভক্তপ্রবর শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয়কৃত 'নরোত্তমচরিত' পাঠ না করিলে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই।"

ভদ্র মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সব ঠিকই বটে, তবে এই মহামহোৎসবে সমাগত মহান্ত, পদকর্ত্তা, কীর্ত্তনীয়া প্রভৃতির মধ্যে যাঁহাদিগের নাম গ্রন্থাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই নামগুলি লিপিবদ্ধ করা তাঁহার উচিত ছিল। দুঃখের বিষয়, তাহাতো করেনই নাই, বরং সামান্য যে কয়েক জনের নাম দিয়াছেন, তাহার মধ্যেও মস্ত ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, শ্রীখণ্ড হইতে জ্ঞানদাস ও নরহরি সরকার, এবং একচক্রা হইতে পরমেশ্বরী দাস প্রভৃতি গিয়াছিলেন। কিন্তু এই মহোৎসবের কিছুকাল পূর্ব্বে নবদ্বীপের শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, কাটোয়ার গদাধর দাস ও শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার অল্প ব্যবধান মধ্যে পর পর অপ্রকট হন। তাঁহাদিগের বিরহে দেশে তিষ্ঠাইতে না পারিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে চলিয়া যান। আচার্য্য প্রভুকে দেশে আনিবার

জন্য রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন, এবং অবশেষে রামচন্দ্র তাঁহার গুরুদেবকে সঙ্গে করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। এ সকল কথা জগদ্বন্ধুবাবুর ন্যায় বৈষ্ণব-সাহিত্যজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বিস্মৃত হওয়া দুঃখের কথা বলিতে হইবে। আর, পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরীদাস যে একচক্রা হইতে আসেন নাই,—খড়দহ হইতে জাহ্নবাদেবীর সহিত আসিয়াছিলেন,—তাহা জগদ্বন্ধুবাবুই অন্যত্র লিখিয়াছেন। যথা—"ইনি (পরমেশ্বরীদাস) নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রীপাট খড়দহে বাস করেন। কাহার কাহার মতে ইনি শ্রীমতী জাহ্নবা ঠাকুরাণীর মন্ত্র-শিষ্য। খেতরীর মহামেলাতে ইনি জাহ্নবা ঠাকুরাণীর সঙ্গে গিয়াছিলেন।"

ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত গ্রন্থগুলির নাম—প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, সিদ্ধভক্তি চন্দ্রিকা, রসভক্তি চন্দ্রিকা, সদ্ভাবচন্দ্রিকা, স্মরণমঙ্গল, কুঞ্জবর্ণন, রাগমালা, সাধনভক্তি চন্দ্রিকা, সাধ্য-প্রেমচন্দ্রিকা, চমৎকার চন্দ্রিকা, সূর্য্যমণি, চন্দ্রমণি, প্রেমভক্তি চিন্তামণি, গুরুশিষ্যসংবাস ও উপাসনাপটল।

জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন—'প্রার্থনা' গুলির জন্যই নরোত্তম সাহিত্য-জগতে ও বৈষ্ণব-জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ফলতঃ এরূপ প্রাণস্পর্শী, হৃদয়দ্রবকারী, চিত্ত-উন্নতকারী 'প্রার্থনা' জগতের আর কোন ভাষায় ও কোন ধর্ম্মে আছে কি না সন্দেহ। আবার নরোত্তমের 'হাটপত্তন' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধই বা কি সুন্দর, কি ভাবশুদ্ধ, কি মনোহারী; যেন সমস্ত বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সারাংশ নিষ্কাসিত করিয়া ঐ হাটপত্তনের পত্তন হইয়াছে।"

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "নরোত্তমের প্রার্থনা-পদাবলীর সম্বন্ধে জগদ্বন্ধুবাবুর সহিত প্রায় একমত হইলেও, দুঃখের বিষয় যে, আমরা নরোত্তমের নামে প্রচারিত 'হাটপত্তন' নামক পঁয়তাল্লিশটী শ্লোকপূর্ণ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানার সম্বন্ধে জগদ্বন্ধুবাবুর অতিরিক্ত প্রশংসার সমর্থন করিতে পারি না। এই গ্রন্থে হাটপত্তনের রূপকছলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচারের যে সরস বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, উহা বেশ সারগর্ভ, কৌতূহলজনক ও উপভোগ্য বটে, কিন্তু 'যেন সমস্ত বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সারাংশ নিষ্কাশিত করিয়া ঐ হাট-পত্তনের পত্তন হইয়াছে,'—এরূপ মনে করার কোন কারণ দেখা যায় না। আদৌ উহা বৈষ্ণবচূড়ামণি নরোত্তম ঠাকুরের রচিত কি না, সে বিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ আছে।"

ইহার পরে হাট-পত্তনের কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সতীশবাবু বলিতেছেন, "রূপ গোস্বামী ব্রজরসরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণের দ্বারা রসগ্রন্থস্বরূপ যে অলঙ্কার-সমূহ নির্ম্মাণ করিলেন, উহা বৈষ্ণব-মহান্তগণ সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিলেন,—এইরূপ যথার্থ ও সারগর্ভ বর্ণনার পরে 'সোহাগা মিশ্রিত কৈলা' ইত্যাদি পরবর্ত্তী দুর্ব্বোধ্য বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য কি? শ্রীজীব গোস্বামী 'ষট্-সন্দর্ভ' ও 'সর্ব্ব-সংবাদিনী' গ্রন্থের প্রণয়ন দ্বারা বৈষ্ণব-দর্শনের যথেষ্ট উন্নতিবিধান করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে 'থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল' উক্তি কি সেরূপ সঙ্গত হয়? যাহা হউক, তাঁহার 'গোপাল-চম্পূ' নামক সুবৃহৎ রসাত্মক কাব্যখানাকে লক্ষ্য করিয়া যদি এইরূপ উক্তি করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত বৈষ্ণব-আলঙ্কারিক ও কবিদিগের মধ্যে রূপ গোস্বামীর পরেই যাঁহার স্থান সর্ব্ব-বাদি-সম্মত, সুপ্রসিদ্ধ 'অলঙ্কার-কৌস্তভ', 'আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূ' কাব্য ও 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামক নাটকের প্রণেতা সেই কবিকর্ণপূরের নামোল্লেখ না করিয়া, 'নরোত্তম দাস' ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে যাইয়া বৈষ্ণবোচিত দীনতা দূরে থাকুক, সাধারণ শিষ্টাচারের অন্যথাচরণ করা কি নরোত্তম ঠাকুরের ন্যায় বৈষ্ণব-চূড়ামণির পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে? এরূপ

নানা অসম্মতি দর্শনে আমরা 'হাটপত্তন' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানাকে অন্য কোনও পরবর্ত্তী নরোত্তম দাসের রচিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি।

"জগদ্বন্ধুবাবু নরোত্তম ঠাকুরের উপর পূর্ব্বোক্ত যে গ্রন্থগুলির কৃতিত্বের আরোপ করিয়াছেন, উহার সকলগুলি ঠাকুর মহাশয়ের রচিত কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। জগদ্বন্ধুবাবু ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' নামক সুপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানার সম্বন্ধে কোন কথা লিখেন নাই। আমাদের বিবেচনায়, কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত—সকল সম্প্রদায়ের আস্তিক পাঠকদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক উপাদেয় ও সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গলা-সাহিত্যে নিতান্ত বিরল। এই গ্রন্থের অনেক সূক্তি প্রবচন-রূপে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ সূক্তিগুলিতে যথার্থই সর্ব্বশাস্ত্রের সার সঞ্চিত রহিয়াছে।"

রামকেলিতে একদিন নিত্যানন্দকে যে মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "গড়েরহাটে নরোত্তমের নিকট প্রেম থুইব," সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল। কারণ, নরোত্তমের সময় তাঁহার ন্যায় প্রেমিক ভক্ত ও সঙ্গীতজ্ঞ আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি সঙ্গীতের দ্বারা বঙ্গদেশ ভক্তি ও প্রেমে প্লাবিত করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয় স্বরূপ বলা হইত।

পরমানন্দ সেন বা কবিকর্ণপূর। বৈষ্ণব-সাহিত্যে কবিকর্ণপূরের স্থান অনেক উচ্চে। তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যগুলির ভাষা যেরূপ প্রাঞ্জল, ভাবও তেমনি সুমধুর ও উপাদেয় বলিয়া এই গ্রন্থগুলি বৈষ্ণবদিগের মুকুটমণি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতীব দুঃখের বিষয় যে, এ হেন একজন পরমবৈষ্ণব ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থকারের জীবনী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আবার আধুনিক বৈষ্ণবসাহিত্যিকদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তির মধ্যেও পরস্পরে গরমিল এবং অনেক স্থলে প্রমাণের অভাব।

প্রথমতঃ ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় গৌরপদ-তরঙ্গিণীর প্রথম সংস্করণে লিখিয়াছেন, "শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের সাত কি আট বৎসর পূর্ব্বে কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ায় কর্ণপূর জন্মগ্রহণ করেন।" কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য, ১২শ পরিচ্ছেদে দেখিতেছি যে, পরমানন্দ দাসের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন তিনি তাঁহার পিতামাতার সহিত নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করেন। ইহার এক কি দুই বৎসর পরে যদি মহাপ্রভুর অপ্রকট হইয়া থাকে, তাহা হইলে কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শেষাংশে নিম্নলিখিত শ্লোকত্রয়ের সার্থকতা কোথায়? যথা—

"যস্যোচ্ছিষ্টপ্রসাদাদয়মজনি মম প্রৌঢ়িমা কাব্যরূপী
বাগ্দেব্যা যঃ কৃতার্থীকৃত ইহ সময়োৎকীর্ত্ত্য তস্যাবতারম্।
যৎ কর্ত্তব্যং ময়ৈতৎ কৃতমিহ সুধিয়ো যেঽনুরজ্যন্তি তেঽমী
শৃণ্বন্ত্বন্যান্নমামশ্চরিতমিদমমী কল্পিতং নো বিদন্তু ॥১॥
শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাকর্ণিতং
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয়কৃপয়া, বালেন যেয়ং ময়া।
এতাং তৎপ্রিয়মণ্ডলে শিব শিব স্বত্যৈকশেষং গতে
কো জানাতু শৃণোতু কস্তদনয়া কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাম্ ॥২॥

দৃষ্টা ভাগবতাঃ কৃপাপ্যুপগতা তেষাং স্থিতং তেষু চ
জ্ঞাতং বস্তু বিনিশ্চিতং চ কিয়তা প্রেম্নাপি তত্রাসিতম্ ।
জীবদ্ভির্ন মৃতং মৃতৈর্যদি পুনর্মর্ত্তব্যমস্মদ্বিধৈ-
রুৎপন্নৈব ন কিং মৃতং বত বিধে, বামায় তুভ্যং নমঃ ॥৩॥

প্রেমদাস এই তিনটি শ্লোকের যে পদ্যানুবাদ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যদুচ্ছিষ্ট-প্রসাদেতে, প্রৌঢ়িমা হইল চিতে, ইচ্ছা হৈল কাব্য রচিবারে।
বাগ্দেবী বসিয়া মুখে, গৌরলীলা বর্ণে সুখে, দ্বারমাত্র করিয়া আমারে ॥
আমার কর্ত্তব্য যেই, তা আমি করিল এই, সুবুদ্ধি হয়েন যেই জন।
ইথি অনুরাগ তার, গৌরলীলামৃত-সার, নিরবধি করুন্ শ্রবণ ॥
গৌরলীলা যে দেখিনু, তার কিছু বিরচিনু, সত্য এই—না কহি কল্পন।
ইথি রতি নাহি যার, দূরে তারে নমস্কার, তার মুখ না দেখি কখন ॥১॥
শ্রীচৈতন্য-কথামৃত, দেখিনু শুনিনু যত, কোটি গ্রন্থে না যায় বর্ণন।
অজ্ঞান বালক হঞা, আমি তার কৃপা পাঞা, কিছুমাত্র করিল লিখন ॥
গৌর-প্রিয়মণ্ডল, তা দেখিল যে সকল, স্মৃতিপথে গেল তারা সব।
পুস্তকে লিখিল যাহা, সত্য হয় নয় তাহা, অন্য কেবা জানিব শুনিব ॥
অতএব কৃষ্ণ তুমি, সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি, অন্তর্বাহ্য তোমাতে গোচর।
যদি সত্য লিখি আমি, তবে তুষ্ট হয়ে তুমি, প্রীত হবে আমার উপর ॥২॥
চৈতন্যের সঙ্গে যত, মহা মহা ভাগবত, তা সভারে সাক্ষাতে দেখিনু।
আমা অভাগার প্রতি, কৃপা তাঁরা কৈল অতি, তাঁর সঙ্গে নিবাস করিনু ॥
সঙ্গে থাকি তাঁ সভার, বস্তু বিনিশ্চয়ী তাঁর, তত্ত্বজ্ঞান হইল আমার।
সেই সব ভাগবত, না দেখি জীবনমৃত, মৃত্যু না হইল অভাগার ॥
আরে বিধি তুমি বাম, মৃত্যু যদি পরিণাম, সৃষ্টি কৈলে আমা সবাকার।
জন্মিয়া না মৈলু কেনে, দুঃখ পাইতে ক্ষণে ক্ষণে, বাম বিধি তোঁহে নমস্কার ॥৩॥

বৈষ্ণব-সাহিত্য ও লীলাগ্রন্থের পাঠকেরা অবগত আছেন যে, ১৪৫৫ শকে মহাপ্রভুর অপ্রকট ঘটিলে, তাহার কয়েক বৎসরের মধ্যে, একমাত্র অদ্বৈতপ্রভু ভিন্ন অপর সকল প্রধান ভক্তেরা তাঁহার, অনুসরণ করেন। তাহা হইলে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের সময় পরমানন্দের বয়স যদি আট বৎসর হয়, তাহা হইলে তিনি মহাপ্রভুর ও তাঁহার পার্ষদ ভক্তদিগের সহিত সহবাস ও ইষ্টগোষ্ঠী কবে করিলেন, তাহা আমরা সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। আমাদের মনে হয়, প্রভুর অপ্রকটের সময় কবিকর্ণপুরের বয়স তদপেক্ষা অধিক হইয়াছিল।

জগদ্বন্ধুবাবু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, "একবার রথযাত্রার সময় শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুকে দর্শন করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, এবার তোমার একটি আশ্চর্য্য পুত্র জন্মিবে, ঐ পুত্রের নাম পরমানন্দ পুরী গোসাঞী রাখিবে। ইহার ছয় বৎসর পরে শিবানন্দ ঐ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া নীলাচলে আসেন। যখন উভয় দল মিলিত হইল, তখন শিবানন্দের 'পঞ্চম বর্ষীয়' পুত্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৌরাঙ্গপ্রভু কে?"

নগেন্দ্রবাবু ভ্রমবশতঃ ছয় বৎসর ও পরে 'পঞ্চমবর্ষীয়' বালকের কথা লিখিলেও, সতীশবাবুর

এই ভুল সংশোধন না করিয়া ইহা উদ্ধৃত করিবার তাৎপর্য্য কি? যাহা হউক, 'বৈষ্ণবাচার-দর্পণ' গ্রন্থে কবিকর্ণপূরের সম্বন্ধে লেখা আছে,—

গুণচূড়া সখী হন কবিকর্ণপুর। কাঁচড়াপাড়ায় বাস, চৈতন্যশাখা-শূর॥
বৃদ্ধপদাঙ্গুষ্ঠ প্রভু যাঁর মুখে দিলা। পুরীদাস নাম বলি শক্তি সঞ্চারিলা॥

আর প্রেমদাস, কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের যে পদ্যানুবাদ করেন, তাহার শেষে কবিকর্ণপূরের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

অজ্ঞান তিমির পূর, মহাকবিকর্ণপূর, অতি শিশু যখন আছিলা।
প্রভুস্থানে নীলাচলে, গেলা চাপি পিতৃকোলে, নেত্র ভরি চৈতন্যে দেখিলা॥
গতি হস্ত জানু যুগে, প্রভুপাদপদ্ম আগে, আনন্দে করিলা পরণাম;
দেখি প্রভু হৈলা তুষ্ট, দক্ষিণ-চরণাঙ্গুষ্ঠ, তার মুখে দিলা ভগবান॥
হস্তে ধরি শ্রীচরণ, অঙ্গুলি চোষেণ ঘন, প্রভুর পার্ষদগণ হাসে।
নিজ পুত্রে কৃপা দেখি, শিবানন্দ হৈয়া সুখী, উর্দ্ধবাহু নাচেন হরিষে॥
উচ্ছিষ্ট চরণামৃত, শ্রীচৈতন্য কদাচিত, নিজেচ্ছায় না দেন কাহারে।
সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া, নিজোচ্ছিষ্ট আনাইয়া, আপনে দিলেন কর্ণপূরে॥
কৃপামৃতে সিক্ত কৈলা, না পড়ি পণ্ডিত হৈলা, জানিল সকল শাস্ত্রনীত।
সপ্ত বৎসরের যবে, কাব্য বলিলেন তবে, তার নাম চৈতন্যচরিত॥
পূর্ব্বে অলঙ্কার যত, অসৎ কথা সুঘটিত, দেখি শুনি ঘৃণা উপজিল।
দিয়া কৃষ্ণলীলা-সার, কৈল গ্রন্থ অলঙ্কার, কৌস্তুভ তাহার নাম থুইল॥
যে বর্ণিলা কৃষ্ণলীলা, কর্ণপূর গ্রন্থ কৈলা, আর্য্যাশত তার হৈল নাম।
শ্রীআনন্দ-বৃন্দাবন, চম্পূ নাম গ্রন্থ আন, ব্রজলীলা বর্ণন প্রধান॥
প্রভু-কৃপা-গুণ দেখি, গজপতি হঞা সুখী, গৌরলীলা বর্ণিতে কহিল।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, নাটক অমৃতময়, রাজার বচনে যে রচিল॥
নাটক করিয়া শেষে, প্রভু-কৃপা পরকাশে, তিন শ্লোক করিলা রচন।
শ্রীচৈতন্য-পদ-কঞ্জে, অনুরাগে মনঃ রঞ্জে, আদ্য শ্লোকে করিল বর্ণন॥

সেই তিনটী শ্লোক পদ্যানুবাদ সহ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। এক্ষণে পরমানন্দ সেন ওরফে কবিকর্ণপূরের কাহিনী কিছু বলিতেছি। ইঁহারা ছিলেন তিন ভ্রাতা—চৈতন্যদাস, রামদাস ও পরমানন্দদাস। ইঁহাদের পিতা শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ায় পরমানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। কাঁচড়াপাড়া সম্ভবতঃ কবিকর্ণপূরের মাতুলালয়। পরমানন্দের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন রথযাত্রা উপলক্ষে সস্ত্রীক শিবানন্দ তাঁহাকে লইয়া গৌড়ের ভক্তবৃন্দ সহ নীলাচলে গমন করেন। তাঁহারা নীলাচলে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু নীলাচলের ভক্তমণ্ডলী সহ তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। নরেন্দ্র সরোবরের সন্নিকটে উভয় দলের সাক্ষাৎ হইল। তখন বালক মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য আগ্রহ সহকারে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৌরাঙ্গ প্রভু কৈ?" তাহাতে শিবানন্দ সেন যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা কবিকর্ণপূর পরে তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণনা করেন,—

"বিদ্যুদ্দামদ্যুতিরতিশয়োৎকণ্ঠকণ্ঠীরবেন্দ্র-
ক্রীড়াগামী কনকপরিঘপ্রাধিমোদ্দামবাহুঃ।

সিংহগ্রীবো নবদিনকরদ্যোতবিদ্যোতিবাসাঃ
শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফুরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ ॥"

অর্থাৎ "বিদ্যুদ্দামকান্তি, উৎকণ্ঠিত মৃগেন্দ্রগতি, স্বর্ণ-পরিঘসম দীর্ঘোন্নত বাহু, সিংহগ্রীব, অরুণ-কিরণ-কান্তিবাসা ঐ শ্রীগৌরাঙ্গদেব সম্মুখে রহিয়াছেন। প্রণাম কর, প্রণাম কর।"

পুত্রকে লইয়া কি করিয়া প্রভুর চরণে উপস্থিত হইবেন, শিবানন্দ তাহাই ভাবিতেছিলেন; কারণ, প্রভুর গৃহে সর্ব্বদা বহু লোকের সমাগম। কয়েক দিন পরে সেই শুভ সুযোগ উপস্থিত হইল। কারণ, শিবানন্দ যে বাসাবাটীতে স্ত্রী পুত্র সহ বাস করিতেছিলেন, তাহার সম্মুখ দিয়া একদা তিনটি ভক্ত সহ প্রভু যাইতেছিলেন। ইহা দেখিয়া শিবানন্দ ও তাঁহার স্ত্রী অগ্রবর্ত্তী হইয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন ও করযোড়ে বলিলেন, "প্রভো, একবার দাসানুদাসের গৃহে পদধূলি দিতে আজ্ঞা হয়।" "তোমার যাহা অভিরুচি" বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ শিবানন্দের বাটীতে পদার্পণ করিলেন। তখন শিবানন্দ তাঁহার সেই সপ্তমবর্ষীয় পুত্রকে আনিয়া প্রভুর চরণ-প্রান্তে রাখিয়া বলিলেন, "ভগবন্, এই আপনার সেই বরপুত্র। আপনার আজ্ঞাক্রমে ইহার নাম পরমানন্দ দাস রাখিয়াছি।" ইহাই বলিয়া পুত্রকে বলিলেন, "প্রণাম কর"। বালক মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলে, প্রভু বলিলেন, "তোমার দিব্য পুত্র হইয়াছে।" তাহার পর স্নেহার্দ্র হইয়া তাহার মস্তকে চরণ দিতে গেলে, পরমানন্দ, সম্ভবতঃ ইহার তাৎপর্য্য না বুঝিতে পারিয়া, মস্তক অবনত না করিয়া মুখব্যাদান করিল। তখন প্রভু আপন বৃদ্ধচরণাঙ্গুষ্ঠ বালকের মুখে দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, বালক ইহাতে কোন আপত্তি না করিয়া, কিম্বা বিরক্ত না হইয়া, দুই হস্তে শ্রীচরণ ধরিয়া, শিশু সন্তান যেমন স্তনপান করে, সেই ভাবে অতি আরামের সহিত অঙ্গুষ্ঠ চুষিতে লাগিল।

বালকের মুখের মধ্যে চরণাঙ্গুষ্ঠ দিবার সময় শ্রীগৌরাঙ্গ একটি শ্লোক বলিয়াছিলেন। কবিকর্ণপূর সেই শ্লোকটী তাঁহার রচিত "আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূ"তে লিপিবদ্ধ করেন। শ্লোকটি এই—

"বৎসাস্বাদ্য মুহুঃ স্বয়া রসনয়া প্রাণস্য সংকাব্যতাম্। দেয়ং ভক্তজনেষু ভাবিষু সুরৈর্দুষ্প্রাপমেতৎ ত্বয়া ॥"

অর্থাৎ—"হে বৎস! তুমি স্বীয় বাসনা দ্বারা এই অঙ্গুলি আস্বাদন করিয়া সংকবিত্ব প্রাপ্ত হইলে। এই দেবদুর্ল্লভ কবিত্ব ভক্তজনমধ্যে প্রচার করিও।" পরমানন্দ লিখিয়াছেন, "এই কথা বলিয়া প্রভু তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠ আমার বদনে দিলেন।"

তাহার পর প্রভু বালকের মুখ হইতে অঙ্গুষ্ঠ বাহির করিয়া, তাহাকে বলিলেন, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।" বালক কোন কথা বলিল না, চুপ করিয়া রহিল। এই প্রকারে প্রভু পর পর তিন বার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না,—বালক নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। ইহাতে তাহার মাতা পিতা ব্যগ্র হইয়া পুত্রকে 'কৃষ্ণ' বলাইবার জন্য প্রথমে অনুনয়-বিনয়, এবং পরে তাড়না ভয় প্রদর্শন প্রভৃতি নানাবিধ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন প্রভু যেন বিস্ময়ভাব দেখাইয়া ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "হায়! আমি বিশ্বসংসারকে কৃষ্ণনাম বলাইলাম, আর এই সামান্য বালককে পারিলাম না!"

প্রভুর সঙ্গে স্বরূপ দামোদর ছিলেন; তিনি বলিলেন, "প্রভু, আপনি বালককে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র দিলেন, সে উহা কিরূপে প্রকাশ করিয়া উচ্চারণ করিবে?" এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "তাই কি হবে?"

আর দিন প্রভু কহে পড় 'পুরীদাস'। কি আশ্চর্য্য! এই কথা বলিবামাত্র বালক উঠিয়া

দাঁড়াইল এবং করযোড়ে একটি শ্লোক তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া পড়িতে লাগিল। পরমানন্দের সেই শ্লোকটি এই,—

"শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম। বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥" অর্থাৎ—"যিনি (ব্রজযুবতীগণের) কর্ণের কুবলয়, নয়নের সুরস অঞ্জন, বক্ষঃস্থলের নীলকান্তমণি, বৃন্দাবন রমণীদিগের অখিল ভূষণস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন!"

বালকের মুখে এই অপূর্ব্ব শ্লোক শুনিয়া তাহার পিতামাতা ও উপস্থিত ভক্তগণ আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

তখন প্রভু বলিলেন, "বৎস! তুমি শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন-তরুণীদের কর্ণযুগলের কুবলয় অর্থাৎ নীলোৎপল-ভূষণ বলিয়া বর্ণনা করিলে। তোমার এই কবিতা অতি সুন্দর ও সর্ব্বতোভাবে কবিগণের কর্ণ-ভূষণ হওয়ার উপযুক্ত। অতএব অদ্য হইতে তোমার নাম হইল 'কবিকর্ণপূর'।

পরমানন্দ দাসের "পুরীদাস" নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "পরমানন্দ সেন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্ববৎসরে শিবানন্দ সেন রথযাত্রার সময়ে সস্ত্রীক নীলাচলে গমন করেন। তথায় শিবানন্দের পত্নী ঋতুমতী হইলে শিবানন্দ মহাসমস্যায় পতিত হন। কেন না, তীর্থস্থানে স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ; অথচ ঋতুকালে রোগাদি প্রতিবন্ধক কারণ না থাকিলে পত্নীর ঋতু-রক্ষা না করিলেও প্রত্যবায় দেখা যায়। শিবানন্দ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ও লজ্জাহেতু শ্রীমহাপ্রভুর নিকট এ সম্বন্ধে উপদেশ চাহিতে পারিলেন না। কিন্তু অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু শিবানন্দের মনোগত সমস্যার বিষয় স্বয়ং অবগত হইয়া শিবানন্দের সন্দেহ নিরাসের জন্য তাঁহাকে বলিলেন, "এবার তোমার যেই হইবে কুমার। 'পুরীদাস' বলি নাম ধরিবে তাহার॥" পুরীতে মাতৃগর্ভে পরমানন্দের সঞ্চার হইবে বলিয়া, তাঁহার 'পুরীদাস' নাম রাখিতে হইবে, প্রভুর আজ্ঞার ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে পারায়, শিবানন্দের সকল সংশয় দূর হইল; এবং পুরীধামেই মাতৃগর্ভে পরমানন্দের সঞ্চার হইয়া যথা-সময়ে তিনি স্বদেশে ভূমিষ্ঠ হন।"

সতীশবাবু এই কাহিনী কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, তাহা বলেন নাই। চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য, ১২শ পরিচ্ছেদ হইতে তিনি উল্লিখিত পয়ার উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে আছে যে, শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স যখন ৭ বৎসর, তখন তিনি তাঁহার তিনটী পুত্রকে লইয়া সস্ত্রীক গৌড়ের বহু পুরুষ ও রমণী ভক্ত সহ রথযাত্রা উপলক্ষে প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে গমন করেন। নীলাচলে আসিয়া—

"শিবানন্দ তিন পুত্র গোসাঞিকে মিলাইলা। শিবানন্দ সম্বন্ধে সভায় বহু কৃপা কৈলা॥
ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিলা। পরমানন্দ দাস নাম, সেন জানাইলা॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু স্থানে আইলা। তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা॥
এবার তোমার যেই হইবে কুমার। 'পুরীদাস' বলি নাম ধরিবে তাহার॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেইত কুমার। শিবানন্দ ঘরে গেল জন্ম হৈল তার॥
প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস। 'পুরীদাস' বলি প্রভু করে পরিহাস॥
শিবানন্দ সেই বালক যবে মিলাইল। মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল॥

*উদ্ধৃত কবিতা হইতে সতীশবাবুর কাহিনী সপ্রমাণ হইতেছে না। কারণ, শিবানন্দ তাঁহার তিন পুত্রকে লইয়া সস্ত্রীক যে বার নীলাচলে গিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে শিবানন্দ সস্ত্রীক আর

কখনও যে নীলাচলে গিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং এই অদ্ভুত উক্তির কোন মূল আছে কি না সন্দেহ। সম্ভবতঃ তিনি ইহা কোন বাউলের পুথিতে দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু সতীশবাবু "কৌতুহলী" পাঠকদিগের অবগতির জন্য 'পুরীদাস' নামের "রহস্য" যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, মহাপ্রভুর উপর এই জঘন্য রহস্য আরোপ করা তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট বৈষ্ণবেরা আশা করেন নাই।

কবিকর্ণপূর সংস্কৃত কাব্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু 'পরমানন্দ' ভণিতাযুক্ত যে সকল বাঙ্গালা ও ব্রজবুলির পদ বৈষ্ণব-পদাবলীতে আছে, সেগুলি যদি কবিকর্ণপূরের রচিত হয়, তাহা হইলে তিনি যে একজন উচ্চদরের পদকর্ত্তাও ছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'পরমানন্দ' বলিয়া অপর কোন পদকর্ত্তার নাম পাওয়া যায় না, সেই জন্য পরমানন্দ-ভণিতাযুক্ত পদগুলি কর্ণপূরের রচিত বলিয়াই মনে হয়। "পরশমণির কি দিব তুলনা" পদটী প্রকৃতই 'পরশমণি' এবং 'অতুলনীয়'।

পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী দাস। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি, একাদশে আছে, "পরমেশ্বরদাস—নিত্যানন্দৈক-শরণ। কৃষ্ণভক্তি পায়, তাঁরে যে করে সম্মান।" চৈঃ ভাঃ, অন্ত্যে—"নিত্যানন্দ-জীবন পরমেশ্বর দাস। যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস॥ কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরদাস—দুই জন। গোপভাবে হৈ হৈ করে সর্ব্বক্ষণ॥ পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস। যাঁহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।" শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায়—"পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দিব সমাধানে। শৃগালে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তন স্থানে॥"

পরমেশ্বরদাস জাতিতে বৈদ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'কেত' বা কাউগ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দের গণ; এবং তাঁহার সহিত নবদ্বীপ, শান্তিপুর, অম্বিকা, কাটোয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া খেতরীর মহোৎসবে যোগদান করেন। তিনি দুই বার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। জাহ্নবা ঠাকুরাণীর আদেশে তড়া-আটপুরে ইনি শ্রীরাধা গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে ইহার দুইটী মাত্র পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং দুইটীই 'পরমেশ্বরী দাস-ভণিতাযুক্ত।

পুরুষোত্তম দাস। নিত্যানন্দ প্রভুর শাখায় দুই জন ও অদ্বৈতাচার্য্যের শাখায় দুই জন—মোট চারি জন পুরুষোত্তম দাসের বিবরণ 'দেবকীনন্দন' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী নামে শ্রীনিবাসাচার্য্য-তনয় গতিগোবিন্দের শাখাভুক্ত একজন ছিলেন। পুরুষোত্তম দত্ত ও পুরুষোত্তম সঞ্জয় ছিলেন নিমাই পণ্ডিতের ব্যাকরণের ছাত্র।

প্রসাদদাস। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন,—"তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী ভক্তগণ মধ্যে প্রসাদদাস নামে অনেক ব্যক্তি ছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য এক প্রসাদদাস বৈরাগীর নাম নরোত্তমবিলাসে পাওয়া যায়। রসিকমঙ্গলে শ্যামানন্দ-পরিবার-গণনায়ও এক প্রসাদদাসের নাম দৃষ্ট হয়; এবং কর্ণানন্দে আচার্য্য প্রভুর শাখা-গণনায় একাধিক প্রসাদদাসের নাম আছে।"

তত্ত্বনিধি মহাশয় যদিও লিখিয়াছেন, কর্ণানন্দে আচার্য্য প্রভুর শাখা-গণনায় একাধিক প্রসাদদাসের নাম আছে, কিন্তু করুণাময় দাসের পুত্র ভিন্ন আর কোন প্রসাদদাসের নাম আমরা ইহাতে দেখিতে পাই নাই। কর্ণানন্দে আছে, "করণকুলেতে জন্ম অতি শুদ্ধাচার। করুণাকর দাসের পুত্র দুই সহোদর॥ প্রভু-গৃহে পত্র দোঁহে সদায় লিখয়। এই হেতু 'বিশ্বাস' দিল দয়াময়॥ জ্যেষ্ঠ শ্রীজানকীরাম দাস মহাশয়। তাঁরে কৃপা করিলেন প্রভু দয়াময়॥" তাঁহার অনুজ প্রসাদদাসে কৃপা

কৈলা। প্রভুকৃপা পাঞা দোঁহে মহাভক্ত হৈলা॥ পূর্ব্বে ইহাদের ছিল 'মজুমদার' পদবী। প্রভু-দত্ত এবে হৈল 'বিশ্বাস' খেয়াতি॥"

তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, "ইহাদের বাড়ী বিষ্ণুপুর, এবং আচার্য্য প্রভুর কৃপায় এই প্রসাদদাসই 'কবিপতি' হইয়া উঠেন"—এই দুইটী তথ্য তিনি কোথা হইতে আবিষ্কার করিলেন, তাহা তাঁহার প্রকাশ করা উচিত ছিল। আমাদের মনে হয়, 'কবিপতি' কথাটী তিনি উধোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। কারণ, 'প্রভু-দত্ত এবে হৈল বিশ্বাস খেয়াতি'—এই কথার পরেই আছে,— "তথাতে করিলা দয়া বল্লবী কবিপতি। পদাশ্রয় পাই যিঁহো হইলা সুকৃতী॥" ইহার সহিত প্রসাদদাসের যে কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা পরবর্ত্তী চরণগুলি পাঠ করিলে পরিস্কার বুঝা যায়। যথা— "তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর দুই মহাশয়। জ্যেষ্ঠ রামদাস প্রতি হইলা সদয়॥ মধ্যম গোপালদাস প্রতি কৃপা কৈলা। তিন সহোদরে প্রভুর বড় দয়া হৈলা॥"

প্রেমবিলাসে আছে—"করণ-কুলোদ্ভব করুণাদাস মজুমদার। তাঁর দুই পুত্রে কৃপা করিলা প্রচার॥ জানকী, রামদাস, আর 'প্রকাশদাস' নাম। আচার্য্য-পত্রলেখক বলি 'বিশ্বাস' খ্যাতি পান॥" এখানে 'প্রসাদ' দাসের স্থানে 'প্রকাশ' দাস আছে। কোন্‌টি ঠিক? 'কবিপতি'র ধাঁধাঁ এখানে আরও পরিস্কার হইয়াছে। প্রেমবিলাসে উল্লিখিত চারিটি চরণের পরেই আছে—"রামদাস, গোপালদাস, বল্লবী কবিপতি। আচার্য্যের শিষ্য তিনি—বুদ্ধে বৃহস্পতি॥" যাহাই হউক, পদকর্ত্তা প্রসাদদাস যে কে, তাহা স্থিরীকৃত হইল না।

প্রেমদাস। 'বংশীশিক্ষা' গ্রন্থে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"গোরা যবে প্রকট আছিলা।
বৃদ্ধ শ্রীপ্রপিতামহ, শ্রীকুলনগরে সেহ, গৃহাশ্রমে বর্ত্তমান হৈলা॥
কশ্যপ মুনির বংশ, বিপ্রকুল অবতংস, জগন্নাথ মিশ্র তাঁর নাম।
তাঁর পুত্র কুলচন্দ্র, নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ, তাঁর পুত্র গঙ্গাদাসাখ্যান॥
তাঁর ছয় পুত্র ছিলা, তিন ভ্রাতা কৃষ্ণ পাইলা, তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট।
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দরাম, রাধাচরণ মধ্যম, রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্মনিষ্ঠ॥
কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম, গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্তবাগীশ বলি, নাম দিলা বিজ্ঞাবলী, কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ॥"

বর্দ্ধমান জেলার ই-আই-রেলের পানাগড় ষ্টেশন হইতে ৩।৪ ক্রোশ দূরে কুলগ্রাম। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রেমদাসের জন্ম, এরূপ অনুমান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।" কিন্তু 'বংশীশিক্ষা'য় আছে, "শকাদিত্য ষোল শত চৌত্রিশ শকেতে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় রচিনু সুখেতে॥ ষোল শত অষ্টত্রিংশ শকের গণন। শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষাগ্রন্থ করিল বর্ণন॥" অর্থাৎ ১৬৩৪ শকে তিনি কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের পদ্যানুবাদ করেন; এবং ইহার চারি বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৬৩৮ শকে তাঁহার মৌলিক-কাব্য শ্রীবংশীশিক্ষা রচিত হয়। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার জন্ম হইলে প্রায় ৮৪ বৎসর বয়সে চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের অনুবাদ ও ৮৮ বৎসর বয়সে শ্রীবংশীশিক্ষা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই বৃদ্ধবয়সে বংশীশিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করা কত দূর সম্ভবপর, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

সেই জন্য মনে হয়, প্রেমদাসের জন্ম ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে না হইয়া, আরও পরে অর্থাৎ ১৫৭৫ শকের কাছাকাছি হওয়া সম্ভবপর।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের পদ্যানুবাদে প্রেমদাস যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে লেখা আছে, "যবে ষোল বর্ষ বয়ঃ, তবে হৈল ভাগ্যোদয়, গিয়াছিনু মথুরামণ্ডলে।" ১৬ বৎসর বয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন ও গুরুদত্ত প্রেমদাস নাম গ্রহণ করিয়া তিনি নানা তীর্থ পর্য্যাটন করেন; শেষে তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। সেই সময় কৃষ্ণচরণ গোস্বামী নামক জনৈক ভক্ত বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দিরাধিকারী ছিলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে প্রেমদাস গোবিন্দজীউর সূপকার-পদে নিযুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর সেখানে অবস্থান করেন। শেষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৃন্দাবনে যাইয়া তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া আনেন। তাঁহার ন্যায় নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও অভিজ্ঞ এবং সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধিধারী পণ্ডিত যে এই সামান্য কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, ইহাতেই অনুমিত হয়, তাঁহার মনে বৈরাগ্যভাব তখন কিরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল। দেশে ফিরিয়া তিনি শান্তিপুর হইয়া নবদ্বীপে গমন করেন। কথিত আছে, সেখানে স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার গৌরলীলা বর্ণনা করিবার প্রবল বাসনা মনে জাগিয়া উঠে, এবং সেই সময় হইতে তিনি গৌরাঙ্গের নানাবিধ লীলা প্রত্যক্ষ দর্শকের ন্যায় বর্ণনা করেন। এই পদগুলি বাসুঘোষ প্রভৃতির লীলাবিষয়ক পদ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। আবার তাঁহার 'প্রার্থনা' পদগুলি পাঠ করিবার সময় মনে হয়, যেন ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' পাঠ করিতেছি। প্রেমদাস শ্রীপাট বাগ্‌নাপাড়ার রামচন্দ্র গোস্বামার অনুশিষ্য। তাঁহার 'বংশীশিক্ষা' শ্রীপাট বাগ্‌নাপাড়ার ইতিবৃত্ত-মূলক কবিতা-গ্রন্থ।

জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "প্রেমদাস ও প্রেমানন্দদাস যদি একব্যক্তি হয়েন, তবে ইঁহার 'মনঃশিক্ষা' নামে আর একখানি খণ্ডকাব্য আছে। প্রেমানন্দদাসের এই 'মনঃশিক্ষা' জগদ্বন্ধুবাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া গৌরপদতরঙ্গিণীর সঙ্গে সঙ্গে ১৩১০ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরি-তত্ত্বনিধি মহাশয় ১৩১০ সালের ৯ই শ্রাবণ তারিখের 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা'য় একটী গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া পরিস্কার ভাবে প্রমাণ করেন যে, প্রেমদাস ও প্রেমানন্দদাস বিভিন্ন ব্যক্তি। সম্ভবতঃ ইহা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে জগদ্বন্ধুবাবু গৌরপদতরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় প্রেমদাসের বিবরণ লিখিয়াছিলেন, এবং শেষে তাহা সংশোধন করিতে বিস্মৃত হন।

বলরামদাস। বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বলরামদাস অন্যতম। কিন্তু পদকর্ত্তা বলরামদাস যে কে, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "বলরামদাস লইয়া সাহিত্য-জগতে বিষম গোল। আমরা ১৯ জন বলরামের সন্ধান পাইয়াছি। ইহার মধ্যে মাত্র দুই জনের বিস্তারিত জীবনী লিখিব; কারণ, যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, ইঁহারাই কবি ও পদকর্ত্তা।" এই দুই জন হইতেছেন (১) প্রেমবিলাস রচয়িতা ও (২) দ্বিজ বলরাম দাস।

(১) প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের নামান্তর বলরাম দাস। প্রেমবিলাসে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই :—

"মাতা সৌদামিনী, পিতা আত্মারাম দাস। অম্বষ্ঠকুলেতে জন্ম, শ্রীখণ্ডেতে বাস ॥
আমি এক পুত্র, মোরে রাখিয়ে বালক। পিতামাতা দোঁহে চলি গেলা পরলোক ॥

অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার। রাত্রিতে স্বপন এক দেখি চমৎকার ॥
জাহ্নবা-ঈশ্বরী কহে কোন চিন্তা নাই। খড়দহে গিয়া মন্ত্র লহ মোর ঠাঁই ॥
স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈলা আগমন। ঈশ্বরী করিলা মোরে কৃপার ভাজন ॥
বলরাম দাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিলা। এবে নিত্যানন্দদাস শ্রীমুখে রাখিলা ॥"

ইঁহার দীক্ষাগুরু জাহ্নবা ঠাকুরাণী ও শিক্ষাগুরু বীরচন্দ্রপ্রভু। যথা প্রেমবিলাসে—"বীরচন্দ্র মোর শিক্ষাগুরু হন।"

প্রেমবিলাসের প্রত্যেক বিলাসের শেষে এইরূপ আছে, "শ্রীজাহ্নবা-বীরচন্দ্র-পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥" জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের পূর্ব্বাশ্রমের নাম 'বলরাম দাস'। ইঁহার বিষয় বৈষ্ণব-গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। যথা—

"প্রেম-রসে মহামত্ত বলরাম দাস। যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ॥" (চৈঃ ভাঃ)
"বলরাম দাস কৃষ্ণ-প্রেমরসাস্বাদী। নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম-উন্মাদী॥" (চৈঃ চঃ)
"সঙ্গীত-কারক বন্দো বলরাম দাস। নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁর অধিক বিশ্বাস॥" (বৈঃ বঃ)

উল্লিখিত চরণগুলি প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের নামান্তর বলরাম দাস-সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না; কারণ, চরণগুলি যখন লিখিত হয়, তখন এই বলরাম দাসের জন্মই হয় নাই। ইহার আরও কারণ আছে। নিত্যানন্দ দাস প্রেববিলাসে নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, শৈশবাবস্থায় তিনি পিতৃমাতৃহীন হন এবং সেই অনাথ অবস্থায় স্বপ্নে জাহ্নবা দেবীর কৃপা লাভ করিয়া, তাঁহার নিকট গমন করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বালককে দীক্ষা দিয়া নিজের কাছে রাখেন। নিত্যানন্দদাস দীক্ষাগ্রহণের পর গ্রন্থ রচনা করেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহার কোন গ্রন্থ বা পদ রচনা করা সম্ভবপর নহে; কারণ, তখন তিনি অত্যন্ত শিশু ও বিদ্যাশিক্ষাবিহীন। তিনি আত্মপরিচয় দিবার সময় ভিন্ন, তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের 'বলরাম দাস' নাম অপর কোন স্থানে উল্লেখ করেন নাই। কোন বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা, দীক্ষাগ্রহণের পর, স্বরচিত কোন পদে বা গ্রন্থে, গুরুদত্ত নাম ভিন্ন, পূর্ব্বাশ্রমের নাম ব্যবহার করিয়াছেন, এরূপ জানা যায় না। অপর "নিত্যানন্দ নামে পরম উন্মাদী" এবং "নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁর অধিক বিশ্বাস," এই চরণদ্বয়ের পোষকতায় নিত্যানন্দ সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহার প্রেমবিলাস প্রভৃতি কোন গ্রন্থে নাই। আরও একটী কথা। প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস যদি বিখ্যাত পদকর্ত্তা বলরাম দাস হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থাদির মধ্যে তাঁহার স্ব-রচিত পদ দুই একটীও অন্তত থাকিত। এই সকল কারণে আমাদের মনে হয়, 'বলরাম দাস' নামক যে পদকর্ত্তা বৈষ্ণব-জগতে খ্যাতি লাভ করেন, তিনি প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের নামান্তর বলরাম দাস নহেন।

পদকল্পতরুর মঙ্গলাচরণে বৈষ্ণবদাস-ভণিতাযুক্ত একটী পদে নিম্নলিখিত চরণদ্বয় আছে। যথা—"কবি-নৃপ-বংশজ, ভুবন-বিদিত-যশ, জয় ঘনশ্যাম বলরাম। ঐছন দুহুঁ জন, নিরুপম গুণগণ, গৌর-প্রেমময়-ধাম॥" এই বলরাম কে?

রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, 'বলরাম দাস গোবিন্দদাসের ভাগিনেয় ছিলেন।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—"যে বলরাম কবিরাজ নরোত্তম-বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইনিই বৈষ্ণব-বন্দনায় 'সঙ্গীত-কারক' ও 'নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।"

দীনেশবাবু তৎপরে লিখিয়াছেন—"প্রেমবিলাস-রচক বলরামদাস বৈদ্য এবং স্পষ্টতঃই নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত। সুতরাং 'পদকর্ত্তা বলরামদাস' ও 'প্রেমবিলাস-রচক বলরামদাস' অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে।" পদকর্ত্তা বলরাম ও প্রেমবিলাস-রচক যে অভিন্ন ব্যক্তি নহেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, "প্রেমবিলাস-রচক বলরাম (নিত্যানন্দ নামধারী) এবং পদকর্ত্তা বিখ্যাত বলরামদাস এক ব্যক্তি কি না, তৎসম্বন্ধে কাহারও কাহারও কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। কিন্তু পদকর্ত্তা বলরাম যে কবিরাজ-বংশীয় এবং তিনি গোবিন্দদাসের ভাগিনেয় ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন দ্বিধা নাই। পদকল্পতরুর প্রমাণ আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না।"

সতীশবাবু লিখিয়াছেন,—"পদকর্ত্তা বলরাম কবিরাজ গোবিন্দদাসের ভাগিনেয় ছিলেন, এই প্রয়োজনীয় নূতন তথ্যটা সেন মহাশয় কোথায় পাইয়াছেন, তাহা তিনি লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত লেখার ভাবে বুঝা যায়, যেন ঐ তথ্যটাও পদকল্পতরুতে আছে। কিন্তু উহাতে ঐরূপ কোন প্রসঙ্গ নাই। পদকল্পতরু-কার বৈষ্ণবদাস, বলরামদাসকেও ঘনশ্যামের ন্যায় 'কবি-নৃপ-বংশজ' অর্থাৎ কবিরাজ-বংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যাম সেই একই কবিরাজ-বংশীয় হইতে পারেন না। যদি তিনি ভিন্ন-গোত্র অন্য কোন কবিরাজ-বংশজাত হইয়া থাকেন, তবে (সেন মহাশয়ের পক্ষে) পদকল্পতরুর ঐরূপ উল্লেখ সঙ্গত বিবেচনা হয় না। সেন মহাশয় তাঁহার উক্তির পোষকতায় কোন প্রমাণ না দেওয়ায় মনে হয় যে, তিনি কোন কিংবদন্তীর উপর বিশ্বাস করিয়াই পদ-কর্ত্তা বলরামদাসকে নিঃসন্দেহে গোবিন্দ কবিরাজের ভাগিনেয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বস্তুতঃ বলরাম নামে গোবিন্দদাসের কোন ভাগিনেয় থাকিলে, এবং কিংবদন্তী অনুসারে তিনিও স্বনামপ্রসিদ্ধ মাতুল গোবিন্দদাসের অনুকরণে পদ-রচনা করিলে, তাঁহার রচিত কোন কোন পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই অভিনব তথ্যটার পোষক কোন উল্লেখ না পাওয়ায়, আমরা সেন মহাশয়ের ঐ উক্তির অনুমোদন করিতে পারিলাম না। আমরা আশা করি, সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণে এই কৌতূহল-জনক তথ্যের মূল কি, উহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।"

সেন মহাশয়ের 'কৌতূহল-জনক' তথ্য সম্বন্ধে সতীশবাবুর ব্যঙ্গোক্তি কতকটা অশোভনীয় হইলেও, দীনেশবাবুর ন্যায় প্রবীণ ও বিজ্ঞ সাহিত্যিকের পক্ষে এই ভাবে যুক্তি তর্ক করাও যে আদৌ শোভনীয় নহে, তাহা বলাই অধিকন্তু।

ঘনশ্যাম ও বলরামকে 'কবি-নৃপ-বংশজ' বলা হইয়াছে। এখানে 'কবি-নৃপ-বংশজ' অর্থ 'কবিরাজ-বংশজ' হইলে এ সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। ঘনশ্যাম যে গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। আর বৈষ্ণবদাসের উল্লিখিত চরণদ্বয় পাঠ করিলে মনে হয়, ঘনশ্যাম ও বলরাম সমসাময়িক। এই বলরামের বিশেষ কোন পরিচয় কেহ দিতে পারেন নাই। তবে প্রেমবিলাসে রামচন্দ্র কবিরাজের শাখা-বর্ণনায় আমরা পাইতেছি, "আর শাখা 'বলরাম কবিপতি' হয়। 'পরম পণ্ডিত' তিঁহো 'বুধরী' আলয়।" ইহাতে জানা যাইতেছে যে, রামচন্দ্র কবিরাজের শাখা-বর্ণনায় এক বলরামের নাম আছে; তাঁহার উপাধি 'কবিপতি' ছিল; তিনি 'পরম পণ্ডিত' ছিলেন; এবং 'বুধরী'তে তাঁহার বাড়ী ছিল। রামচন্দ্র কবিরাজ ও তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজও বুধরীতে বাস করিতেন। এই বলরাম যখন রামচন্দ্রের শিষ্য, তখন তিনি ও ঘনশ্যাম

সমসাময়িক হইতে পারেন; এবং তিনি যখন কবিপতি উপাধিধারী ও পরম পণ্ডিত, তখন তিনিও যে পদকর্ত্তা ছিলেন, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আবার বৈষ্ণবদাস যখন বলিতেছেন, "কবি-নৃপ-বংশজ, ভুবন-বিদিত-যশ, জয় ঘনশ্যাম বলরাম", তখন এই বলরাম কবিরাজ যে রামচন্দ্র কবিরাজের শাখা তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ এই বলরাম কবিরাজের নাম নরোত্তম-বিলাসের কয়েক স্থানে পাওয়া যাইতেছে। বলরাম কবিরাজের বাড়ী যে খেতরীর সন্নিকট পদ্মার অপর পারে ছিল, এ কথাও নরোত্তম-বিলাসে আছে। আর বুধরী যে 'খেতরীর সন্নিকট' পদ্মার অপর পারে, ইহাও ঠিক। আবার, কর্ণানন্দ গ্রন্থে শ্রীনিবাসাচার্য্যের শাখাবর্ণনায় লেখা আছে, "শ্রীবলরাম কবিরাজাদি উপশাখাগণ।" ইহাও সত্য; কারণ, বলরাম কবিরাজ হইতেছেন রামচন্দ্রের শিষ্য, এবং রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের শিষ্য। সুতরাং বৈষ্ণবদাস যে বলরামকে কবি-নৃপ-বংশজ, ভুবন-বিদিত-যশ" বলিয়াছেন, তিনি রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য ভিন্ন অপর কেহ নহেন।

(২) যে দুই জন বলরাম দাসকে জগদ্বন্ধুবাবু পদকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করা হইল। অপর জনের কথা নিম্নে বলিতেছি। ইনি হইতেছেন নদীয়া জেলার অন্তর্গত দোগাছিয়া গ্রামবাসী; নাম দ্বিজ বলরামদাস। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য; পূর্ব্বলীলায় ছিলেন সুমন্দিরা সখী। কবিরাজ গোস্বামিকৃত 'স্বরূপবর্ণন' গ্রন্থে আছে—

"মন্দির মার্জ্জন করেন সুমন্দিরা সখী। এবে তাঁর বলরাম খ্যাতি লিখি॥"

'ভাবামৃতমঙ্গল' গ্রন্থেও ইঁহার উল্লেখ আছে, যথা—

"জয় প্রভু-প্রিয় শ্রীবলরামদাস। সঙ্গীত-প্রবীণ, দোগাছিয়া যাঁর বাস॥"

পুনশ্চ— "জয় দ্বিজ বলরাম দোগাছিয়া-বাসী। গৌর-গুণগানে যেহ মত্ত দিবানিশি॥"

'ভাবামৃতমঙ্গল' হইতে উদ্ধৃত উপরের চারি চরণের সহিত চৈতন্যচরিতামৃত, বৈষ্ণব-বন্দন ও চৈতন্যভাগবতের চরণগুলি মিলাইয়া পাঠ করিলেই মনে হয়, দ্বিজ বলরামদাস সম্বন্ধেই এইগুলি লিখিত হইয়াছে।

দোগাছিনিবাসী বলরামদাসের বংশধর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় "দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরের জীবনী ও পদাবলী" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে দ্বিজ বলরামদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

দ্বিজ বলরামদাস ভরদ্বাজ গোত্রীয় পাশ্চাত্ত্য ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতার নাম ছিল সত্যভানু উপাধ্যায়; আদি নিবাস শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চগ্রামে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া বলরাম দোগাছিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনি বালগোপাল উপাসক ছিলেন। তিনি দোগাছিয়ায় যে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, ঐ শ্রীবিগ্রহ ও তাঁহার মন্দির অদ্যাপিও সেখানে বর্ত্তমান। নিত্যানন্দ প্রভু একদা শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে দোগাছিয়া গ্রামে আসিয়া উপনীত হয়েন। তথায় প্রিয় শিষ্যের প্রগাঢ় ভক্তি ও বালগোপাল সেবার সুপদ্ধতি দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলরামকে স্বীয় শিরোভূষণ (পাগড়ী) প্রদান করেন। ঐ পাগড়ী অদ্যাপিও বলরামদাস ঠাকুরের বংশধরগণ পরম যত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী দিবসে বলরামদাসের তিরোধান উপলক্ষে দোগাছিয়া গ্রামে এক মেলা হয়। বলরাম গুরুর আদেশক্রমে দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র হইয়াছিল। যথা—(১) জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণবল্লভ;

(২) তস্য পুত্র রমাকান্ত; (৩) তস্য পুত্র আনন্দীরাম; (৪) তস্য পুত্র ভরতচন্দ্র; (৫) তস্য পুত্র গৌরহরি, (৬) তস্য পুত্র সীতানাথ। এই সীতানাথের দুই পুত্র—হরিদাস ও গুরুদাস। কনিষ্ঠ গুরুদাস কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ' যুগল-বিগ্রহের সেবা ও বৈষ্ণবগ্রন্থাদি প্রণয়ন দ্বারা আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, "২২।২৩ বৎসর পূর্ব্বে এক বৎসরকাল শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করি। সেই সময় গোপালভট্ট-পরিবার ও শ্রীরাধারমণের সেবাইত রাধাচরণ গোস্বামী জীবিত ছিলেন; তিনি তাঁহার পুস্তকাগার হইতে বঙ্গাক্ষরে লিখিত একখানি প্রাচীন পুথি আমাকে প্রদান করিয়া বলেন যে, ইহাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বলরামদাসের অনেক পদ আছে। পুথিখানির স্বত্ব ত্যাগ করিয়া আমাকে দিতে অস্বীকার করায়, আমি উহা হইতে অধিকাংশ পদ নকল করিয়া লইয়াছিলাম। ইহাতে 'বলরামদাস' ও 'দ্বিজ বলরামদাস' এই উভয় ভণিতার পদ আছে। পাঠ করিলে ঐগুলি একজনের রচিত বলিয়া বেশ বুঝা যায়। আমাদের ঘরেও পুরাতন পুথির মধ্যে কতকগুলি পদ পাইয়াছি, সেগুলিও 'বলরামদাস'-ভণিতাযুক্ত, এবং ইহার অনেক পদই গোষ্ঠলীলাবিষয়ক। বংশানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছি যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ দ্বিজ বলরামদাস পদকর্ত্তা ও সঙ্গীত-প্রবীণ একজন বড় কীর্ত্তনীয়া ছিলেন।

উপরে আমরা যে আলোচনা করিলাম, তাহাতে দ্বিজ বলরামদাসকে নিত্যানন্দ-শিষ্য এবং একজন পদকর্ত্তা বলিয়া মনে হয়। তবে পদকল্পতরু ও গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'বলরাম' বা 'বলরামদাস' ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ আছে, তাহার সবগুলি যে একজন পদকর্ত্তা-রচিত নহে, তাহা পদগুলি পাঠ করিলেই জানা যায়। বৈষ্ণবদাস যে বলরামদাসকে "কবি-নৃপ-বংশজ" বলিয়াছেন, হয় ত তিনিও একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। তবে 'বলরাম-কবিরাজ' যে নিত্যানন্দের শিষ্য নহেন, তাহা আমরা উপরে দেখাইয়াছি।

বল্লভদাস। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "আমরা বল্লভদাস নামে দুই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইয়াছি। ভক্তিরত্নাকর মতে বল্লভদাস বা বল্লভীকান্তদাস 'ভক্তিমূর্ত্তি' ও 'ভক্তি-অধিকারী'। ইনি জাতিতে বৈদ্য ও কবিরাজ উপাধিধারী, এবং শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রিয়শিষ্য ছিলেন। ইনি কুলীনগ্রামবাসী ও শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি।" চৈঃ চঃ মতে—'বল্লভসেন, আর সেন শ্রীকান্ত। শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত॥'

সতীশবাবু লিখিয়াছেন যে, শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য বল্লভদাসকে জগদ্বন্ধুবাবু কি প্রকারে কুলীন-গ্রামবাসী শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি বলিয়া স্থির করিলেন, তাহা বুঝা গেল না। বল্লভসেন ও শ্রীকান্তসেনের নাম চৈতন্যচরিতামৃতে যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বল্লভসেনকে মহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্ত বলিয়াই বুঝা যায়। জগদ্বন্ধুবাবুর মতে শ্রীনিবাসের জন্ম অনুমান ১৪৩৮ শকে হইয়াছিল। সুতরাং মহাপ্রভুর অপ্রকটকালে শ্রীনিবাসের বয়স ১৭ বৎসর ছিল। তখন পর্য্যন্ত তিনি যে একজন প্রধান বৈষ্ণব-অধ্যাপকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি বল্লভসেন মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পরও কয়েক বৎসর অদীক্ষিত থাকিয়া পরে শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কাজেই (সতীশবাবুর মতে) চরিতামৃতের বল্লভসেন ও ভক্তিরত্নাকরের বল্লভদাস বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বোধ

হয়। সতীশবাবু ঠিকই বলিয়াছেন। আরও একটী কথা। বল্লভদাসের বাড়ী কুলীনগ্রামে, ইহা জগদ্বন্ধুবাবু কোথায় পাইলেন? সম্ভবতঃ শিবানন্দের বাড়ী কুলীনগ্রামে, এই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি উহা লিখিয়াছেন। কিন্তু শিবানন্দের বাড়ী কুমারহট্টে,—কুলীনগ্রামে নহে, ইহা প্রাচীন প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থাদি পাঠ করিলে জানা যাইবে।

(২) বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাসের দুই পুত্র—রামচন্দ্র ও শচীনন্দন। শচীনন্দনের তিন পুত্র—শ্রীরাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ, শ্রীকেশব। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন যে, বল্লভদাস, ঠাকুর মহাশয়ের সমসাময়িক;* এবং তৎপ্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। একটি পদে আছে—'নরোত্তমদাস, চরণে বহু আশ, শ্রীবল্লভ মন ভোর।' আর একটি পদে তিনি ঠাকুর মহাশয়ের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এইজন্য কাহার কাহার মতে ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য রাজবল্লভ 'বল্লভ'-ভণিতা দিয়া এই পদগুলি রচনা করেন। ইঁহার 'রসকদম্ব' নামে একখানি গ্রন্থ আছে।

জগদ্বন্ধুবাবু দুই জন বল্লভদাসের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, মহাপ্রভুর সমসাময়িক পাঁচজন 'বল্লভ'এর নাম চৈতন্যচরিতামৃতে আছে। যথা—(১) বল্লভসেন—শিবানন্দ সেনের আত্মীয়। (২) বল্লভাচার্য্য—মহাপ্রভুর প্রথমা ঘরণী লক্ষ্মীদেবীর পিতা। (৩) বল্লভচৈতন্যদাস—গদাধর গোস্বামীর শিষ্য। (৪) বল্লভভট্ট—প্রয়াগে প্রভুর সহিত প্রথমে মিলিত হন; পরে প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য নীলাচলে গমন করেন। (৫) বল্লভ—রূপসনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও শ্রীজীবের পিতা। এতদ্ভিন্ন আচার্য্য প্রভুর শিষ্যের মধ্যে 'বল্লভী কবিপতি,' 'শ্রীবল্লভ ঠাকুর,' 'বল্লবী কবিরাজ' ও শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীবল্লভদাস; এবং রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্যের মধ্যে 'বল্লভী মজুমদার'—এই কয়েক জনের নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ ২।৩ জনের পদকর্ত্তা থাকিবার সম্ভাবনা।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'বল্লভ' কিংবা 'বল্লভদাস'-ভণিতাযুক্ত ১৮টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে 'প্রার্থনা'র ৭টী, গৌর-লীলাবিষয়ক ৩টী, এবং প্রভুর আরতির ১টী পদ আছে। আরতির "ভালি গোরাচাঁদের আরতি বলি" পদটী অতি হৃদয়গ্রাহী এবং আরতির সময় অনেক স্থলে গীত হয়। এই পদটী বৈষ্ণবমাত্রেই জানেন বলিয়া মনে হয়।

লীলাবিষয়ক পদগুলির মধ্যে শ্রীবাস-ঘরণী মালিনী ঠাকুরাণীর নিকট শ্রীশচীমাতার স্বপ্নে তাঁহার নিমাইচাঁদকে দর্শন সম্বন্ধীয়—"শুনলো মালিনী সই দুঃখের বিবরণ" পদটী অতিশয় হৃদয়গ্রাহী এবং অনেকেই অবগত আছেন।

'প্রার্থনা' পদগুলি ঠাকুর মহাশয়ের বিখ্যাত পদের ছায়ামাত্র। অবশিষ্ট পদগুলি পাঠ করিলে মনে হয়, পদকর্ত্তা ঠাকুর মহাশয়ের কোন ভক্ত-শিষ্য অথবা তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধাবান্।

বংশীবদন। প্রেমদাসের নিম্নলিখিত পদে বংশীবদনের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়;—

"নদীয়ার মাঝখানে, সকল লোকেতে জানে, কুলিয়াপাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দধাম, শ্রীছকড়ি চট্ট নাম, মহাতেজা কুলীন সন্তান॥
ভাগ্যবতী পত্নী তাঁর, রমণীকুলেতে যাঁর, যশোরাশি সদা করে গান।
তাঁহার গর্ভেতে আসি, কৃষ্ণের সরলা বাঁশী, শুভক্ষণে কৈলা অধিষ্ঠান॥

---

* বংশীবদনের প্রকটাবস্থায় নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র চৈতন্যদাস ঠাকুর মহাশয়ের সমসাময়িক। সুতরাং চৈতন্যদাসের পৌত্র শ্রীবল্লভ কখনই ঠাকুর মহাশয়ের সমসাময়িক হইতে পারেন না।

দশ মাস দশ দিনে, রাকাচন্দ্র লগ্ন মীনে, চৈত্র মাসে সন্ধ্যার সময়।
গৌরাঙ্গচাঁদের ডাকে, তুষিতে আপন মাকে, গর্ভ হৈতে হইলা উদয়॥" ইত্যাদি।

উল্লিখিত পদে আছে, চৈত্র মাসে সায়ংকালে রাকাচন্দ্র মীনলগ্নে প্রবেশ করিবার সময় বংশীবদন ভূমিষ্ঠ হয়েন।* জগদ্বন্ধুবাবু বলেন, ইঁহার শুভ জন্মের প্রাক্কালে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের আলয়ে অদ্বৈতাচার্য্য সহ উপস্থিত ছিলেন এবং পূর্ব্বাবতারের অতিপ্রিয় মোহন-মুরলী বংশীবদনরূপে আবির্ভূত হওয়াতে প্রভুর মনে এতই আনন্দের উদয় হইয়াছিল যে, স্ত্রীগণের হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। কারণ, বংশীবদন না জন্মিলে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার একটী অঙ্গ অপূর্ণ থাকিত। রায় রামানন্দ ও রূপ সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে মহাপ্রভু সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া জীবদিগকে প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু 'রসরাজ-উপাসনা' সম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভু বংশীবদন দাসকে যে সকল নিগূঢ় উপদেশ দিয়াছিলেন, বংশীবদন না জন্মিলে কলির জীব সে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারিত না। সুতরাং এমন ভক্তের—যে ভক্তকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু জীবকে মধুর নিগূঢ়-রসের শিক্ষা দিয়াছেন—জন্মহেতু প্রভুর অতুল আনন্দ হইবে, সে আর বেশী কথা কি? বংশীবদনের জন্ম সম্বন্ধে 'বংশীশিক্ষা' গ্রন্থে এইরূপ আছে,—

"শ্রীছকড়ি চট্ট নাম বিখ্যাত ভুবনে। তাঁহার আত্মজ বংশী জানে সর্ব্বজনে॥
পাটুলীর বাস ছাড়ি তেঁহ কুলিয়ায়। বাস করিলেন আসি আপন ইচ্ছায়॥
চৌদ্দ শত ষোল শকে মধু পূর্ণিমায়। বংশীর প্রকটোৎসব সর্ব্বলোকে গায়॥"

জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "এতদ্দ্বারা জানা যায়, ১৪১৬ শকে বংশীবদনের জন্ম। কিন্তু 'বংশীবিলাস' গ্রন্থে বংশীবদনের যে জন্মাব্দ আছে, তাহার সহিত বংশীশিক্ষার ঐ অব্দের মিল নাই। ছকড়ি চট্টের পাটুলিগ্রাম হইতে মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে কুলিয়া-পাহাড় গ্রামে বাসস্থান পরিবর্ত্তন অন্ততঃ ১৪১৫ শকে ঘটিয়া থাকিবে। তখন শ্রীগৌরাঙ্গের বয়ঃক্রম ৭ কি ৮ বৎসর মাত্র। ইহাতে ঐতিহাসিকেরা বলিতে পারেন যে, ৭।৮ বৎসরের শিশুর অনুরোধে পরমবিজ্ঞ ও তেজস্বী ছকড়ি বাসভূমির পরিবর্ত্তন করিবেন, এ কথা ইতিহাসের চক্ষে অসম্ভব বোধ হয়; সুতরাং বংশীবদনের জন্ম ১৪১৬ শকে না হইয়া ১৬২৭ কি ১৬২৮ শকে হইয়া থাকিবে। কিন্তু বংশীশিক্ষার অব্দ ভ্রমাত্মক বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গ নররূপে শ্রীভগবান্। এই শিশুরূপী ভগবানের ইচ্ছায় ও অনুরোধে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে বাস-গ্রাম পরিবর্ত্তন করিবেন, তাহাতে অযৌক্তিক বা অসম্ভব কিছু আছে কি?

কথিত আছে, উত্তরকালে বংশীবদন বিল্বগ্রামে যাইয়া বাস করেন। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং বিল্বগ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাঁহার জ্ঞাতি। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর বংশীবদন নবদ্বীপে যাইয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার অভিভাবকরূপে প্রভুর গৃহে বাস করেন। তথায় তিনি

---

* সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "চৈত্র মাসে 'রাকাচন্দ্র' অর্থাৎ পূর্ণিমা-তিথিতে সন্ধ্যার সময় মীনলগ্ন হইতে পারে না,—মীনের সপ্তম রাশি অর্থাৎ কন্যালগ্ন হইবে। 'রাকাচন্দ্র' অর্থাৎ পূর্ণিমার চন্দ্র তখন মীনলগ্নে ছিল, এরূপ অর্থও সঙ্গত হয় না; কেন না, চৈত্রী পূর্ণিমার চন্দ্র কন্যারাশি ব্যতীত অন্য রাশিতে থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রেমদাসের প্রদত্ত জন্ম-সময়ে নিশ্চিত ভুল আছে। চৈত্রী পূর্ণিমা ও মীন-জন্ম-লগ্ন ঠিক হইলে প্রত্যূষে জন্ম হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।"

শ্রীমতীর অনুমতি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের এক মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নিজে তাঁহার সেবার্চ্চনা করিতেন। এই শ্রীমূর্ত্তি অধুনা যাদব মিশ্রের বংশধরগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইতেছেন।

বংশীবদন দাসের প্রপৌত্র রাজবল্লভ-রচিত দুইটী পদ গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটীতে বংশীবদনের ও অপরটীতে তাঁহার পুত্র চৈতন্যদাসের জন্মলীলা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"ছকড়ি চট্টের, আবাস সুন্দর, অতি মনোহর স্থল। গঙ্গা সন্নিধানে, চন্দ্রের কিরণে, সদা করে ঝলমল॥
দেখি আনন্দে হইল ভোরা। আপনার মনে, ত্রিভঙ্গিমা ঠামে, নাচিছে শচীর গোরা॥ ধ্রু॥
চট্ট মহাশয়, হৈয়া প্রেমময়, দেখিতে গৌরাঙ্গ-মুখ। হেন কালে আসি, কহিলেক হাসি, হইল নবীন সুত॥
শুনিয়া নিশ্চয়, চট্ট মহাশয়, গৌরাঙ্গ লইয়া কোলে। হরি হরি বলি, গোরা কোলে করি, নাচিতে নাচিতে চলে॥
দেখিলা তনয়, রঙ্গ রসময়, মু'খানি পূর্ণিমার শশী। গৌরাঙ্গের রূপে, আপনার সুতে, একই স্বরূপ বাসি॥
শচীর কুমার, দেখি মনোহর, বালক লইয়া কোলে। পুলকিত অঙ্গ, হইয়া ত্রিভঙ্গ, আমার মুরলী বলে॥
চুম্বন করয়ে, বদন-কমলে, কতেক আনন্দ তায়। পুরব পিরীতি, পরে সেই রীতি, এ রাজবল্লভ গায়॥"

শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় 'বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বংশীবদনের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন নিমাই তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া আসেন এবং সেখানে তিনি লালিত পালিত হন। পরে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভুর গৃহের ভার প্রধানতঃ তাঁহার উপরেই পতিত হয়। প্রভুর লীলাবসানের পর তাঁহার এই ভারের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। প্রভুর স্বপ্নাদেশে তাঁহার দারুময় শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মিত হইলে, বংশীবদন শ্রীবিগ্রহের পদ্মাসনে নিজ নামাঙ্কিত করেন ও নিজে ইহার সেবাভার গ্রহণ করেন। কিছু কাল পরে এই শ্রীবিগ্রহ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিত্রালয়ে নীত হইলে, বংশী বৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় শ্রীবলদেব তাঁহাকে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া নিজ-সেবা প্রকাশ করিতে প্রত্যাদেশ করিলে, বংশী দেশে ফিরিয়া আসেন, এবং বন কাটিয়া বাঘ্‌নাপাড়ায় শ্রীপাটের পত্তন করেন। ক্রমে এখানে বলরাম, গোপাল, গোপেশ্বর, রাধিকা, রেবতী প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হন। জগন্নাথ মিশ্রের কুলদেবতা গোপালকেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বংশীকে প্রদান করেন। শ্রীবলদেবের স্বপ্নাদেশে প্রভু নিত্যানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীচন্দ্রশেখর পণ্ডিতের কন্যা পার্ব্বতী দেবীকে বংশী বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পুত্র হয়—নিত্যানন্দদাস ও চৈতন্যদাস। শ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর এই চৈতন্যদাসের পুত্র। ১৪৭০ শকের জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশীতে বংশীবদন দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের বয়স তখন যথাক্রমে ৭ ও ৫ বৎসর। তাঁহার প্রধান শিষ্য জগদানন্দের পাট মেদিনীপুর জেলার জগতী মঙ্গলপুরে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল-ত্রয়োদশীতে বংশীর তিরোভাব উৎসব হইয়া থাকে।

বংশীবদন একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার ৬টী পদ গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে "আর না হেরিব প্রসর কপালে, অলকা-তিলকা কাচ। আর না হেরিব সোনার কমলে, নয়ন-খঞ্জন নাচ॥" ইত্যাদি পদটী অতুলনীয়।

বাসুদেব ঘোষ। ইঁহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন। অপর দুই ভ্রাতার নাম মাধব ও গোবিন্দ। ইঁহারা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। তিন ভ্রাতাই মহাপ্রভুর গণভুক্ত ও অতিপ্রিয়। যথা চৈঃ চঃ, আদি, দশমে—"গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব,—তিন ভাই। যাঁ'সবার কীর্ত্তনে নাচে গৌরাঙ্গ-নিতাই।"

মহাপ্রভুর আদেশক্রমে প্রভু নিত্যানন্দ যখন গৌড়দেশে নাম-প্রচারার্থে গমন করেন, তখন মাধব ও বাসুদেব তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। যথা—"নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা যবে গৌড়ে যাইতে। মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে॥ অতএব দুই গণে দোঁহার গণন। মাধব-বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ॥"

গোবিন্দ ঘোষও পরে দেশে গিয়াছিলেন, এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীগোপীনাথের সেবা-ভার দিয়া অগ্রদ্বীপে রাখিয়া আসেন। সেই সময় ইঁহারা তিন ভাই নিত্যানন্দের সহিত কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন। যথা—"মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব—তিন ভাই। গাইতে লাগিলা,—নাচে ঈশ্বর নিতাই॥" (চৈঃ ভাঃ)। একবার তাঁহারা অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত নীলাচলে আসেন, এবং রথাকর্ষণকালে ৭টী কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটীতে গোবিন্দ ঘোষ ছিলেন মূল-গায়ক, এবং পাঁচ জন দোহারের মধ্যে অপর দুই ভাই—মাধব ও বাসুদেব—ছিলেন।

ইঁহারা তিন ভ্রাতাই পদকর্ত্তা ও সঙ্গীতকার ছিলেন। বাসুঘোষ ছিলেন গৌরলীলার অতি প্রধান পদকর্ত্তা। তাঁহার অধিকাংশ পদই গৌর-লীলা-বিষয়ক এবং পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, বাসুঘোষ স্বচক্ষে দেখিয়া পদ-রচনা করিয়াছেন। মাধব ও গোবিন্দের পদ-সংখ্যা বেশী নহে, তবে ইঁহাদিগের অধিকাংশ পদই লীলা-বিষয়ক। সুতরাং ইঁহাদিগের—বিশেষতঃ বাসুঘোষের—পদাবলীর ঐতিহাসিক গৌরবও যথেষ্ট আছে। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, "বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে। কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে।" বাসুঘোষ তাঁহার একটী পদে লিখিয়াছেন, "শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত-পানে। পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈল মনে॥" সুতরাং নরহরি সরকার ঠাকুরই বাসুঘোষের গৌর-লীলা-বিষয়ক পদ-রচনার গুরু বলিলেই হয়। দেবকী-নন্দনের 'বৈষ্ণব-বন্দনা'তে আছে, "শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে। গৌরগুণ বিনা যেহ অন্য নাহি জানে॥" ইহাতেই মনে হয়, তিনি গৌরলীলা ভিন্ন অপর কোন বিষয়ে সম্ভবতঃ পদ-রচনা করেন নাই। ইঁহারা তিন ভ্রাতাই সঙ্গীতকার হইলেও মাধব অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। সেই জন্য তাঁহাকে 'বৃন্দাবনের গায়ন' বলা হইত। চৈতন্যভাগবতে আছে, "গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয়। বাসুদেব ঘোষ অতি প্রেমরসময়।"

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর গোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপে, মাধব ঘোষ দাঁইহাটে এবং বাসুঘোষ তমলুকে বাস করেন। যথা বৈষ্ণবাচার-দর্পণে বাসু সম্বন্ধে আছে, 'গুণতুঙ্গা সখী এবে বাসুঘোষ খ্যাতি। গৌরাঙ্গের শাখা, তমলুকেতে বসতি॥' আর মাধব সম্বন্ধে আছে, 'গৌরাঙ্গের শাখা যাঁর দাঁইহাটে ধাম।'

জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "বাসুদেব ঘোষের পদাবলী এত সহজ ও প্রাঞ্জল যে, সামান্যরূপ লেখাপড়া জানিলেই উহাদের অধিকাংশের অর্থ সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু কোন কোন পদের এরূপ গভীরার্থ যে, সাধক ও ভক্ত না হইলে তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ করা অসম্ভব। আমরা একটী পদের দুইটী মাত্র চরণের ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের বাক্যের সমর্থন করিতেছি। যথা—'দুই চারি বলি দান ফেলে গদাধর। পঞ্চ তিন বলি ডাকে রসিক নাগর॥' এই সংসারে ভবের পাশা খেলিয়া কেহ জিতে, কেহ হারে। কেহ জিতে দুই চারি সমদানে; কেহ জিতে তিন পঞ্চ আদি বিষম দানে। যে, যে পদ্ধতি অবলম্বনে সাধন করে, তাহার তাহাতেই সিদ্ধি হয়। লোক-শিক্ষার জন্য গদাধর পণ্ডিত কহিতেছেন, 'আমি হরি বা কৃষ্ণ দ্বি-অক্ষরাত্মক নাম বা হরেকৃষ্ণ কি

রাধাকৃষ্ণ, এই চতুরক্ষরাত্মক নাম জপ করিলেই ভবের পাশায় জিতিব। অথবা দুই আর চারিতে ছয় হয়; সুতরাং ষড়্‌রিপু জয় করিলেই সিদ্ধিলাভ করিব।' কিন্তু মহাপ্রভু কহিতেছেন, 'পিরীতি এই তিন অক্ষরাত্মক পদার্থ লইয়া ভজন করিলেই ভবের পাশায় জয়ী হওয়া যায়। খেলাতে যে তত পটু নহে, অর্থাৎ যে পিরীতি বা শৃঙ্গার রসের মর্ম্ম জানিতে অধিকারী হয় নাই, তাহাকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর,—এই পঞ্চ-দান লইয়া ক্রমে ক্রমে সাধন করিতে হইবে। অথবা তিন আর পাঁচে আট হয়; সুতরাং অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব সাধন করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে।' কিংবা মহাপ্রভু ৩+৫=৮ এর দ্বারা ইহাও সঙ্কেত করিতে পারেন যে, 'যদি কেহ সাধন-রাজ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে অষ্ট সখীর অর্থাৎ ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি রাধিকার প্রধানা অষ্ট সখীর অন্যতমের অনুগা হইতে হইবে।' কেন না, সখীর অনুগা হইয়া ভজন না করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণপ্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই।"

সতীশবাবু বলেন, "সুবিজ্ঞ জগদ্বন্ধুবাবু উহার যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, উহাই যে পদকর্ত্তার অভিপ্রেত আধ্যাত্মিক অর্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই; তথাপি বোধ হয় যে, জগদ্বন্ধুবাবু ৩+৫=৮ এর তাৎপর্য্য লিখিতে যাইয়া একটু ভুল করিয়াছেন। অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব, পিরীতি বা শৃঙ্গার রসের অনুভাব (manifestation) বলিয়া রসশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং যে ভক্ত শৃঙ্গার রস অবলম্বনে সাধনার অধিকারী নহেন, তাঁহার পক্ষে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব কি প্রকারে অবলম্বনীয় হইবে? অপিচ রাধাকৃষ্ণের প্রকট লীলায় যাঁহারা ললিতা বিশাখা প্রভৃতি প্রধান অষ্ট সখী, অপ্রকট নিত্য-লীলায় তাঁহারাই রূপমঞ্জরী প্রভৃতি সেবা-পরায়ণা প্রধান অষ্ট সখী বটে। নিত্যধামে যাইয়া নিত্যকাল রাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ যুগল-সেবার প্রয়াসী প্রেমিক বৈষ্ণব-ভক্ত এই মঞ্জরীদিগের অনুগা হওয়ার জন্য বিশেষভাবে তাঁহাদের কৃপাভিক্ষা করিয়া থাকেন; সুতরাং ৫+৩=৮ এর তাৎপর্য্য অষ্ট সখীর দ্বারা এখানে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি অষ্ট মঞ্জরীই বুঝিতে হইবে। জগদ্বন্ধুবাবু বাসুঘোষের পাশাক্রীড়ার গৌরচন্দ্রপদের এই সুন্দর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটি প্রদান করিয়া আমাদিগকে ঋণী করিয়া গিয়াছেন।"

বিজয়ানন্দ। গৌরপদতরঙ্গিণীর ৮২ পৃষ্ঠায় 'বিজয়ানন্দ' ভণিতাযুক্ত একটীমাত্র পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। আবার ৯৫ পৃষ্ঠায় ঐ পদটীই 'যদুনন্দন দাস'-ভণিতা দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পদকল্পতরুতেও বিজয়ানন্দের ভণিতায় এই একটীমাত্র পদ সংগৃহীত হইয়াছে। সতীশবাবু বলেন, "জগদ্বন্ধুবাবু বিজয়ানন্দের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইনি মহাপ্রভুকে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহার সুন্দর হস্তাক্ষরে পরিতুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু ইঁহার নাম 'রত্নবাহু' রাখিয়াছিলেন।" কিন্তু সতীশবাবু ভুল করিয়াছেন; জগদ্বন্ধুবাবু বিজয়ানন্দ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, তিনি লিখিয়াছেন 'বিজয়দাস' সম্বন্ধে। বিজয়দাসই মহাপ্রভুকে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন; এবং শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকেই 'রত্নবাহু' উপাধি দিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি। ইনি গৌরাঙ্গ-বিষয়ক কোন পদ রচনা করেন নাই, করিতেও পারেন না; কারণ, তিনি মহাপ্রভুর শত বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু মহাপ্রভু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ সর্ব্বদা আস্বাদন করিতেন বলিয়াই সম্ভবতঃ জগদ্বন্ধুবাবু তাঁহাদিগের কয়েকটি পদ প্রথম পরিশিষ্টে নানা ভাবের সঙ্গীতের মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। জগদ্বন্ধুবাবু বিদ্যাপতির যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

১২৯৬ শকে (১৩৭৪ খৃঃ অঃ) মিথিলার অন্তর্গত বিসফী (বিসখী বা বিসপী) গ্রামে বিদ্যাপতির জন্ম। মহারাজ শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে সভাসদ্রূপে নিযুক্ত করেন। এই গ্রাম সীতামারী মহকুমার অধীন জারৈল পরগণার মধ্যে কমলা নদী-তীরে অবস্থিত। বিদ্যাপতির বর্ত্তমান বংশধরেরা সৌরাট নামক অপর একটী গ্রামে এখন বাস করিতেছেন। বিদ্যাপতি দ্বিজকুল-সম্ভূত; ইঁহার গাঞী ছিল বিষয়ী বারবিস্থী। বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণ বিদ্বান্ ও যশস্বী ছিলেন। বিদ্যাপতির পিতা গণপতি ঠাকুর তৎপ্রণীত 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' গ্রন্থের ফল তাঁহার মৃত সুহৃদ্ মহারাজ গণেশ্বরের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করেন। কবির পিতামহ জয়দত্ত সংস্কৃত-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়া 'যোগীশ্বর' আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। জয়দত্তের পিতা বীরেশ্বর স্বীয় পাণ্ডিত্য গুণে মিথিলারাজ কামেশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত 'বীরেশ্বর-পদ্ধতি' অনুসারে মিথিলার ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের দশকর্ম্ম করিয়া থাকেন। বিদ্যাপতির খুল্লপিতামহ চণ্ডেশ্বর ধর্ম্মশাস্ত্রে সাতখানি রত্নাকর-কর্ত্তা, এবং তাঁহার উপাধি ছিল 'মহামত্তক সান্ধিবিগ্রহিক'। বিদ্যাপতির 'কবিরঞ্জন' ও 'কবিকণ্ঠহার' এই দুইটী উপাধি ছিল বলিয়া অনুমান হয়।

বিদ্যাপতি শিবসিংহের আদেশে 'পুরুষ-পরীক্ষা', রাজ্ঞী বিশ্বাসদেবীর আদেশে 'শৈব-সর্ব্বস্বহার' ও 'গঙ্গাবাক্যাবলী'; মহারাজ কীর্ত্তিসিংহের আদেশে 'কীর্ত্তিলতা'; এবং যুবরাজ রাম-ভবের আদেশে 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' নামক সংস্কৃত গ্রন্থনিচয় রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন 'দানবাক্যাবলী' ও 'বিভাগসার' নামে সংস্কৃত ভাষায় দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

বিদ্যাপতির কবিতাবলী সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অনেকে অনেক রকম আলোচনা করিয়াছেন। আবার বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতার তুলনায় সমালোচকেরও অভাব নাই। সুতরাং সে সম্বন্ধে আর আলোচনা করিতে যাইয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবার ইচ্ছা আমাদের নাই। স্বর্গীয় সতীশবাবু কিছুদিন পূর্ব্বে পদকল্পতরুর ভূমিকায় বিদ্যাপতি ও তাঁহার কবিতা সম্বন্ধে বিশদভাবে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এই সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। তাঁহার লিখিত এই আলোচনা হইতে একটী বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিবার লোভ আমরা সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "বিদ্যাপতি'-ভণিতার ১৬৩টী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পদগুলির মধ্যে কতকগুলি খাঁটি বাঙ্গালা-পদও আছে। মৈথিল-কবির মৈথিল-ভাষার রচনা বাঙ্গালার গায়ক ও লিপিকরদিগের অজ্ঞতা বা অনবধানতা হেতু বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া তথাকথিত বাঙ্গালা-ব্রজবুলীতে পরিণত হইয়াছে,—বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক ও সমালোচকদিগের এরূপ সিদ্ধান্ত হইলেও, তাঁহার মৈথিলি-ভাষা যে উক্ত কারণে—"শুন লো রাজার ঝি, তোরে কহিতে আসিয়াছি, কানু হেন ধন পরাণে বধিলি, এ কাজ করিলা কি?" অথবা—"যেখানে সতত বৈসে রসিক-মুরারি। সেখানে লিখিয় মোর নাম দুই চারি॥" প্রভৃতি পদের ভাষার ন্যায় অপরিবর্ত্তনীয়-রূপে খাঁটি বাঙ্গালায় রূপান্তরিত হইতে পারে, এমন কথা কেহই বলিতে সাহসী হন নাই। সুতরাং বিদ্যাপতি-ভণিতার অন্ততঃ এইরূপ খাঁটি বাঙ্গালা পদগুলির রচয়িতা যে, কোন বাঙ্গালী বিদ্যাপতি কিংবা সেরূপ কোনও বাঙ্গালী পদকর্ত্তা বিদ্যাপতি না জন্মিয়া থাকিলে, সেগুলি অমূলক ভাবে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির নামে প্রচারিত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য মনে হয়। মৈথিল-

বিদ্যাপতি ব্যতীত কতিপয় বাঙ্গালা-পদের রচয়িতা ও বিদ্যাপতি-উপাধিধারী উৎকল-বাসী কবি চম্পতির বিষয় 'চম্পতি রায়' প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে, বৃন্দাবনের প্রাচীন বৈষ্ণব-মহাজনদিগের মধ্যে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে বিদ্যাপতি-উপাধিধারী কবি চম্পতিই 'বিদ্যাপতি'-ভণিতাযুক্ত বাঙ্গালা পদের রচয়িতা।"

প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় 'মহাজন-পদাবলী' নাম দিয়া বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদাবলী প্রকাশ করেন। ইহার ভূমিকায় তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতার তুলনায় সমালোচনা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে আর কেহ এই ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। এই গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমরা ইহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি কে? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা ও রাম লক্ষ্মণের মধ্যে কোন্ মূর্ত্তি অধিক সুন্দর, ইহা নির্ণয় করা সমান কষ্টকর। রামে যে সকল সৌন্দর্য্য আছে, লক্ষ্মণে তাহা নাই। আবার লক্ষ্মণের অনেকগুলি সৌন্দর্য্য রাম-মূর্ত্তিতে দৃষ্ট হয় না। অথচ উভয় মূর্ত্তিই সুন্দরের একশেষ। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পক্ষেও তাহাই দেখা যায়। উভয়ই কৃষ্ণ-লীলা বর্ণন ও এক বিষয় বর্ণন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু উভয়ের রচনা-প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা ভূমিকায় কাব্যের যে সকল লক্ষণ দিয়াছি, তন্মধ্যে বিদ্যাপতি সেক্সপিয়রের লক্ষণানুযায়ী কবি (১) ও চণ্ডীদাস মিল্টনের লক্ষণানুমোদিত কবি (২)। বিচিত্র ভাব, অলঙ্কার, শব্দচাতুর্য্য, প্রকৃতি-দর্শন প্রভৃতিতে বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়। ইঁহার কল্পনা মধ্যে মধ্যে এমন গরীয়সী যে, বোধ হয়, তিনি যেন প্রকৃতির সমগ্র স্থল দর্শন করিয়াছেন। কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই, নিরবচ্ছিন্ন অবিচলচিত্ত ও গম্ভীর। শব্দবিন্যাস প্রায় সর্ব্বত্র সংস্কৃত ও মধুময়। কিন্তু তাঁহার রচনা দেখিলে বোধ হয়, তিনি পড়িয়া শুনিয়া ও চিন্তা করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন; এবং কোন কোন স্থলে ভাবপ্রকাশের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, একটী অলঙ্কার ব্যবহার করিতে অধিকতর প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং অনেক কষ্টে তত্তৎস্থানের অর্থ পরিগ্রহ হয়।

চণ্ডীদাসের কবিতা-দেবী নানা ভূষণে ভূষিতা নহেন। হাব, ভাব ও ভঙ্গী তত নাই, রূপে চক্ষু ঝলসিয়া যায় না, কিন্তু স্বাভাবিক শোভায় শোভিতা। সেই শোভা কেবল নয়ন মোহিত করিয়া ক্ষান্ত হয় না, হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এবং তথায় থাকিয়া অন্তরাত্মাকে আনন্দরসে প্লাবিত করে। তদীয় চরণ-বিক্ষেপ নর্ত্তকীর চরণ-চালনার ন্যায় তাল-বিশুদ্ধ নহে, কিন্তু চঞ্চলা বালিকার ন্যায় দ্রুত, লঘু, অনায়াসসাধ্য ও স্বাভাবিক। তদীয় বাক্য সুশিক্ষিতা মহিলার ন্যায় সংস্কৃত নহে, কিন্তু বালিকার আধ-আধ ভাষার ন্যায় হৃদয়গ্রাহী ও মধুময়। তদীয় কণ্ঠস্বর শিক্ষা-সিদ্ধ নহে, কিন্তু বনচারী পীযূষকণ্ঠ কোকিলার ন্যায় স্বাভাবিক ও শ্রুতি-সুখাবহ। চণ্ডীদাসের বিশেষ গুণ এই যে, তিনি যখন যে বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ মগ্ন হইয়াছেন যে, চণ্ডীদাসকে বর্ণিত-বিষয় হইতে স্বতন্ত্র করা দুষ্কর। তাঁহার রসানুভাবকতা এত বলবতী যে, ঠিক যেন তিনি ভাবে উন্মত্ত হইয়াছেন। এই গুণ থাকাতেই তিনি পাঠককে উন্মত্ত করিতে সক্ষম

(১) 'কাব্য প্রকৃতির দর্পণ স্বরূপ'—সেক্সপিয়ার।

(২) 'যে সকল ভাব মনে উদয় হওয়া মাত্র শ্রুতিমধুর পদাবলী স্বতঃই মুখ হইতে বহির্গত হয়, তাহার নাম কাব্য'—মিল্টন।

হইয়াছেন। বিদ্যাপতি সহস্র চেষ্টা করিয়াও আপনাকে তদীয় বর্ণিত বিষয় বা ব্যক্তি হইতে অভিন্ন করিতে পারেন নাই। ফলত অন্যের আনন্দ উৎপাদন করা বিদ্যাপতির অভিপ্রায় ছিল; চণ্ডীদাস স্বয়ং আনন্দে মাতিয়া জগৎ মাতাইয়াছেন। বিদ্যাপতির কবিতা সমুদ্র-গর্ভ-নিহিত অমূল্য রত্ন, চণ্ডীদাসের কবিতা সরসীর উরসে ভাসমানা সৌরভময়ী সরোজিনী-সদৃশী।

বিন্দু। *গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'বিন্দু'-ভণিতাযুক্ত একটী মাত্র পদ সংগৃহীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, ইঁহার পরিচয় কিছু পাওয়া যায় নাই।*

বিশ্বম্ভর। ইঁহারও কোন পরিচয় জানা যায় নাই। হরেকৃষ্ণবাবু বীরভূমের অন্তর্গত 'মুলুক' গ্রামবাসী পদকর্ত্তা শশিশেখরের ভক্ত এক বিশ্বম্ভরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি নাকি পদকর্ত্তাও ছিলেন। কিন্তু সতীশবাবুর মতে সম্ভবতঃ তিনি অপর কোন বিশ্বম্ভর হইবেন। কেন না, তদপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের কোন পদ যখন পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই, তখন তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবদাসের পরবর্ত্তী বলিয়াই অনুমিত হয়। তবে গুরু অপেক্ষা কখনও শিষ্য বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়া থাকেন। এক্ষেত্রে সেইরূপ হইয়া থাকিলে, উক্ত পদের রচয়িতা হইতে পারেন।

বীরহাম্বীর। ইনি ছিলেন বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের রাজা। সেই সময়কার অনেক ভূম্যধিকারীর ন্যায় বীরহাম্বীরও পরস্ব লুণ্ঠন করিবার জন্য বৃত্তি দিয়া দস্যুদল পোষণ করিতেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ পুরী সহ, শ্রীবৃন্দাবন হইতে ভক্তিগ্রন্থ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। বনবিষ্ণুপুরের নিকট আসিয়া একদা নিশাকালে গ্রন্থপূর্ণ কাষ্ঠপেটিকাগুলি অপহৃত হয়। নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে দেশে পাঠাইয়া, শ্রীনিবাস তথায় থাকিয়া গ্রন্থের অনুসন্ধান করিতে থাকেন। কি প্রকারে এই সকল ভক্তিগ্রন্থের উদ্ধার সাধিত হয়, কি জন্য বীরহাম্বীর আচার্য্য-প্রভুর চরণে শরণ লয়েন, এবং তাঁহার সুচরিত্রে একান্ত প্রীত হইয়া ও তাঁহার একান্ত আগ্রহ ও অনুরোধে শ্রীনিবাসাচার্য্য কেন তাঁহার স্বগোষ্ঠীকে দীক্ষা প্রদান করেন, ইহার বিস্তৃত বিবরণ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। কথিত আছে, দীক্ষাগ্রহণের পরেই বীরহাম্বীর শ্রীনিবাসের মাহাত্ম্যসূচক দুইটী সুন্দর পদ রচনা করেন। ইহার একটী পদের প্রথম চরণ এইরূপ—"প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পূরাইলা মনের আশ" ইত্যাদি। পদটী গৌরপদতরঙ্গিণীতে সংগৃহীত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থের নবম তরঙ্গে বীরহাম্বীর-ভণিতাযুক্ত আর একটী পদ আছে। ইহা ব্রজলীলার শ্রীরাধার অনুরাগ-বর্ণনার পদ।

বৃন্দাবনদাস। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী ঠাকুরাণীর গর্ভে বৃন্দাবনদাসের জন্ম। যথা—"নারায়ণী-সুত বন্দ বৃন্দাবনদাস। যাঁহার কবিত্ব-গীত জগতে প্রকাশ॥" (বৈঃ বঃ)

"বৃন্দাবনদাস—নারায়ণীর নন্দন। চৈতন্যমঙ্গল যেহো করিল রচন॥

ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস। চৈতন্য-লীলায় ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥" (চৈঃ চঃ)

বৃন্দাবনদাসের জননী নারায়ণী ঠাকুরাণীর জীবন-কাহিনী রহস্যময় প্রহেলিকায় বিজড়িত। যখন তাঁহার বয়স সবে চারি বৎসর মাত্র, তখন একদিন তিনি প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমে অভিভূতা হইয়া চেতনহারা হইয়াছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁহার "অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে। পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে॥" এ হেন নারায়ণী ঠাকুরাণীর গর্ভজ সন্তান শ্রীবৃন্দাবন দাস। ইঁহার জন্ম-কথাও প্রহেলিকাপূর্ণ।

জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন যে, ১৪২৭ শকে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস-গৃহে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় একদিন নারায়ণী নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলে, তিনি 'পুত্রবতী হও' বলিয়া অন্যমনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নারায়ণী বাল-বিধবা, তখন তাঁহার বয়স সবে ৯।১০ বৎসর। এই কচি বয়সেও তিনি সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, 'ঠাকুর! এ কি সর্ব্বনেশে আশীর্ব্বাদ করিলেন?' অবধূত কহিলেন, 'ভয় নাই বৎসে! তুমি অসতী হইবে না, কেহ তোমার কুৎসা করিবে না। আমার আশীর্ব্বাদে, মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ সেবনে তোমার গর্ভের সঞ্চার হইবে, আর সেই গর্ভে দ্বিতীয় ব্যাসতুল্য তোমার এক পুত্ররত্ন জন্মিবে।' ইহার কিছু দিন পরে মহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বুল ভক্ষণে নারায়ণী গর্ভবতী হইলেন। ১৮ মাস গর্ভবাসের পর ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃষ্ণদ্বাদশীতে শ্রীহট্টে মাতুলালয়ে বৃন্দাবনের জন্ম হইল। দেড় বৎসরের শিশু সন্তান লইয়া নারায়ণী শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া নবদ্বীপের সন্নিকট মামগাছি গ্রামে বাস করিলেন। তথা হইতে মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে আসিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন ও হরিনাম শ্রবণ করিতেন। এই সময় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত তাঁহার সখীত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল। যে রাত্রিতে মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণার্থে কণ্টকনগরে গমন করেন, প্রিয়াজীর অনুরোধে সেই রাত্রিতে নারায়ণী প্রভুর বাটীতে ছিলেন। সে রাত্রিতে শচীমাতা ও প্রিয়াজী কালনিদ্রায় অভিভূত হয়েন, কিন্তু ভক্ত নারায়ণী প্রভুর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া সারানিশি রোদন করিয়া কাটাইয়াছিলেন। মামগাছিতে অদ্যাপিও 'নারায়ণীর পাট' বর্ত্তমান রহিয়াছে।

১৪৩১ শকে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনদাস ১৪২৯ শকে জন্মগ্রহণ করিলে তখন তাঁহার বয়স দুই বৎসর হয়; সুতরাং মহাপ্রভুর তিরোধানের সময় তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর হইয়াছিল। এরূপ স্থলে বৃন্দাবনদাস খেদোক্তি করিয়া কেন বলিয়াছিলেন—

"হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে। হইলাম বঞ্চিত সে মুখ (সুখ?) দরশনে॥"

পুনশ্চ — "হইল পাপিষ্ঠ জন্ম তখন না হৈল। হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল॥"

বৃন্দাবন ছিলেন প্রভুর পরম ভক্ত এবং তদীয় চরিত-রচয়িতা। এরূপ অবস্থায়, বিশেষতঃ যখন প্রতি বৎসর গৌড়ের ভক্তেরা দলবদ্ধ হইয়া নীলাচলে যাইতেন, তখন তিনি প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য কেন যে একবারও সেখানে গেলেন না, তাহারও একটা সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "১৪৪৩ কি ১৪৪৪ শকে প্রভু নিত্যানন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে গমন করেন। মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য বৃন্দাবন দাসের অত্যন্ত আর্ত্তি দেখিয়া নিত্যানন্দ তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার মন্ত্রেশ্বর থানার মধ্যে দেনুড় বা দেলুড় গ্রামে আসিয়া যাত্রিগণ স্নানভোজনাদি সমাপন করিলেন। আহারান্তে নিত্যানন্দ স্বীয় প্রিয়ভৃত্য বৃন্দাবনের নিকট মুখশুদ্ধি চাহিলে, বৃন্দাবন একটী হরীতকী দিয়া কহিলেন, 'গত কল্যকার সঞ্চিত এই একটীমাত্র হরীতকীই ছিল।' ইহাতে নিত্যানন্দ বলিলেন, 'বৃন্দাবন, তুমি এখনও সঞ্চয়ী, অদ্যাপি তোমার সন্ন্যাসে অধিকার জন্মে নাই। সুতরাং অচিরাৎ তোমাকে আমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। ইচ্ছা হয় ত, এই দেনুড় গ্রামে থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ ও তদীয় লীলাবর্ণন কর।' ভদ্র মহাশয় এখানে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "লোক-শিক্ষাই যে এই ভক্ত-বর্জ্জনের অভিপ্রায়, তাহা গৌরভক্তগণকে আর বলিয়া দিতে হইবে না।"

মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার সময় পথে অগ্রদ্বীপ নামক স্থানে গোবিন্দ ঘোষের নিকট মুখশুদ্ধি চাহিবামাত্র তিনি একটি হরীতকী দিয়াছিলেন, এবং সেই জন্ম তাঁহাকে সঞ্চয়ী বলিয়া যেমন প্রভু সেখানে রাখিয়া যান, নিত্যানন্দের দ্বারাও সেইরূপ বৃন্দাবনদাসকে দেহুড়ে রাখার কল্পনা সংঘটন হইতে পারে। কিন্তু সকল দিক্ বজায় রাখিয়া এই ঘটনা-রচয়িতা একটা সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই। কারণ, বৃন্দাবনদাসের বয়স হিসাবানুসারে তখন সবে ১৪।১৫ বৎসর। সুতরাং তাঁহার সন্ন্যাসে অধিকার জন্মায় নাই বলিয়া তাঁহাকে মহাপ্রভুর সেবাপ্রকাশ ও তদীয় লীলা-বর্ণন করিবার জন্ম পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া সাধারণ লোকের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে। নিত্যানন্দ যখন মহাপ্রভুর বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও নিজে নীলাচলে যাওয়া বন্ধ করেন নাই, তখন তাঁহার চতুর্দ্দশ-বর্ষীয় প্রিয় ভৃত্যটীকে কেন এরূপ কঠোর আদেশ করিলেন, এবং বৃন্দাবনদাসই বা তাঁহার প্রভুর আদেশ অমান্য করিয়া কেন তাঁহার কার্য্যের অনুকরণ করিলেন না, তাহা বুঝা যায় না। বিশেষতঃ এরূপ একটি বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস কোন কথাই তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিলেন না, ইহাই বা কি করিয়া সামঞ্জস্য হইতে পারে? এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়াই সম্ভবতঃ স্বর্গীয় ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় বৃন্দাবনদাসের জন্ম ১৪৫৯ শকে ধার্য্য করিবার চেষ্টা করেন। ক্ষীরোদবাবুর এই কথা উল্লেখ করিয়া জগদ্বন্ধুবাবু যেন সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছেন, "এই নির্দ্দেশ যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের প্রাগুক্ত 'সব গোল' মিটিয়া যায়।" জগদ্বন্ধুবাবুর এই মন্তব্য পাঠ করিলে বেশ উপলব্ধি হয় যে, তিনি উপরে যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তিনি আদৌ বিশ্বাস করেন না; অথচ তিনি এই সকল জনশ্রুতির প্রতিবাদ্ কিংবা তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা কেন করেন নাই, তাহা বুঝা যায় না।

সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "সব গোল" দ্বারা জগদ্বন্ধুবাবু বৃন্দাবনদাসের অতিপ্রাকৃত জন্ম-বৃত্তান্ত এবং তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার অদর্শনে আক্ষেপোক্তি,—এই সকল সমস্যার সম্বন্ধেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ যদি ১৪৫৯ শকেই বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার অল্পকাল পূর্ব্বে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে নারায়ণী দেবীর শ্রীমহাপ্রভুর প্রসাদী তাম্বূল-ভক্ষণ এবং উহার ফলে বৃন্দাবনদাসের অলৌকিক জন্ম সম্পূর্ণ অমূলক হইয়া পড়ে। সুতরাং এ সকল সমস্যার সুমীমাংসার জন্য বৃন্দাবনদাসের ঠিক জন্ম-শক জানা একান্ত আবশ্যক। জগদ্বন্ধুবাবু কোন্ প্রমাণের বলে বৃন্দাবনদাসের জন্ম ১৪২৯ শকের বৈশাখ মাস এবং শ্রীহট্ট হইতে মাতার সহিত নবদ্বীপে প্রত্যাগমনের সময় ১৪৩১ শকের আশ্বিন মাস স্থির করেন, তাহা লিখেন নাই। সম্ভবতঃ উক্ত বিবরণ শুধু কিংবদন্তী বা অনুমান-মূলক; নতুবা কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া, তিনি উভয় বৃত্তান্ত সম্বন্ধে শুধু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন কেন? আর, ক্ষীরোদবাবুর প্রদত্ত ১৪৫৯ শকেরই বা মূল কি?

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আর এক কথা লিখিয়াছেন, অর্থাৎ বৃন্দাবনদাস মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। ক্ষীরোদবাবুর ন্যায় গোস্বামী মহাশয়ের এই উক্তি স্বকপোল-কল্পিত নহে। আমরা নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে প্রথম এই কথা দেখিতে পাই। উহাতে আছে যে, নারায়ণী শ্রীবাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা। নারায়ণীর বয়স যখন এক বৎসর, তখন তাঁহার পিতামাতা উভয়েই পরলোকগত হন, এবং শ্রীবাসের পত্নী মালিনী ঠাকুরাণী তাঁহাকে লালন-পালন করেন। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গমন করিলে শ্রীবাস ও শ্রীরাম সপরিবারে কুমারহট্টে যাইয়া বাস করেন। সেই সময়—

"কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ যেঁহো। তাঁর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ॥
বৃন্দাবনদাস যবে আছিলেন গর্ভে। তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠনাথ চলি গেল স্বর্গে।"

কিন্তু ইহার সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী কোন পদকর্ত্তা কিংবা গ্রন্থকর্ত্তা, নিত্যানন্দদাসের এই উক্তির সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। বরং ইহার প্রায় শত বর্ষের পরবর্ত্তী পদকর্ত্তা উদ্ধবদাসের একটী পদে আছে—

"প্রভুর চর্ব্বিত পান, স্নেহবশে কৈলা দান, নারায়ণী ঠাকুরাণী হাতে।
শৈশব-বিধবা ধনী, সাধ্বী-সতী-শিরোমণি, সেবন করিল সে চর্ব্বিতে॥
প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা, বালিকা গর্ভিণী হৈলা, লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল।
দশ মাস পূর্ণ যবে, মাতৃগর্ভ হৈতে তবে, সুন্দর তনয় এক হৈল॥
সেই বৃন্দাবনদাস, ত্রিভুবনে সুপ্রকাশ, চৈতন্য-লীলায় ব্যাস যেই।
উদ্ধবদাসেরে দয়া, করে দিবে পদছায়া, প্রভুর মানস-পুত্র সেই॥"

এখানে একটী কথা বলা যাইতে পারে। উল্লিখিত পদটী ও প্রচলিত কিম্বদন্তী ব্যতীত বৃন্দাবনদাসের অলৌকিক জন্ম-কথা সম্বন্ধে প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অপর, যদিও নিত্যানন্দের ভবিষ্যৎ উক্তি কিংবা উদ্ধবদাসের অতীত উক্তিতে আছে যে, 'লোক মাঝে নারায়ণীর কলঙ্ক রটিবে না' কি 'রটে নাই', কিন্তু নারায়ণীর বাস্তব-জীবনে তাহার বিপরীত ফলিয়াছে। আবার কিংবদন্তীর 'আঠার মাসকাল গর্ভবাসের বিবরণ' ও উদ্ধবদাসের 'দশমাস পূর্ণ হইলে বৃন্দাবনের ভূমিষ্ঠ হইবার কথা'য়, পরস্পর মিল নাই। এরূপ স্থলে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই ইহা বিশ্বাস করিতে রাজী নহেন।

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। এ কথা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। যথা— "ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ রায়। চৈতন্য-কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥" নিত্যানন্দের আদেশে এবং কোন কোন কথা তাঁহার মুখে শুনিয়া বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত গ্রন্থ রচনা করেন। যথা—

"নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা ধরি শিরে। সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে॥"
"নিত্যানন্দ প্রভু-মুখে বৈষ্ণবের তথ্য। কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য॥" (চৈঃ ভাঃ)

কোন্ শকে চৈতন্যভাগবত রচিত হয়, তাহা লইয়াও মতদ্বৈধ আছে। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল ১৪৫৭ শক; রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন ১৪৭০ শক (১৫৪৮ খৃঃ অঃ); অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর 'বঙ্গরত্ন' গ্রন্থমতে ১৪৭৯ শক (১৫৫৭ খৃঃ); মুরারিলাল অধিকারীর 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী' গ্রন্থে আছে ১৪৯৭ (১৫৭৫ খৃঃ)। চৈতন্যভাগবত রচিত হইবার পর বৃন্দাবনদাস আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার নাম 'নিত্যানন্দ-বংশবিস্তার'; কেহ বলেন, ইহার নাম 'নিত্যানন্দ-বংশমালা', আবার কাহারও মতে 'নিত্যানন্দ-বংশাবলী'। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ১৪৯৫ শকে (১৫৭৩ খৃঃ) ইহা রচিত। বৃন্দাবনদাসের রচিত বলিয়া 'তত্ত্ববিলাস', 'দধিখণ্ড', বৈষ্ণব-বন্দনা', 'ভক্তিচিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থ চলিয়া আসিতেছে। বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' রাখিয়াছিলেন। যথা—

"বৃন্দাবনদাস কৈল 'চৈতন্যমঙ্গল'। তাহাতে চৈতন্য-লীলা বর্ণিল সকল॥"
অন্যত্র— "বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর নন্দন। 'চৈতন্যমঙ্গল' যেঁহো করিলা রচন॥"

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'চৈতন্যভাগবত' কেন হইল তৎসম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী আছে। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "চৈতন্যভাগবতের নাম প্রথমে চৈতন্যমঙ্গল ছিল, কিন্তু লোচনদাসের পুস্তকের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' হওয়াতে, পাছে ইহা লইয়া বৃন্দাবন ও লোচন বিবাদ করেন, এই জন্য নারায়ণী ঠাকুরাণী পুত্রকৃত গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করাইয়া দেন।" আবার কাহারও মতে লোচনের গ্রন্থে—"অভিন্ন-চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত। শ্রীনিত্যানন্দ বন্দো রোহিণীর সুত॥"—এই চরণদ্বয় পাঠ করিয়া বৃন্দাবনদাস নিজ প্রভুর এইরূপ মাহাত্ম্য-বর্ণন দেখিয়া আনন্দ বিহ্বল হইলেন, এবং লোচনকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'লোচন, তুমি আমার অপেক্ষাও শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব উত্তমরূপ বুঝিয়াছ। আমি তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে পৃথক্ বর্ণন করিয়াছি, কিন্তু তুমি গৌর-নিতাই অভিন্ন বলিয়াছ। অতএব তোমার গ্রন্থের নামই 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' হওয়া উচিত, আর আমার গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' নামে অভিহিত হউক।" বৃন্দাবনদাস তখনই এই মর্ম্মে একখানি ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করাইলেন যে, "লোচনদাস শ্রীপ্রভুর মাধুর্য্যলীলা বর্ণন করিয়াছেন; সুতরাং লোচনের গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' ও বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যভাগবত' হউক।" এই ব্যবস্থাপত্র শ্রীবৃন্দাবনের ও অন্যান্য স্থানের বৈষ্ণবসমাজে প্রচারিত হইল, এবং বৈষ্ণবমাত্রই ইহাতে স্বাক্ষর করিলেন। প্রেমবিলাসে আছে—

(বৃন্দাবন) নানা শাস্ত্র পড়ি হৈলা পরম পণ্ডিত। 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ যাঁহার রচিত॥
ভাগবতের অনুরূপ চৈতন্যমঙ্গল। দেখিয়া বৃন্দাবনবাসী ভকত সকল॥
'চৈতন্য-ভাগবত' নাম দিল তাঁর। যাহা পাঠ করি ভক্তের আনন্দ-অপার॥

'কর্ণানন্দ' গ্রন্থে শ্রীনিবাসাচার্য্যের শাখাভুক্ত চারি জন বৃন্দাবনদাসের নাম পাওয়া যায়। যথা—

"তবে প্রভু কৃপা কৈল বৃন্দাবনদাসে। কবিরাজ খ্যাতি তার জগতে প্রকাশে॥"

অন্যত্র— "শ্রীবাসুদেব কবিরাজ শ্রীবৃন্দাবনদাস। বৈষ্ণব-সেবাতে যাঁর বড়ই উল্লাস॥"
"বৃন্দাবন চট্টরাজ প্রিয়ভৃত্য প্রাণ।"

আবার—"বৃন্দাবনবাসী হয় মহাসুখরাশি। বৃন্দাবনদাস নাম মহাগুণরাশি॥
তাঁহারে করিলা দয়া প্রভু গুণনিধি। তাঁর গুণ কি কহিব মুঞি হীনবুদ্ধি॥

আচার্য্য প্রভু-তনয় গতিগোবিন্দ প্রভুর শাখাভুক্ত এক বৃন্দাবনদাসের নাম আছে। যথা—

"প্রসাদবিশ্বাস পুত্র বৃন্দাবনদাস। প্রভুপদে নিষ্ঠা-রতি পরম বিশ্বাস॥"

একটী পদের ভণিতায় আছে—"রায় রঘুপতি বল্লভ সঙ্গতি বৃন্দাবনদাস ভাযই।" 'রায় রঘুপতি' ও 'বল্লভ' কে? এবং এই 'বৃন্দাবনদাস' চৈতন্যভাগবত-রচয়িতা কিংবা অপর কেহ?—এই প্রশ্ন সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। গোলোকগত পরমবৈষ্ণব রাজীবলোচন দাস মহাশয় ১৩১১ সালের ৬ই শ্রাবণ তারিখের 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা'স্তম্ভে "বৃন্দাবনদাস একজন নহেন" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে উল্লিখিত চরণটী উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করেন এবং উপসংহারে বলেন যে, "এই পদ-রচয়িতা সম্ভবতঃ স্বতন্ত্র বৃন্দাবনদাস হইবেন।"

বৈষ্ণবদাস। গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'বৈষ্ণবদাস'-ভণিতাযুক্ত পদ ২৬টী আছে। এতদ্ভিন্ন 'বৈষ্ণব'-ভণিতার দুইটী ও বৈষ্ণবচরণ'-ভণিতার একটী পদ দেখা যায়। 'বৈষ্ণব-চরণ' ও 'বৈষ্ণব' বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পদকর্ত্তার পরিচয় যখন পাওয়া যায় না, তখন এই দুই ভণিতার পদগুলি বৈষ্ণবদাসের বলিয়াই ধরিয়া লওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "বৈষ্ণবদাস-ভণিতাযুক্ত

পদগুলি সমস্তই পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের নিজের রচিত, অথবা অপর কোন বৈষ্ণবদাসের পদ উহার মধ্যে আছে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না।" আমাদের মনে হয়, পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের ইহা কখনই ইচ্ছা হইতে পারে না যে, তাঁহার স্বরচিত পদের সহিত অপর কোন বৈষ্ণবদাসের পদ মিশিয়া যায়। অপর কোন বৈষ্ণবদাসের পদ তাঁহার সংগৃহীত পদাবলীর মধ্যে থাকিলে, তাহা বাছিয়া লইবার উপায় তিনি নিশ্চয় করিয়া যাইতেন।

বৈষ্ণবদাসের আসল নাম ছিল গোকুলানন্দ সেন। তিনি জাতিতে বৈদ্য এবং তাঁহার নিবাস ছিল টেঁয়া (ঞা) বৈদ্যপুর। রাধামোহন ঠাকুর ছিলেন ইঁহার দীক্ষা-গুরু। রাধামোহন ঠাকুরের সঙ্গে কয়েকজন পণ্ডিতের স্বকীয়া ও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া ১১১৫ সালে (১৬৪০ শকে) এক বিচার হয়। এই বিচার-সভায় গোকুলানন্দ সেন ও তাঁহার স্বজাতি বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার (উদ্ধবদাস) উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং এই বন্ধুদ্বয় যে সপ্তদশ শকাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে দ্বিমত হইতে পারে না। বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুর উপসংহারে বলিয়াছেন,—

"আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন। কে করিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন ॥
গ্রন্থ কৈল 'পদামৃত-সমুদ্র' আখ্যান। জন্মিল আমার লোভ তাহা কবি গান ॥
নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া। তাঁহার যতেক পদ তাহা সব লৈয়া ॥
সেই মূলগ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল। প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল ॥
এই গীত-কল্পতরু নাম কৈল সার। পূর্ব্বরাগাদি ক্রমে চারি-শাখা যার ॥"

এই গ্রন্থ কোন শকে সংগৃহীত হয়, তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। রাধামোহন ঠাকুরের নিজের 'পদামৃত-সমুদ্র' নামক পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ ছিল। বৈষ্ণবদাস যখন সেই গ্রন্থখানি আমূল তাঁহার পদকল্পতরুর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন, তখন গুরুদেবের গ্রন্থখানির অস্তিত্ব একরূপ লোপ পাইল। গুরুদেবের জীবিতাবস্থায় যে বৈষ্ণবদাস এই অবৈষ্ণবোচিত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না।

পদকল্পতরুতে বৈষ্ণবদাসের সবে ২৬টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন তিনি আর কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "ইঁহার রচিত কোন কোন পদ এতই সুন্দর যে, উহা পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, যেন নরোত্তমের রচনা পাঠ করিতেছি। ইঁহার কোন কোন পদ পাঠ করিলে, অতি পাষণ্ডেরও নয়নযুগল অশ্রুভারাবনত হয়, এবং ইঁহার কোন কোন পদ পাঠ করিলে জানা যায় যে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে ও বৈষ্ণব-ইতিহাসে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি একজন প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়াও ছিলেন। ইনি যে সুরে গান করিতেন, তাহাকে অদ্যাপিও 'টেঞার ছপ' কহে।"

বৈষ্ণবদাসের একটীমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রামগোবিন্দ সেন। রামগোবিন্দের দুই কন্যা হইয়াছিল। এখন বৈষ্ণবদাসের ভিটায় বাতি দিবার কেহই নাই।

ব্যাস। গৌরপদতরঙ্গিণীতে ব্যাস ভণিতার দুইটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। রাজা বীরহাম্বীরের সভা-পণ্ডিতের নাম ছিল ব্যাসাচার্য্য। তিনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। উল্লিখিত পদদ্বয় তাঁহার রচিত হইলে, ইহাতে তাঁহার গুরুদেবের কিংবা রাজা বীরহাম্বীরের নাম থাকিত। পদদ্বয় ব্রজবুলীতে রচিত ও রূপ-সনাতনের মাহাত্ম্য-বর্ণনাত্মক।

ভুবনদাস। গৌরপদতরঙ্গিণীতে ভুবনদাস-ভণিতাযুক্ত **শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর** গৌরাঙ্গ-বিরহ-সূচক একটী বারমাসিয়া পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই একটী মাত্র পদ হইতে তাঁহার প্রশংসনীয় রচনার ও কবিত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ভুবনদাসের আর কোন পদ পাওয়া যায় নাই।

জগদ্বন্ধুবাবু বলেন যে, ভুবনদাস রাধামোহন ঠাকুরের ভ্রাতা। শ্রীনিবাসের পুত্র গতিগোবিন্দ, তাঁহার পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ, তৎপুত্র জগদানন্দ। জগদানন্দের দুই স্ত্রী, প্রথম পক্ষের সন্তান যাদবেন্দ্র, এবং দ্বিতীয় পক্ষের পাঁচ পুত্র—রাধামোহন, ভুবনমোহন, গৌরমোহন, শ্যামমোহন ও মদনমোহন। এই ভুবনমোহন নাকি পদকর্ত্তা ছিলেন এবং তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি মুর্শিদাবাদ-মাণিক্যহার গ্রামে বাস করিতেছেন। জগদ্বন্ধুবাবু যখন অনুসন্ধান করিয়া এত দূর বাহির করিয়াছেন, তখন ভুবনমোহনের বর্ত্তমান কোন বংশধরের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া যাওয়া উচিত ছিল। জগদ্বন্ধুবাবু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে ভুবনদাস সম্বন্ধে আর কেহ কোনরূপ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি না, তাহা জানা যায় নাই।

সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "*জগদ্বন্ধুবাবু এই ভুবনমোহনকে পদকর্ত্তা-'ভুবনদাস' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু রাধামোহন ঠাকুরের সঙ্কলিত 'পদামৃত-সমুদ্র' গ্রন্থে তাঁহার নিজের রচিত ২২৮টি পদ ও অন্যান্য পদকর্ত্তার রচিত ৫১৮টী পদ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। উহার মধ্যে নিজের অনুজ ভুবনমোহনের একটী পদও নাই কেন? আমাদের মনে কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা বিষম সন্দেহ জন্মিয়াছে।*"

মনোহর দাস। *নিত্যানন্দের শাখাগণনায় চৈতন্যচরিতামৃতে দুই জন মনোহরের নাম পাওয়া যায়।* যথা—

(১) "নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, আর মনোহর। দেবানন্দ,—চারি ভাই নিতাই-কিঙ্কর॥" কিন্তু ইঁহাদিগের চারি ভ্রাতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

(২) "পীতাম্বর, মাধবাচার্য্য, দাস দামোদর। শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস মনোহর॥" নরোত্তম-বিলাসে এই মনোহরের উল্লেখ আছে। যথা—"মুরারি-চৈতন্য, জ্ঞানদাস মনোহর।" 'জ্ঞানদাস মনোহর' চৈতন্য-চরিতামৃতে ও নরোত্তম-চরিতের কয়েক স্থানে এক সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, 'মনোহর' জ্ঞানদাসেরই নামান্তর বা উপাধি।

(৩) বাবা আউল মনোহর দাস। ইঁহার নামান্তর আউলিয়া চৈতন্যদাস। 'সারাবলী' গ্রন্থে আছে—

"আদি নাম মনোহর, চৈতন্য নাম শেষ। আউলিয়া হৈয়া বুলে স্বদেশ বিদেশ॥" অচ্যুতবাবুর মতে বাবা আউলদাস ও জ্ঞানদাস মনোহর অভিন্ন ব্যক্তি।

(৪) আর একজন মনোহরদাসের কথা ইঁহারা কেহই বলেন নাই কেন জানি না। ইনি "অনুরাগবল্লী" গ্রন্থের রচয়িতা। মনোহরদাস তাঁহার গ্রন্থের অষ্টম মঞ্জরীর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"অনন্ত পরিবার তাঁর (১) সর্ব্বগুণধাম। তার মধ্যে এক শ্রীগোপাল ভট্ট নাম॥
ইঁহার অনেক শিষ্য কহিল না হয়। এক লিখি শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয়॥
ইঁহার যতেক শিষ্য কহিতে না শকি। এক শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী লিখি॥
ইঁহার অনেক হয় শিষ্যের সমাজ। তার মধ্যে এক শ্রীরামশরণ চট্টরাজ॥

(১) মহাপ্রভুর।

শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সেবক-প্রধান। শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টরাজ-ঠাকুর নাম॥
তাঁর পুত্র হন ইঁহো পরম-সুশান্ত। তাঁর চরণ মোর শরণ একান্ত॥
তিঁহো মোর গুরু—তাঁর পদপ্রাপ্তি আশ। তাঁর দত্ত নাম মোর মনোহর দাস॥
কাটোয়া নিকট বাগানকোলা পাট-বাড়ী। সেখানে বসতি—আর সর্ব্ব বাড়ী ছাড়ি॥"

উল্লিখিত পদ হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীনিবাসাচার্য্যের শ্যালক ও মন্ত্রশিষ্য রামচরণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য রামশরণ চট্টরাজের নিকটেই মনোহর দাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই রামশরণ চট্টরাজের পিতা কৃষ্ণদাস চট্টরাজ-ঠাকুরও আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। রামশরণের বাসস্থান কাটোয়ার সন্নিকট বাগ্যনকালো বা বেগুনকোলা গ্রামে। মনোহর শেষে গুরুকুলে বাস করিতেন, তাহা উদ্ধৃত পদ হইতেই প্রকাশ। মনোহর স্বরচিত একটী দশক দ্বারা স্বীয় গুরুদেবকে যে স্তুতি করেন, তাহা একদিকে যেমন গভীর সংস্কৃতভাষা-জ্ঞানের পরিচায়ক, অপর দিকে তেমনই তৎসাময়িক ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণবের সদাচার-দ্যোতক।

মনোহরদাস শেষজীবনে শ্রীবৃন্দাবন-বাসের জন্য তাঁহার গুরুদেবের অনুমতি গ্রহণ করেন। সেই সময় গুরুদেব তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি আগে চল, আমি আসিছি পশ্চাৎ। সর্ব্বথা পাইবে বৃন্দাবনেতে সাক্ষাৎ॥" মনোহর বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে রহিলেন, ক্রমে এক বৎসর কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসরে একদা নিশাকালে স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার গুরুদেবের সত্য সত্যই শুভাগমন হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল, শীঘ্রই গুরুদেবের দর্শনলাভ হইবে। এই ভাবে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় একদিন সংবাদ আসিল, মনোহরের গুরুদেব রামশরণ চট্টোপাধ্যায়ের বৃন্দাবন-প্রাপ্তি হইয়াছে। তখন তাঁহার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল, এবং তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার গুরুদেব আতিবাহিক দেহে দর্শন দিয়া তাঁহার বাক্য রক্ষা করিয়াছেন। ইহার পরে মনোহর 'অনুরাগবল্লী' গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় লিখিয়া বৃন্দাবনধামে গ্রন্থ শেষ করেন। যথা—

"রামবাণাশ্বচন্দ্রাদিমিতে সম্বৎসরে গতে। বৃন্দাবনান্তরে পূর্ণা যাতানুরাগবল্লিকা॥"

অর্থাৎ—রাম (৩), বাণ (৫), অশ্ব (৭) ও চন্দ্র (১) মাস বিশিষ্ট (১৭৫৩) সম্বৎসর গত হইলে, 'অনুরাগবল্লী' বৃন্দাবনমধ্যে পূর্ণতালাভ করিল।

পুনশ্চ—"বসুচন্দ্রকলাযুক্তে শাকে চৈত্র সিতেঽমলে। বৃন্দাবনে দশম্যান্তে পূর্ণানুরাগ-বল্লিকা॥"

অর্থাৎ—বসু (৮), চন্দ্র (১), কলা (১৬) যুক্ত, (১৬১৮) শকে চৈত্রমাসে শুক্লদশমী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনধামে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'মনোহরদাস'-ভণিতাযুক্ত ছয়টী পদ আছে। এই পদগুলি কাহার রচিত, তাহা স্থির করা সহজ নহে।

মাধব। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "আমরা ছয় জন মাধবের পরিচয় পাইয়াছি। তন্মধ্যে তিন জনের নামমাত্র পরিচয় দিয়া অপর তিন জনের যত দূর সম্ভব, বিস্তৃত বিবরণ এই প্রস্তাবে লিখিব।" যে তিন জনের নামমাত্র পরিচয় দিবার কথা জগদ্বন্ধুবাবু বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম প্রথমে প্রদত্ত হইল।

(১) মাধব মিশ্র—ইনি গদাধর পণ্ডিতের পিতা। পূর্ব্বনিবাস চট্টগ্রাম, তৎপরে নবদ্বীপ।

(২) জগন্নাথ ও তাঁহার ভ্রাতা মাধব। ইঁহারা নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ জগাই-মাধাই। ['জগন্নাথ ও মাধব' দেখ]

সতীশবাবু সম্ভবতঃ এখানে একটী ভুল করিয়াছেন। পরাশরাত্মজ মাধব যে বৈষ্ণব ছিলেন, ইহা তিনি কোথায় পাইলেন? 'চূড়াধারী' বলিয়া এক মাধবের অখ্যাতি ছিল। অনেকের বিশ্বাস, তিনিই 'পরাশরাত্মজ মাধব।' অচ্যুত বাবু বলেন, "ইনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলেও, সম্ভবতঃ শেষকালে বৈষ্ণবলীলা-প্রলুব্ধ হইয়া থাকিবেন। এই জন্যই কথিত আছে যে, ইতি নিত্যানন্দ-গণ-দিগের ন্যায় মাথায় চূড়াধারণ করিতেন বলিয়া 'চূড়াধারী' বলিয়া কীর্ত্তিত।" কিন্তু নিত্যানন্দ দাস তাঁহার রচিত 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে চূড়াধারী প্রভৃতি দোষী বিষয়ক শ্রীধাম নবদ্বীপের একখানি ব্যবস্থাপত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 'চূড়াধারী মাধব' প্রভৃতি তাঁহাদের গণসহ দোষী ও ত্যাগী। তিনি পাদটীকায় লিখিয়াছেন যে, মাধব নামে একটী ব্রাহ্মণ মস্তকে চূড়াধারণ করিয়া মন্দ মন্দ হাসিতে হাসিতে বলিত, "আমি নারায়ণ কৃষ্ণ, জীবের উদ্ধারের জন্য বৃন্দাবন হইতে সমাগত হইয়াছি।" এইরূপ কথিত আছে, মহাপ্রভু ইহাকে গণসহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ১৪৫৫ শকে অপ্রকট হয়েন। সুতরাং উল্লিখিত ঘটনা তাহার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। কিন্তু পরাশরাত্মজ মাধব 'সারদাচরিত' নামক চণ্ডী ১৫০১ শকে রচনা করেন। সুতরাং সারদাচরিত-রচক মাধব ও চূড়াধারী মাধব এক ব্যক্তি হইতে পারেন না।

মাধবী দাস। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গণ-গণনায় চৈতন্যচরিতামৃতে আছে, "মাধবী-দেবী শিখি-মাহিতির ভগিনী। শ্রীরাধার সখী মধ্যে যাঁর নাম গণি॥" শিখি-মাহিতি শ্রীজগন্নাথদেবের একজন লিপিকর ছিলেন। মুরারি মাহিতি নামে তাঁহার এক কনিষ্ঠ সহোদর ও মাধবী দাসী নামে এক কনিষ্ঠা সহোদরা ছিলেন। মুরারি ও মাধবী মহাপ্রভুকে দেখিয়াই তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ শিখি মাহিতির সে সৌভাগ্য তখন উদয় হয় নাই। তিনি ইহার পর একদিন নিশাশেষে স্বপ্ন দেখিলেন যে, মহাপ্রভু জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে যাইয়া একবার তাঁহাতে প্রবেশ করিতেছেন, আবার বাহির হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। আর, তাঁহার অনুজ মুরারি ও মাধবী তাঁহাকে এই দৃশ্য দেখাইতেছেন। এই সময় মহাপ্রভু যেন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহার পরেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার অনুজেরা সেখানে উপস্থিত। ইহাই দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; এবং তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া তাঁহারা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া, শেষে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি এখনও সেই দৃশ্য দেখিতেছি।" তখন তাঁহারা তিন ভাই ভগিনী জগন্নাথদেবের মন্দিরে গেলেন। মহাপ্রভু তখন তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে গরুড়-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, কিন্তু শিখি মাহিতি তখনও বিহ্বলভাবে সেই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "তুমি না মুরারির অগ্রজ?" এই বলিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিলেন। সেই দিন হইতে শিখি মাহিতি আপনার দেহ মন সমস্তই মহাপ্রভুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন। ক্রমে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী হন। মহাপ্রভু নিজজনকে যে গূঢ় ব্রজের রস প্রদান করেন, তাহার সবে সাড়ে তিনজন অধিকারী হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শিখি মাহিতি একজন ও তাঁহার ভগিনী মাধবী স্ত্রীলোক বলিয়া অৰ্দ্ধজন। যথা—

"প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ। জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপ-দামোদর, আর রায় রামানন্দ। শিখি মাহিতি তিন, তাঁর ভগ্নী অৰ্দ্ধজন॥ (চৈঃ চঃ)

মাধবীর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি পুরুষের ন্যায় সমস্ত কাজকর্ম্ম করিতেন বলিয়া বৈষ্ণব-গ্রন্থে ইঁহাদিগকে 'তিন ভ্রাতা' বলা হইয়াছে। তাঁহার ভ্রাতারাও তাঁহার প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিতেন। কাহারও মতে, সম্ভবতঃ এই জন্যই মাধবী তাঁহার অধিকাংশ পদের ভণিতায় আপনাকে "মাধবী দাস" বলিয়াছেন। কথিত আছে, মাধবীর এই সকল গুণে এবং তাঁহার হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল বলিয়া, রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে শ্রীমন্দিরের লিখনাধিকারীর পদে নিযুক্ত করেন। স্বর্গীয় হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, 'পদ-সমুদ্র' গ্রন্থে মাধবীকৃত অনেক উড়িয়া পদ আছে। এই পদগুলি বড়ই জটিল, বাঙ্গালা পদ অপেক্ষা কর্কশ, কিন্তু উহা উড়িয়াদিগের নিকট আদরণীয়।

নীলাচলে একদিন ভগবানাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং বাড়ীতে ভাত ও নানাবিধ ব্যঞ্জন রান্ধিয়া খাওয়াইবেন ইচ্ছা করিয়া কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে ডাকাইয়া বলিলেন,—

"মোর নামে শিখি-মাহিতির ভাগিনী স্থানে গিয়া। শুক্ল চাউল এক মান আনহ মাগিয়া॥ (চৈ চঃ)

শেষে তাঁহার পরিচয় দিয়া কহিলেন—

"মাহিতির ভগিনীর নাম—মাধব দেবী। বৃদ্ধ তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী॥"

ভগবানাচার্য্য বিশেষ যত্ন করিয়া প্রভুর প্রিয় নানাবিধ ব্যঞ্জন ও এই চাউলের ভাত রান্ধিলেন। প্রভু ভোজনে বসিয়া এবং শাল্যন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"উত্তম অন্ন—এহ তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা ?" আচার্য্য কহে—"মাধবী-পাশ মাগিয়া আনিলা॥"
প্রভু কহে—"কোন্ মাগিয়া আনিল ?" ছোট হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল॥

প্রভু তখন আর কিছু বলিলেন না ; গৃহে আসিয়া গোবিন্দকে আদেশ করিলেন—

"আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা। ছোট হরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা॥"

দ্বার-মানা শুনিয়া হরিদাস অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং তিন দিন উপবাস করিয়া রহিলেন। কিন্তু কি জন্য দ্বার-মানা, তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে স্বরূপাদি কয়েক জন প্রভুর কাছে যাইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রভু কহে—"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

এই কথা বলিয়া প্রভু অভ্যন্তরে গেলেন। পরদিবস ভক্তেরা আসিয়া প্রভুকে ধরিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, "প্রভু, লঘু পাপে গুরু দণ্ড করিবেন না। এবার ক্ষমা করুন।" প্রভু সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ভক্তেরা অনন্যোপায় হইয়া পরমানন্দ পুরীকে ধরিয়া পড়িলেন। তিনি একক প্রভুস্থানে আসিবামাত্র, প্রভু নমস্কার করিয়া সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে বসাইলেন এবং শেষে—

পুছিলা—"কি আজ্ঞা ? কেনে হৈল আগমন ?" "হরিদাসে প্রসাদ লাগি"—কৈলা নিবেদন॥
শুনিয়া কহেন প্রভু—"শুনহ গোসাঞি। সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি॥
মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যাঙ আলালনাথ। একলে রহিব তাহা, গোবিন্দ মাত্র সাথ॥"

এই কথা বলিয়া প্রভু গোবিন্দকে ডাকিলেন, এবং পুরী গোসাঞিকে নমস্কার করিয়া আলালনাথ অভিমুখে চলিলেন। পুরী গোসাঞি নিতান্ত ভাল মানুষ ; প্রভুর এই কাণ্ড দেখিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া

(১) মুরারি পণ্ডিত—ইনি অদ্বৈতাচার্য্য-গণভুক্ত। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"লোকনাথ পণ্ডিত, আর মুরারি পণ্ডিত। শ্রীহরিচরণ, আর মাধব পণ্ডিত॥
বিজয় পণ্ডিত, আর পণ্ডিত শ্রীরাম। অসংখ্য অদ্বৈত-শাখা কত লইব নাম॥"

ইনি গৌড়ের ভক্তদিগের সঙ্গে নীলাচল যাইতেন। ইঁহার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

(২) মুরারি চৈতন্যদাস—ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর গণ। যথা—

"মুরারি চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা। ব্যাঘ্র-গালে চড় মারে, সর্প সনে খেলা॥" (চৈঃ চঃ)

আবার— "বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের শরীরে। ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যান বনের ভিতরে॥
কখন চড়েন সেই ব্যাঘ্রের উপরে। কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে॥
মহা অজগর সর্প লই নিজ কোলে। নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে॥
ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়। হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয়॥
চৈতন্যদাসের আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বথা। নিরন্তর কহেন আনন্দে মনঃকথা॥
দুই তিন দিন মজ্জি জলের ভিতরে। থাকেন কোথাও দুঃখ না হয় শরীরে॥
জড়প্রায় অলক্ষিত বেশ ব্যবহার। পরম উদ্দাম সিংহবিক্রম অপার॥
চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার। কত বা কহিতে পারি, সকলি অপার॥
যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত। যাঁর বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত॥" (চৈঃ ভাঃ)

পানিহাটীতে রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ প্রভুর গণকে যে চিড়া-মহোৎসব দিয়াছিলেন, তাহাতে চবুতারার উপরে প্রভুর নিজগণেরা যে মণ্ডলী রচনা করিয়া বসিয়াছিলেন, ইঁহাদিগের মধ্যে মুরারি চৈতন্যদাসেরও নাম আছে।

মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে সার্ব্বভৌম তাঁহার সহিত নীলাচল-বাসী ভক্তদিগের পরিচয় করিয়া দেন। ইঁহাদিগের মধ্যে দুই জন 'মুরারি' ছিলেন। যথা—(৩) শিখি মাহাতির ভ্রাতা 'মুরারি মাহাতি' এবং (৪) ব্রাহ্মণ মুরারি।

(৫) মুরারি দাস—রাজা অচ্যুতের দ্বিতীয় পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রসিকানন্দ। তিনি ১৫১২ শকে জন্মগ্রহণ করেন। মুরারি তাঁহার দুই বৎসরের ছোট। ইঁহারা দুই ভ্রাতা শ্যামানন্দ পুরীর মন্ত্রশিষ্য। যথা, নরোত্তমবিলাসে—"শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিক-মুরারি।" খেতরীর মহোৎসবে ইঁহারা দুই ভ্রাতা যোগদান করিয়াছিলেন।

(৬) মুরারি গুপ্ত—ইনি মহাপ্রভুর গণ। যথা—

"শ্রীমুরারি গুপ্ত-শাখা—প্রেমের ভাণ্ডার। প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কার ধন। আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়। দেহরোগ, ভবরোগ—দুই তার ক্ষয়॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীহট্টে ইঁহার জন্মস্থান। যথা—

"শ্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পণ্ডিত। শ্রীচন্দ্রশেখরদেব ত্রৈলোক্য-পূজিত॥
ভবরোগ-নাশ বৈদ্য মুরারি নাম যাঁর। শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার॥" (চৈঃ ভাঃ)

নবদ্বীপেও মুরারি প্রভৃতি শ্রীহট্টবাসীরা মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সহিত এক পাড়ায় বাস করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অপেক্ষা মুরারি বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা গঙ্গাদাসের টোলে পড়িতেন। গদাধর ও মুকুন্দ দত্ত তাঁহাদিগের সতীর্থ ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদিগকে দেখিলেই

ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন। মুরারি প্রথমে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেন না, শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণ পড়েন বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেন। শেষে শ্রীনিমাঞির পাণ্ডিত্য অসাধারণ বুঝিয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এবং ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার অনুসরণ করিতেন।

মুরারি ছিলেন রাম-উপাসক। সেই জন্য তাঁহাকে হনুমানের অবতার বলা হইত। যথা—"বন্দিব মুরারি গুপ্ত ভক্তি-শক্তিমন্ত। পূর্ব্ব-অবতারে যাঁর নাম হনুমন্ত॥" (বৈঃ বঃ) মহাপ্রভু—"একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি। গর্জ্জিয়া মুরারি-ঘরে চলিলা আপনি॥" (চৈঃ ভাঃ) মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের সময় "মুরারিরে আজ্ঞা হৈল মোর রূপ দেখ। মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক॥" (চৈঃ ভাঃ) ইহাই দেখিয়া মুরারি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ করাইয়া প্রভু বলিলেন,—"যে তোমার অভিমত মাগি লহ বর।" মুরারি যে কিরূপ ভক্ত, তাহা তাঁহার বর-প্রার্থনা শুনিলেই বুঝা যায়। যথা—

"মুরারি বলে যে প্রভু আর নাহি চাঙ। হেন কর প্রভু যেন তোর গুণ গাঙ॥
যেতে ঠাঁই প্রভু কেনে জন্ম নহে মোর। তথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোর॥
তুমি প্রভু, মুই দাস, ইহা নাহি যথা। হেন সত্য কর প্রভু না ফেলিহ তথা॥"

প্রভু 'তথাস্তু' বলিলেন, আর চারি দিকে ভক্তেরা মহা মহা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

একদিন মুরারির মনে হইল, "এই যে প্রভুর অসীম স্নেহ ও অপার করুণা উপভোগ করিতেছি, চিরদিন কি এই ভাবে কাটিবে? আজ যদি তিনি ভুবন আঁধার করিয়া অদর্শন হন, তাহা হইলে কি হইবে?" এই কথা ভাবিতেই মুরারি শিহরিয়া উঠিলেন এবং স্থির করিলেন, প্রভুর অপ্রকটের পূর্ব্বেই চলিয়া যাইবেন। এই জন্য একখানি শাণিত অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ঘরের এক কোণে লুকাইয়া রাখিলেন। আর স্থির করিলেন, পরদিবস প্রত্যূষে মনের সাধে প্রভুকে দর্শন করিয়া লইবেন; শেষে আত্মহত্যা করিয়া প্রভুর ভাবি-বিরহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন।

অন্তর্য্যামী প্রভু পর দিবস অতি প্রত্যূষে মুরারির গৃহে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। প্রভুর গলার স্বর শুনিয়া অপরাধী মুরারির বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ত্রাস্তভাবে আসিয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন, এবং বিশেষ ভক্তি-সহকারে তাঁহাকে আসনে বসাইলেন। প্রভু মুরারিকে আপনার কাছে বসাইয়া আবেগভরে বলিলেন, "মুরারি! আমি এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে চাও?" মুরারি প্রভুর দিকে চাহিতে পারিলেন না,—মস্তক অবনত করিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন, কোন কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। তখন প্রভু মুরারির হাত দুখানি ধরিয়া কোমল স্বরে বলিলেন, "অস্ত্রখানি আনিয়া দাও।" তবুও মুরারি এক ভাবেই বসিয়া রহিলেন। তখন প্রভু নিজেই উঠিয়া সেই লুকানো অস্ত্রখানি বাহির করিয়া আনিলেন এবং মুরারির হাত দুইখানি ধরিয়া গদগদস্বরে বলিলেন, "মুরারি, আমাকে স্পর্শ করিয়া বল যে, আর কখনও এই ভাবে আমাকে দুঃখ দিবে না।" কিন্তু মুরারির সেই এক উত্তর—কেবল ক্রন্দন। এই ভাবে ক্রমে মুরারিকে শান্ত করিয়া প্রভু অস্ত্রখানি লইয়া চলিয়া গেলেন।

আর একদিন প্রভু মুরারিকে বলিলেন, "ব্রজের নিগূঢ় রস আস্বাদনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এবং তাহা লাভ করিতে হইলে রসিক-শেখর ব্রজেন্দ্রকিশোরকে ভজনা করিতে হইবে।"

প্রভুর মুখে এই কথা শুনিয়া মুরারির মন কতকটা নরম হইল। তিনি ঘরে গিয়া সারানিশি এই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রঘুনাথকে ছাড়িতে হইবে ভাবিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন। পরদিবস অতি প্রত্যূষে আসিয়া প্রভুর চরণ ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন,—

"রঘুনাথের পায় মুঞি বেছিয়াছোঁ মাথা। কাঢ়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায়। তব আজ্ঞা ভঙ্গ হয়, কি করি উপায়॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়। তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়॥"

এই কথা শুনিয়া প্রভু বড়ই সুখী হইলেন এবং মুরারিকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন; শেষে বলিলেন, "মুরারি! তুমিই প্রকৃত ভক্ত; তোমার ভজন এত সুদৃঢ় যে, আমার কথাতেও তোমার মন টলিল না। প্রভুর পায়ে সেবকের এইরূপ প্রীতি থাকাই বাঞ্ছনীয় যে, 'প্রভু ছাড়াইলেহ, পদ ছাড়ান না যায়।' সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি, শ্রীরাম-কিঙ্কর। তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল॥"

প্রভুর শৈশবাবধি সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া মুরারি তাঁহার অনেক লীলা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। দামোদর পণ্ডিতের প্রশ্নোত্তরে প্রভুর অনেক শৈশব-লীলা মুরারি গুপ্ত প্রকাশ করেন। সেইগুলি দামোদর সূত্ররূপে সরল সংস্কৃত কবিতায় গ্রন্থিত করিয়া ১৪৩৫ শকে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্'। বৈষ্ণব-সমাজে ইহা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সূত্র-গ্রন্থ হইতে পরবর্ত্তী প্রভুর লীলা-লেখকগণ তাঁহার নবদ্বীপ-লীলা-কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"আদি-লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রন্থিত॥
প্রভুর মধ্য-শেষ-লীলা স্বরূপ দামোদর। সূত্র করি গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর॥
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া। বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া॥"

অন্যত্র—"দামোদর-স্বরূপ, আর গুপ্ত মুরারি। মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি॥
সেই অনুসারে লিখি লীলা সূত্র-গণ। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস-বৃন্দাবন॥"

লোচনদাস তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ অনেকটা মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বন করিয়াই রচনা করেন। তিনি এই গ্রন্থের সূত্রখণ্ডে লিখিয়াছেন,—

"মুরারি গুপত বেজা বৈসে নবদ্বীপে। নিরন্তর থাকে গোরাচান্দের সমীপে॥
সর্ব্ব তত্ত্ব জানে সে প্রভুর অন্তরীণ। গৌর-পদারবিন্দে ভকত-প্রবীণ॥
জন্ম হৈতে বালক-চরিত্র যে যে কৈলা। আদ্যোপান্ত যত যত প্রেম প্রচারিলা॥
দামোদর পণ্ডিত সব পুছিল তাঁহারে। আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে॥
শ্লোক-ছন্দে হৈল পুথি গৌরাঙ্গ-চরিত। দামোদর-সংবাদ মুরারি-মুখোদিত॥
শুনিয়া আমার মনে বাঢ়িল পীরিত। পাঁচালি-প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গ-চরিত॥"

গৌরপদতরঙ্গিণীতে মুরারিগুপ্ত-ভণিতাযুক্ত তিনটী পদ আছে। তদ্ভিন্ন 'মুরারি'-ভণিতার পাঁচটী ও 'মুরারি-দাস'-ভণিতার একটী পদ আছে। এগুলিও যে মুরারি গুপ্তের রচিত, তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায়।

সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "শ্রীমহাপ্রভুর মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলার সময়ে মুরারি গুপ্ত তাঁহার সহচর ছিলেন না; সেই জন্যই বোধ হয়, তিনি শুনা কথার উপর নির্ভর করিয়া মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ

চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই। মুরারি গুপ্তের 'চৈতন্যচরিত' গ্রন্থের একটী সংস্করণ কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সংস্কৃত খুব সরল। × × তাঁহার চৈতন্যচরিতে যে সকল ঘটনার বর্ণন বা উল্লেখ পাওয়া যায়, উহার ঐতিহাসিক মূল্য যে খুব বেশী, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই হিসাবে মুরারি গুপ্তের রচিত গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলিরও যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে।"

মোহন। গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'মোহন'-ভণিতাযুক্ত তিনটী ও 'মোহনদাস'-ভণিতাযুক্ত তিনটী পদ আছে। এই ছয়টী পদের মধ্যে পাঁচটী খাটি বাঙ্গালায় ও একটী বাঙ্গালামিশ্রিত ব্রজবুলীতে রচিত। ইহার মধ্যে তিনটী গৌরাঙ্গের ও দুইটী নিত্যানন্দের লীলা-বিষয়ক, এবং একটী মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতির গুণ-কীর্ত্তন। পদগুলি সাধারণ ভাবের; সম্ভবতঃ এক জনেরই রচিত। প্রাচীন বৈষ্ণব-সমাজে দুই জন মোহনদাসের নাম পাওয়া যায়, এবং দুই জনই শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। যথা, "কর্ণানন্দ' গ্রন্থে,—"শ্রীমোহনদাস নাম, জন্ম বৈদ্যকুলে। নৈতিক ভজন যাঁর অতি নিরমলে॥"

পুনশ্চ—"শ্রীমোহনদাস, আর ব্রজানন্দদাস। শ্রীহরিপ্রসাদ, আর সুখানন্দদাস॥ প্রেমী হরিরাম, আর মুক্তরামদাস। প্রভুপদে নিষ্ঠা সদা, অন্তর উল্লাস॥" প্রেমবিলাসেও আছে, "মোহনদাস, বনমালীদাস বৈদ্য, ভক্তি-শূর।" আবার,—"মোহনদাস, ব্রজানন্দদাস, আর হরিরাম।" এই দুই জনের মধ্যে পদকর্ত্তা কেহ ছিলেন কি না, জানা যায় না। জগদ্বন্ধুবাবু বলিয়াছেন, "মোহনদাস গোবিন্দদাসের বন্ধু ছিলেন, এবং কোন কোন পদের ভণিতায় উভয়েরই নাম আছে। যথা, মোহন গোবিন্দদাস পহু।" কিন্তু এই বন্ধুত্বের সংবাদ তিনি কোথায় পাইলেন, তাহা বলা উচিত ছিল।

যদুনন্দন ও যদুনাথ। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন যে, তিনি পাঁচ জন যদুনন্দন ও একজন যদুনাথের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। যথা,—(১) কণ্টকনগরবাসী যদুনন্দনাচার্য্য। ইনি অদ্বৈত-শাখাভুক্ত ও গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। ইঁহার পারিবারিক আখ্যা চক্রবর্ত্তী। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্র-লেখক। যদুনন্দনের স্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মীর গর্ভে শ্রীমতী ও নারায়ণী নামে দুই কন্যা জন্মে। এই দুই কন্যাকেই বীরচন্দ্র বিবাহ করেন। যদুনন্দন অতি সুকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত কাব্যের নাম 'রাধাকৃষ্ণ-লীলারসকদম্ব'। ইহার শ্লোকসংখ্যা ছয় সহস্র।

(২) ঝামটপুরবাসী যদুনন্দনাচার্য্য। ইঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

(৩) বাসুদেব দত্তের শিষ্য ও রঘুনাথ দাসের গুরু যদুনন্দন। ইঁহার বিষয়ও কিছু জানা যায় না।

(৩) কণ্টকনগরে অপর এক যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী ছিলেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ ও গদাধর দাস ঠাকুরের শিষ্য। গদাধর দাসের স্থাপিত গৌরাঙ্গমূর্ত্তির সেবার ভার ইঁহার উপর ছিল। ইনি ভক্ত-সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের মহোৎসবে ইনি বিশেষ বিজ্ঞ, গণ্য ও সম্মাননীয় ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর ইঁহাকে পদ-রচয়িতা বলেন। নিত্যানন্দ-ভক্ত গৌরদাস এই যদুনন্দনের বন্ধু ও সমসাময়িক ছিলেন।

(৫) যদুনন্দনদাস—ইনি মালিহাটীনিবাসী বৈদ্যকুল-সম্ভূত বিখ্যাত পদকর্ত্তা ও কবি। ১৫২৯ শকে ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে যদুনন্দন তাঁহার ঐতিহাসিক কাব্য 'কর্ণানন্দ' প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় নির্য্যাসে কবির আত্মপরিচয় আছে। মুর্শিদাবাদ সহরের ১২।১৩ ক্রোশ দক্ষিণে কণ্টকনগরের

উত্তরাংশে ভাগীরথীর পশ্চিম তটে মালিহাটি গ্রাম। এই গ্রামে ১৪৫৯ শকে তাঁহার জন্ম হয়। কর্ণানন্দের প্রকাশক ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে যদুনন্দন শ্রীনিবাসাচার্য্যের পৌত্র সুবল ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। জগদ্বন্ধু বাবুর ইহা ভ্রম বলিয়া মনে হয়। যদুনন্দনের 'কর্ণানন্দ' এবং তৎকর্ত্তৃক 'বিদগ্ধ-মাধব' ও 'গোবিন্দলীলামৃত' গ্রন্থের অনুবাদ হইতে জগদ্বন্ধুবাবু দেখাইয়াছেন যে, যদুনন্দন শ্রীনিবাসাচার্য্যের কন্যা ও শিষ্যা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

১নং কণ্টকনগরবাসী যদুনন্দনাচার্য্য যে অদ্বৈত-শাখায় পরিগণিত, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ চৈতন্যচরিতামৃতের আদি, দ্বাদশ হইতে একটী চরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যথা—"শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।" ইহার পরবর্ত্তী তিনটী চরণ এই:—"তাঁর শাখা-উপশাখাগণের নাহি লেখা॥ বাসুদেব দত্তের তেঁহো কৃপার ভাজন। সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ॥"

আবার অন্ত্যের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে আছে যে, রঘুনাথ দাস বাটী হইতে পলায়ন করিয়া নীলাচলে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সুযোগ জুটিতেছে না। একদিন রাত্রিতে বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে শয়ন করিয়া আছেন; রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই।

"চারি দণ্ড রাত্রি যবে আছে অবশেষ। যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিলা প্রবেশ॥
বাসুদেব দত্তের তেঁহ হয় অনুগৃহীত। রঘুনাথের গুরু তেঁহ হয় পুরোহিত॥
অদ্বৈত-আচার্য্যের তেঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ। আচার্য্য আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্রাণধন॥"

প্রেমবিলাসের ২৪ বিলাসে আছে, যথা—

"দিগ্বিজয়ী এক পণ্ডিত যদুনন্দন নাম। একদিন চলিলেন হরিদাস স্থান॥
ঈশ্বর-তত্ত্ব নিয়া বিচার হৈল তাঁর সাথে। যদুনন্দন পরাজিত হৈল সর্ব্ব মতে॥
জ্ঞানবাদ খণ্ডি কৈলা ভক্তির প্রাধান্য। যদুনন্দন সেই মত করিলেন মান্য॥
হেন কালে আইলা তথি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। প্রণমিয়া যদুনন্দন কহে তুমি বিভু॥
মোরে কৃষ্ণ-দীক্ষা দিয়া করহ উদ্ধার। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাহা কৈল অঙ্গীকার॥
শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্য মহাশয়। অদ্বৈতের শিষ্য হঞা ভাগবত পড়য়॥
যদুনন্দনের শিষ্য দাস রঘুনাথ। দাস গোস্বামী বলিয়া হৈল বিখ্যাত॥"

অন্যত্র— "ঝামটপুর-বাসী যদুনন্দনের কন্যা। শ্রীমতী আর নারায়ণী, রূপে ধন্যা॥
দুই কন্যা বীরচন্দ্র বিবাহ করিলা। তিন পুত্র দুই কন্যা বীরভদ্রের হৈলা॥

ভক্তিরত্নাকরের ১৩শ তরঙ্গে আছে, যথা—

"রাজবলহাটের নিকট ঝামটপুরে। গেলেন ঈশ্বরী এক ভৃত্যের মন্দিরে॥
তথা যদুনন্দনাচার্য্য বৈসয়। ঈশ্বরী কৃপায় তিঁহ হৈল ভক্তিময়॥
যদুনন্দনের ভার্য্যা লক্ষ্মী নাম তাঁর। কহিতে কি, অতি পতিব্রতা ধর্ম্ম যাঁর॥
তাঁর দুই দুহিতা,—শ্রীমতী, নারায়ণী। সৌন্দর্য্যের সীমাদ্ভুত অঙ্গের বলনী॥
শ্রীঈশ্বরী ইচ্ছায় সে বিপ্র ভাগ্যবান্। প্রভু বীরচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান॥
বিবাহ সময়ে মহাকৌতুক হইল। যদুনন্দনে বীরচন্দ্র শিষ্য কৈল॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী অতি উল্লাসিত হৈলা। শ্রীমতী শ্রীনারায়ণী দোঁহে শিষ্য কৈলা॥"

উপরের উদ্ধৃত চরণগুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে, যদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য এবং

যাঁহার কন্যাদ্বয়কে বীরচন্দ্র বিবাহ করেন, তিনিই বাসুদেব দত্তের 'কৃপার ভাজন' বা 'অনুগৃহীত' (শিষ্য নহে); এবং রঘুনাথ দাসের গুরু, বাড়ী রাজবলহাটের নিকট ঝামটপুরে। তাহাতে প্রমাণ হইল, জগদ্বন্ধুবাবু যে পাঁচ জন যদুনন্দনের অল্পবিস্তর পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনজন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। ইহা হইতে আরও জানা গেল যে, যদুনন্দন প্রথমে জ্ঞানবাদী ছিলেন। হরিদাস ঠাকুরের সহিত তাঁহার তর্ক হয়; তাহাতে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইল এবং শেষে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিলেন। আবার ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যাইতেছে যে, বিবাহের পর বীরচন্দ্র তাঁহাকে শিষ্য করিলেন এবং তাঁহার কন্যাদ্বয়কে জাহ্নবাঠাকুরাণী মন্ত্র দিলেন।

জগদ্বন্ধুবাবু ১নং যদুনন্দনাচার্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি ইহার কোন প্রমাণ দেন নাই। আমাদের মনে হয়, কণ্টকনগরে অপর একজন যদুনন্দন চক্রবর্ত্তীর কথা ভদ্র মহাশয় যাহা ৪ নম্বর লিখিয়াছেন, তিনিই ছিলেন গদাধর দাসের শিষ্য। সেই জন্য ভ্রমক্রমে কণ্টকনগরবাসী ১ নম্বর যদুনন্দনাচার্য্যকে তিনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য বলিয়াছেন।

জগদ্বন্ধুবাবু একজন মাত্র যদুনাথের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বনিবাস শ্রীহট্টের অন্তর্গত বুরুঙ্গাগ্রামে, আবার কাহারও মতে ঢাকার দক্ষিণে। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থান ছিল। যদুনাথের পিতা রত্নগর্ভ আচার্য্য ও শ্রীগৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথমিশ্র নবদ্বীপের এক পাড়ায় বাস করিতেন। ইঁহার তিন পুত্র—কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যদুনাথ। যথা চৈতন্যভাগবতে—

"রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তাঁর নাম। প্রভুর পিতার সঙ্গী, জন্ম এক স্থান ॥
তিন পুত্র তাঁর,—কৃষ্ণপদ-মকরন্দ। কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ-কবিচন্দ্র ॥
ভাগবতে পরম পণ্ডিত দ্বিজবর। সুস্বরে পড়য়ে শ্লোক বিহ্বল অন্তর ॥
ভক্তিযোগে শ্লোক পড়ে পরম আবেশে। প্রভুর কর্ণেতে আসি হইল প্রবেশে ॥"

যদুনাথ কাহার কর্ত্তৃক ও কি কারণে 'কবিচন্দ্র' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। ইঁহার কোন কাব্যগ্রন্থ ছিল কি না, তাহাও জানা যায় না। তবে জগদ্বন্ধুবাবুর মতে ইঁহার পদাবলী অতি সুমধুর, সুতরাং 'কবিচন্দ্র' উপাধি অপাত্রে অর্পিত হয় নাই। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। যথা চৈতন্যভাগবতে—"যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময়। নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহারে সদয় ॥" পুনরায় চৈতন্যচরিতামৃতে—"মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র। যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥"

মহাপ্রভুর শাখা-গণনায় এক যদুনাথের নাম পাওয়া যায়। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—"কুলীন-গ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ। যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ॥" ইঁহারা সকলেই বসুবংশজাত, এবং সকলেই কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণলীলা-অভিনয়ে সুদক্ষ ছিলেন।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'যদুনন্দন'-ভণিতার আটটী, যদুনাথ-ভণিতার নয়টী, এবং 'যদু'-ভণিতার ১০টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। যদু ভণিতাযুক্ত পদগুলির মধ্যে যদুনন্দন ও যদুনাথ উভয়ের রচিত পদই থাকা সম্ভব। আবার যদুনাথ নামে স্বতন্ত্র পদকর্ত্তা থাকিলেও প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ও গ্রন্থকার যদুনন্দনও যে 'যদুনাথ'-ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। তিনি গোবিন্দ-লীলামৃতের বাঙ্গালা কবিতায় যে অনুবাদ করেন, তাহাতে 'যদুনাথ'-ভণিতা আছে। যথা,—"নিকুঞ্জ নিশান্তে কেলি মধুর বিলাস। সংক্ষেপে কহয়ে কিছু যদুনাথ দাস ॥" "রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ। গোবিন্দ-চরিত কহে যদুনাথ দাস ॥"

রসিকানন্দ দাস। রসিকানন্দ ও ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরারি বিখ্যাত শ্যামানন্দপুরীর প্রধান শিষ্য ছিলেন। যথা নরোত্তম-বিলাসে—"শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিক-মুরারি।" ইঁহারা করণ-কায়স্থ। পিতার নাম রাজা অচ্যুতানন্দ ও মাতার নাম ভবানী। অচ্যুতানন্দ সুবর্ণরেখা-নদীতীরস্থ রঙ্গীগ্রামের অধীশ্বর ছিলেন। ১৫১২ শকে কার্ত্তিক মাসের ১০ই তারিখ রবিবারে রসিকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার দুই বৎসর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরারির জন্ম হয়। ইঁহারা উভয় ভ্রাতা অল্প বয়সেই নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। নরোত্তম-বিলাসে আছে; যথা,—

"উৎকলেতে ছিল যে পাষণ্ড দুরাচার। শ্যামানন্দ তা সবার করিলা নিস্তার॥
শ্রীরসিকাদি বহু শিষ্য কৈলা। তা সবার কৃপালেশে দেশ ধন্য হৈলা॥"

ভক্তিরত্নাকরে আছে, সুবর্ণরেখা নদীর সন্নিধানে ঘণ্টশিলা (বর্ত্তমানে ঘাটশিলা) নামক স্থানে রসিক ও মুরারি দুই ভ্রাতা কিছুদিন বাস করেন। এখানে শ্যামানন্দ পুরী ভ্রাতৃদ্বয়কে কৃপা করিয়া রাধাকৃষ্ণ যুগলমন্ত্রে দীক্ষা দেন। যথা—

"মুরারিরে শ্যামানন্দ অনুগ্রহ কৈল। মহানন্দে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিল॥
শ্রীরসিকানন্দে শিষ্য করি হর্ষ মনে। সমর্পিলা নিত্যানন্দ-চৈতন্য চরণে॥
রসিক-মুরারি হৈলা প্রেমায় বিহ্বল। নিরন্তর নয়নে ঝরয়ে অশ্রুজল॥
রয়নি গ্রামেতে নিজ প্রভু লৈয়া গেলা। সংকীর্ত্তন-সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা॥"

তার পর— "শ্রীগোপীবল্লভপুরে প্রেমবৃষ্টি কৈলা। শ্রীগোবিন্দ-সেবা শ্রীরসিকে সমর্পিলা॥
রসিকানন্দের মহাপ্রভাব প্রচার। কৃপা করি কৈল পাষণ্ড উদ্ধার॥
ভক্তিরত্ন দিলা কৃপা করিয়া যবনে। গ্রামে গ্রামে ভ্রমিলেন লৈয়া শিষ্যগণে॥
দুষ্টের প্রেরিত হস্তী তারে শিষ্য কৈল। তারে কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিল॥
সে দুষ্ট যবন-রাজা প্রণত হইল। না গণিলা ঘর, কত জাব উদ্ধারিল॥
শ্রীরসিকানন্দ যথা মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে। কেবা না বিহ্বল হয় তাঁর গুণ গানে॥"

খেতরির মহোৎসবে রসিকানন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণ সহ শ্যামানন্দপুরী আগমন করিলেন। শ্যামানন্দের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া—

"শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দাদি। সভে মিলাইলা নরোত্তম গুণনিধি॥"

তাহার পর শ্যামানন্দকে লইয়া যাইয়া—

"তথা বাসা দিয়া অতি মনের উল্লাসে। রসিকানন্দের প্রতি কহে স্নেহাবশে॥
'ওহে বাপু সকল করিবে সমাধান। কোন মতে কার যেন নহে অসম্মান॥
শুনিয়া রসিকানন্দ করযোড় করি। আপনা কৃতার্থ মানি রহে মৌন ধরি॥
রসিকানন্দের চেষ্টা দেখি মহাশয়। হইলেন হৃষ্ট যৈছে কহিল না হয়॥"

তৎপরে শ্রীরসিকানন্দ, পুরুষোত্তম, কিশোর প্রভৃতি শ্যামানন্দের শিষ্যেরা মহোৎসবের জন্য দেশ হইতে যে সকল দ্রব্যাদি আনিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের ভাণ্ডারে জমা করিয়া দিলেন।

রাজবল্লভ দাস। দুইজন রাজবল্লভের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। যথা—

(১) শচীনন্দন দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং 'বংশীবিলাস' গ্রন্থের রচয়িতা রাজবল্লভ। ইনি এবং ইঁহার অপর দুই ভ্রাতা শ্রীবল্লভ ও শ্রীকেশবও কবি ছিলেন। শ্রীবল্লভ 'শ্রীবল্লভ-গীতা' ও কেশব 'কেশব-সঙ্গীত' রচনা করেন। ক্রমান্বয়ে চারি পুরুষ কবি ও গ্রন্থকার, ইহা এ দেশে বা অন্য কোন

দেশে দৃষ্ট হয় না। তবে বংশীবদনদাস, চৈতন্যদাস, শচীনন্দনদাস ও রাজবল্লভদাস,—ইহারা সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'রাজবল্লভ'-ভণিতার দুইটী মাত্র পদ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার একটীতে ছকড়ি চট্টের পুত্র বংশীবদনের এবং অপরটীতে বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাসের জন্মলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

(১) রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী—ইনি বোরাকুলিগ্রামবাসী গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বা ভাবক চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহারা পিতাপুত্র উভয়েই আচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

রাধাবল্লভ দাস। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে সুধাকর মণ্ডল নামে পরম বৈষ্ণব এক গৃহস্থ বাস করিতেন। তদীয় পত্নী শ্রীমতী শ্যামপ্রিয়া দাসীও অতি সুচরিত্রা ও কৃষ্ণৈকশরণা ছিলেন। এই ভক্ত-দম্পতি শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ও কিঙ্কর-কিঙ্করী ছিলেন। কর্ণানন্দে ইঁহার এইরূপ পরিচয় আছে—

"সুধাকর মণ্ডল প্রভুর ভৃত্য একজন। তাঁর স্ত্রী শ্যামপ্রিয়া কৃপার ভাজন॥
তাঁর পুত্র রাধাবল্লভ মণ্ডল সুচরিত্র। হরিনাম বিনা যাঁর নাহি অন্য কৃত্য॥"

তথা প্রেমবিলাসে—

"সুধাকর মণ্ডল শ্যামপ্রিয়া পত্নী সহ। শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহে কৈলা অনুগ্রহ॥
তাঁর পুত্র রাধাবল্লভ, কামদেব, গোপাল। আচার্য্যের শাখা হয় পরম দয়াল॥

কাঞ্চনগড়িয়ায় যে সুধাকর মণ্ডলের বাড়ী ছিল, ইহার কোন প্রমাণ জগদ্বন্ধুবাবু দেন নাই।
'কর্ণানন্দ' গ্রন্থে আরও দুইজন রাধাবল্লভের নাম পাওয়া যায়। যথা—

"শ্রীরাধাবল্লভ দাস প্রভুর সেবক। মহাভাগবত তিঁহো ভজন অনেক॥"

পুনশ্চ— "রাধাবল্লভ দাস ঠাকুর সরল উদার। প্রভুর চরণ-ধ্যান অন্তরে যাঁহার॥"

প্রেমবিলাসে আরও এক রাধাবল্লভের উল্লেখ আছে। যথা—"রাধাবল্লভ দাস শাখা, আর মথুরা দাস।"

গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'রাধাবল্লভ'-ভণিতাযুক্ত ১৮টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। পদগুলি কোন পাকা লোকের রচিত বলিয়াই অনুমিত হয়। 'মনোমোহনিয়া গোরা ভুবনমোহনিয়া' ও 'গঙ্গার ঘাটে, যাইতে বাটে, ভেটিনু নাগর-গোরা'—এই দুইটী পদ লোচনের ধামালী অনুকরণে রচিত অনুকরণের হিসাবে ভালই হইয়াছে। রূপ-সনাতন সম্বন্ধীয় তিনটী, ভট্ট রঘুনাথ সম্বন্ধে একটী, দাস রঘুনাথ সম্বন্ধে দুইটী ও জ্ঞানদাস সম্বন্ধে একটী পদে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ-বিষয়ক পদ দুটী বেশ সুখপাঠ্য। এতদ্ভিন্ন শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর গুণগান করিয়া দুইটী পদ রচনা করিয়াছেন। উহা পাঠ করিলে পদকর্ত্তা যে আচার্য্য প্রভুর সমসাময়িক, তাহা বেশ বুঝা যায়; তবে তাঁহার মন্ত্রশিষ্য বলিয়া বোধ হয় না। উহাদের শেষ চরণ এইরূপ—

(১) "এমন দয়াল পহুঁ, চক্ষু ভরি না দেখিলুঁ, হৃদয়ে রহল শেল ফুটি।
এ রাধাবল্লভ দাস, করে মনে অভিলাষ, কবে সে দেখিব পদ দুটী॥"

(২) "এ হেন দয়াল প্রভু পাব কত দিনে। শ্রীরাধাবল্লভ দাস করে নিবেদনে॥"

রাধামোহন। রাধামোহন শ্রীনিবাসাচার্য্যের বংশধর। 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থের ভূমিকায় স্বর্গীয় রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় রাধামোহনকে আচার্য্যপ্রভুর পৌত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাহা

ঠিক নহে। কারণ, রাধামোহন তাঁহার 'পদামৃত-সমুদ্র' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, রাধামোহন ঠাকুরের গুরু (এবং জনক) জগদানন্দ ; তাঁহার প্রকাশক অর্থাৎ জনক কৃষ্ণপ্রসাদ ; তাঁহার জনক গোবিন্দ-গতি ওরফে গতিগোবিন্দ ; এবং তাঁহার জনক শ্রীনিবাসাচার্য্য। সুতরাং রাধামোহন শ্রীনিবাসের বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "ইনি (রাধামোহন) পৈতৃক বাসস্থান চাকন্দী গ্রামেই ভূমিষ্ঠ হন। রাধামোহন এরূপ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন যে, ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা ইঁহাকে শ্রীনিবাসাচার্য্যের 'দ্বিতীয় প্রকাশ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি বিলক্ষণ সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ, প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞ এবং উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। রাধামোহনের রচিত কয়েকটি সংস্কৃত পদও আমরা দেখিয়াছি। ইঁহার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত রচনা বিলক্ষণ গাঢ় অথচ প্রাঞ্জল ও সরস। সংস্কৃত পদগুলি জয়দেবের অনুকরণে লিখিত।"

সতীশবাবু বলেন, "রাধামোহনের কবিত্ব সম্বন্ধে জগদ্বন্ধুবাবুর উক্তি খুব অতিরঞ্জিত। তাঁহার পদাবলীতে রস-শাস্ত্রের নিয়ম রক্ষার উদাহরণ যেরূপ পাওয়া যায়, স্বাভাবিক কবিত্বের উদাহরণ সেরূপ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য ও রসশাস্ত্রানুবর্ত্তিতাই স্বাভাবিক কবিত্ব-বিকাশে যথেষ্ট বাধা জন্মাইয়াছিল। তাঁহার 'পদামৃত-সমুদ্র' গ্রন্থে তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, তিনি যেখানে পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদিগের পদ পান নাই, সেখানেই অগত্যা তাঁহাকে পদ-রচনা করিয়া পালা পূরণ করিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ফরমায়েসী কবিতার ন্যায় এরূপ দায়ে পড়িয়া পদ-রচনা করিলে উহাতে স্বাভাবিক কবিত্বের বিকাশ হইতেই পারে না। এজন্য আমরা রাধামোহন ঠাকুরকে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার জন্য উচ্চ স্থান দিলেও কবি হিসাবে তাঁহাকে উচ্চ স্থান দিতে অক্ষম। × × রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্র ও উহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত টীকাই তাঁহাকে বৈষ্ণব-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে।" রাধামোহন ঠাকুরের কবিত্ব সম্বন্ধে জগদ্বন্ধুবাবুর উক্তি কতকটা অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু সতীশবাবু অপর দিকে তাঁহাকে নামাইয়া যে স্থানে আনিতে চাহেন, তাহাও ঠিক নহে।

জগদ্বন্ধুবাবু একটা মস্ত ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, রাধামোহন ঠাকুর শ্যামানন্দ পুরীর শিষ্য। শ্যামানন্দ হইতেছেন শ্রীনিবাসের সমসাময়িক। তিনি কি করিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্যের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের গুরু হইবেন? সম্ভবতঃ অনবধানতাবশতঃ এরূপ গুরুতর ভ্রম হইয়াছে।

বাঙ্গালা ১১২৫ সালে স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ সম্বন্ধে গৌড়মণ্ডলে এক ঘোরতর বিচার হয়। এই বিচারে ঠাকুর মহাশয়ের, সরকার ঠাকুরের, শ্রীজীব গোস্বামীর ও আচার্য্যপ্রভুর পরিবারের গোস্বামিগণ পরকীয়া-বাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই বিচারে রাধামোহন ঠাকুরই প্রধান হইয়া বিচার করেন। এই বিচার-সভায় বৈদ্যপুর-নিবাসী নয়নানন্দ তর্কালঙ্কার, গোকুলানন্দ সেন (বৈষ্ণবদাস) ও তদীয় বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার (উদ্ধবদাস) উপস্থিত ছিলেন। এই বিচারে রাধামোহন ঠাকুর জয়লাভ করেন, এবং একখানি জয়পত্র প্রাপ্ত হন। ১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন তারিখে মুর্শিদ কুলী খাঁর দরবারে সেই দলীল রেজিষ্টারি হয়। এই সময় রাধামোহনের বয়স ছিল ত্রিশ বৎসর।

কুঞ্জঘাটার মহারাজা নন্দকুমার এবং পুটীয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে আছে, পুটীয়ার রবীন্দ্রনারায়ণ শাক্ত ছিলেন। কিন্তু রাধামোহন

রাজপণ্ডিতদিগের সহিত বিচারে বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া রাজাকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

'রাধামোহন'-ভণিতাযুক্ত ১৮২টী পদ 'পদামৃত-সমুদ্র' হইতে বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত করেন। তাহা হইতে ৬৯টী পদ জগদ্বন্ধুবাবু গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং এই সমস্ত পদগুলিই যে রাধামোহন ঠাকুর-বিরচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রামকান্ত। গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'রামকান্ত'-ভণিতার তিনটি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এই রামকান্ত যে কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না। বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা একজন মাত্র রামকান্তের নাম পাইয়াছি। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া নরোত্তম-বিলাসে উল্লিখিত হইয়াছেন। যথা—'শ্রীমহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত।' তবে ইনি পদকর্ত্তা ছিলেন কি না, তাহা জানা যায় না।

রামচন্দ্র। বৈষ্ণব-সাহিত্যে দুই জন রামচন্দ্রের নাম আছে। দুই জনই প্রসিদ্ধ। যথা,—

(১) রামচন্দ্র কবিরাজ—ইনি বিখ্যাত মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রীনিবাসাচার্য্যের একজন প্রধান ও প্রিয় শিষ্য এবং নরোত্তম ঠাকুরমহাশয়ের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলেন। অগাধ পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র-জ্ঞানের জন্য ইনি বৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের নিকট 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করেন। ইঁহার বহুসংখ্যক শিষ্য ছিল। ['গোবিন্দ কবিরাজ' প্রসঙ্গে ইঁহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।]

(২) রামচন্দ্র দাস গোস্বামী—ইনি বংশীবদন ঠাকুরের পৌত্র ও চৈতন্যদাসের পুত্র। 'মুরলী-বিলাস' প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বংশীবদনের শেষ পীড়ার সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চৈতন্যদাসের পত্নী বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করেন। বংশীবদন ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রবধূকে বলেন যে, তিনি তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। বংশীবদনের সেই প্রকাশ হইতেছেন রামচন্দ্র গোস্বামী। জাহ্নবা ঠাকুরাণী ইঁহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং নিজেই তাঁহাকে দীক্ষা দেন।

বাঘ্‌নাপাড়ার শ্রীপাট স্থাপন সম্বন্ধে দুইটী মত আছে। কেহ বলেন, বংশীবদন কর্ত্তৃক শ্রীপাট ও শ্রীবিগ্রহাদি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই শ্রীপাট ও শ্রীবিগ্রহাদি রামচন্দ্র কর্ত্তৃকই স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। কারণ, শ্রীপাটের বহু প্রাচীন বার্ষিক মহোৎসব শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষ্যেই হইয়া থাকে, এবং শ্রীপাটের শ্রীবলরাম বিগ্রহের শ্রীমন্দিরের চূড়াতলেও রামচন্দ্রের নামই খোদিত আছে। রামচন্দ্র অকৃতদার ছিলেন। কথিত আছে, তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দনকে সপরিবারে বাঘ্‌নাপাড়ায় লইয়া আসেন এবং তাঁহার হস্তে ঠাকুর-সেবা ও অতিথি সৎকারের ভারার্পণ করিয়া নিজে গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি কড়চামঞ্জরী, সম্পুটিকা ও পাষণ্ডদলন—এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি পদকর্ত্তাও ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার অলৌকিক প্রভাব দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র ১৪৫৬ শকে জন্মগ্রহণ এবং পঞ্চাশৎবর্ষ বয়সে মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়াতে অপ্রকট হয়েন।

রামানন্দ। গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'রামানন্দ বসু'-ভণিতার চারিটী, 'রামানন্দ দাস'-ভণিতার দুইটি, 'রামানন্দ'-ভণিতার বারটী এবং 'রাম'-ভণিতার একটী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। 'রামানন্দ বসু'-ভণিতাযুক্ত পদগুলি যে কুলীনগ্রামবাসী ও 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ-রচয়িতা মালাধর বসুর পৌত্র রামানন্দ বসুর* রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বসু রামানন্দ ভিন্ন আর একজন রামানন্দ বৈষ্ণব-জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন; ইনি হইতেছেন নীলাচলের সুবিখ্যাত রায় রামানন্দ। ইঁহার রচিত

কোন বাঙ্গালা পদ আছে কি না, জানা যায় না। অপর কোন রামানন্দের খোঁজ যখন পাওয়া যায় নাই, তখন 'রামানন্দ' ও 'রামানন্দ দাস'-ভণিতাযুক্ত পদগুলি বসু রামানন্দের রচিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। আমরা নিম্নে বসু রামানন্দ ও রায় রামানন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

(১) রামানন্দ বসু—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারী-ষ্টেসনের নিকট প্রসিদ্ধ কুলীনগ্রাম। এই গ্রামের বিখ্যাত বসুবংশে ভগীরথ বসুর জন্ম। শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচয়িতা মালাধর বসু তাঁহারই পুত্র। মালাধর গৌড়-বাদসাহ হুসন্ সাহের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। হুসন্ সাহ মালাধরের নানা গুণগ্রাম দর্শন করিয়া তাঁহাকে 'গুণরাজ খান' উপাধি প্রদান করেন। গুণরাজের পুত্র সত্যরাজ খান, তাঁহার পুত্র রামানন্দ বসু। সত্যরাজ ও রামানন্দ মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত ছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে মহাপ্রভুর শাখাগণনায় আছে—

"কুলীনগ্রামের সত্যরাজ রামানন্দ। যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ॥
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন। সবে শ্রীচৈতন্য-ভৃত্য চৈতন্য-প্রাণধন॥"

বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে—"বসুবংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে। যাঁর বংশ গৌর বিনা অন্য নাহি জানে॥" নিত্যানন্দ শাখা-গণনায়ও রামানন্দ বসুর নাম আছে।

কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ খান, রামানন্দ প্রভৃতি প্রতি বৎসর অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যাইতেন এবং চারি মাস কাল মহাপ্রভুর সহিত নানাবিধ লীলায় যোগদান করিতেন। রথযাত্রার সময় বিভিন্ন কীর্ত্তন-সম্প্রদায় গঠিত হইত; ইহার মধ্যে কুলীন-গ্রামীদের এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হইত। যথা—"কুলীনগ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া সমাজ। তাঁহা নৃত্য করেন রামানন্দ সত্যরাজ॥" কুলীনগ্রামবাসীরা প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে যথা—

"প্রভু কহে—'কুলীনগ্রামের যে হয় কুকুর। সেও মোর প্রিয়—অন্য জন বহু দূর॥'
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়। শূকর চরায় ডোম—সেহ কৃষ্ণ গায়।"

একবার ভক্তদিগের বিদায়ের সময় উপস্থিত হইলে, প্রভু তাঁহাদিগকে লইয়া বসিলেন, এবং এক এক জনকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কুলীনগ্রামীদের ভাগ্য প্রসন্ন হইল; সত্যরাজ খান, রামানন্দ প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া প্রভু বলিলেন,—"দেখ, প্রতি বৎসর রথোপলক্ষ্যে তোমরা পট্টডোরী লইয়া আসিবে। কারণ, "এই পট্টডোরীর তোমরা হও যজমান। প্রতি বর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ॥" তার পর বলিলেন—

"গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়। তাহেঁ এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।' এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥"

এই সময় প্রভুর চরণতলে পতিত হইয়া রামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে?"

"প্রভু কহে—বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সংকীর্ত্তন। দুই কর,—শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥
তেঁহো কহে—কে বৈষ্ণব? কি তার লক্ষণ?"

প্রভু বলিলেন—"কৃষ্ণ-নাম নিরন্তর যাঁহার বদনে। সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ,—ভজ তাঁহার চরণে।"

(২) রামানন্দ রায়—নীলাচলের ছয় ক্রোশ পশ্চিমে আলালনাথের নিকট ভবানন্দ রায়

নামে একজন কায়স্থ বাস করিতেন। ইনি পঞ্চ পুত্রসহ উৎকলাধিপতি গজপতি-প্রতাপরুদ্রের শাসনসময়ে রাজসরকারে প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামানন্দ রায় বিদ্যানগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সাধারণ লোকে তাঁহাকে রাজা বলিত।

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচল হইতে যখন দক্ষিণদেশে গমন করেন, তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় সহকারে বলিয়াছিলেন—

"রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী-তীরে। অধিকারী হয়েন তেহোঁ বিদ্যানগরে॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে। আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তেহোঁ একজন। পৃথিবীতে রসিক-ভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস,—দুঁহের তেঁহো সীমা। সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া। পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব। সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব॥"

জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন, "সাধ্যের নির্ণয় নামক যে প্রবন্ধ চৈতন্য-চরিতামৃতে প্রকটিত আছে, সে নির্য্যাসতত্ত্বঘটিত মহাপ্রভুর প্রশ্ন ও রামানন্দ রায়ের উত্তর পাঠ করিলে, বৈষ্ণবধর্ম্ম যে কত বড় মহদ্ধর্ম্ম ও ইহার সাধনপ্রণালী যে কি উচ্চ, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। এই প্রবন্ধের শেষে মহাপ্রভুর যে শেষ প্রশ্ন আছে, রামানন্দ রায় তাহার কোন উত্তর না দিয়া, স্বরচিত একটী পদ গাহিয়াছিলেন; সে পদের নিগূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহাপ্রভু হস্তদ্বারা রামানন্দের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। ঐ পদটী ও তাহার ব্যাখ্যা পরমভাগবত মহাত্মা শিশিরবাবু তাঁহার শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতের তৃতীয় খণ্ডে দিয়াছেন। পাঠক যদি রায় রামানন্দের কবিত্ব ও সাধন-প্রণালী জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি যেন সেই অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করেন।"

দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া প্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর, রায় রামানন্দ প্রভুর আদেশে সমস্ত বিষয়বিভব পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিয়া প্রভুর প্রকটের শেষ চব্বিশ বৎসর কাল তাঁহার নিকট বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় প্রভু স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত যে পাঁচখানি গ্রন্থ আস্বাদন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহার মধ্যে 'রায়ের নাটক' অন্যতম। রামানন্দ-রচিত এই নাটকের নাম 'জগন্নাথবল্লভ নাটক'। এই নাটক তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহা সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত। পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত তাঁহার সংস্কৃত পদগুলি সমস্তই উক্ত নাটক হইতে সংগৃহীত। যে 'সাড়ে তিন জন' মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, তাহার মধ্যে রামানন্দ রায় একজন। শুধু তাহাই নহে—অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চ। প্রভু নিজমুখে বলিয়াছেন—

"আমি ত সন্ন্যাসী—আপনা বিরক্ত করি মানি। দর্শন দূরে,—প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তবহি বিকার পায় মোর তনু মন। প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন॥
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ-পাষাণ সম। আশ্চর্য্য তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার। তাতে জানি,—অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তিনি জানেন মাত্র। তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥
গৃহস্থ হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে। বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥"

আবার তিনি ভবানন্দ রায়কে বলিয়াছিলেন, "রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র॥"

বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে, "রায় রামানন্দ বন্দ বড় অধিকারী। প্রভু যাঁরে লভিলা দুর্ল্লভ জ্ঞান করি॥" ইনি রাঘবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ও মাধবেন্দ্র পুরীর প্রশিষ্য।

সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "রামানন্দ রায় বিদ্যানগরের অধীশ্বর ভবানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।" সতীশবাবু এ কথা কোথায় পাইলেন? সার্ব্বভৌম যখন মহাপ্রভুকে রামানন্দ রায়ের কথা বলেন, তখন ইহাই বলিয়া তাঁহার পরিচয় দিয়াছিলেন—

"রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী-তীরে। অধিকারী হয়েন তিনি বিদ্যানগরে॥"

আবার রাজা প্রতাপরুদ্র এক সময় বলিয়াছিলেন,—

"ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য-গর্ব্বিত। তাঁর পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত॥"
"ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম। ইঁহা সবাকারে আমি দেখি আত্ম সম॥
অতএব যাঁহা তাঁহা দেই অধিকার। খায়, পিয়ে, লুটে, বিলায়, না করে বিচার॥
রাজমহীন্দ্রে রাজা কৈনু রামরায়। যে খাইল, যেবা দিল, নাহি লেখা তায়॥"

সার্ব্বভৌমের কথায় জানা গেল, রামানন্দ রায় বিদ্যানগরের অধিকারী ছিলেন। আর প্রতপারুদ্র যাহা বলিলেন, তাহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ভবানন্দের পুত্রগণকেই রাজা যেখানে সেখানে অধিকার দিতেন, কিন্তু ভবানন্দ যে কোন স্থানের অধীশ্বর ছিলেন, ইহা তিনি বলেন নাই। বরং বলিয়াছেন, 'ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য-গর্ব্বিত।' এবং 'রাজমহীন্দ্রে রাজা কৈনু রামরায়ে।' এই 'রাজমহেন্দ্রী' সম্বন্ধে 'গৌড়ীয় মঠ' হইতে প্রকাশিত 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থের অন্ত্যলীলা নবম পরিচ্ছেদের ১২২ শ্লোকের অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যথা—"বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রী-নগর গোদাবরীর উত্তর-তটে অবস্থিত; রামানন্দ রায়ের সময়ের রাজধানী 'বিদ্যানগর' গোদাবরীর দক্ষিণ-তটে। বিদ্যানগর বা বিদ্যাপুর গোদাবরী নদীর সাগর-সঙ্গমে অর্থাৎ কোটদেশে ছিল। ঐ প্রদেশ তৎকালে 'রাজমহেন্দ্রী' বলিয়া খ্যাত ছিল। কলিঙ্গদেশের উত্তরাংশ উৎকলিঙ্গ বা উৎকল দেশ। উৎকলিঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ-প্রাদেশিক রাজধানীই 'রাজমহেন্দ্রী'। বর্ত্তমান কালে 'রাজমহেন্দ্রী' নগরের স্থান পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।"

লক্ষ্মীকান্ত দাস। গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'লক্ষ্মীকান্ত দাস'-ভণিতাযুক্ত দুইটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদদ্বয়ই লক্ষ্মীকান্তের উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক। হরিচরণ দাসকৃত 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থে অদ্বৈতাচার্য্যের ছয় জন জ্যেষ্ঠ সহোদরের উল্লেখ আছে। তাঁহাদিগের মধ্যে লক্ষ্মীকান্ত অন্যতম। এই লক্ষ্মীকান্ত পদকর্ত্তা ছিলেন কি না, তাহা জানা যায় না। চট্টগ্রামবাসী একজন লক্ষ্মীকান্ত দাসের 'ধ্রুবচরিত' নামে একখানি হস্তলিখিত পুথি পাওয়া গিয়াছে।

লোচন দাস। গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'লোচন,' 'লোচনদাস', 'ত্রিলোচন' ও 'সুলোচন'-ভণিতাযুক্ত ৭১টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। 'চৈতন্যমঙ্গল'-রচয়িতা লোচনদাস ঠাকুর উল্লিখিত বিভিন্ন নামে পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়াই অনুমিত হয়। কারণ, এই সকল নামের বিভিন্ন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। লোচনদাস তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে নিবাস॥
মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম। যাঁহার উদরে জন্মি' করি কৃষ্ণ-নাম॥
কমলাকরদাস মোর পিতা জন্মদাতা। যাঁহার প্রসাদে গাই গোরাগুণ-গাথা॥
মাতৃকুল, পিতৃকুল হয় এক গ্রামে। ধন্য মাতামহী সে অভয়াদাসী নামে॥

মাতামহের নাম সে পুরুষোত্তম গুপ্ত। সর্ব্বতীর্থ-পূত তেঁহ তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র। সহোদর নাহি, কিংবা মাতামহপুত্র॥
মাতৃকুলের পিতৃকুলের কহিলাম কথা। শ্রীনরহরিদাস মোর প্রেমভক্তিদাতা॥"

উল্লিখিত পদ হইতে লোচনদাসের মোটামোটি পরিচয় পাওয়া যায়। লোচনের মাতামহ পুরুষোত্তম ও পিতা কমলাকর, উভয়ে পরম ভাগবত ছিলেন। সুতরাং 'লোচনের ধর্ম্মে মতি' হওয়া স্বাভাবিক।

লোচন বাল্যকালেই নরহরি সরকার-ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়েন। সরকার-ঠাকুর ইঁহাকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন ও অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। পরিশেষে তাঁহাকে মন্ত্র-শিষ্য করেন। (১) ইষ্টদেবতার আদেশক্রমেই লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বরাত্রে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, লোচনদাস সাধন-প্রভাবে মানস চক্ষে তাহা সন্দর্শনপূর্ব্বক স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে ঐ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। তিনি ঐ বর্ণনাটি লোচনদাসের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া দোষারোপ করেন। তখন বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণী ঠাকুরাণী মধ্যস্থ হইয়া বলেন যে. লোচনের বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য, উহাতে কল্পনার লেশমাত্রও নাই; কারণ, তিনি সে রাত্রিতে প্রভুর বাড়ীতে ছিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তখন এই ধরাধামে ছিলেন। লোচন তাঁহার নিকট ঐ ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, উহা সম্পূর্ণ সত্য। বৃন্দাবনদাসের ও লোচনদাসের গ্রন্থের একই নাম হওয়ায় নারায়ণী নিজ পুত্রের গ্রন্থের নাম 'চৈতন্য-ভাগবত' রাখিয়া দেন। চৈতন্যমঙ্গলের হস্তলিখিত পুঁথিতে, বিশেষতঃ কাঁকড়া গ্রামের (কোগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম) বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গলগায়ক শ্রীযুক্ত ৺চক্রবর্ত্তীর গৃহে লোচনদাসের স্বহস্ত-লিখিত যে চৈতন্যমঙ্গল আছে, তাহাতে, "বৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে। জগত মোহিত যাঁর ভাগবত গীতে॥" এই দুইটি চরণ থাকায়, সতীশবাবু উভয়ের গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তনের কথা অমূলক বলেন। কিন্তু গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তিত হইবার পরও লোচন ঐ চরণদ্বয় লিপিবদ্ধ করিতে পারেন। যাহা হউক, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম "চৈতন্যমঙ্গল' লিখিয়াছেন। সুতরাং বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম পূর্ব্বে যে চৈতন্যমঙ্গল ছিল, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। লোচন, কৃত 'ধামালী' পদগুলি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই জন্য কেহ কেহ লোচনকে 'ব্রজের বড়াই' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে চৈতন্যমঙ্গলের আদিলীলা বর্ণনা করেন। চৈতন্যমঙ্গলকে 'কড়চার' অনুবাদ বলিলেও নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। কথিত আছে, সরকার ঠাকুরের আদেশে ১৪৫৯ শকে 'চৈতন্যমঙ্গল' রচিত হয়, তখন লোচনদাসের বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। তাহা হইলে লোচনের জন্ম ১৪৪৫ শকে; ঐ শকের শেষভাগে তিনি নাকি পরলোক গমন করেন।

লোচনদাস তাঁহার ইষ্টদেব নরহরি সরকার-ঠাকুরের আদেশে 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তখন তাঁহার বয়স ১৪ বৎসর অপেক্ষা যে অনেক অধিক ছিল, তাহা

---

* (১) লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন, "প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরিদাস। তাঁর পদপ্রসাদে এ পথের করি আশ॥"

সহজেই বুঝা যায়। আমাদের সম্পাদিত লোচনদাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের ভূমিকায় এই সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমোদপুর কাকুটে গ্রামে অতি অল্প বয়সে লোচনের বিবাহ হয়। ইহার পরে তিনি খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার-ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। নরহরি ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ ও অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। তিনি নাগরীভাবে গৌরভজন করিতেন। লোচনকেও তিনি সেই ভাবেই উপদেশ প্রদান করেন। কাজেই লোচনও গৌররসে মাতোয়ারা হইয়া সংসারধর্ম্ম একেবারে বিস্মৃত হয়েন। বিবাহের পরে লোচন আর শ্বশুরালয়ে যান নাই। এদিকে তাঁহার স্ত্রী বয়ঃস্থা হইলে, তাঁহার শ্বশুরবাটীর লোকেরা আসিয়া নরহরি সরকারকে সমস্ত কথা জানাইলেন। ইহা শুনিয়া নরহরি লোচনকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে আদেশ করিলেন। তখন লোচন অশ্রুপূর্ণ লোচনে গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর, আমার মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়।" নরহরি লোচনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক একটু হাসিয়া বলিলেন, "লোচন, তুমি নির্ভয়ে গমন কর, প্রভু তোমার মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূর্ণ করিবেন।"

লোচন বহু কাল পরে এই প্রথম শ্বশুরালয়ে গেলেন। গ্রামের কোন্ স্থানে তাঁহার শ্বশুরালয়, তাহা তখন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়া তিনি একটী নবীনা যুবতীকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া শ্বশুরবাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এই যুবতী লোচনের স্ত্রী। শ্বশুরালয়ে যাইয়া স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে লোচন সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। তখন স্ত্রীকে বলিলেন যে, তাঁহার সংসার-ধর্ম্ম করিতে ইচ্ছা নাই। স্ত্রী কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। লোচন তখন নরহরির শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াছেন। তিনি স্বীয় পত্নী প্রতি সেই শক্তি সঞ্চার করিলেন। ইহাতে তাঁহার যুবতী স্ত্রীর মনও নির্ম্মল হইয়া গেল। তখন লোচন তাঁহার ভার্য্যাকে বলিলেন, "তোমাকে আমি কখনও বিস্মৃত হইব না ; তুমি নিয়ত আমার হৃদয়কন্দরে বাস করিবে, এবং ইচ্ছা করিলে আমার সঙ্গলাভও করিতে পারিবে। তখন আমরা দুই জনে একত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ গুণগান করিয়া অপ্রাকৃত সুখ লাভ করিব।" লোচন শ্বশুরালয় হইতে শ্রীখণ্ডে আসিয়া শ্রীনরহরি ঠাকুরকে সমস্ত কথা জানাইলেন। তিনি ইহাতে আনন্দিত হইয়া লোচনকে আলিঙ্গন করিলেন। এই সময়ে বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহা পাঠ করিয়া নরহরির আশা মিটে নাই। যেহেতু তাহাতে নাগরীভাবে গৌরাঙ্গ-ভজনের কথা বর্ণিত হয় নাই। নরহরির পরিচর্য্যায় লোচন তখন বড়ডাঙ্গায় নিযুক্ত। সেই সময় বটপত্রে ঝাঁটার কাটি দিয়া লোচন পদ লিখিতেন। এই সকল পদ পাঠ করিয়া নরহরি সন্তুষ্ট হইলেন ; তিনি বুঝিলেন, এত দিনে লোচনের দ্বারা তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। তাই তিনি লোচনকে গৌর-লীলা লিখিবার জন্য আদেশ করিলেন।

ঠাকুর নরহরি, লোচনকে স্বীয় বাসস্থান কো-গ্রামে গিয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিতে আদেশ করিলেন। নিজের কাছে না রাখিয়া কো-গ্রামে যাইয়া গ্রন্থ রচনা করিতে কেন বলিলেন, তৎসম্বন্ধে ইহাই মনে হয় যে, নরহরি নিজে নাগরীভাবে গৌরভজন করিতেন। তিনি জানিতেন যে, অন্তরঙ্গ প্রিয়জনের সঙ্গ ব্যতীত মধুর-রসের পুষ্টিসাধন হয় না। নরহরি বুঝিয়াছিলেন, লোচনের সহধর্ম্মিণী প্রকৃতই তদ্গতপ্রাণা হইয়াছেন, এবং লোচনেরও এরূপ স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ অতি স্বাভাবিক। কাজেই এরূপ মর্ম্মসঙ্গিনীর প্রভাবে লোচনের রচনা সরস ও মর্ম্মস্পর্শী হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

শুনা যায়, লোচন তাঁহার বাড়ীর নিকট একটী ফুলগাছতলায় একখানি পাথরের উপর বসিয়া তেড়েটের পাতায় 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মঙ্গলাচরণ ও বন্দনা শেষ করিয়া লোচন গ্রন্থারম্ভ করিবার সময় আপন সহধর্ম্মিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার প্রাণভার্য্যা! নিবেদোঁ নিবেদোঁ নিজ কথা। আশীর্ব্বাদ মাগোঁ, যত যত মহাভাগ, তবে গাব গোরাগুণ-গাথা॥" তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কিরূপ গাঢ় প্রীতি ছিল, তাহা এই ঘটনা হইতে জানা যায়। লোচন প্রাণের ভার্য্যাকে সঙ্গিনীরূপে পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ এরূপ প্রাণস্পর্শী ভাবে ও ভাষায় রচনা করিতে পারিয়াছিলেন।"

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য হইলেও উহা একেবারে নির্গুণ নহে। চৈতন্যমঙ্গলের রচনা বড় সুন্দর। লোচনদাসের লেখনী ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাহার গতি কবিত্বের ফুলপল্লবে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং সত্যের পথে ধাবিত হইয়া করুণ ও আদিরসের কুণ্ডে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

ইহার প্রত্যুত্তরে সতীশবাবু বলিয়াছেন, "সেন মহাশয়ের এইরূপ মন্তব্যের মূলে একটা মস্ত ভ্রম রহিয়াছে। বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কিংবা লোচনদাস, কেহই ইতিহাস লিখিতে যান নাই। প্রতীচ্যের বর্ত্তমান উন্নত ধারণা (conception) অনুসারে উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচনা করিতে গেলেও শুধু নীরস ঘটনাবলী ও উহাদের কালের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলে চলে না। ইতিহাসের নায়কদিগের চরিত্রের সহৃদয়তাপূর্ণ বিশ্লেষণ ও চিত্রণ ব্যতীত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি জীবন-চরিত সম্বন্ধে এ কথা যে আরও অধিক প্রযোজ্য, তাহা বলা অনাবশ্যক। যদি উক্ত গ্রন্থকারগণ চৈতন্যদেবের প্রতি অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার দ্বারা প্রণোদিত না হইয়া, কেবল তাঁহার জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর নীরস বিবরণদ্বারাই তাঁহাদিগের গ্রন্থ পূর্ণ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমরা চৈতন্যদেবের জীবনের এক একটা 'রোজনামচা' না হউক, এক একটা 'মাস-কাবারী' বা 'সাল-তামামী' পাইতে পারিতাম; কিন্তু চৈতন্যদেবের যে জীবন-চরিত পড়িয়া লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার ভক্ত ও শরণাগত হইতেছেন, উহা পাওয়া যাইত না। বৃন্দাবনদাসের আদিলীলার বর্ণনা সুবিস্তৃত ও উৎকৃষ্ট হইলেও, তিনি চৈতন্যদেবের কিশোরী পত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত তাঁহার প্রেম-সম্পর্কের প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সে জন্য তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানার একটা বিশেষ ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু লোচনদাস তাঁহার সহৃদয়তাজনিত চরিত্রানুমান শক্তির বলে চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে এই গুরুতর ত্রুটির পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল কিংবা তাহার অনুসরণকারী মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের 'অমিয়নিমাই-চরিত' হইতে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বরাত্রে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি যে যে সপ্রেম আচরণদ্বারা তাঁহার নারী-জন্মের সার্থকতা-বিধান করিয়াছিলেন, সেই করুণ কাহিনী পাঠ করিলে গৌরাঙ্গপ্রভু যে তাঁহার প্রিয়তমা অর্দ্ধাঙ্গিনীকে তাঁহার ন্যায্য প্রেমাধিকার হইতে বঞ্চিত করেন নাই, এবং তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক জগতের কল্যাণের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ দ্বারা নিজের ও প্রিয়তমার অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্যই প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।"

সতীশবাবু আরও লিখিয়াছেন,—"চৈতন্যভাগবতের আর একটা ত্রুটি ছিল যে, উহাতে

শ্রীমহাপ্রভুর আদিলীলার বর্ণনাবসরে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সম্পর্কে সখী-স্থানীয়া নদিয়াযুবতিদিগের প্রসঙ্গমাত্র বর্জ্জিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, যে শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবনমোহন রূপ-গুণ ও নৃত্য-কীর্ত্তনের প্রভাবে নদিয়ার পাষাণ-হৃদয় পুরুষদিগের চিত্তও বিগলিত না হইয়া পারে নাই, কোমল-হৃদয়া প্রেমবতী যুবতিদিগের চিত্ত যে উহাদ্বারা একান্ত মোহিত ও প্রেমাধীন হইয়া পড়িবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সত্য বটে, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার কোনও আচরণ দ্বারা নদিয়া-নাগরীদিগের সেই প্রেমের প্রতিদান করেন নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদিগের সেই স্বার্থ-গন্ধ-হীন অপূর্ব্ব প্রেমের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। সেন মহাশয় যে, লোচনদাসের লেখনীর গতি—'সত্যের পথে ধাবিত হইয়া করুণ ও আদিরসের কুণ্ডে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে' বলিয়া অযথা দোষারোপ করিয়াছেন, সত্যপ্রিয় কোনও সহৃদয় সমালোচকই বোধ হয়, উহার অনুমোদন করিবেন না।"

কেহ কেহ বলেন, লোচন সুশিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু লোচন যে প্রকৃতই সুশিক্ষা লাভ করেন নাই, এই সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উক্তি ভিন্ন আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়, ইহা তাঁহার বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ, যিনি মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত 'কড়চা' অবলম্বনে চৈতন্যমঙ্গলের ন্যায় অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, যিনি রায় রামানন্দের সুবিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের মূলের ভাব যথাযথরূপ সংরক্ষণ করিয়া ললিত-লাবণ্যময় প্রাণস্পর্শী ভাষায় এই নাটকের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন, এবং যাহা বাস্তব পক্ষে মূলানুগত হইয়াও সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যে স্থানে স্থানে মূলকেও অতিক্রম করিয়াছে, তিনি যদি সুশিক্ষিত না হন, তবে সুশিক্ষার অর্থ কি, তাহা বুদ্ধির অগম্য।

এখানে জগন্নাথবল্লভ নাটকের একটী সংস্কৃত গীত এবং লোচনদাসকৃত তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের উক্তির প্রমাণ করিতেছি। যথা জগন্নাথবল্লভ নাটকের পঞ্চম অঙ্কের শেষ গীত—

"পরিণত-শারদ-শশধর-বদনা। মিলিতা পাণিতলে গুরু-মদনা॥
দেবি কিমিহ পরমস্তি মদিষ্টং। বহুতরসুকৃতফলিতমনুদিষ্টম্ ॥ধ্রু॥
পিক-বধূ-মধু-মধুপাবলিচরিতং। রচয়তি মামধুনা সুখ-ভরিতম্।
প্রণয়তু রুদ্র-নৃপে সুখমমৃতম্। রামানন্দ-ভণিত-হরিরমিতম্ ॥"

লোচনদাসের অনুবাদ—

"নির্ম্মল শারদ শশধর-বদনী। বিদলিত-কাঞ্চন-নিন্দিত-বরণী ॥ ধ্রু ॥
পিক-রুত-গঞ্জিত-সুমধুর-বচনা। মোহনকৃতকরি শত শত মদনা ॥
দেবি শৃণু বচনং মম সারং। কিল গুণধাম মিলিততনুবারম্ ॥
চিরদিন বাঞ্ছিত যদিহ মদিষ্টম্। তব কৃপয়াপি ফলিত মনোঽভীষ্টম্ ॥
ইদমন্তু কিং মম যাচিতমস্তি। নিখিল চরাচরে প্রিয়মপি নাস্তি ॥
প্রণয়তু রসিক-হৃদয়-সুখমমিতং। লোচন-মোহন-মাধব-চরিতম্ ॥"

এতদ্ব্যতীত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর স্থানবিশেষের 'রাগানুগলহরী'নাম্নী যে পদ্যানুবাদ এবং তাঁহার গ্রন্থের সূত্রখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতের—'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য', 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং', 'কস্মিন্ কালেচ ভগবান্' প্রভৃতি দশম ও একাদশ স্কন্ধের শ্লোকগুলির যেরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

লোচনদাস ছিলেন স্বভাবসিদ্ধ কবি। সরস সুন্দর সজীব-সুমধুর পদবিন্যাস-নৈপুণ্য তাঁহার

লেখনী-ফলকে সর্ব্বদাই যেন স্বাভাবিক ভাবে প্রতিফলিত হয়, বিনা আয়াসে ও বিনা প্রয়াসে তাঁহার পদাবলীতে ললিতলাবণ্যময়ী সরস্বতী সর্ব্বদাই যেন আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া আনন্দোল্লাসে নাচিয়া নাচিয়া বিরাজ করেন; যেমনই পদ-লালিত্য, তেমনই ছন্দো-মাধুর্য্য;—আর যেমনই ভাববৈভব, তেমনই অর্থগৌরব।

পদ-সাহিত্যে তাঁহার 'ধামালী' এক অপূর্ব্ব উপাদেয় ও একরূপ অতুলনীয় বস্তু। ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। অদ্যাপিও কেহ ইহার অনুকরণ করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। সরল সহজ ও স্বাভাবিক কথ্য-ভাষায় ইহা রচিত। ইহার ভাষা ও ভাব-লহরী এক সঙ্গে একটানা স্রোতে মনপ্রাণ কাড়িয়া লইয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। ইহার অধিকাংশ পদই গৌরলীলা-বিষয়ক; ব্রজলীলা-বিষয়ক পদও অল্প কিছু পাওয়া গিয়াছে। আমাদের সম্পাদিত লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে তাঁহার শতাবধি ধামালী সংগৃহীত হইয়াছে।

লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত দুইটী 'বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা' পদ পদকল্পতরুতে আছে। অবশ্য লোচনের গ্রন্থে ইহা নাই। তবে এত কাল পর্য্যন্ত ইহাদের পদকর্ত্তা সম্বন্ধে কেহই কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে একখানি পুথি সুহৃদ্‌বর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। উল্লিখিত বারমাস্যাদ্বয়ের মধ্যে সুদীর্ঘ পদটী জয়ানন্দের পুথিতে আছে, কিন্তু ইহাতে কাহারও ভণিতা নাই। নগেন্দ্রবাবু মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, "বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, কেবল মাঘ মাসের বর্ণনা ব্যতীত আর সকল অংশে তাঁহার (লোচনদাসের) সহিত আমাদের জয়ানন্দ-বর্ণিত উদ্ধৃত বারমাস্যার মিল আছে।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে; গরমিল অনেক স্থানেই আছে; আমরা ক্রমে তাহা দেখাইতেছি।

স্বামী বা প্রিয়জন বহুকাল বিদেশে থাকিলে তাঁহার প্রণয়িনীর বিরহজনিত আক্ষেপ করাই স্বাভাবিক; প্রিয়জন দূরদেশে যাইবেন শুনিয়া ভাবি-বিরহ এইভাবে বর্ণনা করিবার কথা শুনা যায় না। কিন্তু জয়ানন্দের গ্রন্থে তাহাই আছে;—শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবেন শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ দিয়া বারমাস্যা বাহির করা হইয়াছে। অপর, লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত বারমাস্যার সহিত জয়ানন্দের গ্রন্থে প্রকাশিত পদটীর স্থানে স্থানে মিল নাই, এবং যে যে স্থানে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেই সেই স্থানেই খাপছাড়া ও রসভঙ্গ হইয়াছে।

জয়ানন্দের গ্রন্থে আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "শুন সতি বিষ্ণুপ্রিয়া, হৃদএ দেখ চিন্তিঞা, সব মিথ্যা কেহ কারো নহে।" তাহাই শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভাবি-বিরহ উপস্থিত হইল। তিনি খেদ করিতে করিতে বারমাস্যা বলিতেছেন,—

"চৈত্রে চাতক পক্ষ পিউ পিউ ডাকে। শুনিঞা জে প্রাণ করে তা কইব কাকে॥"

এখানে কিন্তু ভাবি-বিরহ রহিল না। তাহার পর—

"বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুহু। তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা যাই মুহুর্মুহু॥"

এই চরণদ্বয় লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত পদে চৈত্র মাসের বর্ণনায় আছে, কিন্তু জয়ানন্দের গ্রন্থে বৈশাখ মাসের বর্ণনার মধ্যে সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া "বসন্তে কোকিল পক্ষ ডাকে কুহু কুহু। তোমা না দেখিঞা মূর্চ্ছা জাই মুহুর্মুহু॥" দেওয়া হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে "চুতাঙ্কুর খাঞা মত্ত ভ্রমরীর রোলে" প্রভৃতি চরণ যোগ করা হইয়াছে। বৈশাখ যে বসন্তকাল নহে, এবং 'চুতাঙ্কুর'ও

যে সে মাসে হয় না, তাহা সকলেই জানেন। এতদ্ভিন্ন জয়ানন্দের গ্রন্থের বারামাস্যাটীতে এমন সকল কথা আছে, যাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, বহুকাল বিরহ-বেদনায় ব্যথিত হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এই বারমাস্যা বলিতেছেন। যেমন—"তুমি দূরদেশে আমি জুড়াব কার কোলে," "তোমারে না দেখিঞা মূর্চ্ছা যাই মুহুর্মুহু," "তোমার বিচ্ছেদে মরি দুঃখ সমুদ্র," ইত্যাদি। ইহা জয়ানন্দের রচিত হইলে এইরূপ অসংলগ্ন হইত না। জয়ানন্দের গ্রন্থে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের কোন উল্লেখ নাই বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল পরে রচিত হয়, অতএব জয়ানন্দের পক্ষে লোচনদাসের বারমাস্যা তাঁহার গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা অসম্ভব। কিন্তু প্রাগুক্ত বারমাস্যাটিতে জয়ানন্দের ভণিতা নাই, অথচ লোচনদাসের ভণিতা আছে; এবং পদকল্পতরুতে লোচনের পদ বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বারমাস্যাটি লোচন চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইবার পরে রচনা করিয়া থাকিবেন। সেই জন্যই হয় ত ইহা তাঁহার গ্রন্থে নাই। পরবর্ত্তী সময়ে যাঁহারা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গান করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও পক্ষে লোচনের ঐ বারমাস্যাটী জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়াও অসম্ভব নহে। নগেন্দ্রবাবু জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, "আমার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু লিখিয়াছেন যে, পদকল্পতরুর দেড় শত বর্ষের প্রাচীন পুথিতে লোচনের ভণিতাযুক্ত উক্ত বারমাস্যা তিনি দেখিতে পান নাই।" আমরা নগেন্দ্রবাবুকে তাঁহার এই শ্রদ্ধেয় বন্ধুর নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে, উক্ত বন্ধু তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করায় তিনি বাধ্য হইয়া উহা গোপন রাখিয়াছেন। কেন তিনি নাম প্রকাশ করিতে রাজী নহেন, জিজ্ঞাসা করায়, নগেন্দ্রবাবু বলিলেন যে, তাঁহার শ্রদ্ধেয় বন্ধু আপনাকে গোপন রাখিতে চাহেন। ইহার কারণ যদিও নগেন্দ্রবাবু প্রকাশ করিলেন না, তবে তাঁহার কথায় বুঝা গেল যে, কোন বিষয়ে নিজের স্বার্থ রক্ষার্থেই হয় ত তিনি আপন নাম গোপন রাখিতে চাহেন। নগেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি নিজে ১৫০ বৎসরের এই পুথি খানি আদপে দেখেন নাই।

শঙ্কর। বৈষ্ণব-গ্রন্থে পাঁচ জন শঙ্করের নাম পাওয়া যায়।

(১) শঙ্কর পণ্ডিত—ইনি দামোদর পণ্ডিতের অনুজ। চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর শাখা-বর্ণনায় আছে, "তাঁহার অনুজ-শাখা—শঙ্কর পণ্ডিত। 'প্রভু-পাদোপাধান' যাঁর নাম বিদিত॥"

একবার গৌড়ের ভক্তগণ রথোপলক্ষে নীলাচলে আসিলেন। ইঁহাদিগের সহিত দামোদর পণ্ডিতের অনুজ শঙ্কর পণ্ডিতও আসিয়াছিলেন। প্রভু কাশী মিশ্রের গৃহে বসিয়া তাঁহাদিগের সহিত ইষ্ট-গোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। ক্রমে শঙ্কর পণ্ডিতের দিকে প্রভুর দৃষ্টি পড়িল। তাঁহাকে দেখিয়াই প্রভু দামোদরকে বলিলেন, "তোমার প্রতি আমার সগৌরব-প্রীতি; কিন্তু শঙ্করের প্রতি আমার কেবলমাত্র শুদ্ধপ্রেম। অতএব শঙ্করকে তোমার কাছে রাখ।"

দামোদর কহিলেন, "শঙ্কর আমার ছোট ভাই হইয়াও তোমার কৃপা লাভ করিয়া এখন আমার বড় ভাই হইল।" সেই হইতে শঙ্কর আর দেশে ফিরিয়া গেলেন না, নীলাচলে থাকিয়া প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

প্রভু প্রকটাবস্থার শেষ দ্বাদশ বৎসর অনেক সময় রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিরহানলে জ্বলিতেন। দিবাভাগে স্বরূপ রামরায় প্রভৃতি ভক্তদিগের সহিত কৃষ্ণকথায় একরূপ কাটিয়া যাইত, কিন্তু রাত্রিতে একাকী গম্ভীরায় থাকিতেন। আর স্বরূপ গোবিন্দ প্রভৃতি

দ্বারের বাহিরে শয়ন করিতেন। এক দিন রাত্রিতে গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া স্বরূপ গম্ভীরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, প্রভু এক কোণে বসিয়া আছেন, আর দেওয়ালের ঘর্ষণে তাঁহার নাক মুখ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতেছে। পর দিবস ভক্তেরা যুক্তি করিয়া প্রভুর নিকট থাকিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। পূর্ব্বে প্রভু তাঁহার নিকট কাহাকেও থাকিতে দিতেন না। কিন্তু সে দিবস পূর্ব্বরাত্রের ঘটনার জন্য প্রভু লজ্জিত হইয়াছিলেন, কাজেই ভক্তদিগের কথা ফেলিতে পারিলেন না। সেই দিন হইতে শঙ্কর রাত্রিতে প্রভুর নিকট থাকিবার অধিকার পাইলেন।

প্রভু রাত্রিতে শয়ন করিলেন। শঙ্কর প্রভুর পদতলে বসিয়া, তাঁহার রাঙ্গা চরণ দুইখানি তুলিয়া আপন ক্রোড়ের উপর রাখিলেন। তার পর কোমল পদতলে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রভু নাম-জপ করিতেছিলেন, হঠাৎ চুপ করিলেন। শঙ্কর ভাবিলেন, প্রভু ঘুমাইয়াছেন; তাই, পাছে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই জন্য প্রভুর চরণদ্বয় ক্রোড়োপরি রাখিয়াই আস্তে আস্তে শয়ন করিলেন; ভাবিলেন, শুইয়াই পদসেবা করিবেন; কিন্তু বেশীক্ষণ সেবা করা হইল না, --নিদ্রাদেবী আসিয়া তাঁহার নয়নদ্বয়ের উপর আবির্ভূতা হইলেন, তিনি ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

তখন মাঘ মাস। দারুণ শীত। সেই শীতে—"উঘাড় অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়। প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায়॥" হঠাৎ শঙ্করের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি লজ্জায় মরিয়া গেলেন, ঘৃণায় আপনাকে যৎপরোনাস্তি ধিক্কার দিতে লাগিলেন, কষ্টে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল, আর তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপার অবধি নাই দেখিয়া ভক্তিতে হৃদয় ভরিয়া গেল। তাড়াতাড়ি আপন গাত্র হইতে কাঁথাখানি লইয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গ ধীরে ধীরে ঢাকিয়া দিলেন, এবং প্রভুর পদতলে বসিয়া তাঁহার চরণ-সেবা করিতে লাগিলেন। "তাঁর ভয়ে নারেন প্রভু বাহিরে যাইতে। তাঁর ভয়ে নারেন ভিত্তো মুখাব্জ ঘষিতে॥" সেই হইতে—"প্রভু-পাদোপাধান বলি তাঁর নাম হইল।"

(২) শঙ্কর বসু—কুলীনগ্রামবাসী এবং মহাপ্রভুর গণভুক্ত। কুলীনগ্রামবাসী সকলেই মহাপ্রভুর অতি প্রিয়। যথা—

"কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ। যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ॥
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামবাসীন। সবেই চৈতন্যভৃত্য—চৈতন্য-প্রাণধন॥"

ইঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

(৩) নিত্যানন্দ-গণে এক শঙ্করের নাম পাওয়া যায়। যথা—"শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর।" (চৈঃ চঃ)। এই শঙ্কর সম্বন্ধেও আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

(৪) শঙ্কর বিশ্বাস—ইনি ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। যথা নরোত্তমবিলাসে—

"জয় বৈষ্ণবের প্রিয় শঙ্কর বিশ্বাস। গৌরগুণ-গানে যেহোঁ পরম উল্লাস॥"

(৫) শঙ্কর ভট্টাচার্য্য—ইনিও ঠাকুর মহাশয়ের গণভুক্ত। যথা—"জয় শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য গুণে পূর্ণ। পাষণ্ডগণের করে অহঙ্কার চূর্ণ॥"

(৬) শঙ্কর ঘোষ—যথা, "বন্দিব শঙ্কর ঘোষ অকিঞ্চন রীতি। ডমকের বাদ্যেতে যে প্রভুর কৈল প্রীতি॥" (বৈঃ বঃ) ইনি নীলাচলে থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতেন এবং ডমক বাজাইয়া, তাহার তালের সঙ্গে সুর মিলাইয়া, স্বরচিত পদ গাইয়া, মহাপ্রভুর প্রীতি সম্পাদন করিতেন। প্রবাদ এই যে, ইনি খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ইনিও একজন পদকর্ত্তা।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'শঙ্কর ঘোষ' ভণিতাযুক্ত একটী ও 'শঙ্করদাস'-ভণিতাযুক্ত একটী পদ আছে। 'শঙ্করদাস'-ভণিতার পদটী সতীশবাবুর মতে শঙ্কর বিশ্বাসের। আমাদেরও তাহাই মনে হয়।

জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "৩০০ শ্লোকাত্মক 'গুরুদক্ষিণা' নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। উহা যে কোন্ শঙ্করের রচিত, তাহা নির্ণয় করা সুদূরপরাহত।"

শচীনন্দন। গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'শচীনন্দন'-ভণিতার তিনটী পদ আছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে একজন মাত্র শচীনন্দনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি বংশীবদনের দ্বিতীয় পৌত্র, চৈতন্যদাসের দ্বিতীয় পুত্র এবং রামচন্দ্রের অনুজ। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "ইনি (শচীনন্দন) পঠদ্দশাতেই অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত হয়েন। একদা তাঁহার সমপাঠিগণ তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া ব্যঙ্গ করাতে, তাঁহার মুখ হইতে এই সংস্কৃত শ্লোকটী বহির্গত হয়,—

"প্রাণঃ কচ্ছগতো ভ্রাতর্যমনাদিগতোঽপি বা। তনোস্তদ্গৌরবং ত্যক্ত্বা কুরুধ্ব হরিকীর্ত্তনম্॥"

অন্বয়ার্থ—"কচ্ছ কিংবা যমনাদিগত যে জীবন। তাহার গৌরব মাত্র করে ভ্রান্তগণ॥

অতএব এ দেহের গৌরব ছাড়িয়া। হরি-সংকীর্ত্তন কর যতেক পড়ুয়া॥"

জগদ্বন্ধুবাবু বলেন, "এই শ্লোক হইতে অনুমান হয়, শচীনন্দনের সময় তাঁহাদিগের অঞ্চলে বিসূচিকা মহামারীর (কলেরার) খুব প্রাদুর্ভাব ছিল।"

পদাবলী ব্যতীত 'শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়' নামক একখানি গ্রন্থ শচীনন্দন রচনা করেন। ইঁহার পুত্রেরাও (রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও কেশব) পদকর্ত্তা ও গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন।

'শচীনন্দন'-ভণিতার যে তিনটী পদ গৌরপদতরঙ্গিণীতে আছে, তাহার একটী বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা। এইটী ব্রজবুলীতে রচিত। অপর দুইটী বাঙ্গালা পদ; ইহার একটী শ্রীগৌরাঙ্গের এক শত আট নাম, এবং অপরটী তাঁহার সন্ন্যাস-বিষয়ক। শেষোক্ত পদটী এই যে, কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রভু বৃন্দাবন অভিমুখে গমন করিলে, নিত্যানন্দ তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত-আলয়ে লইয়া আসেন। ক্রমে তিন দিন পর্য্যন্ত অদ্বৈত-গৃহে কীর্ত্তন-মহোৎসব চলিতে থাকে। সেই সময় অদ্বৈত প্রভু বিদ্যাপতির ভাব-সম্মিলনের—

"কি কহব রে সখি আজু আনন্দ-ওর। চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥'

এই পদ গাওয়াইয়া করেন নর্ত্তন। স্বেদ, কম্প, পুলকাশ্রু, হুঙ্কার, গর্জ্জন॥

ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ। আলিঙ্গন করি প্রভুরে বলেন বচন॥

'অনেক দিন তুমি মোরে বেড়ালে ভাঁড়িয়া। ঘরেতে পাঞাছি এবে রাখিব বাঁধিয়া॥"

তিন দিনের দিন এই আনন্দের হাট ভাঙ্গিল;—প্রভু জননীর অনুমতি লইয়া, ভক্তমণ্ডলীকে কান্দাইয়া, জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া, নীলাচলে চলিলেন। সেই সময় অদ্বৈত প্রভুর অবস্থা শচীনন্দন অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"পহুঁ মোর অদ্বৈত-মন্দির ছাড়ি চলে।

শিরে দিয়া দুটী হাত, কান্দে শান্তিপুরনাথ,

কিবা ছিল কিবা হৈল বলে॥" ইত্যাদি

শিবরাম। গৌরপদতরঙ্গিণীতে শিবরাম-ভণিতার তিনটী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার দুইটী শ্রীগৌরাঙ্গের গদাধর সহ ঝুলন-লীলা সম্বন্ধে, এবং তৃতীয়টী নিত্যানন্দ-বিষয়ক। নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যদিগের মধ্যে এক শিবরাম দাসের নাম আছে। যথা নরোত্তমবিলাসে—"জয় শিবরাম

দাস পরম উদার। গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত সর্ব্বস্ব যাঁহার॥" এই নামের অপর কোন পদকর্ত্তার সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত ইঁহাকেই পদকর্ত্তা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

শিবানন্দ সেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নীলাচল-লীলার যাঁহারা প্রধান সহায় ছিলেন, শিবানন্দ সেন তাঁহাদিগের অন্যতম। কিন্তু অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব মহাজনদিগের ন্যায় ইঁহারও জন্মমৃত্যুর তারিখ কিছুই জানা যায় না। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কবিকর্ণপূর বৈষ্ণব-জগতে ও বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন এবং গ্রন্থাদিও অনেক লিখিয়াছেন, কিন্তু নিজ বংশের ও নিজ পিতা শিবানন্দের পরিচয় বিশেষ কিছু লিখিয়া যান নাই। এমন কি, শিবানন্দের জন্মস্থান ও বাসস্থান যে কোথায় ছিল, তাহাও বলেন নাই। গৌরপদতরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় জগদ্বন্ধুবাবু অচ্যুতবাবুর সহকারিতায় মহাপ্রভুর পরিকর ও বৈষ্ণব-পদকর্ত্তৃগণের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শিবানন্দ সম্বন্ধে তিনি কি বলিয়াছেন, দেখা যাউক।

জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "কুলীনগ্রামবাসী সেন শিবানন্দ অম্বষ্ঠ-কুলোদ্ভব ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন নীলাচলে যাত্রা করেন, তখন শিবানন্দও তাঁহার অনুগমন করিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েন। কিন্তু শিবানন্দের প্রতি একটি বিশেষ ভার অর্পণ করিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া যান। অর্থাৎ প্রভুর ইচ্ছানুসারে শিবানন্দ রথযাত্রার মাসদ্বয় পূর্ব্বে প্রতি বর্ষে বঙ্গদেশের বহু যাত্রী সহ নীলাচলে যাইয়া 'যুগলব্রহ্মের' বদনসুধাকর সন্দর্শন করিতেন। এই সকল যাত্রীদের পাথেয় ও আহারীয় সমস্ত ব্যয় শিবানন্দ স্বয়ং বহন করিতেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে যথা—

"শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ। প্রভু স্থানে যাইতে সবে লয় যার সঙ্গ॥
প্রতি বর্ষে প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া। নীলাচলে যান পথে পালন করিয়া॥"

অন্যত্র—"কুলীনগ্রামী ভক্ত, আর যত খণ্ডবাসী। আচার্য্য,—শিবানন্দ সেন মিলিলা সবে আসি॥
শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান। সবারে পালন করে দিয়া বাসস্থান॥"

জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "কবিকর্ণপূর কাঁচড়াপাড়াতে জন্মগ্রহণ করেন; তাহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, শিবানন্দের বাসস্থান কাঁচড়াপাড়ায় ছিল। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের মত অগ্রাহ্য করিতে পারি না। এই জন্য আমরা অনুমান করি, কাঞ্চনপল্লীতে শিবানন্দের শ্বশুরালয় ছিল।"

জগদ্বন্ধুবাবুর উল্লিখিত মন্তব্য পাঠ করিলে মনে হয় যে, শিবানন্দের বাড়ী কুলীনগ্রামে এবং চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার প্রমাণ আছে। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে ঐরূপ কোন কথা পাওয়া যায় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যাহা যাহা আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহার সহিত যাঁহারা মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথাপ্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন,—

"গৌড় হইতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের আগমন। কুলীনগ্রামবাসী সঙ্গে প্রথম মিলন॥
নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী। শিবানন্দ সঙ্গে মিলিলা সবে আসি॥"

গৌড়ের ভক্তগণ প্রথম বার নীলাচলে আসিয়া চারি মাস ছিলেন। ফিরিয়া যাইবার সময় প্রভু সকল ভক্তদিগকে লইয়া বসিলেন এবং তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভিনন্দন ও আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। শিবানন্দ সেনকে প্রভু কহিলেন, "বাসুদেবের যত আয়, তত ব্যয়; কিন্তু তিনি গৃহস্থ,

সঞ্চয়ের আবশ্যক। তুমি তাঁহার 'সরখেল' হইয়া তাঁহার আয়ব্যয়ের সমাধান করিও।" তার পর শিবানন্দকে বলিলেন,—

"প্রতি বর্ষে আমার সব ভক্তগণ লঞা। গুণ্ডিচায় আসিবে সবারে পালন করিয়া॥"

তার পর—"কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া। প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রার পট্টডোরী লঞা॥"

এখানে কুলীনগ্রামী অর্থ সত্যরাজ খাঁ, রামানন্দ বসু প্রভৃতি বসুবংশীয়গণ। শিবানন্দ যে কুলীনগ্রামী, তাহা ইহাতে বুঝা যায় না। তার পর জননী ও জাহ্নবী দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়া প্রভু নীলাচল হইতে যাত্রা করিলেন এবং কটকে আসিয়া নৌকাযোগে একেবারে পানিহাটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া পানিহাটিবাসী রাঘব আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন এবং শেষে তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন।

"একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস। প্রাতে কুমারহট্টে আইলা, যাহা শ্রীনিবাস॥
তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর। বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর॥"

সেবার প্রভুর বৃন্দাবনে যাওয়া হইল না। কানাই নাটশালা হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন; এবং তথা হইতে বনপথে বৃন্দাবনে যাইয়া বৎসরাবধি সেখানে রহিলেন। নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া গৌড়ের ভক্তদিগের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল।

"শুনি শচী আনন্দিত, সব ভক্তগণ। সবে মিলি নীলাচলে করিলা গমন॥
কুলীনগ্রামী ভক্ত, আর যত খণ্ডবাসী। আচার্য্য,—শিবানন্দে মিলিলা সবে আসি॥"

আর একবার (যথা চৈঃ চঃ অন্ত্য দশমে)—

"বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে। পরম আনন্দে সবে নীলাচল যাইতে॥"

অদ্বৈত প্রমুখ কয়েকজন গৌড়ীয় ভক্তগণের নাম করিয়া গ্রন্থকার শেষে বলিলেন,—

"কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী মিলিলা আসিয়া। শিবানন্দ সেন আইলা সবারে লইয়া॥"

অন্য বৎসর—"এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ। প্রভু দেখিবারে সবে করিলা গমন॥
শিবানন্দ সেন, আর আচার্য্য গোসাঞি। নবদ্বীপে সব ভক্ত হইলা এক ঠাঞি॥
কুলীনগ্রামবাসী, আর যত খণ্ডবাসী। একত্র মিলিলা সব নবদ্বীপে আসি॥"

উল্লিখিত পদগুলিতে, শিবানন্দের বাড়ী যে কুলীনগ্রামে ছিল, তাহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বরং আমরা পাইলাম যে, পানিহাটী রাঘব পণ্ডিতের বাড়ি একদিন থাকিয়া, পরদিন প্রভু কুমারহট্টে শ্রীনিবাসের গৃহে গমন করিলেন, এবং "তাহাঁ হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ ঘর"। এখানে "তাহাঁ হৈতে আগে গেলা" বলিলে 'শ্রীনিবাসের গৃহের অগ্রে' কিংবা 'কুমারহট্টের অগ্রে' বুঝাইতে পারে। এখন দেখিতে হইবে, কুমারহট্টের অগ্রে বলিলে কোন্ স্থান বুঝায়। গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদের ৫৪ শ্লোকের এবং মধ্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদের ২০৬ শ্লোকের টীকায় আছে,—

"শিবানন্দ সেন—কুমারহট্ট বা হালিসহর-নিবাসী ও প্রভুর ভক্ত। তথা হইতে ১॥০ মাইল দূরে, কাঁচড়াপাড়ায় ইঁহার প্রতিষ্ঠিত গৌরগোপাল বিগ্রহ আছেন॥" আ ১০।৫৪

"কুমারহট্টের বর্ত্তমান নাম—'হালিসহর'। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কিছু দিন পরে শ্রীবাস পণ্ডিত নবদ্বীপের বাস ত্যাগপূর্ব্বক কুমারহট্টে গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কুমারহট্ট হইতে প্রভু

কাঞ্চনপল্লীতে অর্থাৎ কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দ সেনের গৃহে গমন করিলেন এবং তদনন্তর শিবানন্দের গৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাসুদেব দত্তের গৃহে গিয়াছিলেন।" ম ১৬।২০৬

"কুলীনগ্রাম—হাওড়া-বর্দ্ধমান নিউ-কর্ড লাইনে 'জৌগ্রাম' ষ্টেশন হইতে দুই মাইলের মধ্যে।" আ ১০।৪৮

কুমারহট্ট ও কাঞ্চনপল্লী গঙ্গার পূর্ব্ব-তীরে এবং ইহার ঠিক পশ্চিম-তীর হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে কুলীনগ্রাম। এখন দেখা গেল, কুমারহট্ট অথবা কাঞ্চনপল্লীতে শিবানন্দ সেনের বাড়ী ছিল,—কুলীনগ্রামে নহে।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'শিবানন্দ'-ভণিতাযুক্ত ছয়টী ও 'শিবাই'-ভণিতার একটী পদ আছে। 'শিবাই' যে শিবানন্দের অপভ্রংশ, তাহা পদটী পাঠ করিলেই বুঝা যায়। শিবানন্দের পদগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক, এবং সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ভিন্ন এরূপ ভাবে পদ রচনা সুকঠিন। অপর কোন শিবানন্দের সন্ধান যখন পাওয়া যাইতেছে না, তখন কবিকর্ণপুরের পিতা শিবানন্দকেই এই সকল পদের রচয়িতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

শিবানন্দ সেনের বাটী সম্বন্ধে অচ্যুতবাবুর অভিমত জিজ্ঞাসা করায় তিনি লেখেন, "শ্রীহট্টের আদাপাশা নামক স্থানে শিবানন্দ সেনের এক বংশ-শাখার বাস। তাঁহাদের পদবী "অধিকারী" এবং তাঁহারা শিল্প-ব্যবসায়ী। ইহারা বলেন, বর্দ্ধমানের কুলীনগ্রামেই তাঁহাদের আদিবাসস্থান। শিবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্যদাস স্বধামগত হইলে তৎপুত্র নয়নানন্দ জনৈক প্রতিবেশী দ্বারা অহরহঃ অত্যাচারিত হইয়া কুলীনগ্রাম পরিত্যাগ করতঃ (আধুনিক কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী) গঙ্গাতীরে এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইয়া বাস করেন। নয়নানন্দের পুত্রই শ্রীহট্টে গিয়া স্বীয় বংশতরু স্থাপন করিয়াছিলেন।" এই কথা অচ্যুতবাবু তাঁহার 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

রাঢ়দেশ হইতে শিবানন্দের বংশীয় কাহারও শ্রীহট্টে যাইয়া বাস করা অসম্ভব না হইলেও, তাঁহাদের আদিবাসস্থান যে কুলীনগ্রামে ছিল, জনশ্রুতি ভিন্ন ইহার অন্য প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ যখন প্রাচীন গ্রন্থমাত্রেই শিবানন্দের বাড়ী কুমারহট্ট ও কাঞ্চনপল্লী নামক পাশাপাশি দুই গ্রামে ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

শেখর। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, "পদগ্রন্থে শেখর, রায়শেখর, কবিশেখর, দুঃখিশেখর ও নৃপশেখর ভণিতাযুক্ত পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারা পাচ জনই যদি এক ও অভিন্ন হয়েন, তবে 'রায়' ও 'নৃপ' এই দুই উপাধি হইতে বুঝা যায়, ইনি ধনীর সন্তান ও রাজা বা জমিদার ছিলেন। অনেকের মতে ইঁহার প্রকৃত নাম শশিশেখর ও অপর নাম চন্দ্রশেখর। ইনি বর্দ্ধমান জেলার পড়ানগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দ-বংশসম্ভূত, শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ও গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী লোক। ইঁহার রচিত একটী পদের ভণিতার প্রতি দৃষ্টি করিলেও ইহাকে রঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। যথা—'শ্রীরঘুনন্দন চরণ করি সার। কহে কবিশেখর গতি নাহি আর॥'

"রায়শেখরের অনেক পদ গোবিন্দদাসের পদের অনুরূপ; সুতরাং রায়শেখরকে গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী বলাও অসঙ্গত নহে। নরোত্তম ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য একজন চন্দ্রশেখর ছিলেন। যথা নরোত্তম-বিলাসে—'জয় ভক্তি-রত্ন-দাতা শ্রীচন্দ্রশেখর। প্রভু-পাদপদ্মে যেঁই মত্ত-মধুকর॥' ইনি কবিশেখর হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি।"

জগদ্বন্ধুবাবুর উল্লিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া সতীশবাবু পদকল্পতরুর ভূমিকায় লিখিয়াছেন,

"আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, জগদ্বন্ধুবাবু এই আলোচনায়, যে জন্যই হউক, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গবেষণা ও বিচার-শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ শেখর ভণিতায় নিজেকে 'নৃপ' বলেন নাই; কিন্তু নৃপ-কবি বলিয়াছেন। যদিও 'যিনি নৃপ, তিনিই কবি'—এইরূপ 'কর্ম্মধারয়' সমাসের দ্বারা 'রাজা ও কবি' অর্থে 'নৃপ-কবি' পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু শেখর যে রাজা বা ভূম্যধিকারী ছিলেন, উহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরং 'দুঃখিয়া-শেখর' ভণিতা দর্শনে বিরুদ্ধ অনুমানই করা যাইতে পারে। 'রায়' উপাধির ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ 'রাজা' 'ধনী'—যাহাই হউক না কেন, উহা দ্বারা যে 'রাজা' বা 'ধনী' সূচিত হয় না, এই দরিদ্র সম্পাদক সে সম্বন্ধে হলপ করিয়া জবানবন্দী দিতে পারে। রায়শেখর শ্রীখণ্ডের বৈদ্য-জাতীয় নরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতা মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দনের যে শিষ্য ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যদিও শ্রীখণ্ডের ঠাকুর-পরিবারের অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য আছে বলিয়া জানা গিয়াছে; কিন্তু রায়শেখর ব্রাহ্মণ কি বৈদ্য, তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই। তবে রঘুনন্দন বা রায়শেখর—কেহই যে নিত্যানন্দ-বংশসম্ভূত নহেন, তাহা ধ্রুব সত্য। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন "ঠাকুর" নামেই প্রসিদ্ধ; তাঁহাকে 'গোস্বামী' বলিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যে কোথাও উল্লেখ করা হইয়াছে স্মরণ হয় না। বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত মাড়োগ্রামে নিত্যানন্দ-বংশ-সম্ভূত প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন গোস্বামীর সহিত নামের গোলযোগ করিয়া জগদ্বন্ধুবাবু ঐরূপ লিখেন নাই ত? এই রঘুনন্দন গোস্বামী খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগেও কিছুদিন জীবিত ছিলেন।

"জগদ্বন্ধুবাবু রায়শেখরের অনেক পদে গোবিন্দদাসের পদের ছায়া দেখিতে পাইয়া, উহা দ্বারা রায়শেখরকে গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী কবি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আমরা কিন্তু উভয়ের পদে বিশেষ কোন সাদৃশ্য লক্ষ্য করিতে পারি নাই। তর্ক-স্থলে সাদৃশ্য ও উহা দ্বারা একের অন্যের অনুকরণ স্বীকার করিয়া লইলেও, এখানে কে কাহার অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা শুধু রচনা দেখিয়া নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। গোবিন্দদাসের প্রাদুর্ভাব-কাল নির্ণীত হইয়াছে। রায়শেখরের কাল নির্ণয় করাও কঠিন নহে। তাঁহার গুরু শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর, নরোত্তম ঠাকুরের খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তারাও এই মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন, ইহা নরহরি চক্রবর্ত্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে জানা গিয়াছে। উহাতে রায়শেখরের কোনও উল্লেখ নাই। ইহাতে কি মনে হয় না যে, সম্ভবতঃ উহার কিছু পূর্ব্বেই রায়শেখর অপ্রকট হইয়াছিলেন? জগদ্বন্ধুবাবুর মতে ১৫০৪ শকের অল্প কিছু পরে খেতরীর মহোৎসব হয়। মহাপ্রভু ১৪৫৫ শকে অপ্রকট হয়েন; সে সময়ে রঘুনন্দনের বয়স যে অন্যূন ২০।২৫ বৎসর ছিল, তাহা চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার ১৫শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দের সহিত মহাপ্রভুর রঘুনন্দন সম্বন্ধে আলোচনা হইতেই বুঝা যায়। সুতরাং খেতরীর মহোৎসব-কালে রঘুনন্দনের বয়স অন্যূন ৭০ বৎসর ধরিলে, তৎসময়ে রায়শেখর বালক ছিলেন, উহার পরে যুবক হইয়া মন্ত্রগ্রহণ ও পদ রচনা করিয়াছেন, এরূপ অনুমান অপেক্ষা খেতরীর মহোৎসবের পূর্ব্বেই তিনি অপ্রকট হয়েন, এরূপ সিদ্ধান্তই আমাদের নিকট অধিক সম্ভবপর মনে হয়। সুতরাং রায়শেখর গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী কবি নহেন। তিনি খুব সম্ভবতঃ গোবিন্দদাসের জন্মের কিছু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহার অন্তর্ধানের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই অপ্রকট হইয়াছিলেন।"

সতীশবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সমীচীন বলিয়া আমাদের মনে হয়। জগদ্বন্ধুবাবু শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর ও ম্যাড়োগ্রামের রঘুনন্দন গোস্বামীর সহিত গোলযোগ করিয়াছেন। গৌরপদতরঙ্গিণী:

শেখর, দুঃখিয়া-শেখর, পাপিয়া-শেখর, ভিকারী-শেখর, রায়-শেখর, শেখর-রায়, দুঃখিয়া-শেখর-রায়, পাপিয়া-শেখর-রায়, কবি-শেখর-ভণিতাযুক্ত পদ আছে। এই সকলগুলিই যে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা এই ভণিতাযুক্ত নামগুলি দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। যিনি 'নৃপ'-শেখর ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছেন, তিনিই 'দুঃখিয়া', 'পাপিয়া', 'ভিকারী'-শেখর ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং এখানে 'রায়' ও 'নৃপ' অর্থে ধনী, 'রাজা' বা 'জমিদার' হইতেই পারে না। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, অনেকের মতে রায়শেখরের প্রকৃত নাম শশিশেখর ও অপর নাম চন্দ্রশেখর। ইহাও জগদ্বন্ধুবাবুর ভুল। কারণ, শশিশেখর বা চন্দ্রশেখর রায়শেখরের পরবর্ত্তী। পদকল্পতরুতে নানারূপ ভণিতায় রায়শেখরের অনেক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এইগুলি তাঁহার সংস্কৃত পদদ্বারা পূর্ণ 'দণ্ডাত্মিকা' নামক গ্রন্থে আছে। পদকল্পতরুতে বিখ্যাত পদকর্ত্তা শশিশেখর বা চন্দ্রশেখরের কোন পদ নাই এবং থাকিতেও পারে না; কারণ, তাঁহারা পদকল্পতরুর সংগ্রাহক বৈষ্ণবদাসের পরবর্ত্তী।

নরোত্তম ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য এক চন্দ্রশেখর ছিলেন। তাঁহাকে নরোত্তমবিলাসে "ভক্তি-রত্ন-দাতা" বলা হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে পদ রচনা করিয়াছেন, ইহার কোন প্রমাণ আছে বলিয়া মনে হয় না। গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'চন্দ্রশেখর'-ভণিতার ৩টী মাত্র পদ আছে। ইহার মধ্যে একটীর শেষ চরণদ্বয় এই :—

"ভণে চন্দ্রশেখর দাস, এই মনে অভিলাষ, আর কি এমন দশা হব।
গোরা পারিষদ সঙ্গে, সংকীর্ত্তন রসরঙ্গে, আনন্দে দিবস গোঙাইব॥"

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচল-বাসের কয়েক বৎসর পরে জগদানন্দ নবদ্বীপে গমন করেন। তিনি নবদ্বীপের ভক্তদিগের ও শচীমাতা প্রভৃতির দশা যেরূপ দেখিয়াছিলেন, অপর একটী পদে তাহাই বর্ণনা করেন। জগদানন্দের মুখে না শুনিয়া এরূপ বর্ণনা করা অপরের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং আমাদের মনে হয়, প্রাগুক্ত পদ দুইটী শ্রীগৌরাঙ্গের মেশো চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের রচিত। কারণ, তিনি মহাপ্রভুর পার্ষদ ও অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। অপর পদটী তাঁহার বলিয়া মনে হয় না।

শ্যামদাস। বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা ছয় জন শ্যামদাসের নাম পাইয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে পাঁচ জন শ্রীনিবাস আচার্য্যের এবং একজন নরোত্তম ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। যথা—

(১) শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী—ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্যালক, ঈশ্বরী ঠাকুরাণীর ভ্রাতা এবং শ্রীনিবাসের শ্বশুর গোপাল চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। যথা প্রেমবিলাসে—

"ঈশ্বরীর পিতা—নাম শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী। আচার্য্যের শ্বশুর—যার সর্ব্বত্র সুকীর্ত্তি॥
তাঁর দুই পুত্র-শাখা—আচার্য্যের শ্যালক হয়। শ্যামদাস, রামচরণ আখ্যা তাঁর কয়॥
তাঁহারে করিলা দয়া আচার্য্য গুণময়।"

অন্যত্র— "শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী ঠাকুর। বড়ই প্রসিদ্ধ যিঁহো রসেতে প্রচুর॥

তথা কর্ণানন্দ গ্রন্থে,—দুই শ্যালক প্রভুর তাহা কহি শুন। দুই জনে হৈলা প্রভুর কৃপার ভাজন॥
জ্যেষ্ঠ শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়। প্রভুর কৃপাপাত্র হয় সদয় হৃদয়॥
তিঁহো ত পণ্ডিত হন শ্রীভাগবতে। ভাগবত-পদে যিঁহো প্রেমে মহামত্তে॥"

কেহ কেহ ইঁহাকে "শ্যামানন্দ" কহিতেন। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"শ্যামদাস রামচন্দ্র গোপাল-তনয়। শ্যামানন্দ রামচরণাখ্যা কেহ কয়॥"

জগদ্বন্ধুবাবুর মতে ইঁহারা পদকর্ত্তা ছিলেন। সতীশবাবু বলেন যে, জগদ্বন্ধুবাবুর উক্তির স্বপক্ষে

ও বিপক্ষে অন্য প্রমাণের অভাবে আমরাও বলি—তথাস্তু। কিন্তু আমাদের মতে সতীশবাবুর পক্ষে এরূপ ভাবে 'হাল' ছাড়িয়া না দিয়া একটু চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত ছিল।

(২) শ্যামদাস কবিরাজ—ইনি আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। যথা কর্ণানন্দে—

"তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্যামদাস কবিরাজে। যাঁহার ভজন ব্যক্ত জগতের মাঝে॥"

(৩) শ্যামদাস চট্ট—আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। কর্ণানন্দে যথা—

"তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্যামদাস প্রতি। চট্টবংশে ধন্য তিঁহো পরম ভকতি॥"

প্রেমবিলাসেও ইঁহার নাম আছে।

(৪) শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রশিষ্য এবং মির্জ্জাপুরবাসী পরমভাগবত গোপীমোহন দাসের শিষ্য খড়গ্রামনিবাসী এক শ্যামদাসের নাম কর্ণানন্দে আছে।

(৫) বনবিষ্ণুপুরবাসী ব্যাস চক্রবর্ত্তী রাজা বীরহাম্বীরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া আচার্য্য উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্যামদাসও শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। যথা প্রেমবিলাসে—

"বনবিষ্ণুপুরবাসী ব্যাস চক্রবর্ত্তী। নিজ প্রভুর কৃপায় পায় আচার্য্য খেয়াতি॥
তাঁর পত্নী শিষ্যা হয় ইন্দুমুখী নাম। আর শাখা তাঁর পুত্র শ্যামদাস অভিধান॥"

(৬) শ্যামদাস ঠাকুর—ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। যথা নরোত্তমবিলাসে—

"জয় শ্রীঠাকুর শ্যামদাস সদা সুখী। দুঃখিগণ ভাসে প্রেমানন্দে যাঁরে দেখি॥"

ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ পদকর্ত্তা ছিলেন কি না, জানা যায় নাই।

সঙ্কর্ষণ। গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'সঙ্কর্ষণ'-ভণিতাযুক্ত ৯টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। পদকর্ত্তা সঙ্কর্ষণের নাম পূর্ব্বে কখন শুনিতে পাওয়া যায় নাই বলিয়া এই পদগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে জগদ্বন্ধুবাবুর সন্দেহ হয়। সেই জন্য তিনি ঐ পদগুলি গৌরপদতরঙ্গিণীতে প্রকাশ করিয়া, একটী পদের পাদটীকায় লেখেন,—"জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত বাসস্তিয়াগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীকান্তদাস মহাপাত্র মহাশয় সঙ্কর্ষণ কবির কয়েকটী পদ পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন, 'কবি সঙ্কর্ষণ একজন প্রাচীন পদকর্ত্তা এবং পদগুলিও প্রাচীন। তাই আমরা ইহাদিগকে বর্ত্তমান সংগ্রহে স্থান দিলাম।"

শ্রীকান্তদাস মহাপাত্রের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জগদ্বন্ধুবাবু পদগুলি প্রকাশ করিলেন বটে, তবে পদকর্ত্তার পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কাজেই উপক্রমণিকার শেষে ইহাই বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, বহু চেষ্টায়ও নয় জন পদকর্ত্তার কোন পরিচয় পান নাই, ইঁহাদের মধ্যে সঙ্কর্ষণদাস অন্যতম।

'গৌরপদতরঙ্গিণী' প্রকাশিত হইবার কয়েক মাস পরে ত্রিপুরা জেলার 'সাচার'গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন গোস্বামী মহাশয় জগদ্বন্ধুবাবুকে লেখেন যে, তাঁহাদের ঘরে 'সঙ্গীত-রসার্ণব' নামক একখানা মুদ্রিত পদ-গ্রন্থ আছে। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র, ৮ পেজি আকারের ১০ ফর্ম্মা, মোট ৭৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহার মোট পদ-সংখ্যা ২৪৭; তন্মধ্যে গৌরলীলাবিষয়ক ২৫টী। প্রত্যেক পদ 'সঙ্কর্ষণ'-ভণিতাযুক্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থারম্ভে পয়ার-ছন্দে একটী বিস্তৃত প্রস্তাবনা রহিয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তা এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

'রসিক-ভক্ত সমীপে করি নিবেদন। দোষ ত্যজি পদ-রস কর আস্বাদন॥
ব্রজভাষা, সাধুভাষা, গৌড়ীয় ভাষায়। রচনা করেছি মন-সন্তোষ আশায়॥

প্রাচীন রসিক পদ-কর্ত্তা-সমাজে। এ দীনের পদগুলি হবে কোন কাজে॥
সঙ্গীত-শাস্ত্রের আর দেখেছি প্রমাণ। আধুনিক ম্লেচ্ছাদির পদের বিধান॥
রাধাকৃষ্ণ উদ্দেশেতে পদের বর্ণন। এই গুণে হোতে পারে সাধুর গ্রহণ॥
আধুনিক পদ-দোষ,—ইথে নাহি ভয়। রসাভাষ হোলে তাতে আছয়ে সংশয়॥
শ্রমের সাফল্য হবে করিলে গ্রহণ। রসিক-ভক্ত সমীপে এই নিবেদন॥
ভূধর শ্রীহলধর প্রসাদে বর্ণন। কলিকাতা শুড়া-গ্রামে হোল সম্পূরণ॥

গোস্বামী মহাশয় আরও প্রকাশ করেন যে, 'সঙ্গীত-রসার্ণব' গ্রন্থের মুখপত্রে লিখিত আছে,—"সঙ্কর্ষণ ভোগ অর্থাৎ পুষ্পিকায় স্বীয় মন-সন্তোষার্থে শ্রীজন্মেজয় মিত্র কর্ত্তৃক রচিত এবং প্রকাশিত হইল। কলিকাতা শুড়া। কলিকাতা বাহির-মৃজাপুর ১৩ সংখ্যক ভবনে সুচারু-যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এক কোং দ্বারা মুদ্রিত। শকাব্দা ১৭৮২।"

গ্রন্থের কুত্রাপি কবি স্বীয় পিতার নামের উল্লেখ করেন নাই; তবে গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের প্রারম্ভে এইরূপে কবি স্বীয় পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন:—

"মৎপিতামহ শ্রীবৃন্দাবন-বাসী ৮পদাম্ভোজাভিলাষী ও ভক্তি-সিদ্ধান্তাভ্যাসী ৺মহারাজ পীতাম্বর মিত্র বাহাদুর কৃত ব্রজভাষায় ও এতদ্দেশীয় ভাষায় রচিত কবিতা ও পদ-সকলের মধ্যে কয়েকটী এতদ্ গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণার্থে এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।"

এই পত্র পাইয়া জগদ্বন্ধুবাবু ১৩১১ সালের ১৫ই ভাদ্র তারিখের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকায় 'কবি সঙ্কর্ষণ' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে প্রগুক্ত বিষয়গুলি বিবৃত করিয়া, ভদ্র মহাশয় শেষে লেখেন, "ভরসা করি, কোন পাঠক শুড়া গ্রামের পরিচয় এবং তৎসঙ্গে জন্মেজয় মিত্র মহাশয়ের ও তদীয় বংশের যত দূর সাধ্য পরিচয় এই পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন।" কিন্তু প্রায় ৩০ বৎসরের মধ্যে এই সম্বন্ধে কেহ কিছু প্রকাশ করেন নাই।

সম্প্রতি গৌরপদতরঙ্গিণীর দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনের ভার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আমাদের উপর অর্পিত হওয়ায় স্বর্গীয় জগদ্বন্ধুবাবু এবং তাঁহার গ্রন্থও প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে উক্ত প্রবন্ধটী আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তখন অনুসন্ধান করিয়া আমরা জানিতে পারি, কলিকাতার পূর্ব্ব-সহরতলীতে শুঁড়া বলিয়া একটী স্থান আছে এবং এখানে সুবিখ্যাত ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়দিগের বাটী। এই সূত্র ধরিয়া 'বিশ্বকোষ' অভিধান হইতে নিম্নলিখিত বিবরণটী সংগৃহীত হইল:—

কলিকাতার পূর্ব্ব উপকণ্ঠস্থিত ২৪ পরগণার অন্তর্গত শুড়া গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ মিত্রবংশে রাজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ পীতাম্বর মিত্র দিল্লির দরবারে অযোধ্যার নবাব-উজীরের পক্ষে উকিল থাকেন। পরে সম্রাটের অধীনে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া 'রাজাবাহাদুর' উপাধি ও তিন হাজারী মনসবদারের পদ প্রাপ্ত হন। এই সম্মান-রক্ষার্থে তিনি সম্রাটের নিকট হইতে দোয়ারের অন্তর্গত কড়াপ্রদেশ জায়গীর-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৭৮৭-৮৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এই সময় বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মায় এবং কলিকাতায় আসিবার পরই বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রাজা পীতাম্বর কলিকাতায় আসিবার সময় দিল্লি প্রভৃতি স্থান হইতে সংগৃহীত কতকগুলি সংস্কৃত ও পারসী পুথি লইয়া আসেন।

কলিকাতা মেছুয়াবাজারে পীতাম্বরের পৈতৃক বাটী ছিল। দিল্লি হইতে কলিকাতায় আসিবার

কিছু দিন পরে তিনি এই বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া গুঁড়ায় তাঁহাদের যে উদ্যান-বাটিকা ছিল, সেখানে যাইয়া বাস করেন, এবং তদবধি এই স্থানেই তাঁহার বংশাবলী বাস করিয়া আসিতেছেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগত হইবার পর, তাঁহার পুত্র বৃন্দাবন মিত্র পিতার ধনরত্ন, বিষয়-সম্পত্তি ও উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু যথেচ্ছাচারিতার ফলে তিনি পৈতৃক সম্পত্তি, নগদ অর্থাদি, এমন কি, মেছুয়াবাজারের পৈতৃক বাসভবন পর্য্যন্ত হারাইয়াছিলেন; শেষে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কটক কলেক্টারীর দেওয়ানীপদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন।

বৃন্দাবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও রাজা রাজেন্দ্র মিত্রের পিতাই পদকর্ত্তা জন্মেজয় মিত্র। তিনিই 'সঙ্কর্ষণ'-ভণিতা দিয়া পদ-রচনা করেন। পরে 'সংগীত-রসার্ণব' নাম দিয়া স্বরচিত পদাবলী গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করেন। তিনি আপন পিতামহ রাজা পীতাম্বরের গুণগ্রাম বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু স্বীয় পিতা বৃন্দাবনের নাম পর্য্যন্তও 'সংগীত-রসার্ণব' গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। বৃন্দাবন মিত্র স্বীয় বংশের নাম ও মানরক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয়।

জন্মেজয় মিত্র পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে গুঁড়ার বাগান-বাড়ি এবং পিতামহ রাজা পীতাম্বরের সংগৃহীত সংস্কৃত ও পারসিক পুথিগুলি পাইয়াছিলেন। এই সকল পুথি পাঠ করিয়া তিনি স্বীয় জ্ঞানোন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হন। ইনি পিতামহের প্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার নিকট বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষা ও বৈষ্ণব-পদাবলী রচনা করিতে অভ্যাস করেন।

স্বরূপ। গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'স্বরূপ' ভণিতার তিনটী ও 'স্বরূপদাস' ভণিতার একটী পদ আছে। তিন জন স্বরূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যথা—

(১) 'সর্ব্বত্র মহামহিমান্বিত' শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য 'সর্ব্বাংশে প্রধান' শ্রীবিশ্বাচার্য্য। বিশ্বাচার্য্যের শিষ্য 'পরমবিদ্যাবান্' পুরুষোত্তম আচার্য্য। পুরুষোত্তম আচার্য্যের শিষ্য 'মহাধীর' বিলাসাচার্য্য। বিলাসাচার্য্যের শিষ্য 'গভীরচরিত' শ্রীস্বরূপ আচার্য্য। ভক্তিরত্নাকরের এই পরিচয়ে জানা গেল, স্বরূপাচার্য্য শ্রীনিবাসের এক উপশাখা। কেহ কেহ ইহাকেই পদকর্ত্তা স্বরূপদাস বলিয়া অনুমান করেন।

(২) এক স্বরূপদাসের নৃত্য নরোত্তমবিলাসে বর্ণিত আছে। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের অসংখ্য পরিকরমধ্যে অন্যতম।

(৩) স্বরূপ চক্রবর্ত্তী। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। যথা নরোত্তমবিলাসে—

"শ্রীস্বরূপ চক্রবর্ত্তী বিজ্ঞ সর্ব্বমতে। শ্রীগোবিন্দ সেবা—বাস হুসেনপুরেতে॥"

সতীশবাবু লিখিয়াছেন যে, স্বরূপাচার্য্য শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য-পরম্পরায় চতুর্থ স্থানীয় বটে, কিন্তু পুরুষ-গণনায় যেমন সাধারণতঃ তিন পুরুষে এক শতক ধরা হয়, শিষ্য-গণনায় ঠিক সেই নিয়ম খাটে না। কেন না, অনেক সময়ে শিষ্যের বয়ঃক্রম গুরু অপেক্ষা বেশী হইতে দেখা যায়। পুরুষ-গণনায় বৈষ্ণবদাসের গুরু রাধামোহন ঠাকুর শ্রীনিবাসাচার্য্যকে ধরিয়া গণনায় অধস্তন পঞ্চম পুরুষ; সেই হিসাবে এই স্বরূপাচার্য্যও প্রায় শ্রীনিবাসের সমসাময়িকই হইবেন। দ্বিতীয় স্বরূপদাস যে কোন্ সময়ের লোক, তাহা জগদ্বন্ধুবাবু স্পষ্ট লিখেন নাই। তবে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকর ছিলেন বলিয়া নরোত্তমবিলাসে উল্লিখিত হওয়ায়, তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক বলিয়াই মনে হয়। ইনি পদকর্ত্তা ছিলেন কি না, জানা যায় নাই। প্রথম স্বরূপদাস সম্বন্ধে জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, 'কেহ কেহ ইহাকেই পদ-কর্ত্তা স্বরূপদাস অনুমান করেন।' কিন্তু এই সম্বন্ধে কোন প্রমাণ তিনি দিতে পারেন নাই। স্বরূপ চক্রবর্ত্তীও পদকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

হরিদাস। বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'হরিদাস' নামের অভাব নাই। ইহার মধ্যে ছয় জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে ইঁহাদিগের পরিচয় দিতেছি :—

(১) ও (২) ছোট ও বড় হরিদাস। ইঁহারা মহাপ্রভুর গণভুক্ত; নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইতেন, এবং গোবিন্দের সঙ্গে প্রভুর সেবা করিতেন। যথা চৈঃ চঃ, আদি, দশমে—

"বড় হরিদাস, আর ছোট হরিদাস। দুই কীর্ত্তনীয়া,—রহে মহাপ্রভু পাশ॥"

পুনশ্চ মধ্য, দশমে—

"ছোট বড় কীর্ত্তনীয়া—দুই হরিদাস। রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ॥
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন। গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন॥"

বড় হরিদাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে সম্ভবত তিনি বঙ্গবাসী ও গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ছিলেন। ছোট হরিদাস ছিলেন নবদ্বীপবাসী ও গৃহত্যাগী বৈষ্ণব। সুকণ্ঠ ও সরল-চিত্ত বলিয়া তিনি প্রভুর অতি প্রিয় ছিলেন, এবং প্রভু তাঁহাকে সঙ্গ-ছাড়া করিতেন না। এ হেন প্রিয় হরিদাসকে প্রভু লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিয়াছিলেন। [ইঁহার বিস্তৃত বিবরণ 'মাধবী দাস' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য]।

(৩) হরিদাস ঠাকুর—ইনি 'যবন হরিদাস' বলিয়াও জানিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ অল্প কথায় ইঁহার বেশ পরিচয় দিয়াছেন। যথা চৈঃ চঃ, আদি, দশমে—

"হরিদাস ঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত। তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত॥
তাঁহার অনন্ত গুণ,—কহি দিঙ্মাত্র। আচার্য্য গোসাঞী যাঁরে ভুঞ্জয় শ্রাদ্ধপাত্র॥
প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ। যবন-তাড়নে যাঁর নহিল ভ্রূভঙ্গ॥
তেঁহো সিদ্ধি পাইলে, তাঁর দেহ লঞা কোলে। নাচিলা চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে॥"

ইঁহার জীবনে অনেক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে তাহা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হরিদাসের নির্য্যাণ-কাহিনী অতিশয় হৃদয়-গ্রাহী। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় ইহা সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন।

হরিদাস ঠাকুর কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করেন, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, তিনি যবন-ঔরসজাত। আবার কাহারও মতে তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান, অতি অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় জনৈক যবন-দম্পতি তাঁহাকে লালন-পালন করেন। বড় হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ জন্মায়, এবং তিনি দারপরিগ্রহ না করিয়া গৃহের বাহির হন। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহার জন্ম-কথার কোন উল্লেখ নাই। এই সকল গ্রন্থে তাঁহার যে পরিচয় আছে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি যবন পিতামাতার ঔরস ও গর্ভজাত সন্তান। কিন্তু নিত্যানন্দদাস তাঁহার প্রেমবিলাসে লিখিয়াছেন—

"বুঢ়নে হইল জন্ম ব্রাহ্মণের বংশে। যবনত্ব প্রাপ্তি তাঁর যবনান্নদোষে॥
শৈশবে তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হৈল। যবন আসিয়া তাঁরে নিজগৃহে নিল॥
অম্বুয়ার অধিকারী মলয়া-কাজি নাম। তাহার পালিত হৈয়া তার অন্ন খান॥"

এখানে দেখিতেছি, হরিদাস ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার পিতামাতার নাম, বাসস্থান, বংশের পরিচয় ইহাতে নাই। আছে কেবল, তিনি অম্বুয়ার অধিকারী মলয়া-কাজির পালকপুত্র ছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল নামক একখানি পুথি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয়-

সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ আছে। তৎপরবর্ত্তী কোন গ্রন্থের নাম ইহাতে নাই। এই জন্য এবং অন্যান্য কারণে কেহ কেহ বলেন, চৈতন্যভাগবত রচিত হইবার অব্যবহিত পরে জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, প্রেমবিলাস রচিত হইবার অন্ততঃ ২৫ বৎসর পূর্ব্বে জয়ানন্দ তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। জয়ানন্দের এই গ্রন্থে আছে যে, সুরনদীতীরে ভাটকলাগাছি গ্রামে, হীন কুলে হরিদাসের জন্ম হয়। তাঁহার মাতার নাম উজ্জ্বলা এবং পিতার নাম মনোহর। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল যদি ঐ সময় রচিত হইয়া থাকে, তবে প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ-দাসের পক্ষে উহা অবগত থাকা সম্ভবপর। অথচ নিত্যানন্দদাস জয়ানন্দের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, এবং হরিদাসের জন্ম-বিবরণ সম্বন্ধে এক নূতন কথা বলিয়াছেন। আবার ইহার প্রায় চারি শত বৎসর পরে, অপর এক ব্যক্তি আবিষ্কার করিলেন যে, হরিদাস ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত, এবং তাঁহার পিতার নাম 'সুমতি ঠাকুর' ও মাতার নাম 'গৌরী দেবী'। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, হরিদাস যবন-কুল-সম্ভূত ছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ একজন যবনকে মহাপ্রভু ও তাঁহার গণ এত সম্মান দেখাইলেন, —ইহা সাধারণের মনঃপূত না হওয়ায়, তাঁহাকে প্রথম নীচবংশীয় হিন্দু, এবং শেষে ব্রাহ্মণবংশীয় বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যিকদিগের মধ্যে এখনও কেহ কেহ হরিদাসকে যবন-সন্তান বলিয়া বিশ্বাস করেন। সতীশবাবু তাঁহাকে "যবন-কুল-জাত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪) দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য—ইনি মহাপ্রভুর শাখা। নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদের টেঞা বৈদ্যপুরের নিকট কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে। মহাপ্রভু অপ্রকট হইলে তাঁহার বিরহে দ্বিজ হরিদাস দেহত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া আত্মহত্যা করিতে নিষেধ করেন এবং বৃন্দাবনে যাইয়া সাধনভজন করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করেন। সেখানে শ্রীনিবাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার অনুরোধক্রমে শ্রীনিবাস হরিদাসের পুত্রদ্বয় গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসকে দীক্ষা প্রদান করেন। শ্রীনিবাস শেষ বার বৃন্দাবনে যাইবার সময় পথে শুনিলেন, তৎপূর্ব্ব মাঘ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে হরিদাস সঙ্গোপন হইয়াছেন।

(৫) হরিদাস পণ্ডিত—বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবার অধ্যক্ষ ছিলেন। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য অনন্ত আচার্য্য। এই অনন্ত আচার্য্যের প্রিয়শিষ্য পণ্ডিত হরিদাস। ইঁহার সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতের আদি, অষ্টমে লিখিয়াছেন—

"সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর। মধুর বচন, মধুর চেষ্টা, অতি ধীর ॥
সবার সম্মান-কর্ত্তা, করেন সবার হিত। কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা—না জানে তাঁর চিত ॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ। সেই সব ইঁহার শরীরে পরকাশ ॥"

(৬) হরিদাস ব্রহ্মচারী—ইনি গদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত। অদ্বৈতাচার্য্যের গণেও ইঁহার নাম আছে। জগদ্বন্ধুবাবু নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত এক হরিদাস ব্রহ্মচারীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার ভুল; কারণ, নিত্যানন্দ-গণে কোন হরিদাস ব্রহ্মচারীর নাম পাওয়া যায় না।

জগদ্বন্ধুবাবু ইঁহাদের মধ্যে বড় হরিদাস, ছোট হরিদাস ও দ্বিজ হরিদাসকে পদকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সতীশবাবু কিন্তু দ্বিজ হরিদাসকে পদকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। তাঁহার মতে বরং গোবিন্দদেবের সেবাইত পণ্ডিত হরিদাসের পদকর্ত্তা হওয়া অধিক সম্ভাবনা। তিনি লিখিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ সদ্গুণের যে নাম রূপগোস্বামীর উজ্জ্বল-নীলমণিতে প্রদত্ত

হইয়াছে, উহাতে 'সুধীত্ব,' 'প্রতিভা,' 'বিদগ্ধতা,' 'বাগ্মিতা' প্রভৃতি কাব্য-রচনার উপযোগী গুণ-সমূহের প্রাধান্য দেখা যায়। কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় নিরপেক্ষ ব্যক্তি যাঁহার মধ্যে এই সব গুণের সদ্ভাব দেখিয়াছেন, সেই বাঙ্গালী পণ্ডিত হরিদাসকে জগদ্বন্ধুবাবু কি জন্য পদ-কর্ত্তা বলিয়া অনুমান করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই পণ্ডিত হরিদাস, কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনারও একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। যথা—তিঁহ বড় কৃপা করি আজ্ঞা দিল মোরে। গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে॥"

সতীশবাবু শেষে বলিয়াছেন, "পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত 'হরিদাস'-ভণিতার ৩০১৪ সংখ্যক 'নাচিতে না জানি তমু, নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি' ইত্যাদি প্রার্থনার পদটী বোধ হয়, ভুলবশতঃ জগদ্বন্ধু-বাবুর গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হয় নাই এবং সে জন্যই উহার ভণিতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই। নতুবা তিনি নিশ্চিতই শ্রীনিবাস-শিষ্য অষ্টম হরিদাসের পরিচয় সংগ্রহ করিতে যত্ন-পরায়ণ হইতেন।" কিন্তু ইহা জগদ্বন্ধুবাবুর ভুল নহে, সতীশবাবুর দৃষ্টি ঠিক স্থানে পড়ে নাই। কারণ, গৌরপদতরঙ্গিণীতে এই পদটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তবে ভণিতায় অন্য পদকর্ত্তার নাম আছে। পদকল্পতরুতে ঐ পদের শেষ চরণদ্বয় এইরূপ আছে ঃ—

"অন্তে শ্রীনিবাস-পদ, সেবাযুক্ত যে সম্পদ, সে সম্পদের সম্পদী যে হয়।
তার ভুক্ত-গ্রাস-শেষে, কিবা গৌড়-ব্রজ-বাসে, দন্তে তৃণ হরিদাস কয়॥"

আর, গৌরপদতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত চরণদ্বয় ঠিক ঐরূপই আছে, কেবল শেষ চরণ 'দন্তে তৃণ হরিদাস কয়' স্থানে 'পরমানন্দ এই ভিক্ষা চায়' আছে। কাজেই জগদ্বন্ধুবাবু অষ্টম হরিদাসের অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই।

হরিবল্লভ দাস। ইনি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণবংশে বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মনে বৈরাগ্যভাবের উদয় হয়। এই জন্য সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং গৃহে পণ্ডিত রাখিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি [illegible]াইয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ পাঠে তাঁহার বৈরাগ্য আরও বৃদ্ধি পাইল। শেষে তিনি পিতামাতা ও সুন্দরী ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন এবং পরে রাধাকুণ্ডতীরে কৃষ্ণদাস কবিরাজের কুটীরে তাঁহার শিষ্য মুকুন্দদাসের সহিত বাস করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদনিবাসী কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, গুরুগৃহে সম্ভবতঃ কিছু কাল বাস করিয়াছিলেন। কারণ, নিম্নলিখিত শ্লোকে তিনি আপনাকে সৈয়দাবাদবাসী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; যথা—"সৈয়দাবাদনিবাসিশ্রীবিশ্বনাথশর্ম্মণা। চক্রবর্ত্তীতি নাম্নেয়ং কৃতা টীকা সুবোধিনী॥" কিন্তু 'ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি'র সুবিজ্ঞ সম্পাদক কৃষ্ণপদদাস বাবাজী মহাশয়ের মতে রাধারমণ চক্রবর্ত্তী ইঁহার গুরু ছিলেন।

বিশ্বনাথ অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ ও টীকা রচনা করেন। যথা—(১) সারার্থদর্শিনী নামক ভাগবতের সম্পূর্ণ টীকা, (২) সারার্থবর্ষিণী নামক গীতার টীকা, (৩) সুবোধিনী নামক অলঙ্কার-কৌস্তভের টীকা, (৪) সুখবর্ত্তিনী নামক আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর টীকা, (৫) বিদগ্ধমাধবের টীকা, (৬) চৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত টীকা, (৭) আনন্দচন্দ্রিকা নামক উজ্জ্বল-নীলমণির টীকা, (৮) গোপাল-তাপিনীর টীকা, (৯) ভাবনামৃত নামক শ্রীচৈতন্য-লীলা-বর্ণনাত্মক মহাকাব্য, (১০) গৌরাঙ্গলীলামৃত,

(১১) স্বপ্নবিলাসামৃত নামক কাব্য, (১২) মাধুর্য্যকাদম্বিনী, (১৩) ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী, (১৪) চমৎকার-চন্দ্রিকা, (১৫) গৌরগণ-চন্দ্রিকা, (১৬) স্তবামৃত-লহরী, (১৭) প্রেম-সম্পুট, (১৮) সঙ্কল্প-কল্পদ্রুম। ইহার মধ্যে টীকা গ্রন্থ ৮খানি ও কাব্যাদি ১০ খানি। এতদ্ভিন্ন আরও ৫ খানি গ্রন্থ ইনি রচনা করেন বলিয়া প্রকাশ।

বিশ্বনাথ শেষ-জীবনে রাধাকুণ্ডে 'শ্রীগোকুলানন্দ' বিগ্রহ স্থাপন করিয়া সেবা করিতেন। কখনও কখনও রঘুনাথদাস গোস্বামীর গোবর্দ্ধন শিলা আনিয়াও সেবা করিতেন। এই শিলা শঙ্করানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুকে প্রদান করেন। তিনি ইহা রঘুনাথদাসকে দিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের পর প্রথমে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও তৎপরে তাঁহার শিষ্য মুকুন্দদাসের উপর ইহার সেবা-ভার পতিত হয়। ঠাকুর মহাশয়ের প্রধান ও প্রিয় শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী রাধাকুণ্ডতীরে আসিয়া যখন বাস করেন, তখন এই শিলার সেবাভার তিনি গ্রহণ করেন। গোকুলানন্দ বিগ্রহের মন্দিরে এই সুবিখ্যাত শিলা এক্ষণে বিরাজ করিতেছেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক কবি ঘনশ্যাম ওরফে নরহরি চক্রবর্ত্তীর পিতা মুর্শিদাবাদ-জঙ্গীপুরের সন্নিকটস্থ রেঞাপুরবাসী জগন্নাথ শর্ম্মা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর বহু শিষ্যের মধ্যে অন্যতম।

বিশ্বনাথ কবে যে "হরিবল্লভদাস" নাম গ্রহণ করেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে তাঁহার বাঙ্গালা পদগুলি "হরিবল্লভ," "হরিবল্লভদাস," কিংবা শুধু "বল্লভ"-ভণিতা দিয়া রচিত। "হরিবল্লভ" নামে তিনি "ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি" নামক একখানা পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নিজের রচিত "হরিবল্লভ" ও "বল্লভ" ভণিতারও কতকগুলি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। কোন্ শকে তিনি ইহার সঙ্কলন করেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে ১৬২৬ শকে তাঁহার শেষ গ্রন্থ ভাগবতের টীকা সমাপ্ত হয়। তৎপরে তিনি অল্পদিন মাত্র জীবিত ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময় এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। কারণ, গ্রন্থের প্রত্যেক ক্ষণদার নীচেই রহিয়াছে—"ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে" ইত্যাদি। ইহা দ্বারা মনে হয়, ইহার একখানি 'উত্তর-বিভাগ'-সঙ্কলন করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হঠাৎ পরলোকগত হওয়ায় তাহা পূরণ হয় নাই।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে হরিবল্লভের যে দুইটী মাত্র পদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেও তাঁহার পদরচনার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। সঙ্গীতশাস্ত্রেও যে ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, "ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি" গ্রন্থ তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। কেহ কেহ বলেন, বিশ্বনাথের গুরু কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর নামান্তর 'হরিবল্লভ', এবং বিশ্বনাথ নিজে পদ রচনা করিয়া গুরুর নামে ভণিতা দিয়াছেন। তবে ইহার প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না।

হরিরাম আচার্য্য। ইনি রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পিতার নাম শিবাই আচার্য্য, বাড়ী গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে গোয়াস নামক গ্রামে। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রামকৃষ্ণ। হরিরাম পরম পণ্ডিত ছিলেন। একদিন নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজ একসঙ্গে নানাবিধ শাস্ত্রালাপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে পদ্মায় স্নান করিতে যাইতেছিলেন। সেই পথে দুইটি ব্রাহ্মণকুমার ছাগ-মেষাদি সঙ্গে লইয়া আসিতেছিলেন। ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্রের শাস্ত্রালাপ শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণযুবকদ্বয় অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "লোকমুখে শুনিনু মহিমা দূর হৈতে। আজি সুপ্রভাত হৈল দেখিনু সাক্ষাতে॥" এই কথা বলিয়া ছাগাদি দূরে রাখিয়া, তাঁহারা অতিশয় সশঙ্কিত হইয়া নরোত্তম ও রামচন্দ্রের নিকটে আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া নরোত্তম ঠাকুর সুমধুর

বাক্যে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনি বিপ্র কহে—"মোর নাম হরিরাম। আমার কনিষ্ঠ এই রামকৃষ্ণ নাম॥"

"ছাগাদি কিনিতে হেথা আইনু শুভক্ষণে। ঘুচিল অজ্ঞানতম এ পদ দর্শনে॥
এবে এই বিপ্রাধমে কর অঙ্গীকার। ঘুষুক জগতে যশ তোমা দোঁহাকার॥"

এই কথা বলিয়া তাঁহারা ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দশা দেখিয়া নরোত্তম ও রামচন্দ্রের করুণার উদয় হইল এবং নরোত্তম রামকৃষ্ণকে ও রামচন্দ্র হরিরামকে আলিঙ্গন করিয়া শান্ত করিলেন। শেষে পদ্মাবতীতে স্নান করিয়া, তাঁহাদিগকে লইয়া মনের উল্লাসে শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দিরস্থ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে দিবস শাস্ত্রমতে সর্ব্ব-সুমঙ্গল ছিল, এবং মনেও অত্যন্ত অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুতরাং তিলার্দ্ধও বিলম্ব না করিয়া সেই দিনই হরিরামকে রামচন্দ্র কবিরাজ ও রামকৃষ্ণকে নরোত্তম ঠাকুর মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। তখন—

"লোটাইয়া পড়ে দোঁহে দোঁহার চরণে। দোঁহে মহাশক্তি সঞ্চারিলা দুই জনে॥
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যচরণে সমর্পিয়া। জানাইলা শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত হর্ষ হৈয়া॥"

এখানে কিছুদিন থাকিয়া ভ্রাতৃদ্বয় বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিলেন; তৎপরে বিজয়াদশমীর পর দিবস গৃহে ফিরিলেন। পিতা প্রথমে পুত্রদ্বয়ের উপর অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন। শেষে তাঁহাদিগের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পাইয়া ক্রমে নিজেও নরোত্তমের চরণাশ্রয় করিলেন।

হরিরাম শ্রীমদ্ভাগবতের সুন্দর আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতেন এবং নানা স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তি প্রচার করিতেন। শেষে 'কৃষ্ণরায়' নামক বিগ্রহের সেবা গ্রহণ করেন। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য হরিরামাচার্য্য। সর্ব্বত্র বিদিত অলৌকিক সর্ব্ব কার্য্য॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমভক্তি বিলাইয়া। জীবের কল্মষ নাশে উল্লসিত হৈয়া॥"

অন্যত্র—"শ্রীমদ্ভাগবতাদিক গ্রন্থ কথন, অনুপম বৈষ্ণব অমৃতধার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় সঞ্জীবন, ভণব কি হরি হরি মহিমা অপার॥"

তাহার পর নিজেদের পরিচয় দিয়া বলিলেন; যথা প্রেমবিলাসে—

"হরিরাম আচার্য্য-শাখা পরম পণ্ডিত। রাঢ়ীশ্রেণী বিপ্র ইহ জগত বিদিত॥
গঙ্গা-পদ্মার সঙ্গম সেরা স্থান হয়। তথায় গোয়াসগ্রামে তাঁহার আলয়॥"

হরিরামের পিতা শাক্ত ছিলেন। হরিরাম ও তাঁহার ভ্রাতা রামকৃষ্ণও সেই ভাবে ভাবান্বিত ছিলেন। কি প্রকারে তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহা নরোত্তমবিলাসে বিবৃত আছে; এই বিবরণ তাহা হইতে গৃহীত হইল।

শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী।

প্রথম তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

(নান্দী বা পূর্ব্বাভাস।)

১ম পদ।

নিধুবনে দুহুঁ জনে চৌদিকে সখীগণে
শুতিয়াছে রসের আলসে।
নিশিশেষে বিধুমুখী উঠিলেন স্বপ্ন দেখি
কাঁদি কাঁদি কহে বঁধু পাশে॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ কি দেখিলাম অকস্মাৎ
এক যুবা গৌউর বরণ।
কিবা তার রূপঠাম জিনি কত কোটি কাম
রসরাজ রসের সদন॥
অশ্রু কম্প পুলকাদি ভাব ভূষা নিরবধি
নাচে গায় মহা মত্ত হৈঞা।
অনুপম রূপ দেখি জুড়াইল মোর আঁখি
মন ধায় তাঁহারে দেখিয়া॥
নব জলধররূপ রসময় রসকূপ
ইহা বৈ না দেখি নয়নে।
তবে কেন বিপরীত হেন ভেল আচম্বিত
কহ নাথ ইহার কারণে॥
চতুর্ভুজ আদি কত বনের দেবতা যত
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে তিরপিত মন না হইল কদাচন
(এই) গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে॥
এতেক কহিতে ধনী মূর্চ্ছাপ্রায় ভেল জানি
বিদগধ রসিক নাগর।
কোলেতে করিয়া বেড়ি মুখ চুম্বে কত বেরি
হেরিয়া জগদানন্দ ভোর॥

২য় পদ।

শুনইতে রাই বচন অধরামৃত
বিদগধ রসময় কান।
আপনাক ভাবে ভাব প্রকাশিতে
ধনী অনুমতি ভেল জান॥
সুন্দরি যে কহিলে গৌর স্বরূপ।
কোই নাহি জানয়ে কেবল তুয়া প্রেম বিনা
মোহে করবি হেন রূপ॥ ধ্রু॥
কৈছন তুয়া প্রেমা কৈছন মধুরিমা
কৈছন সুখে তুহুঁ ভোরা।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নহিল পূরণ
কি কহব না পাইয়া ওর॥
ভাবিয়া দেখিনু মনে তোহারি স্বরূপ বিনে
এ সুখ আস্বাদ কভু নয়।
তুয়া ভাব কান্তি ধরি তুয়া প্রেম গুরু করি
নদীয়াতে করব উদয়॥
সাধব মনের সাধা ঘুচাব মনের বাধা
জগতে বিলাব প্রেমধন।
বলরাম দাসে কয় প্রভু মোর দয়াময়
না ভজিনু মুঞি নরাধম॥

৩য় পদ।

বঁধু হে শুনইতে কাঁপই দেহা।
তুহুঁ ব্রজজীবন তুয়া বিনু কৈছন
ব্রজপুর বাঁধব থেহা॥

জল বিনু মীন ফণী মণি বিনু
তেজয়ে আপন পরাণ।
তিল আধ তুহারি দরশ বিনু তৈছন
ব্রজপুর গতি তুহুঁ জান॥
সকল সমাধি কোন সিধি সাধবি
পাওবি কোনহি সুখ।
কিয়ে আন জন তুয়া মরমহি জানব
ইথে লাগি বিদরয়ে বুক॥
বৃন্দাবন কুঞ্জ নিকুঞ্জহি নিবসয়ি
তুহুঁ বর নাগর কান।
অহনিশি তুহারি দরশ বিনু ঝুরব
তেজব সবহুঁ পরাণ॥
অগ্রজ সঙ্গে রঙ্গে যমুনাতটে
সখা সঙ্গে করবি বিলাস।
পরিহরি মুঝে কিয়ে প্রেম প্রকাশবি
না বুঝয়ে বলরাম দাস॥

৪র্থ পদ।

শুনহ সুন্দরি মঝু অভিলাষ।
ব্রজপুর প্রেম করব পরকাশ॥
গোপ গোপাল সব জন মেলি।
নদীয়া নগর পরে করবহুঁ কেলি॥
তনু তনু মেলি হোই এক ঠাম।
অবিরত বদনে বোলব তব নাম॥
ব্রজপুর পরিহরি কবহুঁ না যাব।
ব্রজ বিনু প্রেম না হোয়ব লাভ॥
ব্রজপুর ভাবে পূরব মন কাম।
অনুভবি জানল দাস বলরাম॥

৫ম পদ।

এত শুনি বিধুমুখী মনে হয়ে অতি সুখী
কহে শুন প্রাণনাথ তুমি।
কহিলে সকল তত্ত্ব বুঝিনু স্বপন সত্য
সেই রূপ দেখিব হে আমি॥
আমারে যে সঙ্গে লবে দুই দেহ এক হবে
অসম্ভব হইবে কেমনে।
চূড়াধরা কোথা থোবে বাঁশী কোথা লুকাইবে
কাল গৌর হইবে কেমনে॥
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র কৌস্তুভের প্রতিবিম্বে
দেখাওল শ্রীরাধার অঙ্গ।
আপনি তাহে প্রবেশিলা দুই দেহ এক হৈলা
ভাবপ্রেমময় সব অঙ্গ॥
নিধুবনে এই কয়ে তুহুঁ তনু এক হয়ে
নদীয়াতে হইলা উদয়।
সঙ্গেতে যে ভক্তগণে হরিনাম সংকীর্ত্তনে
প্রেমবন্যায় জগত ভাসায়॥
বাহিরে জীব উদ্ধারণ অন্তরে রস আস্বাদন
ব্রজবাসী সখা সখী সঙ্গে।
বৈষ্ণব দাসের মন হেরি রাঙ্গা শ্রীচরণ
না ভাসিলাম সে সুখতরঙ্গে॥

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

(মঙ্গলাচরণ)

১ম পদ। গৌরীরাগ।

জয় নন্দনন্দন গোপীজনবল্লভ
রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদীয়া-পুরন্দর
সুরমুনিগণ১-মনোমোহন ধাম॥
জয় নিজকান্তা কান্তি কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।*
জয় ব্রজ-সহচরী- লোচন-মঙ্গল
জয় নদীয়া-বধূ-নয়ন-আমোদ॥
জয় জয় শ্রীদাম সুদাম সুবলার্জ্জুন
প্রেমবর্দ্ধন নবঘন রূপ।
জয় রামাদি সুন্দরক+ প্রিয় সহচর
জয় জগমোহন গৌর অনুপ॥

---

১ সুর-রমণী পাঠান্তর।
* শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ ধারণ করেন।
+ রামকৃষ্ণ সুন্দরানন্দ প্রভৃতি।

জয় অতিবল বল- রাম প্রিয়ানুজ
জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন- গণ-ভয়ভঞ্জন
গোবিন্দ দাস আশ অনুবন্ধ ॥

২য় পদ। সুহই।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম।
কলিমদ-মথন নিত্যানন্দ ধাম ॥
অপরূপ হেম কলপতরু জোর।
প্রেম-রতন ফল ধরল উজোর ॥
অযাচিত বিতরই কাহে না উপেখি।
ঐছন সদয়হৃদয় নাহি দেখি ॥
যে নাচিতে নাচয়ে বধির জড় অন্ধ।
কাঁদিতে অখিল ভুবনজন কান্দ ॥
তেঁই অনুমানিয়ে দুহুঁ পরমেশ।
প্রতি দরপণে জনু রবির আবেশ ॥*
ইহ রসে যাহার নাহিক বিশোয়াস।
মলিন মুকুরে[১] নাহি বিম্ব[২] বিকাশ ॥
গোবিন্দ দাসিয়া কহে তাহে কি বিচার।
কোটি কলপ তার নাহিক নিস্তার ॥ †

৩য় পদ। তিরোতা।

জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন।
ত্রিভুবনে করে যাঁর চরণ বন্দন ॥
নীলাচলে শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্মধর।
নদীয়া নগরে দণ্ড-কমণ্ডলু-কর ॥
কেহ বলে পূরবে রাবণ বধিলা।
গোলোকের বিভব লীলা প্রকাশ করিলা ॥
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার।
হরে কৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে করি জোড় হাত।
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ ॥

৪র্থ পদ। কেদার বা মঙ্গল।

জয় রে জয় রে গোরা শ্রীশচীনন্দন
মঙ্গল নটন সুঠান রে।
কীর্ত্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে
মুকুন্দ বাসু গুণ গান রে ॥
দ্রাং দ্রাং দৃমি দৃমি মাদল বাজত
মধুর মন্দিরা[৩] রসাল রে।
শঙ্খ করতাল ঘণ্টারব ভাল
মিলন পদতলে তাল রে ॥
কোই দেই অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন
কোই দেই মালতীমাল রে।
পিরীতি ফুলশরে মরম ভেদল
ভাবে সহচর ভোর রে ॥
কেহ বোলে গোরা জানকীবল্লভ
রাধার প্রিয় পাঁচবাণ রে।
নয়নানন্দের মনে আন নাহি জানে
আমার গদাধরের প্রাণ রে ॥

৫ম পদ। তুড়ি।

জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌরচন্দ্র।
জয় জয় বিশ্বম্ভর করুণার সিন্ধু ॥
জয় শচীসুত জয় পণ্ডিত নিমাই।
জয় মিশ্র পুরন্দর জয় শচী মাই ॥
জয় জয় নবদ্বীপ জয় সুরধুনী।
জয় লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর ঘরণী ॥
জয় জয় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ ॥
নিত্যানন্দ-পদদ্বন্দ্ব সদা করি আশ।
নাম সংকীর্ত্তন গায় দীন কৃষ্ণদাস ॥

---

* পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, তিনি দুই মূর্ত্তিতে গৌরাঙ্গ ও ত্যানন্দরূপে কিরূপে হইতে পারেন, এই প্রশ্নের মীমাংসা জন্য কবি ইতেছেন, সূর্য্য এক হইলেও যেমন ভিন্ন ভিন্ন দর্পণে প্রতিফলিত য়া শত শত সূর্য্যরূপে প্রতীয়মান হয়েন, ইহাও তদ্রূপ।

১ মঞ্জরি পাঠান্তর। ২ আধারে পাঠান্তর।

† মলিন দর্পণে যেমন সৌরকিরণ প্রতিভাত হয় না, তেমনি স্তিকের মলিন হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্ত্বে বিশ্বাস স্থান পায় না। দুর্ভাগ্য এই সহজ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়া অনায়াসে উদ্ধার লাভ করিল, তাহাকে লইয়া আর বিচার কি? কুতর্কগর্ত্তে সে কোটি র পড়িয়া থাকিবে, তাহার আর নিস্তার নাই।

৩ বিন্দু পাঠান্তর।

৬ষ্ঠ পদ। গৌরী।

জয় কৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র।
অদ্বৈত আচার্য্য জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুনা বৃন্দাবন।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ রূপ সনাতন॥
রূপ সনাতন মোর প্রাণসনাতন।
কৃপা করি দেহ মোরে যুগল চরণ॥
রাধেকৃষ্ণ রট মন রাধেকৃষ্ণ রট।
বৃন্দাবন যমুনাপুলিন বংশীবট॥
রাধেকৃষ্ণ রট মন রাধেকৃষ্ণ রট।
ব্রজভূমে বাস কর যমুনা নিকট॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রট রে।
নবদ্বীপে গোরাচাঁদ পাতিয়াছে হাট রে॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রট রে।
শচীর নন্দন গোরা কীর্ত্তনে লম্পট রে॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেগোবিন্দ।
শ্রীরাধারমণ বন্দে এ পরমানন্দ॥

৭ম পদ। ধানশী।

জয় শচীসুত গৌর হরি।
জয় পাবন জয় নদীয়াবিহারী॥
জয় চাপাল গোপাল-মুক্তিকারী।
জয় জগাই-মাধাই-দুষ্কৃতিহারী॥
জয় অখিল ভুবন ত্রাণকারী।
জয় দণ্ড কমণ্ডলু করোয়াধারী॥
জয় যুগলকিশোররূপধারী।
জয় দাস মনোহর হৃদয়বিহারী॥

৮ম পদ। কামোদ।

জয় রে জয় রে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ
সীতানাথে দেহ পদছায়॥ ধ্রু॥
জয় জয় মোর, আচার্য্য ঠাকুর, অগতি পতিত অতি।
করুণা করিয়া, স্বচরণে রাখ, এ মোর পাপিষ্ঠ মতি॥
তোমার চরণে, ভরসা কেবল, না দেখি আর উপায়।
মোর দুষ্ট মনে, রাখ শ্রীচরণে, এই মাগো তুয়া পায়॥
সদা মনোরথ, যে কিছু আমার, সকল জানহ তুমি।
কহে বংশীদাস, পূর সব আশ, কি আর কহিব আমি॥

৯ম পদ। সুহই।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াসিন্ধু।
পতিত উদ্ধার হেতু জয় দীনবন্ধু॥
জয় প্রেমভক্তিদাতা দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি ডাকে এ দাস পামরে॥
পূর্ব্বেতে সাক্ষাত যত পাতকী তারিলা।
সে বিচিত্র নহো যাতে অবতার কৈলা॥
মো হেন পাপিষ্ঠ এবে করহ উদ্ধার।
আশ্চর্য্য দয়াল গুণ ঘুষুক সংসার॥
বিচার করিতে মুক্তি নহে দয়াপাত্র।
আপন স্বভাব গুণে করহ কৃতার্থ॥
বিশেষ প্রতিজ্ঞা শুনি এই কলিযুগে।
এই ভরসায় রাধামোহন পাপী মাগে॥

১০ম পদ। সুহই।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম সার।
অপরূপ কলপবিরিখ অবতার॥
অযাচিতে বিতরই দুর্লভ প্রেমফল।
বঞ্চিত না ভেল পামর সকল॥
চিন্তামণি নহে সেই ফলের সমান।
আচণ্ডাল আদি করি তাহা কৈলা দান॥
হেন প্রভু না সেবিলে কোন কাজ নয়।
এ রাধামোহন মাগে চরণে আশ্রয়॥

১১শ পদ। বসন্ত।

জয় জয় শচীর নন্দনবর রঙ্গ।
বিবিধ বিনোদ, কল কত কৌতুক, করতহি প্রেমতরঙ্গ॥ ধ্রু॥
বিপুল পুলককুল, সকরু সব তনু, নয়নহি আনন্দনীর।
ভাবহি কহত, জিতল মধু সখীকুল, শুন শুন গোকুলবীর॥
মৃদু মৃদু হাসি, চলত কত ভঙ্গিম, করে জনু খেলন যন্ত্র।
যুগলকিশোর, বসন্তহি যৈছন, বিতানিত মনসিজ তন্ত্র॥
যো ইহ অপরূপ, বিহরে নবদ্বীপ, জগদানন্দন বিলাসী।
রাধামোহন দাস, মুরুচিত সোই, তার নিজগুণ পরকাশি॥

১২শ পদ। বিভাস।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় পতিতপাবন।
প্রকাশিলা কলিকালে নামসংকীর্ত্তন॥
জয় নিত্যানন্দ জয় অধমতারণ।
দয়া বিতরিলে দেখি দীনহীন জন॥
জয় অদ্বৈতচন্দ্র ভক্তের জীবন।
আনিলেন গৌরচন্দ্রে করি আকর্ষণ॥
জয় জয় ভক্তবৃন্দ পারিষদগণ।
অধমে তারিলে এবে তার সঙ্কর্ষণ॥

১৩শ পদ। মঙ্গলরাগ।

জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেমকলপতরু, অদ্ভুত যাক প্রকাশ।
হিয় অগেয়ান, তিমির বর জ্ঞান, সুচন্দ্রকিরণে করু নাশ॥
ইহ লোচন আনন্দ ধাম।
অযাচিত এহেন পতিত হেরি যো পহুঁ
যাচি দেয়ল হরিনাম॥ ধ্রু॥
দুরগতি অগতি অসতমতি যো জন
নাহি সুকৃতি লবলেশ।
শ্রীবৃন্দাবন যুগল ভজনধন
তাহে করত উপদেশ॥
নিরমল গৌর-প্রেমরস সিঞ্চনে, পূরল সব মন আশ।
সো চরণাম্বুজে, রতি নাহি হোঅল, রোঅত বৈষ্ণব দাস॥

১৪শ পদ। মঙ্গলরাগ।

শ্রীপদকমলসুধারস পানে।
শ্রীবিগ্রহ-গুণগণ করু গানে॥
শ্রীমুখবচন শ্রবণ[১] অনুষঙ্গী।
অনুভবি কত ভেল প্রেমতরঙ্গী॥
রে মন কাহে করসি অনুতাপ।
পহুঁক প্রতাপ-মন্ত্র করু জাপ॥ ধ্রু॥
যো কিছু বিচারি মনোরথে চড়বি।
পহুঁক চরণযুগ সারথি করবি॥
রথ বাহন করু প্রাণ তুরঙ্গ।
আশাপাশ যোরি নহ ভঙ্গ॥
লীলা-জলধিতীরে চলু ধাই।
প্রেম তরঙ্গে অঙ্গ[২] অবগাই॥
রঙ্গতরঙ্গী সঙ্গী হরিদাস।
রতিমণি দেই পূরব অভিলাষ॥
সো রস-জলধি মাঝে মণিগেহ।
তঁহি রহু গোরি সুশ্যামর দেহ॥
সারথি লেই মিলাঅব তায়।
গোবিন্দ দাস গৌরগুণ গায়॥

১৫শ পদ। যথারাগ।

জয় রে জয় রে মোর গৌরাঙ্গসুন্দর, জয় নিত্যানন্দ রায়।
জয় সীতানাথ গৌরভকতগণ, সবে দেহ পদছায়॥
জয় জয় মোর আচার্য ঠাকুর, অগতি পতিত গতি।
করুণা করিয়া স্বচরণে রাখ এ মোর পাপিষ্ঠ মতি॥
তোমার চরণ ভরসা কেবল, না দেখি আর উপায়।
মোর দুষ্ট মনে, রাখ শ্রীচরণে, এই মাগো তুয়া ঠায়॥
মনে মন মনোরথ যে কিছু আমার সকল জানহ তুমি।
পূর সব আশ, করি পরকাশ, কি আর কহিব আমি॥

১৬শ পদ। কামোদ।

জয় জয় শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর প্রভু বিশ্বম্ভর দেব।
জয় পদ্মাবতীনন্দন পঁহু মঝু জয় বসু জাহ্নবী সেব॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতাপতি সুখদ শান্তিপুরচন্দ।
জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত রসময় আনন্দকন্দ॥
জয় মালিনীপতি সদয়হৃদয় অতি পণ্ডিত শ্রীবাস উদার।
গৌরভকত জয়, পরম দয়াময়, শিরে ধরি চরণ সবার॥
ইহ সব ভুবনে, প্রেমরসসিঞ্চনে, পূরল জগজন আশ।
আপন করমদোষে বঞ্চিত ভেল দুরমতি বৈষ্ণবদাস॥

১৭শ পদ। সুহই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য* গোরা শচীর দুলাল।
এই যে পূরবে ছিল গোকুলের গোপাল॥
কেহ কহে জানকীবল্লভ ছিল রাম।
কেহ বলে নন্দলাল নবঘনশ্যাম॥
পূরবে কালিয়া ছিল গোপীপ্রেমে ভোরা।
ভাবিয়া রাধার বরণ এবে হৈল গোরা॥

১। সুধারস। ২। রঙ্গে পাঠান্তর।

* সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীগৌরাঙ্গ এই নাম ধারণ করেন।

ছল ছল অরুণনয়ন অনুরাগী।
না পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী॥
সন্ন্যাসী বৈরাগী হৈয়া ভ্রমে দেশে দেশে।
তবু না পাইল রাধাপ্রেমের উদ্দেশে॥*
গোবিন্দদাসিয়া কয় কিশোরী-কিশোরা।
স্বরূপ রামের সনে সেই রসে ভোরা॥+

১৮শ পদ।

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই
বলরাম হৈল নিতাই।
দীনহীন যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥
হেন প্রভুর শ্রীচরণে রতি না জন্মিল কেনে
না ভজিলাম হেন অবতার।
দারুণ বিষয়-বিষে সতত মজিয়া রইনু
মুখে দিলে জলন্ত অঙ্গার॥
হরি হরি বড় দুখ রহল মরমে।
গৌরকীর্ত্তনরসে জগজন মাতল,
বঞ্চিত মো হেন অধমে॥ ধ্রু॥
এমন দয়াল দাতা আর না পাইব কোথা
পাইয়া হেলায় হারাইনু।
গোবিন্দদাসিয়া কয় অনলে পড়িনু নয়
সহজেই আঘাত পাইনু॥

১৯শ পদ। পাহিড়া।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ
পারিষদ সঙ্গে অবতার।
গোলোকের প্রেমধন সবারে যাচিঞা দিল
না লইনু মুঞি দুরাচার॥
আরে পামর মন, মরমে রহল বড় শেল।
সংকীর্ত্তন প্রেম-বাদলে সব হিয়া ডুবল
মোহে বিধি বঞ্চিত কেল॥ ধ্রু॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ কল্পতরু-ছায়া পাঞা
সব জীব তাপ পাশরিল।
মুঞি অভাগিয়া বিষ- বিষয়ে মাতিয়া রইনু
হেন যুগে নিস্তার না হৈল॥
আগুনে পুরিয়া মরোঁ জলে পরবেশ করোঁ
বিষ খাঞা মরোঁ মো পাপিয়া।
এই মত করি যদি মরণ না করে বিধি
প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া॥
এহেন গৌরাঙ্গগুণ না করিনু শ্রবণ
হায় হায় করি হা হুতাশ।
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র মুখ ভরি না লইলাম
জীবন্মৃত গোবিন্দদাস॥

২০শ পদ। সিন্ধুড়া।

কলি-তিমিরাকুল অখিল লোক দেখি
বদনচাঁদ পরকাশ।*
লোচনে প্রেম- সুধারস বরিখয়ে
জগজনতাপবিনাশ॥
গৌর করুণাসিন্ধু অবতার।
নিজ নাম গাঁথিয়া নাম চিন্তামণি
জগতে পরাওল হার॥ ধ্রু॥
ভকত-কলপতরু, অন্তরে অন্তরু, রোপয়ে ঠামহি ঠাম।
তছু পদতলে, অবলম্বন পথিক, পূরয়ে নিজ নিজ কাম॥+
ভাব গজেন্দ্রে চড়াওল অকিঞ্চনে, ঐছন পর্য্যঙ্ক বিলাস।
সংসার কালকূট বিষে দগধল একলি গোবিন্দ দাস॥

২১শ পদ। সিন্ধুড়া বা বসন্ত।

পদতলে ভকত-কলপতরু সঙ্করু, সিঞ্চিত পদ-মকরন্দ।
যাকর ছায় সুরাসুর নরবর পরমানন্দ নিরবন্ধ॥
পেখলু গৌরচন্দ্র নটরাজ।
জঙ্গম হেম ধরাধর উয়ল, কিয়ে নবদ্বীপ মাঝ॥ ধ্রু॥

---

* "বৈষ্ণবের অবশেষে (মধুর রস) তাহা রৈল পূর্ব্বদেশে (বৃন্দাবনে) প্রভু তার না পাইল উদ্দেশ।" ইতি প্রাচীন পদ।

+ অন্তরে কিশোরা (কৃষ্ণ) বাহিরে কিশোরী (রাধা) অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ ও রায় রামানন্দের সহিত সেই মধুর রস-আলোচনাতে বিভোর।

* কলিরূপ অন্ধকারে জীবসকলকে আচ্ছন্ন দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বদনরূপ চন্দ্রোদয় হইয়াছে।

+ শ্রীগৌরাঙ্গ স্থানে স্থানে ভক্তরূপ কল্পবৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন, সংসারমরুর পর্য্যটকেরা সেই সকল পাদপের ছায়ায় সুশীতল হয়।

নয়ননীর জনিত মন্দাকিনী, ভুবন ভরল তরঙ্গে।
নিত্যানন্দ চন্দ্র, গৌর দিনমণি, ভ্রমই প্রদক্ষিণ রসরঙ্গে ॥*
যাকর চরণ সমাধিয়ে শঙ্কর, চতুরানন করু আশ।
সো পঁহু পতিত কোরে করি কাঁদয়ে, কি কহব গোবিন্দদাস ॥

২২শ পদ। ভাটিয়ারি।

কলিযুগে শ্রীচৈতন্য অবনী করিলা ধন্য
পতিতপাবন যার বাণা।
পূরবে রাধার ভাবে গৌরাঙ্গ হইলা এবে
নিজরূপ ধরি কাঁচা সোণা ॥
গৌরাঙ্গ পতিতপাবন অবতারি।
কলি-ভুজঙ্গম দেখি হরিনামে জীব রাখি
আপনি হইলা ধন্বন্তরি ॥ ধ্রু ॥
গদাধর আদি যত মহা মহা ভাগবত
তারা সব গোরাগুণ গায়।
অখিল ভুবনপতি গোলোকে যাঁহার স্থিতি
হরি বলি অবনী লোটায় ॥
সোঙরি পূরব গুণ মূরছয় পুনঃ পুনঃ
পরশে ধরণী উলসিত।
চরণ-কমল কিবা নখর উজোর শোভা
গোবিন্দদাস সে বঞ্চিত ॥

২৩শ পদ। সুহই।

কলি কবলিত, কলুষ জড়িত, দেখিয়া জীবের দুখ।
করল উদয়, হইয়া সদয়, ছাড়িয়া গোকুলসুখ ॥
দেখ গৌরগুণের নাহি সীমা।
দীনহীন পাঞা, বিনায় যাচিঞা, বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত প্রেমা ॥ধ্রু॥
জাতি না বিচারে, আচণ্ডালে তারে, করুণাসাগর গোরা।
ভাব ভরে সদা অঙ্গ টলমল, গমনে ভুবন ভোরা ॥
ক্ষণে ক্ষণে কত, করুণা করয়ে, গরজে গভীর নাদে।
অধম দেখিয়া, আকুল হইয়া, ধরিয়া ধরিয়া কাঁদে ॥
চরণ কমল, অতি সুকোমল, রাতা উৎপল রীত।
বদন কমলে, গদ গদ স্বরে, গাওয়ে রসময় গীত ॥

হাহাকার করি, ভুজযুগ তুলি, বলে হরি হরি বোল।
রাধা রাধা বলি, কাঁদে উচ্চ করি, রহি গদাধর কোল ॥
মুরলী মুরলী, ক্ষণে ক্ষণে বলি, স্বরূপমুখ নেহারে।
গোবিন্দ দাসিয়া, সে ভাব দেখিয়া, তাহা কি কহিতে পারে ॥

২৪শ পদ। কেদার।

প্রেমে ঢল ঢল, গোরা কলেবর, নটন রসে ভেল ভোর।
এ দিন যামিনী, আবেশে অবশ, প্রিয় গদাধর কোর ॥
গোরা পঁহু করুণাময় অবতার।
যে গুণ কীর্ত্তনে, পতিত দুর্গত জনে, সবে পাওল নিস্তার ॥ধ্রু॥
হরি হরি বলি, ভুজযুগ তুলি পুলকে পূরয়ে তনু।
অরুণ দিঠি জলে, অবনী ভাসয়ে, সুরধুনীধারা বহে জনু ॥
গুপত প্রেমধন, জগ ভরি বিলাওল, পূরল সবহুঁক আশ।
সো প্রেমসিন্ধু, বিন্দু নাহি পাওল,পামরি গোবিন্দ দাস ॥

২৫শ পদ। শ্রীরাগ।

পতিতপাবন, প্রভুর চরণ, শরণ লইল যে।
ইহ পরলোকে সুখের সে লীলা, দেখিতে পাওল সে ॥
শুন শুন শুন সুজন ভাই, ভাঙ্গল সকল ধন্দ।
মনের আঁধার, সব দূরে গেল, ভাবিতে সে মুখচন্দ ॥
সে রূপ লাবণি, সে দিঠি চাহনি, সে মন্দ মধুর হাসি।
সে ভুরুভঙ্গিম, অধর রঙ্গিম, উগরে পীযূষরাশি ॥
সে পদ সুন্দর, নখর চাঁদে, বিলাসে উড়ুপগণে।
বিবিধ বিলাসে, বিনোদ বিলাসী, গোবিন্দদাস সে জানে ॥

২৬শ পদ। সুহই।

দেখ ভাই আগম নিগমে।
চৈতন্য নিতাই বিনে দয়ার ঠাকুর নাই
পাপী লোক তাহা নাহি জানে ॥ ধ্রু ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সত্যযুগের ঈশ্বর
ধ্যান যজ্ঞ পূজা প্রকাশিলা।
সেই বৃন্দাবন চাঁদ ধরি নটবর ছাঁদ
সে যুগে গোপীরে প্রেম দিলা ॥
সে জন গোকুলনাথ কংস কেশী কৈলা পাত
যারে কহে যশোদাকুমার।

* শ্রীগৌরাঙ্গরূপ সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দরূপ চন্দ্র বারংবার পরিভ্রমণ করিতেছেন। অর্থাৎ মহাপ্রভুর চতুর্দ্দিকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করিতেছেন। কি সুন্দর বৈজ্ঞানিক ভাব।

নবদ্বীপে অবতরি সেই হৈল গৌর হরি
পাতকীরে করিতে উদ্ধার ॥
তাহার অগ্রজ নাম রোহিণীনন্দন রাম
আর যত পারিষদ মিলে।
নিজনাম প্রেমগুণে পতিত চণ্ডাল জনে
ভাসাইলা প্রেম আঁখি জলে ॥
যে মূঢ় পণ্ডিত মানি পড়ুয়া তার্কিক জানি
পূরবে অসুর হৈয়া ছিল।
দ্বিজ মাধব দাসে বলে সেই অপরাধ ফলে
এ যুগে বঞ্চিত বুঝি হৈল ॥

২৭শ পদ। পাহিড়া।

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি ত অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি ॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনো জন্মে নাই সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে
কবে বাঞ্ছা পূরাবেন পহুঁ ॥
গৌর গদাধরলীলা আদ্রব করয়ে শিলা
কার সাধ্য করিবে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি
আর সদাশিব পঞ্চানন ॥
কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভুলীলা।
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা ॥

২৮শ পদ। পাহিড়া।

ব্রজভূম করি শূন্য নদীয়ায় অবতীর্ণ
এতেক তোমার চতুরাল।
দুঃখ দিয়া নিরন্তর বর্ণ করি ভাবান্তর
পুনঃ বাঢ়াও বিরহ জঞ্জাল ॥
নাহি শিখিপুচ্ছচূড়া নাই সেই পীতধড়া
করে নাই সে মোহন বাঁশরি।
যে বাঁশরি করি গান বধিলে গোপীর প্রাণ
সে বাঁশরি কোথা গৌরহরি ॥
নাহি সে বাঁকা নয়ন এবে হেরি সুলোচন
নাই সে ভঙ্গিমা বাঁকা নাই।
যদি দিলে দরশন এ রূপে ভুলে না মন
তুমি সেই ব্রজের কানাই ॥
কহে নরহরি দাস যার নাই বিশ্বাস
সে আসিয়া দেখুক নয়নে।
সে দিনের যেই কথা বলিতে মরমে ব্যথা
যে হইল উভয় মিলনে ॥*

২৯শ পদ। পাহিড়া।

রসে তনু ঢর ঢর গৌরকিশোরবর
এবে নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সে সব নিগূঢ় কথা কহিতে অন্তরে ব্যথা
ভক্ত বিনা নাহি জানে অন্য ॥
দ্বাপর যুগেতে শ্যাম কলিতে চৈতন্য নাম
গর্গবাক্য ভাগবতে লিখি।
চিতে করি অনুমান শ্যাম হৈল গৌরাঙ্গ
রাধাকৃষ্ণতনু তার সাখী ॥
অন্তরেতে শ্যামতনু বাহিরে গৌরাঙ্গ তনু
অদ্ভুত গৌরাঙ্গলীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জবন বিলাসিতে
অনুরাগে গৌরতনু হৈলা ॥
কহিবার কথা নয় কহিলে কি জানি হয়
না কহিলে মনে বড় তাপ।
মনে অনুমান করি গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি
নরহরি করয়ে বিলাপ ॥

৩০শ পদ। বিভাষ।

গৌরাঙ্গ নহিত, তবে কি হইত, কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা, জগতে জানাত কে?
মধুর বৃন্দা-বিপিন-মাধুরি-প্রবেশ চাতুরি সার।
বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি, শকতি হইত কার।

*মহাপ্রভু ও অভিরাম গোপালের মিলনে।

গাও পুনঃ পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল হইয়া মন।
এ ভবসাগরে, এমন দয়াল, না দেখি যে একজন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেনু গলিয়া, কেমনে ধরিনু দে।
নরহরি হিয়া, পাষাণ দিয়া, কেমনে গড়িয়াছে॥

৩১শ পদ। বিভাষ।

জয় জগন্নাথ শচী- নন্দন গৌরাঙ্গ পহুঁ
জয় নিত্যানন্দ প্রেমধাম।
জগত দুঃখিত দেখি হৈয়া সকরুণ আঁখি
উদ্ধারিলা দিয়া হরিনাম॥
বৈকুণ্ঠ-নায়ক হরি দ্বিজকুলে অবতরি
সংকীর্ত্তন করিলা প্রচার।
ধন্য সুরধুনীতীরে ধন্য নবদ্বীপপুরে
সাঙ্গোপাঙ্গ করিলা বিহার॥
এমন করুণাসিন্ধু শ্রীচৈতন্য প্রাণবন্ধু
পাপী পাষণ্ডী নাহি জানে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ
বৃন্দাবন দাস গুণ গানে॥

৩২শ পদ। শ্রীরাগ।

অবতার সার, গোরা অবতার, কেন না চিনিল তারে।
করি নীরে বাস, গেল না তিয়াস, আপন করম ফেরে॥
কণ্টকের তরু, সেবিলি সদাই, অমৃত ফলের আশে।
প্রেমকল্পতরু, গৌরাঙ্গ আমার, তাহারে ভাবিলি বিষে॥
সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি, নাসায় পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড বলি, কাঠ চুষিলি, কেমনে লাগিবে মিঠ॥
হার বলিয়া, গলায় পরিলি, শমন-কিঙ্কর-সাপ।
শীতল বলিয়া, আগুনি পোহালি, পাইলি বজর-তাপ॥
সংসার ভজিলি, গোরা না ভজিয়া, না শুনিলি মোর কথা।
ইহ পরকাল, উভয় খোয়ালি, খাইলি লোচন মাথা॥

৩৩শ পদ। পঠমঞ্জরী।

গোলোক ছাড়িয়া প্রভু কেন বা অবনী।
কাল রূপ কেন হৈল গোরাবরণখানি॥
হাস বিলাস ছাড়ি "কেন পহুঁ"[১] কাঁদে।
না জানি ঠেকিল গোরা কার প্রেমফাঁদে॥
ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি 'কাঁপে'[২] ঘন ঘন।
খনে সখী সখী বলি করয়ে রোদন॥
মথুরা মথুরা বলি করয় বিলাপ।
ক্ষণে বা অক্রূর বলি করে অনুতাপ॥
ক্ষণে ক্ষণে বলে ছিয়ে চাঁদ চন্দন।
"ধূলায় লোটায়ে কাঁদে যত নিজগণ॥"[৩]
ছার পরাণ কুলবতীর না যায়।
কহিতে আকুল পহুঁ ধূলায় লোটায়॥
গদাধর কাঁদে "প্রাণনাথ লৈয়া"[৪] কোলে।
রায় রামানন্দ কাঁদে প্রণয়[৫] বিকলে॥
স্বরূপ শ্রীরূপ কাঁদে গোঙরি[৬] বিলাস।
না বুঝিয়া কাঁদে নয়নানন্দ দাস॥*

৩৪শ পদ। শ্রীরাগ।

নিতাই চৈতন্য দোহে বড় অবতার।
এমন দয়াল দাতা না হইবে আর॥
ম্লেচ্ছ চণ্ডাল নিন্দুক পাষণ্ডাদি যত।
করুণাময় উদ্ধার করিলা কত শত॥
হেন অবতারে মোর কিছুই না হৈল।
হায় রে দারুণ প্রাণ কি সুখে রহিল॥
যত যত অবতার হইল ভুবনে।
হেন অবতার ভাই না হয় কখনে॥
হেন প্রভুর পাদপদ্ম না করি ভজন।
হাতে তুলি মুখে বিষ করিনু ভক্ষণ॥
গৌর-কীর্ত্তন-রসে জগত ডুবিল।
হায় রে অভাগার বিন্দু পরশ নহিল॥
কাঁদে কৃষ্ণদাস কেশ ছিঁড়ি নিজ করে।
ধিক্ ধিক্ অভাগিয়া কেন নাহি মরে॥

(১) গোরা কেন। (২) কাঁদে। (৩) হেরইতে ঐছন লাগায়ে দহন। (৪) গৌরাঙ্গ করি। (৫) প্রবোধ। (৬) বলিয়া বা বুঝিয়া—ইতি পাঠান্তর।

* প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে মৎপ্রচারিত গোবিন্দদাসের পদাবলী মধ্যে এই পদটী প্রচারিত হইয়াছিল, এবং ইহার ভণিতা ছিল "না বুঝিয়া কাঁদি মরু গোবিন্দ দাস।" পদকল্পতরুর মতে নয়নানন্দ দাসের পদ বলিয়া গৃহীত হইল।

৩৫শ পদ। ধানশী।

আরে রে নিন্দুক ভাই তোর কিরে বোধ নাই
বৃথাই ধরিলা দোন আঁখি।
সব অবতারসার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার
তুমি তাহে রৈয়াছ উপেখি॥
সুরাপান অত্যাচার ভ্রূণহত্যা ব্যভিচার
তন্ত্রধর্ম্মে ভারত ব্যাপিল।
যক্ষ রক্ষ বিষহরি নানা উপহার করি
জীব সবে পূজিতে লাগিল॥
দেখিয়া জীবের দৈন্য প্রভু মোর শ্রীচৈতন্য
নবদ্বীপে প্রকট হইলা।
তারক ব্রহ্ম হরিনাম যাচি সবে করি দান
ধর্ম্মের সে গ্লানি ঘুচাইলা॥
জগাই মাধাই আদি দুষ্কৃতের নিরবধি
হরিনামে করিলা উদ্ধার।
ব্রাহ্মণ যবনে মিলি করাইলা কোলাকুলি
পরতেকে দেখ একবার॥
নাস্তিকে করিলা ভক্ত খঞ্জে কৈলা গতিশক্ত
অন্ধের করিলা চক্ষুদান।
কহে দীন কৃষ্ণদাস নহিলে ইথে বিশ্বাস
তোর আর নাহি পরিত্রাণ॥

৩৬শ পদ। সুহই।

শান্তিপুরের বুড়া মালী বৈকুণ্ঠ বাগান খালি
করিয়া আনিল এক চারা।
নিতাই মালীরে পাঞা চারা তার হাতে দিয়া
যতনে রোপিতে কৈল "নাড়া"॥
নদীয়া উত্তম স্থান তাহাতে করি উদ্যান
রোপিল চৈতন্য-তরু মালী।
বাড়ে তরু দিনে দিনে শাখাপত্র অগণনে
গজাইল যত্নে জল ঢালি॥
পাইয়া ভকতি-জল নাম প্রেম দুই ফল
প্রসবিল সে তরু সুন্দর।
সেই দুই ফলের আশে জীব-পাখী নিত্য আসে
কোলাহল করে নিরন্তর॥
আনন্দে নিতাই মালী লইয়া মাথায় ডালি
দুই ফল সবারে বিলায়।
নাই জাতি-ভেদাভেদ সবার মিটিল খেদ
ফলাস্বাদ সকলেতে পায়॥
ধর লও লও বলি আনন্দে নিতাই মালী
আচণ্ডালে ফল বিলাইল।
যেই চায় সেই পায় যে না চাহে সেও পায়
যবনেও ফল আস্বাদিল॥
কি মোর করম ফেরে না হেরিনু সে তরুরে
না চিনিনু সে মালী দয়াল।
কৃষ্ণদাস দুরাশয় দন্তে তৃণ ধরি কয়
ধিক্ ধিক্ এ পোড়া কপাল॥

৩৭শ পদ। ধানশী বা কামোদ।

কীর্ত্তন রসময় আগম অগোচর
কেবল আনন্দকন্দ।
অখিল লোকগতি ভকতপ্রাণপতি
জয় গৌর নিত্যানন্দচন্দ॥
হেরি পতিতগণ করুণাবলোকন
জগ ভরি করল অপার।
ভব-ভয় ভঞ্জন দুরিত-নিবারণ
ধন্য শ্রীচৈতন্য অবতার॥
হরিসংকীর্ত্তনে মজিল জগজন
সুর নর নাগ পশু পাখী।
সকল বেদ-সার প্রেম সুধাধার
দেয়ল কাহু না উপেখি॥
ত্রিভুবন-মঙ্গল নামপ্রেমবলে
দূর গেল কলি আঁধিয়ার।
শমনভবনপথ সবে এক রোখল
বঞ্চিত রামানন্দ দুরাচার॥

৩৮শ পদ। বালা।

শ্যামের গৌরবরণ এক দেহ।
পামর জন ইথে করই সন্দেহ॥
সৌরভে আগোর মূরতি রস সার।
পাকল ভেল যৈছে ফল সহকার॥

গোপজনম পুনঃ দ্বিজ অবতার।
নিগম না পায়ই নিগূঢ় বিহার॥
প্রকট করল হরিনাম বাখান।
নারী পুরুখ মুখে না শুনিয়ে আন॥
করি গৌরচরণ-কমল-মধুপান।
সরস সঙ্গীত মাধবী দাস ভাণ॥*

৩৯শ পদ। সুহই।

পূর্ব্বে যেই গোপীনাথ শ্রীমতী রাধিকা সাথ
সে সুখ ভাবিয়া এবে দীন।
যে করে মুরলী বায় দণ্ড কমণ্ডলু তায়
কটিতটে এ ডোর কৌপীন॥
অধরে মুরলী পূরি ব্রজবধূর মন চুরি
করি সুখ বাড়য়ে তাহার।
নয়নকটাক্ষবাণে মরমে পশিয়া হানে
সে মারণে বহে অশ্রুধার॥
যমুনার বনে বনে গোধন রাখাল সনে
নটবেশে বিজয়ী বাথানে।
নাহি জানি সেহ এবে কি জানি কাহার ভাবে
বিলাসয়ে সংকীর্ত্তন স্থানে॥
ভাবিতে সে সব সুখ দ্বিগুণ বাঢ়য়ে দুখ
বিরহ অনলে জ্বরি জ্বরি।
এ শিবানন্দের হিয়া গড়িল পাষাণ দিয়া
না দরবে সে সুখ সোঙরি॥

৪০শ পদ। কামোদ।

গোরা অবতারে যার না হৈল ভকতিরস
আর তার না দেখি উপায়।
রবির কিরণে যার আঁখি পরসন্ন নৈল
বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায়॥
ভজ গোরাচাঁদের চরণ।
এ তিন ভুবনে ভাই দয়ার ঠাকুর নাই
গোরা বড় পতিতপাবন॥ধ্রু॥

হেম জলদ কিয়ে প্রেম সরোবর
করুণা-সিন্ধু অবতার।
পাইয়া যে জন না হয় শীতল
কি জানি কেমন মন তার॥
ভব তরিবারে হরি- নাম-মন্ত্র ভেলা করি
আপনি গৌরাঙ্গ করে পার।
তবে যে ডুবিয়া মরে কেবা উদ্ধারিবে তারে
পরমানন্দের পরিহার॥

৪১শ পদ। সুহই।

কে গো অই গৌরবরণ বাঁকা ভুরু বাঁকা নয়ন
চিন চিন চিন যেন করি।
এই না সে নন্দের গোপাল যশোদার জীবন-দুলাল
আইল করি গোপীর মন চুরি॥
শিরে ছিল মোহন-চূড়া এবে মাথা কৈল নেড়া
কৌপীন পরিল ধড়া ছাড়ি।
গোপীমন মোহনের তরে মোহনবাঁশী ছিল করে
এবে সে হইল দণ্ডধারী॥
নীপতরু-মূলে গিয়া অধরে মুরলী লৈয়া
রাধানাম করিত সাধন।
এবে সুরধুনী-তীরে বাহু দুটী উচ্চ ক'রে
সদাই করয়ে সংকীর্ত্তন॥
নবীন নাগর সাজে গোপী সহ কুঞ্জমাঝে
করিত যে বিবিধ বিলাস।
এবে পারিষদ সঙ্গে নাম যাচে দীনবেশে
সেই এই কহে কানুদাস॥

৪২শ পদ। কেদার।

দেখ দেখ সই মুরতিময় লেহ।
কাঞ্চন কাঁতি সুধা জিনি মধুরিম
নয়নচষক ভরি লেহ॥ধ্রু॥
শ্যামবরণ মধুরস ঔষধি পূরবে গোকুল মাহ।
উপজল জগত যুবতী উনমতায়ল, যো সৌরভ পরবাহ॥
যো রস বরজ গোরিকুচমণ্ডল বর করি রাখি।
তে ভেল গৌর, গৌড় এবে আওল, প্রকট প্রেমসুর শাখী॥

* পদকল্পতরুতে শেষ পঙ্‌ক্তিদ্বয় এইরূপ :—শ্রীরঘুনন্দনচরণ করি। কহ কবিশেখর গতি নাহি আর॥

সকল ভুবনসুখ কীর্ত্তন সমপদ মত্ত রহল দিন রাতি।
ভবদব লোকন কোন কলিকল্মষ যাহা হরিবল্লভ ভাঁতি॥

৪৩শ পদ। সুহই।

শ্যামের তনু অব গৌরবরণ।
গোকুল ছোড়ি অব নদীয়া আওল
বংশী ছোড়ি কীরতন॥ ধ্রু॥
কালিন্দীতট ছোড়ি সুর-সরিত তটে
অবহুঁ করত বিলাস।
অরুণবরণ ডোরকৌপীন অব
ছোড়ি পীতধড়া বাস॥
বামে নহত অব রাই সুধামুখী
ব্রজবধূ নহত নিয়ড়ে।
গদাধর পণ্ডিত ফিরত বামে অব
সদা সঙ্গে ভকত বিহরে॥
ছোড়ি মোহনচূড়া শিরে শিখা রাখল
মুখে কহত রারা রারা।
কহ হরিবল্লভ হেরইছ চাহনি ছোড়ি
দুনয়নে গলত ধারা॥

৪৪শ পদ। শ্রীরাগ।

প্রথমে বন্দিয়া গাহ গৌরাঙ্গ গোসাঞি।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বিনে আর গতি নাই॥
করুণানয়নকোণে একবার দেখ।
আপন জনের জন করি মোরে লিখ॥
পায় ধরি, দয়া করি, তারে হেন নাই।
পরিহার পতিত দেখিয়ে সব ঠাঁই॥
যেবা জন পণ করি লইল শরণ।
স্বপনে নয়নে মনে নাহি দরশন
দয়াময় কথা কয় হেন কেবা আছে।
মুঞি পাপী নিবেদিয়া কয় পহুঁ পাছে॥
দাঁতে ঘাস করো আশয় মোর হ'য়ে।
বল্লভদাসিয়া কয় বৈষ্ণবের পায়ে॥

৪৫শ পদ। ধানশী।

চৈতন্য কল্পতরু অদ্বৈত যে শাখাগুরু
কীর্ত্তন-কুসুম পরকাশ।
ভকত-ভ্রমরগণ মধুলোভে অনুক্ষণ
হরি বলি ফিরে চারি পাশ॥
গদাধর মহাপাত্র শীতল অভয় ছত্র
গোলোক অধিক সুখ তায়।
তিন যুগে জীব যত প্রেম বিন্দু তাপিত
তার তলে বসিয়া জুড়ায়॥
নিত্যানন্দ নাম ফল প্রেমরসে ঢল ঢল
খাইতে অধিক লাগে মিঠ।
শ্রীশুকদেবের মনে মরম ফলের জ্ঞানে
উদ্ধব দাস তার কীট॥

৪৬শ পদ। বিভাস।

বন্দে বিশ্বম্ভরপদকমলং। খণ্ডিতকলিযুগজনমলসমলং॥
সৌরভকর্ষিতনিজজনমধুপং। করুণাখণ্ডিতবিরহবিতাপং॥
নাশিতহৃদ্গতমায়াতিমিরং। বরনিজকান্ত্যা জগতামচিরং।
সততবিরাজিতনিরুপমশোভং। রাধামোহনকলিতবিলোভং॥

৪৭শ পদ। গান্ধার।

পূরবে বাঁধল চূড়া এবে কেশহীন।
নটবরবেশ ছাড়ি পরিলা কৌপীন॥
গাভী-দোহন ভাণ্ড ছিল বাম করে।
করঙ্গ ধরিলা গোরা সেই অনুসারে॥
ত্রেতায় ধরিল ধনু দ্বাপরেতে বাঁশী।
কলিযুগে দণ্ডধারী হইলা সন্ন্যাসী॥
বলরাম কহে শুন নদীয়ানিবাসী।
বলরাম অবধূত কানাই সন্ন্যাসী॥*

৪৮শ পদ। কেদার।

গোপীগণ-কুচ-কুঙ্কুমে রঞ্জিত, অরুণ বসন শোভে অঙ্গে।
কাঞ্চনকান্তি-বিনিন্দিত কলেবর, রাই পরশ রস রঙ্গে॥

* একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থে এই পদটী বাসুঘোষের বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। পদকল্পতরুতেও তাই।

দেখ দেখ অপরূপ গৌরবিলাস।
যাঁথ যুবতি রতি যো গুরু লম্পট, সো অব করল সন্ন্যাস ॥ ধ্রু॥
যো ব্রজ-বধূগণ, দৃঢ়ভুজ-বন্ধন, অবিরত রহত আগোর।
সো তনু পুলকে পূরিত অব ঢর ঢর
নয়ানে গলয়ে প্রেমলোর ॥
যো নটবর ঘনশ্যাম কলেবর, বৃন্দাবিপিন-বিহারী।
কহয়ে বলরাম নটবর সো অব,
অকিঞ্চন ঘরে ঘরে প্রেমভিখারী ॥

৪৯শ পদ। বরাড়ী।

দেখ দেখ জীব গৌরাঙ্গ চাঁদের লীলা।
লাখে লাখে গোপী নিমিখে ভুলাইয়া,
কি লাগি সন্ন্যাসী হৈলা ॥ ধ্রু
পীতবসন ছাড়ি, ডোরকৌপীন পরি, বাকুয়া করিলা দণ্ড।
কালিন্দীর তীরে, সুখ পরিহরি, সিন্ধুতীরে পরচণ্ড ॥
রাম অবতার, ধনুক ধরিয়া, গোকুলে পূরিলা বাঁশী।
এবে জীব লাগি, করুণা করিয়া, দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী ॥
ধরি নবদণ্ড, লইয়া করঙ্গ, সিন্ধুতীরে কৈলা থানা।
রামানন্দ কয়, সন্ন্যাসীর বেশ নয়, পাষণ্ডদলন বীরবানা ॥

৫০শ পদ। সিন্ধুড়া।

রূপ কোটি কাম জিনি বিদগধ-শিরোমণি
গোলোকে বিহরে কুতুহলে।
ব্রজরাজ নন্দন গোপিকার প্রাণধন
কি লাগি লোটায় ভূমিতলে ॥
হরি হরি! কি শেল রহিল মোর বুকে।
কি লাগি রসিকরাজ কাঁদে সংকীর্ত্তন-মাঝ
না বুঝিয়া মরু মনোদুখে ॥ ধ্রু ॥
সঙ্গে বিলসিত যার রাধা চন্দ্রাবলী আর
কত শত বরজকিশোরী।
এবে পহুঁ বুকে বুক না দেখেন নারীমুখ
কি লাগি সন্ন্যাসী দণ্ডধারী ॥
ছাড়ি নাগরালিবেশ ভ্রমে পঁহু দেশ দেশ
পতিত চাহিয়া ঘরে ঘরে।
চিন্তামণি নিজগুণে উদ্ধারিলা জগজ্জনে
বলরাম দাস বহুদূরে ॥

৫১শ পদ। শ্রীরাগ।

হরি হরি! এ বড় বিস্ময় লাগে মনে।
জিনি নব জলধর পূর্ব্বে যাঁর কলেবর
সে এবে গৌরাঙ্গ ভেল কেনে ॥ ধ্রু ॥
শিখিপুচ্ছ গুঞ্জাবেড়া মনোহর যাঁর চূড়া
সে মস্তক কেশশূন্য দেখি।
যাঁর বাঁকা চাহনিতে মোহে রাধিকার চিতে
এবে প্রেমে ছল ছল আঁখি ॥
সদা গোপী সঙ্গে রহে নানা রঙ্গে কথা কহে
এবে নারীনাম না শুনয়ে।
ভুজযুগে বংশী ধরি আকর্ষয়ে ব্রজনারী
সেই ভুজে দণ্ড কেন লয়ে ॥
পিঙ্গল পাটের ধুতি শোভা করে যাঁর কটি
তাহে কেন অরুণ বসন।
না পাইয়া ভাবের ওর বলরাম দাসে ভোর
বিষাদ ভাবয়ে মনে মন ॥

৫২শ পদ। সিন্ধুড়া।

নটবর রসিকা রমণী-মনোমোহন কত শত রস বিলাস।
শ্যামবরণ পর, গৌর কলেবর, অখিল ভুবন পরকাশ ॥
দেখ দেখ অদভুত পহুঁক বিলাস।
রঙ্গিণী-সঙ্গ রঙ্গরস রঙ্গিত হেন জন করিল সন্ন্যাস ॥ ধ্রু ॥
নাগরী কুচতট কুঙ্কুম মণ্ডিত বসন বেশ ধরত সাধে।
গোরীক গোরী-বদন-বিধু-চুম্বন হৃদয় গহন উনমাদে ॥
তাকর গাঢ় আলিঙ্গন সঙ্গম পুলকিত অতিশয় সাধে।
মনসিজজ্বর সময়ে পরাভব অন্তরে অতি করই বিষাদে ॥
মরকত-বরণ রতন-মণিভূষণ তেজি অব তরুতলে বাস।
লম্পটগুরুবর কোন সিদ্ধি সাধয়ে না বুঝই বলরাম দাস ॥

৫৩শ পদ। শ্রীরাগ।

শচীর নন্দন জগজীবনসার।
জীবনে মরণে গোরা ঠাকুর আমার ॥ ধ্রু ॥
আসিয়া গোলোকনাথ পারিষদগণ সাথ
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হৈঞা।
স্থাপিয়া যুগের কর্ম্ম নিজ সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম
বুঝাইলা নাচিয়া গাইয়া ॥

ধরি রূপ হেম গৌর পরিলা কৌপীন ডোর
অরুণকিরণ বহির্বাস।
করে কমণ্ডলু দণ্ড ধরিলা গৌরাঙ্গচন্দ্র
ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া অভিলাষ॥
অখিলের গুরু হরি ভারতীরে গুরু করি
মন্ত্র নাম করিলা গ্রহণ।
নিন্দুক পাষণ্ড ছিল বহু নিন্দা পূর্ব্বে কৈল
ভজিল বলিয়া নারায়ণ॥
যাইয়া উৎকল দেশে নাম কৈলা উপদেশে
ষড়ভুজ করিয়া প্রকাশ।
অনন্ত আচার্য্যে কয় সঙ্গে সব মহাশয়
লৈয়া কৈলা নীলাচলে বাস॥

৫৪শ পদ। সুহই।

অবনীতে অবতরি শ্রীচৈতন্য নাম ধরি
বঙ্গ-সন্ন্যাসিচূড়ামণি।
সঙ্গে শিশু নিত্যানন্দ ভুবনে আনন্দ কন্দ
মুকুতির দেখাইল সরণী॥
সুধন্য নদীয়া গ্রাম যাহাতে চৈতন্য নাম
জম্বুদ্বীপসার নবদ্বীপ।
কলি ঘোর অন্ধকারে চৈতন্য যে নাম ধরে
প্রকাশিত হরি জম্বুদ্বীপ॥
নদীয়া নগরে ঘর ধন্য মিশ্র পুরন্দর
ধন্য ধন্য শচী ঠাকুরাণী।
ত্রিভুবনে অবতংস হইয়া মিহির অংশ
ত্রাণ কৈলা অখিল পরাণী॥
সার্ব্বভৌম সান্দীপনি ভট্টাচার্য্য শিরোমণি
ষড়ভুজ দেখি কৈলা স্তুতি।
প্রেমভরে কল্পতরু অখিল তন্ত্রের গুরু
গুরু কৈলা কেশব ভারতী॥
কপটে সন্ন্যাস বেশ ভ্রমিয়া অশেষ দেশ
সঙ্গে পারিষদ পূর্ণশালী।
রামকৃষ্ণ গদাধর ধন্য মিশ্র পুরন্দর
মুকুন্দ মুরারি বনমালী॥

সুতপ্ত কাঞ্চন গৌর ভুবনলোচন চোর
ডোর-কৌপীন-দণ্ডধারী।
কপটে লোচন চোর গলে দোলে নাম ডোর
সতত বোলান হরি হরি॥
কৃপাময় অবতার কলিযুগে কেবা আর
পাষণ্ডদলন বীরবানা।
জগাই মাধাই আদি অশেষ পাপের নিধি
হরি ভজে দৃঢ় করি মনা॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৫৫শ পদ। শ্রীরাগ।

বলী কলিকাল ভুজগাধিপ বলে বলে
কবল কয়ল সব দেশ।
অহনিশি বিষয়- বিষম-বিষ পরবশ
ন পরশ ভুজগ-দমন-রসলেশ॥
জয় জয় সদয়-হৃদয় অবতার।
দূরগত দেখি অব- নীতলে অবতর
হরইতে ভুবি ভুবনতর ভার॥ ধ্রু॥
দরশন দানে হরিত দশ দশনগ-
দংশনদাহ দূরে বিনি আর।
শীতল সুলেহ মেহ সব বিতরণে
উলসিত ভোগেল অখিল সংসার॥
ভূভার হরণে ফুকরি সব পরিকর
করু হরিনাম মন্ত্র পরচার।
নিজ নিজ কেতনে সবে ভেল চেতন
অচেতন জগতে জগতে দুরাচার॥

৫৬শ পদ। শ্রীরাগ।

পাপে পূরল পৃথিবী পরিসর পেখি পরম দয়াল।
প্রেমময় পরিপূর্ণ পয়োনিধি প্রকট প্রণতপাল॥
পহুঁ পতিতপাবন নাম।
পশুপ প্রেয়সী পীরিতি পররস প্রণয় পীযূষ ধাম॥ ধ্রু॥

প্রণতপালক পদবী পালই পূরব পরিকর মেলি।
প্রচুর পাতকিপাপ পরিহরি পাদ পরিণত কেলি॥
পূজই পশুপতি পদ্ম-আসন পাদ পঙ্কজ-দ্বন্দ্ব।
পর পঙ্ক পথে পড়ি পেখি না পেখল জগদানন্দ অন্ধ॥

৫৭শ পদ। ধানশী।

করজোড়ে নবদ্বীপে বন্দিব নিমাই।
অধম জনার বন্ধু তিঁহ বিনু নাই॥
অদ্বৈত গোসাঞি বন্দিব সাবধানে।
প্রকাশিলা যেহ হরিনাম দয়াদানে॥
বন্দো বীরভদ্রপিতা নিত্যানন্দ নাম।
প্রেম হেন দানে যেই পূর্ণ কৈলা কাম॥
বন্দো রূপ সনাতন রায় রামানন্দ।
সাঙ্গ গোসাঞি বন্দো পরম সানন্দ॥
সার্ব্বভৌম বন্দো সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ।
প্রভুর সহিত যাঁর হৈল বদাবদ॥
ষড়ভুজ দেখাঞা প্রভু দিলা দরশন।
গোপাল বলে প্রবোধ হৈল সার্ব্বভৌমমন॥

৫৮শ পদ। যথা রাগ।

অজ্ঞান ধ্বান্ত দুরন্ত নিমগন, অখিল লোক নেহারি।
কোন বিহি নবদ্বীপ দেওল, উজোর দীপক জারি॥
সব দিগ দরশন ভেল।
কিরণে ঝলমল, বাহির অন্তর, তিমির সব দূরে গেল॥ ধ্রু॥
কুপথ পরিহরি, সাধুপন্থক পথিক পরিচয় রঙ্গ।
নাম-হেমক দাম পহিরল প্রেমমণিখনি সঙ্গ॥
উলহ সম্পদে দীন দুরগত, জগত ভরি পরিপূর।
জনম আঁধল, একলি রহু হাস, জগত বাহির দূর॥

৫৯ম পদ। যথা রাগ।

নরহরির নাম অন্তরে অছু ভাবহ হবে ভবসাগরে পার।
ধর রে শ্রবণে নর হরিনাম সাদরে চিন্তামণি উহ সার॥
যদি কৃতপাপী আদরে কভু মন্ত্ররাজ শ্রবণে করে পান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলে হয় তছু দুর্গম পাপতাপ সহ ত্রাণ॥
করহ গৌর গুরু, বৈষ্ণব আশ্রয় লহ, নরনরি নাম হার।
সংসারে নাম লই সুকৃতি হইয়তে রে আপামর দুরাচার॥

ইথে কৃত বিষয় তৃষ্ণ পহু নামহারা যো ধারণে শ্রম তার।
কুতৃষ্ণ-জগদানন্দ কৃতকল্মষ কুমতি রহল কারাগার॥

৬০ম পদ। যথা রাগ।

এমন শচীর নন্দন বিনে।
প্রেম বলি নাম অতি অদ্ভুত, শ্রুত হৈত কার কাণে?
শ্রীকৃষ্ণ নামের স্বগুণ মহিমা কেবা জানাইত আর?
বৃন্দা বিপিনের মহা মধুরিমা, প্রবেশ হইত কার?
কেবা জানাইত রাধার মাধুর্য্য, রস যশ চমৎকার?
তার অনুভব সাত্ত্বিক বিকার, গোচর ছিল বা কার?
ব্রজে যে বিলাস, রাস মহারাস, প্রেম পরকীয় তত্ত্ব।
গোপীর মহিমা, ব্যভিচারী সীমা, কার অবগতি ছিল এত॥
ধন্য কলি ধন্য, নিতাই চৈতন্য, পরম করুণা করি।
বিধি-অগোচর যে প্রেমবিকার, প্রকাশে জগত ভরি॥
উত্তম অধম, কিছু না বাছিল, যাচিয়া দিলেক কোল।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গ, অন্তরে ধরিয়া দোল॥

৬১ পদ। সুহই।

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান যাঁরে সর্ব্বশাস্ত্রে গান
দেব-দেবীর চরণবন্দন।
যোগী যতি সদা ধ্যায় তবু যাঁরে নাহি পায়
বন্দো সেই শচীর নন্দন॥
নিজ ভক্তি আস্বাদন সর্ব্বধর্ম্ম সংস্থাপন
সাধুত্রাণ পাষণ্ডদলন।
ইত্যাদি কার্য্যের তরে শচী জগন্নাথ-ঘরে
নবদ্বীপে লভিল জনম॥

৬২ পদ। কৌ।

জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌরচন্দ্র।
জয় বিশ্বম্ভর জয় করুণার সিন্ধু॥
জয় শচীসুত জয় পণ্ডিত নিমাঞি।
জয় মিশ্র পুরন্দর জয় শচী মাই॥
জয় জয় নবদ্বীপবাসি-ভক্তগণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ॥
নিত্যানন্দপদদ্বন্দ্ব সদা করি আশ।
নামসংকীর্ত্তন গাইল কৃষ্ণদাস॥

৬৩ পদ। সুহই।

বিশ্বম্ভরচরণে আমার নমস্কার।
নবঘন পীতাম্বর বসন যাঁহার॥
শচীর নন্দনপায়ে মোর নমস্কার।
নবগুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাঁহার॥
গঙ্গাদাসশিষ্যপায়ে মোর নমস্কার।
বনমালা করে দধি ওদন যাঁহার॥
জগন্নাথপুত্রপায়ে মোর নমস্কার।
কোটি চন্দ্র জিনি রূপ বদন যাঁহার॥
শিঙ্গা বেত্র বেণু চিহ্ন ভূষণ যাঁহার।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥
চারি বেদে যাঁরে ঘোষে নন্দের কুমার।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণযুগে গঙ্গাতীর্থবর॥
জানকী-জীবন তুমি তুমি নরসিংহ।
অজ-ভব-আদি তব চরণের ভৃঙ্গ॥
তুমি সে বেদান্ত বেদ তুমি নারায়ণ।
তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন॥
তুমি হয়গ্রীব তুমি জগত-জীবন।
তুমি নীলাচলচন্দ্র জগত-কারণ॥
আজি মোর সকল দুঃখের হৈল নাশ।
আজি মোর দিবস হইল পরকাশ॥
আজি মোর জন্ম কর্ম্ম সকল সফল।
আজি মোর উদয় হইল সুমঙ্গল॥
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার।
আজি সে বসতি ধন্য হৈল নদীয়ার॥
আজি মোর নয়ন-ভাগ্যের নাহি সীমা।
তাহা দেখি যাঁহার চরণ সেবে রমা॥
বলিতে আবিষ্ট হৈল পণ্ডিত শ্রীবাস।
চৈতন্যবন্দনা গায় বৃন্দাবনদাস॥

৬৪ পদ। গুর্জ্জরী।

জয় জয় সর্ব্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর॥
জয় জয় ভকতবচনসত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারী॥
জয় জয় সিন্ধুসুতা-পতিমনোরম।
জয় জয় শ্রীবৎস কৌস্তুভবিভূষণ॥
জয় জয় হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশ।
জয় জয় নিজভক্তি গ্রহণ বিলাস॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্তশয়ন।
জয় জয় জয় সর্ব্বজীবের শরণ॥
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস্য তুমি কূর্ম্ম তুমি সনাতন॥
তুমি সে বরাহ প্রভু তুমি সে বামন।
তুমি কর যুগে যুগে দেবের পালন॥
তুমি রক্ষঃকুলহন্তা জানকীজীবন।
তুমি প্রভু বরদাতা অহল্যা-মোচন॥
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি হৈলা অবতার।
হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম যাঁর॥
সর্ব্বদেব-চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ।
তুমি সে ভোজনকারী নীলাচল মাঝ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

৬৫ পদ। গুর্জ্জরী।

জয় আদি হেতু জয় জনক সবার।
জয় জয় সংকীর্ত্তনারম্ভ অবতার॥
জয় জয় বেদ-ধর্ম্ম-সাধুজনপ্রাণ।
জয় জয় আব্রহ্মস্তম্বের মূল স্থান॥
জয় জয় পতিতপাবন দীনবন্ধু।
জয় জয় পরম শরণ কৃপাসিন্ধু॥
জয় জয় ক্ষীরসিন্ধু মধ্যে গোপবাসী।
জয় জয় ভক্ত হেতু প্রকট বিলাসী॥
জয় জয় অচিন্ত্য অগম্য আদিতত্ত্ব।
জয় জয় পরম কোমল শুদ্ধসত্ত্ব॥
জয় জয়-বিপ্রকুল-পাবন-ভূষণ।
জয় বেদ ধর্ম্ম আদি সবার জীবন॥

জয় জয় অজামিল পতিতপাবন।
জয় জয় পূতনা দুষ্কৃতি-বিমোচন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

৬৬ পদ। গুর্জ্জরী।

ত্রাহি ত্রাহি কৃপাসিন্ধু সর্ব্বদেবনাথ।
মুঞি পাতকীরে কর শুভ দৃষ্টিপাত॥
ত্রাহি ত্রাহি স্বতন্ত্রবিহারী কৃপাসিন্ধু।
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু॥
ত্রাহি ত্রাহি সর্ব্বদেব-বন্দ্য রমাকান্ত।
ত্রাহি ত্রাহি ভক্তজনবল্লভ একান্ত॥
ত্রাহি ত্রাহি মহাশুদ্ধসত্ত্ব-রূপধারী।
ত্রাহি ত্রাহি সংকীর্ত্তনলম্পট মুরারি॥
ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাত-তত্ত্বগুণ নাম।
ত্রাহি ত্রাহি পরম কোমলগুণ-ধাম॥
ত্রাহি ত্রাহি অজ ভব বন্দ্য শ্রীচরণ।
ত্রাহি ত্রাহি সন্ন্যাসধর্ম্মের বিভূষণ॥
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু।
এই কৃপা কর নাথ না ছাড়িবা কভু॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

৬৭ পদ। গুর্জ্জরী।

জয় জয় জয় শ্রীগৌর সুন্দর।
জয় জগন্নাথ প্রভু মহামহেশ্বর॥
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের শরণ॥
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীবাসবিগ্রহ নিত্যানন্দ॥
জয় জয় মহাপ্রভু জনক সবার।
জয় জয় সংকীর্ত্তন হেতু অবতার॥
জয় জয় বেদ-ধর্ম্ম-সাধু-বিপ্রপাল।
জয় জয় অভক্ত-শমন মহাকাল॥
জয় জয় সর্ব্বসত্যময় কলেবর।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহামহেশ্বর॥
জয় জয় মহামহেশ্বর গৌরচন্দ্র।
জয় জয় বিশ্বম্ভর প্রিয় ভক্তবৃন্দ॥
জয় জগন্নাথ শচীপুত্র সর্ব্বপ্রাণ।
কৃপাদৃষ্টে কর প্রভু সর্ব্ব জীবে ত্রাণ॥
জয় জয় কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় শচী-জগন্নাথ-গৃহ-শশধর॥
জয় জয় নিত্যানন্দস্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের বিধান॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু॥
জয় অদ্বৈতচন্দ্রের জীবন ধন প্রাণ।
জয় শ্রীনিবাস গদাধরের নিধান॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

৬৮ পদ। গুর্জ্জরী।

জয় জয় দ্বিজকুলদীপ গৌরচন্দ্র।
জয় জয় ভক্তগোষ্ঠী-হৃদয়-আনন্দ॥
জয় জয় শ্রীগোপাল গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
জয় অধ্যাপকশিরোরত্ন দ্বিজরাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকতসমাজ॥
জয় জয় শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের জীবন।
জয় শ্রীপরমানন্দ পুরীর প্রাণধন॥
জয় জয় দীনবন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত সবার ঈশ্বর॥
জয় জয় ভক্তরক্ষা হেতু অবতার।
জয় সর্ব্বকালসত্য কীর্ত্তন বিহার॥
জয় গৌরচন্দ্র ধর্ম্মসেতু মহাধীর।
জয় সংকীর্ত্তনময় সুন্দর শরীর॥
জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধন প্রাণ।
জয় গদাধর অদ্বৈতের প্রেমধাম॥

জয় শ্রীজগদানন্দপ্রিয় অতিশয়।
জয় বক্রেশ্বর কাশীশ্বরের হৃদয়॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রিয়বন্ধু নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

(গৌরাবতারের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য)

১ম পদ। কামোদ।

কলিযুগ মত্ত মতঙ্গজ মরদনে১ কুমতি করিণী দূরে গেল।
পামর দুরগত২ নাম মোতিম শত দাম কণ্ঠ ভরি দেল॥
অপরূপ গৌর বিরাজ।
শ্রীনবদ্বীপ নগর গিরিকন্দরে উয়ল কেশরীরাজ॥ ধ্রু॥
সংকীর্ত্তন ঘন৩ হুঙ্কৃতি শুনইতে, দুরিত-দ্বীপিগণ ভাগ।
ভয়ে আকুল, অণিমাদি মৃগীকুল, পুনবত গরব৪ তেয়াগ॥
ত্যাগ যাগ যম, তিরিথি বরত সম, শশ জম্বুকী জরিজাতি।
বলরাম দাস* কহ, অতএ সে জগমাহ
হরি হরি শবদ খেয়াতি॥

২য় পদ। কামোদ।

শচীসুত গৌরহরি নবদ্বীপে অবতরি
করিলেন বিবিধ বিলাস।
সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণ প্রকাশিয়া সংকীর্ত্তন
বাঢ়াইলা সবার উল্লাস॥
কিবা সে সন্ন্যাস বেশে ভ্রমি প্রভু দেশে দেশে
নীলাচলে আসিয়া রহিলা।
রাধিকার প্রেমে মাতি না জানি দিবারাতি
সে প্রেমে জগত মাতাইলা॥
নিত্যানন্দ বলরাম অদ্বৈত গুণের ধাম
গদাধর শ্রীবাসাদি যত।
দেখি সে অদ্ভুত রীতি কেহ না ধরয়ে ধৃতি
প্রেমায় বিহ্বল অবিরত॥
দেবের দুর্লভ রত্ন মিলাইলা করি যত্ন
কৃপার বালাই লৈয়া মরি।
কৈলা কলিযুগ ধন্য প্রভু কৃষ্ণচৈতন্য
যশ গায় দাস নরহরি॥

৩য় পদ। ধানশী।

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গবিলাস।
পুন গিরিধারণ পূরব লীলাক্রম
নবদ্বীপে করিলা প্রকাশ॥ ধ্রু॥
শুদ্ধভক্তি৫ গোবর্দ্ধন পূজা কর জগজ্জন
এই বিধি দিলা কলি মাঝে।
শ্রবণাদি নব অঙ্গ৬ কল্পতরুময় অঙ্গ
পঞ্চরস ফলে৭ তাহা সাজে॥
পুলক অঙ্কুর শোভা অশ্রু জনমনোলোভা
মন্দ বায়ু বেপথু সুন্দর॥৮
নিজেন্দ্রিয় উপচারে পূজ সেই গিরিবরে
প্রেমমণি পাবে ইষ্ট বর॥
দেখিয়া লোকের গতি কলি-যুগ-সুরপতি
কোপে তনু কম্পিত হইল।
অধরম ঐরাবতে কুমতি ইন্দ্রাণী সাথে
সসৈন্যেতে সাজিয়া আইল॥
কামমেঘ-বরিষণে ক্রোধবজ্র-নিক্ষেপণে
লোকের হইল বড় ডর।
লোভমোহ-শিলাঘাতে মাৎসর্য্যাদি খরবাতে
ধৈর্য্যধর্ম্ম উড়ে নিরন্তর॥

---

(১) মতঙ্গ গরজনে।
(২) দুরজন।
(৩) বল। (৪) সব ভীতি করল।
* গ্রন্থান্তরে রায় অনন্ত।

(৫) শুদ্ধভক্তিরূপ গোবর্দ্ধন।
(৬) শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন। মতান্তরে সখ্য স্থলে ধ্যান, অর্চ্চনা স্থলে পূজন, এই নবধা বিষ্ণুভক্তি।
(৭) শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পঞ্চ রস।
(৮) স্তম্ভ, প্রলয়, রোমাঞ্চ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, বেপথু, অশ্রু ও স্বরভঙ্গ এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব।

জানিয়া জীবের দায় শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াময়
উপায় চিন্তিল মনে মনে।
ভক্তভাব সারোদ্ধার নিজে করি অঙ্গীকার
ভক্তি-গিরি করিলা ধারণে॥
তাঁহার আশ্রয়ে লোক পাসরিল দুঃখশোক
কলিভয় খণ্ডিল সকলে।
তবে কলিদেবরাজ পেয়ে পরাভব লাজ
স্তুতি করে চরণকমলে॥
অপরাধ ক্ষমাইয়া কহে কিছু দীন হৈয়া
যত জীব প্রভুর আশ্রয়।
যেবা তব গুণ গায় তাহে মোর নাহি দায়
এই সত্য করিনু নিশ্চয়॥
প্রভু তাহে দয়া কৈল ধন্য কলি নাম হৈল
অদ্যাপিও ঘোষয়ে সংসারে।
চৈতন্যদাসেতে বলে গোবর্দ্ধন লীলাছলে
যুগে যুগে জীবের উদ্ধারে॥*

৪র্থ পদ। যথা রাগ।

এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাহি আর।
হেন অবতার হবে কি, হয়েছে হেন প্রেম পরচার॥ ধ্রু॥
দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী, প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়া হৃদয় শুধিল যাচিঞা যে ঘরে ঘরে॥
ভববিরিঞ্চিবাঞ্ছিত যে দুর্ল্লভ প্রেম, জগত ফেলিল ডালি।
কাঙ্গালে পাইয়া, খাইয়া নাচিয়া, বাজাইল করতালি॥
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়া হাকিয়া খোল করতালে, গাইয়া ধাইয়া ফিরে।
দেখিয়া শমন তরাস পাইয়া কপাট হানিল দ্বারে॥
এ তিন ভুবন আনন্দে ভরিল উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমানন্দ এমন গৌরাঙ্গে রতি না জন্মিল মোর॥

৫ম পদ। বরাড়ী।

অনুপম গোরা অবতার।
নবধা ভকতি রসে বিস্তারিয়া সব দেশে
না করিল জাতির বিচার॥ ধ্রু॥
এমন ঠাকুর ভজ দূর কর সব কাজ
ছাড় সব মিছা অভিলাষ।
চৈতন্যচাঁদের গুণে আলো করে ত্রিভুবনে
অনায়াসে হৈল পরকাশ॥
চৈতন্য কল্পতরু অখিল জীবের গুরু
গোলোক-বৈভব সব সঙ্গে।
জীবেরে মলিন দেখি হইয়া করুণ-আঁখি
হরিনাম বিলাইল রঙ্গে॥
যজ্ঞ জপ ধ্যান পূজা অন্য যুগে যত পূজা
সাধিলেক অতি বড় দুখে।
এই যে কলির ঘোরে নরে যত পাপ করে
নাম লৈঞা তরি যায় সুখে॥

---

*। পদকর্ত্তা অতি আশ্চর্য্যরূপে গোবর্দ্ধনলীলার রূপকচ্ছলে মহা-ভুর পাতকি-উদ্ধার-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন। সংক্ষেপে রূপকটী ই:—মহাপ্রভু জীবগণকে কহিলেন, আর ইন্দ্রাদি ঐশ্বর্য্যশালী দেবতার করিতে হইবে না। ভগবানের মাধুর্য্যের উপাসনা ভিন্ন উদ্ধারের য় নাই। শ্রবণাদি নবধা অঙ্গে ও শান্তদাস্যাদিরূপ পঞ্চ ফলে, ত্ত্বিকভাবাদি উপকরণে, স্বীয় ইন্দ্রিয়গ্রাম বলিদানপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিরূপ বর্দ্ধনগিরির পূজা কর; অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির পথই ভগবৎপ্রাপ্তির কমাত্র পথ। ঐ গিরির পূজা করিলে প্রেমমণিরূপ ইষ্টবর লাভ রিবে। ইহাতে কলিরূপ ইন্দ্র কুপিত হইয়া কুমতিরূপা শচীসহ অধর্ম্ম-প ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক কামরূপ মেঘবর্ষণ, ক্রোধরূপ বজ্রনিক্ষেপ লোভরূপ শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মদমাৎসর্য্যরূপ প্রবল ঝড় ত হইল। তাহাতে লোকের ধৈর্য্যরূপ ধর্ম্ম উড়িয়া যাইতে অর্থাৎ রিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ কলির প্রভাবে ষড়্‌রিপুর প্রাবল্যে কের ধর্ম্মচ্যুতি হইতে লাগিল। জীবের দুর্গতি দেখিয়া, ভগবান্ ন্যদেব স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ভক্তিরূপ গোবর্দ্ধন ধারণ-ক, অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির শ্রেষ্ঠতা জগতে প্রচার করিয়া জীব সকলকে করিলেন। জীব ভক্তি-শৈলের আশ্রয়ে নিরাপদ্ হইল; অর্থাৎ ক্তর পথ অবলম্বন করিয়া নিষ্পাপ হইল। কলি-ইন্দ্র পরাভূত ও জত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, "যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গুণ গান করিবে, ার উপর আমার অধিকার থাকিবে না।" তখন মহাপ্রভু তাহার সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে "ধন্য কলি" উপাধি প্রদান করিলেন। ণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মহাপ্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করিলেন ? উত্তর, তিনি নররূপে যখন অবতীর্ণ, তখন সামান্য মানবের আচরণ করিয়া ভক্তি শিক্ষা দানই তাঁহার পক্ষে উচিত। কারণ, ভক্ত না হইলে, সুচারুরূপে অন্যকে ভক্তির সাধন শিক্ষা দেওয়া যায় এই জন্যই চরিতামৃতকার কহিয়াছেন, "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" কলিকে ধন্য বলিবার তাৎপর্য্য কি ? কারণ, নামগ্রহণরূপ সহজ সাধন কেবল এই কলিকালের অল্পপ্রাণ জীবের জন্য। একবার বদন ভরিয়া "হরে কৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ কর, আর শমনের ভয় থাকিবে না। জন্ম-জন্মার্জ্জিত পাপরাশি তৃণের ন্যায় ভস্মীভূত হইবে। আহা! "একবার হরিনামে যত পাপ হরে। পাপীর কি সাধ্য বল তত পাপ করে?" সুতরাং কলিকাল যথার্থই ধন্য, কলির জীবও ধন্য।

করুণা-বিগ্রহ-সার তুলনা কি দিব আর
পতিতের পূরাইল আশ।
কিছু না বুঝিয়া চিত্তে কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথে
গুণ গায় নরহরি দাস ॥

৬ষ্ঠ পদ। ধানশ্রী।

গৌরাঙ্গ কে জানে মহিমা তোমার।
কলিযুগ উদ্ধারিতে পতিতপাবন অবতার ॥ ধ্রু ॥
শ্যাম মহোদধি কেমনে বিধাতা, মথিয়া সে করতাল।
কত সুধারস তাহে নিরমিয়া উপজিল গৌরাঙ্গ রসাল ॥
ত্রিভুবনে প্রেম বাদর হইল, গৌরপ্রেম-বরিষণে।
দীন হীন জন, ও রসে মগন, নরহরি গুণ গানে ॥

৭ম পদ। বিভাষ।

পাসরা না যায় আমার গোরাচাঁদের লীলা।
যাঁর গুণে পশুপাখী ঝুরয়ে, গড়িয়া পড়য় শিলা ॥ ধ্রু ॥
যাঁহার নামের লাগি মহেশ হইলা যোগী
বিরিঞ্চি ভাবয়ে অনুক্ষণে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ নাম সুলভ করিয়া পহুঁ
যাচিঞা দেওল ত্রিভুবনে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ অঙ্গে শোভে পুলক কদম্ব তাহে
অপরূপ শ্রীঅঙ্গের শোভা।
আনন্দে বিভোর অতি নরহরি দাস তথি
দেখিয়া সে কনকের আভা ॥*

৮ম পদ। গান্ধার।

গোরা মোর শুধই কাঁচা সোণা।
যতনে করহ লাভ ধনী হইবার যার
মরমেতে আছয়ে বাসনা ॥ ধ্রু ॥
হেন নিকষিত হেম ভুবনে না মিলে আর
অতুলন গোরা দ্বিজমণি।
সাতটী রাজার ধন একেক মাণিক নাকি
এ মাণিকের মূল্য নাহি জানি ॥
গোলোক বৈকুণ্ঠপুরে এ ধন গোপন ছিল
শ্রীরাধার প্রেমকোটরায়।
জীবের নিস্তার হেতু শান্তিপুরনাথ তাহে
হুঙ্কারে আনিল নদীয়ায় ॥
নরহরি দাস ভণে জীবের কপাল গুণে
হইল গৌরাঙ্গ অবতার।
বিনামূলে গোরাধন যদি কর আকিঞ্চন
আয় নিতাইর প্রেমের বাজার ॥

৯ম পদ। শ্রীগান্ধার।

নিদারুণ দারুণ সংসার।
শুনিয়া বৈষ্ণব মুখে দেখি আঁখি পরতেকে
না ভজিনু গোরা অবতার ॥ ধ্রু ॥
আপনে ঈশ্বর হৈয়া দৈন্য ভাব প্রকাশিয়া
রোদন করিয়া আর্ত্তনাদে।
বুঝাইল অনুক্ষণ না বুঝে পামর মন
মুনু মনু দারুণ বিষাদে ॥
ভাবিতে সে সব সুখ অন্তরে পরম দুখ
অন্ন জল খাও কোন্ লাজে।
ও রসে না হৈল রতি অভিমানে খাইনু মতি
কি শেল রহল হৃদি মাঝে ॥
কে আছে এমন হেন উদ্ধারে পাতকী[১] জন
পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া।
চিন্তায় আকুল মন নরহরি অনুক্ষণ
সে সিন্ধুর উদ্দেশ না পাইয়া ॥

১০ম পদ। শ্রীরাগ।

পুলকে চরিত গায় সুখে গড়াগড়ি যায়
দেখ রে চৈতন্য অবতার।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক হরি দ্বিজরূপে অবতরি
সংকীর্ত্তনে করেন বিহার ॥
কনক জিনিয়া কান্তি শ্রীবিগ্রহ শোভা ভান্তি
আজানুলম্বিত ভুজ সাজে।
সন্ন্যাসীর রূপ ধরি আপন রসে বিহ্বল
না জানি কেমন সুখে নাচে ॥

* গ্রন্থান্তরে ইহা কৃষ্ণদাসের পদ বলিয়া গৃহীত ও ইহার ভণিতা এইরূপ :—"আনন্দ সলিলে ভাসে, এই দীন কৃষ্ণদাসে।"

১। পতিত—পাঠান্তর।

জয় শ্রীগৌরসুন্দর করুণার সিন্ধুময়
জয় বৃন্দাবনরায় রে।
নবদ্বীপ পুরন্দর বৃন্দাবন পামরে
চরণকমলে দেহ ছায় রে॥

১১শ পদ। ধানশী।

গৌর-গোবিন্দগণ শুন হে রসিক জন
বিষ্ণু মহাবিষ্ণু পর পহুঁ।
যাঁর পদনখছ্যাতি পরম ব্রহ্মের স্থিতি
সুর মুনি প্রাণের গণ তুহুঁ॥
অন্তরে বরণ ভিন্ন বাহিরে গৌরাঙ্গ চিহ্ন
শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি রাজে।
শতদল কমল হেমকর্ণিকার মাঝে
বিহরই চারি দ্বারী সাজে॥
গোলোক বৈকুণ্ঠ আর শ্বেতদ্বীপ নামে সার
আনন্দ অপার এক নাম।
বাসুদেব সঙ্কর্ষণে প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ সনে
চারি দিকে সাজে চারি ধাম॥
ক্ষীরোদসাগরজলে ভুজঙ্গরাজের কোলে
যোগনিদ্রা অবলম্বিত লীলা।
তাহে সব অবতরি শ্বেতদ্বীপ অধিকারী
অনন্ত নিত্যানন্দ পেলা॥
সহস্র সহস্র কাণে লোলিয়া লোলিয়া পড়ে মুখে।
'সৃজি দুই জিহ্বায় গৌরচন্দ্র-গুণ গায়
পাদপদ্ম মহালক্ষ্মী বুকে॥ ধ্রু॥
দশশত ফনি মণি মুকুটের সাজনি
শ্বেত অঙ্গে ধরে নানা জ্যোতি।
কত কত পারিষদ সনক সনাতনানন্দে
দেব ঋষিগণে করে স্তুতি॥
যাঁর এক লোমকূপে কতেক ব্রহ্মস্বরূপে
নানামতে সৃজে সব প্রজা।
রাম আদি অবতার অংশে পরকাশ যাঁর
সে সব ব্রহ্মাণ্ডের যেঁহো রাজা॥
এ হেন অনন্ত লীলা মায়ায় কত সৃজিলা
শ্রীরাধার কটাক্ষবাণ তুণে।
ব্রহ্মাণ্ড উপরি ধাম শ্রীবৃন্দাবন নাম
গুণগান করে বৃন্দাবনে॥

১২শ পদ। শ্রীরাগ।

কে যাবে কে যাবে ভাই ভবসিন্ধু পার।
ধন্য কলি যুগের চৈতন্য অবতার॥
আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে আদান খেয়ায়।
জড় অন্ধ বধির অবধি পার হয়॥
হরিনামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কাণ্ডারী।
সংকীর্ত্তন কেরোয়াল দু বাহু পসারি॥
সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে।
পড়িয়া রহিল লোচন আপনার দোষে॥

১৩শ পদ। ধানশী।

জীবের ভাগ্যে অবনী বিহরে দোন ভাই।
ভুবনমোহন গোরাচাঁদ নিতাই॥
কলিযুগে জীব যত ছিল অচেতন।
হরি-নামামৃত দিয়া করিলা চেতন॥
হেন অবতার ভাই কভু শুনি নাই।
পাতকী উদ্ধার কৈলা ঘরে ঘরে যাই॥
হেন অবতার ভাই নাই কোন যুগে।
কোন্ অবতারে সে পাপীর পাপ মাগে॥
রুধির পড়িল অঙ্গে খাইয়া প্রহার।
যাচি প্রেম দিয়া তারে করিলা উদ্ধার॥
নাম-প্রেম-সুধাতে ভরিল ত্রিভুবন।
একলা বঞ্চিত ভেল এ দাস লোচন॥

১৪শ পদ। শ্রীরাগ।

পরম করুণ, পহুঁ দুই জন, নিতাই গৌরচন্দ্র।
সব অবতার, সার শিরোমণি, কেবল আনন্দ কন্দ॥
ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য নিতাই, সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া, মুখে বল বল হরি॥
দেখ অরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই, এমন দয়াল দাতা।
শুক পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে, শুনি যাঁর গুণ গাথা॥
সংসারে মজিয়া, রহিল পড়িয়া, সে পদে নহিল আশ।
আপন করম, ভুঞ্জায় শমন, কহয়ে লোচন দাস।

১৫শ পদ। ধানশী।

গোরা মোর গুণের সাগর।
প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে নিরন্তর॥
গোরা মোর অকলঙ্ক শশী।
হরিনামসুধা তাহে ক্ষরে দিবানিশি॥
গোরা মোর হিমাদ্রিশেখর।
তাহা হৈতে প্রেম-গঙ্গা বহে নিরন্তর॥
গোরা মোর প্রেম-কল্পতরু।
যাঁর পদচ্ছায়ে জীব সুখে বাস করু॥
গোরা মোর নবজলধর।
বরষি শীতল যাহে করে নারীনর॥
গোরা মোর আনন্দের খনি।
নয়নানন্দের প্রাণ যাহার নিছনি॥

১৬শ পদ। ধানশী।

কিনা সে সুখের সরোবরে।
প্রেমের তরঙ্গ উথলিয়া পড়ে ধারে॥
নাচত পহুঁ বিশ্বম্ভরে।
প্রেমভরে পদধরে ধরণী না ধরে॥
বয়ান কনয়াচাঁদ ছাঁদে।
কত সুধা বরিষয়ে থির নাহি বাঁধে॥
রাজহংস প্রিয় সহচর।
কেহ ভেল মধুকর কেহ বা চকোর॥
নব নব নটন লহরী।
প্রেম লছিমা নাচে নদীয়া-নাগরী॥
নব নব ভকতি রতনে।
অযতনে পাইল সব দীনহীন জনে॥
নয়নানন্দ কহে সুখ সারে।
সেই বৃন্দাবন ভেল নদীয়া নগরে॥

১৭শ পদ। বালা ধানশী।

আওত পিরীতি মুরতিময় সাগর
অপরূপ পহুঁ দ্বিজরাজ।
নব নব ভকত নব রস যাবত
নব তনু রতন সমাজ॥
ভালি ভালি নদীয়াবিহার।
সকল বৈকুণ্ঠ বৃন্দাবন সম্পদ সকল সুখের সুখ সার॥ ধ্রু॥
ধনি ধনি অতি ধনি অব ভেল সুরধুনী
আনন্দে বহে রসধার।
স্নান পান অবগাহ আলিঙ্গন সঙ্গম
কত কত বার॥
প্রতিপুর মন্দির প্রতি তরুকুলতল
ফুল বিপিন বিলাস।
কহে নয়নানন্দ প্রেমে বিশ্বম্ভর
সবাকার পূরাইল আশ॥

১৮শ পদ। সুহই।

কলি ঘোর তিমিরে গরাসল জগজন
ধরম করম রহুঁ দূর।
অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর॥
ভাই রে ভাই গোরা-গুণ কহনে না যায়।
কত করি-বদন কত চতুরানন
বরণিয়া ওর না পায়॥ধ্রু॥
চারি বেদ ষড় দরশন পড়িয়াছে
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
কিবা তার অধ্যয়ন লোচন বিহীন যেন
দরপণে অন্ধে কিবা কাজে॥
বেদ বিদ্যা দুই কিছুই না জানত
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভণে সেই সে সকল জানে
সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার॥

১৯শ পদ। ধানশী।

প্রেমসিন্ধু গোরারায় নিতাই তরঙ্গ তায়
করুণা বাতাস চারি পাশে।
প্রেম উথলিয়া পড়ে জগত হাকাল ছাড়ে
তাপ তৃষ্ণা সবাকার নাশে॥
দেখ দেখ নিতাই চৈতন্য দয়াময়।
ভক্ত হংস চক্রবাকে পিবি পিবি বলি ডাকে
পাইয়া বঞ্চিত কেন হয়॥ ধ্রু॥

ডুবি রূপ সনাতন তোলে নানা রত্ন ধন
যতনে গাঁথিয়া তার মালা।
ভক্তি-লতা সূত্র করি লেহ জীব কণ্ঠে ভরি
দূরে যাবে আপনার জ্বালা॥
লীলা রস সংকীর্ত্তন বিকশিত পদ্মবন
জগত ভরিল যার বাসে।
ফুটিল কুসুম-বন মাতিল ভ্রমরগণ
পাইয়া বঞ্চিত কৃষ্ণ দাসে॥

২০শ পদ। সুহই।

কৃষ্ণলীলামৃত সার তার শত শত ধার
দশ দিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয় সরোবর অক্ষয়
মনোহংস চড়াও তাহাতে॥
ভক্তগণ শুন মোর দৈন্যবচন।
তোমা সবার শ্রীচরণ করি অঙ্গ-বিভূষণ
করো কিছু এই নিবেদন॥ ধ্রু॥
কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তগণ প্রফুল্লিত পদ্মবন
তার মধু কর আস্বাদন।
প্রেমরস কুমুদবনে প্রফুল্লিত রাত্র দিনে
তাতে চরাহ মনোভৃঙ্গগণ॥
নানাভাবে ভক্তগণ হংস চক্রবাকগণ
যাতে সবে করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি মৃণাল যাহা পাই সর্ব্বকাল
ভক্ত করয়ে আহার॥
সেই সরোবরে যাঞা হংস-চক্রবাক হৈঞা
সদা তাতে করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ পাইবে পরম সুখ
অনায়াসে কহে কৃষ্ণদাস॥

২১শ পদ। সুহই।

গৌরামৃত অনুক্ষণ সাধু মহান্ত মেঘগণ
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে প্রেমফল ভক্ত খায় নিরন্তর
তার প্রেমে জীয়ে জগজ্জন॥
চৈতন্যলীলামৃতপুর কৃষ্ণলীলা কর্পূর
দুই মিলি হয় যে মাধুর্য্য।
সাধু-গুরু-প্রসাদে তাতে যার মন বাঁধে
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য॥
সেই লীলামৃত বিনে খায় যদি অন্নপানে
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যার এক বিন্দু পানে প্রফুল্লিত তনু মনে
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন॥
এ অমৃত কর পান যাহা বিনা নাহি আন
চিত্তে কর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে
যাহাতে পড়িলে সর্ব্বনাশ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আর ভক্তবৃন্দ
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা সবার শ্রীচরণ শিরে করি ভূষণ
যাহা হৈতে অভীষ্ট পূরণ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন রঘুনাথ শ্রীচরণ
শিরে ধরি করি তাঁর আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত চৈতন্য-চরিতামৃত
গায় কিছু দীন কৃষ্ণদাস॥

২২শ পদ। ধানশী।

নদীয়ার ঘাটে ভাই কি অদ্ভুত তরী।
নিতাই গলুইয়া তাতে চৈতন্য কাণ্ডারী॥
দুই রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল শ্রীরূপ সনাতন।
পারের নৌকায় এরা দাঁড়ি ছয় জন॥
কে যাবি ভাই ভবপারে বলি নিতাই ডাকে।
খেয়ার কড়ি বিনা পার করে যাকে তাকে॥
আতরে কাতর বিনা কে পার করে ভাই।
কিন্তু পার করে সভে চৈতন্য নিতাই॥
কৃষ্ণদাস বলে ভাই বল হরি হরি।
নিতাই চৈতন্যের ঘাটে নাহি লাগে কড়ি॥

২৩শ পদ। সুহই।

*। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনরোত্তম শ্রীশ্রীনিবাস আর।
হেন অবতার হবে কি হৈয়াছে যার প্রেমপরচার॥

দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়া হৃদয় শোধিল যাচিঞা যাচিঞা ঘরে॥
ভব বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে পদ জগতে ফেলিল ডালি।
কাঙ্গালে পাইয়া খাইয়া নাচয় বাজাইয়া করতালি॥
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিত অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে প্রেমে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়া হাকিয়া খোল করতালে গাইয়া ধাইয়া ফিরে।
দেখিয়া শমন তরাস পাইয়া কপাট হানিল দ্বারে॥
এ তিন ভুবন আনন্দে মাতিল উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমদাস হেন অবতারে রতি না জন্মিল মোর॥

২৪শ পদ। কামোদ।

ইহ কলিযুগ ধন্য নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য
পতিত লাগিয়া অবতার।
দেখি জীব বড় দুখী হৈয়া সকরুণ আঁখি
হরিনাম গাঁথি দিল হার॥
নিজগুণ প্রেমধন দিলা গোরা জনে জন
পতিতেরে আগে দান করে।
নিজ ভক্ত সঙ্গে করি ফিরে প্রভু গৌর হরি
যাচিয়া যাচিয়া ঘরে ঘরে॥
জড় পঙ্গু অন্ধ যত পশু পাখী আর কত
কাঁদায়ল নিজ প্রেম দিয়া।
প্রেমে সব মত্ত হৈয়া অন্ন জল তেয়াগিয়া
ফিরে তারা নাচিয়া গাইয়া॥
হেন প্রভু না ভজিনু জনমিয়া না মরিনু
হারাইনু নিত্যানন্দ নিধি।
কহে হরিদাস ছার কোন গতি নাহি আর
হেন যুগে বঞ্চিত কৈলা বিধি॥

২৫শ পদ। মঙ্গল।

অখিল ভুবন ভরি হরি রস বাদর
বরিখয়ে চৈতন্য-মেঘে।
ভকত চাতক যত পিবি পিবি অবিরত
অনুখন প্রেমজল মাগে॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি মেঘের জনম তথি
সেই মেঘে করল বাদর।
উচা নীচ যত ছিল প্রেমজলে ভাসাওল
গোরা বড় দয়ার সাগর॥
জীবেরে করিয়া যন্ত্র হরিনাম মহা মন্ত্র
হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি।
অধম দুঃখিত[১] যত তারা হৈল ভাগবত
বাঢ়িল গৌরাঙ্গ-ঠাকুরালি॥
জগাই মাধাই ছিল তারা প্রেমে উদ্ধারিল
হেন জীবে বিলাওল দয়া।
দাস শিবানন্দ বলে কেন রৈনু মায়াভোলে
প্রভু মোরে দেহ পদছায়া॥

২৬শ পদ। সুহই।

গোরা দয়ার অবধি গুণনিধি।
সুরধুনীতীরে, নদীয়া নগরে, গৌরাঙ্গ বিহরে নিরবধি॥ ধ্রু॥
ভুজযুগ আরোপিয়া ভকতের কাঁধে।
চলি যাইতে না পারে গোরাচাঁদ হরি বলি কাঁদে॥
প্রেমে ছল ছল, নয়ন-যুগল, কত নদী বহে ধারে।
পুলকে পুরিল, গোরাকলেবর, ধরণী ধরিতে নারে॥
সঙ্গে পারিষদ, ফিরে নিরন্তর, হরি হরি বোল বোলে।
প্রিয়সখার কাঁধে, ভুজযুগ দিয়া, হেলিতে দুলিতে চলে॥
ভুবন ভরিয়া প্রেমে উত্তরোল পতিতপাবন নাম।
শুনিয়া ভরসা পরমানন্দের মনেতে না লয় আন॥

২৭শ পদ। ধানশী।

অপরূপ চাঁদ উদয় নদীয়াপুরে
তিমির না রহে ত্রিভুবনে।
অবনীতে অখিল জীবের শোক নাশল
নিগমনিগূঢ় প্রেমদানে॥
আরে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর রায়।
ভকত-হৃদয়-কুমুদ পরকাশল অকিঞ্চন জীবের উপায়॥ ধ্রু॥
শেষ শঙ্কর, নারদ চতুরানন, নিরবধি যাঁর গুণ গায়।
সো পহুঁ নিরুপম, নিজগুণ শুনইতে, আনন্দে ধরণী লোটায়॥

১। দুর্গতি।

…ল নয়ানে, বরণ-আলয়, বহয়ে প্রেমসুধা-জল।
…নাথদাস বলে, জীবের করমফলে, প্রসবে সো মুকুতার ফল॥

২৮শ পদ। কামোদ।

গৌরবরণ তনু, সুন্দর সুধাময়, সদয় হৃদয় রসালয়ে।
কুন্দকরবীর, গাঁথন থর থর, দোলনি বনি বনমালয়ে॥
গৌর বামে বর, প্রিয় গদাধর, নিগূঢ় রস পরকাশয়ে।
রসমণ্ডল ঐছে, ভাসল প্রেমে, গদ গদ ভাসয়ে॥
নদীয়া নগরে, চাঁদ কত কত, দূরে গেও আঁধিয়ারে।
কতিহুঁ উয়ল, দীপ নিরমল, ইবেহুঁ নামই না পাররে॥
গৌর গদাধর, প্রেম সরোবর, উথলি মহীতল পূররে।
দাস যদুনাথে, বিধি বিড়ম্বিত, পরশ না পাইয়া ঝুররে॥

২৯শ পদ। সুহই।

আমার গৌরাঙ্গ জানে প্রেমের মরম।
ভাবিতে ভাবিতে হইল রাধার বরণ॥
রা বোল বলিতে পূর্ণিত কলেবর।
ধা বোল বলিতে বহে নয়নের জল॥
ধারা ধরণী সঘনে বহিয়া যায়।
পুলকে পূরিত তনু জপে নাম তায়॥
মন নিমগন গৌরী ভাবের প্রকাশে।
এক মুখে কি কহিব যদুনাথ দাসে॥

৩০শ পদ। ধানশী।

কে যায় রে নবীন সন্ন্যাসী।
কোন বিধি নিরমিল দিয়া সুধারাশি॥
হেন রূপ হেন বেশ বড় ভালবাসি।
অন্তরে পরাণ কাঁদে দেখি মুখশশী॥
সঙ্গের ভকতগণ সমান বয়সী।
হরি হরি বলি কাঁদে পরম উদাসী॥
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে মুখে হাসি।
রুরঙ্গ কৌপীন দণ্ড ভাবে পড়ে খসি॥
নন্দরাম দাসে কহে মনে অভিলাষী।
কাঁদায়ে কান্দাইল গোরা ত্রিভুবনবাসী॥

৩১শ পদ। বিভাষ লোফা।

গৌরাঙ্গ দয়ার নিধি গুণ অগণন।
তুলনা দিবার আর নাহি অন্য স্থান॥
কল্পতরু অভিলাষ করয়ে পূরণ।
যে জন তাহার স্থানে করয়ে যাচন॥
সিন্ধু বিন্দু দেয় তথা করিলে গমন।
ইন্দু করে এক পক্ষ কিরণ বর্ষণ॥
পাত্রাপাত্র নাহি মানে গৌরাঙ্গ রতন।
সময় বিচার তেঁহ না করে কখন॥
যাচিঞা অমূল্য ধন করে বিতরণ।
একলা বঞ্চিত কেবল দাস সঙ্কর্ষণ॥

৩২শ পদ। গান্ধার।

ভব সাগর বর তুরতর দুরগহ, দুস্তর গতি সুবিথার।
নিমগন জগত, পতিত সব আকুল, কোই না পাওল পার॥
জয় জয় নিতাই গৌর অবতার।
হরিনাম প্রবল তরণী অবলম্বয়ে করুণায় করল উদ্ধার॥ধ্রু॥
অজ ভব আদি ব্যাস শুক নারদ, অন্ত না পায়ই যাঁর।
ঐছন প্রেম পতিত জনে বিতরই, কো অছু করুণা অপার॥
হেন অবতার আর কিয়ে হোয়ব, রসিক ভকতগণ মেল।
দীন ঘনশ্যাম সোঙরি ভেল জরজর হৃদিমাহা রহি গেল শেল॥

৩৩শ পদ। কেদার।

গৌর গদাধর তুহুঁ তনু সুন্দর
অপরূপ প্রেম বিথার।
তুহুঁ তুহুঁ হরষে পরশে যব বিলসয়ে
অমিঞা বরিখে অনিবার॥
দেখ দেখ অপরূপ তুহুঁ জন লেহ।
কো অছু ভাব প্রেমময় চতুরালি
মজিয়া পাওব সেহ॥ ধ্রু॥
করে করে নয়নে যোই মাধুরী
সো সব কি বুঝব হাম।
অপরূপ রূপ হেরি তনু চমকাইত
অখিল ভুবনে অনুপাম॥

অমিঞা পুতলি কিয়ে রসময় মুরতি
কিয়ে দুহুঁ প্রেম আকার।
হেরইতে জগজন তনু মন ভুলায়
যদু কিয়ে পাওব পার॥

৩৪শ পদ। মঙ্গল।

জলের জীব কাঁদয়ে দেখিয়া প্রতিবিম্ব
কাননে কাঁদয়ে পশুপাখী।
তরুয়া পুলকিত পাষাণ দরবিত
শুনিয়া অন্ধ কাঁদে হাকি ডাকি॥
অপরূপ গোরাচাঁদের দেহ।
অসীম অনুভব এক মুখে কি কহব
মনে বা মুখে না আইসে সেহ॥ধ্রু।
কুলের কুলবধূ ফুকরি ফুকরি কাঁদে
বধির জড় কাঁদে ধাঁদে।
মায়ের স্তন ছাড়ি দুধের বালক
না জানি কিবা লাগি কাঁদে॥
এমন অবতার হবেক নাহি আর
কেবল করুণার সিন্ধু।
পতিত মূঢ় জড় অজড় উদ্ধারিত
কেবল বঞ্চিত ভেল যদু॥

৩৫শ পদ। ধানশী।

দাস গদাধর প্রাণ গোরা। পুরব চরিতে ভেল ভোরা॥
বিজুরী বরণ তনু চোরা। কমল-নয়নে বহে লোরা॥
কনক-কমল মুখকাঁতি। হাসিতে খসয়ে মণি মোতি॥
বিপুল পুলক ভরে কম্প। হরি হরি বলি দেই ঝম্প॥
না জানে অহনিশি নিজ রসে। সঘনে চিকুর চীর খসে॥
ঘন ঘন মহী পড়ি যায়। হেমগিরি ধরণী লোটায়॥
ভাসল ভুবন প্রেমরসে। যদু এড়াইল কর্ম্মদোষে॥

৩৬শ পদ। শ্রীরাগ।

বড় অবতার ভাই বড় অবতার।
পতিতেরে বিলাওল প্রেমের ভাণ্ডার॥
অপরূপ গোরাচাঁদের লীলা।
রাজা হৈয়া কান্ধে করে বৈষ্ণবের দোলা॥
হেন অবতারের উপমা দিতে নারি।
সংকীর্ত্তনের মাঝে নাচে কুলের বৌহারী॥
সর্ব্বলোক ছাড়ে যারে অপরশ বলি।
দেবগণ মাগে আগে তার পদধূলি॥
যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম।
হেন অবতারে সে বঞ্চিত বলরাম॥

৩৭শ পদ। ভাটিয়ারি।

যত যত অবতার সার।
ঘুষিতে রহিল আমার গোরা অবতার॥ধ্রু॥
ব্রহ্মার দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম নাম ধন।
আচণ্ডালে দিয়া প্রভু ভরিলা ভুবন॥
ম্লেচ্ছ পাষণ্ড আদি প্রেমের বন্যায়।
ডুবিয়া সকল লোক নাচে গান গায়॥
পশু-পক্ষী ব্যাঘ্র মৃগ জলচরগণে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় করয়ে কীর্ত্তনে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ডুবিল সব গ্রামে।
বঞ্চিত হইল এক দাস বলরামে॥

৩৮শ পদ। সুহই।

বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে।
শিব বিরিঞ্চি অগোচর প্রেমধন
যাচিঞা বিলায় জগজনে॥
করুণার সাগর গৌর অবতার
নিছনি লইয়া মরি।
কে জানে কিবা সে মাধুরী, প্রাণ
কাঁদে পাসরিতে নারি॥
পামর পাষণ্ড আদি দীন হীন খল জাতি
গুণ শুনি কাঁদে জগজ্জন।
অগেয়ান পশু পাখী তারা কাঁদে ঝরে আঁখি
কি দিয়া বাঁধিল সবার মন॥
রাজা ছাড়ে রাজ্যভোগ যোগী ছাড়ে ধ্যানযোগ
জ্ঞানী কাঁদে ছাড়ি জ্ঞানরসে।
কেবা বলরাম হিয়া গড়িলা পাষাণ দিয়া
হেন রস না কৈল পরশে॥

৩৯শ পদ। শ্রীরাগ।

সব অবতার সার গোরা অবতার।
এমন করুণা কভু না দেখিয়ে আর॥
দীন হীন অধম পতিত জনে জনে।
যাচিঞা যাচিঞা প্রভু দিলা প্রেমধনে॥
এমন নয়াননিধি যেবা না ভজিল।
আপনার হাতে তুলি গরল খাইল॥
যে জন বঞ্চিত হৈল হেন অবতারে।
কোটি কলপে তার নাহিক উদ্ধারে॥
মুক্তি সে অধম হেন প্রভু না ভজিয়া।
কহে বলরাম এবে মরিনু পুড়িয়া॥

৪০শ পদ। কামোদ।

নবদ্বীপ-গগনে উয়ল দিন রাতি।
ঘন রসে সিচঁল স্থলচর জাতি॥
দেখ দেখ গৌর-জলদ অবতার।
বরিখয়ে প্রেমে অমিঞা অনিবার॥
তদবধি জগ ভরি দুরদিন ভোর।
হরিরসে ডগমগ জগজন ভোর॥
নাচত উনমত ভকত-ময়ূর।
অভকত-ভেক রোয়ত জলে বুর॥
ভকতি-লতা তিন ভুবন বেয়াপ।
উত্তম অধম সব প্রেমফল পাব॥
কীর্ত্তন কুলিশ "রোগ বনচারী"১।
জানসে ওঘন গরজে বিদারি॥
চিত বিলোপি কমিল২ করম ভুজঙ্গ।
নিরমিল কলিমদ-দহন তরঙ্গ॥
তাপিত চাতক তিরপিত ভেল।
দশ দিক সঁহুঁ নদী বহি গেল॥
ডুবল অবনী কাহো নাহি ঠাম।
সংসারের অচলে৩ রহলু বলরাম॥

৪১শ পদ। মঙ্গল।

আপাদ-মস্তক প্রেমধারা বরিখত
চৌদিকে ঝলকত কিরণে।
মত্ত গজেন্দ্র জিনি গমন সুলাবণি
চাঁদ উদয় করু চরণে॥
কেমন বিধাতা সে গৌরাঙ্গ চাঁদেরে যে
গড়িল আপন তনু ধরিয়া।
কেমন কেমন তার কাষ্ঠ পাষাণ হিয়া
তখনি না গেল কেন গলিয়া॥
আমার গৌরাঙ্গের গুণে দারু পাষাণ কিবা
গলিয়া গলিয়া পড়ে অবনী।
অরণ্যের মৃগ পাখী ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে
নাহি কাঁদে হেন নাহি পরাণী॥
যেমন তেমন কুলে জনম হউক মোর
যেমন তেমন দেহ পাঞা।
অনন্ত দাসের মন ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ
দেশে দেশে ফিরি যেন গাঞা॥

৪২শ পদ। শ্রীরাগ বা কামোদ।

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ নিতাই।
অখিল জীবের ভাগ্যে অবনী বিহরে গো
পতিতপাবন দোন ভাই॥ধ্রু॥
যারে দেখে তার ঠামে যাচিঞা বিলায় প্রেমে
উত্তম অধম নাহি মানে।
এ তিন ভুবনের লোক নাহি জরা মৃত্যু শোক
প্রেম-অমৃত করি পানে॥
কমবিরিঞ্চি সিন্ধু না যাচয়ে এক বিন্দু
ছিছি কিয়ে তাহাতে উপমা।
পতিত দেখিয়া কাঁদে দেহ থির নাহি বাঁধে
যাচয়ে অমূল্য ভক্তি প্রেমা॥
এমন দয়াল দুহুঁ যে না ভজে হেন পহু
সে ছারের জীবনে কি আশ।
সন্ন্যাসী বিপ্র হৈল ইহ অসুর গণন সেহ
অনন্তদাসের এই ভাষ॥

৪৩শ পদ। মঙ্গল।

নিতাই চৈতন্য দুই ভাই দয়ার অবধি।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম যাচে নিরবধি॥

১। যোগ, বলজারি। ২। বিল নিকবিল। ৩। বাচলে।

চারি বেদে অন্বেষয়ে যে প্রেম পাইতে।
হেন প্রেম দুই ভাই যাচে অবিরতে॥
পতিত দুর্গত পাপী কলিহত যারা।
নিতাই চৈতন্য বলি নাচে গায় তারা॥
ভুবনমঙ্গল ভেল সংকীর্ত্তন রসে।
রায় অনন্ত কাঁদে না পাইয়া লেশে॥

৪৪শ পদ। সুহই।

গৌর-নবঘন প্রেমধারা বরিষিল।
তৃষিত তাপিত জীব তিরপিত ভেল॥
দুর্ম্মতি কঠিন মাটি ভক্তিচাষে চূর।
উপজিল জীব-হৃদে প্রেমের অঙ্কুর॥
সে অঙ্কুরে ভক্তিবারি নিতাই সেচিল।
দিনে দিনে প্রেমতরু বাড়িয়া উঠিল॥
ধরিল প্রেমের ফল সব জীব তরে।
অনন্ত বঞ্চিত ভেল নিজ কর্ম্মফেরে॥

৪৫শ পদ। গান্ধার।

সনকাদি মুনিগণে চাহি বুলে দেবগণে
বিরিঞ্চি ধেয়ানে নাহি পায়।
দিগম্বর পশুপতি ভ্রমি বুলে দিবারাতি
পঞ্চ মুখে যার গুণ গায়॥
যাঁর পদ ধৌত হৈতে শুচি কৈল ত্রিজগতে
হরশিরে জটার ভূষণ।
সো পঁহু নদীয়াপুরে অবতরি শচীঘরে
সঙ্গে লৈয়া পারিষদগণ॥
দেখি শচীনন্দন জীব সব অচেতন
প্রকাশিলা নাম সংকীর্ত্তন।
বিষয়ী যবন যত তারা হৈল উনমত
না হইল পড়ুয়া অধম॥
প্রেমজল মহাবন্যা পৃথিবী করিল ধন্যা
ত্রিভুবন চলিল বাহিয়া।
তার্কিক পাষণ্ড যত পলাইল হৈয়া ভীত
অভিমান-নৌকায় চড়িয়া॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ তাঁর পদ-মকরন্দ
যে জন করয়ে তার আশ।
তাঁহার চরণ-ধূলি তাহে মোর স্নানকেলি
দুখিয়া শেখর তার দাস॥

৪৬শ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গ রসের নদী প্রেমের তরঙ্গ।
উথলিয়া যাইছে ধারা কভু নহে ভঙ্গ॥
অভিরাম সারঙ্গ তায় তট দুইখানি।
অচ্যুতানন্দ তাহে প্রেমের ঘুরণি॥
স্রোত বহি যায় তাহে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
ডুবারি কাণ্ডারি তাহে প্রভু নিত্যানন্দ॥
প্রেম জলচর শ্রীবাসাদি সহচর।
স্বরূপ শ্রীরূপ ভেল প্রেমের থকর॥
থাকুক ডুবিবার কাজ পরশ না পাইয়া।
দুঃখিয়া শেখর কাঁদে ফুকার করিয়া॥

৪৭শ পদ। তুড়ী।

বিশ্বম্ভর গাছ তার কাতুরি গদাধর।
নিত্যানন্দ জাঠি তার ফিরে নিরন্তর॥
অভিরাম সারঙ্গ তায় বলদ একজুড়ি।
চালায় সরকার ঠাকুর হানি প্রেমনড়ি॥
গুণ বাঁধা গায়েন বায়েন সব ফিরে।
হরিনাম ইক্ষুরস দরদরাইতে পড়ে॥
যে পায় সে খায় রস কেহ না আলয়।
যত তত খায় তবু পেট না ভরয়॥
রূপ সনাতন তাহে রসের বাড়ৈ।
নানা মতে করে পাক যার যে রুচই॥
গৌরীদাস পণ্ডিত হৈলা প্রেমের ভাণ্ডারী।
বিনা মূলে দেয় রস গাগরি গাগরি॥
পাপিয়া শেখর তাহে রসের কাঙ্গাল।
মাগিয়া যাচিঞা শালে খায় সর্ব্বকাল॥

৪৮শ পদ। ধানশী।

জগন্নাথ মিশ্রের সুকৃতি বীজ হৈতে।
জনমিল গৌর কল্পতরু নদীয়াতে॥

যতনে নিতাই মালী সে তরু সেবিল।
নানা শাখা উপশাখা তাহার হইল॥
ধরিল তাহাতে অদভুত প্রেমফল।
রসে পরিপূর্ণ তাহা মাদক কেবল॥
আনন্দে নিতাই মালী সে ফল পাড়িয়া।
দীন দুঃখী জনে দেয় দুহাতে বিলাঞা॥
সে ফলের রস যেন সুধাকরসুধা।
যে জন চুষিয়া খায় যায় তার ক্ষুধা॥
আপনি সে ফল খাইয়া নিতাই মালী।
উনমত হৈয়া নাচে মাথে করি ডালি॥
ধর নেও নেও বলি সে ফল বিলায়।
কেবল বঞ্চিত তাহে এ শেখর রায়॥

৪৯ পদ। বরাড়ী।

জীবেরে এমন দয়া কোথাও না দেখি
নায়র চৈতন্য প্রভু।
দীন হীন জনে এমন করুণা আর
নাহি দেখি কভু॥
যুগধর্ম লাগিয়া বৈরাগ্যে ভ্রমিয়া
ফিরেন দেশে দেশে।
পাইয়া অকিঞ্চন যাচিঞা প্রেমধন
বিলায় করুণা-আবেশে॥
নিজ নাম সংকীর্ত্তন পরম নিগূঢ় ধন
করুণায় গঢ়ল কায়া।
ধীর অধীর জড় পঙ্গু অন্ধ আতুর
সবারে সমান দয়া॥
তিন তাপে তাপিত দেখিয়া ত্রিজগত
নয়ন ভরল প্রেমজলে।
শীতল করিতে হেরিয়া কৃপাদিঠি
বরিখয়ে কানুদাসে বলে॥

৫০ পদ। মল্লার।

গোরাগুণ গাও গাও শুনি।
অনেক পুণ্যের ফলে সো পহুঁ মিলায়ল
প্রেমপরশ-রস-মনি॥ ধ্রু॥
অখিল জীবের এ শোক-সায়র
শোষয়ে নয়াননিমিষে।
ও প্রেম লব লেশ পরশ না পাইলে
পরাণ জুড়াইবে কিসে॥
অরুণ-নয়নে বরুণ আলয়
করুণাময় নিরিখণে।
মধুর আলাপনে আখরে আখরে
পাঞ্জরে পাতিয়া লিখনে॥
প্রেমে ঢল ঢল পুলকে পূরল
আপাদ মস্তক তনু।
বাসুদেব কহে সহস্র ধারা বহে
সুমেরু সিঞ্চিত জনু॥

৫১ পদ। শ্রীরাগ।

পহু মোর গৌরাঙ্গ রায়।
শিব শুক বিরিঞ্চি যার মহিমা গুণ গায়॥ ধ্রু॥
কমলা যাঁহার ভাবে সদাই আকুলি।
সেই পঁহু বাহু তুলি কাঁদে হরি বলি॥
যে অঙ্গ হেরি হেরি অনঙ্গ ভেল কাম।
সো অব কীর্ত্তন ধূলি ধূসর অবিরাম॥
খেনে রাধা রাধা বলি উঠে চমকিয়া।
গদাধর নরহরি রহে মুখ চাঞা॥
পূরব নিবিড় প্রেম পুলকিত অঙ্গ।
রামচন্দ্র কহে কেনা বুঝে ও না রঙ্গ॥

৫২ পদ। বিভাষ।

ক্ষীরনিধি জলমাঝে আছিলা শয়ন শেজে
নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে।
অদ্বৈত পিরীতি বশে আইলা কীর্ত্তন রসে
হরিভক্তি বিলাইতে রঙ্গে॥
অবতরি রঘুকুলে সিন্ধু বাঁধি গিরিমূলে
দশকন্ধ করিলা সংহার।
বধিলা রাক্ষসকুলে আপনার বাহুবলে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ অবতার॥

যদুসিংহ অবতারে গোকুল মথুরাপুরে
কত কত করিল বিহার।
মোহিয়া গোপীর মন বিলাইলা প্রেমধন
কানাই বলাই অবতার ॥
সব যুগ অবশেষে কলি যুগ পরবেশে
ধন্য ধন্য নবদ্বীপ স্থান।
জয় জয় মঙ্গলধ্বনি ত্রিভুবন ভরি শুনি
করিবারে পতিতেরে ত্রাণ ॥
যুগে যুগে অবতার হরিতে ক্ষিতির ভার
পাপী পাষণ্ডী নাহি মানে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ
বৃন্দাবন দাস গুণগানে ॥

৫৩ পদ। শ্রীরাগ।

শিব বিরিঞ্চি যারে ধ্যানে নাহি পায়।
সহস্র আননে শেষ যার গুণ গায় ॥
যার পাদপদ্ম লক্ষ্মী করয়ে সেবন।
দেবেন্দ্র মুনীন্দ্র যারে করয়ে চিন্তন ॥
ত্রেতায় জনম যার দশরথ ঘরে।
যাহার বিলাস সদা গোকুল নগরে ॥
গোপীগণ ঠেকিল যার প্রেম ফাঁদে।
পতিতের গলা ধরি সেবা কেন কাঁদে ॥১
অপরূপ এবে নবদ্বীপের বিলাস ।২
হেরিয়া মুগধ ভেল বৃন্দাবন দাস ॥

৫৪ পদ। মল্লার।

হের দেখ অপরূপ গোরাচাঁদের চরিত
কে তাহে উপমা দিবে।
প্রেমে ছল ছল নয়নযুগল
ভকতি যাচয়ে সব জীবে ॥
সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ গমন মাতঙ্গ
রূপ জিনি কত কোটি কাম।
না জানি কি ভাবে আপাদ মস্তক
পুলকে জপয়ে শ্যাম শ্যাম ॥

গৌর বরণ সুধাময় তনু
কিরণ ঠামহি ঠাম।
ভকত হেরি হেরি সমান দয়া করি
যাচত মধুর হরিনাম ॥
গোবিন্দ দাসক চিত উনমত
দেখিয়া ও মুখচাঁদে।
মায়ের স্তন ছাড়ি দুধের বালক
গোরা গোরা বলি কাঁদে ॥

৫৫ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গের দুটী পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি-রস সার।
গৌরাঙ্গ মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তার মুঞি যাও বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি অধিকারী ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥
গৌর-প্রেম-রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥

৫৬ পদ। ভাটিয়ারি।

নাহি নাহি রে গৌরাঙ্গ বিনে
দয়ার ঠাকুর নাহি আর।
কৃপাময় গুণনিধি সব মনোরথ সিদ্ধি
পূর্ণ পূর্ণ অবতার ॥ ধ্রু ॥
রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে
অসুরেরে করিলা সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিলা কারু প্রাণে না মারিলা
মন শুদ্ধি করিলা সভার ॥

১। নবদ্বীপ-গগনে উদিল সেই চাঁদে।
২। শচীর সূতিকা ঘরে পঁহুর বিলাস—ইতি পাঠান্তর।

কলি-কবলিত যত জীব সব মুরছিত
নাহি আর ঔষধি তন্ত্র।
তনু অতি ক্ষীণপ্রাণী দেখি মৃতসঞ্জীবনী
প্রকাশিলা হরিনাম মন্ত্র॥
এহেন করুণা তার পাষাণ হৃদয় যার
সে না হৈল মণির সোশর।
দৈবকীনন্দন ভণে হেন প্রভু যে না মানে
সে ভাড়িয়া গড়িয়া শূকর॥

৫৭ পদ। সুহই।

না জানি কি জানি মোর ভেল।
ভাবিতে গৌরাঙ্গ-গুণ তনু মোর গেল॥
গোরা গুণ সোঙরিয়া কাঁদে বৃক্ষলতা।
গুণ সোঙরিয়া কাঁদে বনের দেবতা॥
গোরা গুণ সোঙরিয়া গলয় পাথরে।
গুণ সোঙরিয়া কেহ নাহি রয় ঘরে॥
বাসুদেব ঘোষ গুণ সোঙরিয়া কাঁদে।
পশু পাখী কাঁদে গুণে স্থির নাহি বাঁধে॥

৫৮ পদ। বরাড়ী।

আরে মোর রসময় গৌর কিশোর।
এ তিন ভুবনে নাই এমন নাগর॥
কুলবতী সতী রূপ দেখিয়া মোহিত।
গুণ শুনি তরুলতা হয় পুলকিত॥
শিলা তরু গলি যায় খগ মৃগ কাঁদে।
নগরের নাগরী বুক স্থির নাহি বাঁধে॥
সুর সিদ্ধ মুনির মন করে উচাটন।
বাসুঘোষ কহে গোরা পতিত-পাবন॥

৫৯ পদ। সুহই।

পতিত হেরিয়া কাঁদে স্থির নাহি বাঁধে
করুণ নয়ানে চায়।
নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরাতনু
অবনী ঘন গড়ি যায়॥
গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।
ও রূপ মাধুরি পিরীতি চাতুরি
তিল আধ পাসরিতে নারি॥ ধ্রু॥

ঐছন সদয় হৃদয় রসময়
গৌর ভেল পরকাশ।
প্রেম ধনের ধনী কয়ল অবনী
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥

৬০ পদ। সুহই।

কুন্দন কনয়া কলেবর কাঁতি।
প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলকক পাঁতি॥
প্রেমভরে ঝর ঝর লোচনে চায়।
কতহুঁ মন্দাকিনী তঁহি বহি যায়॥
দেখ দেখ গোরা গুণমণি।
করুণায় কো বিহি মিলায়ল আনি॥
জপিয়া জপায়ে মধুর নিজ নাম।
গাইয়া গাওয়ায়ে আপন গুণ গান॥
নাচিয়া নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ।
কতিহুঁ না পেখলু ঐছন পরবন্ধ॥
আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজ পর নাহি সবারে দেই কোর॥
ভাসল প্রেমে অখিল নরনারী।
গোবিন্দ দাস কহে যাও বলিহারি॥

৬১ পদ। গন্ধার।

জাম্বুনদতনু, বদন অম্বুজ, সঘনে হরি হরি বোল।
নয়ান অম্বুজে, বহই সুরধুনী, কম্বু কন্ধরে দোল॥
দেখ দেখ গৌরবর দ্বিজরাজ।
সঙ্গে সহচর, সুঘড় শেখর উয়ল নবদ্বীপ মাঝ॥ ধ্রু॥
তরুণ প্রেমভরে দিন রজনী নাচত অরুণ চরণ অথির।
করুণ দিঠি-জলে এ মহী ভাসল নিলয় বরণ গভীর॥
কবহুঁ নাচত কবহুঁ গাওত কবহুঁ গদ গদ ভাষ।
অখিল জগজনে প্রেমে পুরল বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥

৬২ পদ। তুড়ী।

পতিত দুর্গত দেখি আঁখি যুগল রে কত ধারা বহে প্রেমজলে।
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উপদেশ করাইয়া,
তুমি আমার আমি তোমার বলে॥

করুণা শুনিতে প্রাণ কাঁদে।
তাপিত ত্রিজগত প্রেমজলে সিঞ্চিত,
শীতল করল গোরাচাঁদে ॥ ধ্রু॥
খোল করতাল, পঞ্চম রসাল, অবনী করল ধ্বনি।
গোলোক গোকুল বৈভব লইয়া, আইলা পরশমণি ॥

৬৩ পদ। রামকেলি।

গৌর সুন্দর পহুঁ নদীয়া উদয় করি
ভুবন ভরিয়া প্রেমদান।
পামর পাষণ্ড আদি দীন হীন ক্ষীণ জাতি
উদ্ধারিল দিয়া হরিনাম ॥
ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ শুনিতে পরাণ কাঁদে।
অগেয়ান যত জন দেখিয়া অথির মন
হরিবোল বলি মন বান্ধে ॥ ধ্রু ॥
গদাধর দেখি কাঁদে পহুঁ থির নাহি বাঁধে
করে ধরি স্বরূপ রামানন্দ।
পহুঁ মোর শ্রীপাদ বলি লোটায় ধরণী ধূলি
কোলে করি কাঁদে নিত্যানন্দ ॥
অন্ধ বধির যত গোরা-গুণে উনমত
দিগ বিদিগ নাহি জানে।
বাহু তুলি হরি বোলে পতিত লইয়া কোলে
গোরা-প্রেমে জগজন ভাসে।
উত্তম অধম যত তারা হৈল ভাগবত
বঞ্চিত বলরাম দাসে ॥

৬৪ পদ। বরাড়ী।

আপনার গুণ শুনি আপনা পাসরে।
অরুণ অম্বর খসে তাহা না সম্বরে ॥
নাহি দিগ বিদিগ নাহি নিজ পর।
ধরিয়া ধরিয়া কাঁদে পতিত পামর ॥
শ্রীপাদ বলিয়া পহুঁ ডাকে উচ্চস্বরে।
কত শত ধারা বহে নয়ান কমলে ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পহুঁ মাগে পদধূলি।
ভূমে গড়ি কাঁদে নিতাই ভায়্যা ভায়্যা বলি ॥
প্রিয় গদাধর কাঁদে রায় রামানন্দে।
দেখিয়া গৌরাঙ্গমুখ থির নাহি বাঁধে ॥
কাঁদে বাসু শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি।
আনন্দে চলয়ে যত বালবৃদ্ধ নারী ॥
হেন অবতার ভাই কোথাও না দেখি।
ভুবন মগন সুখে কাঁদে পশু পাখী ॥
অন্ধ বধির জড় সবে আনন্দিত।
বলরাম দাস সবে এ রসে বঞ্চিত ॥

৬৫ পদ। শ্রীরাগ।

পহুঁ মোর করুণাসাগর গোরা।
ভাবের ভরে অঙ্গ টলমল
গমনে ভুবন ভোরা ॥ ধ্রু ॥
ক্ষণে ক্ষণে কত করুণা করয়ে
গরজে গভীর নাদে।
অধম দেখিয়া আকুল হইয়া
ধরিয়া ধরিয়া কাঁদে ॥
চরণ-কমল অতি সুচঞ্চল
রাতা উতপল রীত।
বদনকমলে গদ গদ স্বরে
গাওয়ে রসময় গীত ॥
হাহাকার করি ভুজযুগ তুলি
বোলে হরি হরি বোল।
রাধা রাধা বলি ডাকে উচ্চ করি
গদাধর করি কোল ॥
মুরলী মুরলী খেনে খেনে বলি
স্বরূপ-মুখ নেহারে।
শিখিপিঞ্ছ বলি কি ভাব উঠয়ে
কে তাহা বলিতে পারে ॥

৬৬ পদ। কামোদ।

দেখ দেখ অপরূপ গৌর-চরিত।
সো গোকুলপতি অব পরকাশল
পুন কিয়ে বামন রীত ॥ ধ্রু ॥
নিরখি প্রতাপ প্রতাপ রুদ্র বলী
তনুমন সরবস দেল।

জগাই মাধাই আদি অসুরগণে, চরণ প্রবলে নিজ কেল॥
ছু পথ সহ অদ্বৈত ভগীরথ, ভকত গঙ্গ পরবাহ।
নিত্যানন্দ গিরীশ দেই আনন্দ, রাম হিমাচল মাহ॥
ছু অবগাহনে অখিল ভকতগণে বিলসই প্রেম আনন্দ।
পামর পতিত পরম দয়া পায়ল বঞ্চিত বলরাম মন্দ॥

৬৭ পদ। বরাড়ী।

কি কহিব শত শত তুয়া অবতার।
একলা গৌরাঙ্গচাঁদ পরাণ আমার॥
বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারী।
শিব শুক নারদ লইয়া জনা চারি॥
সিন্ধু বন্ধ কৈলা তুমি রাম অবতারে।
এবে সে তোমার যশ ঘুষিবে সংসারে॥
কলিযুগে কীর্ত্তন করিলা সেতুবন্ধ।
সুখে পার হউক পঙ্গু জড় অন্ধ॥
কিবা গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী।
গোরা গুণে মাতিল ভুবন দশ চারি॥
না জানিয়ে জপ তপ বেদ বিচার।
কহে বাসু গৌরাঙ্গ মোরে কর পার॥

৬৮ পদ। যথারাগ।

অবতার কৈল বড় বড়।
এমন করুণা কোন যুগে নাহি আর॥
প্রতি ঘরে ঘরে শুনি প্রেমের কাঁদনা।
কলিযুগে হরি নাম রহিল ঘোষণা॥
সুখ-সায়রের ঘাটে দিয়া প্রেমের ভরা।
ভাল হাট পাতাছ গৌর প্রেমের পসরা॥
জগাই মাধাই তারা ছিল দুই ভাই।
হরিনামে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞি।
বাসুদেব ঘোষে কহে না হবে এমন।
কলি যুগে ধন্য নাম চৈতন্যরতন॥

৬৯ পদ। ভাটিয়ারি।

অবনীক মাঝে দেখ দোন ভাই।
অপরূপ রূপ গোরাচাঁদ নিতাই॥
হেমপদ্ম জিনি দুহুঁ মুখ ছটা।
তাহে পরকাশল প্রেমঘটা॥
ঘন চন্দনে দুহুঁ অঙ্গ ভরি।
ভুজযুগ তুলি দোহে বল হরি॥
নাম সংকীর্ত্তন করল প্রকাশ।
গুণ গাওয়ে বৃন্দাবন দাস॥

৭০ পদ। ভাটিয়ারি।

কলধৌত কলেবর গৌরতনু।
তছু সঙ্গ তরঙ্গ নিতাই জনু॥
কোটি কাম জিনি কিয়ে অঙ্গছটা।
অবধৌত বিরাজিত চন্দ্রঘটা॥
শচীনন্দন কণ্ঠে সুরঙ্গ মালা।
তাহে রোহিণীনন্দন দিগ আলা॥
গজরাজ জিনি দোন ভাই চলে।
মকরাকৃতি কুণ্ডল গণ্ডে দোলে॥
মুনি ধ্যান ভুলে সতীধর্ম্ম টলে।
জগতারণ কারণ বিন্দু বলে॥

৭১ পদ। ধানশী।

একদিন মনে আনন্দ বাঢ়ল
নিতাই গৌর রায়।
হাসিতে হাসিতে কেহ নাহি সাথে
বাজারে চলিয়া যায়॥
পথে হৈল দেখা রূপ নাহি লেখা
দিঠি ফেলাইল গোরা গায়।
এহেন সময়ে যতেক নাগরী
জল ভরিবার যায়॥
কেহ বোলে ইথে গোকুল হইতে
নাটুয়া আইসাছে পারা।
চল দেখিবারে নাচিবে বাজারে
মরুক মরুক জল ভরা॥
বাহে বাহে ছান্দা জাহ্নবী সুকান্দা
ভরিল যতেক নারী।
হেরি গোরা পানে ভরিল নয়ানে
কহয়ে দাস মুরারী॥

৭২পদ। তুড়ী।

হাটের পত্তন * শ্রীশচীনন্দন
করল পাইয়া সুখ।
হাটের ঠাকুর নিতাই সুন্দর
খণ্ডিল জীবের দুখ॥
দেখ হাট মনোহর রঙ্গ।
নরহরি দাস হাটের বিশ্বাস
শ্রীনিবাস তার সঙ্গ॥ধ্রু॥
আর অদ্ভুত ঠাকুর অদ্বৈত
মুনসি হাটের মাঝ।
হরিদাস আদি ফিরে হাট সাধি
রামানন্দ সত্যরাজ॥
করতাল যত বাদ্য বাজে কত
মৃদঙ্গ কাহাল ঢোল।
হাট কলরব নৃত্য গীত সব
ঘন ঘন হরিবোল॥

প্রেমের পসার লৈয়া গদাধর
সঙ্গে পসারির গণ।
রায় রামানন্দ মুরারি মুকুন্দ
বাসুদেব সুলোচন॥
সনাতন রূপ পণ্ডিত স্বরূপ
দামোদর যার নাম।
বসু রামানন্দ সেন শিবানন্দ
বক্রেশ্বর গুণধাম॥
পণ্ডিত শঙ্কর আর কাশীশ্বর
মুকুন্দ মাধব দাস।
রঘুনাথ আদি গুণের অবধি
পূরল মনের আশ॥
কত নাম নিব পসারি এ সব
পসার লইয়া কাছে।
পসার ভূষণ পুলক রোদন
মহাভাব আদি আছে॥
হাটের হাটুয়া ভকত নাটুয়া
পসারি মহিমা জানি।
দৈন্য দান দিয়া সে প্রেম আনিয়া
সদা করে বিকি কিনি॥
হাটের কোটাল ঠাকুর গোপাল
দানঘাটী গোপীনাথ।
হাটের পালন শ্রীরঘুনন্দন
করেন সুন্দর সাথ॥
দিবা রাতি নাই বাজার সদাই
যে যায় সে প্রেম পায়।
প্রেমের পসার করল বিথার
শচীর দুলাল রায়॥
ভাঙ্গিল আকাল মাতিল কাঙ্গাল
খাইয়া ভরল পেট।
দেখিয়া শমন করয়ে ভাবন
বদন করিয়া হেট॥
জরা মৃত্যু নাই আনন্দ সদাই
শোক ভয় নাহি হয়।

---

* নরোত্তম ঠাকুরের হাট পত্তনের অনুকরণে রায়শেখরের এই পদটী। উভয়ে কেবল রূপকের সাদৃশ্য, কিন্তু উভয়ে ভাবের ও বৃত্তান্তের বিস্তর প্রভেদ। অথচ উভয়ই যার পর নাই সুন্দর। ঠাকুর মহাশয়ের পদের অবিকল অনুকরণে মদগ্রজ গোলোকগত শ্রীনন্দকুমার ভদ্র একটী সুন্দর পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার যতটুকু স্মরণ আছে, নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভাল নিতাই হাট বসালে জীব তরাইতে।
সে হাটের মূল মহাজন আপনি নিত্যানন্দ।
সঙ্গে মুচ্ছদ্দি হইল তার মুরারি মুকুন্দ॥
হাট বৈসে গৌরীদাস আছে দাঁড়ি ধৈরে।
যার যত ইচ্ছা প্রেমধন দিচ্ছে ওজন কৈরে॥
সংকীর্ত্তন মদ বিকায় দোকানে দোকানে।
তাহা প্রেমরমণী নরহরি বিলায় জনে জনে॥
কলসে কলসে সে প্রেম হরিদাস কিনিল।

সে যে আপনি খেয়ে মাতাল হৈয়া জগত মাতাইল॥

হরিরলুট গানে সচরাচর একটী পদ গীত হইয়া থাকে, তাহাও বড় সুন্দর। যথা :—

তোরা কে নিবি লুট লুটে নে। নিতাইচাঁদের প্রেমের বাজারে।
হাটের রাজা নিত্যানন্দ পাত্র হৈল শ্রীচৈতন্য
মুনসিগিরি দিল অদ্বৈতেরে।
তাতে হরিদাস খাজাঞ্চি হৈয়া, লুট বিলাইল সবারে।
প্রেমবাতাসা ভক্তি চিনি ভাবের মোণ্ডা রসের ফেণি
দোকানে দোকানে থরে থরে॥
রূপ সনাতন শ্রীজীব ময়রা, দেয় সবে ওজন কৈরে।

আশা ঝুলি করি　　　শেখর ভিখারী
বাজারে মাগিয়া খায় ॥

৭৩ পদ। শ্রীগান্ধার।

গোরা হেন জলদ-অবতার। সঘনে বরিখে জলধার ॥
নিজ গুণে করিয়া বাদল। গভীর নাদে দিক্ টলমল ॥
করুণা-বিজুরী দিন রাতি　বরিখয়ে আরতি পিরীতি ॥
সুখপঙ্ক করি ক্ষিতিতলে। প্রেম ফলাইল নানা ফুলে ॥
এক ফলে নব রস ঝরে। ভাব তার কে কহিতে পারে ॥
[illegible]মগুণ কর্ম্মচিন্তামণি। কহে বাসু অদ্ভুত বাণী ॥

৭৪ পদ। শ্রীরাগ।

নাচই ধর্ম্মরাজ　　　ছাড়িয়া সব কাজ
কৃষ্ণাবেশে না জানে আপনা।
সোঙরিয়া শ্রীচৈতন্য　　　বলেন ধন্য ধন্য
পতিতপাবন ধন্যবানা ॥
হুঙ্কার গরজন　　　পুলকিত মহাপ্রেম
যমের ভাবের অন্ত নাই।
বিহ্বল হইয়া যম　　　করে বহু ক্রন্দন
সোঙরিয়া গৌরাঙ্গ গোসাঞি ॥
যমের যতেক গণ　　　দেখিয়া যমের প্রেম
আনন্দে পড়িয়া গড়ি যায়।
চিত্রগুপ্ত মহাভাগ　　　কৃষ্ণে বড় অনুরাগ
মালসাট পুরি পুরি ধায় ॥
নাচে প্রভু শঙ্কর　　　হইয়া দিগম্বর
কৃষ্ণাবেশে বসন না জানে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য　　　জগত করিল ধন্য
কহিয়া তারক রাম-নামে ॥
মহেশ নাচে আনন্দে　　　জটা নাহিক বাঁধে
দেখি নিজ প্রভুর মহিমা।
কার্ত্তিক গণেশ নাচে　　　মহেশের পাছে পাছে
সোঙরিয়া কারুণ্যের সীমা ॥
নাচয়ে চতুরানন　　　ভক্তি যার প্রাণধন
লইয়া সকল পরিবার।
কশ্যপ কর্দ্দম দক্ষ　　　মনু ভৃগু মহামুখ্য
পাছে নাচে সকল ব্রহ্মার ॥

দেবর্ষি নারদ নাচে　　　রহিয়া ব্রহ্মার কাছে
নয়নেতে বহে প্রেমজল।
পাইয়া যশের সীমা　　　কোথা বা রহিল বীণা
না জানয়ে আনন্দে বিহ্বল ॥
চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য　　　শুকদেব করে নৃত্য
ভক্তির মহিমা শুক জানে।
লোটাইয়া পড়ে ধূলি　　　জগাই মাধাই বলি
করে বহু দণ্ড পরণামে ॥
নাচে ইন্দ্র সুরেশ্বর　　　মহাবীর বজ্রধর
আপনারে করে অনুতাপ।
সহস্র নয়নে যার　　　অবিরত বহে ধার
সফল হইল ব্রহ্মশাপ ॥
প্রভুর মহিমা দেখি　　　ইন্দ্রদেব বড় সুখী
গড়াগড়ি ধায় পরবশ।
কোথা গেল বজ্র তার　　　কোথায় কিরীট হার
ইহারে সে বলি কৃষ্ণরস ॥
চন্দ্র সূর্য্য পবন　　　কুবের বহ্নি বরুণ
নাচে যত সব লোকপাল।
সবেই কৃষ্ণের ভৃত্য　　　কৃষ্ণরসে করে নৃত্য
দেখিয়া কৃষ্ণের ঠাকুরাল ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য　　　সংসার করিলা ধন্য
পতিতপাবন ধন্যবান রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র　　　জান নিত্যানন্দচন্দ্র
বৃন্দাবনদাস রস গান রে ॥

৭৫ পদ। শ্রীরাগ।

নাচে সর্ব্ব দেবষে　　　উল্লাসিত মন হষে
ছোট বড় না জানে হরিষে।
বড় হয় ঠেলাঠেলি　　　তবু সবে কুতূহলী
নৃত্যসুখে কৃষ্ণের আবেশে ॥
নাচে প্রভু ভগবান　　　অনন্ত যাঁহার নাম
বিনতানন্দন করি সঙ্গে।
সকল বৈষ্ণবরাজ　　　পালন যাঁহার কাজ
আদিদেব সেহ নাচে রঙ্গে ॥

কেহ কাঁদে কেহ হাসে দেখি মহা পরকাশে
কেহ মূর্চ্ছা পায় সেই ঠাঞি রে।
কেহ কহে ভাল ভাল গৌরচন্দ্র ঠাকুরাল
ধন্য পাপী জগাই মাধাই রে॥
নৃত্যগীত কোলাহলে কৃষ্ণযশ সুমঙ্গলে
পূর্ণ হৈল সকল আকাশ রে।
মহা জয় জয় ধ্বনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি
অমঙ্গল সব হৈল নাশ রে॥
সত্যলোক আদি জিনি উঠিল মঙ্গলধ্বনি
স্বর্গ মর্ত্ত পূরিয়া পাতাল রে।
ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধার বহি নাহি শুনি আর
প্রকট গৌরাঙ্গ ঠাকুরাল রে॥

কৃষ্ণরসে হেন মতে যত মহাভাগবতে
কৃষ্ণাবেশে চলিলেন পুরে রে।
গৌরাঙ্গচন্দ্রের যশ বিনা আর কোন রস
কাহার বদনে নাহি স্ফুরে রে॥
জয় জয় জগদিন্দ্র প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র
জয় সর্ব্ব-জীব-লোকনাথ রে।
করুণা যে প্রকাশিলা ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধারিলা
সবা প্রতি কর দৃষ্টিপাত রে॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য সংসার করিলা ধন্য
পতিতপাবন ধন্যবান রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র জান নিত্যানন্দচন্দ্র
বৃন্দাবনদাস রস গান রে॥

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

(জন্মলীলা)

১ম পদ। ভাটিয়ারি।

ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি শুভগ সকলি।
জনম লভিবে গোরা পড়ে হুলাহুলি॥
অম্বরে অমর সবে ভেল উনমুখ।
লভিবে জনম গোরা যাবে সব দুখ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে।
জয়ধ্বনি সুরকুল কুসুম বরিষে॥
জগ ভরি হরিধ্বনি উঠে ঘন ঘন।
আবাল বনিতা আদি নরনারীগণ॥
শুভক্ষণে জানি গোরা জনম লভিলা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন প্রকাশ করিলা॥
সেই কালে চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ।
হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন॥
দীন হীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথদাস॥

২য় পদ। তুড়ী বা করুণা।

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ॥
দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার।
যশোদা উদরে জন্ম বিদিত সংসার॥
শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে।
কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌরপদদ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা॥

৩য় পদ। কল্যাণ।

নদীয়া-আকাশে আসি উদিল গৌরাঙ্গশশী
ভাসিল সকলে কুতূহলে।
লাজেতে গগনশশী মাখিল বদনে মসি
কাল পেয়ে গ্রহণের ছলে॥

বামাগণ উচ্চস্বরে জয় জয় ধ্বনি করে
ঘরে ঘরে বাজে ঘণ্টা শাক।
দামামা দগড় কাঁসি সানাই ভেঁউড় বাঁশী
তুরী ভেরী আর জয়ঢাক॥
মিশ্র জগন্নাথ মন মহানন্দে নিমগণ
শচীর সুখের সীমা নাই।
দেখিয়া নিমাই-মুখ ভুলিলা প্রসবদুখ
অনিমিখে পুত্র-মুখ চাই॥
গ্রহণের অন্ধকারে কেহ না চিহ্নয়ে কারে
দেব-নরে হৈল মিশামিশি।
নদীয়া-নাগরী সঙ্গে দেবনারী আসি রঙ্গে
হেরিছে গৌরাঙ্গ-রূপরাশি॥
পুত্রের বদন দেখি জগন্নাথ মহাসুখী
করে দান দরিদ্র সকলে।
ভুবন আনন্দময় গৌরবিধু সমুদয়
বাসু কহে জীব-ভাগ্যফলে॥

৪র্থ পদ। বিভাষ বা তুড়ী।

হের দেখসিয়া নয়ান ভরিয়া কি আর পুছসি আনে।
নদীয়া-নগরে শচীর মন্দিরে চাঁদের উদয় দিনে॥
কিয়ে লাখবাণ কষিল কাঞ্চন রূপের নিছনি গোরা।
শচীর উদর জলদে নিকসিল স্থির বিজুরী পারা॥
কত বিধুবর বদন উজোর নিশি দিশি সম শোভে।
নয়নভ্রমর শ্রুতি-সরোরুহে ধায় মকরন্দলোভে॥
আজানুলম্বিত ভুজ সুবলিত নাভি হেম সরোবর।
কটি করি-অরি উরু হেমগিরি এ লোচন মনোহর॥

৫ম পদ। সুহিনী বা পঠমঞ্জরী।

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র। দশদিকে বাড়িল আনন্দ॥
রূপ কোটি মদন জিনিয়া। হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি। মহারাজচিহ্ন সব দেখি॥
শ্রীচরণে ধ্বজবজ্র শোহে। সব অঙ্গে জগ-মন মোহে॥
দূরে গেল সকল আপদ। ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ॥
শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ জান। বৃন্দাবন তছু পদে গান॥

৬ষ্ঠ পদ। ধানশী।

জয় জয় রব ভেল নদীয়া নগরে।
জন্মিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ জগন্নাথ ঘরে॥
জগন্মাতা শচীদেবী মিশ্র জগন্নাথ।
মহানন্দে গগন পাওল জনু হাত॥
গ্রহণ সময়ে পহুঁ আইলা অবনী।
শঙ্খনাদ হরিধ্বনি চারি ভিতে শুনি॥
নদীয়া-নাগরীগণ দেয় জয়কার।
হুলুধ্বনি হরিধ্বনি আনন্দ অপার॥
পাপ রাহু অবনী করিয়াছিল গ্রাস।
পূর্ণশশী গৌরপহুঁ তে ভেল প্রকাশ॥
গৌরচন্দ্র-চন্দ্র প্রেম-অমৃত সিঞ্চিবে।
বৃন্দাবনদাস কহে পাপতম যাবে॥

৭ম পদ। মঙ্গল, নটরাগ বা জয়জয়ন্তী।

চৈতন্য অবতার শুনি লোক নদীয়ার
সকল উঠিল পরম-মঙ্গল রে।
সকল তাপহর শ্রীমুখচন্দ্র দেখি১
আনন্দে হইল বিহ্বল রে২॥
অনন্ত ব্রহ্মা শিব আদি করি যত দেব
সবেই নররূপ ধরি রে।
গায়েন হরি হরি গ্রহণ ছল করি
লখিতে কেহ নাহি পারি রে॥
কেহ বরে স্তুতি কারো হাতে ছাতি
কেহ চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে কেহ পুষ্প বরিষে
কেহ আনন্দে নাচে গায় রে৩॥
দশ দিকে ধায় লোক নদীয়ায়
বলিয়া উচ্চ হরি হরি রে৪।
মানুষ দেবে মিলি এক ঠাঁই করে কেলি
আনন্দে নবদ্বীপ-পুরী রে॥

১। সুন্দর। ২। দেখিয়া হইল বিভোর রে। ৩। নাচে কেহো গায় বায় রে। ৪। করিয়া উচ্চ হরিধ্বনি রে।

শচীর অঙ্গনে সকল দেবগণে
প্রণাম১ হইয়া পড়িল রে।
গ্রহণ অন্ধকারে লখিতে কেহ নারে
দুর্জ্জেয় চৈতন্যখেলা রে ॥
সকল সঙ্গে করি আইল গৌরহরি২
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ মোর প্রভু আনন্দ কন্দ
বৃন্দাবনদাস গান রে ॥

৮ম পদ। মঙ্গল বা নটরাগ।

দুন্দুভি ডিণ্ডিম মঙ্গল মুহরি৩
জয়ধ্বনি গায় মধুর রসাল রে৪।
বেদের অগোচর ভেটিব গৌরবর
বিলম্বে নাহি আর কাজ রে ॥
আনন্দে ইন্দ্রপুর মঙ্গল কোলাহল
সাজ সাজ বলি সাজ রে।
বহু পুণ্যভাগ্যে চৈতন্য প্রকাশ
পাওল নবদ্বীপ মাঝ রে ॥
অন্যোন্যে আলিঙ্গন চুম্বন ঘন ঘন
লাজ কেহ নাহি মান রে।
নদীয়া-পুরবাসী জনম উল্লাসি
আপন পর নাহি জান রে ॥
ঐছন কৌতুকে দেবতা নবদ্বীপে
আওল শুনি হরিনাম রে।
পাইয়া গৌররসে বিভোর পরবশে
চৈতন্য জয় জয় গান রে ॥
দেখিল শচীগৃহে চৈতন্য পরকাশে
একত্রে যৈছে কোটি চাঁদ রে।
মানুষরূপ ধরি গ্রহণ ছল করি
বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে ॥
সকল শক্তি সঙ্গে আইলা গৌরাঙ্গে
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ
বৃন্দাবনদাস রস গান রে ॥

১। প্রণত। ২। সকল শক্তি সঙ্গ, আইলা গৌরাঙ্গ। ৩। মহুরি জয়ধ্বনি। ৪। গাওয়ে মধুর বিশাল রে। পদকল্পতরুতে এই সব পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৯ম পদ। ধানশী।

জিনিয়া রবিকর শ্রীঅঙ্গ সুন্দর
নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন ঈষৎ বঙ্কিম
উপমা নাহিক বিচারি ॥
আজি বিজয়ে গৌরাঙ্গ অবনীমণ্ডলে
চৌদিকে শুনায় উল্লাস।
এক হরিধ্বনি আব্রহ্ম ভরি শুনি
গৌরাঙ্গচাঁদের পরকাশ ॥
চন্দনে উজ্জ্বল বক্ষ পরিসর
দোলনি যৈছে বনমাল।
চাঁদ সুশীতল শ্রীমুখমণ্ডল
আজানু বাহু বিশাল ॥
দেখিয়া চৈতন্য ধন্য ধন্য ধন্য
জয় জয় উঠয়ে নাদ।
কোই নাচত কোই গাওত
কলির হৈল হরিষে বিষাদ ॥
চারি বেদ শির মুকুট গৌরাঙ্গ
পরম মূঢ় নাহি জানে।
শ্রীচৈতন্য নিতাই বড় ঠাকুর
বৃন্দাবনদাস রস গানে ॥

১০ম পদ। ধানশী।

রাহু উগারল ইন্দু প্রকাশ নাম সিন্ধু
কলিমর্দ্দন বাঁধে বানা।
পহুঁ ভেল প্রকাশ ভুবন চতুর্দ্দশ
জয় জয় পড়িল ঘোষণা ॥
মো মাই দেখত গৌরচন্দ্র।
নদীয়ার লোক শোক সব নাশন
দিনে দিনে বাঢ়য়ে আনন্দ ॥ ধ্রু ॥
দুন্দুভি বাজে শত শঙ্খ গাজে
বাজে বেণু বিষাণ।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ মোর পহুঁ রসনানন্দ
বৃন্দাবনদাস গান ॥

১১শ পদ। ধানশী।

ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফল্গুনী।
প্রতিপদ সন্ধি পাঞা রাহু আইলেক ধাঞা
গরাসিল উজ্জ্বল নিশামণি॥ ধ্রু॥
সে চন্দ্রগ্রহণ হেরি নদীয়ার নরনারী
হুলুধ্বনি হরিধ্বনি করে।
হেন কালে শচীগৃহে জনমিলা গৌরচন্দ্র
জয় জয় জগন্নাথ ঘরে॥
চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর হইলা হরিষান্তর
শুভ ক্ষণ শুভ লগ্ন দেখি।
বৃন্দাবনদাসে কয় হেরিয়া জনমলীলা
সুর নর হইলেক সুখী॥

১২শ পদ। বেলোয়ার।

শচীগর্ভ-সিন্ধু মাঝে গৌরাঙ্গ-রতন রাজে
প্রকট হইলা অবনীতে।
হেরি সে রতন-আভা জগত হইল লোভা
পাপ তম লুকাইল তুরিতে॥
আয় দেখি গিয়া গোরাচাঁদে।
এ চাঁদবদনের আগে গগনের চাঁদ কি লাগে
চাঁদ হেরি চাঁদ লাজে কাঁদে॥ ধ্রু॥
পীয়িলে চাঁদের সুধা দূরে নাকি যায় ক্ষুধা
তাই তারে বলে সুধাকর।
এ চাঁদের নাম সুধা পানে যায় ভবক্ষুধা
হয় জীব অজর অমর॥
গোরা-মুখ-সুধাকরে হরিনাম সুধা ঝরে
জ্ঞানদাসে সে অমৃত চাকি।
এড়াবে সংসারশঙ্কা গোরানামে মারি ডঙ্কা
শমনকিঙ্করে দিবে ফাঁকি॥

১৩শ পদ। কল্যাণ।

নদীয়া উদয়-গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি হইলা উদয়।
পাপতম হৈল নাশ ত্রিজগতের উল্লাস
জগ ভরি হরিধ্বনি হয়॥

হেন কালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈতরায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে।
হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে হুঙ্কার কীর্ত্তন[১] রঙ্গে
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে॥
দেখি উপরাগ শশী[২] শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ ছলে আপনার মনোবলে
ব্রাহ্মণেরে দিল[৩] নানা দান॥
জগত আনন্দময় দেখি মনে বিস্ময়
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ মোর মন পরসন্ন
জানি[৪] কিছু কার্য্যে আছে ভাষ[৫]॥
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস হৈল মনে সুখোল্লাস
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন করে হরিসঙ্কীর্ত্তন
নানা দান কৈল মনোবলে॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী নানা রত্নে থালি ভরি
আইল সবে যৌতুক লইঞা।
যেন কাঁচা সোনা জ্যোতি দেখি বালকের মূর্ত্তি
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা॥
সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী শচী রম্ভা অরুন্ধতী
আর যত দেবনারীগণ।
নানা দ্রব্যে পাত্র ভরি ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি
আসি সবে করে দরশন॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ গন্ধর্ব্ব ঋষি চারণ
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত।
নর্ত্তক বাদক ভাট নবদ্বীপে যার নাট
আসি সবে নাচে পাঞা প্রীত॥
কেবা আসে কেবা যায় কেবা নাচে কেবা গায়
সম্ভালিতে নারি কারো বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখ শোক প্রমোদপূর্ণিত লোক
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বোল॥

১। গর্জ্জন। ২। রাশি। ৩। করে। ৪। বুঝি। ৫। ভাস ইতি পাঠান্তর।

আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস জগন্নাথ মিশ্র পাশ
আসি তারে করে সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম যে আছিল বিধিধর্ম্ম
তবে মিশ্র করে নানা দান॥
যৌতুক পাইল যত ঘরে বা আছিল যত
সব ধন বিপ্রে কৈল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন ভাট অকিঞ্চন জন
ধন দিয়া কৈল সবার মান॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী নাম তার মালিনী
আচার্য্যরত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দূর হরিদ্রা-জল খই কলা নানা ফল
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস।
ইহা সবার শ্রীচরণ শিরে ধরি নিজ জন
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস॥*

১৪শ পদ। কল্যাণ।

অদ্বৈত-আচার্য্যভার্য্যা জগতবন্দিত আর্য্যা
নাম তার সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা চলে উপহার লঞা
দেখিতে বালক-শিরোমণি॥
সুবর্ণের কড়ি বৌলি রজত-পত্র পাশুলি
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দু বাহুতে দিব্য শঙ্খ রজতের মল বঙ্ক
স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ॥
বাঘনখ হেম-জড়ি কটি পট্টসূত্র ডোরি
হস্ত পদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী ভুনি দোগজা পট্টপাড়ি
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহু ধন॥
দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন
মঙ্গলদ্রব্য পাত্র ভরিয়া।
বস্ত্র-গুপ্ত দোলা চড়ি সঙ্গে লৈয়া দাসী চেড়ী
বস্ত্রালঙ্কারে পেটারি পূরিয়া॥
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার সঙ্গে লৈল বহু ভার
শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক ঠাম সাক্ষাতে গোকুল কান
বর্ণমাত্র দেখে বিপরীত॥
সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ সুবর্ণ-প্রতিমা ভাণ
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্যমূর্ত্তি দেখি পাইল বহু প্রীতি
বাৎসল্যতে দ্রবিল হৃদয়॥
দূর্ব্বা ধান দিল শীর্ষে কৈল বহু আশীষে
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে
ভয়ে নাম থুইল নিমাই॥ +

* পরবর্ত্তী পদ দুটীও এই পদের অংশ। অতি দীর্ঘ বলিয়া তিন অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে।

+ নিম (নিম্ব) তিক্ত, সুতরাং নিমাই নাম রাখিল, তিক্ত বলিয়া ডাকিনী শঙ্খিনীগণ শ্রীমহাপ্রভুর অনিষ্ট করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া সীতা ঠাকুরাণী "নিমাই" নাম রাখিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, নিম্ববৃক্ষমূলে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া "নিমাই" নাম রাখা হইয়াছিল; এই অনুমানের পোষকতায় নিম্নলিখিত প্রাচীন পদাংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। যথা,—"যখনে জন্মিলা নিমাই নিমতরুতলে। তুমি হৈঞা কেন না মরিলা, আমি না লইতাম কোলে॥" চিরন্তন প্রথানুসারে পুত্রের নাম রাখিবার সময় পিতার নামের সহিত শব্দগত বা অর্থগত মিল থাকা আবশ্যক। যথা—হরমোহনের পুত্র হরনাথ বা শিবনাথ। "জগন্নাথ" নামের প্রথমাংশের অর্থ "বিশ্ব"; সুতরাং মিশ্র মহাশয়ের প্রথম পুত্রের নাম বিশ্বরূপ, দ্বিতীয় পুত্রের নাম বিশ্বম্ভর। অথবা নিমাই বিশ্বের ভার সহিতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর। মহাপ্রভুর অন্য শাস্ত্রীয় নাম, গৌরাঙ্গ, গৌরদীপ্তাঙ্গ, শচীসুত, গৌরচন্দ্র, নাদগম্ভীর, স্বনামামৃত-লালস, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, গৌরহরি ও গৌরসুন্দর। তন্মধ্যে গৌরাঙ্গ, গৌরদীপ্তাঙ্গ, গৌরচন্দ্র, শারীরিক সৌন্দর্য্যবশতঃ ও শচীসুত জন্মবশতঃ। সঙ্কীর্ত্তনসময়ে গম্ভীর হুঙ্কার করিতেন বলিয়া নাম "নাদগম্ভীর"। গৌরবর্ণবিশিষ্ট ও কলিকলুষহারী বলিয়া নাম "গৌরহরি"। ইনি স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া কৃষ্ণনামামৃতপানে মত্ত বলিয়া নাম "স্বনামামৃতলালস"। শ্রীবল্লভ বা অনূপ ইঁহার নাম রাখিয়াছিলেন---"গৌরসুন্দর"। কেন না, ইনি গৌরবর্ণ ও সুন্দর ছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর ইঁহার নাম হয় "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"। বেদমতে 'কৃষ্ণ' শব্দের অর্থ 'ব্রহ্ম' এবং 'চৈতন্য' শব্দের অর্থ 'চিৎস্বরূপ' বা 'পরমাত্মা'। সুতরাং কৃষ্ণচৈতন্য অর্থ চিৎস্বরূপ বা পরমাত্মা। এই জন্য একটি পদে প্রেমদাস মহাপ্রভুকে ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ বলিয়াছেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথা,—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

তথা, "চৈতন্যং পরমাণূনাং প্রধানস্যাপি নেষ্যতে।
জ্ঞানক্রিয়ে জগৎকর্ত্র্যো দৃশ্যতে চেতনাশ্রয়ে॥"

পুত্রমাতা স্নান দিনে দিল বস্ত্র বিভূষণে
পুত্র সহ মিশ্রেরে সম্মানি।
শচী-মিশ্র পূজা লৈয়া মনেতে হরিষ হৈয়া
ঘরে আইল সীতা ঠাকুরাণী॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস।
ইহা সবার শ্রীচরণ শিরে ধরি নিজজন
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস॥

১৫শ পদ। কল্যাণ।

ঐছে শচী জগন্নাথ পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ
পূর্ণ কৈল সকল বাঞ্ছিত।
ধনে ধানে ভরে ঘর লোকমান্য কলেবর
দিনে দিনে হয় আনন্দিত॥
মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত অলম্পট শুদ্ধ দান্ত
ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত ধন আসি মিলে তত
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান॥
লগ্ন গণি হর্ষমতি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন* লগ্নে অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন
দেখি এই তারিবে সংসারে॥
ঐছে প্রভু শচীঘরে কৃপায় কৈল অবতারে
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌর প্রভু দয়াময় তারে হয়েন সদয়
সেই পায় তাঁহার চরণ॥

পাইয়া মানুষ জন্ম যে না শুনে গৌরগুণ
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী পীয়ে বিষ গর্ত্তপানী
জানিয়া সে কেন নাহি মৈল॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র
স্বরূপ রূপ রঘুনাথদাস।
ইহা সবার শ্রীচরণ শিরে ধরি নিজজন
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস॥

১৬শ পদ। ধানশী।

ভাগ্যবান্ শচী জগন্নাথ। পুত্ররূপে পাইল জগন্নাথ॥
ফাল্গুনে গ্রাসিল রাহু চাঁদ। শচীকোলে শোভে নবচাঁদ॥
লভি মিশ্র যোগারাধ্য ধন। দীন জনে দিল কত ধন॥
জন্মগৃহ দীপ্ত বিনা দীপে। মহানন্দ আজি নবদ্বীপে॥
একত্র মিলিত সুর নর। নাচে গায় গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
আইলা প্রভু হরিতে ভূভার। অতুলন আনন্দ সভার॥
গোরাপ্রেমে হইয়া উদাস। সে আনন্দে ভাসে প্রেমদাস॥

১৭শ পদ। সুহই।

ফাল্গুন-পূর্ণিমা নিশি শচী-অঙ্কাকাশে আসি
গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
সে শশীর সহচর ভক্ত-তারকানিকর
চারি দিকে প্রকাশিত হয়॥
পাপ ঘোর অন্ধকার সর্ব্বত্র ছিল বিস্তার
বিধুদয়ে প্রস্থান করিল।
জীবের ভাগ্য-কুমুদ হেরি শশী মনোমদ
প্রেমানন্দে হাসিতে লাগিল॥
পাপ অমানিশি ভোর হরিষে ভক্ত-চকোর
তুলিল আনন্দ কোলাহল।
প্রেম-কৌমুদীর সুধা পীয়ে দূর কৈল ক্ষুধা
সবাই হইল সুশীতল॥
সে প্রেম সুধার কণা পাঞা তৃপ্ত সর্ব্ব জনা
জীবকুল ভেল আনন্দিত।
আপন করম দোষে না পাইয়া লব লেশে
প্রেমদাস ধূলায় লুণ্ঠিত॥

---

* মহাপুরুষের লক্ষণ সামুদ্রিকশাস্ত্রমতে যথা,—

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নাসিকা, বাহুদ্বয়, হনু, চক্ষু ও জানু, এই পঞ্চ দীর্ঘ ছিল। ত্বক্ কেশ, অঙ্গুলীগ্রন্থি, দন্ত ও রোম, এই পঞ্চ সূক্ষ্ম ছিল। চক্ষু পদতল, করতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ ও নখ, এই সপ্তাঙ্গ রক্তবর্ণ ছিল। বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসা, কটি ও মুখ, এই ষড়ঙ্গ উন্নত ছিল। গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন, এই তিন অঙ্গ হ্রস্ব ছিল। কটি, ললাট ও বক্ষঃ, এই তিন অঙ্গ বিস্তৃত ছিল। নাভি, স্বর ও সত্ত্ব, এই তিন অঙ্গ গম্ভীর ছিল।

১৮শ পদ। বিভাষ-তেওট।

ফাল্গুন-পূর্ণিমাশশী রাহু চন্দ্রেরে পরশি
দেখি সবে বোলে হরিবোল।
বাজায় কেহ মৃদঙ্গ কেহ ঝাঁঝরি মোচঙ্গ
শঙ্খ ঘণ্টা শব্দে লাগে গোল॥
দেখি দিন শুভক্ষণে প্রভু শচীর ভবনে
জনম লইলা সুমঙ্গল।
দেবগণ সঙ্গোপনে আসি করে দরশনে
দৃষ্ট নহে শুনি কোলাহল॥
নদীয়ার নরনারী শুনি সুখ পায় ভারি
দেখিবারে যায় ত্বরা করি।
কিবা বালকের ঠাম মনোলোভা অভিরাম
মনে হয় রাখি আঁখি ভরি॥
দেখিয়া আনন্দ কন্দ ভক্তগণের আনন্দ
মনে জানে হইবে নিস্তার।
গৌরাঙ্গে নহিল রতি সঙ্কর্ষণ মন্দমতি
দয়া কর শচীর কুমার॥

১৯শ পদ। বসন্ত।

ফাল্গুন-পূর্ণিমা শুভক্ষণে।
পুত্র প্রসবিয়া শচী চাহে পুত্রপানে॥
তিলে তিলে কত উঠে চিতে।
কনকনবনী ভ্রমে নারে পরশিতে॥
কত না যতনে কোলে করে।
পুত্রের জনম জানাইয়া মিশ্রবরে॥
জগন্নাথ বিপ্রশিরোমণি।
ভাসে সুখসমুদ্রে পুত্রের জন্ম শুনি॥
কত সাধে চলয়ে ধাইয়া।
না ধরে ধৈরজ চাঁদমুখ নিরখিয়া॥
লইয়া আপন প্রিয়গণে।
করয়ে মঙ্গল কর্ম্ম পুত্রের কল্যাণে॥
চতুর্দ্দিকে জয় জয়ধ্বনি।
সবে কহে ধন্য ধন্য জনক জননী॥
সবার অন্তরে বাঢ়ে সুখ।
সুরধুনী ধরণী বিসরে সব দুখ॥*
দশ দিক্ হইল উজ্জ্বল।
পশুপক্ষী বৃক্ষলতা প্রফুল্ল সকল॥+
নরহরি কি কহিবে আর।
গৌরচন্দ্রোদয়ে গেল পাপ-অন্ধকার॥

২০শ পদ।

ফাল্গুন-পূর্ণিমা, মঙ্গলের সীমা, প্রকট গোকুল-ইন্দু।
নদীয়ানগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, উথলে আনন্দসিন্ধু॥
কিবা কৌতুক পরম্পরে।
শচীদেবী ভালে, পুত্র লৈয়া কোলে, বিলসে সূতিকাঘরে॥
বালকে দেখিতে, ধায় চারিভিতে, কেহ না ধরয়ে ধৃতি।
গ্রহণান্ধকারে, কে চিনে কাহারে, অসংখ্য লোকের গতি।
বালক-মাধুরী, দেখি আঁখি ভরি, পাসরে আপন দেহা।
নরহরি কয়, শচীর তনয়, প্রকাশে কি নব লেহা॥

২১শ পদ। কামোদ।

পরম শুভ শচীগর্ভে বিলসত গৌর গোকুলনাহ।
করই স্তুতিনতি দেবগণ ঘন, ভবনে ভরই উছাহ।
শুভগ ফাল্গুন-পূর্ণিমা নিশি শশী উদয়ে রাহু গরাসি।
ঐছে সময়ে প্রকাশে পহুঁ নিজ নাম পহিলে প্রকাশি।
হোত জয় জয়কার জগ ভরি ধিরজ ধরত ন কোই।
মিশ্রভবনে প্রবেশি শিশু, অবলোকি উনমত হোই।
বিবিধ মঙ্গল, রচই নব নব, সব মনোরথ পূর।
ভণত নরহরি, বিপুলবলী কলি গরবভরে ভেল চূর॥

---

* সুরধুনী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, সুতরাং বিষ্ণু তাঁহার জন্মদাতা। বহুদিন জনকের মুখ দেখেন নাই বলিয়া তাঁহার এক দুঃখ। দ্বাপরে গঙ্গার অনুগতা যমুনা কৃতার্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ং প্রধানা হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা সুখে বঞ্চিত ছিলেন, এই দ্বিতীয় দুঃখ। আর পাতকীর পাপস্পর্শে দিন দিন কলুষিত হইয়াছিলেন, এই তাঁহার তৃতীয় দুঃখ। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়ে পাপ আর থাকিবে না, তিনি স্বীয় তটে লীলা করিবেন এবং দর্শন দিবেন, এই জন্য গঙ্গা সকল দুঃখ বিস্মৃতা হইলেন। ধরণী রাশীকৃত পাপভারে ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন পাপরাশি ভস্মীভূত হইবে; নিজেও শ্রীপাদস্পর্শে পবিত্র হইবেন এবং অহর্নিশি হরির নাম শ্রবণ করিবেন বলিয়া ধরণী সুখী হইলেন।

+ স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাবরূপ বসন্তানিলপ্রবাহে বৃক্ষলতাদি কেন বা প্রফুল্লিত না হইবে।

২২শ পদ।　বসন্ত।

জয় জয় জয় মঙ্গলরব, ফাল্গুন-পূর্ণিমানিশি নব শোভিত,
　　শচীগর্ভে প্রকট গৌর বরজরঞ্জনা।
ঝলকত বর বালকতমু, কুঙ্কুম থির দামিনী জমু,
　　চমকত মুখচন্দ মধুর ধৈরজ ভর ভঞ্জনা॥
পহুঁ প্রকাশ নিরখত, ঘনগণ সহ সুরগণ গগনে বরষত,
　　কুসুমাবলী বিপুল পুলক ভরল অঙ্গহী।
করত কত মনোরথ চিত, চঞ্চল ভণি চারু চরিত,
　　লোচন জল ছলকত ছবি পায়ত বহু রঙ্গহী॥
গায়ত কিন্নর সুধঙ্গ, বায়ত মৃদুতর মৃদঙ্গ,
　　ধাধিকি ধিকিতা ধিক্ ধিক্ ধিক্কটতক্ ধিম্নানা।
নৃত্যসুর নর্ত্তকীচয়, বিবিধ ভাতি করু অভিনয়,
　　উঘট ততক থৈ থৈ থৈ তি অই অই অতেম্নানা॥
নির্ম্মল দশদিশ উজোর, মলয়ানিল বহত থোর,
　　পিককুল কুহু কত বসন্ত ঋতুপতি সরসায়এ।
উছলত সুর-সরিত-বারি, নদীয়া মহি মুদ বিথারি,
　　মিশ্রভুবন কৌতুকে নরহরি হিয় উনমতায়এ॥

২৩শ পদ।　বসন্ত।

আজু পূর্ণিম সাজ সময়ে, রাহু শশী গরাসি।
গৌরচন্দ্র উদয়ে তবহি, তাপতম বিনাশি॥
প্রফুল্লিত সব ভক্ত-হৃদয়, বিরজ না ধরু কোই।
সীতাপতি নিয়ড়ে চলত অতি উনমত হোই॥
ঘন ঘন হুঙ্কারত, অদ্বৈত পরম ধীর।
বিলসত প্রিয়গণ সহ গ্রহণে সুরধুনীতীর॥
মঙ্গল কলরব, সব নদীয়া পুর ভরি ভেল।
কৌতুকে কোই জানত নাহি কৈছে রজনী গেল॥
মিশ্রভবন শোভা শুভ, সম্পদ সুখ বাঢ়ি।
আয়ত বহু লোক, কোন যাত ভবন ছাড়ি॥
বাজত মৃদু বাদ্য সরস, বাদক মুদ মাতি।
গায়কগণ গাননিপুণ, গায়ত কত ভাঁতি॥
নর্ত্তক কৃত নৃত্য তাত্তা, থৈ তাথৈ উচারি।
নির্ম্মল যশ ভণত ভাট, ভঙ্গী ভর বিথারি॥
যাচক মন তোষি মিশ্র, দেত উচিত দান।
নিরুপম নবনীত রঙ্গ, নিরখত ঘনশ্যাম॥

২৪শ পদ।　বসন্ত বা তোড়ি।

ভুবনমনোচোরা　　গোকুলপতি গোরা-
　　চাঁদের জনম কি শুভক্ষণে।
দেখিয়া পুত্রমুখ　　শচীর যত সুখ
　　তাহা কি কহিবার পারে আনে॥
নদীয়াপুরনারী　　আইসে সারি সারি
　　লইয়া থারি ভরি দ্রব্য বহু।
সুসজ্জে সুরপ্রিয়া　　মানুষে মিশাইয়া
　　বালকে নিরখিয়া থির নহু॥
শ্রীসীতাদেবী আসি　　সূতিকাগৃহে পশি
　　দেখিয়া শিশু উলসিত হিয়া।
মালিনী আদি সঙ্গে　　ভাসায়ে নানা রঙ্গে
　　করয় কত না মঙ্গলক্রিয়া॥
গোয়ালিনী বা কত　　গোয়ালা শত শত
　　লইয়া দধি আসে চারু সাজে।
সবে বিহ্বল-চিতে　　পূর্ব্ব স্বভাবেতে
　　ছড়ায় দধি আঙ্গিনার মাঝে॥
রচিয়া করতালি　　হাসিয়া নাচে ভালি
　　তা দেখি দেবে গোপবেশধারী।
নাচয়ে আঙ্গিনাতে　　কে বা না নাচে তাতে
　　সঘনে জয় জয়ধ্বনি করি॥
বাজয়ে বাদ্য হেন　　কৌতুক নাহি যেন
　　মিশ্রালয়ে সে নন্দালয়ের রীতি।
নরহরি কি কব　　প্রভু জন্মোৎসব
　　উৎসাহে কারু কিছু নাহি স্মৃতি॥

২৫শ পদ।　বসন্ত।

পূর্ণিমা-প্রতিপদ-সন্ধি সময় পাই, রাহু গরাসল গগনশশী।
নিম্ব-মহীরুহতল-সূতিকাগেহে, উদয় ভেল গোউরশশী॥
শিশুরূপ আলা ভুবন উজল করু জলিল জনু প্রদীপ শত।
স্বরগ পরিহরি সুর সুর-রমণী সূতিকাগেহে ভেল আগত॥
সহস্রলোচন ব্রহ্মা চতুরানন, ষড়ানন গজবদন পঞ্চমুখ।
উনপঞ্চাশ পবন বরুণ ধনেশ্বর আওল সভে পাই বহু সুখ॥

নেহারি পহুঁমুখ বহুভাগ্য মানল সভে প্রণত ভই পহুঁচরণে।
কেবল শচীমাই নেহারল ইহ সব রঙ্গ সুবিহ্বলিত মনে॥
শতচন্দ্র জনু উদল সূতিকালয়ে দেবদল অঙ্গআভারূপে।
ঘনশ্যাম ভণ সানন্দিত মন, জগ মুগধল নব শিশুরূপে॥

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

(বাল্যলীলা)

১ম পদ। সুহই।

মিশ্র পুরন্দর কিছু মনে বিচারিয়া।
পুরোহিত দ্বিজবরে আনিলা ডাকিয়া॥
ধনরত্ন অলঙ্কার দ্বিজবরে দিল।
স্বস্তিবচন বলি দান তুলি নিল॥
অর্ঘ্য আশীষ দ্বিজ ধরি নিজ হাতে।
সন্তোষে তুলিয়া দিল গোরাচাঁদের মাথে॥
শচী ঠাকুরাণী কিছু কহিতে লাগিল।
সাত পুত্রের এই পুত্র বিধি মোরে দিল॥
নিমাই বলিয়া নাম দেহ দ্বিজবর।
বাসুদেব ঘোষ কহে জুড়ি দুই কর॥

২য় পদ। তুড়ী।

একমুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি নানা রঙ্গে যায় শচীবালা॥
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুন্দর অধর॥
অঙ্গদ বলয়া শোভে সুবাহু-যুগলে।
চরণে মগরা খাড়ু বাঘনখ গলে॥
সোণার শিকলি পীঠে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা॥

৩য় পদ। ভাটিয়ারি।

গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মিলি দেয় ঘন করতালি
হরিবোল হরিবোল বলিয়া॥ ধ্রু॥
সুরঙ্গ চতুনা মাথে গলায় সোনার কাঠি।
সাধ করিয়া মায় পরাঞাছে ধড়াগাছটি আঁটি॥
সুন্দর চাঁচর কেশ সুবলিত তনু।
ভুবনমোহন বেশ ভুরু কামধনু॥
রতন কাঞ্চন, নানা আভরণ, অঙ্গে মনোহর সাজে।
রাতা উৎপল, চরণ যুগল, তুলিতে নূপুর বাজে॥
শচীর অঙ্গনে, নাচয়ে সঘনে, বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষ বলে, ধর ধর কর কোলে,
গোরা মোর পরাণের পরাণি॥

৪র্থ পদ। বেলোয়ার, দশকোশি।

কিয়ে হাস পেখলু কনক পুতলিয়া।
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি-ধূসরিয়া॥
চৌদিকে দিগম্বর বালক বেড়িয়া।
তার মাঝে গোরা নাচে হরি হরি বলিয়া॥
রাতুল কমল পদে ধায় দিনমণিয়া।
জননী শুনয়ে ভাল নূপুর সুধ্বনিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ কহে শিশুরস জানিয়া।
ধন্য নদীয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয়া॥

৫ম পদ। বেলোয়ার, দশকোশি।

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জনগমনে॥
বাসুদেব ঘোষ কয় অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি হয় জগমন লোভা॥

৬ষ্ঠ পদ। বেলোয়ার, দশকোশি।

মায়ের অঙ্গুলি ধরি শিশু গৌরহরি।
হাটি হাটি পায় পায় যায় গুড়ি গুড়ি॥
টানি লঞা মার হাত চলে ক্ষণে জোরে।
পদ আধ যাইতে ঠেকাড় করি পড়ে॥

শচীমাতা কোলে লৈতে যায় ধূলি ঝাড়ি।
আখুটি করিয়া গোরা ভূমে দেয় গড়ি॥
আহা আহা বলি মাতা মুছায় অঞ্চলে।
কোলে করি চুমা দেয় বদন কমলে॥
বাসু কহে এ ছাবাল ধূলায় লোটাবা।
স্নেহভরে তুমি মাগো কত ঠেকাইবা॥

৭ম পদ। বেলোয়ার, দশকোশি।

পূর্ণিমা-রজনী চাঁদ গগনে উদয়।
চাঁদ হেরি গোরাচাঁদের হরিষ-হৃদয়॥
চাঁদ দে মা বলি শিশু কাঁদে উভরায়।
হাত তুলি শচী ডাকে আয় চাঁদ আয়॥
না আসে নিঠুর চাঁদ নিমাই ব্যাকুল।
কাঁদিয়া ধূলায় পড়ে হাতে ছিঁড়ে চুল॥
রাধাকৃষ্ণ-চিত্র এক মিশ্রগৃহে ছিল।
পুত্র শান্তাইতে শচী তাহা হাতে দিল॥
চিত্র পাঞা গোরাচাঁদের মনে বড় সুখ।
বাসু কহে পটে পহুঁ হের নিজমুখ॥

৮ম পদ। বরাড়ী।

চাঁদা চাঁদা চাঁদা গগন উপরে
কে পাড়ি আনিয়া দিব।
কলঙ্ক মুছিয়া মোর গোরাচাঁদের
কপালে চিৎ লিখিব॥
লুও লুও লুও আয় আয় আয়
সোণার নিমাই নিদে কাঁদে।
আকটী করিতে একটী বোল
যেন আসিয়া অধিক লাগে॥
এখনি আসিব নিমাইর বাপ
ক্ষীর কদলক লঞা।
হের আসিতেছে দুরন্ত হাই
নিদে আঁখি বুজিঞা॥
নেতের তুলি পাটের গোলাপ
তাতে রচিয়া শয্যাখানি।
পাপাতি খাইয়া কোলে পুত্র লৈঞা
শুতিলা শচী ঠাকুরাণী॥
এক স্তন মুখে রাখি চাখে
অঙ্গুলি নাড়য়ে আর।
লোচন বলে সব-দেবশিরোমণি
বালকরূপে ব্যবহার॥

৯ম পদ। ভাটিয়ারি।

বয়স্য-বালক সঙ্গে করি এক মেলা।
পাতিয়াছে গোরাচাঁদ সংকীর্ত্তনখেলা॥
চৌদিকে বালক বেড়ি হরি হরি বোলে।
আনন্দে বিহ্বল গোরা ভূমে পড়ি বুলে॥
বোল বোল বলি ডাকে মেঘগম্ভীর স্বরে।
আইস আইস বলি বালক কোলে করে॥
শ্রীঅঙ্গপরশে বালক পাসরে আপনা।
ফাঁফরে পড়িল দেখি বালক কাঁদনা॥
আপাদমস্তক পুলকাশ্রুধারা গলে।
করতালি দিয়া বালক হরি হরি বোলে॥
চৌদিকে বেড়িয়া বালক মাঝে গৌরসিংহ।
মধুময় কমলে যেন দেখি মত্ত ভৃঙ্গ॥
হেন কালে পথে যায় দুই চারি পণ্ডিত।
বিশ্বম্ভর খেলা দেখি আইলা আচম্বিত॥
অপরূপ দেখে সেই বালকের খেলা।
ললাটে তিলক সবার গলে ফুলমালা॥
আপনা পাসরি পণ্ডিত সামাইল মেলে।
করতালি দিয়া তারা হরি হরি বলে॥
যে যায় সে পথ দিয়া সেই হয় ভোরা।
কলসী ত্যজিয়া নারী হয় মাতোয়ারা॥
হরিবোল শুনি শচী আইল আচম্বিত।
দেখিল আপন পুত্র নিমাই পণ্ডিত॥
পুত্র পুত্র করি শচী পুত্র লৈল কোলে।
সবারে দেখিয়া সে নিষ্ঠুর বাণী বলে॥
এমন ব্যভার ছি ছি পণ্ডিতসভায়।
পরপুত্রে পাগল করি উন্মত্ত নাচায়॥
কর্কশ কথায় সভার ভৈগেল চেতন।
কি হৈল কি হৈল করি গণে মনে মন॥
বিশ্বম্ভর লৈয়া গেল বিশ্বম্ভরমাতা।
আনন্দে লোচন কহে গোরাগুণগাথা॥

১০ম পদ। কামোদ।

নদীয়ার নারী পুরুষ সুকৃতি মানি মনে
মহা আনন্দিত হৈয়া।
নিমাইর অন্ন প্রাশনে সকলে
আইসেন নানা সামগ্রী লৈঞা॥
শচীসুতশোভা দেখে আঁখি ভরি
নীলাম্বর ভাগ্যমন্তের কোলে।
নব নব আভ- রণময় কটী
তটে পট্টধটী অঞ্চল দোলে॥
হেমসরসিজ জিনি তনুখানি
মুখে কি উপমা চাঁদের ঘটা।
মিষ্ট-অন্নকণিকা গ্রহণে কিবা অদ্ভুত
মৃদু হাসির ছটা॥
এহেন উৎসবে কেবা ধরে ধৃতি
কহিতে কৌতুক না আইসে মুখে।
সবে শচী জগ- ন্নাথে প্রশংসয়ে
নরহরি হিয়া উথলে সুখে॥

১১শ পদ। তুড়ী।

জগন্নাথ মিশ্র মহাসুখে।
পুত্র কোলে করি চুম্ব দেয় চাঁদমুখে॥
শিরে কেশভূষণ সাজায়।
আঙুলি চালিতে স্নেহ উথলে হিয়ায়॥
নিমাই বাপের কোল হৈতে।
ভঙ্গী করি নাময়ে অঙ্গনে বেড়াইতে
হামাগুড়ি বেড়ায় অঙ্গনে।
সোণার নূপুর বাজে সুচারু চরণে
চলিতে হেরই উলটিয়া।
চলনমাধুরী মিশ্র দেখে দাঁড়াইয়া॥
সমুখে আসিয়া কহে মায়।
কোলে চড়সিয়া বাপ ধূলি লাগে গায়॥
জননীর হাতে হাত দিয়া।
কোলে উঠে লহু লহু হাসিয়া হাসিয়া॥
দুগ্ধবিন্দু সম দন্তজ্যোতি।
হাসিতে প্রকাশ তায় কেবা ধরে ধৃতি॥
দুটী আঁখে যার পানে চায়।
তারে নিরন্তর সুখ-সমুদ্রে ভাসায়॥
জননীর কোলে ভাল শোহে।
নরহরি নিছনি ভুবন-মন মোহে॥

১২শ পদ। তুড়ী।

শচী ঠাকুরাণী চারু ছাঁদে। হাটন শিখায় গোরাচাঁদে॥
মৃদু মৃদু কহেন হাসিয়া। ধর মোর অঙ্গুলি আসিয়া॥
শুনি সুখে নদীয়ার শশী। মায়ের অঙ্গুলি ধরে হাসি॥
ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়ায়। দুই চারি পদ চলি যায়॥
ছাড়িয়া অঙ্গুলি পড়ে ভূমে। শচী কোলে লৈঞা মুখ চুমে।
কোলে চড়ি চরণ দোলায়। বাজয়ে নূপুর রাঙ্গা পায়॥
আঙ্গুলে কচালি স্তন পীয়ে। নাহি যে উপমা তায় দিয়ে।
চারিদিকে চাহে ভঙ্গী করি। তাহাতে নিছনি নরহরি।

১৩শ পদ। যথারাগ।

বিহরে গৌরহরি নদীয়াসমাজে।
চিকুর-নিকর, শির- শিখর শিখণ্ডক
দরশন জুড়াইতে আছে॥
অলপে অলপে পরিসর দিন দিন
হোত ন সহত বিরাজে।
অভিনব কৃত কটি- তটহিঁ নীলিম ধটী
পীতিম কলপ পটি তাপর রাজে॥
তাপর জগমন- শ্রবণ-রসায়ন
কত শত কিঙ্কিণী বাজে।
গল মল সতরল (?) হার তরলতর
মৃগমদতিলক ললাটক মাঝে॥
বালক মেলি কেলি অবলোকত
বিসরল নগরলোক গৃহকাজে।
মঞ্জীর-রঞ্জিত কঞ্জ চরণে গতি
ইতি উতি পেখি জগত মন গাজে॥

১৪শ পদ। যথারাগ।

দিন দিন অপরূপ শচীর কুমার।
ত্রিজগত-তাত তাত মাত আচরু
বালককাল-উচিত ব্যবহার॥ধ্রু॥

লিখত ধরণীতল তদনু তালদল
কাদি আদি বরণাবলী আর।
জানল অলপ কলাপ আলাপন
পঞ্চ অবদে সব শবদ বিচার॥
দরশনে অবগত অভিমত কত শত
জানি পড়ল অলঙ্কার।
গঙ্গাদাস সঙ্গ পালি পিঙ্গল-আদি-
পয়োধি অবধি ভই পার॥
বেদ বিভেদ খেদ করু পড়ি
সকল নিগম ফল সার।
পাইল বিচারে সপই যশ জগজন
দীগবিজয়ী জগত জয়কার॥

১৫শ পদ। যথারাগ।

গৌরবদন সুখ- সদন সুধাময়
ঘন ঘন বৃদ্ধ পুরুষগণ হেরি।
কত কত জনম সফল মানি নিজ নিজ
তনু তনু নিছনি করত কত বেরি॥
টলমল করু নয়- নে জল ছল ছল
বিপুল পুলককুলে মণ্ডিত গাত।
কাহুক করে কর করি অবলম্বন
কোই কহত মৃদু মধুরিম বাত॥
মিশ্রতনয়ে কহ কো নিরমায়ল
হরণ শ্রবণ মন লোচন মোর।
পলক না হেরি কল্প সম লাগত
অমিয় করই ধৃতি রহই ন থোর॥
অঙ্গগন সঙ্গ ভ্রমণে বহু সুখ ইথে
পাগল বলি সবে করে পরিহাস।
সো সব বচন শ্রবণ পথে আওত
পাওত মন পুনঃ অধিক উলাস॥
ভোজন গমন শয়ন বচন ক্রমে
স্মৃতি নহু সকল হোই বিপরীত।
গৃহপরিপাটী নিপট কুটময়
আপন তনয়ে করহ নহু প্রীত॥

ঐছে বাণী ভণি বিরাম মগন পুন
অন্তরে করত অভিলাষ।
গর গর পরম- স্নেহভর ভণব কি
মূর্খ-শিরোমণি নরহরি দাস॥

১৬শ পদ। বিভাষ।

রজনী প্রভাত তেজি নিজ গৃহ
বৃদ্ধ বৃদ্ধ বর পুরুষগণে।
সুরুচির শচী অঙ্গনে সবে উপনীত
উপজত কত কত রঙ্গ মনে॥
ঠাট রহত কর- লগুড়কৃতাশ্রয়
ঘন ঘন নিরখত গৌরতনু।
চির দিবসান- স্তর অতি যতনহি
বক্ষে রতন বহু মিলল জনু॥
স্নেহ-সুবিবশ কোই কহে বিহি প্রতি
পূরণ কর মনরথ সগরে।
মদধিক হউ পর- মায়ু সতত রহু
সুন্দর ইহ নদীয়ানগরে॥
কোই কহত কর জোড়ি বিষ্ণু প্রতি
করহ কটাক্ষ মিশ্রতনয়ে।
কাহুক ·· বহি- রঙ্গ সকলে করু
প্রীতি নিরত জনু গুণ ভণয়ে॥
কোই কহত কৈ- লাসনাথ প্রতি
বৃদ্ধি করহ প্রতি অঙ্গছটা।
জগ ভরি রহুক কীর্ত্তি হউ সম্পদ
দূর করু দুর্জ্জয় অশুভ ঘটা॥
কোই কহত সর- স্বতী প্রতি পণ্ডিত
করহ অজয় জনু ন হই কদা।
কোই কহত ভগ- বতী প্রতি নরহরি
প্রাণ নিমাইক নিরখে সদা॥

১৭শ পদ। ধানশী

গৌরস্নেহভরে গর গর গাত।
মুদিত বৃদ্ধগণ নিশি পরভাত॥
নিজ নিজ পরিজনু কহল বিশেষ।
শুনইতে সো সব উলস অশেষ॥

গৌরদরশ বিনু রহই না পারি।
তেজল শেষে বাঁধিল বল ভারী॥
করই লগুড় কর কাঁপই অঙ্গ।
নিরখত নরহরি নিরুপম রঙ্গ॥

১৮শ পদ। সুহই।

শুন মোর বাণী না জানি কি হবে হইনু নিপট্ট বুড়া।
আমাদের প্রাণধন সরবস নিমাই পরাণ জুড়া॥
ওহে সদাই দেখিতে সাধ।
চলিতে শকতি নাই তেঁই দুঃখ বিধাতা করিলে বাদ॥ ধ্রু॥
পূজহ দেবতা, দ্বিজে দেহ দান, চিন্তহ সদাই হিত।
নানা উপহার পাঠাহ যতনে যাহাতে তাহার প্রীত॥
নরহরি সহ যাইয়া শচীরে শিখাহ মঙ্গলক্রিয়া।
নিমাইর বড় বিষম আঁখুটি ঘুচাবে শপথ দিয়া॥

১৯শ পদ। বিভাষ।

নিশি পরভাত সময়ে যেরূপ আনন্দ শচীর ঘরে।
শত শত যুগে সহস্রবদনে কিঞ্চিৎ বর্ণিতে নারে॥
নিজ জনে সুখ দিতে কত রঙ্গ জানয়ে গৌরচাঁদ।
বুঝিবা আঙ্গিনা মাঝেতে ফাঁদিল ভুবনমোহন ফাঁদ॥
শেজ তেজি ধাঞা ধাঞা যত জন আইসে আনন্দ করে।
সে শোভা-সায়রে ডুবে পুন ফিরে যাইতে নারয়ে ঘরে॥
অতি অপরূপ প্রীতি অনুক্ষণ উপজে সবার মনে।
ও রাঙ্গা চরণে সঁপে তনু মন দাস নরহরি ভণে॥

২০শ পদ। বিভাষ।

আহা মরি মরি গৌরাঙ্গচাঁদের চরিতে কেবা না ঝুরে।
নদীয়া নিবাসী নিশি অদরশে পরাণ ধরিতে নারে॥
শুতিয়া স্বপনে, আন নাহি জানে, মানে সরবস গোরা।
রজনীপ্রভাতে গোরা গোরা বলি জাগিয়া সে রসে ভোরা॥
বৃদ্ধ বৃদ্ধ যত পুরুষ প্রকৃতি উপমা নাহিক কারু।
কত না যতনে কেবা সিরজিল স্বভাব চরিত চারু॥
নরহরিপহুঁ নিছনি সে সব বৃদ্ধ পরিজন পাশে।
গোরা-স্নেহভরে গর গর কিছু কহে সুমধুর ভাষে॥

২১শ পদ। বিভাষ।

শুন হে সুমতি অতি নিরজনে কহিয়ে গুপত কথা।
বয়জে ব্রজ-পতি-সুত বুঝি প্রকট হইল এথা॥
নদীয়ানগরে হেন নাহি কেহ না ঝুরে উহার গুণে।
শ্রীবাস মুরারি আদি যত তারা না জীয়ে দরশ বিনে॥
শান্তিপুরবাসী অদ্বৈত তপস্বী সতত এথায় রহে।
কিবা সে মধুর গুণ যারে তারে কত না যতনে কহে॥
আহা মরি মরি হেন অপরূপ বালক হবে কি আর।
নরহরি সরবস গোরাচাঁদে করহ গলার হার॥

২২শ পদ। বিভাষ।

শুন ওহে সতি নদীয়া-বসতি সফল হইল মোর।
এ বুড়া বয়সে বিহি সকরুণ সুখের নাহিক ওর॥
এ দুটী নয়ন ভরি নিরখিল শচীর নিমাইচাঁদে।
তিল আধ তারে না দেখি বিষম সদাই পরাণ কাঁদে॥
বালাই লইয়া মরি যেন হেন না দেখি না শুনি আর।
বিবিধ বিধানে দেব আরাধিয়া মানাবে মঙ্গল তার॥
অনেক যতনে দিবে ধন গ্রহ পূজিব দৈবজ্ঞগণে।
শচীর মন্দিরে করহ মঙ্গল যাহ নরহরি সনে॥

২৩শ পদ। বিভাষ।

আজু শুভক্ষণে পোহাইল নিশি।
আনন্দে মগন নদীয়াবাসী॥
দেখিতে গৌরাঙ্গচাঁদেরে স্নেহে।
ধাঞা আইসে সব শচীর গেহে॥
আঙ্গিনার মাঝে বিলসে গোরা।
জগজনমননয়নচোরা॥
পরিকর শোভে সকল দিশে।
উডুপতি বিধু উপমা কি সে॥
কিছু স্মৃতি নাই কাহার মনে।
সবাকার আঁখি ও মুখপানে॥
নরহরি এক মুখে কি কবে।
নিজ নিজ রসে উলসে সবে॥

২৪শ পদ। যথারাগ।

অদ্বৈতঘরণী সীতা ঠাকুরাণী কেবল রসের রাশি।
অনিমিখ আঁখে, নিরিখে সুন্দর, গৌরমুখের হাসি॥
ও নব চরিত ভাবিতে ভাবিতে, হইলা পূরব পারা।
ধৈরজ ধরিতে নারয়ে যুগল নয়নে বহয়ে ধারা॥
কত কত কথা উপজয়ে চিতে স্নেহেতে আতুর মতি।
যতন করিয়া করে উপদেশ সেরূপ শচীর প্রতি॥
অশেষ আশীষ দিয়া প্রশংসয়ে সুখের নাহিক পার।
নরহরি কহে এ সব চরিত বুঝিতে শকতি কার॥

২৫শ পদ। বিভাষ।

শ্রীবাসবনিতা অতি সুচরিতা স্নেহের মূরতি যেন।
সতত লজ্জিতা সতী পতিব্রতা জগতে নাহিক হেন॥
প্রফুল্লিত তনু অনুপম আধ বসন ঝাপিয়া মুখে।
সীতার সমীপে দাঁড়াইয়া ঘন নিরিখে মনের সুখে॥
আঙ্গিনার মাঝে প্রিয় পরিকর বেষ্টিত বসিয়া গোরা।
সুন্দর-বদনচাঁদ ঝলকয়ে গাথানি সোনার পারা॥
নব নব সব কি কব মাল্যানি সে শোভা-সায়রে ভাসে।
অপরূপ প্রেম বালাই লইয়া মরু নরহরি দাসে॥

২৬শ পদ। যথারাগ।

রজনীপ্রভাতে শচীদেবী চিতে আনন্দের নাহি ওর।
ও মুখ নিরখি নারে সম্বরিতে নয়ানে বহয়ে লোর॥
সীতার চরণে ধরিয়া যতনে কহয়ে মধুর বাণী।
কেবল ভরসা তোমাদের ওগো ভাল মন্দ নাহি জানি॥
আপন জানিয়া নিমাইচাঁদেরে সতত প্রসন্ন হবা।
চির আয়ু হৈঞা সুখে থাকে যেন এই সে আশীষ দিবা॥
কেহ নাহি মোর কত নিবেদিব এ শিশু আঁখির তারা।
এই করো যেন ঘরে থাকে সদা ঘুচায়ে চঞ্চল ধারা॥
আর বলি বিশ্বরূপ মোর এই নিমাই জীবন প্রাণ।
তিল আধু যেন না হয় বিচ্ছেদ এই বর দিবে দান॥
এইরূপ কত কহিয়া তুরিতে করায় মঙ্গল নীত।
নরহরি এক মুখে কি কহিবে অতুল মায়ের প্রীত॥

২৭শ পদ। যথারাগ।

শচীর আলয় আলো হইয়াছে কি কব সুখের কথা।
বৃদ্ধা নারীগণ মনের হরিষে দাঁড়ায়ে দেখেন তথা॥
কেহ বলে ওগো কুলের প্রদীপ নিমাই গুণের রাশি।
আমাদের আঁখি সফল করিতে প্রকট হৈয়াছে আসি॥
কেহ বলে ওগো শচীর তনয় সতত কুশলে রহু।
মোর পুণ্য যত দিলাম ইহারে এড়াউক কণ্টক বহু॥
কেহ বলে ওগো ইহার লাগিয়া পূজিব কৈলাসরাজে।
চির আয়ু হৈঞা এইরূপে যেন রহয়ে নদীয়া মাঝে॥
কেহ বলে ওগো নিতি নিতি গঙ্গা পূজিয়া মাগিয়ে বর।
নিজজন লৈয়া শচীর দুলাল আনন্দে করুক ঘর॥
কেহ বলে চণ্ডী পূজিয়া মাগিব মনেতে যে আছে মেন।
ধন উপার্জ্জন লাগিয়া বিদেশে না যায় কখন যেন॥
কেহ বলে ওগো লক্ষ্মী পূজি আমি আছয়ে কারণ তার।
অনায়াসে ইহ হবে মহাধনী কভু না ঠেকিবে ভার॥
কেহ বলে ওগো আর শুন কিছু না বুঝি মনের গতি।
নিজ সুত হৈতে শতগুণ স্নেহ উপজে ইহার প্রতি॥
কেহ বলে ওগো ঘর তেয়াগিয়া আসিয়া ইহার তরে।
তিলেক ছাড়িয়া যাইতে না জানি পরাণ কেমন করে॥
কেহ বলে ওগো শচী ভাগ্যবতী অনেক সুকৃতি কৈল।
তেঁই সবা[illegible]র প্রাণধন এই নদীয়াচাঁদেরে পাইল॥
কেহ বলে ওগো যে বল সে বল বিধিরে এতেক চাই।
জনমে জনমে এ বালক যেন নৈদায় দেখিতে পাই॥
এইরূপে কত প্রেমের আবেশে কহয়ে নাহিক ওর।
নরহরি কহে এ সবার স্নেহ কহি কি শকতি মোর॥

২৮শ পদ। যথারাগ।

আজু কি আনন্দ শ্রীশচীভুবনে রজনীপ্রভাতকালে।
প্রিয়পরিকর মাঝে বিশ্বম্ভর বিলসে ভঙ্গিমা ভালে॥
যার যেই ভাব সে ভাবে ভাবিত সবারে করয়ে সুখী।
ভুবনমোহন গুণমণি হেন সুঘড় কভু না দেখি॥
বৃদ্ধ বৃদ্ধ নারী যত অতিশয় আতুর স্নেহের ভরে।
ও মুখচন্দ্রমা হেরি হেরি কেহ ধৈরজ ধরিতে নারে॥
নয়নেতে বারি বহে অনিবার মরম আনন্দমনে।
নরহরি প্রাণ গৌরাঙ্গ চরিত-পুনঃ পরস্পর ভণে॥

২৯শ পদ। বিভাষ।

নদীয়ার অতি পুণ্যবতী পতি-
ব্রতাগণের কি মনের গতি।
নিজপুত্রে মন নাই অনুক্ষণ
ভণে শচীসুতচরিত রীতি॥
নিশি শেষ দেখি শয়ন উপেখি
তিল আধ নাহি ধৈরজ বাঁধে।
নানা দ্রব্যে থারি ভরি সারি সারি
লৈয়া চলে দিতে নদীয়াচাঁদে॥
শচীর গৃহেতে প্রবেশিতে চিতে
উথলয়ে কত কৌতুকসিন্ধু।
দেখয়ে সকলে জননীর কোলে
খেলে বসি গোরা গোকুল-ইন্দু॥
জুড়ায় নয়ান নারীগণ-প্রাণ
পাইয়া কোলে করি পাসরে দেহা।
কহে নরহরি আহা মরি মরি
কিবা সিরজিল এ হেন লেহা॥

৩০শ পদ। যথারাগ।

শুন শুন প্রাণসখি তোমারে বলিয়ে গো
ধন্য এই নদীয়া বসতি।
ত্রেতায় কৌশল্যা দেবী দ্বাপরে যশোদা গো
কলিযুগে শচী ভাগ্যবতী॥
ধন্য জগন্নাথ মিশ্র জগতে বিদিত গো
যার সুপুণ্যের সীমা নাই।
তার এ গৃহিণী পতি- ব্রতা স্নেহবতী গো
যার হেন তনয় নিমাই॥
জগতজননী যেন ইহারে বলিয়ে গো
এরূপ স্বভাব আছে কার।
শিশু উপদ্রব এত সহিতে কে পারে গো
জগতে উপমা নাহি যার॥
না জানিয়ে কোন দেব অনুগ্রহ কৈল গো
তেঁই সে হইল এবে ভাল।
নহিলে এ নরহরি পরাণ নিমাই গো
বড়ই বিষম ক্ষেপা ছিল॥

৩১শ পদ। যথারাগ।

নিমাইচাঁদের কথা তোমারে বলিয়ে গো
নিমাই ক্ষেপার শিরোমণি।
এমন আখুটি আর কোথাও না দেখি গো
ধন্য যেন জনক জননী॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি গ্রহণের কালে গো
জন্মিয়া কাঁদয়ে অতিশয়।
অনেক যতনে শিশু স্তন নাহি পীয়ে গো
দেখিয়া সবারে লাগে ভয়॥
শান্তিপুরবাসী মহা- তপস্বী গোসাঞি গো
জানয়ে যে বালকের রীতি।
না জানি কেমন ছলে স্তন পিয়াইল গো
সবার হইল স্থিরমতি॥
কেউ কিছু বলে মোর মনে নাই ভয় গো
মো এই বিচার কয় চিতে।
নরহরি প্রাণধন ক্ষেপা বড়ই হবে গো
তাহার আরম্ভ জন্ম হইতে॥

৩২শ পদ। যথারাগ।

পরাণ নিমাই মোর খেপা বড় বটে গো
একদিন দেখিনু নয়ানে।
ধূলায় ধূসর তনু কিবা অপরূপ গো
হামাগুড়ি ফিরয়ে অঙ্গনে॥
সুচাঁদবদনে হাসি মা বলিয়া ডাকে গো,
অমনি আইল শচী ধাইয়া।
কোলেতে চড়িয়া অতি কাঁদিয়া বিকল গো
তা দেখি বিদরে যেন হিয়া॥
কত যত্ন করে তবু প্রবোধ না মানে গো
অঙ্গ আছাড়ায় বারে বারে।
কি হৈল কি হৈল বলি কাঁদে পুণ্যবতী গো
কেহ স্থির হইতে না পারে॥
হেনই সময়ে এক নারী অতি খেদে গো
হাতে তালি দিয়া বোলে হরি।
তা শুনি চঞ্চল-শিশু ক্রন্দন সম্বরি গো
হাসয়ে তাহার গলা ধরি॥

সবাই হরষ হৈয়া হরি হরি বলে গো
নিমাই নামিয়া কোলে হৈতে।
দাঁড়াইতে নারে তবু নাচয়ে কৌতুকে গো
হাত দিয়া জননীর হাতে॥
কি লাগি কাঁদিল কেউ বুঝিতে নারিল গো
সবাই ভাবয়ে মনে মনে।
নরহরি পরাণ নিমাই এইরূপে গো
খেপামি করিতে ভাল জানে॥

৩৩শ পদ। যথারাগ।

নিমাই চঞ্চল খেপা কিছুই না মানে গো
শুন এক দিবসের কথা।
মায়ের অঞ্চলে ধরি ফিরয়ে অঙ্গনে গো
আপনার ছায়া দেখি তথা॥
ছাড়িয়া অঞ্চল ছায়া- সহিত খেলায় গো
তাহাতে আছিল এক ফণী।
তাহার দারুণ ফণে শয়ন করিয়া গো
কি আনন্দ কিছুই না জানি॥
হায় হায় করি সবে ধাইয়া আইসে গো
পলাইতে নাগ পুনঃ ধরে।
কাঁপয়ে সকলে শচী ব্যাকুল হইয়া গো
যতনে ধরিয়া কোলে করে॥
হেনই সময়ে এক পাখী উড়ি যায় গো
কিবা সে ভঙ্গীতে তাই হেরি।
দে মোরে ধরিয়া ইহা বলি বারে বারে গো
কাঁদয়ে মায়ের গলা ধরি॥
নীলমণি হার পারা ধারা দু-নয়নে গো
ঘুচিল সে কাজরের রেখা।
ও চাঁদবদনখানি মলিন হইল গো
তাহা কিয়ে আঁখে যায় দেখা॥
কেউ কিছু কয় কারু কথায় না ভুলে গো
প্রাণ ফাটে ক্রন্দন শুনিয়া।
নরহরি প্রাণ শিশু আপনি ভুলিল গো
তেঁই যে সুস্থির হৈল হিয়া॥

৩৪শ পদ। যথারাগ।

সোণার নিমাই মোর পরাণ-পুতলি গো
হেন খেলা আছে কি জগতে।
যখন যা চায় তাহা না দিলে বিষম গো
কেহ না পারয়ে প্রবোধিতে॥
একদিন নিমাই নবনী দে বলিয়া গো
মায়ের আঁচলে ধরি কাঁদে।
প্রবোধিতে অধিক ধূলায় পড়ি যায় গো
তিলেক ধৈরজ নাহি বাঁধে॥
না জানিয়ে কোথা হৈতে নবনী আনিয়া গো
নিমাইর করেতে দিল মায়।
নবনী খাইয়া বোলে মো গোপতনয় গো
ইহা বিনু কিছু নাহি ভায়॥
চাহি মুখ পানে মোরা হাসিয়া পুছিনু গো
তুমি কোন্ গোপের ছাওয়াল।
নরহরি প্রাণশিশু শুনি পলাইল গো
লাজে শচী বলে ভাল ভাল॥

৩৫শ পদ। যথারাগ।

একদিন নির্জ্জনে নিমাই ঘরে বুলে গো
আশ্চর্য্য চরণচিহ্ন দেখি।
অতি সঙ্গোপনে শচী দেখায় চরণচিহ্ন
মিশ্র পুরন্দরে ঘরে ডাকি॥
মিশ্র পদচিহ্নে দেখি ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ আদি
মিশ্রবর ভাবে মনে মনে।
গোপালবিগ্রহ গৃহে তারি পদচিহ্ন ইহা
শচীরে বলেন সঙ্গোপনে॥
আর দিন শচী শুনে নিমাইর মুখ হৈতে
বাহির হইছে বংশীরব।
রাধা রাধা শব্দ তাতে নিরখি এহেন রঙ্গ
শচী ভয়ে হইল নীরব॥
আর দিন ভূষণের লোভে দুই চোর গো
নিমাইরে করিল হরণ।
নিমাই নিমাই বলি ফুকরিয়া শচী কাঁদে
চারি ভিতে হয় অন্বেষণ॥

এ দিকে কি ভুলে ভুলি আপনার ঘর ভাবি
দুই চোর শচীগৃহে ফিরি।
কান্ধে হৈতে শিশুরে ভূতলে নামাইয়া গো
পলাইয়া গেল ত্বরা করি॥
হারাধন পাঞা পুন সকলে হরিষ গো
অর্থ কিছু বুঝিতে নারিল।
চোরের দুর্দ্দশা দেখি মুচকি মুচকি গো
নরহরি হাসিতে লাগিল॥

৩৬শ পদ। যথারাগ।

শুনয়ে নিমাইর কথা একদিন সুখে গো
নানা দ্রব্য লৈয়া শচী মায়।
নিমাই চঞ্চল ভাল হবে এই হেতু গো
যতনে পূজয়ে দেবতায়॥
হেনই সময়ে কোথা হইতে আসিয়া গো
না দেখিতে নৈবেদ্য খাইয়া।
হাসিয়া বলয়ে মুই দেবের দেবতা গো
মোরে না পূজহ কি লাগিয়া॥
হায় হায় করি শচী দাবাড়িয়া যায় গো
মনেতে পাইয়া বড় ভয়।
ব্যাকুল হইয়া চিতে বিচার করয়ে গো
পাছে বা নিমাইয়ের কিছু হয়॥
হেথা শিশু মিশ্রের কোলেতে বসি কয় গো
মা মোরে না দেন খাইতে।
নরহরি-পরাণ নিমাইর কথা শুনি গো
বাপের আনন্দ বড় চিতে॥

৩৭শ পদ। যথারাগ।

এ মোর নিমাইচাঁদ খাইতে চাহিলে গো
তিলেক বিলম্ব যদি হয়।
ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলায় মোরে ক্রোধে গো
করয়ে অনেক অপচয়॥
যদি কিছু বলে তবে দ্বিগুণ বাড়য় গো
না ডরায় এ বাপ মায়েরে।
এ পাড়াপড়সী কেউ নিবারিতে নারে গো
একা বিশ্বরূপে ভয় করে॥
এমন বালক আর কোথাও না দেখি গো
একাকী ফিরয়ে নদীয়াতে।
অলখিতে যার তার ঘরে প্রবেশিয়া গো
নানা কর্ম্ম করয়ে হেলাতে॥
যেথানে সেথানে শিশু- গণেরে কাঁদায় গো
কি বলিব তা সবার মায়।
নরহরি প্রাণ বিশ্ব- ম্ভরের চরিতে গো
কেবা না ডরায় নদীয়ায়॥

৩৮শ পদ। যথারাগ।

একদিন নিমাই প্রবেশি গৃহমাঝে গো
করিল দুরন্তপনা কত।
মিশাইল এক সঙ্গে চাউল দাইল লুন তৈল
দধি দুগ্ধ নবনীত ঘৃত॥
নিমাইর দৌরাত্ম্য সহিতে না পারিয়া মায়
লগুড় লইয়া এক হাতে।
নিমাইর পাছে পাছে ধাইয়া চলিল, শিশু
দৌড়াইল মায়ের অগ্রেতে॥
উচ্ছিষ্ট হাঁড়ীর রাশি যেইখানে ছিল গো
নিমাই বসিল তারোপরে।
শচী কহে ছি ছি বাপ অশুচি তেজিয়া আয়
স্নান করি নিব তোরে ঘরে॥
শিশু কহে যে হাঁড়ীতে বিষ্ণুর রাঁধিলে ভোগ
সে হাঁড়ী অশুচি কি প্রকারে।
অশুচি তোমার মনে আমি দেখি শুচি সব
বল মা অশুচি কি সংসারে॥
শিশুমুখে তত্ত্বকথা শুনিয়া অবাক্ মাতা
স্নান করাইয়া লয় কোলে।
এ শিশু ত শিশু নয় বৈকুণ্ঠবিহারী হরি
পুত্র তব নরহরি বোলে॥

৩৯শ পদ। যথারাগ।

নিমাইচাঁদের এ চরিত কত কব গো
স্নানকালে সুরধুনী-তীরে।
কি নারী পুরুষ কেউ স্থির হৈতে নারে গো
তথা মহা উপদ্রব করে॥
নানা উপহার অতি যতনে লইয়া গো
দেবতা পূজিতে যেবা যায়।
তা সনে কলহ যত লেখা নাই তার গো
কিবা না করে নদীয়ায়॥
যদি কেউ কভু শচী- মিশ্রেরে জানায় গো
তখন কি বা সে সাধুরীতি।
সবাকার মনে অতি কৌতুক বাড়য় গো
দেখিলে না রহে বুদ্ধিগতি॥
যেরূপ নন্দের ঘরে কানুর ধামালি গো
সেরূপ দেখিয়ে শচী ঘরে।
নরহরি-প্রাণ নিমাই এই বুঝি সেই গো
নহিলে এরূপ কেবা করে॥

৪০শ পদ। যথারাগ।

নিমাইচাঁদের কথা অতি অপরূপ গো
এবে এ প্রসন্ন কুলদেবা।
সে সব চঞ্চল ধারা কোথায় বা গেল গো
এমন সুধীর আছে কেবা॥
নদীয়ানিবাসী আর যতেক পণ্ডিত গো
কেবা বা সমীহ নাহি করে।
শ্রীবাস মুরারি আদি যতেক বৈষ্ণব গো
কেহ সঙ্গ ছাড়িতে না পারে॥
এ মোর নিতাই প্রাণ- সম স্নেহ করে গো
কৃষ্ণ যেন করিল বলাই।
বুঝি বা হেথায় তাহা প্রকট হইল গো
এমন কোথাও দেখি নাই॥
ধন্য পুণ্যবতী শচী জগতের মাঝে গো
বুঝি এই সেই ব্রজেশ্বরী।
নিমাই নিতাই দুটী নয়নের তারা গো
এ প্রেম নিছনি নরহরি॥

৪১শ পদ। যথারাগ।

নদীয়ার যত বৃদ্ধনারীগণে।
ঐরূপ পরস্পর সবে ভণে॥
কিবা অপরূপ সবাকার রীতি।
কি দিব উপমা অতি স্নেহবতী॥
গৌরাঙ্গচাঁদের চাঁদ মুখ পানে।
চাঞা চাঞা আপনাকে ধন্য মানে॥
কত বা আশীষ করে বারে বারে।
নরহরি শুনি সে সুখে সাঁতারে॥

৪২শ পদ। বিভাষ।

পরাণ নিমাই মোর খেলা ভালবাসে গো
একদিন দেখিনু নয়নে।
ধূলায় ধূসর তনু কিবা অপরূপ গো
হামাগুড়ি ফিরে ক্ষণে ক্ষণে॥
মুছাঁদ বদনে হাসি মা বলিয়া ডাকে গো
অমনি আসিল শচী ধাঞা।
পতিত কোলেতে চড়ি কাঁদিয়া বিকল গো
তা দেখি বিদরে মোর হিয়া॥
কত যতন করি তবু প্রবোধ না মানে গো
হাসয়ে তাহার গলা ধরি।
হইলেক বিমোহিত যত নাগরিয়া গো
অপরূপ সে রূপ নেহারি॥
সবাই হরষ হৈয়া হরি হরি বোলে গো
নিমাই নামিয়া কোল হৈতে।
দাঁড়াইতে নারে তবু নাচয়ে কৌতুকে গো
হাত দিয়া জননীর হাতে॥
কি লাগি কাঁদিল কেউ বুঝিতে নারিল গো
সবাই ভাবিল মনে মনে।
নরহরি পরাণ- নিমাই এইরূপে গো
খেলান করিতে ভাল জানে॥

৪৩শ পদ। তুড়ী।

নাচে আরে বাপ বিশ্বম্ভর।
কর ভরি খাইতে দিব ননী ক্ষীর সর॥

পতিব্রতাগণ চারি পাশে।
কহে কত নিমাইচাঁদেরে মৃদুভাষে॥
হরি হরিবোল বলি বলি।
সবে মিলি সঘনে রচয়ে করতালি॥
চাহি গোরা জননীর পানে।
হরিবোল বলি নাচে বিবিধ বন্ধানে॥
কিবা চাঁদমুখে মৃদু হাসি।
ভুলায় ভুবন ঢালে সুধা রাশি রাশি॥
নয়ন চাহনি চারু ছাঁদে।
ভুজের ভঙ্গিমা দেখি কেবা স্থির বাঁধে॥
কি মধুর মধুর কিরণে।
ঝলকে অঙ্গন হেন অঙ্গের কিরণে॥
কিঙ্কিণী নূপুর বাজে ভালে।
নরহরি নিছনি চরণতল-তালে॥

৪৪শ পদ। ধানশী।

আরে মোর সোণার নিমাই।
আপনার ঘর ছাড়ি না যাবে পরের বাড়ী
বসিয়া খেলাবে এই ঠাঁই॥ধ্রু॥
শিশুগণ খেলাইতে আসিবে তোমার সাতে
এথাই রাখিবে তা সবারে।
যখন যে চাও তুমি তাহা আনি দিব আমি
কিসের অভাব মোর ঘরে॥
যদি কেহ কিছু কয় তারে দেখাইও ভয়
বাপের নিষেধ জানাইয়া।
চঞ্চল বালকমেলে বাড়ীর বাহির গেলে
মায়ে কি ধরিতে পারে হিয়া॥
তিলেক আঁখের আড়ে পরাণ না রহে ধড়ে
নরহরি জানে মোর দুখ।
মায়ের বচন ধর ঘরে বসি খেলা কর
সদা যেন দেখি চাঁদমুখ॥

৪৫শ পদ। কামোদ।

রঙ্গে নাচয়ে শচীর বালা। রূপে করয়ে ভুবন আলা॥
জিনি হেম-সরসিজ তনু। ধূলি ধূসর পরাগ জনু॥
বেশ ভূষণ শোভয়ে ভাল। হরি বলি দেই করতাল॥
মৃদু হাসয়ে মধুর ছাঁদে। তাহে কেবা ধৈরজ বাঁধে॥
চারিদিকে কি কৌতুকে চায়। কর ভরি সর দেয়ত মায়॥
ভঙ্গী করি ঘন ঘন ঘুমে। ধটী অঞ্চল লোটায় ভূমে॥
কটি কিঙ্কিণী সুচারু ছটা। তায় ঝিনি-নি শবদ ছটা॥
বাজে ঝুনুঝুনু নূপুর পায়। নরহরি সে নিছনি তায়॥

৪৬শ পদ। মঙ্গল।

আজি আঙ্গিনা পর নদীয়া-বালক সঙ্গে
রঙ্গে খেলত শচীবালা।
নখত-নিকর মাঝে এক শশী রাজে
করত দিক উজলা॥
বিবিধ খেলনা লেই সকল মিলি
খেলত বিবিধ খেলা।
সবহু বদনে হাস বিকশিত
জনু এক সঙ্গে বহু পদমক মেলা॥
সো খেলা দরশনে গর গর অন্তর
আনন্দে শচী উতরোল।
দণ্ডে শতবেরি চুমে বদনচাঁদ
বিশ্বম্ভরে করি কোল॥
বসন অঞ্চলে শ্রমজল মুছি
শ্রীঅঙ্গে করত বাতাস।
করে চামর লেই পাশে ঠারি রহু
পামর নরহরি দাস॥

৪৭শ পদ। পাহিড়া।

শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি॥
বাঘনখ গলে দোলে বুক ভাসি যায় লোলে
চাঁদমুখে হাসির বিজুলি।
ধূলামাখা সর্ব্ব গায় সহিতে কি পারে মায়
বুকের উপরে লয় তুলি॥

কাঁদিয়া আকুল তাতে নামে গোরা কোল হৈতে
পুন ভূমে দেয় গড়াগড়ি।
হাসিয়া মুরারি বোলে এ নহে কোলের ছেলে
সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি॥

৪৮শ পদ। কামোদ।

শচীর দুলাল মনোরঙ্গে। খেলে সমবয় শিশু সঙ্গে॥
মাঝে গোরা শিশু চারি পাশে। নাচে আর মৃদু মৃদু হাসে॥
হাতে হাতে করে ধরাধরি। তালে তালে নাচে ঘুরি ঘুরি॥
ক্ষণে ঘন দেয় করতালি। ক্ষণে কেহ কহে ভালি ভালি॥
গোরা যবে বলে হরি হরি। শিশুগণ বলে সঙ্গে হরি॥
ঘন ঘন হরিবোল শুনি। কাঁপে কলি পরমাদ গুণি॥
মুরারি আনন্দে ভরপূর। পাপের রাজত্ব হৈল দূর॥

৪৯শ পদ। বিভাষ।

ও মোর জীবন-সরবস ধন সোণার নিমাইচাঁদ।
আধ তিল খন, ও চাঁদ বদন না দেখি পরাণ কাঁদ॥
অরুণকিরণ হৈল পরসন্ন উঠহ শয়ন সনে।
বাহির হইয়া, মুখ পাখালিয়া মিলহ সঙ্গিয়াগণে॥
গদ গদ কথা, কহি শচী মাতা, হাত বুলাইয়া গায়।
শুনি গৌরহরি আলস সম্বরি উঠিয়া দেখয় মায়॥
পাখালি বদন করিলা গমন সব সহচর সঙ্গে।
জগন্নাথ চির দিনে আশ দেখিতে ও রস রঙ্গে॥

৫০শ পদ। বিভাষ—দশকুশি।

দেখ দেখ আসি যত নৈদাবাসী, আমার গৌরাঙ্গচাঁদে।
বিহানে উঠিয়া অঞ্চলে ধরিয়া ননী দে বলিয়া কাঁদে॥
নহি গোয়ালিনী কোথা পাব ননী একি বিষম হৈল মোরে।
শুনেছি পুরাণে নন্দের ভবনে সেই সে আমার ঘরে॥
এ কি অদভুত অতি বিপরীত আমার গৌরাঙ্গ রায়।
আঙ্গিনায় দাঁড়াঞা ত্রিভঙ্গ হইয়া মধুর মুরলী বায়॥
আর একুদিনে খেলে শিশু সনে নয়নে গলয়ে লোর।
কহয়ে লোচনে, শচীর ভবনে, বাসনা পূরল মোর॥

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

(কর্ণবেধ ও বিবাহ)

১ম পদ। ধানশী।

আজু কি আনন্দময় লোকগতি অতিশয়
শোভাময় শচীর ভবনে।
সবার পরাণ-জুড়া নিমাইচাঁদের চূড়া-
কর্ম্ম কি অপূর্ব্ব শুভক্ষণে॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে সাজাইয়া বিশ্বম্ভরে
বসাইয়া দিব্যাসনোপরি।
যে বেদবিহিত আর লোকরীতি যে প্রকার
তাহা মিশ্র করে যত্ন করি॥
আসিয়া নাপিত আর্য্য সাধিয়া সে নিজ কার্য্য
কর্ণমূলে পীত সূত্র দিতে।
নারীগণ জয়কারে কে না জয়ধ্বনি করে
ব্যাপিল মঙ্গল পৃথিবীতে॥
বিপ্রে করে বেদপাঠ বর্ণয়ে কবিত্ব ভাট
বাদক বিবিধ বাদ্য বায়।
নাচয়ে নর্ত্তক যত নরহরি করে কত
গায়কে নির্ম্মল যশ গায়॥

২য় পদ। বেলাবলী।

আজু নিরুপম গৌরচন্দ্র-চূড়া,
বেদবিহিত মঙ্গল লোক ভীড় ভবনে।
শ্রীনবদ্বীপ-বধূবৃন্দ, রীতি অতুল
উলু লু লু লু লু লু দেত কি উলাস শ্রবণে॥
ভূসুরসমাজ ভ্রাজত ভূরি ভঙ্গি
বেদধ্বনি সুমধুর হৃদি মোদ ভরঈ।
সূত মাগধ বন্দী রচয়ে নব চরিতচয়
শ্রবণ পঙ্কগত জগত চিত্ত হরঈ॥
বাদক মৃদঙ্গাদিবাদ্য প্রভেদ ভবি
ধাধা ধিলঙ্গ ধিকিতক ধিম্নিনা।
গায়ত সুছন্দ গুণিগণ নটত নট্ট উঘটত
তত্তথৈ থৈ তি অই তিম্নিনা॥

পুলককুলবলিত উৎসাহময় মিশ্রবর
বিতরি বহু দ্রব্য যাচক সকলে তোষঈ।
নরহরি কি ভণব শোভা ভূরি নিরখি
সুরগণ মগন গগনে জয় জয় সঘনে ঘোষঈ॥

৩য় পদ। কামোদ।

কি আনন্দ নদীয়ানগরে।
শ্রীশচীদেবীর পুত্র ধরিবেন যজ্ঞসূত্র
এই কথা প্রতি ঘরে ঘরে॥ ধ্রু॥
স্নেহেতে বিহ্বল হৈঞা কেবা না চলয়ে ধাঞা
নানা দ্রব্য লঞা মিশ্রালয়ে।
নিরুপম মিশ্রালয় লোকভীড় অতিশয়
সে শোভায় কেবা না ভুলয়ে॥
মিশ্র মহা হর্ষ হঞা করে বেদমত ক্রিয়া
যজ্ঞসূত্র দেই গোরাচাঁদে।
গৌরমূর্ত্তি মনোহর পরিধান রক্তাম্বর
হাতে দিব্য দণ্ড ঝুলি কাঁধে॥
প্রভু ভিক্ষা করে রঙ্গে দেখি দেবনারী সঙ্গে
মানুষে মিশায় ভিক্ষা দিতে।
প্রভুপ্রিয়গণ যারা কত না কৌতুকে তারা
ভিক্ষা দেই প্রভুর ঝুলিতে॥
মঙ্গল বিধান যত কে তাহা কহিবে কত
কিবা স্ত্রীগণের জয়কার।
বিপ্রে বেদধ্বনি করে শুনি কে ধৈরজ ধরে
ভাটগণে কহে কায়বার॥
জয় জয় কলরব ব্যাপিল সে দিশা সব
নৃত্য গীত বাদ্য নানা ভাতি।
দস নরহরি ভণে যাচক উচিত দানে
ভণয়ে সুযশ সুখে মাতি॥

৪র্থ পদ। ধানশী।

জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে। বাজে বাদ্য মঙ্গল বিধানে॥
নারীগণে দেই জয়কার। ভাটগণে পড়ে কায়বার॥
শুভক্ষণে শচীর নন্দন। যজ্ঞসূত্র করয়ে ধারণ॥ ধ্রু॥
যজ্ঞসূত্র উপমা কি আনে। সূক্ষ্মরূপে অনন্ত আপনে॥
কেশহীন মস্তক-মাধুরী। কার বা না করে চিত চুরি॥
রক্তবাস পরিধেয় ভালো। রূপে দশদিশা করে আলো॥
চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ সমাজ। তার মাঝে গোরা দ্বিজরাজ॥
হাতে দিব্য দণ্ড ঝুলি কাঁধে। তা দেখি ধৈরজ কেবা বাঁধে॥
বামন আবেশ বেশ শোহে। ভঙ্গীতে ভুবনমন মোহে॥
হাসি মৃদু সুমধুর ভাষে। ভিক্ষা মাগে ভকতের পাশে॥
সবে চাহে প্রাণ ভিক্ষা দিতে। যে দেই তাহা না ভায় চিতে॥
দেবনারী মানুষে মিশাই। ভিক্ষা দেন চাঁদমুখ চাই॥
কেবা বা না নিছয়ে জীবন। জয়ধ্বনি করে সর্ব্বজন॥
ভণে ঘনশ্যাম মিশ্রালয়ে। সুখের সমুদ্র উথলয়ে॥

৫ম পদ। সুহই।

গৌরসুন্দর পরম শুভক্ষণে ধরল যজ্ঞোপবীত।
বেদবিহিত ক্রিয়ানিপুণ, শচী মিশ্র নিরুপম রীত॥
বিবিধ মঙ্গল হোত কুলবধূ উলু লু লু লু লু লু দেত।
ভাটগণ ভণ সুযশ শুভ শোভা সুদিঠি ভরি লেত॥
গান করু নবতাল গুণী মুরজাদি বায়ত সুরঙ্গ।
নৃত্য কৃত নর্ত্তক উথটি ঘন ধাধি ধিকধ ধিলঙ্গ॥
দেবগণ-মন মগন অতিশয় নিরখি ললিত বিলাস।
ভুবন ভরি জয় জয় ধ্বনি নিছনি নরহরি দাস॥

৬ষ্ঠ পদ। তুড়ী।

কে কে আগে যাইবে গো গোরাগুণ গাইবে গো
চল যাই পানি সহিবারে।
হিয়া উথলে আনন্দ-হিলোলে
চিত কেবা পারে ধরিবারে॥
কেহ পট্টবিনাসিনী কেহ পীতবাসে।
ঢুলিতে ঢুলিতে যাব গোরা অঙ্গের বাতাসে॥
শচীরে করিয়া আগে যাব পাছে পাছে।
আসিতে যাইতে দাণ্ডাইব গোরা কাছে॥
সুগন্ধি চন্দনমালা ঢাকি লেহ করে।
গোরা অঙ্গ পরশ করিব সেই ছলে॥
কর্পূর তাম্বূল লহ যত্ন করি তাতে।
করে কর ধরি গোরার দিব হাতে হাতে॥
আয়ো আয়ো মিলি করে কৌতুক রঙ্গ সে।
পানি সহিবার কথা গায় লোচন দাসে॥

৭ম পদ। বরাড়ী।

হর্ষমনে বিশ্বম্ভর গেল পণ্ডিতের ঘর
সনাতন আনন্দে অধীর।
পাদ্য অর্ঘ্য লঞা করে গেলা বর আনিবারে
ধন্য ধন্য শচীর কোঙর॥
তবে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বিশ্বম্ভর থুইল লঞা
দাণ্ডাইয়া ছাওনা ভিতর।
সর্ব্বলোকে হরি বোলে শত শত দীপ জ্বলে
তাহে জিনে গোরা কলেবর॥
উলসিত আয়োগণ হুলাহুলি ঘন ঘন
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে।
আর আয়োগণ মিলি সবে পাট শাটী পরি
প্রভু প্রদক্ষিণ হেতু সাজে॥
নিরঞ্জন সজ্জ করে আয়োগণ আগুসারে
আগুসরি কন্যার জননী।
তার ভূমেতে না পড়ে পা উলসিত সব গা
দেখি বিশ্বম্ভর গুণমণি॥
একে আয়োরূপ জ্বলে রতন-প্রদীপ করে
তাহে প্রভু-অঙ্গের কিরণে।
সেই শ্রীঅঙ্গগন্ধে আয়োগণ উন্মাদে
হিয়া রাখে অনেক যতনে॥
সাত প্রদক্ষিণ হৈয়া বিশ্বম্ভর উরখিয়া
দধি ঢালে চরণ উপরে।
ঘরে চলিবার বেলে গৌরমুখ নেহালে
এ লোচন পালটিতে নারে॥

৮ম পদ। বিহাগড়া।

ধনি ধনি ধনি নদীয়া নগরে আনন্দ-সাগর নিতি।
বিশ্বম্ভর বিয়া, চল দেখি গিয়া, গাব সুমঙ্গল গীতি॥
কোন রামা পরে নেতের কাঁচুলি কানড় ছাঁদে বাঁধে খোপা।
কেহ পাটশাড়ী পরে বাহু নাড়ি কর্ণে গন্ধরাজ চাঁপা॥
গজেন্দ্রগমনে চলনেতে জিনে কুরঙ্গদিঠে চাহে বাঁকা।
কুঞ্চিত ভুরুর ভঙ্গিমা বা কত, জনু ইন্দ্রধনু আঁকা॥
অঞ্জনে রঞ্জিত খঞ্জন নয়ন চঞ্চল তাহে কাজোর।
মায়ারূপ ফাঁদে পড়িল আটকি অমনি হইল ভোর॥
নগরে নগরে যতেক নাগরী চলিল সে ধ্বনি শুনিয়া।
চিকুরে চিরুণী চলিল তরুণী চীর না সম্বরে তুলিয়া॥
নবীন যুবতী ছাড়ি সতীমতি পতিকুল বন্ধুজন।
বসন ভূষণ নাহি সম্বরণ যেন উনমত মন॥
থির বিজুরী যেমন এমন গমন মরালবধূ।
কেহ সারি সারি, করে কর ধরি, যেমন শারদ বিধু॥
রমণী পুরুষ ধায় এক মুখে কেহ কারে নাহি মানে।
ঠেলাঠেলি পথ ধায় উনমত দেখিতে গৌর বয়ানে॥
বালবৃদ্ধ অন্ধ জড় পঙ্গু আদি অঙ্গুলি দেখায় সাবে।
কেহ কেহ বধূ-করে কর দিয়া ধায় স্থির নাহি বাঁধে॥
মদনবেদন চলন দেখিয়া বিকল হইল নারী।
পশুপাখী সব গৌরাঙ্গ দেখিয়া রহে সবে সারি সারি॥
বয়স্থ-বেষ্টিত দিব্য অলঙ্কৃত মুকুট শোভে ললাটে।
লোচন বলে হেরি, ভুলল নাগরী, হৃদয়-মুকুল ফুটে॥

৯ম পদ। বিহাগড়া।

আলো সই নাগরে দেখিয়া বাসরঘরে।
মন উচাটন প্রাণ ছন ছন চিত যে কেমন করে॥ ধ্রু॥
গৌরাঙ্গচাঁদের অঙ্গেতে হলুদ দিতে সই গিয়াছিনু।
সে রূপের আগে, হলুদ মলিন, রূপয়ে ঝুরিয়া মনু॥
মনু মনু মনু গো সখি হেরিয়া গৌরাঙ্গরূপে।
সাধ হয় হেন মনে হই পুনঃ এ বয়েস দি সব সঁপে॥
অঙ্গের সৌরভে আকুল করিল কি তার পুণ্যের জোর।
জনম সফল হইবে যখন নাগর করিবে কোর॥
আঁখির ভঙ্গিমা দিতে নারি সীমা কেমন কেমন বাঁকা।
পিরীতি ছানিয়া কে থুইল তাতে, চাহনি পিরীতি মাখা॥
ত্রিলোচন বলে, আলো দিদি শুন, হিয়াটী কর লো দড়।
পরের নাগরে পরাণ সঁপিলে কলঙ্ক হইবে বড়॥

১০ম পদ। কামোদ।

বল্লভদুহিতা লক্ষ্মী সুচরিতা সখীতে বেষ্টিত হৈয়া।
স্নান করিবারে চলে গঙ্গাতীরে চকিত চৌদিকে চাইয়া॥
গৌরাঙ্গচাঁদেরে দেখি কিছু দূরে উথলে নিগূঢ় লেহা।
সে রূপমাধুরী সুধা পান করি, ধরিতে না রহে থেহা॥
গোরাগুণমণি নিজপ্রিয়া চিনি, চাহয়ে লক্ষ্মীর পানে।
জিনি কাঁচাসোনা লক্ষ্মীতনু জেনা প্রবেশে মরম থানে॥

দোহে দিঠিকোণে মিলে সুসন্ধানে আনে না জানিতে পারে।
নরহরি পহুঁ হাসি লহু লহু, আনন্দে চলিল ঘরে॥

১১শ পদ। ধানশী।

কি আনন্দ নদীয়া-নগরে।
নিমাইর বিবাহকথা প্রতি ঘরে ঘরে॥
কি নারী পুরুষ নদীয়ার।
বিবাহ দেখিতে হিয়া উথলে সবার॥
ভাটগণ চলয়ে ধাইয়া।
পাইব অনেক ধন মনে বিচারিয়া॥
নর্ত্তক বাদক আদি যত।
করে ধাওয়া ধাই কত করি মনোরথ॥
চলয়ে গণকগণ ধাঞা।
করাইব বিবাহ অপূর্ব্ব লগ্ন পাঞা॥
মালিগণ চলয়ে উল্লাসে।
নানা পুষ্পহার লঞা শ্রীশচী আবাসে॥
এক মুখে কহিবে কে কত।
দরিদ্র যাচক তারা চলে শত শত॥
নরহরি-মনে এই আশ।
দেখিব দু আঁখি ভরি বিবাহ-বিলাস॥

১২শ পদ। ধানশী।

নদীয়ার নববধূ সব বিরলেতে কহে মধুর হাসি।
ধন্য মোরা মেন দেখিব এহেন
বিবাহ সে সুখ-সায়রে ভাসি॥
কেহ কহে আর্য্য বল্লভ আচার্য্য
ভার্য্যা তার পতিব্রতা সুরীতি।
হেন লয় চিতে পূরব-পুণ্যেতে
পাবে এ জামাতা দুর্ল্লভ অতি॥
কেহ কহে ধন্যা বল্লভের কন্যা
লক্ষ্মী রূপবতী লখিমী যেন।
হেন ভাগ্যবতী কে আছে এমতি
পাবে পতি জিনি মদন যেন॥
কেহ কয় ভালি কৈলে ঘটকালি
বনমালী কত আনন্দ পাঞা।
অধিবাস আজি চল চল সাজি
নরহরি আসি গেলেন কৈঞা॥

১৩শ পদ। ধানশী।

শ্রীশচী-আলয় অতি শোভাময়
উথলিবে তাহে আনন্দ-সিন্ধু।
অধিবাস আজি বিলসিব সাজি
সুখময় গোরা গোকুল-ইন্দু॥
এত কহি চিতে নারে স্থির হৈতে
চাহি চারি ভিতে কুলের বালা।
উপমা কি মেন ঘর হৈতে যেন
বাইর হলো চারু চাঁদের মালা॥
বিচিত্র বসন শোহে আভরণ
প্রতি অঙ্গে বেশ বিন্যাস ভাল।
নানা ভঙ্গী করি চলে সারি সারি
নদীয়ার পথ করি আলো॥
কত অভিলাষে গিয়া আই পাশে
প্রণমিতে কত আদরে আই।
নরহরি নাথে পাঞা আঙ্গিনাতে
জুড়াইল হিয়া সে মুখ চাই॥

১৪শ পদ। কামোদ।

শোভাময় শচীর অঙ্গনে।
চতুর্দ্দিকে বেদধ্বনি করে বিপ্রগণে॥
আজু কি আনন্দ পরকাশ।
শুভক্ষণে নিমাইচাঁদের অধিবাস॥ ধ্রু॥
গন্ধমাল্য দেই আত্মগণে।
দিশা আলো করে গোরা-অঙ্গের কিরণে॥
সভামধ্যে গোরা দ্বিজমণি।
বিলাসয়ে কত না অর্ব্বুদ কাম জিনি॥
বারেক যে চায় গোরা পানে।
না ধরে ধৈরজ সে আপনা নাহি জানে॥
যে জন আইল অধিবাসে।
গন্ধ-চন্দনাদি দিয়া সবে পরিতোষে॥
বিধিমতে করি অধিবাস।
বল্লভ আচার্য্য গেলা আপন আবাস॥
কহিতে সুখের অন্ত নাই।
আইহো শুইহো লঞা শুভ কর্ম্ম করে আই॥

নারীগণে দেই জজ্জকার।
ভাটগণে করয়ে মঙ্গল কায়বার॥
নৃত্য গীত বাদ্য নানা ভাতি।
উপমা দিবার নাই কাহার শকতি॥
কেবা না বলয়ে ভাল ভাল।
জগ ভরি জয় জয় শবদ রসাল॥
মানুষে মিশায়ে দেবগণে।
দেখি অধিবাসরঙ্গ নরহরি ভণে॥

১৫শ পদ। ধানশী।

আজু স্নেহেতে বিহ্বোল হৈয়া।
বল্লভ আচার্য্য অধিবাস কার্য্য
করে আত্মবিপ্রবর্গেরে লইয়া॥ ধ্রু॥
কত সাধে মায় লখিমী কন্যায়
পরাইয়া বাস ভূষণ ভালি।
সুচারু অঙ্গনে দিব্য সিংহাসনে
বসাইয়া সুখে ভাসয়ে আলী॥
শুভ ক্ষণে দিতে গন্ধমালা চিতে
উলসিত বাড়ে অঙ্গের ছটা।
থির নহে চিত দেখে অলখিত
চারিভিতে দেবরমণী ঘটা॥
শঙ্খ ঘণ্টা আদি বাদ্য নানাবিধি
নৃত্য গীত শুভ ভাটেতে ভণে।
নারী জয়কারে ধৃতি ধরিবারে
নারে নরহরি নিছনি মেনে॥

১৬শ পদ। কামোদ।

অধিবাস নিশি পোহাইলে।
বিবাহের কার্য্য যত করয়ে সকলে॥
বিপ্রগণে হইয়া বেষ্টিত।
নিমাই করেন ক্রিয়া যে বেদবিহিত॥
লোক ভীড় কহিল না হয়।
লেহ দেহ বাক্য কোলাহল অতিশয়॥
বাজে নানা বাদ্য নিরন্তর।
গায়কগণেতে গান করে পূর্ব্বাপর॥
ভাটগণে পড়ে কায়বার।
নারীগণে দেই সুমধুর জজ্জকার॥
সবার উল্লাস স্ত্রী-আচারে।
নরহরি ভাসে সেনা সুখের সায়রে॥

১৭শ পদ। কামোদ।

কুলবধূগণ উলসিত মন
পানি সহিবারে সাজয়ে রঙ্গে।
গোরা-মুখশশী হেরি হেরি হাসি
উলু লুলু দেই পুলক অঙ্গে॥
চলে ঘরে হৈতে কত উঠে চিতে
গৌর-বিধু-অঙ্গ-সৌরভে মাতি।
অথির অন্তর ভাবে গর গর
আঁখি কোণে ভঙ্গী কত না ভাতি॥
পরস্পর কত কহে অবেকত
কে না নিছে তনু রঙ্গিণী রীতে।
বাসভূষা বেশে ধৈরজ বিনাশে
কে পারে সে শোভা উপমা দিতে॥
নূপুর কিঙ্কিণী নানা বাদ্যধ্বনি
কি মধুর কহি না আসে মুখে।
পানি সাঘি শেষে ভবনে প্রবেশে
নরহরি হিয়া উথলে সুখে॥

১৮শ পদ। কামোদ।

কিবা শ্রীশচী-ভবন মাঝে।
বিবিধ মঙ্গল কলরবে সবে ভ্রময়ে বিবাহ কাজে॥ ধ্রু॥
সে যে গোরা গোকুলের ইন্দু।
বিবাহ বিহিত স্থানে অতিশয় উথলে আনন্দসিন্ধু॥
কুলবধূ সুমধুর ছাঁদে।
সুচারুকুন্তলে তৈল দিব বলে,বারে বারে আউলাঞা বাঁধে॥
কেহ হলদি মাথায় গায়।
হলদি মলিন হেরি হাসে সবে, পরাণ নিছয়ে তায়॥
কেহ গন্ধদ্রব্য দেই অঙ্গে।
সে না অঙ্গগন্ধে গন্ধমদ হরে, উপমা দিব কি সঙ্গে॥
অভিষেক কৈল গঙ্গাজলে।
নরহরি পানি-তোলা লইয়া.তনু পোছয়ে কৌতুক ছলে॥

১৯শ পদ। কামোদ।

আজু কত না আনন্দ মনে।
বসিয়া আসনে, বিশ্বম্ভর-বেশ, রচয়ে বয়স্যগণে॥
গন্ধ চন্দন চরচে গায়।
বিরচয়ে চারু ললাট-তিলক, কেবা না ভুলয় তায়॥
বাঁধি চাঁচর চিকুর ভালে।
মনের উল্লাসে মধুর ছাঁদে, বেড়য়ে মালতীমালে॥
কাণে কুণ্ডল অর্পণ করে।
ঝলকয়ে গণ্ড-তটে গণ্ডযুগ দর্পণ-দরপ হরে॥
গলে দেই মণিময় হার।
পরিসর বুকে দোলে সুললিত কে দিবে উপমা তার॥
বাহু অঙ্গদ বলয়া করে।
অঙ্গুলে অঙ্গুরি সোঁপি মুখপানে, চাহিলা ধৈরজ ধরে॥
সিংহ জিনি মাঝাখানি ক্ষীণ।
সোণার শিকলি সাজাইতে আঁখি হইল নিমিযহীন॥
বেশ-বিন্যাস ভুবন লোভা।
রক্তপ্রান্ত বাস পরাইয়া নরহরি নিরখয়ে শোভা॥

২০শ পদ। কামোদ।

বেশ বনাইয়া সহচরে।
শশী সম, সুবর্ণদর্পণ দেই করে॥ ধ্রু॥
নিমাইচাঁদের বেশ দেখি।
আনের কি দেবেও ফিরাইতে নারে আঁখি॥
নিজ সখী সহ শচী আই।
করয়ে মঙ্গল কত পুত্র-মুখ চাই॥
নব বধূগণ দূরে রৈয়া।
না ধরে ধৈরজ গোরাচাঁদ পানে চাঞা॥
উলু লুলু দেয় নারীগণে।
বিবাহ বিনোদ কথা ভরিল ভুবনে॥
প্রণমিয়া জননীর পায়।
বিবাহ করিতে যাত্রা করে গৌর রায়॥
বেদধ্বনি করে বিপ্রগণে।
বাজে নানাবাদ্য শব্দ ভেদয়ে গগনে॥
কৌতুক কহিতে কেবা পারে।
নরহরি সাঁতারয়ে সে সুখপাথারে॥

২১শ পদ। ভূপালী।

আজু গোধূলি সময় শুভক্ষণ, গৌর গুণমণি ভুবন-মোহন,
বেশ বিরচিত বিবাহ-বিহিত সুমুহুল তনুছবি ছলকায়।
কোটি মনমথ-গরব-ভঞ্জন কঞ্জ দিঠি জন-হৃদয়-রঞ্জন
চাহি দিশ চহু, হাসি লহু লহু, চড়ত চৌদল ঝলকায়॥
চলত বল্লভ-ভবন ভূসুর বেঢ়ি গতি অতি মন্দ সুমধুর
বন্দীগণ ভূরি মঙ্গল ভণ, ভুবন ভরু জয় জয় ধ্বনি।
নটত নটগণ উঘটি থৈতত থোঙ্গ থোঙ্গিন গানরত কত
বিরচি রুচির চরিত্র সুরসাঞ, সরস রস বরষত গুণী॥
বাদ্য কত কত ভাতি বায়ত বাদ্য পাঠ অভঙ্গ ভায়ত
সুঘর বাদক-বৃন্দ, বাদ্য-সমুদ্র মথি জনু সন্তরে।
গগনে সুরগণ মগন অতিশয় সঘনে অনিমিখ নয়নে নিরখয়
বিপুল পুলক অলক্ষ ক্ষিতি উতরত,কি কৌতুক অন্তরে॥
নারী পুরুষ অসংখ্য ধায়ত প্রসর পথ নিরুপম সুহায়ত
দীপ শত শত উজোর যামিনীনাথ-কর পরকাশই।
ধরণী অধিক উছাহে প্রফুল্লিত জাহ্নবী-জল ভেল উছলিত
দাস নরহরি কহব কিয়ে পশু পাখী সব সুখে ভাসই॥

২২শ পদ। ভূপালী।

গোরাচাঁদের বিবাহ দেখিবারে।
কত না মনের সাধে ধায় নদীয়ার নববধূগণ,
ধৈরজ ধরিতে কেউ নারে॥ ধ্রু॥
নিরুপম বেশ বাস, ভূষণে ভূষিত তনু,
ঝলমল করে সে ভঙ্গিমা শোহে ভালো।
চলিতে বাজয়ে কটি কিঙ্কিণী নূপুর পদে,
সুমধুর গমন করয় পথ আলো॥
সে রস আবেশে পরস্পর কত কয় কিবা সুললিত
বেশর দোলয়ে নাসামূলে।
ঘুণ্টে আবৃত মঞ্জুমুখে মৃদু মৃদু হাসি হাসি ছটা,
ঘটায় কেবা বা নাহি ভুলে॥
অঞ্জনে রঞ্জিত মনরঞ্জন খঞ্জনপাখী জিনি,
মঞ্জুনয়ন চাহনি চারি ভিতে।

নরহরি পরাণনাথেরে নিরখিয়া হিয়া উথলয়ে,
বল্লভ ভবন প্রবেশিতে ॥

২৩শ পদ। কামোদ।

বল্লভভবনে গোরা রায়।
বল্লভ মিশ্রের মহা আনন্দ বাঢ়ায় ॥
বল্লভ হইয়া উল্লসিত।
করায় মঙ্গল কার্য্য বিবাহবিহিত ॥
বিশ্বম্ভর সরস হিয়ায়।
দাঁড়াইলা পিড়ির উপরে ছোড়লায় ॥১
অঙ্গের ভঙ্গীতে প্রাণ হরে।
রূপের ছটায় দশ দিক্ আলো করে ॥
চাঁদমুখে উপমা কি দিতে।
অমিয়া-গরব নাশে ঈষৎ হাসিতে ॥
নয়ন চাহনি চারু ছাঁদে।
যার পানে চায় সে ধৈরজ নাহি বাঁধে ॥
মকর কুণ্ডল শ্রুতিমূলে।
চাচর কেশের বেশে কেবা নাহি ভুলে ॥
অঙ্গদ বলয় ভাল সাজে।
শোভা দেখি কত না মদন মরে লাজে ॥
এহেন বরেরে উরুথিতে২।
কন্যার জননী চলে আয়োগণ সাতে ॥
সে শোভা কহিতে কেবা পারে।
সপ্ত দীপ হাতে সপ্ত প্রদক্ষিণ করে ॥
পরম অদ্ভুত স্ত্রী-আচার।
বর উরথিয়া ঘরে গমন সবার ॥
বল্লভ আচার্য্য ভাগ্যবান্।
আনাইলা কন্যায় করিতে কন্যাদান ॥
বসাইলা দিব্য সিংহাসনে।
হইল উজ্জ্বল মহা অঙ্গের কিরণে ॥
অতি সুকোমল তনুখানি।
হাসি-মাখা বদন পূর্ণিমাচাঁদ জিনি ॥
পরিধেয় বিচিত্র বসন।
ঝলমল করে নানা রত্ন আভরণ ॥
হেন কন্যা বিবিধ বিধানে।
করিল প্রদান মিশ্র শচীর নন্দনে ॥
বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি।
উলু লু লু দেই যত কুলের কামিনী ॥
বাজে বাদ্য বিবিধ প্রকার।
নাচয়ে নর্ত্তক ভাট পড়ে কায়বার ॥
দেবগণ বিমানে চড়িয়া।
বরিষে কুসুম অলখিতে জয় দিয়া ॥
ভুবন ব্যাপিল মহা সুখে।
নরহরি কত না কহিব এক মুখে ॥

২৪শ পদ। ভূপালী।

গোরা গুণমণি প্রাণপ্রিয়া সহ
বিলসয়ে শেজে বাসরঘরে।
কুলবধূগণ ঘন ঘন করু
গতাগতি কত কৌতুক ভরে ॥
কেহ নানা ছল করি পরিহাস
করে হাসি হাসি মনের সুখে।
কেহ গোরা-কর- কমলে তাম্বুল
দিয়া কহে দেহ লক্ষ্মীর মুখে ॥
কেহ গোরা-বিধু- বদনে তাম্বুল
দিতে দিতে বহু বাঢ়য়ে প্রীতি।
কেহ পরশের সাধে বাঁধে কেশ
আউলাইতে নারে ধরিতে ধৃতি ॥
কেহ বিশ্বম্ভর- কোলে লখিমীরে
বসাইয়া চারু ভঙ্গীতে চাহে।
ভণে নরহরি বাসরে যে রস
উথলয়ে নাহি উপমা তাহে ॥

২৫শ পদ। তোড়ি।

গোরাচাঁদের বিবাহ পরদিনে।
কত আনন্দ উথলে তায় রজনী বিহানে ॥
কুলবধূগণ চারি দিকে ধায়।
দেখি বর-কন্যাশোভা সবে নয়ন জুড়ায় ॥

১। কলিকাতা প্রদেশে ইহারে "ছাদ্‌নাতলা" বলে।
২। হুলুধ্বনি দূর্ব্বাধান ইত্যাদি মঙ্গলদ্রব্য লইয়া বরকে পাকী হইতে উঠাইতে। কোন কোন দেশে ইহাকে "আগন বরণ" কহে। —"আগিয়া বরিয়া বর লৈয়া গেল ঘরে।"

কিবা বল্লভঘরণী ভাগ্যবতী।
পাইয়া জামাতারত্ন না জানয়ে আছে কতি ॥
মিশ্র বল্লভ উদার অতিশয়।
নিজ জামাতা মঙ্গল হেতু কিবা না করয় ॥
ভালে বল্লভ-জামাতা গৌরহরি।
হর্ষ হইলেন বিবাহবিহিত কর্ম্ম করি ॥
কৈল কার্য্য সমাধান সুবিধানে।
নরহরি কহে বল্লভে প্রশংসে দেবগণে ॥

২৬শ পদ। তোড়ি।

গৌর গোকুলচন্দ্র চলু নিজ গেহে নিশি পরভাত।
বিরলে বল্লভ স্নেহে কহি কত, কহল লখিমীকি বাত ॥
হেরি পথ যত নারী ধৈরজ না ধরই, ঝরই নয়ান।
লখিমী সহচরী জানে লখিমীক নাথ, করব পয়ান ॥
শঙ্খ দুন্দভি ভেরী বাজত, বাদ্য বিবিধ প্রকার।
নটত নর্ত্তকবৃন্দ গায়ত গীত গুণী অনিবার ॥
বেদ উচরত বিপ্রগণ গুণ বন্দী করু পরকাশ।
ভুবন ভরি জয় জয় কি নরহরি ভণব পঁহুক বিলাস ॥

২৭শ পদ। কামোদ।

বিবাহ করিয়া বিশ্বম্ভর।
শ্বশুরালয় হৈতে আইল নিজঘর ॥
যে আনন্দ কহিতে না পারি।
করয় মঙ্গল যত পতিব্রতা নারী ॥
শচী পুত্রবধূ কোলে লৈয়া।
কৈল আশীর্ব্বাদ বহু ধান্য দূর্ব্বা দিয়া ॥
শ্রীশচী সুখের নাহি পার।
পুত্রমুখ বধূমুখ দেখে কত বার ॥
লক্ষ্মী-বিশ্বম্ভর-শোভা দেখি।
কেহ ফিরাইতে নারে অনিমিখ আঁখি ॥
ভুবনমোহন গোরা রায়।
সুমধুর ভাষে পরিতোষয় সবায় ॥
ভাট নট বাদকাদি যত।
করিলেন পূর্ণ সকলের মনোরথ ॥
নরহরি কহে উভরায়।
দেখি যেন এহেন কৌতুক নদীয়ায় ॥

২৮শ পদ। কামোদ।

লক্ষ্মীপ্রায় লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
শাশুড়ীর সেবা করে দিবস রজনী ॥
পতিপ্রতি অচলা ভকতি।
পতি সেবা করে দিন রাতি ॥
পাঠ দেয় নিমাই পণ্ডিত।
পড়ুয়া অসংখ্য আসে হৈতে চারি ভিত ॥
হেন শিক্ষা কোথাও না পায়।
বৃহস্পতি পাঠ যেন দেয় নদীয়ায় ॥
গঙ্গাদাস-শিষ্য বিশ্বম্ভর।
সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ সে বিদ্যাসাগর ॥
হেন ফাঁকি করেন নিমাই।
যাহার উত্তর দিতে কারো সাধ্য নাই ॥
সন্ধ্যাকালে শিষ্যগণ লৈঞা।
বিদ্যার বিলাস করে গঙ্গাতীরে যাঞা ॥
চারি দিগে নিমাইর যশ।
নরহরি আনন্দেতে হইল অবশ ॥

২৯শ পদ। ধানশী।

সবে বোলে এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই।
কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই ॥
অন্যান্যে সবেই সাধেন সেবা প্রীতি।
সবে বোলে উহান হউক কৃষ্ণে রতি ॥
দণ্ডবত হই সবে পড়িলা গঙ্গারে।
সর্ব্ব ভাগবত মেলি আশীর্ব্বাদ করে ॥
হেন কর কৃষ্ণ জগন্নাথের নন্দন।
তোর রসে মত্ত হয় ছাড়ি অন্যমন ॥
নিরবধি প্রেমভাবে ভজুক তোমারে।
হেন সঙ্গ কৃষ্ণ দেহ আমা সবাকারে ॥
কেহ বোলে হেন শুন নিমাই পণ্ডিত।
বিদ্যায় কি কাজ কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত ॥
পড়ে কেন লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে ॥
হাসি বলে প্রভু বড় ভাগ্য যে আমার।
তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণ ভজিবার ॥

তুমি সব যার কর শুভানুসন্ধান।
মোর চিত্তে হেন লয় সেই ভাগ্যবান্ ॥
কতদিন পড়াইয়া মোর চিত্তে আছে।
চলিমু বুঝিয়া ভাল বৈষ্ণবের কাছে ॥
এত বলি হাসে প্রভু সেবকের সনে।
প্রভুর মায়ায় কেহ তাঁহারে না চিনে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

৩০শ পদ। ধানশী।

শিষ্য সঙ্গে গঙ্গাতীরে আছেন ঈশ্বর।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডরূপ সর্ব্ব মনোহর ॥
করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
হয় নয় করে নয় করেন প্রমাণ ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া দিগ্বিজয়ী সুবিস্মিত।
মনে ভাবে এই বুঝি নিমাই পণ্ডিত ॥
গঙ্গা নমস্কার করি সেই দ্বিজবর।
আইলেন ঈশ্বরের সভার ভিতর ॥
তারে দেখি প্রভু কিছু ঈষৎ হাসিয়া।
বসিতে বলিলা অতি আদর করিয়া ॥
প্রভু কহে তোমার কবিত্বের নাহি সীমা।
হেন নাহি যাহা তুমি না কর বর্ণনা ॥
গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন।
শুনিয়া সবার হৌক পাপবিমোচন ॥
শুনি সেই দিগ্বিজয়ী প্রভুর বচন।
সেই ক্ষণে করিবারে লাগিলা বর্ণন ॥
সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ।
অবাক্ হইলা সবে শুনিয়া বর্ণন ॥
পড়ি যদি দিগ্বিজয়ী হৈলা অবসর।
তবে হাসি বলেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ॥
তোমার যে শব্দের গ্রন্থন অভিপ্রায়।
তুমি বিনা বুঝাইলে বুঝা নাহি যায় ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্বমনোহর।
ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন দ্বিজবর ॥
ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেই ক্ষণে।
দুষিলেন আদি মধ্য অন্ত তিন স্থানে ॥
সকল প্রতিভা পলাইল কোন স্থানে।
আপনে না বুঝে দ্বিজ কি বলে আপনে ॥
বেদেও পায়েন মোহ যার বিদ্যমানে।
কোন চিত্র সে দ্বিজের মোহ প্রভু স্থানে ॥
শিষ্যগণ সহিত চলিলা প্রভু ঘর।
দিগ্বিজয়ী হৈল বড় লজ্জিত অন্তর ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
দিগ্বিজয়ী জয় বৃন্দাবন দাস গান ॥

৩১শ পদ। ধানশী।

একদিন মনে পহু কৈল আচম্বিত।
পূর্ব্বদেশ যাব আমি সব জনহিত ॥
যাত্রা করি যায় পহুঁ সঙ্গে নিজ জন।
ছটফট করে শচী মায়ের জীবন ॥
মায়েরে কহেন প্রভু না ভাবিহ তুমি।
তোমার নিকটে সদা রহিব যে আমি ॥
লক্ষ্মীরে করিলা প্রভু হাসিয়া উত্তর।
মাতার সেবায় তুমি হইবা তৎপর ॥
শুভযাত্রা করে পহুঁ সঙ্গে নিজ জন।
কৌতুকে ভ্রমণ করে আনন্দিত মন ॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন বৈসে পদ্মাবতীতটে।
দিব্য পুরুষ নারী স্নান করে ঘাটে ॥
বিশ্বম্ভর স্নান কৈল সেই পদ্মাবতী।
সবজন পাপ হরে স্নান কৈলে তথি ॥
পূর্ব্বদেশে বসতি করয় যত জন।
সভারে যাচিয়া পহুঁ দিল হরিনাম ॥
শুচি বা অশুচি কিবা আচার বিচার।
না মানিল সবারে করিল ভব পার ॥
নাম সংকীর্ত্তন প্রভু নৌকা সাজাইয়া।
পার কৈল সর্ব্বলোকে আপনি যাচিয়া ॥
যে জন পলায় তারে ধরে কোলে করি।
ভবনদী করে পার গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥

লোচন কহিছে পহুঁ সর্ব্বলোকপতি।
করুণা প্রকাশি লোকের কৈল শুদ্ধমতি ॥

৩২শ পদ। পাহিড়া।

গোরা গেলা পূর্ব্বদেশ নিজগণ পাই ক্লেশ
বিলাপয়ে কত পরকার।
কাঁদে দেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া শুনিতে বিদরে হিয়া
দিবসে মানয়ে অন্ধকার ॥
হরি হরি গৌরাঙ্গবিচ্ছেদ নাহি সহে।
পুনঃ সেই গোরামুখ দেখিয়া ঘুচিবে দুখ
এখন পরাণ যদি রহে ॥ ধ্রু ॥
শচীর করুণা শুনি কাঁদয়ে অখিল প্রাণী
মালিনী প্রবোধ করে তায়।
নদীয়া-নাগরীগণ কাঁদে তারা অনুক্ষণ
বসন ভূষণ নাহি ভায় ॥
সুরধুনী-তীরে যাইতে দেখিব গৌরাঙ্গ পথে
কত দিনে হবে শুভ দিন।
চাঁদমুখের বাণী শুনি জুড়াবে তাপিত প্রাণী
গোবিন্দ ঘোষের দেহ ক্ষীণ ॥

৩৩শ পদ। ধানশী।

পতিব্রতা লক্ষ্মীদেবী পতিগত প্রাণ।
আনন্দে শচীর সেবা করয় বিধান ॥
দেবতার সজ্জ করে গৃহ সম্মার্জ্জন।
ধুপ দীপ নৈবেদ্যাদি মাল্য চন্দন ॥
সব সংস্করি দেয় দেবতার ঘরে।
বহুর শীলতায় শচী আপনা পাসরে ॥
এইরূপে আছে শচী লক্ষ্মীর সহিতে।
দৈবনিয়োজিত কর্ম্ম না হয় খণ্ডিতে ॥
গৌরাঙ্গ-বিরহে লক্ষ্মী কাতর অন্তর।
অনুরাগে বিরহে ব্যাকুল কলেবর ॥
বিরহ হইল মূর্ত্তিমন্ত সর্পাকার।
দেখিয়া লক্ষ্মীর মনে হৈল চমৎকার ॥
দংশিলেক সেই সর্প লক্ষ্মীর চরণে।
লক্ষ্মীর স্বর্গপ্রাপ্তি এ লোচন ভণে ॥

৩৪শ পদ। ধানশী।

লক্ষ্মী লাগি শচীদেবী কাঁদিয়া দুঃখিতা।
গুণ বিনাইয়া কাঁদে স্ত্রীগণ-বেষ্টিতা ॥
নয়নে গলয়ে নীর ভিজে হিয়াবাস।
শিরে কর হানি ছাড়ে দীঘল নিশ্বাস ॥
সর্ব্ব গুণে শীলে পহুঁ লক্ষ্মী লক্ষ্মী সমা।
নদীয়া নগরে নাহি দিবারে উপমা ॥
কেমনে ঘরেরে যাব একেশ্বরী আমি।
কি লাগিয়া মোরে দয়া পাসরিলে তুমি ॥
দেব আরাধনা সজ্জা রহিল পড়িয়া।
আমার শুশ্রূষা কেন গেলা মা ছাড়িয়া ॥
আরে রে পাপিষ্ঠ সর্প কোথা ছিলা তুমি।
আমারে খাইতে মোর জীত বধূখানি ॥
মোর সেবা করিতে বধূরে নিয়োজিয়া।
বিদেশেতে গেল পুত্র নিশ্চিন্ত হইয়া ॥
কেমনে তাহার মুখ চাহিবে অভাগী।
কি করিব প্রাণ তার বধূকে না দেখি ॥
এতেক বিলাপ দেখি কহে সুলোচন।
না কাঁদ জননি শোক কর সম্বরণ ॥

৩৫শ পদ। ধানশী।

ঘরেরে আইলা প্রভু ধন রত্ন লৈঞা।
মাতৃস্থানে দিল ধন হরষিত হৈঞা ॥
নমস্কার করি প্রভু নেহারে বদন।
বিরস বদন শচী না কহে বচন ॥
প্রভু কহে কেন মাতা বিরস বদন।
তোমারে মলিন দেখি পোড়ে মোর মন ॥
এ বোল শুনিয়া শচী গদগদ ভাষ।
ঝরয়ে আঁখির নীর ভিজে হিয়া-বাস ॥
কহিতে না পারে কিছু সকরুণ কণ্ঠ।
কহিলা আমার বধূ চলিলা বৈকুণ্ঠ ॥
প্রভু কহে শোক তেজি শুন মোর মাতা।
নির্ব্বন্ধ না ঘচে সেই লিখন বিধাতা ॥

পুত্রের বচন শচী শুনি সাবধানে।
শোক না করিল কিছু না করিল মনে॥
কহয়ে লোচনদাস শুনহ চরিত্র।
লক্ষ্মী স্বর্গে আরোহণ বিশ্বম্ভর সঙ্গীত॥

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

(দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ)

১ম পদ। কামোদ।

নদীয়া-নগরে হৈল ধ্বনি।
করিব বিবাহ পুনঃ গোরা গুণমণি॥
সনাতন মিশ্র ভাগ্যবান।
করিবেন নিমাইচাঁদেরে কন্যাদান॥
বিষ্ণুপ্রিয়া নাম সে কন্যার।
রূপে গুণে ভুবনে তুলনা নাহি তার॥
কালি হবে শুভ অধিবাস।
দেখিব নয়ন ভরি বিবাহবিলাস॥
কতক্ষণে নিশি পোহাইব।
শ্রীশচী ভবনে পানি সাইতে যাইব॥
নরহরি কহে হেন বাসি।
তো সভার অনুরাগে পোহাইল নিশি॥

২য় পদ। তোড়ী।

নিশি পরভাতে নিভৃত নিকেতে
কুলবধূকুল বিলসে রঙ্গে।
কেহ কারু প্রতি কহে ইতি উতি
সৌরভ ভরল অলস অঙ্গে॥
শুনি রসাবেশে ভণে নিশি শেষে
স্বপনে সে নব-নদীয়া-বিধু।
তেরছ নয়ানে চাহি আমা পানে
হাসি মিশে যেন বরিষে মধু॥
ধীরে ধীরে কহে মোর এ বিবাহে
জল সাইবারে আসিবে প্রাতে।
এত কহি করে ধরি বারে বারে
আলিঙ্গিয়ে কত কৌতুক তাতে॥
সে তনু সৌরভ পরশে এ সব
তো সবে কহিয়ে নিলজী হৈয়া।
অধিবাস আজি বেগে চল সাজি
নরহরি নাথে মিলহ গিয়া॥

৩য় পদ। তোড়ী।

গৌর বরজকিশোর বর, অনুরাগে নব নব নারী।
বিপুল পুলকিত গাত গরগর, থিরজ ধরই না পারি॥
বেগি বিরিচি সুবেশ কাজরে, আজি কঞ্জনয়ান।
মুকুর কর গহি পেখি কুঙ্কুম সে, মাজি মঞ্জু বয়ান॥
গমন সময় বিচারি গুরুজন-চরণ বন্দন কেল।
শ্রীশচী গৃহ গমনে সো সব উলসে অনুমতি দেল॥
পরশ পররস বরষে ঘন ঘন, ভবন তেজি তুরন্ত।
ভণত নরহরি পন্থগত কত, যূথ গণই ন অন্ত॥

৪র্থ পদ। বেলাবলী।

রজনী প্রভাত সময়ে সব সুন্দরী
চলত ললিতগতি অতি রুচিকারী।
অপরূপ বেশ সরস রসনা মণি-
নূপুর-রব মুনিজনমনোহারী॥
অনুভব নহই কোনে সিরজিল প্রতি
অঙ্গকিরণে করু ভুবন উজোর।
মনমথ শত শত মুরছে হেরিয়া তনু
সৌরভে মধুপ ধায়ত চহু তোর॥
হরষ পরস্পর পরম রঙ্গ উর
তুরিতহি রুচির গেহ মধি গেল।
অঙ্গন সুখবর সরসি তাহি নব
কমলবৃন্দ জনু প্রফলিত ভেল॥
আইক নিয়ড়ে যাবহু যতনহি
যূথ যূথ সবই করু পরণাম।
চম্পক-কলি অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি
বিহি পূজত পদ বুঝি ভণ ঘনশ্যাম॥

৫ম পদ। বেলাবলী।

যুবতি-যূথ মতি গতি অতি অদভুত
করত প্রণাম ভঙ্গী রুচিকারী।
নয়ত সুতনু জনু কনক-লতা নব
কুসুমসমূহ ভার গত ভারি॥
সুরুচির চরণ উপান্ত ধরত শির
শিথিল সরোরুহ অসিত সুকাঁতি।
ভূমি পতিত জনু বিজুরী পুঞ্জ সহ
সজল জলদ কির চর তছু ভাতি॥
লঘু লঘু করপ- ল্লব করু প্রেরণ
দুর্লভ রেণু গ্রহণে চিত চাহ।
ঝলকত নখ মরি- যাদ হেতু জনু
ভেটত মণিগণ অনুপ উছাহ॥
অম্বুজ বদনে ঝাপি বসনাঞ্চল
হাসত মৃদু মৃদু কিরণ প্রকাশ।
নব মকরন্দ ছানি জনু যতনহি
সিঞ্চিত ঘন ভণ নরহরি দাস॥

৬ষ্ঠ পদ। তুড়ী।

শচী জগতজননী জন-নীতবিদ,
বিদিত সুচারু-চরিত-রীতি।
নিজ প্রাণের অধিক বধূসম মান,
সবাকারে করে পরম প্রীতি॥
প্রতি জনে জনে পুছি মঙ্গল শিরেতে
কর ধরি করে আশীষ বহু।
সদা বাঢ়ুক সম্পদ, পতি আদি সব,
চিরজীবী হৈয়া কুশলে রহু॥
ইহা শুনি বধূগণ মনে মনে হাসি,
সুখে ভাসি কহে মধুর কথা।
আগো এ শুভ চরণ দরশনে বলো
কি লাগি অশুভ রহিব এথা॥
অতি সঙ্কুচিত চিতে কিঞ্চিৎ কহি,
কর জোড়ি সদা দাঁড়াঞা রহে।
নরহরি প্রাণপতি মাতা তা দেখিয়া,
আঁখি ছল ছল বিবশ স্নেহে॥

৭ম পদ। যথারাগ।

নব নদীয়া-নাগরী গোরি ভোরি বয়
খোরি কি চরিত বুঝিব আনে।
অতি অলখিত পিয়া পানে চাহি,
হিয়া থরহরি কাঁপে মদনবাণে॥
কেহু, ভাবি মনে মনে ভণে আজু বুঝি,
নিলজ হইনু সবার পাশে।
কেহু, কারু প্রতি ঠারি, নারে সম্বরিতে
অমনি ঈষৎ ঈষৎ হাসে॥
কেহু, কারু করে ধরি, ধীরে ধীরে সাধে
অধিক আনন্দে উমড়ে হিয়া।
কেহু, কারু প্রতি কহে পীরিতি কাহিনী,
অলপ ঘুঙটে ঘুঙট দিয়া॥
কেহু, কারু প্রতি করে করেতে সঙ্কেত,
কত কত কথা উপজে মনে।
কেহু, কারু মতি থির করে কত ভয়,
দেখাইয়া চারু নয়ান-কোণে॥
কেহ, নিজ ধৈর্য্য জানাইতে কারু মুখ,
মুছে পটাঞ্চল যতনে লৈঞা।
কেহু, করি কাণাকাণি জানি বিপরীত,
এক ভিতে থাকে গুপত হৈঞা।
এইরূপে যত কুলবতী সতী গৌরপ্রেম-
রসার্ণবে সবে মগন হৈলা।
নরহরি কি কহিব প্রাণনাথে
প্রাণ জীবন যৌবন সুঁপিয়া দিলা॥

৮ম পদ। যথারাগ।

গোরা-রসে ভাসি, হাসি হাসি লহু লহু
কুলবতীকুল উলসিত বহু
পানি সাইবারে, সাজে শচীদেবী,
আদেশেতে কিবা কৌতুক চিতে।
নব্য-মধ্য-পূর্ণ-যৌবনা সুন্দরী
যূথে যূথে গতি অতি সুমাধুরী
চঞ্চল চারু দৃগঞ্চল চাহনি
ভঙ্গী নানা নাহি উপমা দিতে॥

পরিধেয় কত ভাতি সুবসন
প্রতি অঙ্গে হেম মণি আভরণ
ঝলকয় মুখে ঘুঙট অতুল
সুললিত বেণী পিঠেতে দোলে।
কারু কারু করে শুভময় দ্রব্য
কারু কারু করে সরসিজ নব্য
কারু শিরে ডালা আলা করে পট্ট-
,বাসে, সে আবৃত শোভয়ে ভালে॥
চলিতেই বাজে কটিতে কিঙ্কিণী,
ঝণি ঝিনি ঝণি ঝিনিনি নি নি নি,
চরণে নূপুর রুনু ঝুনু রুনু
রুনু নু নু রবে রঞ্জয়ে শ্রুতি।
আগে আগে চলে বালক আনন্দে,
বাজায়ে যে বাদ্য সুমধুর ছন্দে
ধাধা ধিং নিং নিং ধো ধিকি ধিকতাধেয়া
নানা বাদ্যে হরয়ে ধৃতি॥
অলখিত সুরনারীগণ রঙ্গে
মিশাইয়া নদীয়ার বধূ সঙ্গে
পানি সাই সবে প্রবেশে ভুবনে
ধনি ধনি ধনি কেবা না কহে
তৈল হরিদ্রাদি বিলাইয়া যত
স্ত্রী-আচার তাহা কে কহিবে কত
সে সুখ-পাথারে কেনা সাঁতারয়ে
নরহরিপহুঁ নিছনি তাহে॥

৯ম পদ। যথারাগ।

শচী দেবী উলসিত হৈঞা।
গঙ্গা পূজিবারে যায় গঙ্গাতীরে
আয়ো সুয়োগণ সঙ্গেতে লৈঞা॥ ধ্রু॥
নানা পুষ্প গন্ধ- চন্দনাদি দিয়া
পূজে জাহ্নবীরে যতন করি।
উছলয়ে সুর- ধুনী অনিবার
শচীসুত-পদ হৃদয়ে ধরি॥
বাজে বাদ্য ভাল ষষ্ঠী থলে চলে
পূজে ষষ্ঠী কত সামগ্রী দিয়া।
ষষ্ঠী সুখে ভাসি প্রশংসে আপনা
গোরাচাঁদ-গুণে উথলে হিয়া॥
কত সাধে বধূগণ গৃহে গতি অতি
উল্লাস সে সবার চিতে।
আসি নিজ ঘরে করে শুভ ক্রিয়া
নরহরি নারে তুলনা দিতে॥

১০ম পদ। যথারাগ।

গোরা বিধু অধিবাস সুখে কে না বৈসে
প্রবেশিয়া ভুবন মাঝে।
গোরা-প্রিয়াগণ নিত নব নব
নিপুণতা অধিবাসের কাজে॥
মালা চন্দনাদি দেই জনে জনে
সেই অতি কৌতুক কে কত কবে।
সভামধ্যে বিল- সয়ে শচী-সুত
যেন পুরন্দর বেষ্টিত দেবে॥
মিশ্র সনাতন গণ সহ শুভ
ক্ষণে আসি নানা সামগ্রী লৈয়া।
ছোয়াইয়া গন্ধ গোরা মুখ পানে
অনিমিষ আঁখে রহয়ে চাহিয়া॥
বিপ্রে বেদধ্বনি করে, নারী জয়-
কার, চারু রঙ্গ ভাটেতে ভণে।
গায় নরহরি অধিবাস-রস
বায় নানা বাদ্য বাদকগণে॥

১১শ পদ। যথারাগ।

হোত শুভ অধিবাস শুভক্ষণে, গগনে সুরগণ মগন গণ সনে
পরস্পর বহু চরিত ভণি অনিবার মুদমতি গতি নয়ী।
গৌরব সময় রসিক শেখর সরস আসনে বিলসে রুচির
কর কনক-দরপণ দরপ ভঙ্গ হর, মুদল তনু মনমথজয়ী॥

বদন বিধু বিধু-গরব-ভঞ্জন, হাস মৃদু মৃদু হৃদয়-রঞ্জন
মঞ্জু দিঠিযুগ কঞ্জ ঝলকত, ভালে তিলক শোহয়ে।
ভুজগ ভুজবর বক্ষ পরিসর, ক্ষীণ কটি প্রতি অঙ্গ সুরুচির,
চিকণ চাঁচর চিকুর নিরুপম ভুবন-জনমন মোহয়ে॥
ঐছে মাধুরী হেরি গুণিগণ, মানি সুকৃতি উছাহে ঘন ঘন,
বিবিধ রাগ আলাপি গায়ত বীণ গহি শ্রুতি সরসয়ে।
সুঘড় বাদক-বৃন্দ ভায়ত, মধুর মৃদঙ্গ মুরজ বায়ত,
থোঙ্গ থোক্‌ৃণ ঝিকিকু ঝাক্ষিট ঠিটঠি টনন নন নায়ে॥
নটত নর্ত্তক হস্ত অভিনয়, ললিত ভঙ্গী বিথারি অতিশয়,
বদত তক তক থৈত থৈতত ধাধিলি লিলিলি লললঈ।
নিয়ত জয় জয় শবদ ভুবি ভরু, ভূরি ভূসুর বেদধ্বনি করু,
দেত উলু লুলু নারীগণ ঘনশ্যাম হিয়া সুখে উথলঈ॥

১২শ পদ। যথারাগ।

মিশ্র সনাতন হর্ষমনে।
করয়ে কন্যার অধিবাস শুভক্ষণে॥
বিপ্রগণ আই গৃহ হৈতে।
অধিবাসসজ্জ লৈঞা আইলা তুরিতে
নদীয়ার ব্রাহ্মণ সজ্জন।
রাজপণ্ডিতের ঘরে সবার গমন॥
মিশ্র মহা আদর করিয়া।
বসান সবারে মালাচন্দনাদি দিয়া॥
কি অপূর্ব্ব সুষমা অঙ্গনে।
বৈসয়ে সকলে চারু মণ্ডলবন্ধানে॥
সখী সহ মিশ্রের ঘরণী।
করয় মঙ্গল যত কহিতে না জানি॥
চকিত চাহিয়া চারি ভিতে।
বিষ্ণুপ্রিয়া বাহির হইল ঘর হৈতে॥
সভামধ্যে বৈসে সিংহাসনে।
অনিমিষ আঁখে শোভা দেখে সর্ব্বজনে॥
বসন ভূষণ সাজে ভালো।
প্রতি অঙ্গছটায় ভুবন করে আলো॥
উপমা কি কনক বিজুরী।
চাঁদের গরব হরে মুখের মাধুরী॥
যত শোভা কে কহিতে পারে।
ছোয়াইয়া গন্ধ সবে আশীর্ব্বাদ করে॥
নারীগণে দেই জয়কার।
বিপ্রগণে বেদধ্বনি করে অনিবার॥
ভাটগণে ভণে সুচরিত।
বাজে নানা বাদ্য গুণী জনে গায় গীত॥
কত না কৌতুক মিশ্রঘরে।
নরহরি ভাসে সে না সুখের সায়রে॥

১৩শ পদ। যথারাগ।

অধিবাস দিবসের পরে।
বাঢ়য়ে আনন্দ নব নদীয়া নগরে॥
চারি দিকে ফিরে লোক ধাঞা।
নিমাইর বিবাহ আজি এই কথা কৈঞা॥
ভুবন ভরিয়া জয় জয়।
বিবাহ দেখিতে সাধ কার বা না হয়॥
শিব সুখে পার্ব্বতী সহিতে।
ছাড়িয়া কৈলাস আসে বিবাহ দেখিতে॥
অনন্ত আপন গণ লৈঞা।
বিবাহ দেখিতে রহে অলক্ষিত হৈঞা॥
বৈকুণ্ঠের যত পরিকর।
বিবাহ দেখিব বলি অধীর অন্তর॥
চতুর্মুখ নিজপ্রিয়া সনে।
দেখিতে বিবাহ কত সাধ ক্ষণে ক্ষণে॥
সুরপতি শচী সঙ্গে লৈঞা।
বিবাহ দেখিতে সাজে মহাহর্ষ হৈঞা॥
উৎসাহে ভণয়ে দেবগণে।
দেখিব বিবাহ রহি প্রভুর ভবনে॥
দেবনারী বিচারিল চিতে।
মাতিব বিবাহে নদীয়ার বধূ সাতে॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর করে মনে।
গীতবাদ্যে মিশিব বিবাহে গুণী সনে॥
ইন্দ্রের নৃর্ত্তকীগণ কহে।
নদীয়া-নর্ত্তকী সহ সাজিব বিবাহে॥

দেব ঋষি উলসিতচিতে।
কত অভিলাষ করে বিবাহ দেখিতে ॥
উথলয়ে যমুনা জাহ্নবী।
বিবাহকৌতুকরসে প্রফুল্ল পৃথিবী ॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন নদীয়ার।
বিবাহে নিমাইর গৃহে গমন সবার ॥
শচীর নন্দন গৌরহরি।
বৈসে সুখে বিবাহবিহিত কর্ম্ম করি ॥
প্রভুমুখচন্দ্র নিরখিয়া।
কহে কত কেউ না ধরিতে পারে হিয়া ॥
উপজে মঙ্গল যত যত।
একমুখে নরহরি কহিবে তা কত ॥

১৪শ পদ। যথারাগ।

গোরা রসময় সুখের আলয়
বিলাসে বিবাহবিহিত স্নানে।
কুলবধূকুল উলু উলু দিয়া
চাহে চারু চাঁদমুখের পানে ॥
কেহ কেহ সেনা অঙ্গের বাতাসে
কাঁপে ঘন ঘন বিজুরী জিতি।
কেহ পরশের- সাধে গন্ধহরি
দ্রাদি মাখাইতে না ধরে ধৃতি ॥
কেহ সুললিত কুন্তলেতে তৈল
দিতে কত রঙ্গ উপজে চিতে।
কেহ অভিষেক করে গঙ্গাজলে
ভঙ্গী নানা নাহি উপমা দিতে ॥
কেহ আধ হাসি ভাসে রসে তনু
পোছে পানিতোলা লইয়া হাতে।
রক্তপ্রান্ত শুদ্ধ বাস পিধায়এ
নরহরি অতি কৌতুক তাতে ॥

১৫শ পদ। যথারাগ।

কি আনন্দ শচীর ভবনে।
করয়ে মঙ্গলকর্ম্ম আইহ সুইহগণে ॥
বিবাহবিহিত স্নান করি।
বৈসেন অপূর্ব্ব সিংহাসনে গৌরহরি ॥
রূপের ছটায় মন মোহে।
চাঁচর চিকণ কেশ পিঠে ভাল শোহে ॥
গোরা পাশে আসে প্রিয়গণ।
বারেক চাহিয়া নারে ফিরাতে নয়ন ॥
কত না আনন্দে সবে মাতি।
বিবাহবিহিত বেশ রচে নানা ভাতি ॥
কহিতে কি জানে নরহরি।
নিরুপম বেশের বালাই লৈয়া মরি ॥

১৬শ পদ। যথারাগ।

নদীয়ার শশী রসিক-শেখর শোভে ভাল শুভ বিবাহ-বেশে।
চর্চ্চিতাঙ্গ চারু চন্দনতিলক অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাটদেশে ॥
নানা পুষ্পময় বিচিত্র মুকুট শিরে, সেনা ছাঁদে কে নাহি ভুলে।
আঁখে কাজরের রেখা নব কুলবতী সতীগণে না রাখে কুলে ॥
শ্রুতিমূলে মণি-মকর কুণ্ডল, ঝলকয়ে কিবা গণ্ডের ছটা।
সুমধুর হাসিমাখা মুখখানি নিছনি পূর্ণিমা-চাঁদের ঘটা ॥
সূত্রে বাঁধা ধান্য দূর্ব্বাদি সুন্দর হেমদরপণ দক্ষিণ করে।
নরহরি ভণে ভূষণে ভূষিত প্রতি অঙ্গ হেরি কে ধৃতি ধরে ॥

১৭শ পদ। যথারাগ।

গৌর বিধুবর বরজসুন্দর, জননীপদধূলি ধরত শিরপর,
করত বিজয় বিবাহে ভূসুরবৃন্দ বলিত সুশোহয়ে।
চঢ়ত চৌদোল, নাহি ঝলকত, অঙ্গে কিরণ-সমুদ্র উছলত,
মদন-মদভর-হরণ সরস, শিঙ্গার জনমন মোহয়ে ॥
বিপুল কলরব কহি না আয়ত, নারী পুরুষ অসংখ্য ধায়ত,
পন্থ বিপন্থ নাহি মানি কাহুক, গেহ গমন ন রহুঁ স্মৃতি।
তেজি অলখিত দেবগণ দিবি, ব্যাপি সব নদীয়া নগর ভুবি,
ভ্রমই পহুঁক বিবাহে গতি অবলোকি কোউ ন ধর ধৃতি ॥
বাদ্য দুন্দুভি ভেরী তিত্তিরি, শৃঙ্গিক কবিলাস কংসারি,
ঢোল ঢোলক ডুমুর ডিণ্ডিম মঞ্জু কুণ্ডলী বারুণা।
বীণ পণব পিনাক কাহল, মুরজ চঙ্গ উপাঙ্গ মাদল,
বাজতহি তকথোঙ্গ থোঙ্গিনতক থবিকু তক্ তক্ থনা ॥
মধুর সুর গুণিগণ গানে নিমগন, নটত নর্ত্তক নর্ত্তকীগণ,
উঘটি ধি ধি কট ধা ধিনি নি নি নি দৃক্কুতা দৃমিত কথঙ্গ।
ভাট ভণ নব চরিত রসময়, বিবিধ মঙ্গল নিত অতিশয়,
হোত জয় জয়কার ঘন ঘনশ্যামহিয় উমতাঅঙ্গ ॥

১৮শ পদ। যথারাগ।

গৌর রসিক-শেখরবর, বেষ্টিত প্রিয় বিপ্রনিকর,
হরষিত সুবিবাহ করব, ইথে চলু চঢ়ি চৌদোলে।
ততখন আনন্দ শুষির, বাদ্য চতুর্ব্বিধ সুরত চির,
বাজত বহু ভাতি শবদ ভরল গগন মণ্ডলে॥
সর্ব্ব বাদ্য শোভন নব, মর্দ্দল মৃদবর্দ্ধন রব,
ধো ধো ধিগি তগ ধিলঙ্গ, ধা ধা নি নি নিধিয়া।
অলখিত সুর-নর্ত্তকীগণ, নর্ত্তকী সহ লাস্য সঘন,
ভণ তক তক থৈ থৈ থৈ, আই অতি নি নি নি তিয়া॥
গায়কগণে মিলি উলসিত, গায়ত গন্ধর্ব্ব ললিত,
শ্রুতিসুমধুর গ্রামাদি বিবিধ কৌতুক পরকাশয়ে।
দশশত মুখ বিহি মহেশ, গণসহ সুরপতি গণেশ,
গিরিজাদিক ধৃতি কি ধরব সুখ-সায়রে ভাসয়ে॥
হয় গজ বহু অস্ত্রধারী, প্রকটত গুণ হাস্যকারী,
লসত শত পতাকাদিক ভীড়ে পথ রোকই।
নদীয়াপুর ভরমি ভরমি, সুরধুনী-তীরে বিরমি বিরমি,
মিশ্রগৃহ সমীপ নরহরি শোভা অবলোকই॥

১৯শ পদ। যথারাগ।

গোরাচাঁদের বিবাহ দেখিবারে।
কত না মনের সাধে সাজয়ে কুলের বধূ
ধৈরজ ধরিতে কেউ নারে॥ ধ্রু॥
রসের আবেশে আঁখে অঞ্জন রঞ্জয় কিবা
বঙ্কিম চাহনি বঙ্ক ভুরু।
চিকণ চিকুর বেণী পিঠেতে লোটায় কিবা
কনকনির্ম্মিত ঝাঁপা চারু॥
কপালে সিন্দূর বিন্দু চন্দন শোভয়ে কিবা
ঝলমল করে আভরণে।
মণি মুকুতার মালা গলায় দোলয়ে কিবা
গন্ধরাজ চাঁপা দেই কাণে॥
পরিয়া পাটের শাড়ী ছাড়িয়া ভবন কিবা
চলি চায় গজেন্দ্র-গমনে।
নরহরি নাথে নির- খিয়া হিয়া উথলয়ে
কেউ কিছু কহে কারু কাণে॥

২০শ পদ। যথারাগ।

সই অই দেখ নদীয়ার চাঁদে।
ভুবনমোহন ওনা রূপের নিছনি লৈঞা
কত শত মদন চরণে পড়ি কাঁদে॥ ধ্রু॥
রসে ডুবু ডুবু দুটী নয়ান চাহনি, বিধি
সিরজিল যুবতী বধিতে হেন বাসি।
বদনচাঁদের শোভা চাঁদের গরব হরে
হাসি মিশে অমিয়া বরষে রাশি রাশি॥
আহা মরি মরি যেন কত না মনের সাধে
কেবা বনাইল এনা বিবাহের বেশ।
পরম উজ্জ্বল অতি বিচিত্র মুকুট মাথে
ঝাঁপিয়াছে চিকণ চাঁচর চারু কেশ।
মঙ্গল বিহিত পীত সূতা দূর্ব্বাদল করে
নিরুপম কনক-দর্পণ ভাল শোহে।
পরিধেয় বসন ভূষণ সুমধুর
প্রতি অঙ্গের ভঙ্গীতে নরহরি-মন মোহে॥

২১শ পদ। যথারাগ।

আহা মরি কি মধুর রীতি।
নদীয়া-নাগরী গোরাচাদে হেরি, ধরিতে নারয়ে ধৃতি॥
কেহ ধীরি ধীরি, কেহ ভঙ্গী করি, কি কাজ কুলের লাজে।
নিশি দিশি গোরা সহ বিলসিব, রাখিব বুকের মাঝে॥
কেহ কহে এবে সে রসে মাতিয়া, দেখিব বিবাহ-রঙ্গ।
সামায়া রসের ঘরে ছল করি, ছুইব সোণার অঙ্গ॥
এই মত কত মনোরথ তাহা কহিতে না আইসে মুখে।
নরহরি সহ সনাতন মিশ্র-ভবনে প্রবেশে সুখে॥

২২শ পদ। যথারাগ।

সনাতন মিশ্রের ভবনে।
যে মঙ্গল ক্রিয়া তা কহিতে কেবা জানে॥
বাজে নানা বাদ্য শোভাময়।
উথলে আনন্দ-কোলাহল অতিশয়॥
বন্ধুগণ সনে সনাতন।
আগুসরি আসে নিতে জামাতা-রতন॥

জামাতা কি মনোহর সাজে।
ঝলমল করে দিব্য চতুর্দ্দোল মাঝে॥
চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
অসংখ্য লোকের ভীড়ে না যায় গণন॥
কারু হাতে হাত দিয়া অন্ধ।
দাঁড়াইয়া রহয়ে যে দিকে গৌরচন্দ্র॥
পঙ্গুগণ রাজপথে আসি।
দেখয়ে মনের সাধে গোরা-রূপরাশি॥
যেবা কেউ চলিতে না পারে।
ধরিয়া লগুড় পথে আইসে ধীরে ধীরে॥
কেবা নাহি গোরাগুণ গায়।
না জানয়ে কত সুখ বাঢ়য়ে হিয়ায়॥
নানা বাদ্য বাজে নানা ছাঁদে।
নাচে বাল বৃদ্ধ কেউ থির নাহি বাঁধে॥
কত শত মহাদীপ জলে।
ধরণী ছাইল আলো গগনমণ্ডলে॥
কেহ কুল-রঙ্গ প্রকাশয়।
ব্যাপায়ে সকল মহীতলে যাহা হয়॥
মিশ্র মহা উল্লসিত মনে।
জামাতা লইয়া কোলে প্রবেশে ভবনে॥
অপূর্ব্ব আসনে বসাইয়া।
করে পুষ্পবৃষ্টি চাঁদমুখ পানে চাঞা॥
জয় জয় ধ্বনি অনিবার।
বাদাবাদি বায় বাদ্য বাদক দোঁহার॥
মিশ্র করে জামাতা বরণ।
নরহরি তাহা দেখি জুড়ায় নয়ন॥

২৩শ পদ। যথারাগ।

নদীয়ার শশী বিলসয়ে চারু
ছোড়লাতে কিবা মধুর ছাঁদে।
কনক নবনী জিনি তনু নব
ভঙ্গিমাতে কেবা ধৈরজ বাঁধে॥
বারে বারে বিষ্ণু- প্রিয়ার জননী
অনিমিখ আঁখে নিরখে ছলে।
কত না আনন্দে উথলয়ে হিয়া
না পরশে পদ ধরণীতলে॥
আইহ সুহই সহ সুবেশে আইসে
মঙ্গল বিধানে নিপুণা অতি।
ধান্য দূর্ব্বাদল সুললিত মাথে
দেই আশীর্ব্বাদ অতুল রীতি॥
হাতে দীপ সপ্ত প্রদক্ষিণ করে
বরে উরখিয়া যাইতে ঘরে।
নরহরি নাথে চাহে পালটি না
চলে পদ আধ স্নেহের ভরে॥

২৪শ পদ। যথারাগ।

সনাতন মিশ্রের ঘরণী।
করে লোকাচার যত কহিতে না জানি॥
সাঁতারয়ে সুখের পাথারে।
কন্যায় ভূষিত করে নানা অলঙ্কারে॥
দেখি বিষ্ণুপ্রিয়ার সুবেশ।
বাঢ়য়ে সবার মনে উল্লাস অশেষ॥
মিশ্র মহাশয় শুভক্ষণে।
কন্যায় আনিতে নিদেশিল প্রিয়গণে॥
মিশ্রের ভবন মনোহর।
ঝলমল করয়ে অঙ্গন পরিসর॥
ছোড়লা শোভয়ে সেইখানে।
আনিলেন কন্যা বসাইয়া সিংহাসনে॥
যে কিছু আছয়ে লোকাচার।
তাহাও করেন তাহে কৌতুক অপার॥
প্রথমেই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।
আত্ম সমর্পিল প্রভু-পদে মালা দিয়া॥
ঈষৎ হাসিয়া গোরারায়।
দিল পুষ্পমালা বিষ্ণুপ্রিয়ার গলায়॥
পুষ্প ফেলাফেলি দুই জনে।
দোঁহার মনের কথা দোঁহে ভাল জানে॥
তিলে তিলে বাঢ়য়ে আনন্দ।
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ বিলাসয়ে গৌরচন্দ্র॥

কি নব শোভার নাহি পার।
চারি দিকে নারীগণ দেয় জয়কার॥
করে কোলাহল সর্ব্বজন।
বাজে নানা বাদ্যধ্বনি ভেদয়ে গগন॥
সনাতন মিশ্র ভাগ্যবান।
বসিলেন উল্লাসে করিতে কন্যাদান॥
বেদাদিবিহিত ক্রিয়া করি।
সমর্পিল কন্যা বিশ্বম্ভর-করে ধরি॥
দিলেন যৌতুক সুখে ভাসি।
দিব্য ধেনু ধন ভূমি শয্যা দাস দাসী॥
সর্ব্বশেষে হোমকর্ম্ম করে।
বিশ্বম্ভর-বামে বসাইয়া দুহিতারে॥
কি অদ্ভুত দোঁহার মাধুরী।
কহিতে কি দোঁহার নিছনি নরহরি॥

২৫শ পদ। যথারাগ।

দেখি পহুঁক বিবাহ মাধুরী কোই ধরই না থেহ।
শেষ শিব বিহি ইন্দ্র গণপতি আদি পুলকিত দেহ॥
ভীড় অতিশয় গগনপথ বহু রোকি দেববিমান।
হোত জয় জয় শবদ সুমধুর ভঙ্গী ভণই ন জান॥
ভূরি কৌতুক পরস্পর বর সরস চরিত উচারি।
করত কুসুম সুবৃষ্টি অলখিত ললিত রঙ্গ বিথারি॥
দ্বিজ সনাতন ভাগ ভর পরশংসি পরম বিথোর।
দাস নরহরি আশ ইহ সুখে মাতব কি মতি মোর॥

২৬শ পদ। যথারাগ।

দেব-রমণীবৃন্দ বিরচি বেশ বিবিধ ভাঁতি।
রাজত থর মাহি অতুল ঝলকে কম্বুক কাঁতি॥
ভ্রমত গগন পথ অগণিত যূথ হিয় উৎসাহ।
মানত দিঠি সকল নিরখি গৌরবর নিবাহ॥
মিশ্রভবন রীত রুচির উচরি পুলক গাত।
নব নব অভিলাষ করহ ধৃতি ধরই ন জাত॥
নিরুপম পহুঁ প্রেয়সী ছবি লোচন ভরি নেত।
নরহরি কত ভাখব সভে প্রাণ নিছনি দেত॥

২৭শ পদ। যথারাগ।

আহা মরি মরি সুরনারীগণ
নদীয়াচাঁদের বিবাহ দেখি।
সে শোভাসাগরে সাঁতারিয়া সভে
তিরপিত করে তৃষিত আঁখি॥
কেহ কারু প্রতি কহে দেখ মিশ্র-
সনাতন সুখে না ধরে হিয়া।
কৃষ্ণে কন্যাদান করি কত সাধে
কহে কত নানা যৌতুক দিয়া॥
কেহ কহে জামা- তার বামে কন্যা
বসাইয়া ধন্য আপনা মানে।
করে হোমক্রিয়া তাহা নাহি মন
চাহি রহে চাঁদমুখের পানে॥
কেহ কহে দেখ মিশ্রের ঘরণী
উনমত পারা বিবাহ ধূমে।
নরহরিনাথে দেখে কত ছলে
উলসিত পদ না পড়ে ভূমে॥

২৮শ পদ। যথারাগ।

দেখ দেব রমণী উল্লাসে।
বিবাহ-প্রসঙ্গ সবে কহে মৃদুভাষে॥
ভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার।
হইল বিবাহ দেখি উল্লাস সভার॥
রূপবতী কন্যা যার ঘরে।
সে সকল বিপ্র মনে মহাখেদ করে॥
এহেন বরেরে কন্যা দিতে।
না পারিল হেন সুখ নাহিক ভাগ্যেতে॥
এই মত কেহ কত কয়।
সকলেই সনাতন মিশ্রে প্রশংসয়॥
সনাতন মিশ্র ভাগ্যবান।
হোমকর্ম্ম আদি সব কৈল সমাধান॥
কন্যা জামাতায় নিরখিয়া।
তিলে তিলে বাঢ়ে সুখ উথলয়ে হিয়া॥
কহিতে কে জানে লোকাচার।
ঘন ঘন নারীগণ দেই জয়কার॥

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গোরাচাঁদে।
লইতে বাসর ঘরে কেবা থির বাঁধে॥
নরহরি পহুঁ গোরারায়।
চলে বাসর ঘরে কত কৌতুক হিয়ায়॥

২৯শ পদ। যথারাগ।

নদীয়া-বিনোদ গোরা।
প্রবেশে বাসর ঘরে নব নব তরুণীগণের পরাণ-চোরা॥ ধ্রু॥
কুলবধূগণ মনের উল্লাসে বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়ায় লৈয়া।
সুন্দর চাঁদে বসায় বাসরে অনিমিখ আঁখে ও মুখ চাঞা॥
কেহ পরশের সাধে হাসি হাসি সুগন্ধি চন্দন মাখায় অঙ্গে।
কেহ সাজাইয়া তাম্বূল-বীটিকা সম্পুট সম্মুখে রাখয়ে রঙ্গে॥
কেহ করে কত কৌতুক ছলেতে ঢলি পড়ি গায় পুলক হিয়া।
নরহরিনাথ আগে রহে কেহ ভঙ্গীতে কুসুম অঞ্জলি দিয়া॥

৩০শ পদ। যথারাগ।

বাসর ঘরেতে গোরারায়। রূপে কোটি মদন মাতায়॥
কুলবধূগণ মনসুখে। সোঁপয়ে নয়ন চাঁদমুখে॥
ঘুঙটে ঘুঙট কেহ দিয়া। কহে কিবা ঈষৎ হাসিয়া॥
পুলকে ভরয় সব গা। ঝাঁপয়ে বসন দিয়া তা॥
কেউ দাঁড়াইয়া কারু পাশে। কাঁপে যেন রসের আবেশে॥
কেহ অতি অথির হিয়ায়। নিছয়ে জীবন রাঙ্গা পায়॥
বাসর ঘরেতে রঙ্গ যত। তাহা কেবা কহিবেক কত॥
নরহরি মনে বড় আশ। দেখিব কি এ সব বিলাস॥

৩১শ পদ। যথারাগ।

বাসর ঘরেতে গোরারায়।
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ সুখে রজনী গোঙায়॥
কহিতে কৌতুক নাহি ওর।
গোষ্ঠী সহ সনাতন আনন্দে বিভোর॥
রজনী প্রভাতে গৌরহরি।
হৈলা হর্ষ কুশণ্ডিকা আদি কর্ম্ম করি॥
গমন করিব নিজালয়ে।
সনাতন মিশ্র মহাশয়ে নিবেদয়ে॥
সনাতন জামাতা-রতনে।
করিতে বিদায় ধৈর্য্য ধরয়ে যতনে॥
কন্যায় কত না প্রবোধিয়া।
দিল বিশ্বম্ভর-কর ধরি সমর্পিয়া॥
গৌরহরি গমন সময়ে।
মান্যগণে পরম উল্লাসে প্রণময়ে॥
করিতে কি সে ভার সাধ।
ধান্য দূর্ব্বা দিয়ে শিরে করে আশীর্ব্বাদ॥
মিশ্র-প্রিয়া কন্যা-জামাতারে।
বিদায় করিতে ধৈর্য্য ধরিতে না পারে॥
গোরা গৃহে গমন করিতে।
বিপ্রগণ বেদধ্বনি করে চারি ভিতে॥
নারীগণ দেয় জয়কার।
নানা বাদ্য বাজে ভাটে পড়ে কায়বার॥
নরহরিনাথে নিরখিয়া।
গমন উচিত সভে করে শুভক্রিয়া॥

৩২শ পদ। যথারাগ।

বরজ-ভূষণ গৌর-বিধুবর, করি বিবাহ বিনোদগতি পর,
প্রেয়সী সহ চলই নিজ ঘর, পরম অদ্ভুত শোহয়ে।
চঢ়ল চৌদোল মাহি ঝলকত, রূপ অমিয় প্রবাহ উছলত,
বলিত নয়ন শিঙ্গার অনুপম, নিখিল জনমন মোহয়ে॥
হোত জয় জয় শব্দ অবিরত, নারী পুরুখ অসংখ্য নিরখত,
পরস্পর ভণ লখিমী লখিমীক নাথ দুঁহু বিলসত জনু।
বন্দিগণ মন মোদ অতিশয়,উচরিত নব নব চরিত মধুময়,
ভূরি ভূসুর করত ঘন ঘন, বেদধ্বনি পুলকিত তনু॥
বাদ্য বহুবিধ মুরজ মরদল, ত্রিসরি কুণ্ডলি পটহ পুষ্কল,
কু কু মু ঔ মু মু মুখা, বিবিধ বায়ত মধুর বাদক ঘটা।
নটত নর্ত্তকী নর্ত্তকাবলী, উঘটি তাধিক ধিকিতা ধিনি,
নিধি থেন্না ধিকি তক তাল ধরু, পগভঙ্গী চমকত তনুছটা॥
জাতিশ্রুতি স্বর-গ্রাম মূরছন, তান নব নব নব আলাপন,
শুনত কানন ত্যজি মৃগ, গুণিবৃন্দ নিকটহি ধায়এ।
ভবন চহু দিশ বিপুল কল কল, দাস নরহরি হৃদয় উছলল,
সময় গোধূলি ললিত সুরধুনী-তীরে বিরমি ঘরে আয়এ॥

৩৩শ পদ। যথারাগ।

গোরাচাঁদ বিবাহ করিয়া।
আইসেন ঘরে অতি উলসিত হৈয়া॥

অলখিত হৈয়া দেবগণ।
করয়ে সকল পথে পুষ্প বরিষণ॥
সুখের পাথার নদীয়ায়।
বিবাহ-প্রসঙ্গ কেউ কহে শচীমায়॥
শুনি মহাবাদ্য কোলাহল।
শচীদেবী হইলেন আনন্দে বিহ্বোল॥
বাড়ীর বাহির শচী আই।
নিছিয়া ফেলয়ে যত দ্রব্য লেখা নাই॥
স্নেহে চাঁদ-বদন চুম্বিয়া।
প্রবেশে ভবনে পুত্রবধূ পুত্রে লৈয়া॥
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ বিশ্বম্ভর।
বৈসে সিংহাসনে দেখে যত পরিকর॥
উলু লুলু দেই নারীগণ।
হইল মঙ্গলময় সকল ভবন॥
ভাটগণে পড়ে কায়বার।
বিপ্রগণ বেদধ্বনি করে অনিবার॥
নানা বাদ্য বায় সবে সুখে।
নরহরি কত বা কহিব একমুখে॥

৩৪শ পদ। যথারাগ।

গোরা গুণমণি সুঘড়শেখর পরম মুদিত হিয়ায়।
লোক বহুত বিবাহে আতুল তাহে দেয়ই বিদায়॥
ভাট নট গীতজ্ঞ বাদক ভিক্ষু ভূসুর ভূরি।
দেত সবে বহু বস্ত্র ভূষণ ধন মনোরথ পূরি॥
অতিহি সুমধুর বচনে সুনিপুণ পরিতোষ করই সভায়।
চলল নিজ নিজ গেহে সবে মিলি গৌরহরিযশ গায়॥
শ্রীশচী সব নারী জনে জনে কয়ল কত সম্মান।
ভণত নরহরি সো সকল সুখে গেহে কয়ল পয়ান॥

৩৫শ পদ। বরাড়ী।

হৃষ্টমনে বিশ্বম্ভর গেলা পণ্ডিতের ঘর
দ্বিজবর আনন্দ পাথার।
পাদ্য অর্ঘ্য লৈঞা করে গেলা বর আনিবারে
ধন্য ধন্য শচীর কোঙর॥
তবে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বিশ্বম্ভর থুইল লঞা
দাঁড়াইয়া ছাঁওলা ভিতর।
সর্ব্বলোকে হরি বোলে শত শত দীপ জ্বলে
তাহে জিনে গোরা কলেবর॥
উল্লসিত আয়োগণ হুলাহুলি ঘন ঘন
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে।
আয়ো আয়োগণ মিলি সবে পাটশাড়ী পরি
প্রভু প্রদক্ষিণ হেতু লাজে॥
নির্ম্মঞ্ছন সজ্জ করে আয়োগণ আগুসারে
আগুসরি কন্যার জননী।
তার ভূমি না পড়ে পা উলসিত সর্ব্ব গা
দেখি বিশ্বম্ভর গুণমণি॥
একে আয়োরূপে জ্বলে রতন-প্রদীপ করে
তাহে প্রভু অঙ্গের কিরণে।
সেই শ্রীঅঙ্গ গন্ধে আয়োগণ উন্মাদে
হিয়া রাখে অনেক যতনে॥
সাত প্রদক্ষিণ হঞা বিশ্বম্ভর উরধিয়া
দধি ঢালে চরণারবিন্দে।
ঘরে চলিবার বেলে গৌরমুখ নেহালে
পালটিতে নারে অঙ্গগন্ধে॥
তবে সেই সনাতন মিশ্র দ্বিজ-রতন
কন্যা আনিবারে আজ্ঞা দিলা।
রত্নসিংহাসনে বাস ত্রৈলক্য জিনি রূপস
অঙ্গছটা বিজুরি পড়িলা॥
প্রভুর নিকটে আনি জগ-মনোমোহিনী
বিষ্ণুপ্রিয়া মহালক্ষ্মী নামা।
তরল নয়ন বঙ্ক হেরি মুখ গৌরাঙ্গ
মন্দ মন্দ হাসি অনুপমা॥
প্রভু প্রদক্ষিণ করি সাত বার চৌদিকে ফিরি
করযোড়ে করি নমস্কার।
অঙ্গপট ঘুচাইল চারি চক্ষে দেখাইল
দোঁহে করে কুসুমবিহার॥
উঠিল আনন্দ রোল সবে বোলে হরিবোল
ছাউনি নাড়িল কন্যাবর।

সবে বোলে ধনি ধনি জিনি চন্দ্র রোহিণী
কেহ বলে পার্ব্বতী আর হর॥
তবে বিশ্বম্ভর পহু মুচকি হাসিয়া লহু
বসিলা উত্তম সিংহাসনে।
সনাতন দ্বিজবরে কন্যা সম্প্রদান করে
পদাম্বুজে কৈল সমর্পণে॥
যথাবিধি যে আছিল নানা দ্রব্য দান দিল
একত্রে বসিলা দুই জনে।
বিবাহ অন্তর দোঁহে সনাতন নিজ গৃহে
এক গৃহে বসিলা ভোজনে॥

৩৬শ পদ। যথারাগ।

উলসিত আয়োগণ যুক্তি করে মনে মন
করে করি কর্পূর তাম্বূল।
দেখিবে নয়ন ভরি গোরাচাঁদ-মুখ হেরি
বাসর ঘরে বসিলা ঠাকুর॥
বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া বাসর ঘরে বসিল গিয়া
আয়োগণ করে অনুমান।
এই লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণু বিশ্বম্ভর হৈঞা
পৃথিবীতে কৈল অবধান॥
নানাবিধ জানে কলা করে করি দিব্য মালা
তুলি দেই সেই গোরা-গলে।
হিয়ার হাব্যাস পেলে যে আছিল অন্তরে
মনকথা বিকাইনু তোরে॥
বিবিধ গন্ধ চন্দন অঙ্গে করে বিলেপন
পরশিতে বাঢ় উনমাদ।
করি আন পরসঙ্গে লোলিয়া পড়য়ে অঙ্গে
পূরাইল জনমের সাধ॥
পরম-সুন্দরী যত সবে হৈল উনমত
বেকত কহে মরমের কথা।
রসের আবেশে হাসে ঢলি পড়ে গৌর পাশে
গরগর ভাবে উনমত্তা॥
বাটা ভরি তাম্বূলে দেই প্রভু-পদমূলে
করে দেই কুসুম অঞ্জলি।
তার মনকথা এই জন্ম জন্ম প্রভু তুই
আত্ম সমর্পয়ে ইহা বলি॥
এই ভাবে এ রজনী গোঙাইল গুণমণি
আয়োগণ ভাগের প্রকাশে।
প্রভাতে উঠিয়া বিধি কৈল প্রভু গুণনিধি
কুশণ্ডিকা কর্ম্ম যে দিবসে॥

৩৭শ পদ। তথারাগ।

তার পরদিন পহু মুচকি হাসিয়া লহু
ঘরেরে চলিতে বলে বাণী।
পরিজন পূজা করে যার যেই দ্রব্য ছলে
জয় জয় হৈল শঙ্খধ্বনি॥
গুবাক চন্দন মালা করি হাতে দোঁহে গেলা
সনাতন তাহার ব্রাহ্মণী।
শিরে দেই দুর্ব্বাধান করি শুভ কল্যাণ
চিরজীবী আশীর্ব্বাদবাণী॥
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া তরল হইল হিয়া
দেখি পাশে জনক-জননী।
সকরুণ বচস্বরে আত্মনিবেদন করে
অনুনয় সবিনয় বাণী॥
সনাতন দ্বিজবর বলে হিয়া সকাতর
তোরে আমি কি বলিতে জানি।
আপনার নিজগুণে লইল মোর কন্যাদানে
তোর যোগ্য কিবা দিব আমি॥
আর নিবেদি এক কথা তুমি মোর জামাতা
ধন্য আমি আমার আলয়।
ধন্য মোর বিষ্ণুপ্রিয়া তোর ও পদ পাইয়া
ইহা বলি গদগদ হয়॥
বাষ্প ছলছল আঁখি অরুণ বরণ দেখি
গদগদ আধ আধ বোল।
বিষ্ণুপ্রিয়া-কর লৈঞা প্রভু বিশ্বম্ভরে দিয়া
ঢর ঢর নয়নের লোর॥
তবে পহুঁ শুভক্ষণে চলিল মনুষ্য-যানে
সর্ব্বজন অন্তর উল্লাস।

নানাবিধ বাদ্য বাজে শঙ্খ মৃদঙ্গ গাজে
হরিধ্বনি পরশে আকাশ॥
সম্মুখে নাটুয়া নাচে যার যেবা গুণ আছে
সেইখানে করে পরকাশ।
প্রভু যায় চতুর্দ্দোলে সব জন হরিবোলে
উত্তরিল আপন আবাস॥

৩৮শ পদ। তথারাগ।

শচী হরষিত হৈঞা নির্ম্মঞ্ছন-সজ্জ লঞা
আয়োগণ সঙ্গেতে করিয়া।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে সব জন হরিবোলে
দ্রব্য ফেলে দোঁহারে নিছিয়া॥
সম্মুখে মঙ্গল ঘট রায়বার পড়ে ভাট
বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুপ্রিয়া-কর ধরি বিশ্বম্ভর শ্রীহরি
গৃহে প্রবেশিলা শুভক্ষণ॥
শচী প্রেমে গরগর কোলে করি বিশ্বম্ভর
চুম্ব দেই সে চাঁদবদনে।
আনন্দে বিহ্বল হিয়া আয়োগণ মাঝে গিয়া
বধূ কোলে শচীর নাচনে॥
আপনা না ধরে সুখে নানা দ্রব্য দেয় লোকে
তুষ্ট হৈয়া যত সব জন।
বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া এক মেলি দেখিয়া
গুণ গায় দাস ত্রিলোচন॥

৩৯শ পদ। ধানশী।

বিষ্ণুপ্রীতে কাম্য করি বিষ্ণুপ্রিয়াপিতা।
প্রভুর শ্রীহস্তে সমর্পিলেন দুহিতা॥
তবে দিব্য ধেনু ভূমি শয্যা দাসী দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস॥
লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর বাম পাশে।
হোমকর্ম্ম করিতে লাগিল তবে শেষে॥
ভোজন করিয়া শুভ রাত্র সুমঙ্গলে।
লক্ষ্মী কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতুহলে॥
সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে।
যে সুখ হইল তাহা কে পারে কহিতে॥
তবে রাত্রিপ্রভাতে যে ছিল লোকাচার,
সকল করিলা সর্ব্ব-ভুবনের সার॥
অপরাহ্ণে গৃহে আসিবার হৈল কাল।
বাদ্য-নৃত্য-গীত হৈতে লাগিল বিশাল॥
তবে প্রভু নমস্করি সর্ব্বমান্যগণে।
পত্নী সনে দোলায় করিলা আরোহণে॥
হরি হরি বলি সবে করে জয়ধ্বনি।
চলিলেন নিজগৃহে দ্বিজকুলমণি॥
পথে যত লোক দেখে চলিয়া আসিতে।
ধন্য ধন্য সবেই প্রশংসে ভালমতে॥
স্ত্রীগণে দেখিয়া বলে এই ভাগ্যবতী।
কত জন্ম সেবিলেন কমলা পার্ব্বতী॥
কেহ বলে বুঝি হেন এই হরগৌরী।
কেহ বলে হেন জানি কমলা শ্রীহরি॥
কেহ বলে এই দুই কামদেব রতি।
কেহ বলে ইন্দ্র শচী হেন লয় মতি॥
কেহ বলে হেন বুঝি রামচন্দ্র সীতা।
এই মত বলে সব সুকৃতি বনিতা॥
লক্ষ্মী-নারায়ণের মঙ্গল-দৃষ্টিপাতে।
সুখময় সর্ব্বলোক হৈল নদীয়াতে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহুঁ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

৪০শ পদ। তথারাগ।

নৃত্য-গীত বাদ্য পুষ্প বর্ষিতে বর্ষিতে।
পরম আনন্দে পহুঁ আইলা সর্ব্ব পথে॥
তবে শুভক্ষণে পহুঁ সকল মঙ্গলে।
আইলেন গৃহে লক্ষ্মী কৃষ্ণ কুতূহলে॥
তবে আই পতিব্রতাগণে সঙ্গে লৈঞা।
পুত্রবধূ গৃহে আনিলেন হৃষ্ট হৈঞা॥
গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী নারায়ণ।
জয়ধ্বনিময় হৈল সকল ভবন॥
কি আনন্দ হৈল সেই অকথ্য কথন।
সে মহিমা কোন জনে করিবে বর্ণন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহুঁ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

তৃতীয় তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

[রূপ]

১ম পদ। শ্রীরাগ।

গোরারূপে কি দিব তুলনা।
উপমা নহিল যে কষিল বাণ সোনা ॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম ॥
তুলনা নহিল স্বর্ণকেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল ॥
কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গগন্ধ মনোহরা।
বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা ॥

২য় পদ। শ্রীরাগ।

কোথায় আছিল গোরা এমন সুন্দর।
ও রূপে মুগধ কৈল নদীয়া নগর ॥
বাঁধিয়া চিকণ কেশ দিয়া নানা ফুলে।
রঙ্গন মালতী যূথী পারুলী বকুলে ॥
মধু লোভে মধুকর তাহে কত উড়ে।
ও রূপ দেখিতে প্রাণ নাহি থাকে ধড়ে ॥
মণি-মুকুতার হার ঝলমল বুকে।
প্রতি অঙ্গে আভরণ বিজুরী চমকে ॥
কুঙ্কুমে লেপিত অঙ্গ চন্দন মিশালে।
আজানু-লম্বিত ভুজ বনমালা গলে ॥
মন্থর চলনি গতি দুদিকে হেলনি।
অমিয়া উথলে কিবা গ্রীবার দোলনি ॥
চলিতে মধুর নাদে নূপুর বাজে পায়।
বলরাম দাস বলে নিছনি যাঙ তায় ॥

৩য় পদ। তুড়ী।

বিহরে আজি রসিকরাজ, গৌরচন্দ্র নদীয়া মাঝ,
কুঙ্কুমকেশর পুঞ্জ উজোর, কনকরুচির কাঁতিয়া।
কোটি কাম রূপ ধাম, ভুবনমোহন লাবণি ঠাম,
হেরত জগত-যুবতী উমতী ধৈরজ ধরম তেজিয়া ॥
অসীম পুনিম শরদচন্দ, কিরণ মদন বদন ছন্দ,
কুন্দকুসুম নিন্দি সুষম, মঞ্জু সদন পাঁতিয়া।
বিম্ব-অধরে মধুর হাসি, বমই কতহি অমিয়া রাশি,
স্রবই সীধু নিকর ঝিকর বচন ঐছন ভাঁতিয়া ॥
মধুর বরজবিপিনকুঞ্জ, মধুর পিরীতি আরতি পুঞ্জ,
সোঙরি সোঙরি অধিক অবশ, মুগধ দিবস রাতিয়া।
আবেশে অবশ অলসবন্দ, চলত চলত খলত মন্দ,
পতিত কোর পড়ত ভোর, নিবিড় আনন্দে মাতিয়া ॥
অরুণনয়ানে করুণ চাই, সঘনে জপয়ে রাই রাই,
নটত উমত লুটত ভ্রমত ফুটত মরম ছাতিয়া।
উত্তম মধ্যম অধম জীব, সবহুঁ প্রেম অমিঞা পীব,
তহি বলরাম বঞ্চিত একলে সাধু ঠামে অপরাধিয়া ॥

৪র্থ পদ। কল্যাণী।

অমৃত১ মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গোরাদেহ।
জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙ্গাড়িল গো
এক কৈল সুধই সুলেহ ॥
অখণ্ড পীযূষ২ ধারা কোথা৩ আউটিল গোরা
সোনার বরণ হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা ফেনি তুলিল গো
হেন বাসো গোরা অঙ্গখানি ॥
অনুরাগের দধি প্রেমের সাচনা দিয়া
কে না পাতিয়াছে আঁখি দুটী।
তাহাতে অধিক মহু লহু লহু কথাখানি
হাসিয়া কহয়ে গুটি গুটি ॥

১। অমিয়া। ২। বিজুরী। ৩। কেবা।

বিজুরী বাটিয়া কেবা গাখানি মাজিল গো
চাঁদ মাজিল মুখখানি।
লাবণ্য বাটিয়া কেবা চিত নিরমাণ কৈল
অপরূপ রূপের বলনি॥
সকল পূর্ণিমার চাঁদে আকুল হইয়া কাঁদে
কর-পদ-পদুমের গন্ধে।
এমন বিনোদিয়া কোথায় দেখি যে নাই
অপরূপ প্রেমের বিনোদে॥
কুড়িটী নখের ছটায় জগত আলো কৈল গো
আঁখি পাইল জনমের অন্ধে।
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কান্দিয়া আকুল গো
নারী বা কেমনে প্রাণ বান্ধে॥
সকল রসের সার বিশাল হৃদয়খানি
কে না গড়াইল রঙ্গ দিয়া।
রদন বাটিয়া কেবা বদন গড়িল গো
বিনি ভাবে সু সলু কাঁদিয়া॥
ইন্দ্রের ধনুক আনি গোরার কপালে গো
কেবা দিল চন্দনের রেখা।
ওরূপ স্বরূপা যত কুলের কামিনী ছিল
দু হাতে করিতে চায় পাখা॥
রঙ্গের মন্দির খানি নানা রত্ন দিয়া গো
গড়াইল বড় অনুবন্ধে।
লীলা বিনোদ কলা ভাবে অভিলাষী গো
মদন বেদন ভাবি কাঁদে॥
না চায় আঁখির কোণে সদাই সবার মনে
দেখিবারে আঁখি পাখী ধায়।
আঁখির তিয়াস দেখি সুখের লালস গো
আলসল জর জর গায়॥
কুলবতী কুল ছাড়ে পঙ্গু ধায় উভরড়ে
গুণ গায় অসুর পাষণ্ড।
ধূলায় লোটায়ে কাঁদে কেহ থির নাহি বান্ধে[১]
গোরাগুণ অমিয়া অখণ্ড॥
ধাওরে ধাওরে বলি প্রেমানন্দে কোলাকুলি
কেহ নাচে অট্ট অট্ট হাসে।
সুশীলা কুলের বউ সে বলে সকল যাউ
গোরাগুণ-রূপের বাতাসে॥
নদীয়ানগর-বধূ হেরি গো মুখবিধু
ঝর ঝর নয়ান সদাই।
অনুরাগে বুক ভরে পুলকিত কলেবরে
মনমাঝে সদাই জাগাই॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা মনে গণে রাত্র দিবা
গোরারূপে লাগি গেল ধান্দা।
অখিল-ভুবনপতি ধূলায় লোটায় ক্ষিতি
সদাই সোঙরে রাধা রাধা॥
লখিমী বিলাস ছাড়ি প্রেম অভিলাষী গো
অনুরাগে রাঙ্গা দুটি আঁখি।
রাধার ধেয়ানে হিয়া বাহির না [illegible] গো
এই গোরাতনু তার সাখী॥
দেখ রে দেখ রে লোক হেন প্রেম [illegible]রূপ
ত্রিজগতনাথ নাথ হৈয়া।
অকিঞ্চনের সনে কি নাই কি ধন মাগে
কিনা সুখে বুলয়ে নাচিয়া॥
জয় রে জয় রে জয় হেন প্রেম-রসময়
ভাঙ্গি বিলাইল গোরারায়।
নিজ্জীবে জীবন পাইল পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইল
আনন্দে লোচনদাস গায়॥

৫ম পদ। ধানশী।

সরুয়া কাঁকালি ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহে তনুসুখ বসন পরে॥
কোঁচার শোভায় মদন ভুলে। যুবতীজীবন ঘুরিয়া বুলে॥
শচীর দুলাল গৌরাঙ্গচাঁদে। বান্ধল রঙ্গিণী ভুরুর ফাঁদে॥
আঁখির বিলোল মুচকি হাসি। কুলবতীব্রত নাশিল বাঁশী॥
লবঙ্গ দুলালচাঁপার ফুলে। কি দিয়া বান্ধল কুন্তলমূলে॥
চাচর কেশের লোটন দেখি। কোন ধনী নিজ ধৈরজ রাখি॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা। রসিয়া যুবতী কুলের কাঁটা॥
নিতম্বমণ্ডলে কাম সে রহি। ইছিয়া নিছিয়া পরাণ দি॥
গোবিন্দ দাসের সরম জাগে। তাহে কোন ছার যৌবন লাগে॥

১। কেহ নাহি কেশ বান্ধে।

৬ষ্ঠ পদ। ভাটিয়ারি।

রসিয়া রমণী যে।
মদনমোহন, গৌরাঙ্গবদন, দেখিয়া জীয়ে কি সে॥
যে ধনী রঙ্গিণী হয়।
ও ভাঙ ধনুয়া মদনবাণে, তার কি পরাণ রয়॥
যে জানে পিরীতি বেথা।
সেহ কি ধৈরজ ধরিতে পারে, শুনিয়া সুখের কথা॥
বিলাসিনীর মনে দুখ।
আজানু লম্বিত, বাহু হেরি কান্দে, পরিসর গোরাবুক॥
কত কামিনী কামনা করে।
গুরুয়া নিতম্ব, বিলাস বসন, পরশ পাবার তরে॥
গোবিন্দ দাসের চিতে।
গৌরাঙ্গচাঁদের, চরণ-নখর, তাহার মাধুরী পীতে॥

৭ম পদ। তুড়ী বা মায়ুর।

বিনোদ ফুলের বিনোদ মালা বিনোদ গলে দোলে।
কোন বিনোদিনী গাঁথিল মালা বিনোদ বিনোদ ফুলে॥ ধ্রু॥
বিনোদ কেশ১ বিনোদ বেশ২ বিনোদ বরণখানি।
বিনোদ মালা গলায় আলা বিনোদ দোলনি॥
বিনোদ বন্ধন৩ বিনোদ চিকুর৪ বিনোদ মালায় বেড়া।
বিনোদ নয়ানে বিনোদ চাহনি বিনোদ আঁখির তারা॥
বিনোদ বুক বিনোদ মুখ বিনোদ শোভা করে।
বিনোদ নগরে বিনোদ নাগর বিনোদ বিহরে॥
বিনোদ বলন বিনোদ চলন বিনোদ সঙ্গিয়া সঙ্গে।
লোচন বলে বিনোদিনীর বিনোদ গৌরাঙ্গে॥

৮ম পদ। বিহাগড়া।

লাখবাণ কাঁচা কাঞ্চন আনিয়া মিলিয়া বিজুরীসমূহে।
বিহি অতিবিদগধ, আমিয়ার সাঁচে ভরি,
নিরমিল গৌরসুদেহে॥
সজনি, ইহ অপরূপ গোরা রাজে।
সময় জলধি মাঝে নিতি মাজল, সাজল লাবণি সাজে॥ ধ্রু॥
কোটি কোটি কিয়ে, শরদসুধাকর, নিরমঞ্ছন মুখচাঁদে।
জগমনমথন, সঘন রতিনায়ক, নাগর হেরি হেরি কাঁদে॥
ঝলমল অঙ্গকিরণ মণিদরপণ, দীপ দীপতি করু শোভা।
অতএ সে নিতি নিতি গোবিন্দদাসমনে, লাগল
লোচনলোভা॥

৯ম পদ। ধানশী।

গৌররূপ সদাই পড়িছে মোর মনে।
নিরবধি থুইয়া বুকে সে রস ধাধস সুখে
অনিমিষে দেখহ নয়নে॥ ধ্রু॥
পরিয়া পাটের জোড় বাঁধিয়া চিকুর ওর
তাহে নানা ফুলের সাজনি।
পরিসর হিয়া ঘন লেপিয়াছে চন্দন
দেখিয়া জীউ করিল নিছনি॥
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুম চতুঃসম
মাজিয়া কে দিল ভালে ফোঁটা।
আছুক অন্যের কাজ মদন মুগধ ভেল
রহল যুবতীকুলের খোঁটা॥
প্রাণ সরবস দেহ অবশ সকল সেহ
না পালটে মোর আঁখি পাপ।
হিয়ায় গৌরাঙ্গরূপ কেশর লেপিয়া গো
ঘুচাইব যত মনের তাপ॥
কামিনী হইয়া কামনা করিয়া
কাম-সায়রে মরি।
গোবিন্দ দাস কহয়ে তবে গো
দুখের সাগরে তরি॥

১০ম পদ। ধানশী।

দেখ দেখ নাগর গৌর সুধাকর
জগত আহ্লাদনকারী।
নদীয়া পুরবর রমণী মণ্ডল
মণ্ডন গুণমণিধারী॥
সহজই রসময় সহচর উড়গণ
মাঝে বিরাজিত নাগররাজ।

১। গৌর। ২। শরীর। ৩। বাঁধা। ৪। কেশ—পাঠান্তর।

মদন পরাভব বদন-হাস দেখি
বিবসয় রঙ্গিণীগণ ভয় লাজ ॥
ভকত-বৃন্দচিত কৈরব ফুল্লিত
নিশিদিশি উদিত হিয়াক বিলাসে।
রসিয়া রমণীচিত রোহিণী নায়ক
অনুক্ষণ পূরল না রহে ত্রাসে ॥
ঐছে বিলাস প্রকাশ বিনোদই
বিলসই উলসই ভাবিনী ভাব।
পদপঙ্কজ পর গোবিন্দ দাস চিত
ভ্রমরী কি পাওবি মাধুরী লাভ ॥

১১শ পদ। ভূপালী।

ও তনু সুন্দর গৌরকিশোর।
হেরইতে নয়নে বহয়ে প্রেম-লোর ॥
আজানু-লম্বিত ভুজ তাহে বনমাল।
তঁহি অলি গুঞ্জই শবদ রসাল ॥
লোল বিলোকন নয়নহি লোর।
রসবতী-হৃদয়ে বান্ধল প্রেমডোর ॥
পুলকপটল বলয়িত ছিরি অঙ্গ।
প্রেমবতী আলিঙ্গিতে লহরী তরঙ্গ ॥
গোবিন্দ দাস আশ করু তায়।
গৌর-চরণ-নখর-কিরণ ঘটায় ॥

১২শ পদ। কল্যাণী।

শারদ কোটি চাঁদ সঞে সুন্দর
সুখময় গৌরকিশোর বিরাজ।
হেরইতে যুবতী পিরীতি রসে মাতল
ভাগল গুরুজন গৌরব লাজ ॥
সজনি কিয়ে আজু পেখলু গোরা।
মনমথ-মথন অরুণ নয়নাঞ্চল
চাহনি ভৈ গেঁলু ভোরা ॥ ধ্রু ॥
মৃদু মৃদু মধুর মধুর স্মিত শোভিত
লোহিত অধর বিনোদ।
কত কুলকামিনী বাসর যামিনী
ভেল অনুরাগিণী পরশ আমোদ ॥
কেশরি-শাবক জিনি ভঙ্গুর মাজা খিনি
তাহে বিলসে মনমোহন বাস।
হেরি কুলবতীগণ নিধুবন-গত মন
মুগধে মাতল কত করু অভিলাষ ॥
কুটিল সুকেশ কুসুমময় লোটন
জোটন রসবতী রস পরিণাম।
গোবিন্দ দাস কহে ঐছে বর রসিয়া
নাগর হেরি কহয়ে গুণগান ॥

১৩শ পদ। বেলোয়ার-কন্দর্পতাল।

লাখবাণ কনক কষিল কলেবর
মোহন সুমেরু জিনিয়া সুঠান।
গদ গদ নীর থির নাহি পাওই
ভুবনমোহন কিয়ে নয়ানসন্ধান ॥
দেখ রে মাই সুন্দর শচীনন্দনা।
আজানু-লম্বিত ভুজ বাহু সুবলনা ॥ ধ্রু ॥
ময়মত্ত হাতী ভাতি গতি চলনা।
কিয়ে রে মালতীর মালা গোরা অঙ্গে দোলনা
শরদ-ইন্দু জিনি সুন্দরবয়না।
প্রেম আনন্দে পরিপূরিত নয়না ॥
পদ দুই চারি চলত ডগমগিয়া।
থির নাহি বাঁধে পড়ত পহুঁ ঢলিয়া ॥
গোবিন্দ দাস কহে গোরা বড় রঙ্গিয়া।
বলিহারি যাউ মুঞি সঙ্গের অনুসঙ্গিয়া ॥

১৪শ পদ। আড়ানি।

মনোমোহনিয়া গোরা ভুবনমোহনিয়া।
হাসির ছটা চাঁদের ঘটা বরিখে অমিয়া ॥
রূপের ছটা যুবতী ঘটা বুক ভরিতে চায়।
মন গরবের মানের গড় ভাঙ্গিলে মদন রায় ॥
রঙ্গিল পাটের ডোর দুই দিগে সোনার নূপুর পায়
ঝুনর ঝুনর বাজিয়াছে ঠমকে তায় ॥
মালতীফুলে ভ্রমর বুলে নব লোটনের দামে।
কুলকামিনীর কুল মজিল সীম দোলনীর ঠামে ॥
আঁখির ঠারে প্রাণেতে মারে কহিতে সহিতে নারি
রাধাবল্লভ দাসে কয় মন করিলে চুরি ॥

১৫শ পদ। গান্ধার।

দেখ দেখ গোরা নটরায়।
বদন শরদ-শশী তাহে মন্দ মন্দ হাসি
কুলবতী হেরি মুরছায়॥ ধ্রু॥
চাচর চিকুর মাথে চম্পককলিকা তাতে
যুবতীর মন মধুকর।
শ্রুতিপদ্মযুগমূলে কনককুণ্ডল দোলে
পাকা বিম্ব জিনিয়া অধর॥
কম্বুকণ্ঠে মৃদু বাণী সুধার তরঙ্গখানি
হরি-রসে জগত ডুবায়।
করিবর-কর জিনি বাহুযুগ সুবলনি
অঙ্গদ বলয়া শোভে তায়॥
বক্ষ হেম-ধরাধর নাভি-পদ্ম সরোবর
মধ্য হেরি কেশরী পলায়।
অরুণ বসন সাজে চরণে নূপুর বাজে
বাসু ঘোষ গোরাগুণ গায়॥

১৬শ পদ। বেলোয়ার।

সহজই কাঞ্চন- কান্তি কলেবর
হেরইতে জগজন-মনোমোহনিয়া।
তাহে কত কোটি মদন মুরছাওল
অরুণকিরণহর অম্বর বনিয়া॥
রাই প্রেম ভরে গমন সুমন্থর
অন্তর গর গর পড়ই ধরণীয়া।
স্বেদ কম্প ঘন ঘন পুলকাবলী
ঘন হুহুঙ্কার করত গরজনিয়া॥
ডগমগ দেহ থেহ নাহি বান্ধই
দুহু দিঠি মেহ সঘনে বরখনিয়া।
ও রসে ভোর ওর নাহি পাওই
পতিত কোরে ধরি লোর সিচনিয়া॥
হরি হরি বলি রোই কত বিলপই
আনন্দে উনমত দিবস রজনিয়া।
হরি হরি-রব শুনি জগত তরিয়া গেল
বঞ্চিত বলরাম দাস পামরিয়া॥

১৭শ পদ। সিন্ধুড়া।

কনয়া-কষিল মুখশোভা। হেরইতে জগমনলোভা॥
বিনি হাসে গোরা মুখ হাস। পরিধান পীত পটবাস॥
অঙ্গের সৌরভ লোভ পাইয়া। নবীন ভ্রমরী আইল ধাইয়া॥
ঘুরি ঘুরি বুলে পদতলে। গুন গুন শবদ রসালে॥
গোবিন্দ ঘোষের মনে জাগে। গোরা না দেখিলে বিষ লাগে॥

১৮শ পদ। তুড়ী।

আজানু-লম্বিত বাহুযুগল কনকপুতলী দেহা।
অরুণ-অম্বর শোভিত কলেবর উপমা দেওব কাঁহা॥
হাস বিমল বয়ান-কমল পীন হৃদয় সাজে।
উন্নত গীম সিংহ জিনিয়া উদার বিগ্রহ রাজে॥
চরণ-নখর উজোর শশধর কনয়া মঞ্জীর শোহে।
হেরিয়া দিনমণি আপনা নিছিয়া রূপ জগমন মোহে॥
কলিযুগে অবতার চৈতন্য নিতাই পাপ পাষণ্ডী নাহি মানে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ বৃন্দাবনদাস গুণগানে॥

১৯শ পদ। সুহই।

গৌরবরণ হেরিয়া বিজুরী
গগনে বসতি কেল।
ত্রিভুবনে যত শোভার বিততি[১]
হারি পরাজিত ভেল॥
দেখ দেখ মদনমোহন রূপ।
মাজার শোভায় গরব তেজিয়া
পলায়ন গিরিভূপ॥ ধ্রু॥
শুনি করিবর গমন সঞ্চার
চরণ সোঁপিয়া গেল।
ভয় পাঞা মনে কুরঙ্গিণীগণে
লোচন ভঙ্গিমা দেল॥
কেশের শোভায় চামরীর গণে
নিজ অহঙ্কার ছাড়ি।

১। সামগ্রী—পাঠান্তর।

বনে প্রবেশিয়া লজ্জিত হইয়া
অভিমানে রহে পড়ি॥
যুবতী গরব তেজিতে গৌরব
নদীয়া নগর মাঝে।
চন্দ্রশেখর কহয়ে বজর পড়িল যুবতী লাজে॥

২০শ পদ। বরাড়ী।

সজনি ঐ দেখ শচীর নন্দন।
যেবা জন দেখে তার স্থির নহে মন॥
অসীম গুণের নিধি অপার মহিমা।
এ তিন ভুবনে নাহি রূপে দিতে সীমা॥
খগ মৃগ তরু লতা গুণ শুনি কাঁদে।
রূপে গুণে কুলবতী বুক নাহি বাঁধে॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ নাম জনে জনে দিয়া।
বাসুদেব বোলে গোরা লইল তরিয়া॥

২১শ পদ। কামোদ।

সখি হে, ঐ দেখ গোরা-কলেবরে।
কত চাঁদ জিনি মুখ সুন্দর অধরে॥
করিবর-কর জিনি বাহু সুবলনী।
খঞ্জন জিনিয়া গোরার নয়ন চাহনি॥
চন্দন-তিলক শোভে সুচারু কপালে।
আজানুলম্বিত চারু নব নব মালে॥
কম্বুকণ্ঠ পীন পরিসর হিয়া মাঝে।
চন্দনে শোভিত কত রত্নহার সাজে॥
রামরম্ভা জিনি উরু অরুণ চরণ।
নখমণি জিনি ইন্দুপূর্ণ দরপণ॥
বাসু ঘোষ বোলে গোরা কোথা না আছিল।
যুবতী বধিতে রূপ বিধি সিরজিল॥

২২শ পদ। সুহই।

কি পেখিলুঁ[১] গৌর-কিশোর। সুরধুনীতীরে উজোর॥
সুঘড় ভকতগণ সঙ্গ। করতহিঁ কত মত রঙ্গ॥
মন্দ মধুর মৃদু হাস। কুন্দ-কুসুম-পরকাশ॥
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড। জিতল করিবর শুণ্ড॥
অহনিশি ভাবে বিভোর। কুল-কামিনী-চিত-চোর॥
মদন-মন্থর গতি ভাতি। মূরছিত মনমথ-হাতী॥
সো পদপঙ্কজ বায়। কহ কবিশেখর রায়॥

[১] হেরলুঁ।

২৩শ পদ। আনন্দ-কৌমদী।

গৌর বরণ তনু সুন্দর সুখময় সদয় হৃদয় রসাল রে।
কুন্দ-করবীর গাঁথন থরে থর দোলনী বনি বনমাল রে।
গৌর বামে বর প্রিয় গদাধর, নিগূঢ় রস পরকাশ রে।
রাসমণ্ডল ঐছে ভাসল প্রেমে গদগদ ভাষ রে॥
নদীয়া-নগরে চাঁদ কত কত দূরে গেও আন্ধিয়ার রে।
কতহুঁ উয়ল দীপ নিরমল ইথেহুঁ নামই না পার রে।
গৌর-গদাধর প্রেম-সরোবর উথলি মহীতল পূর রে।
দাস যদুনাথ, বিধি-বিড়ম্বিত, পরশ না পাইয়া ঝুর রে

২৪শ পদ। মঙ্গল।

প্রফুল্লিত কনক- কমল মুখমণ্ডল
নয়ন খঞ্জন তাহে সাজে।
দীঘল ললাট মাঝে শ্রীহরিমন্দির সাজে
করঙ্গ কৌপীন কটিমাঝে॥
জয় জয় গোরাচাঁদ কলুষবিনাশ।
পতিতপাবন জগ- তারণ-কারণ
সংকীর্ত্তন পরকাশ॥ ধ্রু॥
আজানুলম্বিত ভুজ- দণ্ড বিরাজিত
গলে দোলে মালতী দাম।
ভুবনমনোহর দীর্ঘ কলেবর
পুলক কদম্ব অনুপাম॥
প্রাতর-অরুণরুচি শ্রীপদপল্লব
অভেদ অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
বিজয়ানন্দ দাসে আনন্দসায়রে ভাসে
চরণকমল-মকরন্দ॥

২৫শ পদ। মঙ্গল।

দেখ দেখ গোরারূপছটা।

হরিদ্রা হরিতাল — হেম কমলদল
কিবা থির বিজুরীর ঘটা ॥ ধ্রু ॥

কুঞ্চিত কুন্তলে চূড়া — মালতী মল্লিকা বেড়া
ভালে ঊর্দ্ধ তিলক সুঠাম।

আকর্ণ নয়ান-বাণ — ভুরুধনু সন্ধান
হেরিয়া মুরছে কোটি কাম ॥

হেমচন্দ্র গণ্ডস্থল — শ্রুতিমূলে কুণ্ডল
দোলে যেন মকর আকারে।

বিম্ব অধর ভাঁতি — দশন মুকুতাপাতি
আধ হাসি অমিয়া উগারে ॥

সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ — কণ্ঠে মণিহার বন্ধ
ভুজযুগ কনক অর্গল।

সুরাতুল করতল — জিনি রক্ত উৎপল
নখচন্দ্র করে ঝলমল ॥

পরিসর হিয়া মাঝে — মালতীর মালা সাজে
সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র সুজঠর।

নাভি সরোবর জিনি — রোমাবলী ভুজঙ্গিনী
কামদণ্ড কিয়ে মনোহর ॥

হরি জিনি কটিতটে — কনক কিঙ্কণী রটে
রক্তপ্রান্ত বসনে বেষ্টিত।

হেমরম্ভা জিনি ঊরু — চরণ নাটের গুরু
তাহে মণিমঞ্জীর শোভিত ॥

সূক্ষ্মরক্তপদ্মদল- — শ্রেণী অঙ্গ মনোহর
তাহে জিনি কোঁচার বলনী।

চরণ উপরে দোলে — হেরি মুনি-মন ভোলে
আধগতি গজবর জিনি ॥

কিবা তাহে পদাঙ্গুলি — কনক চম্পককলি
অপরূপ নখচন্দ্রপাতি।

তার তলে কোকনদ — ভুবনমোহন পদ
তহুচিত অলি রহু মাতি ॥

২৬শ পদ। ধানশী।

প্রতপ্ত নির্ম্মল স্বর্ণ- — পুঞ্জগঞ্জি গৌরবর্ণ
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপধাম।

জিনি রক্তপদ্মদল — শ্রীপাদযুগলতল
দশাঙ্গুলি শোভে অনুপাম ॥

শরদ-শশীর ঘটা — নিন্দি দশনখ-ছটা
তুঙ্গ গুল্‌ফ জঙ্ঘা মনোহর।

সুবর্ণ সম্পুটাকার — জানুযুগ্ম রূপাধার
রম্ভারুচি উরু চারুস্থল ॥

প্রসর নিতম্ব স্থল — তাহে শুক্ল পট্টাম্বর
কাঁকালি কেশরী জিনি ক্ষীণ।

অশ্বত্থপত্রের হেন — উদর বনিয়াছেন
বক্ষোদেশ তুঙ্গ অতি পীন ॥

জানুদেশ বিলম্বিত — হেমার্গল সুবলিত
বাহুযুগ্ম অঙ্গদ-ভূষিত।

করতল সুরাতুল — জিনিয়া জবার ফুল
মাধুরীতে ভুবন মোহিত ॥

দশনখচন্দ্র আগে — শুক্লবর্ণ মূলভাগে
দশ অর্দ্ধচন্দ্রের আকার।

সিংহগ্রীব তিন রেখা — তাহাতে দিয়াছে দেখা
অধর বন্ধুক-পুষ্পাকার ॥

সুবর্ণ দর্পণ জিতি — গণ্ডস্থল যুগাকৃতি
মুক্তাপাতি জিনি দন্তাবলী।

নাসা তিলপুষ্প জনু — ভুরুযুগ কামধনু
সায়ক সুন্দরালিক স্থলী ॥

অমল কমল আঁখি — তারা যেন ভৃঙ্গপাখী
অনুরাগে অরুণ সজল।

কামের কামানগুণ — শ্রুতিযুগ সুগঠন
তাহে শোভে মকর-কুণ্ডল ॥

স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম বক্র শ্যাম — কুণ্ডল লাবণ্যধাম
নানা ফুল মঞ্জুল সাজনি।

বদন-কমলে হাস — কোটি কলানিধি ভাষ
কুন্দবৃন্দ করিয়া নিছনি ॥

ভুবনমোহন অঙ্গ তাহে নটবর ভঙ্গ
নৃত্যকৃত্য ভৃত্য গান কলা।
দুবাহু তুলিয়া যবে ভাবভরে ফিরে তবে
উঠে যেন অনন্ত চপলা॥
এই রূপ দেখে যেই ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়ে সেই
প্রবেশয়ে পরম আনন্দে।
প্রেমদাস জীব দেহ ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়ে সেহ
গুণ শুনি গৌরপদদ্বন্দ্বে॥

২৭শ পদ। যথারাগ।

একে সে কনয়া কষিল তনু। শশিনি কলঙ্ক দমন জনু॥
তাহাতে লোচন চাঁচর কেশে। মাতায়ে রঙ্গিণী সুষমা লেশে॥
কিবা অপরূপ গৌরাঙ্গশোভা। এ তিন ভুবন রঙ্গিণী লোভা॥
অরুণ পাটের বসন ছলে। তরুণী-হৃদয়-রাগ উছলে॥
বাহু উঠাইয়া মোড়য়ে তনু। ছটায় বিজুরী ঝলকে জনু॥
পিছলে লোচন চাহিলে অঙ্গ। তনুতে তনুতে তরঙ্গ রঙ্গ॥
কেশর কুসুম সুষম দাম। যদু কহে সব ভাঙ্গল মান॥

২৮ পদ। তথারাগ।

বিকচ কনয়া কমল কাঁতি। বদন পূর্ণিমাচাঁদের ভাঁতি॥
দশন শিকর নিকর পাঁতি। অধর অরুণ বান্ধুলী অতি॥
মধুর মধুর গৌরাঙ্গশোভা। এ তিন ভুবনে নয়নে লোভা॥
কি জানি কি রসে সতত মাতি। গমন মন্থর গজেন্দ্র ভাঁতি॥
অরুণ নয়নে ঝরয়ে লোরা। আসিয়া বসে কি চকোর জোরা॥
সোঙরি কান্দয়ে পূরব লেহ। যৈছন গরজে নবীন মেহ॥
কোথা গদাধর বলিয়া ডাকে। যদু কহে পহু ঠেকিলা পাকে॥

২৯ পদ। কানড়া।

অকলঙ্ক পূর্ণচাঁদে কামিনী মোহন ফাঁদে
বদনে মদনগর্ব্বচূর্ণ।
মৃদু মৃদু আধ ভাষা ঈষত উন্নত নাসা
দাড়িম্ব কুসুম জিনি কর্ণ॥
ঝরে নয়নারবিন্দে বাষ্পকণা মকরন্দে
তারক-ভ্রমর হরষিত।
গভীর গর্জ্জন কভু কভু বলে হাহা প্রভু
আপাদমস্তক পুলকিত॥
প্রেমে না দেখয়ে বাট ক্ষণে মারে মালসাট
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে বোলে রাধা।
নাচয়ে গৌরাঙ্গরায় সবে দেখিবার ধায়
কর্ম্মবন্ধে পড়ি গেল বাঁধা॥
পাই হেন প্রেমধন নাচয়ে বৈষ্ণবগণ
আনন্দসায়রে নাহি ওর।
দেখিয়া মেঘের মেলি চাতক করিছে কেলি
চাঁদ দেখি যৈছন চকোর॥
প্রেমে মাতোয়াল গোরা জগত করিলা ভোরা
পাইল সব জীব আশ।
জড় অন্ধ মূকমাত্র সবে ভেল প্রেমপাত্র
বঞ্চিত সে বৃন্দাবনদাস॥

৩০শ পদ। কামোদ।

কো কহে অপরূপ প্রেমসুধানিধি
কোই কহত রস সেহ।
কোই কহত ইহ সোই কলপতরু
মঝু মনে হোত সন্দেহ॥
পেখলু গৌরচন্দ্র অনুপাম।
যাচত যাক মূল নাহি ত্রিভুবনে
ঐছে রতন হরিনাম॥ ধ্রু॥
যো এক সিন্ধু বিন্দু নাহি যাচত
পরবশ জলদসঞ্চার।
মানস অবধি বহুত কলপতরু
কো অছু করুণা অপার॥
যছু চরিতামৃত শ্রুতি-পথে সঞ্চরু
হৃদয়-সরোবর-পূর।
উমড়ই নয়ন অধম-মরুভূমহি
হোয়ত পুলক-অঙ্কুর॥
নামহি যাঁক তাপ সব মেটয়ে
তাহে কি চাঁদ-উপাম।
ভণ ঘনশ্যাম দাস নাহি হোয়ত
কোটি কোটি একু ঠাম॥

৩১শ পদ। কেদার।

অপরূপ গোরা নটরাজ।
প্রকট প্রেম বিনোদ নব নাগর, বিহরই নবদ্বীপ মাঝ॥ ধ্রু॥
কুটিল-কুন্তল-গন্ধ পরিমল, চন্দনতিলক ললাট।
হেরি কুলবতী লাজ মন্দির-দুয়ারে দেওল কপাট॥
অধর বান্ধুলী বন্ধু বন্ধুর মধুর বচন রসাল।
কুন্দ-হাস প্রকাশ সুন্দর, ইন্দুমুখ উজিয়ার॥
করিকর জিনি বাঁহুর সুবলনি, দোসারি গজমতিহার।
সুমেরু-শেখর উপরে যৈছন[১] বহই সুরধুনী ধার॥
রাতুল* চরণযুগল পেখলু, নখর বিধুমণি জোর।
সৌরভে আকুল মত্ত অলিকুল, গোবিন্দদাস মন ভোর॥

৩২শ পদ। কল্যাণী।

দেখ দেখ সখি গোরাবর দ্বিজমণিয়া।
নিরুপম রূপ, বিধি নিরমিল, কেমনে ধৈরজ ধরিয়া॥ ধ্রু॥
আজানুলম্বিত সুবাহুযুগল, বরণ কাঞ্চন জিনিঞা।
কিয়ে সে কেতকী, কনক-অম্বুজ, কিয়ে বা চম্পক মণিয়া॥
কিয়ে গোরোচোনা, কুঙ্কুমবরণা জিনি অঙ্গ ঝলমলিয়া।
মধুর বচনে, অমিয়া ঝরিখে, ত্রিজগত মন ভুলিয়া॥
কত কোটি চাঁদ, বদন নিছনি, নখচাঁদে পড়ে গলিয়া।
বাসু ঘোষে কহে, গৌরাঙ্গবদন, কে দেখি আসিবে চলিয়া॥

৩৩শ পদ। বরাড়ী।

ও না কে বলগো সজনি।
কত চাঁদ জিনি, সুন্দর মুখানি, বরণ কাঞ্চন মণি॥ ধ্রু॥
করিবরকর জিনি,বাহুর সুবলনী,আজানুলম্বিত সাজে।
নখকরপদ, বিধু কোকনদ, হেরি লুকাইল লাজে॥
ভাঙ যুগবর, দেখিতে সুন্দর, মদন তেজয়ে ধনু।
তেরছ চাহিয়া, হাসি মিশাইয়া, হানয়ে সভার তনু॥
কটিতে বসন, অরুণ বরণ, গলে দোলে বনমালা।
বাসু ঘোষ ভণে, হও সাবধানে, জগত করেছে আলা॥

৩৪শ পদ। কামোদ।

দেখহ নাগর নদীয়ায়।
গজবর-গতি জিনি গমন সুমাধুরী
অপরূপ গোরা দ্বিজরায়॥ ধ্রু॥
চরণ-কমল যেন ভকত-ভ্রমরগণ
পরিমলে চৌদিকে ধায়।
মধুমদে মাতল সব মহীমণ্ডল
দিগবিদিগ নাহি পায়॥
রসভরে গর গর অধর মনোহর
ঈষৎ হাসিয়া ঘন চায়।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতবর নয়ান কোণের শর
কত কোটি কাম মূরছায়॥
আভরণ বহু মণি বসন অরুণ জিনি
বাজন-নূপুর রাঙ্গা পায়।
জগত বিজয়ধ্বনি জয় গোরা দ্বিজমণি
বাসুদেব ঘোষে গুণ গায়॥

৩৫শ পদ। মঙ্গল।

নিরমল কাঞ্চন জিতল বরণ, বসন-ভূষণ-শোভা।
সুগন্ধি চন্দন, তাহাতে লেপন, মদনমোহন আভা॥
উরু পরিসর, নানা মণিহার, মকর কুণ্ডল কাণে।
মধুর হাসনি, তেরছ চাহনি, হানয়ে মরমে বাণে॥
বিনোদ বন্ধন, দুলিছে লোটন, মল্লিকা মালতী বেড়া।
নদীয়ানগরে, নাগরীগণের, ধৈরজ ধরম ছাড়া॥
মদন মন্থর, গতি মনোহর, করি সরমিত তায়।
এমন কমল, চরণযুগল, ভুখিয়া শেখর রায়॥

৩৬শ পদ। ভাটিয়ারী।

অতি অপরূপ, রূপ মনোহর, তাহা না কহিবে কে।
সুরধুনীতীরে, নদীয়ানগরে, দেখিয়া আইলুঁ সে॥
পিরীতি পরশ, অঙ্গের ঠাম, ললিত লাবণ্য কলা।
নদীয়ানাগরী, করিতে পাগলী, না জানি কোথা না ছিলা।
সোণার বান্ধল, মণির পদক, উরে ঝলমল করে।
ও চাঁদের মুখের মাধুরী হেরিতে তরুণী হিয়া না ধরে॥
যৌবনতরঙ্গে, রূপের পাথারে, পড়িয়া অঙ্গেতে ভাসে।
শিখরের পহুঁ বৈভব কো কহুঁ ভুবন ডুবিল যশে

১। সুমেরু শিখরে যৈছন ঝাঁপিয়া—পাঠান্তর।

*গ্রন্থান্তরে যথা—রাতুল অতুল চরণযুগল নখমণি বিধু উজোর।
ভকত ভমরা কত সৌরভে উনমত বাসুদেব মন রহুঁ ভোর॥

৩৭শ পদ। কামোদ।

নিরুপম কাঞ্চনরুচির কলেবর, লাবণি বরণি না হোয়।
নিরমল বদন, বচন অমিয়াসব, লাজে সুধাকর রোয়॥
হেরলুঁ রে সখি রসময় গৌর।
বেশবিলাসে মদন ভেল ভোর॥ ধ্রু॥
লোল অলকাকুল, তিলক সুরঞ্জিত, নাসা খগপতি তুণ।
ভাঙ কামান, বাণ দৃগঞ্চল, চন্দনরেখা তাহে গুণ॥
কম্বুকণ্ঠে মণি-হার বিরাজিত, কামকলঙ্কিতশোভা।
চরণ অলঙ্কৃত, মঞ্জীর ঝঙ্কৃত, রায় শেখর মনলোভা॥

৩৮শ পদ। সুহই।

কুন্দন কনক-কমলরুচিনিন্দিত, সুরধুনী-তীর-বিহারী।
কুঞ্চিত কণ্ঠ, ললিত কুসুমাকুল, কুলকামিনী-মনোহারী॥
জয় জয় জগজীবন যশধীর।
জাহ্নবী যমুনা যেন জলধর বরিখন
ঐছে নয়ানে বহে নীর॥ ধ্রু॥
পদ্মিনী পুরুব পিরীতি পুলকাইত
পরিজন প্রেম পসারি।
পহিরণ পীত- পট নিপতিতাঞ্চল
পদপঙ্কজ পরচারী॥
রসবতী রমণী- রঞ্জন রুচিরানন
রতিপতি রঙ্গিত তায়।
রসিক রসায়ন রসময় ভাষণ
রচয়তি শেখর রায়॥

৩৯শ পদ। জয়জয়ন্তী।

মুদির মাধুরী, মধুর মূরতি, মৃদুল মোহন ছাঁদ।
মৌলী মালতী-মালে মধুকর, মোহিত মনমথ ফাঁদ॥
গৌরসুন্দর, সুঘড় শেখর, শরদ শশধর হাস।
সঙ্গে সাজক, সুঘড় ভাবক সতত সুখময় ভাষ॥
চীন চাঁচর, চিকুর চুম্বিত, চারু চন্দ্রিক মাল।
চকিতে চাহিতে, চপল চমকিত, চিত চোরল ভাল॥
গান গুর্জ্জরী, গৌরী গান্ধার, গমক গরজন তায়।
গমন গজপতি, গরব গঞ্জিত, গাওয়ে শেখর রায়॥

৪০শ পদ। গান্ধার।

দেখ দেখ অদভুত সুন্দর শচীসুত
অপরূপ বিহি নিরমাণ।
ডগমগ হিরণ- কিরণ জিনি তনুরুচি
হরি হরি বোলত বয়ান॥
ভালহি মলয়জ- বিন্দু বিরাজিত
তছুপর অলকা-হিলোল।
কনক সরোজ চাঁদ জনু উজোর
তহি বেড়ি অলিকুল দোল॥
দুনয়ন অরুণ কমলদলগঞ্জন
খঞ্জন জিনিয়া চকোর।
যৈছন শিথিল গাঁথল মোতি ফল
তৈছে বহত ঘন লোর॥
নিজ গুণ নাম গান-রস-সায়রে
জগজন নিমগন কেল।
দীন হীন রামা- নন্দ তঁহি বঞ্চিত
কিঞ্চিত পরশ না ভেল॥

৪১শ পদ। তুড়ী।

দেখত বেকত গৌর অদভুত উজোর সুরধুনীতীর।
জাম্বুনদ তনু, বসন জিনিয়া ভানু, সুন্দর সুঘড় সুধীর॥
ব্রজলীলাগুণ, সোঙরি সোঙরি ঘন, রহই না পারই থির।
পুলকে পুরল তনু, ফুটল কদম্ব জনু, ঝর ঝর নয়নক নীর
অবিরত ভকত, গানরসে উনমত, কম্বুকণ্ঠ ঘন দোল।
পুলকে পূরল জীব,শুনি পুন নাচত, সঘনে বোলয়ে হরিবো
দেব দেব অবিদেব জনবল্লভ, পতিতপাবন অবতার।
কলিযুগ কাল-ব্যাল-ভয়ে কাতর, রামানন্দে কর পার॥

৪২শ পদ। তুড়ি।

কুসুমে খচিত, রতনে রচিত, চিকণ চিকুরবন্ধ।
মধুতে মুগধ, সৌরভে লুবধ, ক্ষুবধ মধুপবৃন্দ॥
ললাটফলক পটির তিলক, কুটিল অলকা সাজে।
তাণ্ডবে পণ্ডিত, কুণ্ডলে মণ্ডিত, গণ্ডমণ্ডল রাজে॥
ও রূপ দেখিয়া, সতী কুলবতী, ছাড়ল কুলের লাজ।
ধরম করম, সরম ভরম, মাথাতে পড়িল বাজ॥

অপাঙ্গ ইঙ্গিত, ভাঙর ভঙ্গিত, অনঙ্গরঙ্গিত সঙ্গ।
মদন কদন, হোয়লু সদন, জগতযুবতী অঙ্গ ॥
অধর বন্ধুক মাধ্বিক অধিক, আধ মধুর হাসি।
বোলনি অলসে, কলসে কলসে, বময়ে অমিয়ারাশি ॥
কুন্দদাম ঠামহি ঠাম কুসুম সুষম পাতি।
ততহি লোলুপ, মধুপী মধুপ, উড়িয়া পড়য়ে মাতি ॥
হিরণ হীর, বিজুরী থীর, শোহন মোহন দেহে।
অরুণ কিরণ-হরণ বসন, বরণে যুবতী মোহে ॥
কাম চমক, ঠাম ঠমক, কুন্দন কনক গোরা।
মত্ত সিন্ধুর, গমন মন্থর, হেরিয়া ভুবন ভোরা ॥
কঞ্জ চরণ, খঞ্জনগঞ্জন, মঞ্জু মঞ্জীর ভাষ।
ইন্দুনিন্দন, নখরচ্ছন্দন বলি বলরাম দাস ॥

৪৩শ পদ। কামোদ।

কাঞ্চন দরপণ- বরণ সুগোরা রে
বর বিধু জিনিয়া বয়ান।
দুটি আঁখি নিমিখ মুকুথবর বিধি রে
না দিলে অধিক নয়ান ॥
হরি হরি কেনে বা জনম হৈল মোর।
কনক মুকুর জিনি গোরা অঙ্গ সুবলনী
হেরিয়া না কেনে হৈলাম ভোর ॥ ধ্রু ॥
আজানুলম্বিত ভুজ বনমালা বিরাজিত
মালতী-কুসুম সুরঙ্গ।
হেরি গোরা মূরতি কত শত কুলবতী
হানত মদনতরঙ্গ ॥
অনুক্ষণ প্রেমভরে সে রাঙ্গা নয়ন ঝরে
না জানি কি জপে নিরবধি।
বিষয়ে আবেশ মন না ভজিনু সে চরণ
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥
নদীয়ানগরী সেহ ভেল ব্রজপুরী
প্রিয় গদাধর বাম পাশ।
মোহে নাথ অঙ্গী কর বাঞ্ছাকল্পতরু
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥

৪৪শ পদ। তিরোতা ধানশী।

কাঁচা সে সোণার তনু ডগমগি অঙ্গ।
চাঁদবদনে হাসি অমিয়া তরঙ্গ ॥
অবনী বিলম্বিত বনি বনমাল।
সৌরভে বেঢ়ল মধুকরজাল ॥
উভয় ভুজপর থর সর চাপ।
হেরইতে খপুগণ থরহরি কাঁপ ॥
দূর বাদল তুল নখবিধু সাজ।
মণিময় কঙ্কণ বলয় বিরাজ ॥
তদধহিঁ দুহুঁ কর জলধরশ্যাম।
তহিঁ শোভে মোহন মুরলী অনুপাম ॥
নখমণি বিধু জিনি তলহি সুরঙ্গ।
তাহে মণি আভরণ মূরছে অনঙ্গ ॥
তদধহিঁ করহি কমণ্ডলু দণ্ড।
যাহে কলিকলুষ পাষণ্ড খণ্ড ॥
গীম সঞে উরে মণি মোতি বিলোল।
শ্রীবৎসাঙ্কিত কৌস্তুভ দোল ॥
মলয়জময় উর পরিসর পীন।
নাভি গভীর কটি কেশরিক্ষীণ ॥
বসন সুরঙ্গ চরণ পরিযন্ত।
পদনখ নিছনি দাস অনন্ত ॥

৪৫শ পদ। সুহই।

লাখবাণ কাঞ্চন জিনি।
রসে ঢর ঢর গোরা সুযাও নিছনি ॥
কি কাজ শারদ কোটি শশী।
জগত করয়ে আলো গোরা মুখের হাসি ॥
দেখিয়া রঙ্গ মধুর কাঁতি।
মনু অনুরোধে এ বড় যুবতী ॥
সুদর্শন শিখর মূরতি।
মরমে ভরম জাগে পিরীতি ॥১
ভাঙ গঞ্জে মদন ধানুকী।
কুলবতী উনমতি কৈল দুটী আঁখি ॥

১। আরতি।

জয় শচী-নন্দন, ত্রিভুবন-বন্দন, পূর্ণ পূর্ণ অবতার।*
জগ-অঘুরঞ্জন, ভবভয়ভঞ্জন, সংকীর্ত্তন পরচার॥ ধ্রু॥
চম্পক-গৌর, প্রেমভরে কম্পই, ঝম্পই সহচর কোর।
অঙ্গহি অঙ্গ পুলকাকুল আকুল, কঞ্জ-নয়নে ঝরে লোর॥
ধনি ধনি ভাবিনী চতুর-শিরোমণি বিদগধ জীবন জীব।
গোবিন্দ দাস এহেন রসে বঞ্চিত অবহু শ্রবণে নাহি পীব॥

৫৬ পদ। সুহই।

অপরূপ হেম-মণি-ভাস। অখিল ভুবনে পরকাশ॥
চৌদিকে পারিষদ তারা। দূরে করু কলি-আঁধিয়ারা॥
অভিনব গোরা দ্বিজরাজ।** উয়ল নবদ্বীপ মাঝ॥
পুলকিত স্থির-চর-জাতি। প্রেম-অমিয়া-রসে মাতি॥
কেহ কেহ ভকত চকোর। নারী পুরুখে দেই কোর১॥
গোবিন্দ দাস চকোর। রুচি-লব লাগি বিভোর॥

৫৭ পদ। টোরী।

চিতচোর গৌর অঙ্গ রঙ্গে ফিরত ভকত সঙ্গ
মদনমোহন ছান্দুয়া।
হেম-বরণ-হরণ দেহ পুরল করুণ তরুণ মেহ
তপত-জগত-বন্ধুয়া॥
ভাবে অবশ দিবস রাতি নীপ-কুসুম পুলক-পাতি
বদন শারদ ইন্দুয়া।
সঘনে রোদন সঘনে হাস আনহি বয়ন বিরস ভা
নিবিড় প্রেম১ সিন্ধুয়া॥
অমিঞা জিতল মধুর বোল অরুণ চরণে মঞ্জীর রো
চলত২ মন্দ মন্দুয়া।
অখিল ভুবন প্রেমে৩ ভাস আশ করত গোবিন্দ দা
প্রেম-সিন্ধু-বিন্দুয়া॥

৫৮ পদ। ধানশ্রী।

জাম্বূনদচয় রুচির গঞ্জয় ঝলমল কলেবর-কাঁতি।
চন্দনে চর্চ্চিত, বাহু মণ্ডিত, গজেন্দ্র-শুণ্ডক ভাতি॥
পেখলু গৌর কিশোর নট নায়র হেরইতে আনন্দ ভর।
ভাবে ভোর তনু, অন্তর গর গর, কণ্ঠে গদ গদ বোল॥
নদীয়াপুর ভরি, অশেষ কৌতুক করি, নাচত রসিকসুজান
বিবিধ বৈদগধি, বিনোদ পরিপাটি, দিন রজনী নাহি আন
সুরধুনী-পুলিনে, তরুণ তরুমূলে, বৈঠে নিজ পরকাশে।
বাসুদেব ঘোষ গায়, পাওল প্রেমদানে, সিঞ্চিল সব নিজ দাসে

৫৯ পদ। ধানশ্রী।

নবদ্বীপে উদয় করিলা দ্বিজরাজ।
কলি-তিমির-ঘোর গোরচাঁদের উজোর
পারিষদ-তারাগণ মাঝ॥ ধ্রু॥
কীর্ত্তনে ঢর ঢর অঙ্গ ধূলিধূসর
হানত ভাব-তরঙ্গে।
করে করতাল ধরি বোলত হরি হরি
ক্ষণে ক্ষণে রহই ত্রিভঙ্গে॥
বামে প্রিয় গদাধর কাঁধের উপরে তার
সুবলিত বাহু আজানে।
সোঙরি বৃন্দাবন আকুল অনুক্ষণ
ধারা বহে অরুণ নয়ানে॥
আঁখিযুগ ঝর ঝর যেন নব জলধর
দশন বিজুরী জিনি ছটা।
বাসুদেব ঘোষ গীতে কলি-জীব উদ্ধারিতে
বরিখল হরিনাম ঘটা॥

---

* কথিত আছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব লইয়া নদীয়া-রাজসভায় তুমুল আন্দোলন হয়। পণ্ডিতমণ্ডলী নিমাইকে ভগবানের অবতার বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করেন না। জনৈক তান্ত্রিক পণ্ডিত নখদর্পণে "গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ" বচনের উদ্ধার করেন। নদীয়া-রাজ-পণ্ডিত সেই বচনের কূটার্থ করিয়া প্রতিপন্ন-করেন যে, "গৌরাঙ্গ পূর্ণাবতার বা অংশাবতার নহেন, কেবল ভগবানের ভক্ত"। বোধ হয়, ঐ ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভক্তকবি গোবিন্দ দাস দৃঢ়তা-সহকারে সেই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্যপূর্ব্বক বলিতেছেন, "আমার শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবদ্ভক্ত নহেন বা অংশাবতার নহেন। কিন্তু তিনি পূর্ণ পূর্ণ অবতার"। ইহাই ঐ বচনের সহজ ও সরল অর্থ। পূজ্যপাদ স্মার্ত্তচূড়ামণি শ্রীলশ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অন্বয় ও অর্থই এ বিষয়ের উজ্জ্বলতম প্রমাণ, যথা—"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন অংশকো ন স এব পূর্ণঃ।" অর্থাৎ গৌরাঙ্গ ভগবানের ভক্ত নহেন, ভগবানের অংশ নহেন, তিনিই পূর্ণ, অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবান্। ইতি গৌরাঙ্গতত্ত্ব, ১০৭ পৃষ্ঠা। ** স্থাবর ও জঙ্গম। ১। নাহি ওর—পাঠান্তর।

১। নয়নসলিল, ২। নাচত, ৩। আনন্দে—ইতি গীতচন্দ্রোদয়ে পাঠান্তর

৬০ পদ। টোরী।

চিতচোর গৌর মোর, প্রেমে মত্ত মগন ভোর
অকিঞ্চন জন করই কোর, পতিত অধম বন্ধুয়া।
ভুবন-তারণ-কারণ নাম, জীব লাগিয়া তেজল ধাম*
প্রকট হইলা নদীয়ানগর যৈছে শারদ ইন্দুয়া॥
অসীম মহিমা কো করু ওর, যুবতী-জীবন করয় চোর,
বিধি নিরমিল কি দিয়া গৌর, বড়ই রসের সিন্ধুয়া।
দেখিতে দেখিতে লাগয়ে সুখ, হরল সকল মনের দুখ,
বাসু ঘোষ কহে কিবা সে রূপ, নিরখি চিত সানন্দুয়া॥

৬১ পদ। সুহই।

মদনমোহন তনু গৌরাঙ্গসুন্দর।
ললাটে তিলকশোভা উর্দ্ধে মনোহর॥
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল।
প্রাকৃত নয়ন দুই পরম চঞ্চল॥
শুক্লযজ্ঞসূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে॥
অধরে তাম্বূল হাসে অধর চাপিয়া।
যাও বৃন্দাবনদাস সে রূপ নিছিয়া॥

৬২ পদ। কেদার।

বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি যেন মদন সমান।
দিব্য গন্ধ মাল্য দিব্য বাস পরিধান॥
কি ছার কনক-জ্যোতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চাঁদের সাধ লাগে॥
সে দন্তের কাছে কোথা মুকুতার দাম।
সে কেশ দেখিয়া মেঘ ভৈগেল মৈলান॥
দেখিয়া আয়ত দুই কমল-নয়ান।
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান॥
সে আজানু ভুজ দুই অতিহুঁ সুন্দর।
সে ভুজ দেখিয়া লাজ পায় করিকর॥
প্রশস্ত গগন মত হৃদয় সুপীন।
ছাঁয়া-পথ যজ্ঞসূত্র তাহে অতি ক্ষীণ॥
ললাটে বিচিত্র উর্দ্ধ-তিলক সুন্দর।
আভরণ বিনা সর্ব্ব অঙ্গ মনোহর॥
কিবা হয় কোটি মণি সে নখ চাহিতে।
সে হাস দেখিতে কিবা করিয়ে অমৃতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

৬৩ পদ। ধানশ্রী।

বিমল-হেম জিনি তনু অনুপাম রে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥
জিনি মদমত্ত হাতী গমন মন্থর গতি
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ বসন ছবি যেন প্রভাতের রবি
গৌর-অঙ্গে লহরি খেলায়॥
চলিতে নাহিক পারে গোরাচাঁদ হেলে পড়ে
বলিতে না পারে আধ বোল।
ভাবেতে আবেশ হৈয়া হরি হরি বোলাইয়া
আচণ্ডালে ধরি দেয় কোল॥
এ সুখ-সম্পদ কালে গোরা না ভজিলাঙ হেলে
হেন পদে না করিলাঙ আশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ
গুণ গান বৃন্দাবনদাস॥

৬৪ পদ। তুড়ী।

জানুলম্বিত বাহুযুগল কনকপুতলি দেহা।
অরুণ অম্বর-শোভিত কলেবর উপমা দেওব কাঁহা॥
হাস বিমল, বয়ান কমল, পীন হৃদয় সাজে।
উন্নত গীম সিংহ জিনিয়া উদার বিগ্রহ রাজে॥
চরণ-নখর উজোর শশধর কনয়া মঞ্জরী শোহে।
হেরিয়া দিনমণি আপনা নিছিয়ে রূপে জগ-মন মোহে॥
কলিযুগ-অবতার চৈতন্য-নিতাই, পাপী পাষণ্ডী নাহি মানে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ বৃন্দাবনদাস গুণ গানে॥

* কলির জীবের উদ্ধার জন্য গোলোকধাম যিনি ত্যাগ করিলেন।

৬৫ পদ। সিন্ধুড়া।

নদীয়াবিনোদ যেন গোরাচাঁদ, কেলি কুতূহলি ভোরা।
কামের কামান, ভুরু নিরমাণ, বাণ তাহে নয়নতারা॥
বয়স্যের সঙ্গে রহস্য বিলাস, লীলারসময় তনু।
বিনা মেঘময়ী, থির বিজুরী তহি, সাজন কুসুম-ধনু॥
বয়স্যের স্কন্ধে কর অবলম্বী পুথি করি বাম হাতে।
দিবসের অন্তে, রম্য রাজপথে, সুরধুনী-তট তাতে॥
সুগন্ধি চন্দন, অঙ্গেতে লেপন, বিনোদ বিনোদ ফোটা।
তাহার সৌরভে, মদন মোহিল, আকুল যুবতী ঘটা॥
চাঁচর কেশের বেশ কি কহব, হেরিয়া কে ধরে চিত।
কোঁচার শোভায় লোভায় রমণী, না মানে গুরুর ভীত॥
নদীয়ানাগর রসের সাগর, আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে।
বিশ্বম্ভর-লীলা দেখিয়া ভুলিলা ছাড়িলা আপন বাসে॥
এ লোচন কহে গৌরাঙ্গচাঁদের বঙ্কিম আঁখি-কটাক্ষে।
লাজের মন্দিরে দুয়ার ভেজাঞে, ঢলি পড়ে লক্ষে লক্ষে॥

৬৬ পদ। রামকেলি।

আমার গৌরাঙ্গসুন্দর (কিবা)॥ ধ্রু॥

ধবল পাটের জোড় পরেছে রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়াছে
চরণ উপর দুলি যাইছে কোচা।
বাক-মল সোণার নূপুর বাজাইছে১ মধুর মধুর
রূপ দেখিতে২ ভুবন মুরছা॥
দীঘল দীঘল চাঁচর চুল তায় দিয়াছে৩ চাঁপাফুল
কুন্দ মালতীর মালা বেড়া ঝুটা৪।
চন্দন মাখা গোরা গায় বাহু দোলাঞা চলে যায়
ললাট উপর৫ ভুবনমোহন ফোঁটা॥
মধুর মধুর কয় কথা শ্রবণ-মনের ঘুচায় ব্যথা
চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা।
বাহুর হেলন দোলন দেখি করীর শুণ্ড কিসে লেখি
নয়ান বয়ান যেন কুঁদে কোঁদা॥
এমন কেউ ব্যথিত থাকে কথার ছলে খানিক রাখে
নয়ান ভৈরে দেখি রূপখানি।
লোচনদাসে বলে কেনে নয়ান দিলি উহার পানে
কুল মজালি আপনা আপনি॥

১। বেজে যাচ্ছে, ২। দেখিলে, ৩। গুঁজেছে, ৪। ঝোঁটা, ৫। কপাল মাঝে—পাঠান্তর।

৬৭ পদ। ধানশ্রী।

হেম-বরণ বর সুন্দর বিগ্রহ সুর-তরুবর পরকাশ।
পুলক পত্র নব প্রেম পক্ব ফল, কুসুম মন্দ মৃদু হাস॥ ধ্রু
নাচত গৌর মনোহর অদ্ভুত রঞ্জিত সুরধুনী-ধার।
ত্রিজগত-লোক ওক ভরি পাওল, ভকতি-রতন-মণিহার
ভাব-বিভবময় রসরূপ অনুভব সুবলিত রসময় অঙ্গ।
দ্বিরদ-মত্ত-গতি অতি সুমনোহর, মুরছিত লাখ অনঙ্গ।
ধনি ক্ষিতিমণ্ডল, ধনি নদীয়াপুর, ধনি ধনি ইহ কলিকাল
ধনি অবতার ধনি রে ধনি কীর্ত্তন জ্ঞানদাস নহ পার॥

৬৮ পদ। যথারাগ।

দেখ ভুবনমোহন গোরা নদীয়ানগরে।
রূপের ছটায় দশ দিশ আলো করে॥ ধ্রু॥
কনকভূধর-গরবভঞ্জন ঝলকত ভালি রে॥
অতনুধনু দূরে দরপ ভূরুদিঠি, ভঙ্গী কি মধুর ভাতিয়া
হাস-মিলিত ময়ঙ্ক মুখ লস, দশন মোতিম পাতিয়া॥
চারু শ্রুতি অবতংস সুন্দর, গণ্ডমণ্ডল শোহয়ে।
নাসিক শুকচঞ্চুজিত সতী যুবতীগণ মন মোহয়ে॥
জানু লম্বিত ললিত ভুজযুগ, গঞ্জি ভুজগ মৃণাল রে।
বক্ষ পরিসর পরম সুগঠন, কণ্ঠে মালতী মাল রে॥
ত্রিবলী বলিত সুনাভি সরসিজ, ভ্রমর তনুরুহ রাজয়ে।
সিংহ জিনি কটিদেশ কৃশ ঘন অংশু অংশুক ভ্রাজয়ে।
মদনমদ দলি কদলি উরু গুরু, পর্ব্ব অতি অনুপাম রে।
চরণতল থলকমল, নখমণি নিছনি ঘনশ্যাম রে॥

৬৯ পদ। শ্রীরাগ।

চম্পককুসুম কনক নব কুঙ্কুম
তড়িতপুঞ্জ জিনি বরণ উজোর।
ঝলমল মুখচাঁদ মনমথ ফাঁদ
মধুরিম অধরে হাস অতি থোর॥
জয় জয় গৌর নটন জনরঞ্জন।
বলিকলিকালগরবভরভঞ্জন॥ ধ্রু॥
মঞ্জু পুলককুলবলিত কলেবর
গর গর নিরত তরল নহ থির।
গদ গদ ভাষ অবশ নিশি বাসর
ঝর ঝর কঞ্জনয়নে ঝরে নীর॥

নিরুপম চারু চরিত করুণাময়
পতিত-বন্ধু যশ বিশদ বিথার।
ভণ ঘনশ্যাম ভাগ ভূয়স রস
বিতরণ লাগি ললিত অবতার॥

৭০ পদ। কর্ণাট।

নাচত ভুবনমনোমোহন
চম্পক-কনক-কঞ্জ জিনি বরণা।
সুবলিত তনু মৃদু মলয়জ-রঞ্জিত
পহিরণ চীনবসন ঘন কিরণা॥
হিমকরনিকরনিন্দি মধুরানন
হাসত মধুর সুধা মনু ঝরই।
ভুরুযুগ ভঙ্গ পাঁতি লস লোচন
ডগমগ অরুণকিরণভর হরই॥
দোলত মণিময় হার হরত ধৃতি
টলমল কুণ্ডল ঝলকত শ্রবণে।
চাঁচর চিকুর ভঙ্গী ভার ভরে
বিলুলিত হালত তিমির তার জনু পবনে॥
অভিনয় ললিত কলিত করকিশলয়ে
কত শত তাল ধরত পগ ধরণে।
নরহরি পরম উলস যশ গায়ত
শোভা বিপুল কৌনক বিবরণে॥

৭১ পদ। কামোদ।

আহা মরি মরি দেখ আঁখি ভরি ভুবনমোহন রূপ।
অদ্বৈত আনন্দ কন্দ নিত্যানন্দ চৈতন্য রসের ভূপ॥
জিনি বিধুঘটা বদনের ছটা মদন-গরব হারে।
লহু লহু হাসি, সুধা রাশি রাশি, বরষে রসের ভারে॥
করে ঝলমল তিলক উজ্জ্বল ললিত লোচন ভুরু।
কিবা বাহু-শোভা মুনি-মনোলোভা বক্ষ পরিসর চারু॥
গলে শোভে ভাল নানা ফুলমাল সুবেশ বসন সাজে।
অরুণ চরণ বিলসয়ে ঘনশ্যামের হৃদয় মাঝে॥

৭২ পদ। কামোদ।

নদীয়ার মাঝারে নাচয়ে গোরাচাঁদ।
অখিল জনার মন বাঁধিবার ফাঁদ॥
কনক কেশর তনু অনুপম ছটা।
দেখিতে মোহিত নব যুবতীর ঘটা॥
শরদের চাঁদ কি মধুর মুখখানি।
অমিয়ার ধারা বাণী তাপীয়া জুড়ানি॥
ঈষৎ মিশাল হাসি অধর উজ্জ্বল।
দশন মুকুতাপাঁতি করে ঝলমল॥
নয়নযুগল অনুরাগের আলয়।
চাহনিতে ভুবন-পরাণ হরি লয়॥
কামের ধনুক-মদ ভাঙ্গিবার তরে।
কেবা গঢ়াইল ভুরু কত রঙ্গ ধরে॥
চাঁচর কেশের ঝুটা চমকিয়া বাঁকে।
মালতীবলিত অলি ফিরে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
কে ধরে ধৈরজ হেরি সুচারু কপাল।
চন্দনের বিন্দু ইন্দু-গরবের কাল॥
ভুবনবিজয়ী মালা দোলায় হিয়ায়।
বারেক নিরখি আঁখি সদাই ধিয়ায়॥
কিবা সে দীঘল ভুজযুগের বলনী।
কত ভাঁতি ভঙ্গী শতকুলের দলনি॥
সরুয়া কাঁকালি কিবা মুখেতে লুকায়।
বিনি মূলে কিনে মন নয়ন জুড়ায়॥
চরণ-কমলতল অতি অনুপাম।
নখরনিকরে কত মূরছয়ে কাম॥
কহে নরহরি কি না জানে রঙ্গ তার।
গোকুলনাগর ও রসের পাথার॥

৭৩ পদ। সোমরাগ।

সুরধুনীতীরে গৌর নটনাগর, পরিকর সঙ্গে রঙ্গে বিহরে।
নিরুপম বিবিধ নৃত্য নব মাধুরী নিখিল ভুবনজন-নয়ন হরে॥
কনক-ধরাধর-গরবহারী তনু ঝলমল বিপুল পুলকনিকরে।
কুঞ্জরকর-মদহর ভুজভঙ্গিম নিন্দই কত শত কুসুম-শরে॥
কুন্দদশনদ্যুতি দমকত মঞ্জন মিলিত সুহাস মধুর অধরে।
ডগমগ বদন বদত ঘন হরি হরি শুনইতে কো আছু ধিরজ ধরে॥
উমড়ই হৃদয় গদাধরে হেরইতে শাঙন-ঘন সম নয়ান ঝরে।
নরহরি ভণত ধরণী করু টলমল সুললিত চঞ্চল চরণ-ভরে॥

৭৪ পদ। সুহই।

ও রূপ সুন্দর গৌরকিশোর।
হেরইতে নয়নে আরতি নাহি ওর॥
কর পদ সুন্দর অধর সুরাগ।
নব অনুসারিণী নব অনুরাগ॥
লোল বিলোচন লোলত লোর।
রসবতী-হৃদয়ে বাঁধিল প্রেমডোর॥
পরতেক প্রেম কিয়ে মনমথরাজ।
কাঞ্চন-গিরি কিয়ে কুসুম-সমাজ॥
অছু প্রেম-লম্পট গৌরাঙ্গ রায়।
শিব-শুক-অনন্ত ধেয়ানে নাহি পায়॥
পুলক পটল বলইত সব অঙ্গ।
প্রেমবতী আলিঙ্গয়ে লহরী তরঙ্গ॥
তছু পদপঙ্কজ অলি সহকার।
কয়ল নয়নানন্দচিত বিহার॥

৭৫ পদ। ভৈরব একতাল।

সোঙর নব গৌরসুন্দর
নাগর বনোয়ারী।
নদীয়া ইন্দু করুণাসিন্ধু
ভকত বৎসলকারী॥ ধ্রু॥
বদন চন্দ অধর কন্দ নয়নে গলত প্রেমতরঙ্গ
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি মুখশোভা বিছুয়ারী।
কুসুমশোভিত চাঁচর চিকুর ললাট তিলক নাসিকা উপর
দশন মোতিম অমিয় হাস দামিনী ঘনয়ারী॥
মকরকুণ্ডল ঝলকে গণ্ড মণি-কৌস্তভ-দীপ্ত কণ্ঠ
অরুণ বসন করুণ বচন শোভা অতি ভারি।
মালাচন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ
চন্দন বলয়া রতন নূপুর যজ্ঞসূত্রধারী॥
ধারত গাওত ভকতবৃন্দ কমলাসেবিত পাদদ্বন্দ্ব
ঠমকে চলত মন্দ মন্দ যাউ বলিহারি।
কহত দীন কৃষ্ণদাস গৌর-চরণে করত আশ
পতিতপাবন নিতাইচাঁদ প্রেমদানকারী॥

৭৬ পদ। গান্ধার।

দেখ দেখ শচীসুত সুন্দর অদভুত অপরূপ বিহি নিরমাণ।
ডগমগ হিরণ-কিরণ জিনি তনুরুচি হরি হরি বোলত বয়ান॥
ভালহি মলয়জ বিন্দু বিন্দু বিরাজিত তছু পর অলকা-হিলোল।
কনক-সরোজ-চাঁদ জিনি উজোর তহি বেড়ি অলিকুল দোল॥
দুনয়ন অরুণ কমলদল গঞ্জন খঞ্জন জিনিয়া চকোর।
যৈছন শিথিল গাঁথা মোতিম ফল তৈছে বহয়ে ঘন লোর॥
নিজগুণ মান গান-রস-সায়রে জগজন নিমগন কেল।
দীনহীন কত তারণ রামানন্দ তহি বঞ্চিত পরশ না ভেল॥

৭৭ পদ। তুড়ী।

দেখত বেকত গৌর অদ্ভুত উজোর সুরধুনীতীর।
জাম্বুনদতনু বসন জিনিয়া ভানু সুন্দর সুঘড় শরীর॥
ব্রজলীলা গুণ সোঙরি সোঙরি ঘন রহই না পারই থির।
পুলকে পূরল তনু ফুটল কদম্ব জনু ঝর ঝর নয়নক নীর॥
অবিরত ভক্তগণ রসে উনমত মন কম্বুকণ্ঠ ঘন ঘন দোল।
পুলকে পূরল জীব শুনিয়া পুন নাচত
সঘনে বোলয়ে হরিবোল॥
দেব দেব অধিদেব জনবল্লভ পতিতপাবন অবতার।
কলিযুগ-কাল-ব্যাল-ভয়ে কাতর রামানন্দে কর পার॥

৭৮ পদ। বিভাস।

পরশমণির সঙ্গে কি দিব তুলনা।
পরশ ছোয়াইলে হয় নাকি সোনা॥
আমার গৌরাঙ্গের গুণে,
নাচিয়া গাইয়া রে রতন হইল কত জনা॥
শচীর নন্দন বনমালী।
এ তিন ভুবনে যার তুলনা দিবার নাই,
গোরা মোর পরাণপুতলি॥ ধ্রু॥
গৌরাঙ্গচাঁদের ছাঁদে চাঁদ কলঙ্কী রে,
এমন হইতে নারে আর।
অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র উদয় নদীয়াপুরে,
দূরে গেল মনের আঁধার॥

এ গুণে সুরভি সুরতরু সম নহে রে,
মাগিলে সে পায় কোন জন।
না মাগিতে অখিল ভুবন ভরি জনে জনে,
যাচিঞা দেওল প্রেমধন ॥
গোরাচাঁদের তুলনা কেবল গোরার সহ,
বিচার করিয়া দেখ সবে।
পরমানন্দের মনে এ বড় আকুতি রে,
গৌরাঙ্গের দয়া কবে হবে ॥

৭৯ পদ। কামোদ।

দেখ গোরা-রঙ্গ সই দেখ গোরা-রঙ্গ।
নদীয়ানগরে যায় কনয়া-অনঙ্গ ॥
হেমমণি-দরপণ জিনিয়া লাবণি।
অরুণ-চরণে আলো করিল অবনী ॥
পূর্ণিমাচাঁদের ঘটা ধরিয়াছে মুখ।
ছটায় গগন আলো দিশা নারীসুখ ॥
ভুরু-ধনু আঁখি-বাণ বঙ্কিম সন্ধান।
বরজ-মদন হেন সকল বন্ধান ॥
জানুবিলম্বিত বাহু পরিসর বুক।
দরশনে কে না পায় পরশন সুখ ॥
গতি মত্ত গজপতি জিনি কমনিয়া।
মজিল তরুণী ও না চায় ফিরিয়া ॥
যদু কহে ও না সেই গোকুলসুন্দর।
জানিয়া না জান তুমি তেঞি লাগে ডর ॥

৮০ পদ। মায়ূর।

গৌরাঙ্গসুন্দর নট-পুরন্দর প্রকট প্রেমের তনু।
কিয়ে নবঘন পুরট মদন সুধায় গরল জনু ॥
ভাল নাচে গৌরাঙ্গ আনন্দসিন্ধু।
বদন-মাধুরী হাস-চাতুরী নিছয়ে শারদ ইন্দু ॥ধ্রু॥
কিবা সে নয়ন জিনিয়া খঞ্জন ভাঙ-ভঙ্গিম শোভা।
অরুণ বরুণ যুগল চরণ এ যদুনন্দন লোভা ॥

৮১ পদ। মঙ্গল।

প্রফুল্লিত কনক-কমল মুখমণ্ডল,
নয়ন খঞ্জন তাহে সাজে।
দীর্ঘ ললাট মাঝে হরিমন্দির[১] সাজে
করঙ্গ-কৌপীন কটি মাজে ॥
জয় জয় গোরাচাঁদ কলুষ-বিনাশ।
পতিতপাবন জন-তারণ-কারণ সংকীর্ত্তন পরকাশ ॥ধ্রু॥
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড বিরাজিত গলে দোলে মালতী-দাম।
ভুবনমনোহর দীর্ঘ কলেবর, পুলক কদম্ব অনুপাম ॥
প্রাতর-অরুণ রুচি, শ্রীপাদপল্লব, অভেদ অদ্বৈত-নিত্যানন্দ।
এ যদুনন্দন দাসে আনন্দ-সায়রে ভাসে, চরণ-কমল-মকরন্দ ॥

৮২ পদ। ভৈরবী।

পশ্য শচীসুতমনুপমরূপং। খণ্ডিতামৃতরসনিরুপমকূপম্ ॥
কৃষ্ণরাগকৃতমানসতাপং। লীলাপ্রকটিতরুদ্র প্রতাপম্ ॥
প্রকলিত-পুরুষোত্তমসুবিষাদং। কমলাকরকমলানন্দিতপাদম্ ॥
রোহিতবদনতিরোহিতভাবং। রাধামোহনকৃতচরণাশম্ ॥

৮৩ পদ। গুর্জ্জরী।

মধুকররঞ্জিতমালতিমণ্ডিত-জিতঘন-কুঞ্চিতকেশম্।
তিলকবিনিন্দিত-শশধররূপকযুবতিমনোহরবেশম্ ॥
সখি কলয় গৌরমুদারং।
নিন্দিতহাটককান্তিকলেবরগর্ব্বিতমারকমারম্ ॥ ধ্রু ॥
মধুমধুর-স্মিতলোভিততনুভৃতমনুপমভাববিলাসম্।
নিধুবননাগরীমোহিতমানসবিকথিতগদগদভাষম্ ॥
পরমাকিঞ্চন-কিঞ্চননরগণ-করুণাবিতরণশীলম্।
ক্ষোভিত-দুর্ম্মতি-রাধামোহননামক নিরুপমলীলম্ ॥

৮৪ পদ। কামোদ।

দেখ গৌরচন্দ্র বড় রঙ্গী।
কামিনী কাম মনহি মন সঞ্চরু
তৈছন ললিত ত্রিভঙ্গী ॥ ধ্রু ॥
স্মিতযুত-বদনকমল অতি সুন্দর
শোভা বরণি না হোয়।
কত কত চাঁদ মলিন ভেল রূপ হেরি
কোটি মদন পুন রোয় ॥

১। "নাসিকামূলপর্য্যন্তং তিলকং হরিমন্দিরে।"

চামরী-চামর লাজে সুকুঞ্চিত কুঞ্চিত কেশক বন্ধ।
পন্থহি পন্থ চলত অতি মন্থর, মদ-গজদমনক ছন্দ॥
আন উপদেশে, বলত করি চাতুরি, মধুর মধুর পরিহাস।
নিজ অভিযোগ করত পুরব মত, ভণ রাধামোহনদাস॥

৮৫ পদ। কন্দর্প দশকোশি।

দেখ দেখ গৌর পরম অনুপাম।
শৈশব তারুণ লখই না পারিয়ে
তবহু জিতল কোটি কাম॥ ধ্রু॥
সুরধুনীতীরে সবহুঁ সখা মিলি
বিহরই কৌতুক রঙ্গী।
কবহুঁ চঞ্চল গতি কবহুঁ ধীর মতি
নিন্দিত-গজগতিভঙ্গী॥
থির নয়নে ক্ষণে ভোরি নেহারই
ক্ষণে পুন কুটিল কটাখ।
কবহুঁ ধৈরজ ধরি রহই মৌন করি
কবহুঁ কহই লাখে লাখ॥
রাধামোহন দাস কহই সতি সতি
ইহ নব বয়সে বিলাস।
যছু লাগি কলি যুগে প্রকট শচীসুত
সোই ভাব পরকাশ॥

৮৬ পদ। তুড়ী।

কুসুমে খচিত, রতনে রচিত, চিকণ চিকুর-বন্ধ।
মধুতে মুগধ, সৌরভে লুবধ, ক্ষুবধ মধুপবৃন্দ॥
ললাটফলক, পীবর তিলক, কুটিল অলকা সাজে।
তাণ্ডবে পণ্ডিত, পুলকে মণ্ডিত, গণ্ডমণ্ডল রাজে॥
ও রূপ দেখিয়া, সতী কুলবতী, ছাড়ল কুলের লাজ।
ধরম করম সরম ভরম, মাথাতে পড়ল বাজ॥
অপাঙ্গ ইঙ্গিত, ভাঙর ভঙ্গিত, অনঙ্গ-রঙ্গিত সঙ্গ।
মদন কদন, হোয়ল সদন, জগত-যুবতী অঙ্গ॥
অধর বন্ধুক মাধ্বীক অধিক, আধ মধুর হাসি।
বোলনি অলসে, কলসে কলসে, বময়ে অমিয়ারাশি॥
কুন্দ-দাম ঠামহি ঠাম, কুসুম-সুষমা-পাঁতি।
ততহি লোলুপ, মধুপী-মধুপ, উড়িয়া পড়য়ে মাতি॥

হিরণহীর বিজুরী থীর, শোহন মোহন দেহে।
অরুণ-কিরণ-হরণ বসন, বরণে যুবতী মোহে॥
কাম চমক ঠাম ঠমক, কুন্দন কনক গোরা।
করুণাসিন্ধুর গমন মন্থর, হেরিয়া ভুবন ভোরা॥
কঞ্জ চরণ খঞ্জন-গঞ্জন, মঞ্জু মঞ্জীর ভাষ।
ইন্দুনিন্দন নখরচন্দন, বলি বলরাম দাস॥

৮৭ পদ। তুড়ি।

গৌর মনোহর নাগর-শেখর।
হেরইতে মুরছই অসীম কুসুমশর॥
কাঞ্চনরুচিতর, রচিত কলেবর।
মুখ হেরি রোয়ত শরদ সুধাকর॥
জিনি মত্ত-কুঞ্জর-গতি অতি মন্থর।
অধর-সুধারস মধুর হসিত ঝর॥
নিজ নাম মন্তর জপয়ে নিরন্তর।
ভাবে অবশ তনু গর গর অন্তর॥
হেরি গদাধরমুখ অতি কাতর।
রাই রাই করি পড়ই ধরণী পর॥
লোচন-জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর।
রোয়ত করে ধরি পতিত নীচতর॥
ও রস-সায়রে মগন সুরাসুর।
বিন্দু না পরশ বলরাম পর॥

৮৮ পদ। আড়ানি।

মনোমোহনিয়া গোরা ভুবনমোহনিয়া।
হাসির ছটা চাঁদের ঘটা বরিখে অমিয়া॥
রূপের ছটা যুবতী ঘটা বুক ভরিতে যায়।
মন গরবের মান-ঘর ভাঙ্গিল মদনরায়॥
রঙ্গন পাটের ডোর দুদিগে সোনার নূপুর পায়।
ঝুনর ঝুনর বাজে কাম ঠমকিতে তায়॥
মালতী ফুলে ভ্রমর বুলে নব লোটনের দাম।
কুলকামিনীর কুল মজিল গীম-দোলনীর ঠাম॥
আঁখির ঠারে প্রাণে মারে কহিতে সহিতে নারি
রাধাবল্লভ দাসে কয় মন করিলা চুরি॥

৮৯ পদ। ধানশ্রী।

কাঁচা সে সোনার তনু ডগমগি অঙ্গ।
চাঁদবদনে হাসি অমিয়াতরঙ্গ॥
অবনী-বিলম্বিত বনমাল।
সৌরভে বেড়ল মধুকরজাল॥
উভদ্বয় ভুজপর খরশর চাপ।
হেরইতে রিপুগণ থরহরি কাঁপ॥
দূরবাদল তুল নখবিধু সাজ।
মণিময় কঙ্কণ বলয় বিরাজ॥
তদবহি তুহুঁ জলধর শ্যাম।
তহি শোভে মোহন মুরলী অনুপাম॥
নখমণি বিধু জিনি তলহি সুরঙ্গ।
মণি অভরণ তাহে মূরছে অনঙ্গ॥
তদধহি করহি কমণ্ডলু দণ্ড।
যাহে কলিকলুষ পাষণ্ড খণ্ড॥
গিরি সঞে উরে মণি মোতি বিলোল।
শ্রীবৎসাঙ্কিত কৌস্তুভ দোল॥
মলয়জময় উর পরিসর পীন।
নাভি গভীর কটি কেশরিক্ষীণ॥
বসন সুরঙ্গ চরণ পর্য্যন্ত।
পদনখ নিছনি দাস অনন্ত॥

৯০ পদ। কানড়।

নাচত নগরে নাগর গৌর হেরি মূরতি মদন ভোর
ঐছন তড়িৎ রুচির অঙ্গ ভঙ্গ নটবর শোভিনী।
কাম কামান ভুরুক জোর করতহি কেলি শ্রবণ ওর
গীম শোহত রতনপদক জগজন-মনোমোহিনী॥
কুসুমে রচিত চিকুরপুঞ্জ চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ
পীঠে দোলয়ে লোটন তার শ্রবণে কুণ্ডল দোলনী।
মাহিষ দধি-রুচির বাস হৃদয়ে জাগত রাসবিলাস
জিতল পুলক কদম্বকোরক অনুখন মন ভোলনী॥
গজপতি জিনি গমন ভাঁতি প্রেমে বরয দিবস রাতি
হেরি গদাধর রোয়ত হাসত গদ গদ আধ বোলনী।
অরুণ নয়ন চরণ কঞ্জ তহি নখমণি মঞ্জীর রঞ্জ
নটনে বাজন ঝনর ঝনন শুনি মুনিমন-লোলনী॥
বদন চৌদিকে শোহত ঘাম কনককমলে মুকুতাদাম
অমিয়া ঝরণ মধুর বচন কত রস পরকাশনী।
মহাভাব রূপ রসিকরাজ[১] শোহত সকল ভকত মাঝ
পিরীতি মূরতি ঐছন চরিত রায়শেখর ভাষণি॥

৯১ পদ। করুণ বা কামোদ।

মধুর মধুর গৌরকিশোর, মধুর মধুর নাট।
মধুর মধুর সব সহচর, মধুর মধুর হাট॥
মধুর মধুর মৃদঙ্গ বাজত, মধুর মধুর তান।
মধুর রসে মাতল ভকত, গাওত মধুর গান॥
মধুর হেলন মধুর দোলন, মধুর মধুর গতি।
মধুর মধুর বচন সুন্দর, মধুর মধুর ভাতি॥
মধুর অধরে জিনি শশধর, মধুর মধুর হাস।
মধুর আরতি মধুর পিরীতি, মধুর মধুর ভাষ॥
মধুর যুগল নয়ান রাতুল, মধুর ইঙ্গিতে চায়।
মধুর প্রেমের মধুর বাদর, বঞ্চিত শেখর রায়॥

৯২ পদ। কামোদ।

সুন্দর সুন্দর গৌরাঙ্গসুন্দর, সুন্দর সুন্দর রূপ।
সুন্দর পিরীতি রাজ্যের যেমতি সুঘড় সুন্দর ভূপ॥
সুন্দর বদনে সুন্দর হাসনি, সুন্দর সুন্দর শোভা।
সুন্দর নয়ানে সুন্দর চাহনি, সুন্দর মানস-লোভা॥
সুন্দর নাসাতে সুন্দর তিলক, সুন্দর দেখিতে অতি।
সুন্দর শ্রবণে সুন্দর কুণ্ডল, সুন্দর তাহার জ্যোতি॥

১। শ্রীকৃষ্ণের নাম "রসিকরাজ" বা রসরাজ। বংশীশিক্ষায় যথা,—"রসরাজ কৃষ্ণ সদা শক্তিমান্। পুরুষ রসরূপ ভগবান্॥" যে কৃষ্ণ, সেই গৌরাঙ্গ, সুতরাং গৌরাঙ্গও রসরাজ। ঐ বংশীশিক্ষার অন্য স্থানে যথা,—"আনন্দ চিন্ময় রসে যার নিত্য শোভা। সেই রসরাজ সর্ব্বজন-মনোলোভা॥" "পরদার সহ তার দুই ত লীলায়।" ইত্যাদি দুই লীলা—কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা। উভয় লীলাই রসরাজের। এ স্থলে রসরাজ শব্দে শ্রীগৌরাঙ্গকেই বুঝিতে হইবে, কেন না, কবি তাঁহাকে মহাভাবরূপ বলিতেছেন। প্রেমের পরিপাক ভাব, ভাবের পরিপাক মহাভাব এবং শ্রীমতী রাধিকাই সেই মহাভাবরূপা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যথা,—"মহাভাবরূপা সেই রাধা ঠাকুরাণী।" পুনশ্চ বংশীশিক্ষায় যথা,—"গোপিকার মুখ্য একা শ্রীমতী রাধিকা। মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাসরসিকা।" শ্রীগৌরাঙ্গ সেই রাধাভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া পদকর্ত্তা তাঁহাকে মহাভাবরূপ বলিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতের মধ্যের অষ্টমে শ্রীগৌরাঙ্গকে মহাভাবরূপ রসরাজও বলিয়াছেন। যথা,—"তবে তারে দেখাইলা দুই স্বরূপ। রসরাজ, মহাভাব, এই দুই রূপ॥"

সুন্দর মস্তকে সুন্দর কুন্তল, সুন্দর মেঘের পারা।
সুন্দর গীমেতে সুন্দর দোলয়ে, সুন্দর কুসুমহারা॥
সুন্দর নদীয়ানগরে বিহার, সুন্দর চৈতন্যচাঁদ।
সুন্দর লীলা সৌন্দর্য্য না বুঝে, শেখর জনমআঁধ॥

৯৩ পদ। কামোদ।

অতুল অতুল গৌরাঙ্গের রূপ, অতুল তাহার আভা।
অতুল অতুল শশাঙ্ক-বয়ানে, অতুল হাসির শোভা॥
অতুল যজ্ঞসূত্রের গোছাটী, অতুল গীমেতে দোলে।
অতুল রজত-সরিৎ জনু অতুল হিমাদ্রি-কোলে॥
অতুল অতুল শুকচঞ্চুতুল অতুল নাসিকা শোহে।
অতুল অতুল সফরী-নয়ানে অতুল চটুল চাহে॥
অতুল অতুল পক বিম্বফল, জিনি ওষ্ঠ দুটী তার।
অতুল অতুল দশনের রুচি, জনু মুকুতার হার॥
অতুল হেলন অতুল দোলন, অতুল চলন তায়।
অতুল রূপেতে বাতুল সবহুঁ, বঞ্চিত শেখর রায়॥

৯৪ পদ। মঙ্গল।

নিরমল কাঞ্চন জিতল বরণ, বসন-ভূষণ শোভা।
সুগন্ধি চন্দন তাহাতে লেপন, মদনমোহন আভা॥
উরনি পর নানা মণিহার, মকর-কুণ্ডল কাণে।
মধুর হাসনি তেরছ চাহনি, হানয়ে মরম বাণে॥
বিনোদ বন্ধন দুলিছে লোটন মল্লিকা মালতীবেড়া।
নদীয়ানগরে নাগরীগণের, ধৈরজ ধরম ছাড়া॥
মদন মন্থর গতি মনোহর, করী সরমিত তায়।
এমন কমল চরণযুগল, দুখিয়া শেখর রায়॥

৯৫ পদ। ভাটিয়ারী।

ওহে গৌর বসিয়া থাকহ নিজ ঘরে।
দেখিয়া ও রূপ ঠাম মোহে কত শত কাম
যুবতী ধৈরজ কিয়ে ধরে॥ ধ্রু॥
হেরিয়া বদন-ছাঁদ উদয় না করে চাঁদ
লাজে যায় মেঘের ভিতরে।
সৌদামিনী চমকিল চম্পক সুখাঞা গেল
লাজে কেহ সোনা নাহি পরে॥
ভাঙ ধনু ভঙ্গিমায় ইন্দ্রধনু লাজ পায়
দশনে মুকুতা নাহি গণে।
দেখিয়া চাঁচর কেশ চামরী ছাড়িল দেশ
চঞ্চল জলদ আন ভাগে॥
মৃণাল শুখায়ে লাজে দেখিয়া যুগল ভুজে
রঙ্গভূমি জিনিল হিয়ায়।
হরি হেরি মধ্যদেশে কন্দরেতে পরবেশে
উরুতে কি রামরম্ভা ভায়॥
স্থলপদ্ম আদি যত তরুতে শুখায় কত
না তোলায় হেরি পদপাণি।
শুন গৌরসুন্দর এই তোমার কলেবর
ভুবনবিজয়ী অনুমানি॥

৯৬ পদ। বরাড়ী।

নিরুপম সুন্দর গৌর-কলেবর, মুখজিত-শারদ-চাঁদ।
কুন্দ করগ বীজ, নিন্দি সুশোভিত, অতিশয় দন্ত সুছাঁদ।
বুঝলু কাম পুনঃ সাধে।
অমিয়াক সার, ছানি নিরমায়ল, বিহি সিরজন ভেল বাধে।
অকলঙ্ক চাঁদ ভালে বিন্দুঝুঁদ, ধাঅই পরশ লাগি।
নিকটহি যাই, হেরি তছু মাধুরী তছু কর ভয়ে পুন ভাগি।
প্রতিযোগী আদি, নামদোষ শতগুণ, ভেলহি যাক নয়নে।
সেই চরণগুণ, কলিযুগপাবন, করু রাধামোহন গানে॥

৯৭ পদ। শ্রীরাগ।

সুন্দর গৌর নটরাজ।
কাঞ্চনকলপতরু নবদ্বীপ মাঝ॥
হাসকি ঝরয়ে আময়া মকরন্দ।
হারকি তারক দ্যোতির ছন্দ॥
পদতল অলকি কমল ঘনরাগ।
তাহে কলহংসকি নূপুর জাগ॥
গোবিন্দ দাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত॥

৯৮ পদ। বরাড়ী।

কেশর বেশে ভুলিল দেশ, তাহে রসময় হাসি।
নয়নতরঙ্গে বিকল করল, বিশেষে নদীয়া বাসী॥
গৌরসুন্দর নাচে।
নিগম-নিগূঢ় প্রেম ভকতি, যারে তারে পহুঁ যাচে॥ ধ্রু॥
ভাবে অরুণ গৌরবরণ, তুলনা-রহিত শোভা।
চলনি মন্থর অতি মনোহর হেরি জগমনোলোভা॥
কম্প স্বেদ ভেদ বাণি গদ গদ কত ভাব পরকাশে।
সে অঙ্গভঙ্গিম রূপতরঙ্গিম তুলনা দিব সে কিসে॥
সঙ্গে সহচর অতি সুচতুর গাওত পূরবলীলা।
প্রসাদ কহে সে গুণ শুনিতে দরবয়ে দারু-শিলা॥

৯৯ পদ। সারঙ্গ।

কমল জিনিয়া আঁখি, শোভা করে মুখশশী
করুণায় সবা পানে চায়।
বাহু পসারিয়া বোলে আইস আইস করি কোলে
প্রেমধন সবারে বিলায়॥
বাচনি কটির বেশ শোভিছে চাচর কেশ
বাঁধে চূড়া অতি মনোহর।
নাচিয়া ঠমকে চলে বুক বাহি পড়ে লোরে
জীবের ত্রিবিধ তাপ[১]হর॥
হরি হরি বোল বলে ডাহিন বামে অঙ্গ দোলে
রাম[২] গৌরীদাসের গলা ধরি।
মধুমাখা মুখচাঁদ নিমাই প্রেমের ফাঁদ
ভবসিন্ধু উছলে লহরি॥
নিমাই করুণাসিন্ধু পতিতজনার বন্ধু
করুণায় জগত ডুবিল।
মদনমদেতে অন্ধ প্রসাদ হইল ধন্দ
গৌরাঙ্গ ভজিতে না পারিল॥

[১]। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক। [২]। রামানন্দ রায়।

১০০ পদ। বেলোয়ার।

দেখ রে দেখ রে সুন্দর শচীনন্দনা।
আজানুলম্বিত ভুজ বাহু সুবলনা॥
ময়মত্ত হাতী ভাতি চলনা।
কিয়ে মালতীর মালা গোরা অঙ্গে দোলনা॥
শরদচন্দ্র জিনি সুন্দরবদনা।
প্রেমে আনন্দবারিপূরিতনয়না॥
সহচর লেই সঙ্গে অনুখন খেলনা।
নবদ্বীপে মাঝে গোরা হরি হরি বোলনা॥
অভয় চরণারবিন্দে মকরন্দ লোভনা।
কহয়ে শঙ্কর ঘোষ অখিল লোকতরাণা॥

১০১ পদ। গৌরী।

মরি না লো নদীয়ার মাঝারে ও না রূপ।
সোনার গৌরাঙ্গ নাচে অতি অপরূপ॥ ধ্রু॥
অলকা তিলকা শোভে মুখের পরিপাটী।
রসে ডুবু ডুবু করে রাঙ্গা আঁখি দুটী॥
অধরে ঈষৎ হাসি মধুর কথা কয়।
গ্রীবার ভঙ্গিমা দেখি পরাণ কোথা রয়॥
হিয়ার দোলনে দোলে রঙ্গণ ফুলের মালা।
কত রসলীলা জানে কত রসকলা॥
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ বিনোদিয়া কোচা।
চাঁচর চিকুরে শোভে গন্ধরাজ চাঁপা॥
দেবকীনন্দন বলে শুন লো আজুলী।
তুমি কি জান গোরা নাগর বনমালী॥

১০২ পদ। ধানশ্রী।

কনকধরাধরমদহর দেহ।
মদনপরাভব সুবরণ গেহ॥
হের দেখ অপরূপ গৌরকিশোর।
কৈছন ভাব নহত কিছু ওর॥ ধ্রু॥
ঘন পুলকাবলী দিঠি জলধার।
উরষ নেহারি বড়ই চমৎকার॥

নিরুপম নিরঞ্জন রাসবিলাস।
অচল সুচঞ্চল গদ গদ ভাষ॥
কিয়ে বর মাধুরী বাঁশী নিশান।
ইহ বলি সঘনে পাতে নিজকাণ॥
স্বজন ত্যজি তব চলত একান্ত।
মিলব অব জনি কিয়ে রামকান্ত॥

১০৩ পদ। কামোদ।

অভিন্ন মদন জনু গৌরাঙ্গের গৌরতনু
অতনু অতনু হৈল লাজে।
সুবর্ণের সুবর্ণ সেও ভেল বিবর্ণ
খেদে দগ্ধ অনলের মাঝে॥
গৌররূপের তুলনা কি দিব।
নিরজনে বসি বিধি গড়িল গৌরাঙ্গ নিধি
নিরবধি বাসনা হেরিব॥ ধ্রু॥
গোরার তুলনা স্থল অতসীকুসুম ছিল
কীটে তারে করিল বিরূপ।
দামিনী চঞ্চল ভেল মেঘ আড়ে লুকাওল
যব সো হেরল গোরারূপ॥
লক্ষ্মীকান্ত দাসে কয় গোরার তুলনা নয়
ত্রিভুবনে যে কিছু বাথানি।
যেন মোর লয় মনে কালি দিয়া কুলমানে
যাই লৈঞা ও রূপনিছনি॥

১০৪ পদ। সুহই।

সঙ্গে পরিকর গৌরবর সুন্দর
যাওত সুরধুনীতীর।
ও রূপ নেহারি চিত উমতাওল
সরম ভরম গেও হইনু অথির॥
সজনি গোরারূপের কতই মাধুরি।
সতী কুলবতী হাম ঐছন বেয়াকুল
নিমিখেতে হইল বাউরি॥ ধ্রু॥
অতনুকুসুমশরে অন্তর জর জর
দূরে গেও লোকপরিবাদ।
গৌররূপ-সায়রে জীবন যৌবন ডারব
ইহ মঝু মনে সাধ॥
যত গুরু গরবিত সব হাম তেজব
না করব কুলের বিচার।
গোকুলানন্দের হিয়া রূপের সায়র মাঝে
ডুবল না জানি সাঁতার॥

১০৫ পদ। বিভাস—দশকুশি।

নিশি পরভাত সময়ে কিয়ে পেখলুঁ, রসময় গৌরকিশোর।
কুঙ্কুম চন্দন, অঙ্গহি ধূসর ভূষণ পরম উজোর॥
রস ভরে রজনী জাগি করু কীর্ত্তন, নর্ত্তনে নিশি করু ভোর।
পুলকাবলিত ললিত তনুমাধুরী, চাতুরি চরিত উজোর॥
নিদঁহি লোলে লোলদিঠি লোচন, তহি অতি অরুণ ভেল।
পলকহি পলকে পীরিত পুন উঠই, ঈষৎ হাসি পুন গেল॥
গৌরচরিত রীত কি কহব সম্প্রীত, বুঝইতে বুঝই না পারি।
মনমথ ভণ, করি দলন দয়ার্ণব, দুর্লভ নদীয়াবিহারী॥

১০৬ পদ। ধানশ্রী—সমতাল।

সোনার গৌরাঙ্গ রূপের কিবা শোভা গো।
সহস্র মদন জিনি মনোলোভা গো॥
মুখশোভা তুল্য নহে শশিকর গো।
কামের কামান ভুরু চাহনি শর গো॥
কমলনয়ান বিম্বওষ্ঠাধর গো।
সুবিশাল বক্ষঃস্থল কর পদ্ম গো॥
পীন উরু ক্ষীণ কটি বায়ে দোলে গো।
রামরম্ভা জিনি উরু মন হরে গো॥
কমলচরণ ভক্তপ্রাণধন গো।
সে পদ সতত বাঞ্ছে সঙ্কর্ষণ গো॥

১০৭ পদ। গান্ধার—সমতাল।

কিবা রূপ গৌরকিশোর।
দেখিলে সে রূপ নারী হয় প্রেমে ভোর॥ ধ্রু॥
শশী নিশি শোভা করে শোভে দিবা প্রভাকরে
গোরারূপে উভয় উজোর।
চন্দ্র হ্রাসবৃদ্ধি ধরে পূর্ণ দয়া গোরা করে
উত্তমে অধমে দেয় কোর॥

কত সতী যতি মত কুলব্রত হৈল হত
দেখিয়া জগতচিতচোর।
অনুরাগে হরি বলে তার এক কণা হৈলে
সঙ্কর্ষণের সুখের নাহি ওর ॥*

১০৮ পদ। শ্রীরাগ।

চাঁদ নিঙ্গাড়ি কেবা অমিঞা ছানল রে
তাহে মাজল গোরামুখ।
মোতিম দরপণ সিন্দুরে মাজল
হেরইতে কতই সুখ ॥
ভূতলে কি উদল চাঁদ।
মদন-বেয়াধ কি নারী-হরিণীনরা
পাতল নদীয়ামে ফাঁদ ॥ ধ্রু ॥
গেও মঝু ধরম গেও মঝু সরম
গেও মঝু কুল শীল মান।
গেও মঝু লাজ ভয় গুরুগঞ্জনা চায়
গোরা বিনু অথির পরাণ ॥
গৌরপীরিতে হম ভেল গরবিত
কুল মানে আনল ভেজাই।
জগদানন্দ কহ ধনি ধনি তুয়া লেহ
মরি যাঙ লইয়া বালাই ॥

১০৯ পদ। শ্রীরাগ।

তনু গোরচন গরব বিমোহন লোচন কুবলয়কাঁতি।
অতুলন সো মুখ বিকচ সরোরুহ অধরহি বান্ধুলিপাতি ॥
আজু গৌরক দরশন বেলি।
মাই রি দিঠে ভারি মাধুরী পিবইতে
লাজ বৈরিণী দুঃখ দেলি ॥ ধ্রু ॥
নাসা তিলফুল দশন মুকুতা ফল
ভাল মল অটমিক চন্দ।
ভুরুযুগ চপল ভুজগ যুগ গঞ্জই
রঞ্জই কুলবতীবৃন্দ ॥

গম্ভীর জলধি অবধি বুধি গুণনিধি
কি কয়ল নিরমাণ।
জগদানন্দ ভণই নবরঙ্গিণী ভেল তুয়া
অমিঞা সিনান ॥

১১০ পদ। কামোদ—কন্দর্পতাল।

দামিনী-দাম-দমন রুচি দরশনে, দূরে গেও দরপকি দাপ।
শোণ কুসুম তাহে, কোন গণিয়ে রে প্রাতর-অরুণসন্তাপ ॥
গোরারূপের যাঙ বলিহারি।
হেরি সুধাকর, মুরছি চরণতলে পড়ি দশনখরূপধারী ॥ ধ্রু ॥
সুবরণ বরণ হেরি নিজ কুবরণ জানি আপন মন তাপে।
নিজ তনু জারি ভসম সম করইতে, পৈঠল আনল সন্তাপে ॥
যো সম বিধিক অধিক নাহি অনুভব, তুলনা দিবার নাহি ঠোর
জগদানন্দ কহ, পহুঁক তুলনা পহুঁ, নিরুপম গৌরকিশোর ॥

১১১ পদ। শ্রীরাগ।

চাঁচর চারু চিকুরচয় চূড়হি চঞ্চল চম্পকমাল।
মারুত-চালিত ভালে অলকাবলী, জনু উছলিত অলিজাল ॥
মাই রি কো পুন বিহরই ইহ।
সুরধুনীতীরে ধীরে চলি আয়ত থির বিজুরী সম দেহ ॥ধ্রু॥
ঢল ঢল গণ্ডমণ্ডল মণিমণ্ডিত ঝলমল কুণ্ডল বিকাশ।
বারিজ-বদনে বিহসি বিলোকনে বরবধূ-বরত বিনাশ ॥
কটি অতি ক্ষীণ পীন তহি চীনজ নীলিম বসন উজোর।
জগদানন্দ ভণ, শ্রীশচীনন্দন, সতীকুলবতী-মতি-চোর ॥

১১২ পদ। শ্রীরাগ।

শারদ ইন্দু কুন্দ নব বন্ধুক ইন্দীবরবর নিন্দ।
যাকর বদন বদনাবলী ছদন১, নয়ন২ পদ অরবিন্দ ॥
দেখ শচীনন্দন সোই।
যছু গুণকেতন তনু হেরি চেতন হীন মীনকেতন হোই ॥ধ্রু॥
হেরইতে যাক৩ চিকুররুচি বিগলিত কুলবতীহৃদয়-দুকূল।
সো কিয়ে পামরী চামর ঝামর৪ চামর সমতুল মূল ॥
নীরখত নয়ন নহত পুন তিরপিত, অপরূপ রূপ অতিরূপ।
জগদানন্দ ভণই সতী ভাবিনী সো আসেচনক৫স্বরূপ ॥

* জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত বাসন্তিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত দাস মহাপাত্র মহাশয় সঙ্কর্ষণ কবির কয়েকটী পদ পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন, "কবি সঙ্কর্ষণ একটী প্রাচীন পদকর্ত্তা এবং এই পদগুলিও প্রাচীন।" তাই আমরা ইহাদিগকে বর্ত্তমান সংগ্রহে স্থান দিলাম।

১। বদন দশন রদছদ। ২। লোচন। ৩। হেরই যাকর।
৪। কামর। ৫। শোয়াসে চমক—পাঠান্তর।

১১৩ পদ। যথারাগ।

গৌরকলেবর মৌলি মনোহর চিকুর ঐছে নেহারি।
জনু, হেমমহীধর-শিখরে চামর দেই উরপর ডারি॥
পীন উর উপনীত কৃত উপবীত, সীতিম রঙ্গ।
জনু, কনয়া ভূধর, বেঢ়ি বিলসই, সুরতরঙ্গিণী গঙ্গ॥
আধ অম্বর আধ সম্বর আধ অঙ্গ সুগোর।
জনু,জলদ সঙ্গে, অতি বালরবি-চ্ছবি,
নিকসে অধিক উজোর॥
জগত আনন্দ পহুঁক পদনখ, লখই ঐছন ছন্দ।
জনু, মীনকেতন, করু নির্ম্মঞ্ছন, চরণে দেই দশ চন্দ॥

১১৪ পদ। যথারাগ

নিরখিতে ভরমে সরমে মঝু পৈঠল যব সঞে গৌরকিশোর।
তব সঞে কোন কি করি কাহা আছিএ অনুভবি নহ পুন
ঠোর॥
কহল শপথ করি তোয়।
দ্বিজকুলগৌরব গৌরক সৌরভে চৌর সদৃশ ভেল মোয়॥ধ্রু॥
বিসরিতে চাহি, নহত পুন বিসরণ, স্মৃতি-পথ-গত মুখ-চন্দ।
করে ধরি কতএ, যতন করি রাখব, অবিরত বিধি নিরবন্ধ।
ধৈরজ আদি পহিলে দূর ভাজল, হেতু কি বুঝিএ না পারি॥
জগদানন্দ সব, অব সমুঝায়ব, রহ দিন দুই তিন চারি॥

১১৫ পদ। শ্রীরাগ।

সহজই মধুর মধুর যছু মাধুরী
ত্রিভুবনজন-মনোহারী।
জলজ কি স্থলজ চলাচল জগ ভরি
সবহুঁ বিমোহনকারী॥
মাই রি অপরূপ গোরাতনুকাঁতি।
নিরখি জগতে ধরু দামিনী কামিনী
চঞ্চল চপল খেয়াতি॥ধ্রু॥
হারকি ছলকিয়ে তাকর বিলসই
উরপরিযঙ্কে নিহারি।
গগনহি ভগন রমণ নিজ পরিজন
গণি গণি অম্বরকারি॥
যাহা হেরি সুরপুর নারী নয়ন ভরি
বারি ঝরত অনিবারি।
জগদানন্দ ভণ তাহা কি ধিরজ ধর
দ্বিজবরকুলজকুমারী॥

১১৬ পদ। শ্রীরাগ।

শশধর-যশোহর নলিন-মলিনকর বয়ন নয়ন দুহুঁ তোর।
তরুণ অরুণ জিনি বসন দশনমণি মোতিমজ্যোতি উজোর॥
চিতচোর গৌর তুহুঁ ভাল।
জিতলি শীতল কিরণে হিরণমুণি দলিত ললিত হরিতাল॥ধ্রু॥
পদকর শরদরবিন্দই নিন্দই নখবর নখতরপাতি।
রসনা রসায়ন বদনছদন হেরি মোতিম রোহিতকাঁতি॥
সুখ মুখ দুরগতি ধরণী বরণি নহ বিবিক অনিক নিরমাণ।
অতএব তেজি কুলযুবতী উমতি ভেল জগত জগতে
করু গান॥

১১৭ পদ। শ্রীরাগ।

নীরদ নয়ানে নবঘন[১] সিঞ্চনে পূরল[২] মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ, বিন্দু বিন্দু চুয়ত, বিকশিত ভাবকদম্ব॥
পেখনু নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেমকলপতরু সঞ্চরু সুরধুনীতীরে উজোর॥ধ্রু॥
চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝঙ্করু ভকতভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধায়ই অহনিশি রহত অগোর॥
অবিরত প্রেমরতন-ফল-বিতরণে অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত গোবিন্দ দাস বহু দূর॥

১১৮ পদ। সুহই।

আহা মরি গোরারূপের কি দিব তুলনা।
উপমা নহিল যে কষিল বাণ সোনা॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥

১। নীর। ২। পুলক—পাঠান্তর।

তুলনা নহিল স্বর্ণকেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল ॥
কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গগন্ধ মনোহরা।
বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা ॥

১১৯ পদ। নটরাগ।

বিহরত সুর-সরিৎতীর গৌর তরুণ বয়স থির
তড়িৎ-কনক-কুঙ্কুম-মদমর্দ্দন তনুকাঁতি।
মদন-কদন বদনচন্দ্র নিখিল তরুণী নয়ান-ফন্দ
হসত লসত দশনবৃন্দ কুন্দকুসুমপাঁতি ॥
অঞ্জন-ঘন-পুঞ্জবরণ কুঞ্চিত কচ ধৈর্য্যহরণ
বেশ বিমল অলকাকুল রাজত অনুপাম।
ভালতিলক ঝলকত অতি ভাঙ ভুজগ মঞ্জুলগতি
চঞ্চল দিঠে অঞ্চল রসরঞ্জিত ছবিধাম ॥
কুণ্ডলশ্রুতি গণ্ড কলিত কণ্ঠহি বনমাল বলিত
বাহু বিপুল বলয়া কর-কোমল বলিহারি।
পরিসর বর বক্ষ অতুল নাশত কত কুলবধূকুল
ললিত কটি সুকৃশ কেশরি-গরব-খরবকারী ॥
ডগমগ ভুজ জানু তরুণ অরুণাবলী কিরণ চরণ
কমল মধুর সৌরভভরে ভকত ভ্রমর ভোর।
করুণা ঘন ভুবনবিদিত প্রেম অমিঞা বরষত নিত
নরহরিমতি মন্দ কবহু পরশত নাহি থোর ॥

১২০ পদ। যথারাগ।

সই গো গোরারূপ অমৃত-পাথার।
ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার ॥
সখি রে কিবা ব্রত কৈল বিষ্ণুপ্রিয়া।
অগাধ অথল তার হিয়া ॥
সেই রূপ হেরি হেরি কাঁদে।
কোন্ বিধি গড়ল গো হেন গোরাচাঁদে ॥
গোরারূপ পাসরা না যায়।
গোরা বিনু আন নাহি ভায় ॥
দিবানিশি আর নাহি স্ফুরে।
লোচনদাসের মন দিবানিশি ঝুরে ॥

১২১ পদ। কামোদ।

মনমথ কোটি কোটি জিনিয়া গৌরাঙ্গতনু
সর্ব্ব অঙ্গে লাবণ্য অপার।
অবিরত বদনে কি জপতহুঁ নিরবধি
নিরুপম নটন-সঞ্চার ॥
মধুর গৌরাঙ্গরূপ ঝুরিয়া প্রাণ কাঁদে।
নব গোরোচনা কান্তি ধূলায় লোটায় গো
ক্ষিতিতলে পূর্ণিমার চাঁদে ॥ ধ্রু ॥
আজানুলম্বিত গোরার সুবাহু যুগল গো
উভ করি রহে ক্ষণে ক্ষণে।
ডগমগ অরুণ কমল জিনি আঁখি গো
কেন সদা রাধা রাধা ভণে ॥
সোনার বরণখানি শোণকুসুম জিনি
কেন বা কাজর সম ভেল।
কহয়ে লোচনদাস না বুঝি গৌরাঙ্গরীত
রহি গেল হৃদি মাঝে শেল ॥

১২২ পদ। সুহই।

চাঁচর চিকুর চারু ভালে। বেঢ়িয়া মালতীর মালে ॥
তাহে দিয়া ময়ূরের পাখা। পত্রের সহিত ফুল শাখা ॥
কষিল কাঞ্চন জিনি অঙ্গ। কটি মাঝে বসন সুরঙ্গ ॥
চন্দনতিলক শোভে ভালে। আজানুলম্বিত বনমালে ॥
নটবর বেশ গোরাচাঁদে। রমণীকুলের কিবা ফাঁদে ॥
তা দেখিয়া বাসুদেব কাঁদে। প্রাণ মোর স্থির নাহি বাঁধে ॥

১২৩ পদ। মায়ূর।

নাচে পহুঁ অবধূত গোরা।
মুখ তছু অবিকল পূর্ণ বিধুমণ্ডল
নিরবধি মন্ত্র রসে ভোরা ॥ ধ্রু ॥
অরুণ কমল পাখী জিনি রাঙ্গা দুটী আঁখি
ভ্রমরযুগল দুটী তারা।
সোনার ভূধরে যৈছে সুরনদী বহে তৈছে
বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা ॥
কেশরীর কটি জিনি তাহাতে কৌপীনখানি
অরুণ বসন বহির্বাস।

গলায় দোনার মালা ভূষণ করিয়া আলা
নাসা তিলপ্রসূন বিকাশ॥
কনক মৃণালযুগ সুবলিত দুটী ভুজ
করযুগ কুঞ্জর বিলাস।
রাতা উৎপল ফুল পদ্ম নহে সমতুল
পরশনে মহীর উল্লাস॥
আপাদ মস্তক গায় পুলকে পূরিত তায়
যৈছে নীল ফুল অতি শোভা।
প্রভাতে কদলি জনু সঘনে কম্পিত তনু
মাধব ঘোষের মনোলোভা॥

১২৪ পদ। বেলোয়ার॥

সুবলিত বলিত ললিত পুলকাইত
যুবতী পীরিতিময় কাঞ্চন-কাঁতি।
শরদচাঁদ চাঁদ মুখমণ্ডল,
লীলাগতি রতিপতিক ভাঁতি॥
গৌর মোহনিয়া বলি নাচে।
অরুণ চরণে মণিমঞ্জীর রঞ্জিত,
অঙ্গে কত কাঁচলি কাচে॥ ধ্রু॥
গদ গদ ভাষ হাস রসে রোয়ত,
অরুণ নয়নে কত ঢরকত নোর।
নটন রঙ্গে কত অঙ্গ বিভঙ্গিম
আনন্দে মগন ঘন হরি বোল॥
বনি বনমাল লাল উর পর,
কনয়াশিখরে কিরণাবলী ভাতি।
জ্ঞান দাস আশ অই অহর্নিশি
গাওই, গৌরগুণ ইহা দিন রাতি॥

১২৫ পদ। ভাটিয়ারি।

নাচে শচীনন্দন দুলালিয়া।
সকল রসের সিন্ধু গদাধর প্রাণবন্ধু
নিরবধি বিনোদ রঙ্গিয়া॥ ধ্রু॥
কস্তুরি তিলক মাঝে মোহন চুড়াটী সাজে
অলকাবলিত বড় শোভা।
কনক বদনশশী অমিঞা মধুর হাসি
নবীন নাগরী-মনোলোভা॥
গোরা গলে বনমালা অতিঅপরূপ লীলা
কনক অঙ্গুরি অঙ্গ ভুজে।
পিঙ্গল বসন জোড়া অখিল মরম-চোরা
মজে নয়নানন্দ পদাম্বুজে॥

১২৬ পদ। ধানশ্রী।

মুখখানি পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র জপে।
বিম্ববিড়ম্বিত অধর সদাই কেন কাঁপে॥
গোরা নাচে নটন রঙ্গিয়া।
অখিল জীবের মন বাঁধে প্রেম দিয়া॥ ধ্রু॥
চাঁদ কাঁদয়ে মুখচাঁদ দেখিয়া।
তপন কাঁদে আঁখি জলদ হেরিয়া॥
কাঁচা কাঞ্চন জিনি নব রসের গোরা।
বুক বাহি পড়ে প্রেম পরশের ধারা॥
কহয়ে নয়নানন্দ মনের উল্লাসে।
পুনঃ কি দেখিব গোরা গদাধর পাশে॥

১২৭ পদ। শ্রীরাগ—দশকুশি।

কি হেরিলাম অপরূপ গোরা গুণনিধি।
কতই চন্দ্র নিঙ্গড়িয়া যেন নিরমিল বিধি॥
উগারই সুধা জনু গোরামুখের হাসি।
নিরখিতে গোরারূপ হৃদয়ে রৈল পশি॥
আঁখি পালটিতে কত যুগ হেন মানি।
হিয়ার মাঝে থোব গোরারূপখানি॥
মনে অভিলাষ ক্ষমা নাহি কর মোর।
গোবিন্দ দাস কহে মুঞি ভেল ভোর॥

১২৮ পদ। বল্লরী।

কি জানি কি ভাবে ভাবিত অন্তর, অরুণ যুগল আঁখি।
গদাধর করে ধরি কি কহয়ে, না জানি কি মধু মাখি॥
অধর বান্ধুলি ফুল সুললিত, দামিনী দশন-ছটা।
হাসির মিশালে, ঢালে সুধারাশি, বদনচাঁদের ঘটা।
নাগরালি কাচে নাচয়ে নদীয়ানাগরীপরাণচোরা।
নরহরি কহে, তুমি কি না জান, গোকুলমোহন গোরা॥

১২৯ পদ। যথারাগ।

দেখ দেখ অগো ভুবনমোহন গৌরাঙ্গরূপের ছটা।
কিয়ে ধরাধর তেজিয়া ধরণী উপরে বিজুরী ঘটা॥
কিয়ে নিরমল মঞ্জর কনক-কমলকলিকারাশি।
কিয়ে অতিশয় মদ্দিত বিমল চারু গোরোচনারাশি॥
কিয়ে ব্রজ-নব-যুবতী-কুচের নবীন কুঙ্কুম ভার।
কিয়ে নবদ্বীপনাগরীগণের গলার চম্পকহার॥
মনে হয় হেন সতত ইহারে হিয়ার মাঝারে রাখি।
নিরখিতে আঁখি নহে তিরপিত, ইথে নরহরি সাখী॥

১৩০ পদ। যথারাগ।

দেখ দেখ অগো গৌরাঙ্গচাঁদের ভুবনমোহন বেশ।
আউলায়া পড়িছে কুন্দকলি বেড়া সুচারু চাঁচর কেশ॥
সুললিত ভালে তিলক কুঙ্কুম চন্দন বিন্দু সুসাজে।
যেন উড়ুপতি উদয় হয়েছে কনক গগন মাঝে॥
শ্রবণে কুণ্ডল ঝলকে উহার উপমা দিবেক কে।
বুঝিয়ে ধরম সরম ভরম সকলি হরিব সে॥
যুবতীমোহন মালা গলে অতি অনুপম ক্রম ভঙ্গ।
নরহরি নাথ দেখিয়ে কিরূপ, না বুঝিয়ে কোন রঙ্গ॥

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

(নাগরীর পদ)

[ব্রজলীলায় গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগের যে সকল পদ আছে, পদকর্ত্তগণ তদনুকরণে গৌরাঙ্গলীলার অনেক পদ রচনা করিয়াছেন। এই সকল পদ বৈষ্ণবসমাজে নাগরীর পদ বা রসের পদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সকল পদে দেখান হইয়াছে যে, নদীয়া-নাগরীগণ যেন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন। যে সকল গ্রন্থে আনুপূর্ব্বিক গৌরাঙ্গলীলা বর্ণিত আছে, তাহাতে দেখা যায়, প্রভু শৈশবের বাল্যকালে অনেক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি কখনও কামকটাক্ষ ক্ষেপ দূরে থাকুক, যুবতী স্ত্রীলোকের মুখপানে ভ্রমেও তাকান নাই। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বেই শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্ববিষয়ে অতি বিশুদ্ধ চরিত্র দেখা যায়। সন্ন্যাসগ্রহণের পর, অন্যে পরে কা কথা, মহাপ্রভু স্বীয় ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখসন্দর্শন পর্য্যন্ত করেন নাই। পরমা তপস্বিনী বৃদ্ধা মাধবী দাসীর সহিত দুই একটী কথা কহিয়াছিলেন বলিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় বিশ্বস্ত পরমপ্রিয় ভক্ত ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। অথচ, এই নাগরীপদসমূহের ভাব দেখিয়া অভক্ত পাষণ্ডেরা শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্রে লাম্পট্যদোষের আরোপ করিতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জানিয়া শুনিয়া ভক্ত পদকর্ত্তৃগণ, ঈদৃশ ভাবাত্মক পদ কেন রচনা করিলেন? এ প্রশ্নের দ্বিবিধ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসসভায় উপস্থিত হয়েন, তখন তাঁহাকে কেহ শত্রুভাবে, কেহ পুত্র, কেহ স্বামিভাবে, কেহ বা নবীন নাগরভাবে অর্থাৎ যাঁহার যেমন মনের ভাব তিনি সেইভাবে, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই জন্য প্রচলিত কথায় বলে,—"কৃষ্ণ কেমন?" 'যাঁর মন যেমন।' এখানেও তদ্রূপ যে নয়নভঙ্গী, যে হাস্য, যে হস্তাদিসঞ্চালন দেখিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমোন্মাদ ভাবিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ব্যাকুল এবং যে ভাব-ভঙ্গীকে বায়ুরোগ সন্দেহ করিয়া স্নেহবতী শচীমাতা আকুলা, সেই ভাব-ভঙ্গীকে হাব-ভাব কামচেষ্টা মনে করিয়া, হাবভাবময়ী নদীয়ার নাগরীগণ যে তাঁহাকে নব নাগর ভাবিবেন, তাহার বিচিত্রতা কি? ফলতঃ, মহাপ্রভুর নবীন নাগর-রূপ ভক্তের ইচ্ছানুসারে। যাঁহারা ব্রজভাবে মাতোয়ারা, মধুর রসের রসিক, রসশেখর শ্রীগৌরাঙ্গকে তাঁহারা আর কোনরূপে দেখিতে চাহিবেন? দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ এক ও অভিন্ন 'ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই' তাই রসিক ভক্ত পদকর্ত্তৃগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর সাজাইয়া আপনারা নাগরীভাবে, তাঁহার রূপগুণবর্ণন করিয়াছেন।

৬ষ্ঠ সংখ্যক শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকায় গৌরগতপ্রাণ শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস মহাশয় নাগরীভাব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশও এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে, যথা,—নদীয়ার শ্রীনিমাইচাঁদ ভুবনমোহন সুন্দর * * তাঁহার রূপের আলোকে দশ দিক্ প্রদীপ্ত * নিমাই

পণ্ডিতের অতুলনীয় রূপমাধুর্য্যে নদীয়াবাসী বিমোহিত। * * * রূপের আকর্ষণ অতি সাহজিক অতি বিষম। বিশেষতঃ রমণীমন স্বতই রূপমুগ্ধ হয়। সুরূপে রমণীর মন কেবল ভুলেনা, ভুলিয়া মজে, মজিয়া রূপবান্‌কে ভজিবার জন্য ব্যগ্র হয়। ইহা প্রমাণিক খাঁটি সত্য। এ অবস্থায় রূপাভিলাষিণী সৌন্দর্য্যপ্রিয়া নদীয়া-নাগরীগণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আকৃষ্টা না হইয়া কখনই থাকিতে পারেন না। নদীয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমস্ত লোক পতিতপাবনী সুরধুনীতে স্নানাবগাহন করেন। তাঁহারা গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া পুকুর কি কূপের জল ব্যবহার করিতেন না। কাজেই নাগরীবৃন্দ সময় সময় গঙ্গাঘাটে আসিতেন, বসিতেন, পরস্পর কথোপকথন করিতেন এবং যূথে যূথে গৃহে ফিরিতেন। * * * নিমাইচাঁদ গঙ্গা-স্নানে যাইতেন। তাহা ছাড়া তিনি প্রতিদিন গঙ্গাতীরে বেড়াইতেন সুতরাং নাগরীকুল তাঁহাকে সাধ পূরাইয়া দেখিতে পাইতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রূপাকর্ষণ অতি বিষম। রূপমাধুরী অজ্ঞাতসারে নয়ন টানে—মন হরিয়া লয়। নাগরী-চকোরী গৌরচন্দ্র-সুধাপানে গৌরগতপ্রাণা। ঘাটে আসা-যাওয়া ব্যপদেশে গৌরদর্শন সুলভ হইলেও, তাহা এখন তাঁহাদের নিত্যকার্য্য মধ্যে গণ্য। গৌরাঙ্গ না দেখিলে নাগরীদের প্রাণ ছট্‌ফট্ করে, আনচান করে; এমন কি, তাঁহারা সোয়াস্তি পান না। গৌরহরি কিন্তু নারীদের পানে অপাঙ্গদৃষ্টিও করেন না। নাগরী-সমূহ গৌরাঙ্গকে দেখিয়াই সুখী। গৌর নাগরীদের পানে চান, আদপে তাঁহাদের মনে ভ্রমেও এ বাসনার ছায়াপাত হয় নাই। ইহাই নাগরীভাবের গূঢ় রহস্য।]

---

১ পদ। সুহই।

সুরধুনীতীরে গৌরাঙ্গ সুন্দর সিনান করয়ে নিতি।
কুলবধূগণ, নিমগনমন, ডুবিল সতীর মতি॥
শুন শুন সই গোরাচাঁদের কথা।
না কহিলে মরি, কহিলে থাকারি, এ বড় মরমে ব্যথা॥ধ্রু॥
ঢল ঢল কাঁচা সোনার বরণ লাবণি জলেতে ভাসে।
যুবতী উমতি আউদর কেশে, রহই পরশ আশে॥
অলকা তিলকা, সে মুখের শোভা, কনয়-কুণ্ডল কাণে।
মুখ মনোহর, বুক পরিসর, কে না কৈল নিরমাণে॥
সজল বসন, নিতম্ব লম্বন, আই কি হেরিনু হে।
কামের পটে, রতির বিলাস, কহি মূরছিল সে॥
সিংহের শাবক, জিনিয়া মাজা, উলটী কদলি উরু।
গোবিন্দ দাস কহই বিষম কামের কামান ভুরু॥

২ পদ। শ্রীরাগ।

শচীর কোঙর গৌরাঙ্গসুন্দর দেখিনু আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত, হরিয়া লইল, অরুণ নয়ান বাণে॥
সই মরম কহিনু তোরে।
এতেক দিবসে, নদীয়ানগরে, নাগরী না রবে ঘরে॥ধ্রু॥
রমণী দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া, রসময় কথা কয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া, মন দঢ়াইনু, পরাণ রহিবার নয়॥
কোন্ পুণবতী যুবতী ইহার, বুঝয়ে রসবিলাস।
তাঁহার চরণে, হৃদয় ধরিয়া, কহয়ে গোবিন্দদাস॥

৩ পদ। ধানশ্রী।

মো মেনে মনু মো মেনে মনু।
কিখনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইনু॥
সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে।
শচীর দুলাল দেখি আইনু বাটে॥
হাসিয়া রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে।
কৈল ঠারাঠারি কি রসরঙ্গে॥
থির বিজুরী করিয়া একে।
সে নহে গৌরাঙ্গ অঙ্গের রেখে॥
আঁখির নাচনি ভাঙর দোলা।
মোর হিয়া মাঝে করিছে খেলা॥
চাঁদ ঝলমলি বদন ছাঁদে।
দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কাঁদে॥
চাঁচর কেশে ফুলের ঝুটা।
যুবতী উমতি কুলের খোটা॥
তাঁহে তনু-সুখ বসন পরে।
গোবিন্দ দাস তেই সে ঝুরে॥

৪ পদ। শ্রীরাগ।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি, অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসিয়া তরঙ্গ হিল্লোলে, মদন মূরছা পায়॥
কিবা সে নাগর কিক্ষণে দেখিনু, ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল, কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান-কটাক্ষে বিষম বিশিখে, পরাণ বিঁধিতে চায়॥
মালতী ফুলের মালাটী গলে, হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দনফোটার ছটা, লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে পশল, না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে, দাস গোবিন্দ কয়॥

৫ পদ। ধানশ্রী।

যতিখনে গোরারূপ আইনু হেরি।
সাজনমুকুর আনলু ততবেরি॥
সখি হে সব সোই আনল অনুপ।
ইথে লাগি মুকুর হেরল নিজ মুখ॥
তৈখনে হেরইতে ভেল হাম ধন্দ।
উয়ল দরপণে গোরামুখচন্দ॥
মঝু মুখ সোমুখ যব ভেল সঙ্গ।
কিয়ে কিয়ে বাঢ়ল প্রেমতরঙ্গ॥
উপজল কম্প নয়নে বহে লোর।
পুলকিত চমকি চমকি ভেল ভোর॥
করইতে আলিঙ্গন বাহু পসারি।
অবশে আরশি করে খসল হামারি
বহুত পরশ রস অদরশ কেলি।
গোবিন্দ দাস শুনি মুরছিত ভেলি॥

৬ পদ। ধানশ্রী।

বিহির কি রীত, পীরিতি আরতি, গোরারূপে উপজিল
যাহার এ প্রতি, সেই পুণ্যবতী, আনে সে ঝুরিয়া মৈল॥
সজনি কাহারে কহিব কথা।
নিরবধি গোরাবদন দেখিয়া, ঘুচাব মনের ব্যথা॥ ধ্রু
সো গোরা গায়, ঘাম কিরণে, নিন্দয়ে কতেক চাঁদে।
বাহুর বলনি, অঙ্গের হেলনি, মন্থর চলনি ছাঁদে॥
গলায় রঙ্গণ কলিকামালা, নারীমন বাঁধা ফাঁদে।
আছুক আনের কাজ মদন, বিনিয়া বিনিয়া কাঁদে॥
শ্রবণে সোনার মকরকুণ্ডল, রঙ্গিণী পরাণ গিলে।
গোবিন্দ দাস কহই নাগর, হারাই হারাই তিলে॥

৭ পদ। ধানশ্রী।

গৌরবরণ, মণি-আভরণ, নাটুয়া মোহন বেশ।
দেখিতে দেখিতে ভুবন ভুলল, ঢলিল সকল দেশ॥
মদু মদু সই দেখিয়া গোরা ঠাম।
বধিতে যুবতী গঢ়ল কো বিধি, কামের উপরে কাম॥ ধ্রু॥
চাঁপা নাগেশ্বর মল্লিকা সুন্দর, বিনোদ কেশের সাজ।
ও রূপ দেখিতে যুবতী উমতি, ধরব ধৈরজ লাজ॥
ও রূপ দেখিয়া নদীয়ানাগরী পতি উপেখিয়া কাঁদে।
ভালে বলরাম, আপনা নিছিল, গোরাপদনখছাঁদে॥

৮ পদ। তুড়ী।

মদনমোহন গৌরাঙ্গবদন
রূপ হেরি কি না হৈল মোরে।
সোনার বরণ তনু এই ছিল কালাকানু
নহিলে কি মন চুরি করে॥
রসের পরাণ যার কুলে কি করিবে তার
নদীয়া নগরে হেন জনা।
কি ছার দারুণ মতি মজিল যুবতী সতী
ঘরে ঘরে প্রেমের কাঁদনা॥
নয়ন কমল নব অরুণ পরাভব
ধারা বহে মুখ বুক বাহিয়া।
আহা মরি মরি সোই মরম তোমারে কই
জীব না গো গোরা না দেখিয়া॥
হিয়ায় প্রেমের শর তনু কৈল জর জর
প্রবোধ না মানে মোর প্রাণি।
সুরধুনীতীরে যাঙা ভাসাইব কুলক্রিয়া
ভজিব সে গোরা গুণমণি॥

পূরুবে শুনিনু যত সেই সব অভিমত
এবে ভেল কালতনু গোরা।
বাসুদেব ঘোষের বাণী রসিক নাগর জানি
নহিলে কি গোপীর মনচোরা॥

৯ পদ। সুহিনী।

কি কহিব অপরূপ গৌরকিশোর।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে প্রাণ হরি নিল মোর॥
তেরছ চাহনি তায় বড়ই জঞ্জাল।
নগরে উদয় ভেল নাগরীর কাল॥
যে বা ধনী দেখে তারে পাশরিতে নারে।
কুল ছাড়ে কুলবতী নাহি রয় ঘরে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে শুন মোর কথা।
গোরার পীরিতিখানি মরমের ব্যথা॥

১০ পদ। বরাড়ী।

আর একদিন, গৌরাঙ্গ সুন্দর, নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে।
কোটি চাঁদ জিনি, বদন সুন্দর, দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
অঙ্গ ঢল ঢল, কনক কষিল, অমল কমল আঁখি।
নয়ানের শর, ভাঙ ধনু বর, বিধয়ে কামধানুকী॥
কুটিল কুন্তল, তাহে বিন্দু জল, মেঘে মুকুতার দাম।
জলবিন্দু তল, হেম মোতি জনু, হেরিয়া মূরছে কাম॥
মোছে সব অঙ্গ, নিঙ্গাড়ি কুন্তল, অরুণ বসন পরে।
বাসু ঘোষ কয়, হেন মনে লয়, রহিতে নারিবে ঘরে॥

১১ পদ। ধানশী।

এক দিন ঘাটে, জলে গিয়াছিলাও, কি রূপ দেখিনু গোরা।
কনক কষিল, অঙ্গ নিরমল, প্রেমরসে পহুঁ ভোরা॥
সুন্দর বদন, মদনমোহন, অপাঙ্গ ইঙ্গিত ছটা।
সুচারু কপালে, চন্দন তিলক, তারা সনে বিধু ঘটা॥
মধুর অধরে, ঈষৎ হাসিয়া, বলে আধ আধ বাণী।
হাসিতে খসয়ে, মণি মোতিবর, দেখিতে ভুলয়ে প্রাণী॥
বাসু ঘোষ কহে, এমন নাগর দেখি কে ধৈরজ ধরে।
ধন্য সে যুবতী, ও রূপ দেখিয়া, কেমনে আছয়ে ঘরে॥

১২ পদ। পঠমঞ্জরি।

যখন দেখিনু গোরাচাঁদে। তখনি পড়িলুঁ প্রেমফাঁদে॥
তনু মন তাঁহারে সঁপিলুঁ। কুলভয়ে তিলাঞ্জলি দিলুঁ॥
গোরা বিনু না রহে জীবন। গৌরাঙ্গ হইল প্রাণধন॥
ধৈরজ না বাঁধে মোর মনে। বাসুদেব ঘোষ রস জানে॥

১৩ পদ। যথারাগ।

গোরারূপ দেখিবারে মনে করি সাধ।
গৌর-পীরিতিখানি বড় পরমাদ॥
কিবা নিশি কিবা দিশি কিছুই না জানি।
অনুক্ষণ পড়ে মনে গোরা গুণমণি॥
গোরা গোরা করি মোর কি হৈল অন্তরে।
কিবা মন্ত্র কৈল গোরা নয়ানের শরে॥
নিঝোরে ঝরয়ে আঁখি প্রবোধ না মানে।
বড় পরমাদ প্রেম বাসু ঘোষ গানে॥

১৪ পদ। শ্রীরাগ।

আহা মরি মরি সই আহা মরি মরি।
কিক্ষণে দেখিলুঁ গোরা পাশরিতে নারি॥
গৃহকাজ করিতে তাহে থির নহে মন।
চল দেখি গিয়া গোরার ও চাঁদ বদন॥
কুলে দিলুঁ তিলাঞ্জলি ছাড়ি সব আশ।
তেজিলুঁ সকল সুখ ভোজন বিলাস॥
রজনী দিবস মোর মন ছন ছন।
বাসু কহে গোরা বিনু না রহে জীবন॥

১৫ পদ। শ্রীরাগ।

চল দেখি গিয়া গোরা অতি মনোহরে।
অপরূপ রূপ গোরা নদীয়ানগরে॥
ঢল ঢল কষিল কাঞ্চন জিনি অঙ্গ।
কে দেখি ধৈরজ ধরে নয়ান তরঙ্গ॥
আজানুলম্বিত ভুজ কনকের স্তম্ভ।
অরুণ বসন কটি বিপুল নিতম্ব॥
মালতীর মালা গলে আপাদ দোলনি।
কহে বাসু দিব গিয়া যৌবন নিছনি॥

১৬ পদ। সুহই বা দেশরাগ।

কি হেরিনু আগো সই বিদগধরাজ।১
ভকত কলপতরু নবদ্বীপ মাঝ॥
পীরিতির শাখা সব অনুরাগ পাতে।
কুসুম আরতি তাহে জগত মোহিতে॥
নিরমল প্রেমফল ফলে সর্ব্বকাল।
এক ফলে নব রস ঝরয়ে অপার॥
ভকত চাতক পীক শুক অলি হংস।২
নিরবধি বিলসয়ে রস পরশংস॥৩
স্থির চর সুরনর যার ছায়া পৈসে।
বাসুদেব বঞ্চিত আপন কর্ম্মদোষে॥৪

১৭ পদ। সুহই।

নিরবধি মোর মনে গোরারূপ লাগিয়াছে
বল সখি কি করি উপায়।
না দেখিলে গোরারূপ বিদরিয়া যায় বুক
পরাণি বাহির হৈতে চায়॥
কহ সখি কি বুদ্ধি করিব
গৃহপতি গুরুজন ভয় নাহি মোর মন
গোরা লাগি পরাণ ত্যজিব॥ ধ্রু॥
সব সুখ তেয়াগিনু কুলে জলাঞ্জলি দিনু
গোরা বিনু আর নাহি ভায়।
অঝোরে ঝরয়ে আঁখি শুন গো মরমি সখি
বাসু ঘোষ কি কহিব তায়॥

১৮ পদ। শ্রীরাগ।

গোরারূপ লাগিল নয়নে।
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি সেই দিক দেখি।
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি॥
কি ক্ষণে দেখিলাম গোরা কি না মোর হৈল।
নিরবধি গোরারূপ নয়নে লাগিল॥

চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ।
বাসু ঘোষ বলে গোরা রমণীমোহন॥

১৯ পদ। সুহই।

সজনি লো গোরারূপ জনু কাঁচা সোণা।
দেখিতে নারীর মন ঘরেতে টিকে না॥
বাঁকা ভুরু বাঁকা নয়ন চাহনিতে যায় চেনা।
ও রূপে মন দিলে সই কুলমান থাকে না॥
নয়নে লেগেছে রূপ না যায় পাশরা।
যেদিকে চাই দেখিতে পাই শুধই সেই গোরা॥
চিন চিন লাগে কিন্তু চিন্‌তে না যায় পারা।
বাসু কহে নাগরি ঐ গোপীর মনচোরা॥

২০ পদ। কামোদ।

নিরমল গৌর-তনু কষিল কাঞ্চন জনু
হেরইতে পড়ি গেলু ভোর।
ভাঙ ভুজঙ্গমে, দংশল মঝু মন
অন্তর কাঁপয়ে মোর॥
সজনি যব হাম পেখলুঁ গোরা।
অদুল দিগ বিদিগ নাহি পাইয়ে
মদন লালসে মন ভোরা॥ ধ্রু॥
অরুণিত লোচনে তেরছ অবলোকনে
বরিষে কুসুম শর সাধে।
জীবইতে জীবনে থেহ নাহি পাওব
জনু পড়ু গঙ্গা অগাধে॥
মন্ত্র মহৌষধি তুহুঁ যদি জানসি
মঝু লাগি করহ উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কহে শুন শুন হে সখি
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥

২১ পদ। বিভাস-দশকুশি।

নিশিপরভাতে, বসি আঙ্গিনাতে, বিরস বদনখানি।
গৌরাঙ্গচাঁদের হেন ব্যবহার, এমতি কভু না জানি॥
সই এমতি করিল কে?
গোরা গুণনিধি, বিধির অবিধি, তাহারে পাইল সে॥ ধ্রু॥

১। কি কহব রে সখি অপরূপ কাজ। ২। করে অভিলাষ। ৩। উপজল বহু ভাব না পূরল আশ। ৪। পদকল্প খোজে ভকত আলিঙ্গনে। কহে বাসু অদভুত এ মহীমণ্ডলে—পাঠান্তর

কস্তুরি চন্দন, করি বরিষণ, গাঁথিয়া ফুলের মালা।
বিচিত্র পালঙ্কে, শেজ বিছাইনু, শুইবে শচীর বালা॥
হে দে গো সজনি, সকল রজনী, জাগিয়া পোহাল বসি।
তিলে তিনবার, দণ্ডে শতবার, মন্দির বাহিরে আসি॥
বাসু ঘোষ বলে, গৌরাঙ্গ আইলে, এখনি কহিব তাহে।
হেথা না আয়ল, রজনী বঞ্চল, আছিল কাহার ঘরে॥

২২ পদ। বিভাস

সো বহুবল্লভ গোরা জগতের মনচোরা
তবে কেন আমার করিতে চাই একা।
হেন ধন অন্যে দিতে পারে বল কার চিতে
ভাগাভাগি নাহি যায় দেখা॥
সজনি লো মনের মরম কই তোরে।
না হেরি গৌরাঙ্গ-মুখ বিদরিয়া যায় বুক
কে চুরি করিল মনচোরে॥ ধ্রু॥
লও কুল লও মান লও শীল লও প্রাণ
লও মোর জীবন যৌবন।
দেও মোরে গোরানিধি যাহে চাহি নিরবধি
সেই মোর সরবস ধন॥
ন তু সুরধুনীনীরে পশিয়া তেজিব প্রাণ
পরাণের পরাণ মোর গোরা।
বাসুদেব ঘোষে কয় সে ধন দিবার নয়
দণ্ডে দণ্ডে তিলে হই হারা॥

২৩ পদ। ধানশী।

আজু মুই কি দেখিলুঁ গোরা নটরায়।
অসীম মহিমা গোরার কহনে না যায়॥
কেমনে গঢ়ল বিধি কত রস দিয়া।
ঢল ঢল গোরাতনু কাঞ্চন জিনিয়া॥
কত শত চাঁদ জিনি বদনকমল।
রমণীর চিত হরে নয়ন যুগল॥
বাসুদেব ঘোষ কহে হইয়া বিভোর।
সুরধুনীতীরে গোরাচাঁদ উজোর॥

২৪ পদ। ধানশী।

আজু মুই কি পেখলু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
এ তিন ভুবনে নাই এমন নাগর॥
কুলবতী সব রূপ দেখিয়া মোহিত।
গুণ শুনি তরুলতা হয় পুলকিত॥
শিলা গলি গলি বহে মৃগ পাখী কাঁদে।
নগরের নাগরী সব বুক নাহি বাঁধে॥
সুরসিদ্ধ-মুনিগণের মন উচাটন।
বাসুদেব কহে গোরা মদনমোহন॥

২৫ পদ। ধানশী।

নিরবধি গোরারূপ দেখি। নিঝরে ঝরয়ে দুটী আঁখি॥
কি কহব কি হবে উপায়। প্রাণ মোর ধরণে না যায়॥
নিশি দিশি কিছুই না জানি। মরমে লাগিল দ্বিজমণি॥
না দেখিয়া গোরাচাঁদ মুখ। কহে বাসু বিদরয়ে বুক॥

২৬ পদ। ধানশী।

দেখিয়া আয়লুঁ গোরাচাঁদে। সেই হৈতে প্রাণ মোর কাঁদে॥
মন মোর করে ছন ছন। না দেখিলে ও চাঁদ বদন॥
গৃহকাজে নাহি রহে চিত। না দেখিয়া গৌরচরিত॥
অনুপম গৌরাঙ্গ-মহিমা। বাসুদেব না পায়েন সীমা॥

২৭ পদ। ভাটিয়ারি।

প্রেমের সায়র, বয়ান কমল, লোচন খঞ্জন তারা।
কিয়ে শুভক্ষণ, সর্ব্ব সুলক্ষণ, ভেটলুঁ প্রাণ পিয়ারা॥
গোরারূপ দেখিলুঁ মোহন বেশে।
যার অনুভব, সেই সে জানয়ে, না পায় আন উদ্দেশে॥ ধ্রু॥
রূপের সদন, ও চাঁদ বদন, সরুয়া বসন রাঙ্গা।
রাঙ্গা করপদ, জিনি কোকনদ, রহে অঙ্গ তিরিভঙ্গা॥
ভাবের আবেশে, ভাবিনী লালসে, অন্তর বাহিরে গোরা।
এ নয়নানন্দ, ভাবে অনুবন্ধ, সতত ভাবে বিভোরা॥

২৮ পদ। শ্রীরাগ।

সোই, চল দেখি গিয়া।
কেমন বন্ধানে নাচে গোরা বিনোদিয়া॥

পীত পীরিতিময় রূপের সাজনি।
পীত বসন রাঙ্গা ডোরের দোলনি॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন গলে নব বনমালে।
কত ফুলশর ধায় অলিকুলজালে॥
ভাবের আবেশে পুলকের নাহি ওর।
অনুরাগে অরুণ নয়ানে বহে লোর॥
সাত পাঁচ করে প্রাণ ধরিতে নারি হিয়া।
হেন মনে করে সাধ পরশি ধাইয়া॥
নদীয়ার কুলবধুর গেল কুল-লাজে।
নিশ্বাস ছাড়িতে নাহি সবার সমাজে॥
কহয়ে নয়নানন্দ আছয়ে উপায়।
সুরধুনীতীরে যাই দেখিবে গোরায়॥

২৯ পদ। বিভাস।

করিব মুই কি করিব কি?
গোপতে গৌরাঙ্গের প্রেমে ঠেকিয়াছি॥ ধ্রু॥
দীঘল দীঘল চাঁচর কেশ রসাল দুটী আঁখি।
রূপে গুণে প্রেমে তনু মাথা জনু দেখি॥
আচম্বিতে আসিয়া ধরিল মোর বুক।
স্বপনে দেখিনু আমি গোরাচাঁদের মুখ॥
বাপের কুলের মুই ঝিয়ারি।
শ্বশুরকুলের মুঞি কুলের বৌহারি॥
পতিব্রতা মুই সে আছিনু পতির কোলে।
সকল ভাসিয়া গেল গোরাপ্রেমের জলে॥
কহে নয়নানন্দ বুঝিলাম ইহা।
কোন পরকারে এখন নিবারিব হিয়া॥

৩০ পদ। ধানশী—ধরাতাল।

গৌরাঙ্গ-লাবণ্যরূপে কি কহব এক মুখে
আর তাহে কুলের কাচনি।
চাঁদ মুখের হাসি জীব না গো হেন বাসি
আর পীরিতি চাহনি॥
সই লো বিহি গড়ল কত ছাঁদে।
কমন কেমন করে মন সব লাগে উচাটন
পরাণ পুতলি মোর কাঁদে॥ ধ্রু॥
বিধিরে বলিব কি করিল কুলের ঝি
আর তাহে নহি স্বতন্তরি।
গেল কুললাজভয় পরাণ বাহির নয়
মনের আনলে পুড়ে মরি॥
কহিব কাহার আগে কহিলে পীরিতি ভাঙ্গে
চিত মোর ধৈরজ না বাঁধে।
নয়নানন্দের বাণী শুন শুন ঠাকুরাণি
ঠেকিলা গৌরাঙ্গপ্রেমফাঁদে॥

৩১ পদ। মল্লার।

দেখ সই অপরূপ গৌরাঙ্গচাঁদের মুখ
নয়নে বহয়ে কত ধারা।
কুন্দ করবীর মালে আছে থরে থরে গলে
বিনোদিয়া মুনিমনোহরা॥
গৌরাঙ্গের গুণ শুনি পাষাণ হয়ত পানি
শুক কাঁদে পিঞ্জর ভিতরে।
কুলের সে কুলবতী হরিনামে পীরিতি
বিরলে বসিয়া গুণে ঝুরে॥
গৌরাঙ্গপীরিতি রসে জগত করিল বশে
যবন চণ্ডাল তরি গেল।
পামর নয়নানন্দ না ঘুচিল মনের সন্দ
মরমে রহল বড় শেল॥

৩২ পদ। সুহই।

সই দেখিয়া গৌরাঙ্গচাঁদে।
হইনু পাগলী, আকুলি ব্যাকুলি, পড়িনু পীরিতি ফাঁদে॥
সই গৌর যদি হৈত পাখী।
করিয়া যতন, করিতু পালন, হিয়া-পিঞ্জিরায় রাখি॥
সই গৌর যদি হৈত ফুল।
পরিতাম তবে, খোপার উপরে, দুলিত কাণেতে দুল॥
সই গৌর যদি হৈত মোতি।
হার যে করিতু, গলায় পরিতু, শোভা যে হইত অতি॥
সই গৌর যদি হৈত কাল।
অঞ্জন করিয়া, রঞ্জিতাম আঁখি, শোভা যে হইত ভাল॥
সই গৌর যদি হৈত মধু।
জ্ঞানদাস কহে, আস্বাদ করিয়া, মজিত কুলের বধু॥

৩৩ পদ। কামোদ।

সখি গৌরাঙ্গ গড়িল কে ?
সুরধুনীতীরে, নদীয়া নগরে, উয়ল রসের দে ॥
পীরিতি পরশ, অঙ্গের ঠাম, ললিত লাবণ্যকলা।
নদীয়া নাগরী, করিতে পাগলী, না জানি কোথা না ছিলা ॥
সোনায় বাঁধল, মণির পদক, উর ঝল মল করে।
ও চাঁদমুখের, মাধুরী হেরিতে, তরুণী হিয়া না ধরে ॥
যৌবন তরঙ্গ, রূপের বাণ, পড়িয়া অঙ্গ যে ভাসে।
শেখরের পহুঁ, বৈভব কো কহুঁ, ভুবন ভরল যশে ॥

৩৪ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গ চরিত আজু কি পেখলুঁ মাই।
রাধা রাধা বলি কাঁদে ধরিয়া গদাই ॥
ধরিতে না পারে হিয়া ধরণী লোটায়।
ধূলা লাগিয়াছে কত ওনা হেম গায় ॥
সে মুখ চাহিতে হিয়া কি না জানি করে।
কত সুরধুনী-ধারা আঁখি বাহি পড়ে ॥
মৈনু মৈনু কেন গেনু সে পথ বাহিয়া।
ধৈরজ না ধরে চিতে ফাটি যায় হিয়া ॥
দেখি দাস গদাধর লহু লহু হাসে।
এ যদুনন্দন কহে ওই রসে ভাসে ॥

৩৫ পদ। আশাবরী।

গৌর বরণ সোনা, ছটক চাঁদের জোনা।
তরুণ অরুণ, চরণে থির, ভাবে বিয়াকুলমনা ॥
অরুণ নয়ানে ধারা, জনু সুরধুনী পারা।
পুলক গহন, সিঁচয়ে সঘন, মহী জিনি ভার ভরা ॥
বদনে ঈষৎ হাসি, তরুণী ধৈরজ নাশি।
খেনে খেনে, গদ গদ হরি বোলে, কাঁদনে ভুবন ভাসি ॥
গদাই ধরিয়া কোলে, মধুর মধুর বোলে।
আর কি আর কি, করিয়া কাঁদয়ে, না জানি কি রসে ভুলে ॥
যে জানে সে জানে হিয়া, সে রসে মজিল ধিয়া।
এ যদুনন্দন ভণয়ে আজুলি, ওই না গোকুলপিয়া ॥

৩৬ পদ। মল্লারিকা।

সোই লো নদীয়া-জাহ্নবীকূলে।
কো বিহি কেমনে গঢ়ল ও তনু কনয়া শিরীষ ফুলে ॥ ধ্রু ॥
কেন না পরতীত যায়।
বদন কমল, বাঁধুলি অধর, দশন কুনকি তায় ॥
কাহারে কহিব কথা।
কিংশুক কোরক, নাসিকা সুভগা আঁখি উতপল রাতা ॥
কহিতে না জানি মুখে।
বাহু হেমলতা, উপরে পদুম, মল্লিকা ফুটল নখে ॥
নয়ান আনন্দসিন্ধু।
পদতল থল, রাতা উতপল, নখে মোতিফল নিন্দু ॥
পীরিতি সৌরভ ধরে।
ত্রিভুবন জন, মাতল তা হেরি, পালটি না যায় ঘরে ॥
হরি হরি হরি বোলে।
না জানি কি লাগি, কাঁদায়ে গৌরাঙ্গ, দাস গদাধর কোলে ॥
অতএ লাগয়ে ধন্দ।
এ যদুনন্দন, কহে কি না জানো, ওই না গোকুলচন্দ ॥

৩৭ পদ। কর্ণাটিকা।

সজনি সই শুন গোরা-অপরূপ গাথা।
বরজবধূর সঙ্গে বিলাস গোপনরঙ্গে
ভুবন ভাসিল সেই কথা ॥ ধ্রু ॥
অঙ্গের সৌরভে কত মনমথ উনমত
মধুকর ছলে উড়ি ধায়।
রঙ্গণ ফুলের মালা হিয়ার উপরে খেলা
কুলবতী মতি মুরছায় ॥
গৌরবরণ দেখি আর সব সেই শাখী
বলন গমন অঙ্গছটা।
গোকুলচাঁদের ছাঁদ পরতেকে ভুরুফাঁদ
কুলবতী দুই কুলে কাঁটা ॥
কে আছে এমন নারী নয়ান-সন্ধান হেরি
মুখচাঁদে হাসির মাধুরী।
দেখিয়া ধৈরজ ধরে তবে সে যাইবে ঘরে
মনমথে না করে বাউরী ॥

খেনে রাধা বলি ডাকে নয়ান মুদিয়া থাকে
খেনে হাসে ভাবের আবেশে।
খেনে কাঁদে উভরায় পুলকিত সর্ব্বকায়
এ যদুনন্দন ভালবাসে॥

৩৮ পদ। বরাড়ী।

গোরাচাঁদে দেখিয়া কি হৈনু।
গোপত পীরিতি ফাঁদে মুই সে ঠেকিনু॥
ঘরে গুরুজন-জ্বালা সহিতে না পারি।
অবলা করিল বিহি তাহে কুলনারী॥
গোরারূপ মনে হৈলে হইবে পাগলী।
দেখিয়া শাশুড়ী মোর সদা পাড়ে গালি॥
রহিতে নারিনু ঘরে কি করি উপায়।
যদু কহে ছাড়িলে না ছাড়ে গোরারায়॥

৩৯ পদ। কামোদ।

বেলা অবসানে, ননদিনী সনে, জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গচাঁদের, রূপ নিরখিয়া, কলসি ভাঙ্গিয়া এনু॥
কাঁপে কলেবর, গায় আসে জ্বর, চলিতে না চলে পা।
গৌরাঙ্গচাঁদের, রূপের পাথারে সাঁতারে না পাই থা॥
দীঘল দীঘল, নয়ান যুগল, বিষম কুসুম-শরে।
রমণী কেমনে, ধৈরজ ধরিবে, মদন কাঁপয়ে ডরে॥
কহে নরহরি, গৌরাঙ্গমাধুরী, যাহার অন্তরে জাগে।
কুল শীল তার, সকলি মজিল, গোরাচাঁদের অনুরাগে॥

৪০ পদ। ধানশী।

শয়নে গৌর, স্বপনে গৌর, গৌর নয়নের তারা।
জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হারা॥
হিয়ার মাঝারে, গৌরাঙ্গ রাখিয়া, বিরলে বসিয়া রব।
মনের সাধেতে, সেরূপ চাঁদেরে, নয়নে নয়নে থোব॥
সোই লো কহ না গৌরের কথা।
গোরার সে নাম, অমিয়ার ধাম, পীরিতি মূরতি দাতা॥ ধ্রু॥
গৌর শবদ, গৌর সম্পদ, সদা যার হিয়ায় জাগে।
কহে নরহরি, তাহার চরণে, সতত শরণ মাগে॥

৪১ পদ। ধানশী।

মো মেনে মনু গোরাচাঁদেরে দেখিয়া।
অপরূপ রূপ কাঁচা কাঞ্চন জিনিয়া॥
ক্ষণে শীঘ্রগতি চলে মারে মালসাট।
ক্ষণে থির হৈয়া চলে সুরধুনী পাট॥
অরুণ-নয়ানে ঘন চাহে অনিবার।
হানিল নয়ান-বাণ হিয়ার মাঝার॥
আজানুলম্বিত ভুজ দোলে দুই দিগে।
যুবতী যৌবন দিতে চাহে অনুরাগে॥
ক্ষণে মন্দ মন্দ হাসে ক্ষণে উতরোল।
না বুঝিয়া নরহরি হইল বিহ্বোল॥

৪২ পদ। ধানশী।

মরম কহিব সজনি কায় মরম কহিব কায়।
উঠিতে বসিতে দিক নিরখিতে, হেরিএ গৌরাঙ্গ রায়॥ ধ্রু॥
হৃদি সরোবরে, গৌরাঙ্গ পশিল, সকলি গৌরাঙ্গময়।
এ দুটি নয়ানে, কত বা হেরিব, লাখ আঁখি যদি হয়॥
জাগিতে গৌরাঙ্গ, ঘুমাতে গৌরাঙ্গ, সদাই গৌরাঙ্গ দেখি।
ভোজনে গৌরাঙ্গ, গমনে গৌরাঙ্গ, কি হৈল আমারে সখি?
গগনে চাহিতে, সেখানে গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ হেরিএ সদা।
নরহরি কহে, গৌরাঙ্গচরণ, হিয়ায় রহল বাঁধা॥

৪৩ পদ। ধানশী।

মজিলুঁ গৌরপীরিতে সজনি মজিলুঁ গৌরপীরিতে।
হেরি গৌররূপ জগতে অনুপ, মিশিয়া রৈয়াছে জগতে॥
আতসী কুসুম, কিবা চাঁপা শোণ, হরিল গৌরাঙ্গরূপ।
কমলে নয়ন, পলাশে শ্রবণ, তিলফুলে নাসাকূপ॥
অপরাজিতার, কলিতে আমার, হরিল গৌরঙ্গ ভুরু।
হরে কুন্দকলি, দশন আবলী, কদলি তরুতে উরু॥
সনাল অম্বুজ, হরিল সে ভুজ, বক্ষঃস্থল পদ্মিনী।
কহে নরহরি, মোর গৌরহরি, সকল ভুবনে জানি॥

৪৪ পদ। পাহিড়া।

কে আছে এমন, মনের বেদন, কাহারে কহিব সই।
না কহিলে বুক, বিদরিয়া মরি, তেঁই সে তোমারে কই॥
বেলি অবসানে, ননদিনী সনে, গেনু জল ভরিবার।
দেখিতে গৌরাঙ্গে, কলসি ভাঙ্গিল, সরম হইল সার॥
সঙ্গে ননদিনী, কালভুজঙ্গিনী, কুটিল কুমতি ভেল
নয়নের বারি, সম্বরিতে নারি, বয়ান শুকায়ে গেল॥

গৌরকলেবর, করে ঝলমল, শারদ চাঁদের আলো।
সুরধুনীতীরে, দাঁড়াইয়া আছে, দুকুল করিয়া আলো॥
বুক পরিসর, তাহার উপর, চন্দন ফুলের মাল।
নয়ন ভরিয়া, দেখিতে নারিনু, ননদী হইল কাল॥
কহে নরহরি, গৌরাঙ্গমাধুরী, যাহার হৃদয়ে জাগে।
কুল শীল তার, সব ভাসি যায়, গৌরাঙ্গের অনুরাগে॥

৪৫ পদ। শ্রীরাগ—বড় দশকুশি।

কি হেরিলাম গোরারূপ না যায় পাসরা।
নয়নে অঞ্জন হৈয়া লাগিয়াছে গোরা॥
জলের ভিতর যদি ডুবি, জলে দেখি গোরা।
ত্রিভুবনময় গোরাচাঁদ হৈল পারা॥
তেঁই বলি গোরারূপ অমিঞা পাথার।
ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার॥
নরহরি দাস কয় নব অনুরাগে।
সোণার বরণ গোরাচাঁদ হিয়ার মাঝে জাগে॥*

৪৬ পদ। ধানশী।

তরুণী-পরাণ-চোরা গোরারূপ, মাধুরী অমিঞা ধারা।
ধনি ধনি ধনি, বারেক নয়ন কোণেতে পিয়য়ে যারা॥
সোই ও কথা কহিব কাকে।
পণ্ডিত গদাই, পানে ঘন চাই, রাধিকা বলিয়া ডাকে॥ধ্রু॥
দাস গদাধর, করে দিয়া কর, উলসে পুলক গা।
মৃদু মৃদু হাসে, কিবা রসে ভাসে, কিছুই না পাই থা॥
নাগরালি ঠাঁটে, নদীয়ার বাটে, হেলিতে দুলিতে যায়।
নরহরি-মনমোহন ভঙ্গিমা মদন মুরছে তায়॥

৪৭ পদ। সুহই।

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যেই আপনারে খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥ধ্রু॥
নয়ান পুতলি করি লইনু মোহনরূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পীরিতি-আগুন জ্বালি সকলি পুড়াইয়াছি
জাতি-কুল-শীল-অভিমান॥

না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়া শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনুটি ভাসায়েছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
যাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনা আর নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পীরিতি এমতি হয়
তার গুণ তিন লোকে গায়॥

৪৮ পদ। সুহই।

সখি হে কেন গোরা নিঠুরাই মোহে।
জগতে করিল দয়া দিয়া সেই পদছায়া
বঞ্চল এ অভাগিরে কাহে॥ধ্রু॥
গৌরপ্রেমে সঁপি প্রাণ জিউ করে আনচান
স্থির হৈয়া রইতে নারি ঘরে।
আগে যদি জানিতাম পীরিতি না করিতাম
যাচিঞা না দিতু প্রাণ পরে॥
আমি ঝুরি যার তরে সে যদি না চায় ফিরে
এমন পীরিতে কিবা সুখ।
চাতক সলিল চাহে বজর ক্ষেপিলে তাহে
যায় ফাটি যায় কিনা বুক॥
মুরারি গুপত কয় পীরিতি সহজ নয়
বিশেষে গৌরাঙ্গ-প্রেমের জ্বালা।
কুল মান সব ছাড় চরণ আশ্রয় কর
তবে সে পাইবা শচীর বালা॥

৪৯ পদ। ধানশী।

নিরবধি মোর, হেন লয় মনে, ক্ষণে ক্ষণে অনিমিষে।
নয়ন ভরিয়া, গৌরাঙ্গবদন হেরিয়া মন হরিষে॥
আই আই কিয়ে, সে রূপমাধুরী, নিরমিল কোন বিধি।
নদীয়ানাগরী, সোহাগে আগরী, পাইল রসের নিধি॥
অপরূপ রূপ, কেশর করিয়া, ইচ্ছায় হিয়ায় লেপি।
সোণার বরণ, বসন পরিয়া, জীবন যৌবন সঁপি॥
চুলের চাঁপা, ফুল হেন করি, আউলাঞা করিঞা দেখা
লাজ ভয় ছাড়ি, লোকে উড়ি পড়ি, দু বাহু করিয়া পাখা
পীরিতি মুরতি, চিত্র বনাইয়া, কহিব মনের কথা।
ভরি বুকে বুকে, রাখি মুখে মুখে, রসিক ঘুচাবে ব্যথা॥

*। কোন কোন সংগ্রহে এই পদে বাসুদেব ঘোষের ভণিতা আছে।

৫০ পদ। আড়ানি।

গঙ্গার ঘাটে, যাইতে বাটে, ভেটিনু নাগর গোরা।
শূন্য দেহে, আইনু গেহে, পরাণ হৈয়া হারা॥
তেরছ দিঠি, বচন মিঠি, ঈষৎ হাসির ঘটা।
তা দেখিয়া, পরাণ নিয়া, ঘরে ফিরবে কেটা॥
মন ছন্ ছন্, প্রাণ ছন্ ছন্, পরাণ দিয়া পরে।
আধকপালে মাথার বিষে রৈতে নারি ঘরে॥
এমন বেদনি, থাকে সজনি, গৌর বৈদ্যে ডাকে।
পাইলে এথা, মাথার ব্যথা, কার কতক্ষণ থাকে॥
শুনিতু ব্রজে, গোপীসমাজে, ডাকাতি করিত কালা।
সেই নাকি লো, নদ্যায় এলো, হৈয়া শচীর বালা॥
দিন দুপুরে, ডাকাতি করে, মুচ্‌কে হাসি হেসে।
নয়ান বাণে, বধে প্রাণে, কুল মান যায় ভেসে॥
রাধাবল্লভ কয়, আর ছাড়া নয়, যুক্তি শুন দিদি।
মদনরাজায়, জানাও ত্বরায়, কুল রাখিবে যদি॥

৫১ পদ। ভাটিয়ারি।

ভুবনমোহন গোরা রূপ নেহারিয়া আজু
নয়ান সার্থক ভেল মোর।
ও চাঁদ মুখের কথা অমিঞা সমান অনু
শ্রবণে সার্থক শ্রুতি জোর॥
এ দুহুঁ নাসিকা মঝু সার্থক হোয়ল সোই
গৌরগুণমণি-অঙ্গগন্ধে।
এ চিত-ভোমরা মঝু অতিহুঁ সার্থক ভেল
মধু পিয়ে ও পদারবিন্দে॥
এ কাঠ-কঠিন হিয়া সার্থক হোয়ব কবে
ও নাগরে দৃঢ় আলিঙ্গিয়া।
এ কুচ-কমল মঝু সার্থক হোয়ব কবে
ও ভোমরে মকরন্দ দিয়া॥
এ গণ্ডযুগল মঝু সার্থক হোয়ব কবে
ও না মুখের চুম্বন লভিয়া।
দেবকীনন্দন শির সার্থক হোয়ব কবে
নাথের চরণে লুটাইয়া॥

৫২ পদ। কামোদ।

কি খনে দেখিনু গোরা নবীন কামের কোড়া
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।
কত না করিব ছল কত না ভরিব জল
কত যাব সুরধুনীতীরে॥
বিধি তো বিমু বুঝিতে কেহ নাই।
যত গুরু গরবিত গঞ্জন বচন কত
ফুকরি কাঁদিতে নাই ঠাঁই॥ ধ্রু॥
অরুণ-নয়নের কোণে চাঞাছিল আমা পানে
পরাণে বড়যি দিয়া টানে।
কুলের ধরম মোর ছারখারে যাউক গো
না জানি কি হবে পরিণামে॥
আপনা আপনি খাইনু ঘরের বাহির হৈনু
শুনি খোল-করতাল-নাদ।
লক্ষ্মীকান্তদাসে কয় মরমে যার লাগয়
কি করিবে কুলপরিবাদ॥

৫৩ পদ। সুহই বা সিন্ধুড়া।

সঙ্গে সহচর, গৌরাঙ্গ নাগর, দেখিনু পথের মাজে।
ও রূপ দেখিতে, চিত বেয়াকুল, ভুলিনু গৃহের কাজে॥
সজনি গোরারূপে মদন মোহে।
সতী যুবতী এমতি হইল, আর কি ধৈরজ রহে॥ ধ্রু॥
মদনধানুকী-ধনুক জিনিয়া, নয়ানে গাঁথিল বাণ।
মুখ-শশধর, বান্ধুলী অধর, হাসি সুধা-নিরমাণ॥
বসন ভূষণ কতেক ধারণ, রাতুল চরণশোভা।
গোপালদাস কহ, শচীর নন্দন, মুনির মানস লোভা॥

৫৪ পদ। কল্যাণ।

হিরণবরণ দেখিলাম গোরা, ঢুলি ঢুলি যায় ঠাটে।
তনু মন প্রাণ আপনার নয়, ডুবিনু তার নাটে॥
অচল পদ গদ গদ বাক্ ধৈর্য্যমদ গেল।
চেতন হারা, বাউল পারা, আগম দশা হৈল॥
ভয় করি নয়, ভয় কেন হয়, গা কেনে মোর কাঁপে।
নিরখি লোচন, হরল চেতন, দংশল যেন সাপে॥
রূপের ছটা, চাঁদের ঘটা, জটাধারী দেখে ভুলে।
নৈদার নারীর ধৈর্য্যধ্বংস দাগ রহে বা কুলে॥

প্রতি অঙ্গে যদি নয়ান থাকিত, পূরিত মনের সাধ।
একে কুলবতী, তায় দুটি আঁখি, তায় ঘুঙটা বাদ॥
চাঁচর চুলে, চাঁপার ফুলে, চারু চঞ্চরি চলে।
ভাল ঝলমল, সুকুঞ্জ লুকায়, তায় অলকা কোলে॥
ভুরুজ্যোতি হরয়ে মতি শক্রধনুছটা হরে।
অপাঙ্গ তরঙ্গ টঙ্ক কুলবতীর ব্রত ভঙ্গ করে॥
বদন চাঁদে মদন কাঁদে হৃদে মুকুতার পাঁতি।
মৃদু মৃদু হাসিরাশি দেখে কেবা ধরে ছাতি॥
স্বর্ণকপাট হৃদয়তট আজানুলম্বিত ভুজ।
কোন্ ধনী না নয়ানে হেরিয়া দিঠি দিঞা করে পূজা॥
জানুর বরণ কাঁচা সোণা যেমন সাঁচা মোচা।
হেরিলে তার নাচা কোচা না যায় কুল বাঁচা॥
স্থলপদ্ম চরণযুগল নখ ইন্দু নিন্দে।
সরবানন্দ চিত চঞ্চল মজু চরণারবিন্দে॥

৫৫ পদ। কামোদ।

মোর মন ভজিতে ভজিতে গৌরাঙ্গচরণ চায় গো।
কি করি উপায় কুলবধূ হৈলাম তায়
জঞ্জাল যৌবন বৈরী তায় গো॥ ধ্রু॥
কাঁচা কাঞ্চন-ঘটা জিনিয়া রূপের ছটা
চাহিলে চেতন চমকায় গো।
স্থলকমলদল চরণকোমল ভাল
ভ্রমিতে ভ্রমরা ভুলি ধায় গো॥
দীপ্তবাস পরিধান দীর্ঘ কোচা লম্বমান
দেখি হৃদয় দ্বিগুণ সুখ পায় গো।
আজানুলম্বিত ভুজ যুবতী না ধরে ধৈর্য্য
উরু হেরি মুনির মন ফিরায় গো॥
লম্বিত তুলসীমালা গলে মন্দ মন্দ দোলা
বদন দেখি মদন মুরছায় গো।
শীতল চরণদ্বয় বুঝি সুধা সুধাময়
শ্রবণে সে শ্রবণ জুড়ায় গো॥
লোচনাঞ্চল চঞ্চল দেখি মন আকুল
সকলি সে বিষয় খোয়ায় গো।
ভুরুর ভঙ্গিমা ভাল ভুজঙ্গিনী ভুলল
হেরি ধৈর্য্য ধরা নাহি যায় গো॥

নাসাশ্রুতি যুগ দিজ জিতে দিজ দাড়িমবীজ
নিরখি অখিল সুখ পায় গো।
তিলক ঝলমল ভাল ভুবন ভরিল আল
লাজে দিনমণি দূরে যায় গো॥
চাঁচর চিকুর চারু চামরী চিকুর হারু
যাম যাম জাগয়ে হিয়ায় গো।
ভণে মন্দ সর্ব্বানন্দ কি জানি জানে গৌরচন্দ
মূরছি তার মনমথ চিতায় গো॥

৫৬ পদ। শ্রীরাগ।

নিন্দই ইন্দুবদন-রুচি সুন্দর বদনহি নিন্দই কুন্দ।
বদন ছদন রুচি নিন্দই সিন্দূর ভুরুযুগ ভুজগগতি নিন্দ॥
আজু কহবি গৌর-যুবরায়।
যুবতী-মতিহর তোহারি কলেবর কুলবতী কি করু উপায়॥
সুরধুনীতটগত হরিণনয়নী যত গুরুজন করইতে আঁধে।
কত কত গোপত বরত করু অবিরত পড়ি তছু লোচনফাঁদে।
তুয়া মুখ সদৃশ সুধাকর নিরজনে নিরখিতে যব কহ মন্দ।
কঙ্কণঘাত মাথে দেই কাঁদই কি করব জগত আনন্দ॥

৫৭ পদ। শ্রীরাগ।

দূরহি নব নব সুরতরঙ্গিণী সব
যৈখনে পেখনু তোয়।
রূপক কূপে মগন ভেল তৈখন
লখই না পারই কোয়॥
শুনহ গৌর দ্বিজরাজ।
তুয়া পরসঙ্গ হোত নিতি ইতি উতি
অভিনব যুবতী-সমাজ॥ ধ্রু॥
কোই কহ কনক মুকুর কোই কহ নহ
কনক কমল কিবা হোই।
কোই কহ নহ নহ শরদসুধাকর
কোই কহ নহ মুখ সোই॥
গুরুজননয়ন প্রহরিগণ চৌদিশে
নিশি দিশি রহত আগোরি।
কি করব অবিরত আবেকত রোয়ত
জগদানন্দ কহ তোরি॥

৫৮ পদ। শ্রীরাগ।

দীয়া পুরে নিজ নয়নে নিরখনু নবীন দ্বিজ যুবরাজ।
তনে কত শত যুবতী রূপ সেবই তেজি কুল মান লাজ॥
সব তোহে কি কহব আন।
াই রি তছু বদন সমরিতে কি জানি কি কর পরাণ॥ ধ্রু॥
ক্ষীণ কটিতটে চীনভব পট নীরদ কাঁতি।
বথরি হেম মঞ্জির তছুপর যৈছে দামিনীপাঁতি॥
চলত মদ মাতয়াল তরুগণ গতি অতি মন্দ।
তেত মানস সরসী বিলসই কি করু জগত আনন্দ॥

৫৯ পদ। শ্রীরাগ।

শ্রীমুখ শরদ-ইন্দু সম সুন্দর করিকর সম উরু সাজে।
ভুজযুগ কনকখম্ব সম সুললিত সরসিজ সম কর রাজে॥
হেরইতে কো নাহি ঝুর।
মাই রি গৌরকলেবর-মাধুরী অহনিশি মনহারা ফুর॥ ধ্রু॥
কাটবরচিত করাটক সমতুল উর মল মদন-আবাস।
হেরইতে কোন কলাবতী জগমহ শয়নে না করু অভিলাষ॥
অবিরল শোণিফলক সম মনোরম কেশরী সম ক্ষীণ মাঝ।
অতি বসনয়ে রঙ্গ দিগদরশন করু জগদানন্দ আজ॥

৬০ পদ। শ্রীরাগ

মুখ কিয়ে কমল কমল নহ কিয়ে মুখ মুখ নহ কমল বা হোয়।
মনমাহা পরম ভকত উপজায়ত বুঝইতে সংশয় মোয়॥
মাই রি সুরধুনীতীরে নেহারি।
বারত অলখিত, করত গতাগতি, লোচনমধু পি গোঙারি॥ ধ্রু॥
সুমরণে যাক শিথিল নীবিবন্ধন হোয়ত গুরুজন মাঝ।
দরশনে তাক ধিরজ ধরু কো ধনী, পড়ু কুলবতীকুলে লাজ॥
হৃদয়-রতন পরিযঙ্ক উঁপরে চড়ি বৈঠি সতত করু কেলি।
জগদানন্দ ভণ, এত দিনে দারুণ, দ্বিজকুলগৌরব গেলি॥

৬১ পদ। নাটিকা।

দীয়ানাগরী, সারি সারি সারি, চলিলা গঙ্গার ঘাটে।
হেন রূপছটা, যেন বিধুঘটা, গগন ছাড়িয়া বাটে॥
চীর নন্দন, করয়ে নর্ত্তন, সঙ্গে পারিষদ লঞা।
দেখিবার তরে, সুরধুনীতীরে, আইলা আকুল হৈয়া॥
কারু গলিত অম্বর, তাহা না সম্বর, কাহার গলিত বেণী।
যেন চিত্রের পুতলি, রহে সবে মেলি দেখে গোরা গুণমণি॥
ও রূপ মাধুরী, দেখিয়া নাগরী, সবাই বিভোর হৈয়া।
অঙ্গ পরিমলে, হইয়া চঞ্চলে, পড়িতে চাহে উড়িয়া॥
কেহো ভাবভরে, পড়ে কারু কোরে, নয়ানে বহয়ে ধারা।
কাহার পুলক, অঙ্গে পরতেক, কেহ মুরছিত পারা॥
লোচন কহয়ে গেল কুল ভয়ে, লাজের মাথায় বাজ।
ধৈর্য্য ধর্ম্ম আদি, সকল বিনাশি, নাচে গোরা নটরাজ॥

৬২ পদ। পাহিড়।

গৌরাঙ্গ-তরঙ্গে, নয়ন মজিল, কিবা সে করিব সার।
কলঙ্কের ডালি মাথায় ধরিয়া, ঘরে না রহিব আর॥
সই এবে সে করিব কি?
গৌরাঙ্গচাঁদের, নিছনি লইয়া, গৃহে সমাধান দি॥
গৃহধর্ম্ম যত, হইল বেকত, গোরা বিনা নাহি জানি।
আনেরে দেখিয়া, ভরমে ভুলিয়া, গৌরাঙ্গ বলি যে আমি॥
পতির সহিতে, শুতিয়া থাকিতে, গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে।
আসি তরাতরি, প্রাণগৌরহরি, পতিরে ফেলাঞা ভূমে॥
আমারে লইয়া, করে উরপরে, বদনে বদন দিয়া।
আবেশে গৌরাঙ্গ, সুধা উগারয়ে, প্রতি অঙ্গে পড়ে বাইঞা॥
গৌরাঙ্গ-রতন, করিয়া যতন মোড়াঞা লইব কোলে।
তিলাঞ্জলি দিয়া, সকলি ভাসানু, এ দাস লোচন বলে॥

৬৩ পদ। কামোদ।

শুন শুন সই, আর কিছু কই, গৌরাঙ্গ মানুষ নয়।
ভুবন মাঝারে, শচীর কুমারে উপমা কিসে বা হয়॥
ছাড়িতে না পারি, সে অবধি হেরি, গৌরাঙ্গবদনচাঁদ।
সে রূপসায়রে নয়ান ডুবিল, লাগিল পীরিতি ফাঁদ॥
ঘাটে মাঠে যাই, হেরি গো সদাই, কনক-কেশর গোরা।
কুলের বিচার, ধরম আচার, সকলি করিল ছাড়া॥
থাকি গুরু মাঝে, হেরি গো নয়নে, বয়ান পড়িছে মনে।
নিবারিতে চাই, নাহি নিবারণ, বিকল করিল প্রাণে॥
গৌরাঙ্গচাঁদের নিছনি লইয়া সকলি ছাড়িয়া দিব।
লোচনের মনে, হয় রাত্রিদিনে, হিয়ার মাঝারে থোব॥

৬৪ পদ। কামোদ।

হিয়ার মাঝারে, গৌরাঙ্গ রাখিয়া, বিরলে বসিয়া রব।
মনের সাধে, ও মুখচাঁদে, নয়নে নয়নে থোব॥
শুনেছি পূরবে, গোকুল নগরে, নন্দের মন্দিরে যে।
নবদ্বীপ আসি, হৈলা পরকাশি, শচীর মন্দিরে সে॥
লোচনের বাণী, শুন গো সজনি, কি আর বলিব তোরে।
হেরিয়া বদন, ভুলে গেল মন, পাসরিতে নারি তারে॥

৬৫ পদ। কামোদ।

গৌরাঙ্গবদনে, হরিল চেতনে, বড় পরমাদ দেখি।
পাসরিতে চাই, পাসরা না যায়, উপায় বল গো সখি॥
গোরা পশিল হিয়ার মাঝে।
নদীয়া-নাগরী, হইল পাগলী, বুঝিনু আপন কাজে॥ধ্রু॥
যখন দেখিনু, গৌরাঙ্গচরণ, তখনি হরিল মন।
কুলবতী সতী যুবতী যে জন, ত্যজে নিজ পতিধন॥
না জানি ধরমে, কি জানি করমে, কহিতে বাসি হে লাজ।
লোচনদাসের মন বেয়াকুল, এবে সে বুঝিল কাজ॥

৬৬ পদ। শ্রীরাগ।

আর শুনেছ আলো সই গোরাভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধূ কাঁদে আকুল তথা॥
হলুদ বাটিতে গোরী বসিল যতনে।
হলুদবরণ গোরাচাঁদ পড়ি গেল মনে॥
মনে প্রাণে মৈল ধনী রূপে মন প্রাণ টানে।
ছন্‌ছনানি মনে লো সই ছট্‌ফটানি প্রাণে॥
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন, কিসের হলুদ বাটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল, ভেসে গেল পাটা॥
উঠিল গৌরাঙ্গভাব সমবরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছারেখারে॥
লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর।
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার॥

৬৭ পদ। যথারাগ।

(গৌরের) রূপ লাগি আঁখি ঝোরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পুতলী মোর হিয়া নাহি বাঁধে॥
আমি কেন সুরধুনী গেলাম। (গেলাম! গেলাম!!)
কেন গৌররূপে নয়ন দিলাম॥
আমি কেনই চাইলাম গৌরপানে।
(গৌর) আমায় হান্‌লে দুটী নয়ন-বাণে॥
আমার নয়ন বোলে ও রূপ দেখে আসি।
আমার মন বলে তার হৈগা দাসী॥
করে নয়ন-পথে আনাগোনা।
আমার পাঁজর কেটে করল থানা॥
গৌররূপ-সাগরের পিছল ঘাটে।
আমার মন গিয়া তায় পড়ল ছুটে॥
একে গৌররূপ তায় পীরিত মাখা।
(তাতে আবার) ঈষৎ হাসি নয়ন বাঁকা॥
(গৌরের) যত রূপ তত বেশ।
ও! সে! ভাজিতে পাঁজর শেষ॥
(গৌরের) রূপ লাগি আঁখি ঝোরে।
গুণে মনোভোর করে॥
(গৌররূপ) তিল আধ পাসরিতে নারি।
কি ধনে (গৌরাঙ্গরূপ) হিয়ার মাঝে ধরি॥
এ বুক চিরিয়া রাখি পরাণেরই সঙ্গ।
মনে হোলে বাহির করে দেখি মুখচন্দ॥
গৌররূপ হেরি সবার অন্তর উল্লাস।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস॥

৬৮ পদ। যথারাগ।

উষঃকালে, সখী মিলে, জল ভরিতে যায়।
সঙ্গে সখা, পথে দেখা, হলো গোরারায়॥
মরমে মরি, কলসি ভরি, তুলে নিলাম কাঁখে।
থাকিত পারা, চৌউর হারা, বঁধু দাঁড়ায়ে দেখে॥
ওরা কে, রসের দে, রূপের সীমা নাই।
কোন বিধি, রসের নিধি, কৈল এক ঠাঁই॥
যুগ্ম ভুরু, কামের গুরু, ছাড়্‌ছে ফুলের বাণ।
কেমন কালি, ধরে তুলি করেছে নির্ম্মাণ॥

আঁখির তল, নিরমল, নীল-কমলের দল।
অরুণতা, ছুটী পাতা, করছে ছলছল॥
তিলফুল, কিসে তুল, এমনি নাসার শোভা।
কুঁদে কাটি, পরিপাটি, কিবা দন্তের আভা॥
হিঙ্গুল ভালে, হরিতালে, নবনী দিল ভেঁজে।
কাচা সোণা, চাঁদখানা, রসান দিল মেজে॥
আল্‌তা তুলি, ছুধে গুলি, কর দিয়াছে ছেনে।
চাঁদকে আমি, ছানি ছানি, তায় বসালে জেনে॥
গলে হার, শোভে তার, কিবা বাহুর ভাতি।
গগন হতে জল তুলিতে, নামল সোণার হাতী॥
কটি আটি, পরিপাটী, ধবল বসন সাজে।
সুললিত, ভুবনজিত, পায়ে নূপুর বাজে॥
রূপের নাগর, রসের সাগর, উদয় হলো এসে।
নাগরী লোচনের মন, তাইতে গেলো ভেসে॥

৬৯ পদ। যথারাগ।

শচীর গোরা, কামের কোড়া, দেখ্‌লাম ঘাটের কূলে।
চাচর চুলে, বেড়িয়া ভালে, নব-মালতীর মালে॥
কাঁচা সোণা, লাগে ঘৃণা, রূপের তুলনা দিতে।
(এমন) চিতচোরা, মনোহরা, নাইকো অবনীতে॥
কি আর বলিছ গো সই (তোমায়) বুঝাব কি?
(ছাদে) স্নানে যেতে, সখীর সাথে গৌর দেখেছি॥
(সে) রূপ দেখি, ছুটী আঁখি, ফিরাইতে নারি।
পুনঃ তারে, দেখ্‌বার তরে, কতো সাধ করি॥
কি আর বলিছ গো সই তুমি ত আছ ভাল।
আমার মরমের কথা মরমেই রহিল॥
জাগিতে ঘুমাইতে সদা গৌর জাগে মনে।
লোচন বলে যে দেখেছে, সেই সে উহা জানে॥

৭০ পদ। যথারাগ।

এক নাগরী, বলে দিদি, নাইতে যখন যাই।
ঘোম্‌টা খুলে, বদন তুলে, দেখেছিলাম তাই॥
রূপ দেখে, চম্‌কে উঠে, ঘরকে এলাম ধেয়ে।
ছুটী নয়ন, বাঁধা রইল, গৌরপানে চেয়ে॥
গা থর থর, করে আমার, অঙ্গ সকল কাঁপে।
নাসার নোলক, ঝলক দিয়ে, মনের ভিতর ঝাঁপে॥
জলের ঘাট, আলো করেছে, গৌর-অঙ্গের ছটা।
রূপ দেখিতে, হুড় পড়েছে, নব যুবতীর ঘটা॥
সাধ কৈরে, দেখ্‌তে গেলাম, এমন কেবা জানে।
অনুরাগের ডুরি দিয়ে, প্রাণকে ধৈরে টানে॥
উড়ু উড়ু করে প্রাণ, রইতে নারি ঘরে।
গৌরচাঁদকে না দেখিলে, প্রাণ সে কেমন করে॥
চাইলে নয়ন বাঁধা রবে, মনচোরা তার রূপ।
হাস্যবয়ান, রাঙ্গা নয়ান, এই না রসের কূপ॥
চাইলে যেনে, মরবি ক্ষেপি, কুল সে রবে নাই।
কুল শীল রাখবি যদি, থাক্‌গা বিরল ঠাই॥
কুল খোওয়াবি, বাউরি হবি, লাগ্‌বে রসের ঢেউ।
লোচন বলে, রসিক হলে, বুঝতে পারে কেউ॥

৭১ পদ। যথারাগ।

গোরারূপ, রসের কূপ, সহজেই এত।
করে কলা, রসের ছলা, তবে হয় কত॥
যদি বাঁধে, বিনোদ ছাঁদে, চাঁচর চিকণ চুল।
তবে সতী, কুলবতী, রাখ্‌তে নারে কুল॥
যাঁরে দেখে, নয়ন বাঁকে, তার কি রহে মান।
যদি যাচে, তবে কি বাঁচে, রসবতীর প্রাণ॥
গলায় মালা, বাহু দোলা, দিয়ে চলে যায়।
কামের রতি, ছাড়ি পতি, ভজে গোরার পায়॥
বুক ভরা, গোরা মোরা, দেখ্‌লে ভরে বুক।
কোলে হেন, করি যেন, সুখের উপর সুখ॥
হাসির ধারা, সুধাপারা, শীতল করা প্রাণ।
রসবশ (সর্ব্বস্ব) সরবস, সাধের স্বরূপখান॥
শুন প্রাণ-প্রিয়সখি, কি কহিবো আর।
লোচন বলে, এবার আমি, গোরা করেছি সার॥

৭২ পদ। যথারাগ।

গৌর-রতন, করে যতন, রাখ্‌ব হিয়ার মাঝে।
গৌর-বরণ, ভূষণ পর্‌বো, যেখানে যেমন সাজে॥
গৌরবরণ, ফুলের ঝাঁপায়, লোটন বাঁধবো চুলে।
গৌর বৈলে, গৌরব কৈরে, পথে যাব চ'লে॥
গৌরবরণ গোরোচনায় গৌর লিখবো গায়।
গৌর বৈলে, রূপ যৌবন, সমর্পিবো পায়॥

কুলের মূল, উপাড়িয়ে, ভাসাব গঙ্গার জলে।
লাজের মুখে আগুন দিয়া, বেড়াবো গৌর বলে॥
গৌরচাঁদ রসের ফাঁদ পেতেছে ঘরে ঘরে।
সতী, পতি ছাড়ি, দেহ দিতে সাধ করে॥
(তোমরা) কিছুই বলো, রূপসাগরে, সকলি গেল ভেসে।
লোচন বলে কুতুহলে দেখ্‌বে বৈসে বৈসে॥

৭৩ পদ। যথারাগ।

নয়নে নয়ন দিয়ে কি গুণ করিল প্রিয়ে।
(ওঝা-রাজ গুণীর শিরোমণি॥ ধ্রু॥)
ছুটি আঁখি ছল্‌ছলায়ে এক নাগরী বলে।
গৌরলেহের কি বা জানি, রসে অঙ্গ ঢলে॥
অনেক দিনের সাধ ছিল মোর, অধররস পিতে।
মনের ছুখে, ভাব্‌না করে, শুয়েছিলাম রেতে॥
যখন আমি মাঝ-নিশিতে, ঘুমে হয়েছি ভোরা।
তখন আমি দেখ্‌ছি যেন, বুকের উপর গোরা(১)॥
নবকিশোর, গাথানি তার, কাঁচা ননী হেন।
ভুজলতায়, বেঁধে কথা কয়, ছেড়ে দিব কেন॥
হেন মতে, মন ডুবিয়ে, ঠেক্‌লাম সুখের ছুখে।
বদন ঢলে, অধর-রস, পড়লো আমার মুখে॥
অধররস খেয়ে তাপিত প্রাণ যে শীতল হলো।
বিলাসান্তে, সময় মতে, নিশি পোহাইলো॥
হায় হায় হায় বলি, উঠ্‌লাম চমকিয়ে।
হায় রে বিধি, রসের নিধি, নিলি কেন দিয়ে॥
প্রাণ ছন্‌ছন্ করে আমার, মন ছন্‌ছন্ করে।
আদ-কপালে, মাথার বিষে রৈতে নারি ঘরে॥
লোচন বলে, কাঁদছিস্ কেনে, ঢোক্ আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে, গোরাচাঁদে, মন ডুবায়ে ধর॥

৭৪ পদ। যথারাগ।

হেঁই গো হেঁই গো, গোরা কেনে না যায় পাসরা।
গোরারূপে, মন মজিলো, বাউল হৈল পারা॥
নয়নে লাগিল গোরা কি করিব সই।
গুপ্‌ত কথা, ব্যক্ত হলো, দিন ছুই চার বৈ॥
শয়নে স্বপনে গোরা, হিয়ার উপরে।
নিজপতি কোরে থাকি, কি আর বলো মোরে॥
তৈল খুরি, লৈয়া যদি সিনান্ বারে যাই।
গোরারূপ মনে পড়ে, পড়ি সেই ঠাঁই॥
...
গা থর্ থর্ অঙ্গ কাঁপে, কিছু বল্‌তে নারি॥
নিশি দিশি হিয়ায় জাগে, কি বল্‌ব তা বলে।
লোচন বলে, বল্‌গা কেনে পা গ্যালো পিছ্‌লে॥

৭৫ পদ। যথারাগ।

এক নাগরী, হেসে বলে, শুন্‌গো মরম সই।
মরম্ জানিস্, রসিক বটিস্ তেঁই সে তোরে কই॥
তো বিনে গো, রসের কথা, কইবো কার ঠাঁই।
এমন রসের, মানুষ মোরা, কভু দেখি নাই॥
কিবা জলদ, ঝলক মতি, নাশায় নোলক দোলে।
স্থির হৈতে নারি গোরার হাসির হিল্লোলে॥
হঠাৎকারে দেখ্‌তে গেলাম, এমন কে তা জানে।
অনুরাগের ডুরি দিয়ে, মন্‌কে ধৈরে টানে॥
অঙ্গঘটা, রূপের ছটা, পথে চলে যায়।
গৌররূপের ঠমক দেখে, চমক্ লাগে গায়॥
গা থর্ থর্ করে মোর, অঙ্গ সকল কাঁপে।
নাসার নোলক রূপের ছটা, হিয়ার মাঝে ঝাঁপে॥
আড় নয়নে ঘোমটা দিয়া, দেখেছিলাম চেয়ে।
রসের নেটো, নেচে যায়, নদের বাজার দিয়ে॥
তোরা খুব্‌ খুব্‌ রসে ডুব্‌ ডুব্‌, রসকাঙ্গালি মোরা।
রসের ডালি, রসে পেলি, নবকিশোর গোরা॥
আর এক নাগরী বলে এদেশে না রবো।
রসের মালা গলায় দিয়ে দেশান্তরি হবো॥
এদেশে তো, কপাট দিলে, সে দেশ তো পাই।
বাহির গাঁয়ে, কাম নাই, চলো ভিতর গাঁয়ে যাই॥
সাপের মণি, বার্ করিলে হারাই যদি মণি।
মণি হারাইলে তবে, না বাঁচয়ে ফণী॥
যতন করে রতন রাখা, বাহির করা নয়।
প্রাণের ধনকে, বার করিলে, চৌকি দিতে হয়॥
লোচন বলে ভাবিস্ কেন, ঢোক আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে গোরাচাঁদে মন ডুবায়ে ধর॥

(১) চেয়ে দেখি, বুকের উপর, শচীর ছুলাল গোরা—পাঠান্তর

৭৬ পদ। যথারাগ।

আমার গৌরাঙ্গ নাচে হেমকিরণিয়া।
হেমের গাছে প্রেমের রস, পড়্ছে চুয়াইয়া॥
ঠার ঠম্‌কা, কাঁকাল বাঁকা, মধুরমাখা হাসি।
রূপ দেখিতে জাতিকুল, হারাই হারাই বাসি॥
অদভুত নাটের ঠাম গোরা-অঙ্গের ছটা।
রূপ দেখিতে হুড় পড়েছে, নব-যুবতীর ঘটা॥
মন মজিল কুল ডুবিল, বৈছে প্রেমের বান।
লোচন বলে মদন ভোলে, আর কি আছে আন॥

৭৭ পদ। যথারাগ।

কিবা সে লাবণ্য রূপ বয়সে উথান।
চাহিতে গৌরাঙ্গ পানে পিছলে নয়ান॥
প্রতি অঙ্গ নিরুপম কি দিব তুলনা।
হিয়ার আরতি মাত্র করিয়ে ঘোটনা॥
কেশের লাবণ্য দেখে না রহে পরাণ।
ভুরু-ধনু কামের উন্নত নাসা বাণ॥
লোল দীঘল আঁখি যার পানে চায়।
না দিয়ে নিছনি কুল কেবা ঘরে যায়॥
জলের ভিতর ডুবি তবু দেখি গোরা।
ত্রিভুবনময় গোরাচাঁদ হৈল পারা॥
চিতের আকুতে যদি মুদি দুটি আঁখি।
হিয়ার মাঝারে তবু গৌররূপ দেখি॥
করিশুণ্ড জিনি কিয়ে বাহুর হেলা দোলা।
হিয়ার দোলনে দোলে মালতীর মালা।
মনে করি নৈদে যুড়ি এ বুক বিছাই।
তাহার উপরে আমি গৌরাঙ্গ নাচাই॥
মনে করি নৈদে যুড়ি হৌক মোর হিয়া।
বেড়ান গৌরাঙ্গ তাতে পদ পসারিয়া॥
বলুক বলুক সকল লোকে গৌরকলঙ্কিনী।
ধিক্ যারা কুল রাখে কুলের কামিনী
নদীয়ানগরে গৌরচাঁদ চলে যায়।
চঞ্চল নয়ন করি দুই দিকে চায়॥
নাগরীদের নেত্র যেন ভ্রমরার পাঁতি।
গৌর-মুখ-পদ্মমধু পিউ মাতি মাতি॥
পদ্মমধু পানে তাদের দেখিয়া উল্লাস।
গৌরগুণ গায় সুখে এ লোচন দাস॥

৭৮ পদ। যথারাগ।

এহেন সুন্দর গোরা কোথা বা আছিল গো
কে আনিল নদীয়ানগরে।
নিরখিতে গৌররূপ হৃদয়ে পশিল গো
তনু কাঁপে পুলকের ভরে॥
ভাবের আবেশে ওলা এলায়ে পড়েছে গো
প্রেমে ছল ছল দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে আমার হেন মনে হয় গো
পরাণপুতলি করি রাখি॥
বিধি কি আনন্দনিধি মথি নিরমিল গো
কিবা সে গড়িল কারিকরে।
পীরিতি কুঁদের কুঁদে উহারে কুঁদিল গো
(উহার) নয়ান কুঁদিল কামশরে॥
গোকুল-নেটোর কাণ বঙ্কিম আছিল গো
কালিয়ে কুটিল যার হিয়া।
রাধার পীরিতি উহায় সমান করেছে গো
সেই এই বিহরে নদীয়া॥
মনের মরম কথা কাহারে কহিব গো
চিত যেন চুরি কৈল চোরে।
লোচন পিয়াসে মরে ও রূপ দেখিয়া গো
বিধাতা বঞ্চিত কৈল মোরে॥

৭৯ পদ। যথারাগ।

শারদচন্দ্রিকা স্বর্ণ ধিক্ চম্পকের বর্ণ
শোণ-কুসুম গোরোচনা।
হরিতাল সে কোন ছার বিকার সে মৃত্তিকার
সে কি গোরারূপের তুলনা॥
ধিক্ চন্দ্রকান্তমণি তার বর্ণ কিসে গণি
ফণি-মণি, সৌদামিনী আর।
ও সব প্রপঞ্চরূপ অপ্রপঞ্চ রসভূপ
তুলনা কি দিব আমি তার॥

যত দেখ বর্ণন অনুসারে উদ্দীপন
গৌররূপ বর্ণন কে করে।
জান না যে সেই গোরা ধরারূপে অঙ্গধরা
দরশে ধৈরজ দূর করে॥
শুন শুগো প্রাণ সই জগতে তুলনা কই
তবে সে তুলনা দিব কিসে।
জগতে তুলনা নাই যাঁর তুলনা তাঁর ঠাঁই
অমিয়া মিশাব কেন বিষে॥
কেবা তার গুণ গায় গুণের কে ওর পায়
কেবা করে রূপনিরূপণ।
রূপ নিরূপিতে নারে গুণ কে কহিতে পারে
ভাবিয়া বাউল হৈল মন॥
পক্ষী যেন আকাশের কিছুই না পায় টের
যত দূর শক্তি উড়ি যায়।
সেইরূপ গৌরাঙ্গের রূপের না পায় টের
অনুসারে এ লোচন গায়

৮০ পদ। যথারাগ।

আনন্দ নদীয়াপুরে টলমল প্রেমভরে
শচীর দুলাল গোরা নাচে।
জয় জয় মঙ্গল দেখি শুনি চমকল
মদন-মোহন নটরাজে॥
অরুণ কমল-আঁখি তারকা ভ্রমর পাখী
ডুবু ডুবু করুণা-মকরন্দে।
বদন পূর্ণিমাচাঁদে ছটা হেরি প্রাণ কাঁদে
কত মধু মাধুর্য্যানুবন্ধে॥
পুলক ভরল গায় ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তায়
লোমচক্র সোণার কদম্বে।
প্রেমের আরম্ভে তনু যেন প্রভাতের ভানু
আধবাণী কহে কম্বুগ্রীবে॥
শ্রীপদকমলগন্ধে বেড়ি দশনখ-চাঁদে
উপরে কনক-বঙ্ক রাজে।
যখন ভাতিয়া চলে বিজুলী ঝলমল করে
চমকিত অমর সমাজে॥
সপ্তদ্বীপ মহী মাঝে তাহে নবদ্বীপ সাজে
তাহে নব প্রেমের প্রকাশে।
তাহে নব গৌরহরি নাম সংকীর্ত্তন করি
আনন্দিত এ ভূমি আকাশে॥
সিংহের শাবক যেন সুগভীর গর্জ্জন
প্রেমসিন্ধু-হুঙ্কার হিল্লোলে।
হরি হরি বোল বলে জগত পড়িল ভোলে
কুলবধূ খাইল দু কুলে॥
কি দিব উপমা তার বিগ্রহে করুণাসার
হেন রূপ মোর গৌররায়।
প্রেমায় নদীয়ার লোকে দিবা নিশি নাহি দেখে
আনন্দে লোচনদাস গায়॥

৮১ পদ। যথারাগ।

(হেঁই গো হেঁই গো) সই তোরে বিরল পেয়ে কই।
স্বপনে শচীর গোরা দেখিলাম শুই॥
গলা আলা মালতীমালা সরু পৈতা কাঁধে।
অমিয়া পারা কত ধারা বইছে মুখচাঁদে॥
হাসি হাসি কাছে আসি, গলায় দেয় মালা।
তার কাজ কৈতে লাজ, কত জানে ছলা॥
আপন বাসে, মুখানি মোছে, চেয়ে থাকে পুন।
হাতে ধরে আদর কৈরে, মনের মত যেন॥
গোরাপ্রেম যেন হেম পাসরিতে নারি।
লোচন বলে বস্ বিরলে, আয় দুখে মরি॥

৮২ পদ। যথারাগ।

হের আয় গো মনের কথা বিরল পেয়ে কই।
শচীর রায়, বিকাল বেলায়, দেখে এলাম সই॥
চন্দন মাখা চাঁদে ও সই! চন্দন মাখা চাঁদে।
কপালে চন্দনফোঁটা মন বাঁধিবার ফাঁদে॥
ভরম সরম করি অমনি আপনা সম্বরি।
দীঘল আঁখি, দেখে সখি, আর কি আসতে পারি॥
গৌররূপ দেখে হৃদে হইয়া উল্লাস।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস॥

৮৩ পদ। যথারাগ।

মুখ ঝলমল, বদন-কমল, দীঘল আঁখি দুটি।
দেখে লাজে, মনঃখেদে, খঞ্জন কোটি কোটি॥
চরণতলে, অরুণ খেলে, কমল শোভে তায়।
চলে চলে, ঢলে ঢলে, পড়ছে সখার গায়॥
আমা পানে, নয়নকোণে, চাইল একবার।
মন-হরিণী বাঁধা গেল, ভুরুপাশে তার॥
গৌররূপ, রসের কূপ, সহজেই এত।
করলে কলা, রসের ছলা, তবে হয় কত॥
যদি বাঁধে, বিনোদ ছাঁদে চাঁচর চিকণ চুল।
তবে সতী, কুলবতী, রাখতে নারে কুল॥
যারে ডাকে, নয়ন বাঁকে, তার কি রহে মান।
যদি যাচে, তবে কি বাঁচে, রসবতীর প্রাণ॥
যদি হাসে, কতই আসে, রাশি রাশি হীরে।
নয়ন মন, প্রাণধন, কে নিবি আয় ফিরে॥
গলায় মালা বাহু দোলা দিয়া চলে যায়।
কামের রতি ছেড়ে পতি, ভজে গোরার পায়॥
কঠোর তপ, করে জপ, কত জন্ম ফিরে।
হিয়ায় থুয়ে, পরাণ দিয়ে, দেখি নয়ন ভরে॥
লোচন বলে, ভাবিস্ কেন, থাক্ আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে, গোরা নাগর, আটক করে ধর॥

৮৪ পদ। যথারাগ।

নিরবধি গোরারূপ (মোর) মনে জাগিয়াছে গো
কহ সখি কি করি উপায়।
না দেখিলে গোরারূপ বিদরিয়া যায় বুক
পরাণ বাহির হৈতে চায়॥
সখি হে কি বুদ্ধি করিব।
গৃহ-পতি-গুরুজনে ভয় নাই মোর মনে
গোরা লাগি প্রাণ তেয়াগিব॥ধ্রু॥
সব সুখ তেয়াগিব কুলে তিলাঞ্জলি দিব
গোরা বিনু আর নাহি ভায়।
নিঝোরে ঝরয়ে আঁখি শুন হে মরম সখি
লোচন দাস কি বলিব তায়

৮৫ পদ। যথারাগ।

নবদ্বীপনাগরী আগরি গোরারসে।
কহিতে গৌরাঙ্গকথা প্রেমজলে ভাসে॥
ভাবভরে ভাবিনী পুলকভরে ভোরা।
শ্রবণে নয়নে মনে গোরা গোরা গোরা॥
গোরা-রূপগুণ-অবতংস পরে কাণে।
দিবানিশি গোরা বিনা আর নাহি জানে॥
গোরোচনা নিবিড় করিয়া মাখে গায়।
যতন করিয়া গোরানাম লেখে তায়॥
গোরোচনা হরিদ্রার পুতলী করিয়া।
পূজয়ে চক্ষের জলে প্রাণফুল দিয়া॥
প্রেমনেত্রে প্রেমজল ঝোরে দু নয়নে।
তায় অভিসিঞ্চে গোরার রাঙ্গা দু চরণে॥
পীরিতি নৈবেদ্য তাহে বচন তাম্বুল।
পরিচর্য্যা করে ভাব সময় অনুকূল॥
অঙ্গকান্তি-প্রদীপে করয়ে আরাত্রিকে।
কঙ্কণশবদে ঘণ্টা, আনন্দ অধিকে॥
অঙ্গগন্ধ ধূপ ধুনা রহে অনুরাগে।
পূজা করি দরশ-পরশ-রস মাগে॥
দিনে দিনে অনুরাগ বাড়িতে লাগিল।
লোচন বলে এত দিনে জ্ঞানশেল গেল॥

৮৬ পদ। যথারাগ।

পীরিতি-মূরতি শচীর দুলাল-কীরিতি জগত ভরি।
হেন জন নাহি না ভুলে বারেক, ও রূপমাধুরী হেরি॥
অতি অপরূপ রসিকতা কিছু না বুঝি কি গুণ আছে।
গৌরহরি প্রতি, পীরিতি না করি, ভুবনে কেহ না বাঁচে॥
তায় এ নদীয়ানাগরীগণের গৌরাঙ্গে যেরূপ লেহ।
সে কথা কহিতে শুনিতে ধৈরজ ধরয়ে এমন কেহ॥
গোরা জপ তপ, ধিয়ান ভাবনা, মনে না জানয়ে আনে।
তিল আধ গোরাচাঁদ-অদরশে সব শূন্য করি মানে॥
গোরা প্রাণ ধন জীবন জাতি সে গোরা নয়নের তারা।
শয়নে স্বপনে গোরা বলি বলি হইলা পাগলী পারা॥
ধৈরজ ধরম লাজকুল-ভয়, দিল তিলাঞ্জলি তায়।
গোরাসুখে সুখ বাঞ্ছয়ে সতত দাস নরহরি গায়॥

৮৭ পদ। যথারাগ।

মরি মরি হেন নদীয়ানাগরীগণের বালাই লৈয়া।
আজুক রজনী গোঙাইলা সবে অধিক আতুর হৈয়া॥
কেহ কেহ গোরাচাঁদের চরিত পাইয়া জাগিলা নিশি।
কেহ কেহ সুখে শুতিয়া স্বপনে পাইলা গৌরশশী॥
পুনঃ সে শয়ন ত্যজিয়া উঠিলা নিশিপরভাতকালে।
এ ঘর সে ঘর হইতে বাহির হইলা কাজের ছলে॥
পরম চতুরা নাগরীচরিত কিছু না বুঝিতে পারি।
গুরুজন সুখ যে কাজে সে কাজ করয়ে যতন করি॥
তা সবার অনুমতি মতে গতাগতি কি কহিব আর।
নিতি নিতি রীতি যেরূপে সেরূপে সুখের নাহিক পার॥
অলখিত অতি নিভৃতে বসি যুবতী জগত লোভা।
ক্রমে ক্রমে সবে মিলে তথা নরহরি নিরখয়ে শোভা॥

৮৮ পদ। যথারাগ।

কি কব যুবতী জনের যেরূপ পীরিতি পরস্পরে।
তনু ভিন মন এক এ লেহ কে বুঝিতে শকতি ধরে॥
কোন রসিকিনী হাসিয়া হাসিয়া ধরয়ে কাহার গলা।
কেহ কারু প্রতি করে উপহাস করিয়া কতেক ছলা॥
কেহ কহে তেজি কপট কহ গো কালিকার কথা শুনি।
কার বা কেমন বাধা কে কিরূপে দেখিলা গৌরমণি
কেহ কহে অগো আজুক রজনী কিরূপে বঞ্চিলে বল।
নরহরি কহে এ সব কাহিনী বিস্তারি কহিলে ভাল

৮৯ পদ। যথারাগ।

কি পুছহ সখি কালিকার কথা কহিতে উপজে হাসি।
লাজ তেয়াগিয়া বলিএ যেরূপে দেখিল নভার শশী॥
দিবা অবসানে শাশুড়ী ননদ আর বা কতেক জনা।
তা সবার পাশে বসিয়া আছিনু জানাঞা সুজনপনা॥
হেনই সময়ে আমাদের পথে আইলা পরাণ-পতি।
শুনিয়া চকিত চৌদিকে চাহিয়া হইনু অথির-মতি॥
বিষম সঙ্কটে পড়িনু বিচার কিছু না মনেতে ফুরে।
আনচান করে প্রাণ কি করিব নিয়ত নয়ন ঝুরে॥
আমারে বিমনা দেখিয়া শাশুড়ী কহয়ে মধুর কথা।
কি লাগিয়া বাছা এমন না জানি হৈয়াছে কোন বা ব্যথা॥
এ বোল বলিতে বলিনু তাহারে গা-মোর কেমন করে।
এতেক শুনিয়া অনুমতি দিল শুতিয়া থাকহ ঘরে॥
শয়নের ছলে তুরিতে বাড়ীর বাহিরে দাঁড়ানু গিয়া।
ও মুখমাধুরী, বারেক নিরখি, জুড়ানু নয়ন হিয়া॥
কেহ না লখিতে পারিল আমার আনন্দে ভরিল দে।
নরহরি কহে রসিক জনার চাতুরী বুঝিবে কে॥

৯০ পদ। যথারাগ।

কালিকার কথা কি কব সজনি কহিতে পরাণ কাঁদে।
দেখিয়া দেখিতে না পাইনু প্রাণ জীবন নদ্যার চাঁদে॥
শুন সে কাহিনী একাকিনী অতি বিরলে বসিয়া ছিনু।
আচম্বিতে লোকগণ মুখে গৌরগমন শুনিতে পাইনু॥
তুরিত যাইয়া দেখিনু সে নিজ পরিকরগণ সাথে।
বিদ্যুতের মত চমকি চলিয়া গেলেন আপন পথে॥
বিকল হইনু লাজ তেয়াগিয়া বারেক ও মুখ হেরি।
গুরুজন ডরে ঘরে তরাতরি আইনু পরাণে মরি॥
না জানিয়ে কেবা কহিয়া দিলেক সে কথা শাশুড়ী পাশে
শুনি সে বিকটবদনে মো পানে ধাইয়া আইল রোষে॥
কত কটু বাণী কহিল তা শুনি ভয়েতে কাঁপিল গা।
না দেখিয়া বলি শপথ খাইয়া ছুইনু তাহার পা॥
কত কত মিছা কহিয়া সুজন হনু সে প্রত্যয় গেল।
নরহরি কহে ইথে দোষ, ইহা না মান এ নহে ভাল॥

৯১ পদ। যথারাগ।

নিলজি হইয়া বলি যে সজনি শুন হে আমার কথা।
নিকরুণ বিধি গত দিন মোরে দিলেক দারুণ ব্যথা॥
অনেক দিনের পরেতে মাসৈস আইলা আমার বাড়ী।
মনের উলাসে তার পাশে গিয়া বসিনু সকল ছাড়ি॥
হেনই সময়ে গৌরনাগরের গমন শুনিতে পাইনু।
দুয়ার বাহিরে যাইবার লাগি অধিক আতুর হৈনু॥
যদি বা উঠিতে মনে করি ওগো সে পুনঃ মো পানে চাঞা
আঁচরে ধরিয়া বসায় যতনে মাথার শপথ দিয়া॥
এ সব কিছু না বুঝিয়ে তাহার কপটরহিত চিত।
কত কত মতে যতন করিয়া পুছয়ে ঘরের রীত॥
মোর প্রাণ আনচান করে তাহা শুনিয়া না শুনি কাণে।
কি কথা কহিতে কিবা কহি ভাল মন্দ না থাকয়ে মনে।

সে করে পীরিতি যথোচিত মোরে লাগয়ে বিষের প্রায়।
বাহিরে প্রকাশ না করি সঙ্কোচে অন্তর দহিয়া যায়॥
বিষম সঙ্কট জানি মনে হেন শরীর ছাড়িয়া দি।
নরহরি কহে না জান চাতুরী মাসৈসে ভুলাতে কি॥

৯২ পদ। যথারাগ।

শুন গো সজনি সুরধুনীঘাট হইতে আসিয়ে একা।
নদীয়াচাঁদের সহিত আমার পথেতে হইল দেখা॥
কিবা অপরূপ মাধুরী মধুর গমন কুঞ্জর জিনি।
না জানিয়ে কেবা গড়িল কিরূপে পীরিতি মুরতিখানি॥
উপমা কি দিব মনে হেন নব বেশের সহিতে গোরা।
হিয়ার মাঝারে রাখিয়া অথবা করিএ আঁখির তারা॥
ও মুখ হেরিতে ধৈরজ ধরম সরম রহিল দূর।
কাঁখের কলসি ভুমিতে পড়িয়া হইল শতেক চূর॥
কি করিব প্রাণপিয়ারে জীবন যৌবন সঁপিয়া সুখে।
গুরুজন ভয়ে ঘরেত আসিয়া বসিনু মনের দুখে॥
কলসিভঞ্জনকথা না জানি কে ননদে কহিয়া দিল।
দাবানল সম বিষম কোরধ-আবেশে ধাইয়া আইল॥
কিছু ছল নাহি চলয়ে তাহার বিকট স্বরূপ দেখি।
দুটী হাত মাথে ধরিয়া অধিক কাঁদিয়া ফুলানু আঁখি॥
বিপরীত মোর কাঁদন নিরখি তাহার কোরধ গেল।
স্থির হৈয়া পুনঃ পুছে বারে বারে তাহে না উত্তর দিল॥
খানিক থাকিয়া মনেতে বিচার করিয়া ধরিয়া করে।
ধীরে ধীরে কহে কিসের লাগিয়া না বোল মরম মোরে॥
অনেক যতনে গদগদ ভাষে তা সনে কহিনু কথা।
মনের দুঃখেতে কাঁদিয়া এ সব কি লাগি পুছহ বৃথা॥

* * *

কি করিলি তৈল ফেলালি, বলয়ে শাশুড়ী॥
যা সবারে তুমি প্রাণসম জান সে করে দারুণ কাজ।
ঘাটে মাঠে পথে নিন্দয়ে তোমারে শুনিয়া পাই যে লাজ॥
মনে করি গলে কলসি বাঁধিয়া পশিব গঙ্গার জলে।
তাহা না করিতে পারিয়ে পাছে বা কলঙ্ক রটয়ে কুলে॥
কি করিব আমি তা সবার সনে করিতে নারিএ দ্বন্দ্ব।
যত অপযশ গাইল সে সব শুনিয়া হইনু ধন্দ॥
কাহারে করিব সাক্ষী সেথা কেহ না ছিল আমার সাথে।
তা সবার প্রতি কোরধ করিয়া কলসি ভাঙ্গিনু পথে॥
এত শুনি চিতে হরষিত অতি পীরিতি করিয়া মোরে।
কত কত মতে বুঝাইয়া মুখ মুছিল আপন করে॥
এইরূপে কালি বিষম সঙ্কট এড়ানু সাহস করি।
নরহরি কহে তুয়া চাতুরীর বালাই লইয়া মরি॥

৯৩ পদ। যথারাগ।

কি কব সজনি ননদের কথা, কহিতে উপজে হাসি।
তেঁহ পতিব্রতা তার লেখে সব অসতী নদীয়াবাসী॥
আর বিপরীত কারু সনে কথা কহিতে না দেয় মোরে।
সতত তর্জ্জন করে একা কোথা যাইতে নারিএ ডরে॥
মনোদুখে দিন রজনী মরিএ শুনিয়া নিন্দনভাষ।
বিধি প্রতি করি প্রার্থনা ইহার দরপ হউক নাশ॥
না জানিয়ে কোন্ গুণে নিবেদন শুনিল সদয় বিধি।
মনেতে করিনু যাহা তাহা যেন তুরিতে হইল সিধি॥
শুন গো সে কথা গত দিন তেঁহ চলিলা কলসি লঞা।
তার পাছে পাছে চলিনু মো পুনি তার অনুমতি পাঞা॥
সুরধুনী-ঘাট যাইতে আমরা দুজনে যাই যে পথে।
সেই পথে গোরা দাঁড়াঞা আছেন প্রিয়-পারিষদ সাথে॥
ও রূপমাধুরী হেরিয়া ননদী ধৈরজ ধরিতে নারে।
হইল বিষম নরহরি তনু কাঁপয়ে মদন ভরে॥
কাঁখের কলস ভূমেতে পড়ল আউলাইল মাথার কেশ।
অঙ্গের বসন খসে অনায়াসে স্মৃতির নাহিক লেশ॥
কতেক যতনে ধৈরজ ধরিল অধিক লজ্জিত হঞা।
দুই করে ধরি ধীরে ধীরে কহে মোর মুখ পানে চাঞা॥
নিশ্চয় জানিহ গুণবতী বধূ পরাণ-অধিক তুমি।
কহিয়াছি কত দোষ না লইবে তোমার অধীন আমি॥
যখন যে কাজ কর তাহা মোরে কবে নিঃসঙ্কোচ হঞা।
প্রাণধন দিয়া সহায় করিব বলিএ শপথ খাঞা॥
আনে না কহিও সে সব কাহিনী রাখিহ গোপন করি।
ঠেকিনু এ রসে কি কব পাগলী করিল গৌরহরি॥
এইরূপ বহু কহিল শুনিয়া বাড়িল অশেষ সুখ।
পুরবের কথা বিচার করিতে উঠিল অনেক দুখ॥
মনেতে হইল এ সকল কথা বেকত করিলে কাজ।
নরহরি কহে সাধুরীতি যার সে রাখে পরের লাজ॥

৯৪ পদ। যথারাগ।

শুন শুন অগো পরাণ সই।
বেথিত জানিয়া তোমারে কই॥
দেশের বাহির ঘরের রীত।
সে কথা কহিতে কাঁদয়ে চিত॥
গোরা বলি যদি নিশ্বাস ছাড়ি।
শুনিয়া কোরধে জ্বলয়ে বুড়ী॥
ননদী বিষম বিষের প্রায়।
তার গুণে প্রাণ দহিয়া যায়॥
পড়সি কেবল কুলের কাঁটা।
দিবস রজনী দেয় যে খোটা॥
কারে দিব অগো ইহার সাখী।
ঘরে থাকি যেন পিঞ্জরে পাখী॥
সে সব কাহিনী কি কব আর।
কহিতে দুখের নাহিক পার॥
গত দিন বিধি সদয় মোরে।
আকাশের চাঁদ দিলেক করে॥
দিবা অবসানে গৌররায়।
আমাদের পথে চলিয়া যায়॥
তরাতরি গিয়া গবাক্ষদ্বারে।
অলখিত হৈয়া দেখিনু তারে॥
কিবা সে মধুর বদনচাঁদ।
তরুণীগণের হৃদয়ফাঁদ॥
ভুরুযুগ বড় ভঙ্গিম ছাঁদে।
কে আছে এমন ধৈরজ বাঁধে॥
খঞ্জন জিনিয়া নয়ান নাচে।
বুঝিনু তাহাতে কেহ না বাঁচে॥
গলায় দোলয়ে কুসুমদাম।
তা হেরি মুরছে কতেক কাম॥
শোভা অপরূপ কি কব আর।
ভুবনমোহন গমন তার॥
তিলেক দেখিতে পাইনু সেথা।
বাড়িল দ্বিগুণ হিয়ার ব্যথা
নরহরি কহে দুখ না রবে।
মনের মতন সকলি হবে॥

৯৫ পদ। যথারাগ।

কি বলিব অগো ঘরের কথা।
সে সব শুনিলে পাইবে বেথা॥
কালি সুপ্রভাত হইল নিশি।
বিরলে দেখিনু গৌরশশী॥
মরুক এখন লাজে কি করে।
সে কাহিনী কিছু কহি তোমারে॥
আমারে রাখিয়া ননদী স্থানে।
শাশুড়ী গেলেন সে পাড়া পানে॥
এথা ননদিনী করিল দ্বন্দ্ব।
কহিল আমারে অনেক মন্দ॥
নিজ জিত লাগি সকল ছাড়ি।
রুষিয়া গেলেন পরের বাড়ী॥
একাকিনী মুই রহিনু ঘরে।
বসিনু যাইয়া গবাক্ষদ্বারে॥
গৌররূপগুণ ভাবিয়া মনে।
চাহিয়া রহিনু পথের পানে॥
হেনই সময়ে গৌরাঙ্গসখা।
আমাদের পথে দিলেন দেখা॥
অলখিত লখি ও চাঁদমুখ।
বিসরিনু কিছু হিয়ার দুখ॥
তুরিতে মলিন কুমুদকলি।
গবাক্ষের পথে দিলাম ফেলি॥
তা দেখিয়া গোরা চতুর অতি।
করে লৈয়া কহে কুমুদ প্রতি॥
চিন্তা নাহি শশী উদয় হবে।
দিনকর-তাপ দূরেতে যাবে॥*
এত কহি হাসি নয়ান কোণে।
বারেক চাহিল আমার পানে॥
অমনি অবশ হইল তনু।
বিষম সাপেতে দংশিল জনু॥

---

* নাগরী সঙ্কেত করিলেন, তুমি গৌরশশী আমার হৃদয়ে উদয় হওয়াতে আমার চিত্তকুমুদ মলিন। সুচতুর শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্কেতে উ করিলেন,—হে নাগরীরূপ কুমুদ! তোমার চিত্ত পাপ-সূর্য্যত তাপিত, আমি হরিনামপ্রচার আরম্ভ করিলে, যখন তোমার হৃ জ্ঞানচন্দ্রের উদয় হইবে, তখন মলিনতা শোক-তাপ সকল দূর হইবে

যতনে ধৈরজ ধরিতে নারি।
মনে হয় গিয়া পরশ করি ॥
ঘন ঘন কাঁপি ঘামিল গা।
উঠিয়া চলিতে না চলে পা ॥
কি কহিব চিতে প্রবোধ দিয়া।
রহিলাম অতি আতুর হৈয়া ॥
হেন কালে ঘরে শাশুড়ী আইলা।
মোরে পুছে কেন এমন হৈলা ॥
মো অতি কাতরে কহিনু তারে।
ননদী রহিতে না দিবে ঘরে ॥
আপনি রহিলে কিছু না বলে।
অনলের সম অন্তর জলে ॥
তুমি গেলা ঘর ছাড়িয়া সেথা।
মো সনে কোন্দল করিল হেথা ॥
সে কথা কহিতে নাহিক ওর।
ইথে কিছু দোষ না ছিল মোর ॥
যদি মনে কোন সন্দেহ থাকে।
তবে পুছ এই পড়সি লোকে ॥
কি কহিব একা রাখিয়া মোরে।
ননদিয়া গেলা পরের ঘরে ॥
তার বুদ্ধি যত ইহাতে জান।
মো কেনে এমন সে কথা শুন ॥
একে একা ভয় হৃদয় মাঝ।
আর তাহে ভাবি ঘরের কাজ ॥
কি করি শ্রম অনেক হৈল।
তাহাতেই ভ্রমি হইয়াছিল ॥
গদগদ বাণী শুনিয়া স্নেহে।
নিজ করু দিল আমার মাথে ॥
আপন বসনে পবন করি।
বুঝাইল কত করেতে ধরি ॥
ননদে ডাকিয়া তর্জ্জন কৈল।
তা শুনিয়া মোর আনন্দ হইল ॥
নরহরি কহে তুমি সে ধন্য।
এরূপ চাতুরী জানে কে অন্য ॥

৯৬ পদ। যথারাগ।

শুন গো সজনি বলিএ তোরে।
না জানিএ কিবা হইল মোরে ॥
তুরিতে পরিয়া নবীন সাড়ী।
একাকী চলিনু ভাইয়ের বাড়ী ॥
পথে গোরা সনে হইল দেখা।
কি কব রূপের নাহিক লেখা ॥
বারেক চাহিয়া আমার পানে।
না জানি কি কৈল নয়ন-কোণে ॥
ধৈরজ ধরম সরম যত।
তা মেনে তখনি হইল হত ॥
কেমন কেমন করয়ে হিয়া।
সম্বরিতে নারি প্রবোধ দিয়া ॥
চলিতে অধীর না চলে পা।
কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠয়ে গা ॥
সঘনে অঙ্গের বসন খসে।
এ সব হেরিয়া সে পুনঃ হাসে ॥
কি করিব গুরুজনের ডরে।
ধরমে ধরমে আইনু ঘরে ॥
পুনঃ আন্‌চান্‌ করয়ে তনু।
সে গৌরসুন্দর দরশ বিনু ॥
হেনই সময়ে শাশুড়ী আসি।
পুছয়ে আমার নিকটে বসি ॥
আজু কি লাগিয়া এমন দেখি।
জলে টলমল করয়ে আঁখি ॥
কাতর হইয়া কহিছ কথা।
না জানিএ কিবা হয়েছে ব্যথা ॥
এতেক শুনিয়া কহিনু তারে।
গিয়াছিনু মুই বাহির দ্বারে ॥
তথাতে দেখিনু বিষম সাপ।
অন্তর কাঁপিল মিটিল দাপ ॥
সে পুনঃ যাইয়া সাঁধাল খালে।
মু বাঁচনু তুয়া চরণবলে ॥

ইহা শুনি অতি বিকল হৈলা।
চোকে মুখে জল আপনি দিলা॥
নরহরি কহে কিছু না মান।
শাশুড়ী ভুলাতে তুমি সে জান॥

৯৭ পদ। যথারাগ।

ননদী বিচার করিয়া গরবে পরিয়া নবীন সাড়ী।
জল আনিবারে গেলেন আমারে ঘরেতে একাকী ছাড়ি॥
মনের হরিষে অতি তরাতরি ননদী যে পথে যায়।
সেই পথে নিজ পরিকর সনে আইসে গৌররায়॥
ও রূপ-মাধুরী হেরি বারে বারে ননদী পাগলী হৈলা।
মনের যতেক মনোরথ তাহা সকলি ভুলিয়া গেলা॥
সে পথে শাশুড়ী আসি নিরখিতে নিকটে দেখয়ে তারে।
কলসী কাঁকেতে করিয়া গৌরাঙ্গচাঁদের পাছেতে ফিরে॥
ভাল ভাল বলি অধিক কোরধে কলসি কাড়িয়া নিল।
কারে কি কহিবে ননদী অমনি মরমে মরিয়া গেল॥
এথা মুই প্রাণগৌরাঙ্গসুন্দরে, আপন পথেতে পাঞা।
হিয়ার বেদনা মিটাইনু যেন ও চাঁদবদন চাঞা॥
কতক্ষণে আসি শাশুড়ী অনেক প্রশংসা করয়ে মোরে।
ননদের লাজ কি কহিব যেন থাকি না থাকয়ে ঘরে॥
নরহরি কহে মুরখ হইলে কিছু না দেখিতে পায়।
আপনার দোষ আঁচলে বাঁধিয়া পরকে দুষিতে চায়॥

৯৮ পদ। যথারাগ।

কি বলিব সখি কখন সফল না হৈল মনের সাধা।
দুখ ভুঞ্জাইতে বিধি নিকরুণ করিল অনেক বাধা॥
গত দিন যেন আমাদের পথে আইল পরাণপিয়া।
লোকমুখে শুনি সাহসে উপর দালানে দাঁড়ানু গিয়া॥
ও রূপমাধুরী হেরিয়া আমার মজিল যুগল আঁখি।
মনেতে হইল নিকটে উড়িয়া যাইএ হইয়া পাখী॥
ললিত অঙ্গের সৌরভ আসিয়া নাসায় পশিল মোর।
অধিক অধীর হইনু কি কব সুখের নাহিক ওর॥
গোরা মোর পানে ফিরিয়া চাহিল হেনই সময়ে বুড়ী।
ঘন ঘন ডাকে কাঁপিল অন্তর আইনু সে সুখ ছাড়ি॥
অনুমতি দিল জলকে যাইতে ভাসিনু আনন্দ-জলে।
নরহরি কহে এমন শাশুড়ী অনেক ভাগ্যেতে মিলে॥

৯৯ পদ। যথারাগ।

সজনি, কত না কহিব আমার দুখের কাহিনী কথা।
তাহে গত দিন সকরুণ বিধি ঘুচাইল কিঞ্চিৎ ব্যথা॥
আমাকে রন্ধনে রাখিয়া শাশুড়ী বাড়ীর বাহিরে ছিলা।
গৌরগমন শুনিয়া তুরিতে আমার নিকটে আইলা॥
আমা পানে পুনঃ চাহিয়া ঘরের দুয়ারে কপাট দিয়া।
আঙ্গিনার মাঝে বসিয়া চকিত চৌদিকে রহিলা চাঞা॥
এথা মোর প্রাণ আন্‌চান্ করে কিছু না উপায় দেখি।
অলপ গবাক্ষ আছিল তাহাতে সঁপিনু যুগল আঁখি॥
পরিকর মাঝে রসিকশেখর কে বুঝে তাহার রীতি।
অতি অলখিত চারি ভিতে চাহি চলয়ে কুঞ্জরগতি॥
সে রূপ-মাধুরী বারেক নিরখি নয়ানে নয়ান দিয়া।
আমার যেরূপ দশা তাহা যেন জানানু ইঙ্গিত পাঞা॥
মোর পাশে আসি ঈষৎ হাসিয়া বলিলা চতুরমণি।
মো পুন রন্ধনে বসিনু কপাট খুলিল শাশুড়ী কাণী॥
তেরছ হইয়া বাম আঁখে মোরে দেখিয়া সুস্থির হৈল।
নরহরি কহে ও আঁখি-আপদ্ গেলেই হইল ভাল॥

১০০ পদ। যথারাগ।

*একদিন আমি শাশুড়ী ননদী বসিয়াছি আঙ্গিনায়।
খেড়কীর পথে চাহিয়া দেখিনু যাইছে গৌরাঙ্গরায়॥
সুজনের মত ঘোঙটা টানিয়া আমি রহিলাম বসি।
পহিলা ননদী মদনে মাতিয়া দাঁড়াইল হাসি হাসি॥
গবাক্ষের পথে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল গোরা।
অঙ্গের বসন শিথিল দেখিয়া শাশুড়ী দিলেন তাড়া॥
বিবশ ননদী গোরারূপ হেরি সে তাড়া না শুনিল।
দেখিতে দেখিতে সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ বসন পড়িয়া গেল॥
তা দেখিয়া আমি হাসিতে হাসিতে বস্ত্র পরাইতে গেলাম।
বস্ত্র পরাব কি গৌররূপ হেরি নিজেই উলঙ্গ হৈলাম॥
দুঁহারে শাসিতে কোরধ করিয়া শাশুড়ী নিকটে গেল।
বিধির কি কাজ গৌরাঙ্গ দেখিতে বুড়িও উলঙ্গ হৈল॥
উলঙ্গ হইয়া তিন জন মোরা দেখিতে লাগিনু গোরা।
দেখিতে দেখিতে আঁধল করিয়া চলি গেল আঁখিতারা॥
তখন সম্বিত হইল তিনের মাঝে জিভ কাটি সবে।
শাশুড়ী কহিলা আজুকার লাজ বধূ কারে না কহিবে॥

নরহরি কহে কেবা কি কহিবে তিনের দশা সমান।
চুপ করি থাক যতনেতে ঢাক চুল দিয়া কাটা কাণ॥

১০১ পদ। যথারাগ।

কি কব সজনি আঙ্গিনার মাঝে বসিয়া আছিনু মোরা।
শুনিনু বাড়ীর নিকটে আইলা শচীর দুলাল গোরা॥
সেথা যাইবার তরে তরাতরি সারিনু ঘরের কাজ।
অধিক আতুর হইনু তখন কিছু না রহিল লাজ॥
দেখিয়া শাশুড়ী দিলেক দাবুড়ি ভয়েতে কাঁপিল গা।
মাথায় ভাঙ্গিয়া বজর পড়িল বাড়াতে নারিনু পা॥
কাতর হইয়া অমনি রহিনু মুখে না সরল কথা।
নরহরি কহে শাশুড়ী থাকিতে না যাবে হিয়ার ব্যথা॥

১০২ পদ। যথারাগ।

শুন শুন সই কালিকার কথা কি আর বলিব তোরে।
কুলবতী সতী ধরম শাশুড়ী শিখাতে বলিল মোরে॥
হেনই সময়ে অতি অপরূপ উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি।
পাগলীর পারা হইলা শাশুড়ী খোলের শবদ শুনি॥
তজি নিজ কাজ তরাতরি সেথা যাইতে অথির পথে।
আতুর হইয়া মোর প্রতি বলে চলহ আমার সাথে॥
মো পুনঃ কহিনু গৃহকাজ সব পড়িয়া আছয়ে এথা।
আর তাহে মুই কুলবধূ বলি কিরূপে যাইব সেথা॥
এতেক শুনিয়া কহে গৃহকাজ করিয়া নিতুই মর।
বারেক ও চাঁদবদন নিরখি জনম সফল কর॥
ইহা শুনি সুখে তুরিতে যাইয়া দেখিনু নয়ান ভরি।
নরহরি কহে তুয়া শাশুড়ীর বালাই লইয়া মরি॥

১০৩ পদ। যথারাগ।

শুন শুন সই দিবা অবসানে অধিক সানন্দ হৈয়া।
গৌরগমন শুনিয়া বাহির দুয়ারে দাঁড়ানু গিয়া॥
বিধি বিড়ম্বিল তথা সে শ্বশুর সহিত হইল দেখা।
কহিল যতেক কটুবাণী ও গো নাহিক তাহার লেখা॥
অধিক কোরধে কহয়ে এখন ছাড়িব নদ্যার বাস।
সে কথা শুনিয়া পরাণ উড়িল মিটিল সকল আশ॥
কাতর হইয়া রহিনু ব্যথিত কে আছে বুঝাতে পারে।
নরহরি কহে কিসের ভাবনা নদ্যা কে ছাড়িতে পারে॥

১০৪ পদ। যথারাগ।

শুন শুন অগো মনে ছিল আশা রহিব পরম সুখে।
কণ্টকের বনে বিহি বসাইল সতত মরি এ দুখে॥
আমার শ্বশুর গুণের ঠাকুর সে দেয় অধিক ব্যথা।
শাশুড়ী মোর অতি সুজন তারে শিখায় কঠিন কথা॥
নিভৃতে বসিয়া ধীরে ধীরে কহে ঘরেতে থাকত তুমি।
সেথানে যাইয়া কাজ সমাধিয়ে তুরিতে আসিব আমি॥
নদীয়া পাগল করিতে অখনি বাজিবে নিমাইর খোল।
বধূগণ যাবে ধাইয়া কেহ না মানিব কাহার বোল॥
তাহাতে বাড়ীর বাহিরে কপাট দেওল তুরিতে যাঞা।
এইরূপ কত কহয়ে আমরা শুনিয়া লজ্জিত হৈঞা॥
ইহাতে কিরূপে দেখিব তাঁহারে বিষম হইল ঘর।
নরহরি কহে যে জন চতুর তার কি ইহাতে ডর॥

১০৫ পদ। যথারাগ।

দুখের কাহিনী কি কব সজনি আর না সহিতে পারি।
পাড়া পড়সীর গঞ্জন-আনল তাহাতে পুড়িয়া মরি॥
শাশুড়ী ননদ যেরূপ আমারে তাহা কি না জান সই।
শ্বশুরের গুণ কহিতে না হয় তথনি তোমারে কই॥
ঘরে বসি থাকে চলিতে শকতি নাহিক নিপট কুঁজা।
নানা দ্রব্য লৈঞা বিবিধ বিধানে করয়ে শিবের পূজা॥
গলায় বসন দিয়া দুই কর যুড়িয়া মাগয়ে বর।
থির হৈয়া রহে বধূগণ যেন তিলেক না ছাড়ে ঘর॥
এইরূপ কত প্রার্থনা করিয়া সাধয়ে আপন কাজ।
আড়ালে থাকিয়া শুনিএ সে সব পাইয়া অধিক লাজ॥
আর শুন যেই সময়ে কীর্ত্তন করয়ে গুণের মনি।
সে সময় বুড়া অতি সচকিত খোলের শবদ শুনি॥
ডাগর নয়ানে চাহে চারি পানে দেখিতে লাগয়ে ভয়।
বিকট বদন করিয়া সবারে কঠোর বচন কয়॥
আমাদের গতি বুঝিয়া সে করে বাহির দুয়ারে থানা।
নরহরি কহে খিড়কির পথে যাইতে কে করে মানা॥

১০৬ পদ। যথারাগ।

শুন গো সজনি শ্বশুরের কিছু চরিত্র কহিয়ে তোরে।
বিরলে অনেক বুঝাইয়া পুনঃ যতনে কহয়ে মোরে॥

এক মোর বহু ভ্রম আর তুমি ভাল মানুষের ঝী।
চরণ ছুইয়া বলহ দুদিগ্ রাখিব না হলে কি॥
এত শুনি কত শপথ খাইয়া ঘুচাইনু তাঁর দ্বিধা।
হেন কালে মোর শ্রবণে পশিল মৃদঙ্গ-শবদ-সুধা॥
অমনি ধাইয়া চলিনু যেখানে বিলসে গৌরাঙ্গরায়।
মোর এ চরিত শুনিয়া শ্বশুর হইলা আনলপ্রায়॥
মোর পাছে পাছে ধাইয়া আইলা বিষম লগুড় লৈয়া।
কি করিব মোর পরাণ উড়িল শ্বশুরের পানে চাঞা॥
কোরধ-নয়ানে সে পুনঃ বারেক হেরিল গৌরাঙ্গচাঁদে।
আঁখি ফিরাইতে নারিল অমনি পড়িল প্রেমের ফাঁদে॥
পরম হরষ হইয়া হাতের লগুড় ফেলাঞা দিলা।
হরি হরি বলি তুলিয়া দু বাহু নাচিয়া বিহ্বল হৈলা॥
এইরূপ কত কৌতুক দেখিয়া মো পুনঃ চলিনু ঘরে।
কতক্ষণে তেঁই যাইয়া কতেক প্রশংসা করিল মোরে॥
মোর করে ধরি আপনার দোষ কহিতে আতুর হৈলা।
দেখি বেয়াকুল চরণ বন্দিনু তাহাতে আনন্দ পাইলা॥
নরহরি কহে এতদিনে যেন সকল সঙ্কোচ গেল।
তুয়া কৃপাবলে বুড়ার বিষম হৃদয় হইল ভাল॥

১০৭ পদ। যথারাগ।

রজনী দিবস কখন স্বপনে না জানি সুখের লেশ।
ভাবিতে ভাবিতে হিয়া জর জর শরীর হইল শেষ॥
যদি বল আশা পূরিল সবার কি লাগি তোমার নহু।
সে কথা কি কব করমের দোষে হৈয়াছি কোণের বহু॥
বাড়ীর বাহির যাইতে শাশুড়ী পাড়য়ে কতেক গালি।
সতী অসতী পতিমতিহীন সে দেখে চোখের বালি॥
যদি কোন দিন সুরধুনীঘাটে যাইয়া সিনান কালে।
আনেরে না করে প্রতীত দারুণ ননদী সঙ্গেতে চলে॥
কোন ছলে যদি কাহাকে বারেক দেখিতে বাসনা করি।
বিকট দাপটে কাঁপে তনু ঘন ঘুঙট ঘুচাইতে নারি॥
সে অতি চতুরা তার কাছে ছল করিতে লাগয়ে ডর।
পরাণ কেমন করয়ে অমনি সিনাঞা আসিয়ে ঘর॥
নরহরি কহে তু বড় আজুলি ননদীরে কিবা ভয়।
চোরের উপরে করি বাটপাড়ি চোখে ধূলা দিতে হয়॥

১০৮ পদ। যথারাগ।

কি কব সজনি মনের বেদন কলঙ্কে পূরিল দেশ।
যদিও আমার কোন পরকারে নাহি কিছু দোষলেশ॥
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ শুনি লোকমুখে না জানি কিরূপ সে।
আমি কুলবধূ গৃহকোণে থাকি আমারে না জানে কে॥
গৌরাঙ্গসুন্দর কিরূপ কখন না দেখি নয়ানকোণে।
শপথ খাইয়া নিবেদি তোমারে সে নাহি আমারে চিনে॥
মরমে মরিয়া থাকিয়ে কখন না যাই পরের ঘরে।
তথাপি এ পাড়া-পড়সী আমার কলঙ্ক গাইয়া মরে॥
মিছা অপবাদ শুনিতে শুনিতে জলয়ে দ্বিগুণ আগি।
কারে কি কহিব যুবক সময় কেবল দোষের ভাগী॥
নরহরি কহে যে বল সে বল এ কথা কানে না ধরে।
কিছু না থাকিলে মিছামিছি কেহ কারে কি কহিতে পা

১০৯ পদ। যথারাগ।

রমণীরমণ ভুবনমোহন গৌরাঙ্গ রতন সই।
তাহার পীরিতে জগত মাতিল দোষী কেন আমি হই॥
বালক নিরধ যুবক যুবতী গৌরাঙ্গ দেখিয়া ঝুরে।
আমি কেন তবে একাকী কলঙ্কী বচন মুখে না স্ফুরে॥
জগত আনন্দ সেই গৌরচন্দ্র সবাই আনন্দে ভাসে।
মোর নিরানন্দ চোকে ঝরে জল বুঝিবা করমদোষে॥
নর্ত্তন কীর্ত্তন যে দেখে যে শুনে সেই হয় মাতোয়ারা।
কি ক্ষতি কাহার যদি দেখি শুনি আমি হই জ্ঞানহারা
নদীয়াবসতি আর না করিব ডুবিয়া মরিব জলে।
জীবনে মরণে না ছাড়িবে গৌর দাস নরহরি বোলে॥

১১০ পদ। যথারাগ।

বিধাতার মনে না জানি কি আছে মানুষ-জনম দিয়া।
কি কব দারুণ দুখ-দাবানলে সতত দহিছে হিয়া॥
প্রাণধন গোরাচাঁদেরে দেখিতে সেখানে গেছিনু কাইল
সে কথা শুনিয়া পতি মতিহীন দিলে কত শত গাইল
দেবর আছিল নিকটে সে মোর বিরস দেখিতে নারে।
নিন্দা কুবচন শুনিয়া তখনি কত নিরসিল তাঁরে॥
বল বল অগো ইহাতে কেমনে পূরিবে মনের আশ।
নরহরি কহে না ভাবিহ আর কুমতি হইবে নাশ॥

১১১ পদ। বিভাস।

কি কহিব রে সখি আজুক ভাব।
অযতনে মোহে হোয়ল বহু লাভ॥
একলি আছিনু আমি বনাইতে বেশ।
মুকুরে নিরখি মুখ বাঁধল কেশ॥
তৈখনে মিলিল গোরানটরাজ।
ধৈরজ ভাঙ্গল কুলবতীলাজ॥
দরশনে পুলকে পূরল তনু মোর।
বাসুদেব ঘোষ কহে করলহি কোর॥

১১২ পদ। বিভাস।

নিশি শেষে ছিনু ঘুমের ঘোরে।
গৌর নাগর পরিরম্ভিল মোরে॥
গণ্ডে কয়ল সোই চুম্বন দান।
কয়ল অধরে অধররস পান॥
ভাঙ্গল নিদ নাগর চলি গেল।
অচেতনে ছিনু চেতনা ভেল॥
লাজে তেয়াগিনু শয়নগেহ।
বাসু কহে তুয়া কপট লেহ॥

১১৩ পদ। ভূপাল।

শয়নমন্দিরে হাম শুতিয়া আছিলা।
নিশির স্বপনে আজি গৌরাঙ্গ দেখিলা॥
সেই হৈতে প্রাণ পোড়ে শুন গো সজনি।
গোরারূপ মনে পড়ে দিবস রজনী॥
গোরা গোরা করি কি হৈল অন্তরে।
বসন ভিজিল মোর নয়নের লোরে॥
অলসে অবশ গা ধরণে না যায়।
গোরাভাব-মনে করি বাসু ঘোষ গায়॥

১১৪ পদ। ধানশী।

কি কহব রে সখি রজনীক বাত।
শুতিয়া আছনু হাম গুরুজন সাথ॥
আধ-রজনী যব পূলল চন্দা।
সুমলয়-পবন বহয়ে অতি মন্দা॥
গৌরক প্রেম ভরল মঝু দেহা।
আকুল জীবন না বান্ধই থেহা॥
গৌরগরব করি উঠল রোই।
জাগল গুরুজন কাহো পুনরাই॥
গৌর নাম সব শুনল কাণে।
গুরুজন তবহি করল চিত আনে॥
চৌর চৌর করি উঠায়ল ভাষ।
বাসুদেব ঘোষ কহে ঐছে বিলাস॥

১১৫ পদ। ধানশী।

আজুক প্রেম কহনে নাহি যায়।
শুতি রহল হাম শেজ বিছায়॥
রুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু নূপুর পায়।
পেখলু গৌরাঙ্গ বর নটরায়
আঁচলে রাখনু আঁচল ছাপাই।
বিদগধ নাগর চৌদিকে চাই॥
বহু সুখ পায়ল গোরা নটরায়।
বাসুদেব কহে রস কহনে না যায়॥

১১৬ পদ। সুহই।

গোরাপদে, সুধাহ্রদে, মন ডুবায়ে থাকি।
কপাট খুলে, নয়ন মেলে গোরাচাঁদে দেখি॥
আই গো মাই।
এমন গোরা, রসে ভোরা, কোথাও দেখি নাই॥ধ্রু॥
নৈদে মাঝে, ভক্ত সাজে, আইল রসের বেশে।
রাধারূপে মাখা গোরা, ভাল ভুলাচ্ছে রসে॥
রূপের ছটা, বিজুরী বাটা, রূপে ভুবন ভোলে।
গোরারূপ, ভুবন-ভূপ, পাশরা যে নারে॥
ধীর শান্ত, রসে দান্ত, হেরলে নয়ন কোণে।
লোচন বলে, কুতূহলে, গোরা ভাব মনে॥

১১৭ পদ। সুহই।

সোই আমার গোরাচাঁদ।
আমার মানস চকোর ধরিতে
পেতেছ পিরীতিফাঁদ॥ধ্রু॥

সোই আমার গৌরাঙ্গ সেহ।
চাতক হইয়া তার প্রেমবারি
পিয়া সে করিব লেহ॥
সই আমার গৌরাঙ্গ সোণা।
প্রেমে গলাইয়া বেশর বনাইয়া
নাকে করিব দোলনা॥
সই আমার গৌরাঙ্গ ফুল।
গোছাটী করিয়া খোপায় পরিব
শোভিবে মাথার চুল॥
সই আমার গৌরাঙ্গ ননি।
সোহাগে ছানিয়া অঙ্গেতে মাখিব
জ্ঞানদাস কবে ধনি॥

১১৮ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গ আমার ধরম করম, গৌরাঙ্গ আমার জাতি।
গৌরাঙ্গ আমার কুল শীল মান, গৌরাঙ্গ আমার গতি॥
গৌরাঙ্গ আমার পরাণ-পুতলী, গৌরাঙ্গ আমার স্বামী।
গৌরাঙ্গ আমার সরবস ধন তাহার দাসী যে আমি॥
হরিনাম রবে কুল মজাইল, পাগল করিল মোরে।
যখন সে রব করয়ে বন্ধুয়া, রহিতে না পারি ঘরে॥
গুরুজন বোল কাণে না করিব কুল শীল তেয়াগিব।
জ্ঞানদাস কহে, বিনি মূলে সেই গৌরপদে বিকাইব॥

১১৯ পদ। ললিত।

ঘুমক-ঘোরে ভোর শচীনন্দন
কো সমুঝব তছু প্রেমবিলাস।
পূরব-নিকুঞ্জে শয়নে জনু নিমগন
বোলত ঐছন মধুর মৃদু ভাষ॥
জাগ জাগ রমণীশিরোমণি সুন্দরি
কতহি ঘুমায়সি রজনীক শেষ।
তব বচনামৃত-সঙ্গীত পান বিনু
চঞ্চল শ্রবণ, রহিত সুখলেশ॥
মুদ্রিত ত্যজি তরল-নয়নাঞ্চলে
ললিত ভঙ্গী করি মন মান।
মন মন বঙ্ক নিশঙ্ক কহই
তোহে হাসি রভস মোহে দেহ দান॥
মঝু অভিলাষ, সমুঝি উঠি বৈঠহ
নিজকরে বেশ বিরচব তোহারি॥
ইহ বিধি কহত, নরহরি পহুঁ বহুরি
নিগদত কথন বিশারি॥

১২০ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো পরাণ সজনি কহিএ তোমার প্রতি।
শ্বশুর শাশুড়ী না জানি কি গুণে, করয়ে অধিক প্রীতি॥
ননদী আমারে, প্রাণসম জানে, কখন না দেয় গাইল।
তেঁই পিসৈসের সনে গিয়াছিনু আইয়ের বাড়ীতে কাইল।
আই মোরে স্নেহ করিল অনেক কি কব সে সব কথা।
গৌরাঙ্গচাঁদেরে, না দেখি অন্তরে, বাড়িল দ্বিগুণ ব্যথা।
খানিক থাকিয়া, বিদায় হইয়া, চলিনু মনের দুখে।
দেখিলুঁ সে পাড়াবাসী বধূগণ আছয়ে পরমসুখে॥
মনেতে হইল যদি এ পাড়াতে হইত সবার বাস।
তবে অনায়াসে সফল হইত যে ছিল মনেতে আশ॥
তুরিত গমনে ঘর পানে ওগো যে পথে আসিএ মোরা।
সেই পথে প্রিয় পরিকর সাথে দাঁড়ায়ে আছেন গোরা।
পিসৈস নিকটে সঙ্কটে পড়িনু মুখে না নিঃসরে বাণী।
অলপ ঘুঙট ঘুচাঞা দেখিনু ও চাঁদবদনখানি॥
অঙ্গের বসন খসিয়া পড়য়ে কাঁপিয়া উঠয়ে গা।
ধরমে ধরমে ধীর ধীর করি বাড়াইতে লাগিনু পা॥
ফিরিয়া ফিরিয়া হেরিয়ে হৃদয় অধিক ব্যাকুল হৈল।
লাজ কুলভয় ধরম কিছু না রহিবে নিশ্চয় কৈল॥
সে পথে পিসৈস দাঁড়াইল হেরি ধরিতে নারয়ে থে।
নরহরি কহে ও রূপ হেরিয়া না ভুলে এমন কে॥

১২১ পদ। যথারাগ।

কি বলিব ওগো ননদ আমার, কেবল বিষের ফল।
পরম চতুরা তার কাছে মোরা করিতে নারিএ ছল॥
তোমাদের প্রতি অধিক বিশ্বাস কপট না যায় জানা।
বিহান বিকাল রজনী এথাতে আসিতে না করে মানা॥
এই ছলে যেন গিয়াছিনু কাইল দেখিতে গৌরাঙ্গচাঁদে।
কে আছে এমন যুবতী তাহারে হেরিয়া ধৈরজ বাঁধে॥
কিবা সে পীঠের উপরে দুলিছে চাঁচর চিকুর ভার।
কিবা সে কপালে অলকা তিলক কি দিব উপমা তার॥

কিবা সে ভুরুর ভঙ্গিমা চাহনি কিবা সে আঁখির ঠারা।
কিবা সে মুখের হাসি অপরূপ বচন অমিঞাধারা॥
কিবা সে কাণের কুণ্ডল দোলনি কিবা সে গণ্ডের শোভা।
কিবা সে নাসার মুকুতা কিবা সে রুচির চিবুক-আভা॥
কিবা সে ভুজের বলনি কিবা সে গলায় ফুলের হারা।
কিবা সে সরুয়া মাজাখানি উরু উলট-কদলী পারা॥
কিবা সে সুচারু চরণ-নখর-কিরণে পরাণ হরে।
নরহরি কহে ও রূপ হেরিয়া কিরূপে আইলা ঘরে॥

১২২ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো পরাণ সজনি নিবেদি তোমার আগে।
দিবস রজনী ভাবিয়া মরিএ ঘর পর সম লাগে॥
ননদী কঠিন সে কথা কি কব কহিতে বাসিএ দুখ।
পরের বেদন কিছু না জানে সে জানয়ে আপন সুখ॥
যদি কার মুখে শুনয়ে গৌরাঙ্গ আইলা কাহার বাড়ী।
তবে কত ছল করয়ে তাহা না বুঝয়ে ঘরের বুড়ী॥
ধাঞা যায় তথা এ বড় বিষম আমারে করয়ে মানা।
নরহরি কহে ইহাতে কি দোষ জানায় ননদ-পনা॥

১২৩ পদ। যথারাগ।

সজনি তো সবে দেখে সুখ পাই তেঁই সে এথায় আসি।
কালিকার কথা পুছহ আমারে ইহাতে উপজে হাসি॥
বল বল দেখি কিরূপে আমারে সাজিবে এ সব কথা।
জানিয়া শুনিয়া এরূপ বলহ ইহাতে পাইএ ব্যথা॥
নরহরি কহে যে বল সে বল এ কথা কাণে না ধরে।
কিছু না থাকিলে মিছামিছি কেহ কারে কি কহিতে পারে॥

১২৪ পদ। যথারাগ।

মোর পতি অতি সুজন সজনি শুন লো তাহার রীতি।
গত দিন তেঁই ফিরলে বসিয়া কহয়ে পিতার প্রতি॥
নদীয়ানগরে নিমাই পণ্ডিত ঈশ্বর-শকতি তার।
কেবা সিরজিল না জানি এ রূপ গুণের নাহিক পার॥
হেন জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক কখন না দেখি আপন আঁখে।
দুর্ম্মতি-জনের প্রতি অতি দয়া ভাসয়ে কীর্ত্তনসুখে॥
তাহে বলি নিজ বধূগণে কভু ভুলি না নিষেধ তুমি।
তার দরশনে অশুভ বিনাশে নিশ্চয় জানিয়ে আমি॥
ভাগ্যবতী সব বহু কি কহব অধিক করিতে নারি।
তাহে ধন্য এই নারী-জনমের বালাই লইয়া মরি॥
মিছা অভিমানে মাতি রাতি দিন রহিএ অন্ধের পারা।
নদীয়ার মাঝে হেন অপরূপ চিনিতে নারিয়ে মোরা॥
ব্রজে ব্রজনাথে দ্বিজে না জানিল পাইল দ্বিজের নারী।
সেইরূপ এথা ইথে না সন্দেহ বুঝিনু বিচার করি॥
এইরূপ পিতাপুত্র দুহে কথা কহয়ে অনেক মতে।
আড়ে থাকি তাহা শুনিয়া শুনিয়া হনু উলসিত চিতে॥
মনে হৈল হেনবেলে যদি গোরাচাঁদেরে দেখিতে পাতু।
নয়নের কোণে এ সব কাহিনী তাহারে কহিয়ে দিতু॥
এই কালে পাড়া পানে ঘন ঘন উঠিল আনন্দ-ধ্বনি।
তরাতরি পথে দাঁড়াইনু গিয়া গৌরগমন জানি॥
দূরে থাকি আঁখি ভরি নিরখিলু কিবা অপরূপ শোভা।
ঝলমল করে চারি দিকে হেন জিনিয়া অঙ্গের আভা॥
তার বামে গদাধর নিত্যানন্দ দক্ষিণে আনন্দরাশি।
চারি পাশে আর পরিকর তারা নিরখে ও মুখশশী॥
নিজগণ সঞে রসিকশেখর আইসে রসের ভরে।
সে চাহনি চারু হেরিয়া এমন কে আছে পরাণ ধরে॥
হাসি হাসি কথা-ছলে সুধারাশি বরিখে নদ্যার চাঁদ।
অঙ্গ-ভঙ্গী ভারি ভুলালে ভুবন যেন সে মদনফাঁদ॥
প্রাণনাথ গতি জানি পাড়াবাসী যুবতী আসিবে ধাঞা।
তা সবার শাশুড়ী ননদী দারুণ নিবারি অনেক কৈঞা॥
মোরে কেহ নাহি নিবারিল মুই পূরালু মনের সাধা।
নরহরি কহে যার পতি অতি প্রসন্ন তার কি বাধা॥

১২৫ পদ। যথারাগ।

শুন শুন সই বিধি অরসিক বুঝিনু কাজের গতি।
নহিলে এমন দুঃখ কি কারণে দিবেক দিবস রাতি॥
যদি গৌর-পরিকর মাঝে কারু বসতি করাইত এথা।
তবে এ পাড়াতে নদীয়ার শশী আসিয়া ঘুচাইত ব্যথা॥
তাহে বলি ওগো কালিকার কথা গৃহেতে সকল ছাড়ি।
মাসৈসের সনে গেলাম সে পাড়া মুরারি গুপ্তের বাড়ী॥
তথা বধূগণ উলসিত অতি সুখের নাহিক পার।
প্রাণপিয়া লাগি ঘষয়ে চন্দন গাঁথয়ে কুসুমহার॥

তা সবার মুখে শুনিতে পাইনু গৌরাঙ্গ আসিয়ে হেথা।
কাজ সমাধিয়া আইল মাসৈস রহিতে না পাইনু তথা॥
ভাবিতে ভাবিতে কত দূরে আসি চাহিলুঁ পথের পানে।
নদীয়ার নব-যুবরাজ সাজি আইসে স্বগণ সনে॥
কিবা অপরূপ অধরের শোভা দশন-মুকুতাছটা।
হাসি সুধারাশি বরিষয়ে মুখ শরদ-শশীর ঘটা॥
কিবা ভুরুভঙ্গী বঙ্কিম-লোচন চাহনি অনেক ভাঁতি।
কপালে চন্দন চারু হেরইতে মজায় যুবতী জাতি॥
গলে দোলে হেম মণিমালা আলা করয়ে ভুবন ভালে।
মনোহর ছাঁদে গতি তাহা দেখি জগতে কে বা না ভুলে॥
সে রূপ-সায়রে সিনাইনু সুখে রহিয়া মাসৈস কাছে।
ফিরিয়া দেখলু পড়ুয়ার সহ ভাসুর আইসে পাছে॥
ভাগ্য ভাল তেঁহ মোরে না দেখিল ছিল গোরা পানে চাঞা।
ঘুঙটে মুখ ঢাকিয়া আঁখি সম্বরি চলিলুঁ যতনে ধাঞা॥
নরহরি কহে ভাসুরে যে লাজ তাহা কি না জানি আমি।
সে সকল কথা বেকত করিলে দেশে না থাকিবে তুমি॥

১২৬ পদ। যথারাগ।

শুন শুন সই নিশির কাহিনী যতনে কহিয়ে তোরে।
সাঁজের বেলাতে কাজ সমাধিয়া বসিয়া আছিলুঁ ঘরে॥
গোরারূপগুণ ভাবিতে ভাবিতে না জানি কি হৈল মনে।
শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুরের বাড়ী গেলাম শাশুড়ী সনে॥
তথা নিরুপম পরিকর মাঝে বসিয়া আছেন গোরা।
কুলবতী সতী যুবতী জনের ধৈরজ-রতনচোরা॥
ঝলমল হেমতনু তাহে মাখা সুচারু চন্দনরাশি।
সুমেরু পর্ব্বত লেপিয়াছে জনু বাটিয়া শারদ শশী॥
মালতীর মালা গলে দোলে যেন ভুবনমোহন ফাঁদ।
কত কত শত মদন মূরছে নিরখি বদনচাঁদ॥
হাসিয়া হাসিয়া গদাধর সনে কহয়ে মধুর কথা।
বরষিয়া সুধা রাশি রাশি দূর করয়ে শ্রবণব্যথা॥
মরি মরি যেন সে শোভা হেরিতে পরাণ কেমন করে।
কি কব ক্ষণেক দুটী আঁখি ভরি দেখিতে না পালুঁ তারে॥
মুই অভাগিনী কি করিব বিধি কৈল পরবশ নারী।
শাশুড়ীর ভয়ে কহিতে নারিলুঁ আইলুঁ পরাণে মরি॥

মনের দুঃখেতে শুতিলুঁ ননদ সুধাইলে কলুঁ তারে।
ক্ষুধা নাহি মোর মোরে না জাগাবে গা মোর কেমন করে॥
সে অতি সরলা ফিরি গেল মুই রহিলুঁ ব্যাকুল চিতে।
তনু আনছান করে ওগো নিদঁ আইল অনেক রাতে॥
স্বপনে শ্রীবাস ঠাকুরের বাড়ী যাইয়া দেখিলুঁ তায়।
কত মন সাধে সুগন্ধি চন্দন মাখাইলুঁ গোরা গায়॥
বিবিধ ফুলের নব নব মালা যতনে দিলাম গলে।
নরহরি প্রাণ রসিকশেখর আলিঙ্গন কৈল ছলে॥

১২৭ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওহে পরাণ সজনি কহিয়ে তোমার ঠাঁই।
আজুক যেরূপ স্বপন এমন কখন দেখিএ নাই॥
নিকুঞ্জভবনে বসিয়া আছিলুঁ করিয়া বিবিধ বেশ।
ভাবিতে ভাবিতে দেহ ক্ষীণ মোর না ছিল সুখের লেশ॥
চঞ্চল-নয়ানে চাহি চারি পানে না জানি কি হৈল মোরে।
তথা আচম্বিতে দেখিলুঁ জনেক আইল বাহির দ্বারে॥
কিবা অপরূপ বয়স কিশোর রসের মুরতি জনু।
নাগর গরিমা কি কব তাহার মেঘের বরণ তনু॥
অরুণ জিনিয়া করপদতল নখরনিচয় চাঁদ।
অলকা তিলক ভালে শোভে যেন ভুবনমোহন ফাঁদ॥
চূড়ার টালনি চারু নিরুপম উভয়ে ময়ূরপাখা।
তাই সুকুসুম-সৌরভে ভ্রমর ভ্রময়ে নাহিক লেখা॥
অধরের অধঃ ধরিয়া মুরলি রহিয়া রহিয়া পূরে।
জগতের মাঝে কে আছে এমন শুনিয়া ধৈরজ ধরে॥
গলায় দোথরি মুকুতার মালা সুরধুনীধারা প্রায়।
চলিতে কিঙ্কিণী কটিতটে বাজে সুন্দর নূপুর পায়॥
ভুরুযুগবর ভঙ্গী করি মোর নিকটে আসিয়া সে।
কত কত ছলে করে পরিহাস তাহা বা বুঝিবে কে॥
হাসিয়া হাসিয়া আমা পানে চাঞা ঠারয়ে আঁখির কোণে।
ঘুচয়ে ঘুঙট কপটে কি করে পরাণ সহিত টানে॥
আর অপরূপ দেখিতে দেখিতে সে শ্যাম হৈল গোরা।
কি দিব উপমা কত কত সতী যুবতী-পরাণচোরা॥
ধীর ধীর করি নিকট আসিয়া বসিয়া আমার পাশে।
মধুর মধুর বচনে তোষয়ে অঙ্গের পরশ-আশে॥

মিছা ক্রোধে মুই মুখ ফিরাইলুঁ সুখের নাহিক ওর।
ক্ষম অপরাধ বলিয়া সে পুনঃ আঁচরে ধরল মোর॥
অঙ্গ পরশিতে অবশ হইয়া মজিলুঁ উহার সনে।
নরহরি-প্রাণপতি সুরসিক কৈল যে আছিল মনে॥

১২৮ পদ। যথারাগ।

আজুক রজনী সুখময় স্বপন দেখিনু সই।
তোমরা পরমধন্যা জগমাঝে শুনহ সে কথা কই॥
নিজ নিজ বেশ বিরচি চঞ্চল তোমরা বিরলে বসি।
গোরাগুণ গান গাইয়া গাইয়া গোঙাল প্রহর নিশি॥
সময় জানিয়া দূতি পাঠাইলা গোবিন্দ আছেন যথা।
সে অতি তুরিতে যাইয়া গৌরাঙ্গে কহিল সকল কথা॥
পুন সে তুরিতে তোমাদের পাশে আইলা আতুর হৈয়া।
প্রাণপ্রিয় কথা তার মুখে শুনি চলিল সকলে ধাঞা॥
দূরে থাকি গোরারূপের মাধুরী হেরিয়া মোহিত হৈলা।
নিকুঞ্জ-ভবনে প্রবেশিয়া প্রাণনাথের নিকটে গেলা॥
সে অতি আদর করি বসাইল ধরিয়া সবার করে।
হাসিয়া হাসিয়া কত পরিহাস করিলা পরশ পরে॥
গোরা সুচতুর নয়নের কোণে হানিল বিষম বাণ।
তাহাতে বিবশ হইয়া রাখিতে নারিলা যৌবন মান॥
তোমা সবাকার ভুরু-ভুজঙ্গমে সঘনে দংশন কৈল।
নদীয়াচাঁদের যে ছিল ধৈরজ তা যেন তখনি গেল॥
দু বাহু পসারি করে আলিঙ্গন অতুল উহার লেহ।
সুবহু হরষে ঠারিনু বুঝিয়া অধিক মাতিল সেহ॥
'তোমাদের মনে যে ছিল সে সাধ পূরিল রসিকরাজ।
নরহরি কহে নিজ কথা কেন কহিতে বাসহ লাজ॥

১২৯ পদ। যথারাগ।

শুন শুন সই স্বপনে দেখিনু নিকুঞ্জকাননে গোরা।
তুয়া পথ পানে নিরখি কাতরে ঝরয়ে লোচনলোরা॥
মোর মুখে তুয়া গমন শুনিয়া কত না সাধিল মোরে।
অতি তরাতরি হেরি তার দশা আসিয়া কহিনু তোরে॥
শুনিয়া উলসে বেশ বনাইয়া ভেটিল নিকুঞ্জ মাঝ।
দূরেতে আদরি ধরি করে কোরে করিল রসিকরাজ॥
উপজিল কত কৌতুক ছলেতে মানিনী হইলা তুমি।
নরহরি পহুঁ করয়ে মিনতি জাগি বিয়াকুল আমি॥

১৩০ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো তোমারে বলিএ নিশির স্বপনকথা।
শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুরের বাড়ী গেলাম গৌরাঙ্গ যথা॥
কিবা সে শ্রীবাস-অঙ্গনের শোভা দেখিয়া জুড়াল আঁখি।
মনের হরিষে নিভৃতে দাঁড়ালুঁ ধৈরজে ধরম রাখি॥
তথা পরিকরগণ মনসুখে খোল করতাল লৈয়া।
গায়য়ে মধুর সুর সুধাময় অতি উনমত হৈয়া॥
সে মণ্ডলি মাঝে সাজে শচীসুত কিবা অদভুত বেশ।
নানাজাতি ফুলে রচিত রুচির চিকণ চাঁচর কেশ॥
শ্রুতিমূলে দোলে কুণ্ডল ললিত অতুল গণ্ডের ছটা।
ভালে সুচন্দন বিন্দু বিন্দু যেন শারদ শশীর ঘটা॥
সুদৃঢ়তর পরিসর উরঃপরি তরল বিবিধ হার।
পহিরণ নব ভূষণ লসয়ে কি দিব উপমা তার॥
ভুজভঙ্গী করি নাচে সুচতুর চরণ চালনি চারু।
হরি হরি বোল বলে তাহা শুনি ধৈরজ না রহে কারু॥
না জানিয়ে তার কি ভাব উঠিল সঘনে কাঁপয়ে তনু।
দু নয়নে ধারা বহে নিরন্তর নদীর প্রবাহ জনু॥
নিবিড় নিশ্বাস ছাড়ি বিয়াকুল ভূমিতে পড়িল সেহ।
সোণার কমল সম গড়ি যায় ধরিতে নারয়ে কেহ॥
তাহা দেখি মোর কাঁপিল অন্তর লাজে তিলাঞ্জলি দিনু।
কি হৈল কি হৈল বলি উচ্চ করি কাঁদিয়া বিকল হনু॥
হেন কালে নিদঁ ভাঙ্গিল জাগিয়া বসিনু শয়ন যথা।
কি কি বলি সবে ধাইয়া আইল পুছয়ে রোদন-কথা॥
কারে কি কহিব পুনঃ মনোদুখে ঘুমানু চাতকীপারা।
ফিরিয়া স্বপন দেখিনু আমার অঙ্গনে আইলা গোরা॥
আইস আইস বন্ধু বলিয়া তুরিতে বসানু পালঙ্কপরি।
শ্রম জানি নিজ আঁচরে বাতাস করিনু যতন করি॥
সাজাইয়া নব তাম্বূল সাজিয়া দিলাম সে চাঁদমুখে।
নরহরি প্রাণনাথেরে লইয়া বসিনু মনের সুখে॥

১৩১ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো রজনি-স্বপন কহিয়ে আছিয়ে মনে।
জগতের লোক পাগল হইল গৌরাঙ্গচাঁদের গুণে॥
কুমতি কুটিল কপটী নিন্দুক আদি যত যত ছিল।
ছাড়ি বিপরীত স্বভাব সকলে গৌর-অনুগত হৈল॥

এইরূপ কত দেখিতে দেখিতে বারেক জাগিনু সই।
পুনঃ ঘুমাইতে আর অপরূপ দেখিনু সে সব কই॥
যমুনাপুলিনে রাস-বিলাসাদি যেরূপ করিল শ্যাম।
সেইরূপ গোরা সুরধুনীতীরে রচিল রসের ধাম॥
লাজকুলভয় সব তেয়াগিয়া নদীয়া-নাগরী যত।
মনোরথে চড়ি চলে যূথে যূথে এড়ায়ে কণ্টক শত॥
গৃহকাজ ত্যজি মু বড় চঞ্চল তথা যাইবার তরে।
আচম্বিতে পতি আসিয়া তুরিতে কপাট দিলেক ঘরে॥
পড়িনু সঙ্কটে কারে কি কহিব অধিক বিকল হৈনু।
মনে হেন প্রাণ না রবে পিয়ারে পুনহুঁ দেখিতে পাইনু॥
সে সময়ে ছলে কপাট খুলিল চতুর আমার জা।
ধরমে ধরমে ধীরে ধীরে গৃহ-বাহিরে বাড়ানু পা॥
প্রফুল্লিত হৈয়া ধাইনু কাহার পানে না পালটি আঁখি।
লোহার পিঞ্জর হইতে যেমন পালায় নবীন পাখী॥
যাইয়া তুরিতে নয়ান ভরিয়া দেখিনু গৌররায়।
যুবতীমণ্ডলী মাঝে সাজে ভাল কি দিব উপমা তায়॥
নানাজাতি যন্ত্র বাজে চারি দিকে সুখের নাহিক পার।
গাওয়ে মধুর সুরনারীগণ বরিষে অমিয়ধার॥
ও মুখ-কমল-মধুপানে মাতি মো পুনঃ নাচিনু সুখে।
নরহরিনাথ তা দেখি হাসিয়া আমারে করিল বুকে॥

১৩২ পদ। যথারাগ।

রজনী-স্বপন শুন গো সজনি বলি যে নিলজী হৈয়া।
ধীরে ধীরে গোরা মন্দিরে প্রবেশে চকিত চৌদিকে চাঞা॥
হাসিয়া হাসিয়া বসিয়া বসিয়া আসিয়া শিথান পাশে।
নিজকরে মোর অধর পরশি সুখের সায়রে ভাসে॥
সুমধুর বাণী ভণে নানা জাতি মাতিয়া কৌতুক ছলে।
ভুজে ভুজ দিয়া হিয়া মাঝে রাখি ভিজয়ে আঁখির জলে॥
আপনার মনে মানে পাইনু নিধি তিলেক ছাড়াতে ভার।
নরহরি-প্রাণ-পিয়া পীরিতের মুরতি কি কব আর॥

১৩৩ পদ। যথারাগ।

শুন শুন নিশি-স্বপন সই।
লাজ তিয়াগিয়া তোমারে কই॥
প্রভাত সময়ে সুচারু বেশে।
আইলেন গৌর আমার পাশে॥
সে চন্দ্রবদন পানেতে চাঞা।
বলিনু কি কাজে আইলে ধাঞা॥
সুখে গোঙাইলে রজনী যথা।
তুরিত যাইয়া মিলহ তথা॥
গুপত না রহে বেকত রীতি।
তা সহ জাগিয়া পোহালে রাতি॥
শুনি কত শত শপথ করে।
পরশের আশে সাধয়ে মোরে॥
হেন কালে নিদ ভাঙ্গিয়া গেল।
নরহরি জানে যে দশা হৈল॥

১৩৪ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো সজনি রজনী-স্বপন বলিয়ে তোরে
অনেক যতনে নদীয়ার শশী আসিয়া মিলিল ঘরে॥
হেন কালে মোর দারুণ ননদী দুয়ারে দাঁড়ায়া কয়।
পর-পুরুষের সনে বিলসহ ইথে না বাসহ ভয়॥
ভাল ভাল আইলে প্রভাতে এসব জানাঞা তারে।
আপনার লাজ লইয়া যাইব না রব এ পাপ-ঘরে॥
ইহা শুনি মনে বিচারিনু ভয় পাঞা পোহাইলে নিশি।
না জানি পতি কি বিপরীত ক্রিয়া করিবে গৃহেতে আসি॥
মোরে সবে কত গঞ্জনা করিবে তাহে না পাইব ব্যথা।
পাপ লোক পাছে প্রাণ-পিয়ারে বা কহয়ে কলঙ্ককথা॥
যদি বিহি ইহা বেকত করয় তবে ত বিষম হব।
জনমের মত নদীয়া-চাঁদেরে আর না দেখিতে পাব॥
এ পাড়ার পথে না আসিবে কভু মোরে না করিব মনে।
মুই অভাগিনী জানিনু নিশ্চয় নহিলে এমন কেনে॥
এত বলি কাঁদি বেকুল হইনু সঘনে সে নাম লৈয়া।
নরহরি জানে প্রাণ বাঁচাইনু তুরিতে চেতন পাইয়া॥

১৩৫ পদ। যথারাগ।

সজনি রজনী-স্বপন শুনহ এ বড় হাসির কথা।
মোরে আগুলিতে শুতিলা ননদী আমার শয়ন যথা॥
নদীয়ার শশী আসি প্রবেশিল অথির আনন্দভরে।
আমার ভরমে বসিলা ননদিনীর পালঙ্ক উপরে॥
ধীরে ধীরে করপল্লবে চিবুক পরশে হরিষ হৈয়া।
ননদী চেতন পাইয়া উঠে ঘন চমকি চৌদিকে চাঞা॥

মোরে কহে জাগ জাগহ তুরিতে ঘরে সামাইল চোরা।
ইহা শুনি ভয়ে পালাইলা দূরে দাঁড়াঞা রহিলা গোরা॥
তার পাছে পাছে দারুণ ননদী ধাইল ধমক দিয়া।
কত দূর যাই পাইল পলাইতে নারিল পরাণ-পিয়া॥
যৌবন-গৌরবে মাতি অতিশয় ধরিয়া দুখানি করে।
কত কটু বাণী কহি রহি রহি লইয়া আইসে ঘরে॥
কিশোর বয়স রসময় গোরা চাহিয়া ননদী পানে।
বাঁধি ভুজপাশে করি পরাজয় কৈল যে আছিল মনে॥
মোরে না দেখিতে পাঞা গুণমণি বিমন হইয়া গেলা।
অবশ হইয়া ননদিনী পুনঃ আমার নিকট আইলা॥
চাহি তার পানে পুছিনু এবা কি আছহ হরিষচিতে।
তেঁই অধোমুখে কহয়ে ঠেকিনু বিষম চোরের হাতে॥
রাখিব গোপনে নহে পরভাতে হইবে কলঙ্ক-ধূম।
নরহরি সাথী তাহে আশ্বাসিতে ভাঙ্গিল আঁখির ঘুম॥

১৩৬ পদ। যথারাগ।

স্বপনের কথা শুন গো সজনি পরাণ-রসিকরায়।
অলখিত ঘরে প্রবেশিল কালি কম্বল উড়িয়া গায়॥
তাহা দেখি মৃদু হাসিয়া পুছিনু এ সাজ সাজিলে কেনে।
পিয়া কহে তুয়া ননদিনী কালি পাছে বা আমারে চিনে॥
এইরূপ কত কহিল তা শুনি বসন ঝাঁপিয়া মুখে।
সুরুচির করে ধরি প্রাণনাথে পালঙ্কে বসানু সুখে॥
সে সময়ে মুখ-মাধুরি অধিক কি কব মনেতে বাসি।
কালিন্দীর জলে প্রফুল্লিত যেন কনক-কমলরাশি॥
তাহা হেরি ধরি ধৃতি সে কম্বল খসাঞা ফেলিনু মেন।
শরদের শশী ঘনঘটা হৈতে বাহির হইল যেন॥
হেনই সময়ে শাশুড়ী পুছয়ে ঘরেতে কিসের আলো।
তাহা শুনি তনু কাঁপিল অমনি পরাণ উড়িয়া গেল॥
ত্বরাতরি গিয়া দাঁড়াঞা দুয়ারে চাহিয়া সভয়মনে।
সাহসে চাতুরী বচন কহিতে লাগিনু তাঁহার সনে॥
চন্দ্রব্রত মোর নিয়ম জানহ করিয়ে যতন পাইয়া।
কৃপা করি তেঁই দেখা দিল আজি পূজায় প্রসন্ন হৈয়া॥
বর দিতে চান কি বর মাগিব কিছু না জানিয়ে আমি।
আপনি যে কহ তাহা লেই তাহে এথা না আসিও তুমি॥
ইহা শুনি ধীরে ধীরে কহে কত যতনে আনন্দ পাইয়া।
সম্পদ্ আয়ু বৃদ্ধি শুভ সবার এতেক লেয়হ চাহিয়া॥
ইহা শুনি শীঘ্র ঘরে সামাইল অতি আনন্দবেশে।
বসন-অঞ্চলে অঙ্গ মুছাইনু বসিয়া পিয়ার পাশে॥
নরহরি-প্রাণনাথ মোরে কত আদরে করিল কোলে।
হেনকালে নিদ ভাঙ্গিল বিচ্ছেদে ভাসিনু আঁখির জলে॥

১৩৭ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো বলিয়ে তোমারে স্বপনে নদীয়ার শশী।
হাসি মোর পাশে আসিয়া বসিলা যেন হেমাম্বুজরাশি॥
মোরে কহে আজু নিজ করে মোর বেশ বনাওহ তুমি।
শুনি সে চাতুরী-বচন যে সুখ তাহা কি কহিব আমি॥
বাড়িল কৌতুক নদীয়ার নবযুবতী ভুলয়ে চুলে।
নানা গন্ধতৈল দিয়া নানা ছাঁদে বাঁধিনু সাজায়ে ফুলে॥
ললাটে রচিনু রুচির চন্দন বিন্দু সুচন্দ্রের প্রায়।
শ্রুতিমূলে দিনু কুণ্ডল ঝলকে ভাহু কি উপমা তায়॥
হাসিমাখা মুখ-কমল মুছাঞা দেখি ভুরু ভৃঙ্গপাতি।
আঁখে আঁখি দিয়া নাসায় মুকুতা পরানু আনন্দে মাতি॥
সুললিত ভুজ গজশুণ্ড জিনি ধৈরজ ধরম হরে।
তাহে নানা ভূষা দিয়া পুনঃ সাধে বলয়া সঁপিনু করে॥
পরিসর উরে হার সাজাইনু অতুল উদর-শোভা।
কিঙ্কিণী কটিতটে পিন্ধাইনু লসয়ে জানুর আভা॥
নরহরি-প্রিয়-চরণে নূপুর পরানু যতন করি।
হেনকালে নিদ ভাঙ্গিল দেখিতে না পানু নয়ন ভরি॥

১৩৮ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো পরাণ-সই।
তোমা সবার পাশে নিলজ্জি হইয়া নিশির স্বপন কই॥ ধ্রু॥
হাসি হাসি সুখে ভাসি সে রঙ্গিয়া কত না আদরে মোরে।
দু বাহু পসারি করি কত ভঙ্গী তুরিতে করয়ে কোরে॥
থির হৈতে নারে থর থর তনু কাঁপয়ে বিজুরী ভাতি।
লুবধ মধুপ সম মঝু মুখ চুম্বয় আনন্দে মাতি॥
সে চাঁদবদন কাতরে কুঙ্কুম সিন্দূরে সুচারু সাজ।
তাহারে করিনু পরিহাস শুনি বন্ধুয়া পাইল লাজ॥

মনসাধে পুনঃ সে চাঁদবদন মুছাইয়া ঈষৎ হাসি।
হেন কালে মোর দুয়ারে দারুণ ননদী দেখিল আসি॥
উড়িল পরাণ কি করিব প্রাণবন্ধুয়া লুকালো ডরে।
হেন কালে নিদ ভাঙ্গিল জাগিয়া হিয়া ধক ধক করে॥
পুনঃ ঘুমাইতে সে নবনাগর রচয়ে আমার বেশ।
সিথির সিন্দূর সাজায়ে কত সে যতনে বাঁধিয়া কেশ॥
উরজে কাঁচলি দিতে মু কহিনু কাঁচলি পরাহ কেনে।
পিয়া কহে হাসি পুরুষের বেশ নাহি কি তোমার মনে॥
আর কি বলিব নাসায় বেশর দিতে সুচঞ্চল হৈয়া।
অমনি শুতয়ে মোরে পরিসর বুকের উপরে লৈয়া॥
কত ভাতি রসকাহিনী কহয়ে অমিঞা ঢালয়ে যেন।
নরহরিনাথ পীরিতি-মূরতি যুবতীমোহন মেন॥

১৩৯ পদ। যথারাগ।

কি কব স্বপনে কত পরিহাস করে গো
রসিকশেখর মোর গোরা।
কিবা সে নয়ান বাঁকা চাহনি বিষম গো
জীবন-যৌবনধন-চোরা॥
মধুর মধুর হাসি ভাসি কত সুখে গো
মুখে মুখ দিয়া করে কোলে।
পুলকিত অঙ্গ অতি মদন-তরঙ্গে গো
কত না রসের কথা তোলে॥
সাধে সাধে নাসার বেশর দোলাইয়া গো
না জানি কি রসে হয় ভোর।
নরহরি-প্রাণপিয় কি নিলজ গো
যুবতী-ধরম-ব্রত-চোর॥

১৪০ পদ। যথারাগ।

স্বপনে বন্ধুয়া মোর পালঙ্কে বসিল গো
বারেক চাহিনু আঁখি কোণে।
পীরিতি-মূরতি গোরা কত আদরিয়া গো
আপনা অধীন করি মানে॥
সে চাঁদবদনে মোরে বারে বারে কয় গো
পরাণ অধিক মোর তুমি।
ইহা বলি কোলেতে করিয়া সুখে ভাসে গো
লাজেতে মরিয়া যাই আমি॥

সাজয়ে তাম্বুল মোর বদনে সঁপিয়া গো
হরষে বিভোর হঞা চায়।
সে করপল্লবে পুনঃ অধর পরশি গো
পরাণ নিছিয়া দেয় তায়॥
মধুর মধুর হাসি অমিয়া বরষে গো
কিবা বা সে সুরসিকপনা।
নরহরি-প্রাণপিয়া হিয়ার পুতলি গো
যুবতী মোহিতে একজনা॥

১৪১ পদ। যথারাগ।

শুনয়ে স্বপন আমা পানে চাঞা চাঞা গো
যুবতীপরাণচোরা গোরা।
জিনিয়া খঞ্জন যুগ নয়ন নাচায় গো
না জানি কি রসে হৈয়া ভোরা॥
হাসিয়া হাসিয়া আসি নিকটে বসিয়া গো
ঘুঙট ঘুচায় নিজ করে।
আহা মরি মরি বলি চিবুক পরশি গো
বদন নেহারে বারে বারে॥
কিবা সে পীরিতি তার মনে এই হয় গো
গলায় পরিয়া করি হার।
অঙ্গে অঙ্গে পরশিতে কত রঙ্গ বাড়ে গো
নবীন মদন সাথী তার॥
অধরে অধর দিতে যত রসিকতা গো
কি কব না শুনি কভু কাণে।
নরহরি প্রাণপিয়া কোথায় শিখিল গো
এত না রসের কথা জানে॥

১৪২ পদ। যথারাগ।

ওগো সই রসের ভ্রমর মোর গোরা।
কে জানে মরম নব নব যুবতীর গো
বদনকমল-মধুচোরা॥ ধ্রু॥
স্বপনে আসিয়া মোর নিকটে বসিয়া
হাসিয়া হাসিয়া কয় কথা।
না জানি কেমন সে অমিয়া রস ঢালে গো
ঘুচায় শ্রবণমনোব্যথা॥

কত না আদরে মোর চিবুক পরশি গো
কিবা সে ভঙ্গিমা করে ছলে।
অধরে অধর রাখি আঁখি না পালটে গো
বদন ঝাঁপয়ে করতলে॥
হিয়ায় ধরয়ে হিয়া কি আর বলিব গো
সঘনে কাঁপয়ে হেমদেহা।
নরহরি পরাণ- বন্ধুয়া কিবা জানে গো
সুখের পাথার তার লেহা॥

১৪৩ পদ। যথারাগ।

মনের কথা কহিতে কহিতে উঠিল প্রেমের ঢেউ।
অতি অনুপম প্রীতি রীতি ধৃতি ধরিতে নারয়ে কেউ॥
কেহ বলে ওগো দুখ ভুঞ্জাইতে বিধাতা করিল নারী।
ন গোরাচাঁদে কখন দেখিতে না পানু নয়ন ভরি॥
কেহ বলে ওগো রমণী হইলে না পূরে মনের আশ।
বিধ চাতুরি করি ঘুচাইব এ গুরুজনের ত্রাস॥
কেহ বলে মরুক এ গুরুজনের করিব কিসের ডর।
প্রাণধন গৌরসুন্দর লাগিয়া নিশ্চয় তেজিব ঘর॥
কেহ বলে ওগো নদীয়ার লোক বড়ই বিষম হয়।
প্রাণনাথে কভু না দেখি তথাপি কত কুচবন কয়॥
কেহ বলে ওগো নদীয়ানগরে হইবে কলঙ্ককথা।
তাহা না মানিয়া পিয়া হিয়া মাঝে রাখিয়া ঘুচাব ব্যথা॥
কেহ বলে ওগো দিবস রজনী এই যে বাসনা মনে।
যার পরিবাদ হউক নিশ্চয় শ্রীশচীনন্দন সনে॥
কেহ বলে ওগো যে বল সে বল আর না রহিতে পারি।
। বিনু পরাণ আনছান করে বল কি উপায় করি॥
কেহ বলে ওগো এ কুললাজের কপালে আগুনি দিয়া।
ল চল প্রাণপতিরে তুরিতে মিলিব এখনি গিয়া॥
কেহ বলে দেখ একি হৈল ওগো নাচয়ে এ বাম আঁখি।
নরহরি কহে ভাব কি লাগিয়া এ সব শুভের সাখী॥

১৪৪ পদ। যথারাগ।

রজনীপ্রভাতে অনেক মঙ্গল দেখিয়া যুবতীগণে।
বিসরিল কিছু হিয়ার বেদনা আনন্দ বাড়িল মনে॥
কেহ বলে ওগো বুঝিলাম আজি প্রসন্ন হইল বিধি।
যেবা অভিলাষ আছয়ে সভার সে সব হইবে সিধি॥
কেহ বলে ওগো নিতি নিতি এই জাহ্নবী পূজিএ আমি।
তার বরে প্রাণনাথেরে পাইব নিশ্চয় জানিহ তুমি॥
কেহ বলে ওগো অনেক যতনে গৌরী আরাধিয়ে নিতি।
তেঁই দুঃখ দূর করিব মিলায়ে গৌরাঙ্গ পরাণপতি॥
কেহ বলে ওগো ভানু আরাধনা করিয়ে বিবিধ মতে।
তাঁর কৃপাবরে জুড়াইব হিয়া চিন্তা না করিহ চিতে॥
কেহ বলে যদি অবিরোধে আজু দেখিএ পরাণপিয়া।
তবে বুড়াশিবে পূজিব যতনে নানা উপহার দিয়া॥
কেহ বলে মোর মনে লয় হেন এখনি মিলিব তারে।
এইরূপ কত প্রেমের আবেশে কহয়ে পরস্পরে॥
শ্রীগৌরসুন্দর-দরশন হেতু সবার চঞ্চল হিয়া।
নরহরি কহে মরি মরি হেন প্রেমের বালাই লৈয়া॥

১৪৫ পদ। যথারাগ।

রজনীপ্রভাতে আজু নব নব নদীয়া নাগরী যত।
প্রাণপ্রিয় গৌরদরশন-আশে রচয়ে যুকতি কত॥
পরম চতুরা রসিকিনী সব রস-সায়রেতে ভাসি।
কেহ নানা ছল যোজনা করয়ে কেহ বা খণ্ডয়ে হাসি॥
কেহ নানা শঙ্কা নিবারিয়ে চিতে, চিন্তয়ে শাশুড়ীরীত।
এথা তার শুভ দৈবজ্ঞবচনে হৈয়াছে অধিক প্রীত॥
মনের সুখেতে শুতিয়াছে বুড়ী ঘরের কপাট খুলি।
চমকি চমকি উঠে ক্ষণে ক্ষণে রজনী পোহালো বলি॥
জাগিয়া দেখয়ে পূরব দিশাতে অরুণ উদয় হৈলা।
শয়ন ত্যজিয়া তরাতরি বধূগণের নিকটে আইলা॥
মধুর বচনে পুছে বাছা সব কি কর বসিয়া এথা।
কেহ বলে ওগো লক্ষ্মীপূজা লাগি শিখিয়ে লক্ষ্মীর কথা॥
এতেক শুনিয়া ভাল ভাল বলি প্রশংসে কতেক বার।
নরহরি কহে ধনের বাসনা জগতে নাহিক আর॥

১৪৬ পদ। যথারাগ।

শুন শুন বধূ এত দিনে বিধি প্রসন্ন হইল মোরে।
গত দিন দিনপ্রহর সময়ে দৈবজ্ঞ আইল ঘরে॥

কি কহিব তার গুণগণ যেন এমন না দেখি এথা।
যেবা যা পুছয়ে তাহা কহে সব জানয়ে মনের কথা॥
কিরূপে মঙ্গল হবে বলি মুই ধরিনু তাহার পা।
আমারে আতুর দেখি কহে কিছু চিন্তা না করিহ মা॥
তোমাদের গ্রামে শচীদেবী বৈসে না জান মহিমা তাঁর।
পরম পূজিতা জগতের মাঝে বিদিত চরিত যাঁর॥
অতি সুলভ তাঁর পদরজ যে জন ধরএ শিরে।
ধনজন হবে এ কি বড় কথা তুরিতে ত্রিতাপ হরে॥
রজনীপ্রভাতে উঠিয়া যে জন দেখয়ে তাঁহার মুখ।
জনমে জনমে সে সুখে ভাসয়ে কভু না জানয়ে দুখ॥
শচীমায়ে যেবা নিন্দয়ে সে দুখ-আনলে পুড়িয়া মরে।
নিশ্চয় জানিহ উগ্রচণ্ডা দেবী তাহারে সংহার করে॥
তাহে উপদেশ দিয়া বধূগণে মনের কপট ছাড়ি।
নিশিপরভাতে যতনে পাঠাবে শ্রীশচীদেবীর বাড়ী॥
তেঁহ কৃপা করি করিবে আশীষ পূরিবে মনের আশ।
বাড়িবে সম্পদ্ সদা সুখ বহু বিপদ্ হইবে নাশ॥
পরদুঃখে দুঃখী নিতান্ত জানিহ নিমাইচাঁদের মায়।
এইরূপ কত কহি অন্য বাড়ী গেলেন দৈবজ্ঞরায়॥
এ সকল কথা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হৈল।
মনে অনুভব কৈনু হেন যেন সব অমঙ্গল গেল॥
তাহাতে তোমরা যাও শীঘ্র করি সে হয় আমার ঘর।
দিদি বলি মোরে আদর করে সে কভু না জানয়ে পর॥
তথা গিয়া তারে প্রণাম করিয়া কহিয়ে বিনয়-বাণী।
তাঁহার কৃপায় হবে সব সুখ ইহা ত নিশ্চয় জানি॥
তোমা সবা প্রতি তেঁহ কহিবেন এ বেলা থাকহ এথা।
তাহে কোন ছলে আসিবে সকালে আমি যে যাইব সেথা॥
শাশুড়ীর অতি আতুর বচন শুনিয়া অধিক সুখে।
আদর লাগিয়া ধীরে ধীরে কহে বসন ঝাঁপিয়া মুখে॥
প্রভাত সময়ে কেমনে ছাড়িয়া যাইব ঘরের কাজ।
নরহরি কহে আসিয়া করিবা এখন না সহে ব্যাজ॥

১৪৭ পদ। যথারাগ।

সখী সহ সুখে শ্রীশচীদেবীর অঙ্গনে দাঁড়াব গিয়া।
অলখিতে তারে বারেক নিরখি জুড়াব নয়ন হিয়া॥
সে পুনঃ মো পানে চাহিবে তাহার বিষম আঁখির ঠারে।
ধৈরজ ধরম কিছু না থাকিবে কাঁপিব মদনশরে॥
ঘামেতে তিতিবে তনু ঘন ঘন আউলাবে মাথার কেশ।
খসিবে বসন বারে বারে আর না রবে লাজের লেশ॥
গৌরাঙ্গচাঁদেরে আলিঙ্গন দিতে অধিক উদ্যত হব।
আঁচড়ে ধরিয়া রাখিবেক সখী তাহার কথায় রব॥
মোরে এইরূপ হেরি আনে আনে করিব কতেক হাসি।
সে সব বুঝিয়া থির হব চিতে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বাসি॥
বিমুখী হইয়া দাঁড়াইব পুনঃ বসন ঝাঁপিয়া মুখে।
নরহরি-প্রাণনাথে তাহা দেখি হাসিবে মনের সুখে॥

১৪৮ পদ। যথারাগ।

সইয়ের সমীপে দাঁড়াইব পুনঃ সইয়ের ইঙ্গিত পাইয়া।
গৌরনাগরের পানে না হেরিব রহিব বিমুখী হৈয়া॥
মোর মুখ নিরখিতে না পাইয়া অধিক ব্যাকুল হবে।
অলখিত মোর সখী প্রতি হেরি নয়ন-কোণেতে কবে॥
কিছু না বুঝিয়ে কি লাগিয়া এত হৈয়াছে দারুণ রোষ।
ক্ষমা করহ আপন জনের কেহ ত না লয় দোষ॥
বারেক ঘুঙট ঘুচাইতে বল আমার শপথ দিয়া।
ও মুখমাধুরী নিরখিয়া মোর জুড়াক নয়ন হিয়া॥
এতেক বুঝিয়া সখী মোরে পুনঃ কহিবে বিনয় করি।
মুখের বসন ঘুচায়ে দাঁড়াহ দেখুক গৌরহরি॥
এ কথা শুনি না শুনিব সে পুনঃ ঘুচাবে আপন করে।
তাহে নিবারিয়া অধিক কোরধে দাঁড়াব যাইয়া দূরে॥
ইহা নিরখিয়া নয়নের জলে ভাসিবে গৌরাঙ্গরায়।
তাহা দেখি সখী আতুর হইয়া ধরিবে আমার পায়॥
তখন হাসিয়া ঘুঙট ঘুচাঞা তেরছ নয়নে চাব।
নরহরি-প্রাণপতি বন্ধুয়ারে পরম আনন্দ দিব॥

১৪৯ পদ। যথারাগ।

গৌরনাগর রসের সাগর হেরিয়া তাহার পানে।
মুচকি হাসিয়া রসের কাহিনী কহিব সইয়ের সনে॥
মোর অপরূপ ভঙ্গী নিরখিয়া সে পুনঃ ভাসিবে সুখে।
ঈষৎ ঈষৎ হাসিয়া হাসিয়া ঠারিব বঙ্কিম আঁখে॥

তাহা বুঝি মুই দশনে অধর দাবিয়া ঘুঙট দিব।
অলখিতে ভুরু-সন্ধানে বন্ধুর ধৈরজ হরিয়া নিব॥
মোরে আলিঙ্গন করিতে আতুর হইবে রসিকরাজ।
নরহরি তাহে যতনে রাখিবে বুঝায়ে লোকের লাজ॥

১৫০ পদ। যথারাগ।

সইয়ের নিকটে দাঁড়াব ঘুঙটে ঝাঁপিয়া বদন আধ।
অলপ অলপ চাহি অলখিত পূরাব মনের সাধ॥
বন্ধুয়া যখন আধ আধ হাসি চাহিবে আমার পানে।
বুঝিয়া তখনি আঁখি ফিরাইয়া হেরিয়া রহিব আনে॥
প্রাণপিয়া লাজে লোচন সঙ্কোচ করিবে মধুর ছাঁদে।
তাহা হেরি পুনঃ আড়-নয়নেতে হেরিব বদনচাঁদে॥
আঁখে আঁখি দিতে না পারে চঞ্চল তা হেরি রহিব চাঞা।
নরহরি পহুঁ ভাসিবেন সুখে নয়নে নয়ন দিয়া॥

১৫১ পদ। যথারাগ।

আই মোরে বহু যতন করিবে না রব আইয়ের কাছে।
অতি অলখিত হইয়া দাঁড়াব আপন সইয়ের পাছে॥
পরমানন্দিত হইয়া মিটাব অনেক দিনের ক্ষুধা।
নয়ানচকোরে পান করাব সে বদনচাঁদের সুধা॥
আমি ত দেখিব আঁখি ভরি তেঁহ মোরে না দেখিতে পাবে।
আতুর হইয়া মোর সখী প্রতি নয়ান-ইঙ্গিতে কবে॥
একাকিনী তুমি আইলে তোমার সঙ্গিনী রহিল কোথা।
তুয়া দুই জনে একত্র না দেখি অন্তরে পাইনু ব্যথা॥
ইহা বুঝি সখী ধরি করে মোরে আপন সম্মুখে নিব।
মিছা ক্রোধ করি ঈষৎ হাসিয়া আমি না আগেতে যাব॥
তথাপি আমার সখী আপনার সম্মুখে রাখিবে ধরি।
নিজ করে মোর ঘুঙট ঘুচাবে কত পরিহাস করি॥
নয়ন-ইঙ্গিতে বঁধু প্রতি কবে দেখহ আপন জনে।
আমা পানে চাঞা রসিকশেখর কহিবে নয়ানকোণে॥
ভাল ভাল ওহে এ সব চাতুরি কোথাতে শিখিলে তুমি।
বল বল দেখি তোমা না দেখিয়া কিরূপে বাঁচিব আমি॥
এইরূপ বহু জানাবে বুঝিয়া মানিব আপন দোষ।
রসিকশেখর গোরা মোর প্রতি তথাপি করিব রোষ॥
নরহরি তাঁহে মানাব আনিয়া দেখাব গলার হার।
ঈষৎ হাসিয়া কহেন এরূপ কভু না করিহ আর॥

১৫২ পদ। যথারাগ।

গৌরাঙ্গচাঁদের পানে নিরখিতে পড়িব বিষম ভোলে।
হইব অবশ খসিবে কুণ্ডল লোটাবে ধরণীতলে॥
তুরিত অঞ্চলে কাঁপিল তাহাতে হাতের চালনি হবে।
ঝনঝনকর কঙ্কণশবদ শুনি সে আনন্দ পাবে॥
তেরছ নয়ানকোণেতে জানাব গৌরাঙ্গ ভুবনলোভা।
বারেক বসন ঘুচাও নিরখি কিরূপ কেশের শোভা॥
ইহা বুঝি মুই ঈষৎ হাসিয়া ঘুঙটে ঢাকিব মুখ।
লজ্জিত দেখিয়া সখী প্রতি পুনঃ জানাবে পাইয়া সুখ॥
সখী সুচতুরা আমারে কহিবে দাঁড়াহ বিমুখ হৈয়া।
নহিলে অধিক অথির হইবা গৌরাঙ্গ পানেতে চাঞা॥
এতেক বচনে গোরাপানে কিছু করিয়া দাঁড়াব ভুলি।
নিজকরে সখী শীঘ্র মোর শিরে বসন দিবেক ফেলি॥
সে সময়ে গোরা রসের আবেশে অধিক অবশ হৈয়া।
কিছু না থাকিবে স্মৃতি অনিমিখ-নয়নে রহিব চাঞা॥
মু অতি সঙ্কোচে তরাতরি মাথে বসন দিব যে তুলি।
বাহিরে কোরধ করিয়া সইয়েতে ভর্ৎসিব নিলজী বলি।
সখীর সমীপ হইতে কিঞ্চিৎ দূরেতে দাঁড়াব গিয়া।
নিজ দোষ মানি টানিয়া রাখিবে মাথার শপথ দিয়া॥
আমার এ রঙ্গ হেরি পুনঃ রঙ্গে ভাসিবে গৌরাঙ্গ রঙ্গী।
মনের মানসে হাসিবেক নরহরি বন্ধুয়ার সঙ্গী॥

১৫৩ পদ। যথারাগ।

গৌরাঙ্গচাঁদেরে নিরখি সখীরে ঠারিয়া তেরছ আঁখে।
মধুর মধুর হাসিয়া মধুর কাহিনী কহিব সুখে॥
রসভরে শির চালন করিতে আউলাবে চুলের খোপা।
মধুর মধুর দুলিবে নাসার বেশর কাণের চাঁপা॥
পীঠের উপর ঝাঁপার দোলনি তাহা না দেখিতে পাবে।
নয়নের কোণে ঠারিয়া নাগর ঈষৎ হাসিতে কবে॥
কোন ছলে বাম করেতে বসন তুলিয়া দেখাব তায়।
অমনি অবশ হবে নরহরি-পরাণ রসিকরায়॥

১৫৪ পদ। যথারাগ।

আইয়ের অঙ্গনে যতনে দাঁড়াব ধরিয়া সইয়ের করে।
গোরা গুণমণি মো পানে চাহিয়া কহিবে আঁখের ঠারে।

মুখের বসন বারেক ঘুচাঞা ঘুচাহ মনের দুখ।
এ কথা বুঝিয়া লজ্জিত হইয়া অমনি ফিরাব মুখ॥
সখী মোর অতি চতুরা বুঝিয়া পসারি আপন কর।
ইঁকি ইকি বলি মুখের বসন ঘুচাবে দেখাঞা ডর॥
ইহা দেখি মুখ বসনে ঝাপিয়া হাসিবে রসিকরায়।
দাস নরহরি সে হাসি দেখিয়া হবে পুলকিত কায়॥

১৫৫ পদ। যথারাগ।

সইয়ের সমীপে দাঁড়াব নাগর না চাবে আমার পানে।
হাসিয়া হাসিয়া সুখে ঠারাঠারি করিবে সইয়ের সনে॥
কিছু না বুঝিতে পারিয়া পুছিব ধরিয়া সইয়ের করে।
কি দোষ আমার দেখিয়া তোমরা হাসহ পরস্পরে॥
এতেক শুনিয়া কহিবেন সখী আছয়ে তোমার দোষ।
মুখানি দেখিতে চাহয়ে নাগর তাহাতে করহ রোষ॥
ইহা শুনি কব সঙ্কেত করিয়া হাসিব অমিয়পারা।
নরহরি থির করিতে নারিবে অধীর হইবে গোরা॥

১৫৬ পদ। যথারাগ।

গৌরাঙ্গচাঁদের হাসিমাখা মুখ দেখিয়া রসের ভরে।
গলায় বসন দিয়া কর জোড়ি কহিব আঁখির ঠারে॥
ভাল ভাল ওহে রসিকশেখর কি লাগি কপট কর।
না জানিয়ে ইহা কোথায় শিখিলা এত বা ভাঁড়াতে পার॥
আর কিবা হবে বারেক আসিয়া দেখাটি না দেহ পথে।
বিধাতা করিলে নারী তেঁই দুখ নহিলে রহিতু সাথে॥
এতেক শুনিয়া নরহরি-প্রাণবন্ধুয়া লজ্জিত হবে।
অবশ্য যাইব বলিয়া নয়ন-কোণেতে শপথ খাবে॥

১৫৭ পদ। যথারাগ।

সখীর সমাজে রহিয়া বারেক চাহিয়া ও মুখপানে।
বিরস বদন হইয়া নাগরে কহিব নয়ানকোণে॥
ভাল ভাল ওহে পীরিতি মরম কখন না জান তুমি।
এ পাড়া সে পাড়া বেড়াইতে পার কেবল বঞ্চিত আমি॥
তুমি ত রসিকশেখর সতত আনন্দে থাকহ ভোর।
মুই অভাগিনী তোমার লাগিয়া কিবা না হৈয়াছে মোর॥
গুরুজন প্রাণ অধিক বাসিত তারা বিষ সম বাসে।
যারে দেখি হাসি করিতু এখন সে মোরে দেখিয়া হাসে॥

ইহাতেও যদি আপন জানিয়া প্রসন্ন থাকিতা তুমি।
তবে এ সকল কলঙ্ক তৃণের অধিক গণিতু আমি॥
একে এদিবস রজনী দারুণ জ্বালা না শরীরে সয়।
আর তাহে তুমি নিদয় ইহাতে কিরূপে পরাণ রয়॥
তাহে মোর মন সন্দেহ ঘুচাও কি লাগি হয়াছে রোষ।
এরূপ তোমার স্বভাব অথবা পাঞাছ কোন বা দোষ॥
এতেক বুঝিয়া রসাবেশ হৈয়া চাহিয়া আমার পানে।
অলখিত করযুগল জুড়িয়া কহিবে নয়নকোণে॥
মরুক আমার স্বভাব সকল দোষেতে দূষিত আমি।
অনুখন মনে জানিয়ে কেবল পরাণ অধিক তুমি॥
ইহা বুঝি মুই মুচকি হাসিয়া ঠারিব সইয়ের প্রতি।
নরহরি পিয়া হিয়া থির হবে দেখিয়া হরষ অতি॥

১৫৮ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো প্রাণসম তুমি কহিয়ে তোমার কাণে।
তুমি যে বিচার করিয়াছ তাহা হৈয়াছে আমার মনে॥
কেমন কেমন লাগে আজু যেন দেখহ চতুর তুমি।
রসের আবেশে অবশ এমন কভু না দেখিয়ে আমি॥
যদি কোন দিন দেখিয়ে তথাপি কিছু না লখিতে পারি।
বল বল দেখি গৌরাঙ্গচাঁদের মন কে করিল চুরি॥
নরহরি-চাঁদ নাগর বটেন বুঝিতে পারিএ কাজে।
তবু দড় করি কার কাছে ইহা কহিতে নারিএ লাজে॥

১৫৯ পদ। যথারাগ।

কি বলিব ওগো অনুভবি ভাল নিশ্চয় করিলা তুমি।
গৌরাঙ্গ চাঁদের নাগরালি যত সকলি জানিএ আমি॥
তোমা সবা কাছে সে সব কাহিনী কহিতে সঙ্কোচ বাসি।
তাহে গৌরাঙ্গের চরিত হেরিয়া অন্তরে উপজে হাসি॥
ইহোঁ আপনাকে সতত বাসয়ে আমি সে চতুররাজ।
গুপত আমার অবতার আর গুপত সকল কাজ॥
গুপত চলন বোলন গুপত গুপত নটন ভঙ্গ।
গুপত নদীয়ানাগরীর সনে গুপত পীরিতি রঙ্গ॥
গুপত করিয়া নাগরালী ইহা কেহ না লখিতে পারে।
এইরূপ রহু মনে দিনকর কিরণ ঝাঁপয়ে করে॥
চতুর উপরে চতুর যে জন তাহে কি চাতুরি রয়।
ইহা না বুঝিয়া নরহরিপহুঁ কাহারে করয় ভয়॥

১৬০ পদ। যথারাগ।

গৌরাঙ্গচাঁদের এইরূপ সব ইথে না বাসিহ দুখ।
বেকত বিষয়ে বিষাদ ঘটয়ে গুপতে অধিক সুখ॥
পরাণ অধিক গুপত করয়ে পাইয়া অলপ ধনে।
যদি বল ইহা অসম্ভব তাতে দেখহ জগত-জনে॥
পীরিতি পরম রতন ইহারে গুপত করিলে কাজ।
বেকত হইলে রসিক জনার অন্তরে উপজে লাজ॥
নরহরি পহুঁ সুঘড়শেখর জানে কি এমন জনা।
গুপত-বিহার করে অবিরত জানায় সুঘড়পনা॥

১৬১ পদ। যথারাগ।

যে বল সে বল পীরিতি গুপত করিতে অধিক ভার।
পীরিতি গুপত না থাকে কখন বেকত স্বভাব তার॥
দিনকর সম করে আচরণ ইহা কি গুপত মানি।
গুপত গুপত তোমরা জানহ আমি ত বেকত জানি॥
নদীয়ানগরে রসিকশেখর শচীর দুলাল গোরা।
যত কুলবতী যুবতী সবার ধৈরজ-রতন-চোরা॥
জগতের মাঝে দেখিনু এমন নাগর কোথাও নাই।
নিশ্চয় জানিহ কেহ এড়াইতে না রহে ইহার ঠাঁই॥
যদি কোন ধনী ধৈরজ ধরিয়া ধরম রাখিতে চায়।
বিষম নয়ান কোণে নিরখিয়া মোহিত করয় তায়॥
নিশিদিন নবনাগরী সহিত অশেষ বিলাস করে।
নরহরিনাথ নাগরী-বল্লভ নাগরী লাগিয়া ঝুরে॥

১৬২ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো নিশ্চয় বলিএ অধিক অবোধ মোরা।
বুঝিতে নারিএ হেন নাগরালি নদ্যাতে করয়ে গোরা॥
বাহিরে যেরূপ দেখিএ ইহার পরম উদারপনা।
সেইরূপ মোরা জানিএ অন্তরে কি আছে না যায় জানা॥
ধন্য ধন্য যেন তোমরা পরম রসিকিনী সুরপুরে।
এ সব বিহার তোমা সবা বিনা আনে কি বুঝিতে পারে॥
যে হৌক সে হৌক এত দিনে যেন মনের আঁধার গেল।
নরহরিপহুঁ যুবতী অধীন জগতে প্রকট হৈল॥

১৬৩ পদ। যথারাগ।

গোরাচাঁদের নাগরালি যত।
কহয়ে সকলে কত কত মত॥
যেন বরিষয়ে অমিয়ার ধার।
না জানি কি সুখ অন্তরে সবার॥
আর এক নব যূথের রমণী।
আইলেন তথা শুনিয়া এ বাণী॥
নরহরি তার রীতি না জানয়ে।
এ সবার প্রতি সাহসে ভণয়ে॥

১৬৪ পদ। যথারাগ।

কি বলিব ওগো তোমাদের প্রতি মুই সে পড়িনু ধন্দে।
কি লাগিয়া এত নিন্দহ এমন সুজন নদ্যার চন্দে॥
পরম পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র কেবা না জানয়ে তায়।
তার নিরমল কুলের প্রদীপ জগতে যাহারা গায়॥
যে দিগ্বিজয়িজয়ী নদীয়ার পণ্ডিত অধীন যার।
সদা ধর্ম্মপথে রত বেদাদিক বিনা না জানয়ে আর॥
প্রকৃতি প্রসঙ্গ কভু না শুনয়ে শুনিতে বাসয়ে দুখ।
ভুলিয়া কখন না দেখয়ে পর রমণীগণের মুখ॥
যদি কভু সুরধুনীস্নানে নারী বসন ঠেকয়ে গায়।
তখনি উচিত করে পরাচিত তবু না সম্বিত পায়॥
তাহে সাধ করি মিছা অপবাদ দিলে অপরাধ হবে।
নরহরি সাখী শিখাই সবারে এ কথা কভু না কবে॥

১৬৫ পদ। যথারাগ।

হের আইস ওগো ও সব সহিতে কি লাগি করিছ দ্বন্দ্ব।
সুরপুরে মিছা প্রপঞ্চ ঘটিল ইথে না বাসহ ধন্দ॥
যত সদাচার সব গেল দূরে কেহ না কাহুক মানে।
এ বড় বিষম কিসে কিবা হয় তাহা না কিছুই জানে॥
দোষযুক্ত জনে দূষিতে নিষেধ এ কথা সকলে কয়।
দোষহীন জনে যে দূষে অবশ্য সে দোষী জগতে হয়॥
পরম সুজন শচীসুত ইহা বিদিত ভুবন মাঝে।
কারু পানে কভু চাহিবে থাকুক বদন না তোলে লাজে॥

কখন যে পরপ্রকৃতিগণের ছায়া না পরশে পায়।
না বুঝিয়ে কিছু অঙ্গ-পরশাদি কিরূপে সম্ভবে তায়॥
সুরধুনাঘাটে যুবতীর ঘটা জানি না যায়েন তথা।
সরোবরে গিয়া করয়ে সিনান দেখয়ে নিভৃত যথা॥
নহে নিজ ঘরে সারে ক্রীড়া হিয়া কাঁপয়ে কলঙ্ক ডরে।
মহাজিতেন্দ্রিয় প্রিয় সবাকার কেবা না প্রশংসা করে॥
হায় হায় হেন জনে হেন কথা কহয়ে কিরূপ করি।
অনুপম যার যশ রসায়ন রৈয়াছে জগত ভরি॥
তাহে হেন কথা কে যাবে প্রতীত ইহাতে বাসিএ লাজ।
সুজন জানে কি সুজন নিন্দয়ে কুজন জনের কাজ॥
তথাপ বলিএ সহবাসী জানি মানিবে বচন সার।
ভুলিয়া কখন নরহরিনাথে কেহ না নিন্দিহ আর॥

১৬৬ পদ। যথারাগ।

ভাল ভাল ওগো এ সব কথাতে ভয় না বাসিএ মোরা।
যেরূপ সুজন তুমি সেইরূপ সুজন তোমার গোরা॥
আহা মরি মরি কিছু না জানয়ে না দেখি এমন জনা।
অতি জিতেন্দ্রিয় মুনীন্দ্র সদৃশ বিদিত ধার্ম্মিকপনা॥
প্রকৃতিপ্রসঙ্গ না শুনে এ যশঃ প্রসিদ্ধ জগত মাঝে।
নিজ গৃহ ছাড়ি কারু বাড়ী কভু না যান কোনই কাজে॥
এইরূপ বহু গুণ অনুপম তুমি বা কহিবা কত।
বাহিরে প্রকট না করয়ে আর অন্তরে আছয়ে যত॥
তাহে বলি শুন সে গুণ জানিতে আনের শকতি নয়।
কেবল এ নব যুবতী-কটাক্ষ-ছটায়ে প্রকট হয়॥
তোমাদের আঁখি পাখী সম দেখি না দেখে রজনীচাঁদ।
আনে কি জানিবে নরহরিনাথ রমণীমোহনফাঁদ॥

১৬৭ পদ। যথারাগ।

হের আইস প্রাণ সজনি ইহাতে সুখ না উপজে মনে।
এ সব নিগূঢ় রসকথা বৃথা কহিছ উহার সনে॥
রসিকিনী বিনা বুঝিতে পারে কি রসিক জনের হিয়া।
তাহে এহ অতি সরলা কখন না চলে এ পথ দিয়া॥
যত তত তুমি বুঝাহ তাহাতে নাহিক উহার দায়।
নিরাকারে যার আরতি তারে কি আকার কখন ভায়॥
যদি অকপটে কখন করয়ে ভুলহ তোদের সঙ্গ।
তবে সে বুঝিতে পারিবে নদীয়াচাঁদের যেরূপ রঙ্গ॥
এ সকল কথা থাকুক এখন বারেক সুধাহ তারে।
অতি জিতেন্দ্রিয় হইয়া কেমন এরূপ বিলাস করে॥
যে জন কিছু না জানে যার নাহি কোনই সুখের লেশ।
সে কেনে নদীয়ানগরের মাঝে ধরে নাগরালি বেশ॥
ইহা কোনখানে না শুনি উদার জনের কি হেন কাজ।
অঙ্গের সৌরভে নারীভ্রমরীর ভাঙ্গয়ে ভরম লাজ॥
অতি ধীর যেহ তার কি এ ক্রিয়া কিরূপে মনেতে ভায়।
পুরুষবদন হেরি নারী মুখ ভরমে মুরছা যায়॥
এ বড় বিষম বহু লাজ যার তার কি এমন কাম।
সতের সমাজে নাচে অবিরত লইয়া নারীর নাম॥
প্রকৃতি-প্রসঙ্গ যে জন কখন না শুনে আপন কানে।
সে জন কেমন করিয়া সতত প্রকৃতি জপয়ে মনে॥
যেহ জগতের মাঝে অতিশয় অনন্যধার্ম্মিক বড়।
সে নিজ ভবনে কি কারণে এত যুবতী করয়ে জড়॥
নরহরিপহুঁ এই রীতি ইথে বলহ উত্তর দিতে।
হেন জনে হেন প্রত্যয় কিরূপে হৈয়াছে উদার চিতে॥

১৬৮ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো সকল বুঝিনু ইহার নাহিক দোষ।
বিচার করিতে তোমা সবা প্রতি হইছে আমার রোষ॥
যদি না বুঝিয়া কেহ কিছু কহে তাহে কি করিএ হাসি।
যেরূপে বুঝিতে পারয়ে সেরূপ বুঝালে সুবুদ্ধি বাসি॥
এহ সুচরিত আহা মরি হেন জনে না বুঝাইতে জান।
থাকহ নীরব হইয়া এখন আমি যে কহি তা শুন॥
হের আইস ওহে সুজন সুন্দরি মনে না বাসিহ দুখ।
তোমার বচন শুনি মোর মনে হৈয়াছে পরম সুখ॥
তুমি বল গোরা পরপ্রকৃতি না দেখে নয়ানকোণে।
এ সকল কথা কিরূপে প্রত্যয় হইবে আমার মনে॥
যেরূপ প্রশংসা কর তার যদি কিঞ্চিৎ দেখিতে পাই।
নিশ্চয় বলিয়া শপথ খাইয়া তথাপি প্রত্যয় যাই॥
নদীয়ানগরে নাগরালি যত নাহিক তাহার লেখা।
আনের কথাতে যে হোক সে হউক ইহা ত আমার দেখা

যদি বল এই অবতারে ইহা সম্ভব কিরূপে হয়।
আছয়ে তাহার কারণ প্রসিদ্ধ সকল লোকেতে কয়॥
যার যে স্বভাব থাকে তাহা কেহ কভু না ছাড়িতে পারে।
স্বভাবানুরূপ করে ক্রিয়া কারু নিষেধে কিছু না করে॥
যদি মনে কর এরূপ ইহার স্বভাব কোথাও না দেখি।
তাহাতে তোমারে নিবেদিএ শুন ইহাতে জগত সাখী॥
এই শচীসুত যশদানন্দন তাহা কি না জান তুমি।
বৃন্দাবনে যত নিগূঢ় বিলাস তাহা কি জানাব আমি॥
গোপিকার লাগি গোচারণ গিরিধারণ আদিক যত।
গোপিকা সহিত যেথানে যে লীলা তাহা বা কহিব কত॥
তা সবার অতি অধিক তিলেক না দেখি কলপ বাসে।
কত ছল করি ফিরে অনুখন অঙ্গের পরশ-আশে॥
মানবতী কেহ মান করি কানু-পানে না ফিরিয়া চায়।
তার মান-অবসানের কারণে ধরেন সখীর পায়॥
কান্ধেতে করিয়া বহে আপনার পরম সৌভাগ্য মানি।
বেদস্তুতি হৈতে পরম আনন্দ শুনিয়া ভর্ৎসন বাণী॥
যুবতী লাগিয়া জগতে বিষম কলঙ্ক না গণে যেহ।
বল বল দেখি এরূপ স্বভাব কিরূপে ছাড়িবে তেঁহ॥
ইহাতে নিশ্চয় জানিহ তোমরা বিচার করিয়া চিতে।
স্বভাবে করয়ে এ সকল ক্রিয়া বুঝিবা আপনা হৈতে॥
নরহরিপহুঁ রসিকশেখর উপমা নাহিক যার।
এ সব চরিত কেবা নাহি জানে ইথে কি সন্দেহ আর॥

১৬৯ পদ। যথারাগ।

ব্রজপুরে রসবিলাস বিশেষ
সে সকল কেবা কহিতে পারে।
গুপতে রাখিহ দিহ চিত যাহা
কহিয়া আপনা জানিয়া তোরে॥
এই সেই সেই এই সেই সব
প্রিয়পরিকর সঙ্গেতে লৈয়া।
বিহরয়ে সদা নদীয়ানগরে
নিজগুণগানে মগন হৈয়া॥
অপরূপ রূপমাধুরী-অমিয়া
পিয়াইয়া আগে আপন জনে।

উনমত মত মতি গতি করু
তাহে তারা কেহ কিছু না গণে॥
নব নব কুলবতী কুল কুল-
কলঙ্ক লাজে তিলাঞ্জলি দিয়া।
নরহরি সাখী সার কৈল সবে
সুখময় গোরা পরাণপিয়া॥

১৭০ পদ। যথারাগ।

গৌরাঙ্গচাঁদের সুচারু চরিত
শুনি শুনি ধনী পরমসুখী।
ধৈরজ ধরিতে নারে বারে বারে
প্রেমনীরে ভরে যুগল আঁখি॥
যুড়ি করে কর করিয়া প্রণাম
কহে পুনঃ মৃদু মধুর কথা।
নিজ জন জানি এত দিনে যেন
ঘুচাইলে সব হিয়ার ব্যথা॥
নিবেদিয়ে এই নদীয়ানগরে
বারেক বসতি কিরূপে পাব।
আর নব নব রঙ্গিণীগণের
সঙ্গিনী হইয়া কিরূপে রব॥
নরহরি প্রাণপিয়া হিয়া মাঝে
রাখিয়া ঘুচাব দারুণ বাধা।
কহ কহ ওগো উপায় কিরূপে
সফল হবে এ সকল সাধা॥

১৭১ পদ। যথারাগ।

সুরপুর মাঝে বসতি করিয়া
এত অহঙ্কার করিছ কেনে।
নদীয়ার নারীগণে পরিবাদ
দিতে ভয় কিছু না হয় মনে॥
হায় হায় হেন বিপরীত বাণী
শুনিয়া কি আমি সহিতে পারি।
না জানিয়ে তোমা সবার কি দোষ
করিলে এ সব নন্তার নারী॥

নিজ নিজ রীতিমত জান আনে
না জান আনের মরম কথা।
না বুঝনু কিছু কিসে কিবা হয়
তেই বলি দেহ ধরিলে বৃথা॥
যেরূপ কহ সে সম্ভব কেবল
ব্রজপুরে নব রমণীগণে।
নদীয়ার যত যুবতী অতি সু-
পতিব্রতা জানে জগত জনে॥
পরপতি মুখ না দেখে স্বপনে
না চলে কভু কুপথ দিয়া।
না জানে চাতুরি কপট শঠতা
সতত সবার সরল হিয়া॥
ধৈর্য্যবতী কার্য্যে বিচক্ষণা চারু
প্রবৃত্তি পরম ধরম পথে।
অতুলিত কুল-লাজ-ভয় কভু
ভুলি না বৈসয়ে কুজন সাথে॥
গুরুজন প্রাণসম বাসে সবে
শুভ রাশি গুণ গণিতে নারি।
মোর মনে এই এ সবারে সদা
আঁখি মাঝে রাখি যতন করি॥
তাহে কহি সহবাসী জানি বাণী
মানিবে নিশ্চয় না কহি আনে।
পরের কলঙ্ক গায় যেই সেই
কলঙ্কী এ নরহরি তা জানে॥

১৭২ পদ। যথারাগ।

ভাল ভাল ইহা শিখাতে হবে না
এ সকল কথা জানিএ আমি।
অবনীতে নৈদানারী পতিব্রতা
সুরপুর মাঝে কেবল তুমি॥
অনুখন পর কলঙ্ক গাইয়া
কলঙ্কিনী মোরা সকলে হব।
ইহা চিন্তা তুমি না করিহ তোমা
ইহার ভাগী না করিতে যাব॥
তাহে তুমি অতি চতুরা রমণী
একা সুরপুরে কিরূপে রবে।
অসতীর সহ বসতি করিলে
অনায়াসে তুমি অসতী হবে॥
তাই বলি এই নদীয়ানগরে
যাহ নিজ ধর্ম্ম লজ্জাদি লৈয়া।
নরহরি ইথে সুখী সদা সাব-
ধানে থাক সতী সংহতি হৈয়া॥

১৭৩ পদ। যথারাগ।

হের আইস ওগো পতিব্রতা সহ
কি লাগি কহিব এ সকল কথা।
সমানে সমানে সুখ উপজয়
অসমান মনে বাড়য়ে ব্যথা॥
সুরনারী হৈলে সবে কি সুঘড়
ইহা কখন না করিহ মনে।
ভাঁনুকর যৈছে না হেরে উলূক
এরূপ জানিহ অনেক জনে॥
নদীয়ার যত যুবতী নবীনা
প্রবীণা কে সম ভুবন মাঝে।
তা সবার অতি গুপত কাহিনী
বেকত করিতে নারিএ লাজে॥
এই দেখ দেখ আমাদের প্রাণ-
জীবন সুন্দর সুজন গোরা।
মুখ তুলি কথা না কহে কাহরে
অপরূপ রীতি পরম ভোরা॥
ধরম-পথেতে সদা সাবধান কি কব
এ সব কিছু না জানে।
হেন নরহরিনাথে ভুলাইল
ঠারাঠারি করি আঁখির কোণে॥

১৭৪ পদ। যথারাগ।

কি বলিব ওগো নদীয়ার নব-
যুবতীগণের যেরূপ রীতি।

অন্তরের কথা না করে বেকত
বাহিরেতে সদা উদার অতি॥
শাশুড়ী ননদ তা সবার পাশে
থাকয়ে সতত সুজন হৈয়া।
যে বিষয়ে সবে প্রশংসয়ে তাহা
করয়ে অনেক যতন পাইয়া॥
কত কত মতে সাধে নিজ কাজ
কেহ কোন দিন লখিতে নারে।
নদীয়ার চাঁদে অধীন করিতে
অধিক গুপত হইয়া ফিরে॥
আপনার আঁখে দেখিনু সে দিন
কত ভঙ্গী করি মোহিত কৈল।
কেবা নিবারিবে নারীগণে নর-
হরি গৌরাঙ্গের সঙ্গে না ছিল॥

১৭৫ পদ। যথারাগ।

নদীয়াতে কত কত এ কৌতুক
তাহে তাহা কত কহিবে তুমি।
যেরূপ এ যত যুবতী সতী সু-
পতিব্রতা তাহা জানিএ আমি॥
সে দিবস নিজ আঁখে নিরখিনু
রহিয়া নবীন কদম্ব তলে।
মুরারি গুপ্তের পাড়া পানে গোরা
একা চলি যায় বিকাল বেলে॥
সে সময় পতিব্রতাগণ আসে
বিষম শাশুড়ী ননদ সাথে।
তবু সে দাঁড়ায় ভঙ্গী করিছেলে
গোরাচাঁদে পাঞা নিকট পথে॥
ঠারি বারে বারে তারে ভুলাইয়া
আধ পটাঞ্চল না রাখি উরে।
নরহরিনাথ লাজে অধোমুখ
এক ভিত হইয়া রহয়ে দূরে॥

১৭৬ পদ। যথারাগ।

কি কহিব ওগো এ সকল কথা
কহিতে অধিক সঙ্কোচ বাসি।
যুবতীর ভয়ে কাঁপয়ে সতত
সুজন সুন্দর নৈদার শশী॥
না জানি সে দিন কিবা কাজে একা
চলিলা কুঞ্জর-গমনে গোরা।
কারু পানে নাহি নিরখে বারেক
অতিশয় মৃদু পরম ভোরা॥
সেই পথে পতিব্রতা নারীগণে
রহিয়া চাহয়ে গৌরাঙ্গ পানে।
অলখিত খরতর শর পুনঃ
হানয়ে চঞ্চল নয়ন কোণে॥
কেহ সুদাড়িম্ব ফল লৈয়া করে
কহে এ অপূর্ব্ব কাহারে দিব।
কেহ কহে নব হেমতনু যার
অযাচিত তেঁহ আপনি নিব॥
এইরূপ বাণী ভণে আনে আনে
তাহা শুনি থির কেবা বা রহে।
নরহরিপহুঁ ধৃতি ধরি লাজে
কাজ সারি শীঘ্র গেলেন গৃহে॥

১৭৭ পদ। যথারাগ।

কি বলিব ইহ সবারে নিরখি কহিল কত কি সহিতে পারি।
নদীয়ার নারীগণের যে রীত রহিয়াছে তাহা জগত ভরি॥
যা সবারে সদা শাশুড়ী ননদ পতি আদি সব পাড়য়ে গালি।
প্রতিদিন বুড়াশিবে পূজে কত আদরে কলঙ্ক হইবে বলি॥
অনুখন ঘরে রাখয়ে যতনে বাহির হইতে না দেয় পথে।
যদি সুরধুনী সিনাইতে চাহে তবে সে ননদী চলয়ে সাথে॥
পড়সিনী অনিবার নিবারয়ে কেহ না প্রত্যয় করয় কাজে।
আর কব কি সে গঞ্জনা শুনিয়া নরহরি নিতি মরয়ে লাজে॥

১৭৮ পদ। যথারাগ।

সুরপুরে কেবা না জানে নদীয়া-
নাগরীগণের যেরূপ রীতি।
তাহাতে এরূপ বৃথা ক্রোধ কেন
করিছ তোমরা ইহার প্রতি॥
কি বলিব ইহ যে কিছু কহিল
সে অতি গূঢ় তা কেহ না জানে।

ধৈরজ ধরিয়া থাকহ সকলে
আমি যে কহি তা শুন যতনে ॥
এইরূপ নিজগণে নিরখিয়া
ধরিয়া তুরিতে তাহার করে।
কত কত মতে প্রশংসা করিয়া
কহে মৃদু মৃদু রসের ভরে ॥
নদীয়ার যত যুবতী তাদের
ভঙ্গী কেবা কত কহিতে পারে।
কত দিন কত কৌতুক আপন
আঁখে দেখি তাহা না কহি কারে ॥
সে কথা থাকুক কেহ নিজ কর-
কঙ্কণ না দেখে দর্পণ দিয়া।
এই দেখ আই ভবনের মণি
প্রাতঃকালে আইল কি লাগি ধাঞা ॥
যদি বল শুভ দৈবজ্ঞবচনে
নিজ কাজে আইলা আইয়ের কাছে।
তবে কেন অনিমিখ আঁখে গোরা-
পানে ভ্রূ নাচাঞা চাহিয়া আছে ॥
আর ঘন ঘন কাঁপে তনু বাস
ভূষণ খসিছে চুলের খোপা।
পুলকের ঘটা ঘরম ছুইছে
সঘনে ঢুলিছে কাণের চাঁপা ॥
এ কাজ কে করে বল বল ইহা
কারু বা প্রত্যয় না হবে কেনে।
নরহরিপহুঁ পতি সবাকার
ইথে না সন্দেহ করিহ মনে ॥

১৭৯ পদ। যথারাগ।

শুন শুন এই কালিকার কথা কহিএ তোমারে নিলজী হৈয়া।
অনেক যুবতী অতিশয় সুখে করয়ে যুকতি যতন পাঞা ॥
কেহ কহে ওগো না কর বিলম্ব কলসি লইয়া জলকে চল।
নদীয়ার শশী সুরধুনীঘাটে আসিবে আসিতে সময় হৈল ॥
কেহ কহে কেন এরূপে যাইব বেশ বিরচহ বিবিধ ভাতি।
যার ছটালেশে সে নব-কিশোর যেন তিলআধ না ধরে ধৃতি
কেহ কহে কেশ-বেণী বনাইয়া বিবিধ কুসুম সাজাও শিরে।
যার সুগন্ধিতে যেন জিতেন্দ্রিয় বারেক নাসা না ফিরাতে পারে
কেহ কহে মুখ মাজহ কুঙ্কুমে কাজরে উজোর করহ আঁখি।
যেন গৌরাঙ্গের নয়ন ভুলায়ে সুললিত নব-ভঙ্গিমা দেখি ॥
কেহ কহে নানা মণিময়-মালা গলে পর চারু ফাঁদের পারা।
যেন অনায়াসে বন্দী হয় ইথে নদীয়ার শশী সুন্দর গোরা ॥
কেহ কহে মণি নূপুর-কিঙ্কিণী মুখরিত দেখি পরহ আনি।
যেন নরহরিনাথ-শ্রুতিযুগ মুগধে মধুর শবদ শুনি ॥

১৮০ পদ। যথারাগ।

নানা কথা কহি আনে আনে সবে সাজিলেন সাজ উলস হৈয়া
প্রতি জনে জনে দরপণে মুখ নিরখয়ে ত্বরা তাম্বুল খাঞা ॥
বিচিত্র বসন পরি সবে অতি চঞ্চল কলসি লইয়া কাঁখে।
এ ঘর সে ঘর হইতে বাহির হইল কত না মনের সুখে ॥
হাসিয়া হাসিয়া সমবয়ঃ সব বসিয়া সে পতিব্রতার ঘটা।
সুরধুনী-তীর আলো করি চলে কিবা অপরূপ রূপের ছটা ॥
রসের আবেশে কর ধরাধরি ঈষৎ ঈষৎ ভঙ্গীতে চাঞা।
কত ছলে রস-কাহিনী কহয়ে পথমাঝে গৌর দরশ পাঞা ॥
তাহে গৌরবর্র পরম পণ্ডিত নতশিরে রহে ধৈরজ ধরি।
অতি বিপরীত ক্রিয়া অনুমানি বারেক চাহিল তা পানে ফিরি
সে সময় সব সঘন কটাক্ষ-বাণ বরিষয়ে নয়ান-কোণে।
অমনি লজ্জিত গুণমণি পুনঃ কলঙ্কের ভয় ভাবয়ে মনে ॥
নাগরী সকলে গৌরাঙ্গ-মুরতি হিয়ায় রাখিয়া প্রেমে পূজিল
নরহরি কহে নদীয়া-নগরে নাগরী-নাগর-মিলন হৈল ॥

চতুর্থ তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

(অভিষেক ও অধিবাস)

১ পদ। ভৈরবী।

আজু শচীনন্দন-নব-অভিষেক।
আনন্দকন্দ নয়ন ভরি দেখ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত মিলি রঙ্গে।
গাওত উনমত ভকতহি সঙ্গে॥
হেরইতে নিরুপম কাঞ্চনদেহা।
বরিখয়ে সবহুঁ নয়নে ঘন মেহা॥
পুনঃ পুনঃ নিরখিতে গোরামুখ ইন্দু।
উছলল প্রেম-সুধারসসিন্ধু॥
জগ ভরি পূরল প্রেমতরঙ্গে।
বঞ্চিত গোবিন্দদাস পরসঙ্গে॥

২ পদ। ভৈরবী।

শ্রীবাস পণ্ডিত বিগ্রহ গেহে।
রত্নসিংহাসনে শ্রীগৌর শোহে॥
বপু সঞে জ্যোতি নিকসয়ে কত।
জনু উদয় ভেল ভানু শত শত॥
তা হেরিয়া সীতাপতি নিতাই।
করু অভিষেক আনন্দে অবগাই॥
কলসি ভরি সুরধুনী-বারি।
আনি বসাওল করি সারি সারি॥
ঝারি ভরি অদ্বৈত মন আনন্দে।
স্নান করাওল শ্রীগৌরচন্দে॥
গোবিন্দদাস অতি মতি মন্দ।
না হেরল সো অভিষেক আনন্দ॥

৩ পদ। ভৈরবী।

অদ্বৈত আচার্য্য গৌরাঙ্গশিরে।
ঢারত জাহ্নবীবারি ধীরে ধীরে॥
স্নান সমাপন যব তছু ভেল।
নিতাই হেম-অঙ্গ মুছাওল॥
পট্ট-বসন লেই শ্রীবাস পণ্ডিত।
গৌরকলেবরে করল বেষ্টিত॥
চুয়া চন্দন তব আনি গদাই।
গোরা অঙ্গে লেপে সুখে অবগাই॥
গৌরীদাস শিরে ধরল ছত্র।
নরহরি ব্যজনে ব্যজয়ে গাত্র॥
অদভুত আনন্দ শ্রীবাস গেহে।
গোবিন্দদাস বঞ্চিত ভেল তাহে॥

৪ পদ। ধানশী।

সুরধুনী-বারি ঝারি ভরি ডারত পুন ভরি পুন ভরি ডারি।
কো জানে কাহে লাগি আধ সিঞ্চই লীলা বুঝনই না পারি॥
হেরই মঝু মনে লাগি রহু সীতাপতি অদ্বৈত পহুঁ।
নব নব তুলসী মঞ্জুল মঞ্জরী, তাহে দেই হাসি হাসি॥
কবহু গৌরাসিত, শ্যামের লোহিত, কো জানে কতহুঁ
মুরতি পরকাশি॥

ডাহিনে রহুঁ পুরুষোত্তম পণ্ডিত বামদেব রহু বাম।
অপরূপ চরিত হেরি সব চকিত গোবিন্দদাস গুণগান॥

৫ পদ। সুহই।

আনন্দে ভকতগণ দেই জয় রব।
শ্রীবাস পণ্ডিত ঘরে মহামহোৎসব॥
পঞ্চগব্য[১] পঞ্চামৃত[২] শত ঘট জলে।
গৌরাঙ্গের অভিষেক করে কুতূহলে॥

১। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, গোমূত্র। ২। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি।

রতন বেদীর পর বসি গোরাচাঁদ।
অপরূপ রূপ সে রমণীমনফাঁদ॥
শান্তিপুরনাথ আর নিত্যানন্দ রায়।
হেরিয়া গৌরাঙ্গমুখ প্রেমে ভাসি যায়॥
মুকুন্দ মুরারি আদি সুমধুর গায়।
হরি বলি হরিদাস নাচিয়া বেড়ায়॥
কহে কৃষ্ণদাস গোরাচাঁদের অভিষেক।
নদীয়ার নরনারী দেখে পরতেক॥

৬ পদ। ভূপালী।

শঙ্খ দুন্দুভি বাজয়ে সুস্বরে।
গোরাচাঁদের অভিষেক করে সহচরে॥
গন্ধ চন্দন শিলাধূপ দীপ জ্বালি।
নগরের নারীগণ আনে অর্ঘ্যথালি॥
নদীয়ার লোক যত দেখে আনন্দিত।
ঘন জয় জয় দিয়া সবে গায় গীত॥
গোরাচাঁদের মুখ সবে করে নিরিখনে।
গোরা অভিষেকরস বাসুঘোষ ভণে॥

৭ পদ। বরাড়ী।

তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম কস্তুরি।
গোরা-অঙ্গে লেপন করে নব নব নারী॥
সুবাসিত জল আনি কলসি পূরিয়া।
সুগন্ধি চন্দন আনি তাহে মিশাইয়া॥
জয় জয় ধ্বনি দিয়া ঢালে গোরাগায়।
শ্রীঅঙ্গ মুছাঞা কেহ বসন পরায়॥
সিনান মণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়।
মনের হরিষে বাসুদেব ঘোষ গায়॥

৮ পদ। বরাড়ী—দশকুশি।

বসিলা গৌরাঙ্গচাঁদ রত্নসিংহাসনে।
শ্রীবাস পণ্ডিত অঙ্গে লেপয়ে চন্দনে॥
গদাধর দিল গলে মালতীর মালা।
রূপের ছটায় দশদিক্ হৈল আলা॥
বহু উপহার যত মিষ্টান্ন পকান্ন।
নিত্যানন্দ সহ বসি করিলা ভোজন॥
তাম্বূল ভক্ষণ করি বসিলা আসনে।
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে॥
পঞ্চদীপ জ্বালি তেঁহ আরতি করিলা।
নীরাজন করি শিরে ধান্য দূর্ব্বা দিলা॥
ভক্তগণ করি সবে পুষ্প বরিষণ।
অদ্বৈত আচার্য্য দেই তুলসী চন্দন॥
দেখিতে আইসে দেবনরে একসঙ্গে।
নিত্যানন্দ ডাহিনে বসিয়া দেখে রঙ্গে॥
গোরা-অভিষেক এই অপরূপ লীলা।
গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা॥

৯ পদ। মঙ্গল।

স্নান করি শ্রীগৌরাঙ্গ বসিলেন দিব্যাসনে
ডাইনে বামে নিতাই গদাই।
অদ্বৈত সম্মুখে বসি মিষ্টান্ন পায়স করে
শ্রীবাস যোগায় ধাই ধাই॥
আহা মরি মরি কিবা অভিষেকানন্দ।
নিতাই গদাই সহ ভোজনে বসিলা গোরা
আনন্দে নেহারে ভক্তবৃন্দ॥ ধ্রু॥
ভোজন সমাপি গোরা করিলেন আচমন
অদ্বৈত তাম্বূল দিল মুখে।
নরহরি পাশে থাকি তিনরূপ নিরখিছে
চামর ঢুলায় অঙ্গে সুখে॥
সচন্দন তুলসী পত্র গোরার চরণে দিয়া
আচার্য্য 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলে।
কহে এ গোবিন্দ ঘোষ হরিধ্বনি ঘন ঘন
করিতে লাগিল কুতূহলে॥

১০ পদ। ধানশী।

জয় জয় ধ্বনি উঠে নদীয়ানগরে।
গোরা-অভিষেক আজি পণ্ডিতের ঘরে॥
"এনেছি, এনেছি" বলে অদ্বৈত গোসাঞী।
মহা হুহুঙ্কার ছাড়ে বাহ্যজ্ঞান নাই॥

বাহু তুলি নাচে "নাড়া" তাথিয়া তাথিয়া।
পাছে পাছে হরিদাস ফিরেন নাচিয়া॥
শ্রীবাস শ্রীপতি আর শ্রীনিধি শ্রীরাম।
হর্ষভরে নৃত্য করে নয়নাভিরাম॥
জয় রে গৌরাঙ্গ জয় অদ্বৈত নিতাই।
বলি ভক্তগণ আসে করি ধাওয়াধাই॥
কেহ প্রেমে নাচে গায় কেহ প্রেমে হাসে।
গোরা-অভিষেক-লীলা গায় বাসুঘোষে॥

১১ পদ। ধানশী।

গোরা অভিষেক কথা অদ্ভুত কথন।
শুনিয়া পণ্ডিত ঘরে ধায় ভক্তগণ॥
ধাওয়াধাই করি আসি নাচি কুতূহলে।
দুবাহু তুলিয়া জয় গোরাচাঁদ বলে॥
চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে নাচে তারাগণ।
ব্রহ্মা নাচে বায়ু নাচে সহস্রলোচন॥
অরুণ বরুণ নাচে সব সুরগণ।
পাতালে বাসুকি নাচে নাচে নাগগণ॥
স্বর্গ নাচে মর্ত্ত্য নাচে নাচয়ে পাতাল।
পরম আনন্দে নাচে দশ দিক্‌পাল॥
আনন্দে ভকতগণ করে হুহুঙ্কার।
এ বাসু ঘোষের মনে আনন্দ অপার॥

১২ পদ। বরাড়ী।

দেখ দুই ভাই গৌর নিতাই বসিলা বেদীর উপরে।
গগন ত্যজিয়া নামিয়া আসিয়া যেন নিশা দিবাকরে॥
হেরি হরষিত ঠাকুর পণ্ডিত নিজগণ লইয়া সাথে।
জল সুবাসিত ঘট ভরি কত ঢালয়ে দুঁহার মাথে॥
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশি বেণু বীণা বাঁশী খোল করতাল বায়।
জয় জয় রোল হরি হরি বোল চৌদিগে ভকত গায়॥
সিনান করাঞা বসন পরাঞা বসাইলা সিংহাসনে।
ধূপ দীপ জ্বালি লৈয়া অর্ঘ্য-থালি পূজা কৈল দুই জনে॥
উপহারগণ করাঞা ভোজন তাম্বূল চন্দন শেষে।
ফুলহার দিয়া আরতি করিয়া প্রণমিল কৃষ্ণদাসে॥

১৩ পদ। সুহই।

অভিষেকে গোরাচাঁদের আনন্দ অপার।
কহয়ে ভকতগণে পূরব বিথার॥
পুলকে পূরল তনু আপাদ মস্তক।
সোনার কেশর জিনে কদম্বকোরক॥
ভাবে ভরল মন গদ গদ ভাষ।
অনেক যতনে বিধি পূরায়ল আশ॥
শচীর নন্দন গোরা জাতি প্রাণধন।
শুনি চাঁদ মুখের কথা জুড়াইল মন॥
গোরাচাঁদের লীলায় যার হইল বিশ্বাস।
দুঃখী কৃষ্ণদাস তার দাস অনুদাস॥

১৪ পদ। সুহই বা মায়ুর।

আজু অভিষেক সুখের অবধি
বৈসে সিংহাসনে গোরা গুণনিধি,
নিরুপম শোভা ভঙ্গিমাতে কেউ
ধৈরজ না ধরে ধরণীতলে।
চিকণ চাঁচর কেশ শিরে শোহে
লোটায়ে এ পীঠে ছটা মন মোহে,
হেমধরাধর-শিখরেতে যেন
যমুনা প্রবাহ বহয়ে ভালে॥
নিরমল অঙ্গ ঝলমল করে,
কত শত মনমথমদ হরে,
কেবা না বিভোল হয় হাসিমাখা
মুখশশী পানে বারেক চাঞা।
অভিষেকমন্ত্র পড়ি বারে বারে,
নিত্যানন্দাদ্বৈত উল্লাস অন্তরে,
শ্রীবাসাদি পহুঁ শিরে সুবাসিত
জল ঢালে করে কলসি লৈয়া॥
জগদীশ বাসুদেব নারায়ণ,
মুকুন্দ মাধব গানে বিচক্ষণ,
শ্রুতি জাতি স্বরভেদ নানা তানে,
গায় অভিষেক অমিঞা পারা।
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ খোল বায়,
ধা ধা ধিক ধিক ধেয়া না না তায়,

নাচে বক্রেশ্বর সুমধুর ছাঁদে,
কারু নেত্রে বহে আনন্দধারা ॥
সুরগণ গণ সহ অলক্ষিত,
অভিষেকসুখে হৈয়া বিমোহিত,
বরষে কুসুম থরে থরে করে
জয় জয় ধ্বনি পুলক অঙ্গে।
পতিব্রতা নারীগণ ঘন ঘন,
দেই জয়কার অতি রসায়ন,
মঙ্গল রীতি কি নব নব নর-
হরি হেরি হিয়া উথলে রঙ্গে ॥

১৫ পদ। ধানশী।

কি আনন্দ শ্রীবাসভবনে।
করয়ে প্রভুর অভিষেক প্রিয়গণে ॥
স্বর্ণসিংহাসনে বসাইয়া।
আনে সুবাসিত জল উলসিত হৈয়া ॥
অভিষেকমন্ত্র পাঠ করি।
প্রভুর মস্তকে জল ঢালে ঘট ভরি ॥
উলুলুলু দেই নারীগণ।
বাজে নানা বাদ্যধ্বনি ভেদয়ে গগন ॥
অভিষেক-গীত সবে গায়।
ভাসায়ে নিয়ত নেত্র আনন্দধারায় ॥
দেবগণ জয় জয় দিয়া।
নাচে কত সাধে অভিষেক নিরখিয়া ॥
অভিষেক-শোভা মনোহর।
ঝলমল করয়ে কোমল কলেবর ॥
নরহরি আপনা নিছয়ে।
সুধাময় বদনে মদন মুরছয়ে ॥

১৬ পদ। সুহই।

শ্রীশচী মায়েরে আগে করি যত
নদ্যানারী চলে কাতারে কাতারে।
শ্রীবাস পণ্ডিত গেহে উপনীত
গোরা-অভিষেক দেখিবার তরে ॥
গোরা-অভিষেক অপরূপ লীলা
কেহ হেন কভু না দেখে নয়নে।
সুরধুনীবারি ঘট ভরি গোরা-
শিরে ঢালে যত ভকতগণে ॥
গাত্র মুছাইয়া নেতের অঞ্চলে
শুষ্ক পট্টবাস পরিতে দিল।
ললাটে চন্দন গোরোচনা চুয়া
শচী মাতা মনসাধে পরাইল ॥
হুলুলুলু ধ্বনি দেয় নারীগণে
গৌরাঙ্গের জয় হয় চারি ভিতে।
খোল করতাল বাজে রামশিঙ্গা
নরহরি হেরে হরষচিতে ॥

১৭ পদ। ধানশী।

গোরা-অভিষেকে ভক্ত একে একে
মিলিত হইল আনন্দে মাতি।
শ্রীবাস পণ্ডিত হৈয়া হরষিত
তিন ভ্রাতা সহ নাচে কত ভাতি ॥
মুকুন্দ বাজায় বাসু ঘোষ গায়
নরহরি করে ধরয়ে তাল।
করি উতরোল উঠে হরি বোল
বাজে মরদল বাজে করতাল ॥
কেহ কেহ নাচে কেহ পাছে পাছে
নানা ভঙ্গী করি হয় অগ্রসর।
অদ্বৈত ঠাকুর হরষ প্রচুর
পূজে গোরাপদ প্রেমে গর গর ॥
তুলসী চন্দনে গোরার চরণে
পূজিয়া আচার্য্য সুখেতে ভাসে।
সে-সুখসায়রে উল্লাস-অন্তরে
ভাসিয়া ভণয়ে রামকান্ত দাসে ॥

১৮ পদ। মঙ্গল।

গৌর সুন্দর পরম মনোহর
শ্রীবাস পণ্ডিত গেহ।
শোণ চম্পক কনক দরপণ
নিন্দি সুন্দর দেহ ॥

বসিয়া গোরা পহুঁ হাসিয়া লহু লহু
কহয়ে পণ্ডিত ঠাম।
তোহারি প্রেমরসে এ মোর পরকাশে
নদীয়া দেখহুঁ হাম॥
শুনিয়া পণ্ডিত অতি হরষিত
চরণ তলে গড়ি যায়।
করয়ে স্তুতি নতি প্রেমজলে ভাসি
পুলকে পূরল গায়॥
উঠিল জয়ধ্বনি মঙ্গল রব শুনি
নদীয়া-নরনারী ধায়।
মুকুন্দ গদাধর পণ্ডিত দামোদর
মুরারি হরিদাস গায়॥
ভাগবতগণে ...... তৈখনে
পহুঁ করে অভিষেক।
ঘট ভরি বারি রাখি সারি সারি
গন্ধ আদি পরতেক॥ধ্রু॥
পণ্ডিত শ্রীবাস পরম উল্লাস
ঢালে পহুঁক শিরে বারি।
চৌদিকে হরি বোল বড়ই উতরোল
মঙ্গলরব সব নারী॥
নিতাই অদ্বৈত অতিহুঁ হরষিত
হেরই ডাহিন বাম।
সিনান সমাপন পরম পরায়ণ
পূরল সব মনকাম॥
কতিহুঁ উপচারি পূজিল হরগৌরী
ভোজন আসন বাস।
দণ্ডবত নতি করল বহুত স্তুতি
কহ গোবর্দ্ধন দাস॥

১৯ পদ। ধানশী।

অগুরু চন্দন লেপিয়া গোরাগায়।
প্রিয় পারিষদগণ চামর ঢুলায়॥
আনি সলিল কেহ ধরি নিজকরে।
মনের মানসে ঢালে গৌরাঙ্গ উপরে॥
চাঁদ জিনিয়া মুখ অধিক করি মাজে।
মালতী ফুলের মালা গোরা-অঙ্গে সাজে॥
অরুণ বসন সাজে নানা আভরণে।
বাসুদেব ওই রূপ করে নিরিখনে॥

২০ পদ। ধানশী।

আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র সঙ্গে।
প্রেমে ভাসি হাসি হাসি রোম হর্ষে অঙ্গে॥
সীতানাথ লেই সাথ পণ্ডিত শ্রীবাস।
গদাধর দামোদর হরিদাস পাশ॥
হরিবোল উতরোল কীর্ত্তনের সাথ।
গৌরশিরে ঢালে নীরে শান্তিপুরনাথ॥
অভিষেকে সবে দেখে পরতেকে পহুঁ।
নৃত্যগীত আনন্দিত প্রেমহাস লহু॥
ঘট ভরি ঢালে বারি গৌরচন্দ্রমাথ।
শুদ্ধ স্বর্ণ গৌরবর্ণ ভাবপূর্ণ গাত॥
সুবিস্তার কেশভার চামরের ছাঁদ।
মুখচন্দ ভয়ে অন্ধকার যেন কাঁদ॥
অঙ্গ মুছি বস্ত্র কুচি পরাল রামাই।
সিংহাসনে দিব্যাসনে বসিলেন যাই॥
অদ্বৈতচন্দ প্রেমকন্দ পূজা কৈলা যত।
করি নিতান্ত রামকান্ত তাহা বা কৈবে কত॥

২১ পদ। গৌরী।

জয় জয় আরতি গৌরকিশোর।
লসত সিংহাসনে জনু কনকাচল
ডগমগ জগত-যুবতী-চিতচোর॥ধ্রু॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রেমভরে গরগর আরতি
করু নিজ নাথে নেহারি।
মণিগণ জড়িত সুকনক-থারিপর
দমকত দীপ দুরিত-তমোহারী॥
দক্ষিণভাগে ভাতি রীত অদ্ভুত
নিত্যানন্দ রসভোর।
বামে গদাধর সরস ভঙ্গী তহি
কউ ধরত নব ছত্র উজোর॥

শ্রীনিবাস বর যত কুসুমাঞ্জলি
চামর করু নরহরি অনিবার।
শুক্লাম্বর বর চরচত চন্দন
গুপ্ত মুরারি করত জয়কার॥
মাধব বাসু ঘোষ পুরুষোত্তমবিজয়
মুকুন্দ আদি গুণী ভূপ।
গায়ত মধুর রাগশ্রুতি মূরছনা
গ্রাম[১] সপ্তসর[২] ভেদ অনুপ॥
বাজত মুরজ মৃদঙ্গ চঙ্গড়ক
বীণ নিশান বেণু চলু ওর।
ঘন ঘন ঘণ্টা ঝমকত ঝাঁঝরি
ঝন্‌ নন ঝাঁঝ গরজে ঘন ঘোর॥
নাচত পরম হরষ বক্রেশ্বর
সরস ভাতি গতি নটক সুঠার।
উঘটত ধিকট ধিকট ধিধি কট তক
থৈ থৈ থৈতি বিবিধ পরকার॥
বিবশ পূরব রসে রসিক গদাধর
শ্রীধর গৌরীদাস হরিদাস।
কো বিরচব সব ভকত মত্ত অতি
নিরখি গৌরমুখ মধুরিম হাস॥
সুরগণ গগনে মগন গণ সহ
সুরপতি কত যতনে করত পরিহার।
পার্ব্বতী-পতি চতুরাতন পুলকিত
ঝর ঝর নয়নে ঝরত জলধার॥
ত্রিভুবনে উলস শেষ যশ বরণত
স্তুতি করু মুনি নব নাম উচারি।
নরহরি পহুঁ ব্রজভূষণ রসময়
নদীয়াপুর-পরমানন্দকারী॥

২২ পদ। গৌরী-একতালা।

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
উঠে সংকীর্ত্তনানন্দ মধুর ধ্বনি॥ধ্রু॥
বিবিধ কুসুম ফুলে গলে বনমালা।
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজালা॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥
ব্রহ্মা আদি দেব যারে করজোড় করে।
সহস্র বদনে ফণী শিরে[৩] ছত্র ধরে॥
শিব শুক নারদ ব্যাস বিসারে।
নাহি পরাপর জ্ঞান ভাবভরে॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে।
গদাধর নরহরি চামর ঢুলাওয়ে॥
বল্লভ করে গোরার শ্রীচরণ আশ।
জগ ভরি রহল মহিমা প্রকাশ॥

২৩ পদ। যথারাগ।

পূর্ণ-সুখময়-ধাম অম্বিকা নগর নাম
যাতে গৌর নিতাইয়ের বিলাস।
ব্রজে প্রিয়নর্ম্মসখা সুবল বলিয়া লেখা
গৌরীদাসরূপে পরকাশ॥
একদিন রাত্রিশেষে দেখিলেন স্বপ্নাবেশে
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সনে।
কহে ওহে গৌরীদাস পূরিবে তোমার আশ
আমরা আসিব দুই জনে॥
নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
আমারে ছাড়িয়া ক্ষণে সোয়াথ না হয় মনে
দোঁহে রব তোমার মন্দিরে॥ধ্রু॥
স্বপ্নভঙ্গ-অনুরাগী উঠিয়া বসিলা জাগি
মনে হৈল আনন্দ রসময়।
অভিষেক যত কাজ তুরিতে করহ সাজ
স্বরূপ চরণে ধরি কয়॥

২৪ পদ। যথারাগ।

আনন্দে ঠাকুর গৌরীদাস।
ডাকিয়া আপন গণে কহিলেন জনে জনে
যে হয় চিত্তের পরকাশ॥ধ্রু॥

১। গ্রাম তিনটী—উদারা, মুদারা, তারা। ২। সপ্তস্বর—সা, ঋ, গ, ম, প, ধা, নি।

৩। মণি—পাঠান্তর।

আনহ মাঙ্গল্য দ্রব্য গন্ধ পুষ্প পঞ্চগব্য
ধূপ দীপ যত উপহার।
আম্রশাখা ঘটে বারি কলারোপণ সারি সারি
আর যত বস্ত্র অলঙ্কার॥
শত ঘটপূর্ণ জল থড়া গুয়া নারিকেল
মধ্যে পাতি দিব্য সিংহাসন।
ভক্তবৃন্দ যত জন আর কীর্ত্তনিয়াগণ
আনহ করিয়া নিমন্ত্রণ॥
হেনকালে আচম্বিতে নিত্যানন্দ করি সাথে
কর ধরাধরি দুই ভাই।
সেই স্থানে উপনীত পণ্ডিত আনন্দচিত
স্বরূপ কহয়ে বলি যাই॥

২৫ পদ। যথারাগ।

গৌরীদাস-গৃহে আজি কি আনন্দরোল।
গৌরাঙ্গ নিতাই প্রেমে সবে উতরোল॥
সুরধুনী-বারি লেই কলসি কলসি।
ভক্তগণ দু-ভায়ের শিরে ঢালে হাসি॥
গন্ধ তৈল হরিদ্রা লেপিত দুহুঁ গায়।
স্নান সমাপিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে গা মুছায়॥
বসাইয়া দু-ভায়েরে রত্নসিংহাসনে।
নানা উপহারে ভোগ লাগায় যতনে॥
ভোজনান্তে হৈল দুহার তাম্বুল সেবন।
চামরে দুহারে ভক্ত করিছে ব্যজন॥
প্রসাদ পাইছে সবে করি ভাগাভাগি।
স্বরূপ আকুল তার এক কণ লাগি॥

২৬ পদ। ধানশী।

এক দিন পহুঁ হাসি অদ্বৈতমন্দিরে বসি
বলিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে
মহোৎসবের করিলা বিচার॥
শুনিয়া আনন্দে আসি সীতাঠাকুরাণী হাসি
কহিলেন মধুর বচন।
তা শুনি আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে
বোলে কিছু শচীর নন্দন॥
শুনি ঠাকুরাণী সীতা বৈষ্ণব আনিয়া এথা
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যে বা গায় যে বা যায় আমন্ত্রণ করি তায়
পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে॥
এত বলি গোরারায় আজ্ঞা দিল সবাকায়
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ।
খোল করতাল লৈয়া অগুরু চন্দন দিয়া
পূর্ণঘট করহ স্থাপন॥
আরোপণ কর কলা তাহে বাঁধি ফুলমালা
কীর্ত্তনমণ্ডলী কুতূহলে।
মালাচন্দন গুয়া ঘৃত মধু দধি দিয়া
খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে॥
শুনিয়া প্রভুর কথা প্রতীতে বিধি কৈল যথা
নানা উপহার গন্ধবাসে।
সবে হরি হরি বলে খোল মঙ্গল করে
পরমেশ্বরীদাস রসে ভাসে॥

২৭ পদ। ধানশী।

প্রভুর আদেশ পাঞা ভকত সকল।
সাত ভাগ হৈয়া গঠিল সাত দল॥
এক দলের অধিপতি হৈলা নিত্যানন্দ।
দ্বিতীয়ের মূলগায়ন হইলা মুকুন্দ॥
তৃতীয়ের কর্ত্তা হৈলা নিজে সীতাপতি।
গদাধর চতুর্থের হৈলা অধিপতি॥
পঞ্চমের বাসুঘোষ ষষ্ঠের মুরারি।
সপ্তম দলের নেতা হৈলা নরহরি॥
একত্রে বাজিয়া উঠে চৌদ্দ মাদল।
চৌদ্দ জোড়া করতালে মহাকোলাহল॥
আম্রসার সহ দধি পাত্রেতে রাখিয়া।
অঙ্গনে ভাঙ্গিলা হরিদ্রা মিশাইয়া॥
হরিদ্রা-মিশ্রিত দধি লইয়া সকলে।
প্রেমানন্দে দেয় ফোটা এ উহার ভালে॥

এইরূপে কীর্ত্তনমঙ্গল অধিবাস।
প্রেমানন্দে গায় পরমেশ্বরীদাস॥

২৮ পদ। মঙ্গল।

নানাদ্রব্য আয়োজন করি করে নিমন্ত্রণ
কৃপা করি কর আগমন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ মোর এই নিবেদন
দৃষ্টি করি কর সমাপন॥
করি এত নিবেদন আনিল মোহান্তগণ
কীর্ত্তনের করে অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের ফলে বৈষ্ণব আসিয়া মিলে
কালি হবে মহোৎসবিলাস॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান করিবেন আস্বাদন
পূরিবে সভার অভিলাষ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সকল ভকতবৃন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবনদাস॥

২৯ পদ। বরাড়ী।

আগে রম্ভা আরোপণ পূর্ণঘট স্থাপন
আম্রপল্লব সারি সারি।
দ্বিজ বেদধ্বনি পড়ে নারীগণ জয়কারে
আর সবে বলে হরি হরি॥
দধি ঘৃত মঙ্গল করি সবে উতরোল
করিয়া আনন্দ পরকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ দিয়া মালাচন্দন
কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস॥
সবার আনন্দমন বৈষ্ণবের আগমন
কালি হবে চৈতন্যকীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম শ্রীনিত্যানন্দ ধাম
গুণ গায় বৃন্দাবনদাস॥

৩০ পদ। কামোদ।

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাঙ্গ-আদেশ পাঞা ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা
করে খোল মঙ্গলের সাজ॥ধ্রু॥
আনিয়া বৈষ্ণব সব হরিবোল কলরব
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনে নিতাই ধন দেই মালাচন্দন
করি প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া বাজে তা তা থৈয়া থৈয়া
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান
নাচে গোরা কীর্ত্তনমঙ্গল॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরিবোল ঘনে ঘন
কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব।
আজি খোলমঙ্গলি রাখিবে আনন্দ করি
বংশী বলে দেহ জয় রব॥

৩১ পদ। সুহই।

অরুণ লোচনে[১] করুণ অবলোকনে
জগজন-তাপবিনাশ।
কত কল ধৌত ধৌত অম্বু[২] শোহন
মোহন অরুণিম বাস॥
দেখ দেখ অপরূপ গৌরকিশোর।
সহচর নখতর- বৃন্দ বিভূষিত
পহুঁ দ্বিজরাজ উজোর॥ধ্রু॥
শ্রীহরিদাস অদ্বৈত গদাধর নিত্যানন্দ মুকুন্দ।
শ্রীমদ্রূপ সনাতন নরহরি শ্রীরঘুনাথ গোবিন্দ॥
জয় জয় ভকত সঙ্গে শ্রীনন্দন[৩] উরে রঙ্গণ ফুলদাম।*
হেরইতে জগত বদন-বিধু-মাধুরী পূরই নিজ নিজ কাম॥
চন্দন তিলক ভালে সব ভকত তঁহি করয়ে কীর্ত্তন অধিবাস
গাওয়ে ঐছন, গুণলীলা অনুক্ষণ, সুখদ সম্পদ পরকাশ॥
শ্রীযুত চরণক করুণ কৃপারস, আদেশিত অভিলাষ।
বহু অপরাধ, ব্যাধিবর পামর, রচয়তি মাধবদাস॥

৩২ পদ। মঙ্গল।

মঙ্গল আরতি গৌরকিশোর।
মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহি জোর॥

১। লোচনক অরুণ। ২। কলেবর। ৩। শচীনন্দন।

মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে।
মঙ্গল গাওত প্রেমতরঙ্গে॥
মঙ্গল বাজত খোল করতাল।
মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল॥
মঙ্গল ধূপ দীপ লইয়া স্বরূপ।
মঙ্গল আরতি করে অনুরূপ॥
মঙ্গল গদাধর হেরি পঁহু হাস।
মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্ণদাস॥

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

—*—

(মহাপ্রভুর নৃত্য ও সংকীর্ত্তন।)

১ পদ। বিভাস।

মহাভুজ নাচত চৈতন্যরায়।
কে জানে কত কত ভাব শত শত
সোনার বরণ গোরারায়॥ধ্রু॥
প্রেমে ঢর ঢর অঙ্গ নিরমল
পুলক অঙ্কুরশোভা।
আর কি কহিব অশেষ অনুভব
হেরইতে জগমন লোভা॥
শুনিয়া নিজগুণ নাম কীর্ত্তন
বিভোর নটন বিভঙ্গ।
নদীয়াপুর-লোক পাশরিল দুঃখ সুখ
ভাসল প্রেমতরঙ্গ॥
রতন বিতরণ প্রেমরস বরিখণ
অখিল ভুবন সিঞ্চিত।
চৈতন্যদাস গানে অতুল প্রেমদানে
মুঞি সে হইলুঁ বঞ্চিত॥

২ পদ। বিভাস।

অবতার ভাল গৌরাঙ্গ অবতার কৈলা ভাল।
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল॥
চাঁদ নাচে সুরুজ নাচে আর নাচে তারা।
পাতালের বাসুকি নাচে বলি গোরা গোরা॥
নাচয়ে ভকতগণ হইয়া বিভোরা।
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ারা॥
জড় অন্ধ আতুর উদ্ধারে পতিত।
বাসু ঘোষ কহে মুই হইলুঁ বঞ্চিত॥

৩ পদ। ভাটিয়ারি।

ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে নদীয়ানগরে।
শুনিয়া ত্রিবিধ১ লোক না রহিল ঘরে॥
হেম-মণি-আভরণ শ্রীঅঙ্গেতে সাজে।
চন্দনে লেপিত অঙ্গ ভাণ্ডবিন্দু মাঝে॥
চাঁদে চন্দনে কিবা সুমেরু২ ভূষিত।
মালতীর মালে গলদেশ অলঙ্কৃত৩॥
আগে নাচে অদ্বৈত যার লাগি অবতার।
বাহিরে গৌরাঙ্গ নাচে আনন্দ সবার॥
নাচিতে নাচিতে গোরা যেনা দিগে যায়।
লাখে লাখে দীপ জ্বলে কেহ হরি গায়॥
কুলবধূ৪ সকল ছাড়িয়া হরি বলে।
প্রেমনদী বহে সবার নয়নের জলে॥
কুঞ্চিত কুন্তল বেড়িয়া নানা ফুলে।
সফুল করবীডাল মল্লিকার দলে॥
নাটুয়া ঠমকে কিবা পহুঁ মোর নাচে।
রামাই সুন্দরানন্দ মুকুন্দ গান পাছে॥
কি করিব তপ জপ কিবা বেদবিধি।
হরিনামে উদ্ধারিল চণ্ডাল অবধি॥
কুলবতী আদি করি ছাড়িল গৃহকাজ।
তপস্বী ছাড়িল তপ সন্ন্যাসী সন্ন্যাস॥
যব সেহ নাচে গায় লয় হরিনাম।
এ রসে বঞ্চিত ভেল দাস বলরাম॥

১। বিবিধ। ২। শ্রীঅঙ্গ। ৩। মালা কিবা সুমেরুবেষ্টিত।
৪। কুলবতী।

৪ পদ। বেলোয়ার।

নাচত গৌরবর রসিয়া।
প্রেম-পয়োধি অবধি নাহি পাওত
দিবস রজনী ফিরত ভাসি ভাসিয়া ॥ ধ্রু॥
সোঙরি বৃন্দাবন শ্বাস ছাড়ে ঘন ঘন
রাই রাই বোলে হাসি হাসিয়া।
নিজমন মরম ভরম নাহি রাখত
ত্রিভঙ্গ বাজাওত বাঁশিয়া ॥
মত্ত সিংহ সম ঘন ঘন গরজন
চঞ্চল পদনখ-শশিয়া।
কটিতটে অরুণ- বরণ বর অম্বর
খেনে খেনে উড়ত পড়ত খসি খসিয়া ॥
পুলকাঞ্চিত সব গৌরকলেবর
কাটত অখিল পাপ পুণ্য ফাঁসিয়া।
ধরণী উপরে খেলে লুঠত উঠত বৈঠত
দীন রামানন্দ ভয়নাশিয়া ॥

৫ পদ। বেলোয়ার।

নাচত নীকে[১] গৌরবর রতনা।
ভকতকলপতরু কলিমদমথনা ॥
গর গর ভাবে তনু পুলকিত সঘনা।
নিজগুণে নিগূঢ় প্রেমরসে মগনা ॥
ভাবে বিভোর লোর ঝরু নয়না।
নিরবধি হরি হরি বোলত বয়না ॥
গড়ি গড়ি ভূমে করত কত করুণা।
শ্রীপদকুসুম সুকোমল অরুণা ॥
অজ-ভব-আদি সতত করু ভাবনা।
করু কবিশেখর[২] সো পদ সেবনা ॥

৬ পদ। বেলোয়ার।

দেখ শচীনন্দন জগতজীবনধন
অনুক্ষণ প্রেমধন জগজনে যাচে।
ভাবে বিভোর বর গৌরতনু পুলকিত
সঘনে বলিয়া হরি গোরা পহুঁ নাচে ॥
সব অবতারসার গোরা অবতার।
হেম বরণ জিনি নিরুপম তনুখানি
অরুণ নয়ানে বহে প্রেমক ধার ॥ ধ্রু॥
বৃন্দাবন-গুণ শুনি লুঠত সে দ্বিজমণি
ভাবভরে গর গর পহুঁ মোর হাসে।
কাশীশ্বর অভিরাম পণ্ডিত পুরুষোত্তম
গুণ গান করতহি নরহরি দাসে ॥

৭ পদ। যথারাগ।

নাচত গৌর সুনাগরমণিয়া।
খঞ্জন গঞ্জন পদযুগ রঞ্জন
রণ-রণি মঞ্জির মঞ্জুল ধনিয়া ॥ ধ্রু॥
সহজই কাঞ্চন- কান্তি কলেবর
হেরইতে জগজন মনমোহনিয়া।
তহি কত কোটি মদন-মন মুরছল
অরুণ-কিরণ অম্বর বনিয়া ॥
ডগমগ দেহ থেহ নাহি বান্ধই
দুহুঁ দিঠি মেহ সঘনে বরিখনিয়া।
প্রেমক সায়রে ভুবন মজায়ই
লোচন-কোণে করুণ নিরখনিয়া ॥
ও রসে ভোর ওর নাহি পাওই
পতিত কোরে ধরি ভুবন বিয়াপি।
কহ বলরাম লম্ফ ঘন হুঙ্কৃতি
হেরি পাষণ্ড-হৃদয় অতি কাঁপি ॥

৮ পদ। কেদার।

মণ্ডলি রচিয়া সহচরে। তার মাঝে গোরা নটবরে ॥ ধ্রু॥
নাচে বিশ্বম্ভর, সঙ্গে গদাধর, নাচে নিত্যানন্দ রায়[১]।
পূরুব কৌতুক, ভুঞ্জে প্রেমসুখ, স্বভাবে বুঝিয়া পায়[২] ॥
ঘরে ঘরে শ্যাম, সুন্দর মুরতি, পিরীতি ভকতি দিয়া।
করে সংকীর্ত্তন, যাচে প্রেমধন, সব সহচর লৈয়া[৩] ॥
পুরুষ নাচে, প্রকৃতি ভাবে, পুরুষ ভাবে যুবতী।
যার যেই ভাব পাইয়া স্বভাব, নাচে কত শত জাতি ॥

১। ধীরি ধীরি—পাঠান্তর। ২। গ্রন্থান্তরে ইহা বৈষ্ণবদাসের পদ বলিয়া গৃহীত।

১। ভাইয়া। ২। সব সহচর লৈয়া। ৩। সভারে সদয় হৈয়া।

হে নয়নানন্দ, নদীয়া আনন্দ[১] আনন্দে ভুবন[২] ভোরা।
:খিত জীবন, মাধবনন্দন, চরণে শরণ মোরা॥

৯ পদ। পঠমঞ্জরী।

দুহুঁ দুহুঁ পিরীতি আরতি নাহি টুটে।
পরশে মরম কত কত সুখ উঠে॥
নাচয় গৌরাঙ্গ মোর গদাধর রসে।
গদাধর নাচে পুনঃ গৌরাঙ্গবিলাসে॥
প্রকৃতি পুরুষ কিবা জানকী শ্রীরাম।
রাধা কানু কেলি কিবা রতি দেব কাম॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনি।
উপমা মহিমা সীমা কি বলিতে জানি॥
মুখচাঁদ কি বর্ণিব নিতি জীয়ে মরে।
করপদে পদ্ম কিবা হিমে সব ঝরে॥
প্রেমকীর্ত্তনসুখ নদীয়ানগরে।
প্রেমের গৃহিণী সে পণ্ডিত গদাধরে॥
প্রেম-পরশ-মণি শচীর নন্দন।
উদ্ধারিল জগজন দিয়া প্রেমধন॥
কহয়ে নয়নানন্দ চন্দ্র বিহার।
শুনিতে হরয়ে মন ইথে কি বিচার॥

১০ পদ। ধানশী।

সজনি অপরূপ দেখসিয়া।
নাচয়ে গৌরাঙ্গচাঁদ হরিবোল বলিয়া॥
সুগন্ধি চন্দনসার করবীর মাল
গোরা অঙ্গে দোলে হিলোলিয়া।
পুরুষ পরোক্ষ ভাব পরতেক দেখ লাভ
সেই এই গোরা বিনোদিয়া॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে মধুর মুরলী চাহে
বাঁধে চূড়া চাঁচর চিকুরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে মালসাট মারে বুকে
ক্ষণে বোলে মুই সেই ঠাকুরে॥
জাহ্নবী যমুনা ভ্রম তীরে তরু বৃন্দাবন
নবদ্বীপে গোকুল মথুরা।
কহয়ে নয়নানন্দ সেই সখা সখীবৃন্দ
কালা তনু এবে হৈল গোরা॥

১১ পদ। শ্রীরাগ।

গোরাচাঁদ নাচে মোর গোরাচাঁদ নাচে।
ভাগবতগণ সব ধায় পাছে পাছে॥
কনকমুকুর জিনি গোরা-অঙ্গের ছটা।
ঝলমল করে মুখ চন্দনের ফোঁটা॥
বসু রামানন্দ শ্রীনিবাস আদি সাজে।
গদাধর নরহরি গোরাচাঁদ মাঝে॥
ভকতমণ্ডল মাঝে নাচে গোরা রায়।
নদীয়ার লোক সব দেখিবারে ধায়॥

১২ পদ। মল্লার।

নাচে গোরা, প্রেমে ভোরা, ঘন ঘন বোলে হরি।
খেনে বৃন্দাবন, করয়ে স্মরণ, খেনে খেনে প্রাণেশ্বরী॥ধ্রু॥
যাবক বরণ, কটির বসন, শোভা করে গোরা গায়।
কখন কখন যমুনা বলিয়া, সুরধুনীতীরে ধায়॥
তাতা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজই, ঝন ঝন করতাল।
নয়ান অম্বুজে, বহে সুরধুনী, গলে দোলে বনমাল॥
আনন্দকন্দ, গৌরচন্দ্র, অকিঞ্চনে বড় দয়া।
গোবিন্দ দাস[১] করত আশ, ও পদপঙ্কজছায়া॥

১৩ পদ। তুড়ী।

শুনি বৃন্দাবন গুণ রসে উনমত মন
দু বাহু তুলিয়া বোলে হরি।
ফিরি নাচে গোরা রায় কত ধারা বহি যায়[২]
আঁখিযুগ প্রেমের গাগরি॥
রসে পরিপাটি নট কীর্ত্তন সুলম্পট
কত রঙ্গী সঙ্গিগণ সঙ্গে।
নয়নের কটাক্ষে লখিমী লাখে লাখে
বিলসই বিলোল অপাঙ্গে॥

১। গাইয়া প্রেমানন্দ। ২। অখিল—পাঠান্তর।

১। গ্রন্থান্তরে—শ্রীকৃষ্ণদাস। ২। বয়ধায়।

পুরুষ প্রকৃতি পর মনমথ মনোহর
কেবল লাবণ্যসুখ১ সীমা।
রসের সায়রে গৌর বড়ই গভীর ধীর
না রাখিলা নাগরীগরিমা॥
উন্নত কন্ধর মনমথ২ সুন্দর
পুলকিত অঙ্গ৩ বিলাসে।
চুবক৪ চন্দন অঙ্গে বিলেপন
বাসু ঘোষ ঐছে প্রেম ভাষে॥

১৪ পদ। তুড়ী।

গোরা নাচে প্রেমবিনোদিয়া।
অখিলভুবনপতি বিহরে নদীয়া॥
দিগ্বিদিগ্ না জানে গোরা নাচিতে নাচিতে।
চান্দমুখে হরি বোলে কান্দিতে কান্দিতে॥
গোলোকের প্রেমধন জীবে বিলাইয়া।
সংকীর্ত্তনে নাচে গোরা হরি বোল বলিয়া॥
প্রেমে গর গর অঙ্গ মুখে মৃদু হাস।
সে রসে বঞ্চিত ভেল বলরাম দাস৫॥

১৫ পদ। কামোদ।

সবহুঁ গায়ত, সবহুঁ নাচত, সবহুঁ আনন্দে ধাঁধিয়া।
ভাবে কম্পিত লুঠত ভূতলে, বেকত গৌরাঙ্গ কান্তিয়া॥
মধুর মঙ্গল, মৃদঙ্গ বাওত, চলত কত কত ভাতিয়া।
বচন গদ গদ, মধুর হাসত, খসত মোতিমপাতিয়া॥
পতিত কোলে ধরি, বোলত হরি হরি,
দেওত পুনঃ প্রেম যাচিয়া।
অরুণলোচনে, বরুণ ঝরতহি, এ তিন ভুবন ভাসিয়া॥
ও সুখসায়রে, লুবধ জগজন, মুগধ হই দিন রাতিয়া।
দাস গোবিন্দ, রোয়ত অনুখন, বিন্দু কণ আধ লাগিয়া॥

১৬ পদ। শ্রীরাগ।

আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধীরে চলে।
ভাবভরে গরগর আঁখি নাহি মেলে॥
নাচে পহুঁ রসিক সুজান।
যার গুণে দরবয়ে দারু পাষাণ॥
পূরব-চরিত যত পিরীতিকাহিনী।
শুনি পহুঁ মূরছিত লোটায় ধরণী॥
পতিত হেরিয়া কাঁদে নাহি বাঁধে থির।
কত শত ধারা বহে নয়নের নীর॥
পুলকে মণ্ডিত কিবা ভুজযুগ তুলি।
লুটিয়া লুটিয়া পড়ে হরি হরি বলি॥
কুলবতীর ঝুরে মন ঝুরে দুটী আঁখি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে বনের পশুপাখী॥
যার ভাবে গৃহবাসী ছাড়ে গৃহসুখ।
বলরাম দাস সবে একলি বিমুখ॥

১৭ পদ। পঠমঞ্জরী।

নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি।
বুক বাহি পড়ে ধারা মুকুতা গাঁথনি॥
প্রেমে গদ গদ হৈয়া ধরণী লোটায়।
হুহুঙ্কার দিয়া খেনে উঠিয়া দাঁড়ায়॥
ঘন ঘন দেন পাক ঊর্দ্ধবাহু করি।
পতিত জনারে পহুঁ বোলায় হরি হরি॥
হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ।
বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ॥
অপার মহিমাগুণ জগজনে গায়।
বসু রামানন্দে তাহে প্রেমধন চায়॥

১৮ পদ। তুড়ী।

নাচে রে ভালি গৌরকিশোর রঙ্গিয়া।
হেম-কিরণিয়া গৌরসুন্দর-তনু
প্রেমভরে ভেল ডগমগিয়া॥ ধ্রু॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন যমুনাপুলিন বন
সোঙরি সোঙরি পহু ঢুলিয়া।

১। রস। ২। ত্রিভুবন। ৩। সুবলিত বাহু। ৪। কুঙ্কুম পাঠান্তর।
৫। গ্রন্থান্তরে ভণিতা,—
এ ভূমি আকাশ ভরি জয় জয় ধ্বনি।
গাওয়ে অনন্ত গুণ দিবস রজনী॥

মুরলী মুরলী বলি ঘন ঘন ফুকরই
রহল মুরলীমুখ হেরিয়া ॥
শ্রীরাধার ভাবে গোরা রাধার বরণ ভেল
রাধা রাধা বয়নক ভাষ।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া প্রিয় গদাধর
কৌতুকে রহল বামপাশ ॥

১৯ পদ। কল্যাণী।

অরুণ কমল আঁখি তারক ভ্রমরা পাখী
ডুবু ডুবু করুণা-মকরন্দে।
বদন পূর্ণিমাচাঁদে ছটায় পরাণ কাঁদে
তাহে নব প্রেমার আরম্ভে ॥
আনন্দ নদীয়া পুরে টলমল প্রেমার ভরে
শচীর দুলাল গোরা নাচে।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে শুনিয়া চমক লাগে
মদনমোহন নটরাজে ॥
পুলকে পূরল গায় ঘর্ম্মবিন্দু বিন্দু তায়
রোমচক্রে সোনার কদম্ব।
প্রেমার আরম্ভে তনু যেন প্রভাতের ভানু
আধবাণী কহে কম্বুকণ্ঠ ॥
শ্রীপাদ-পদ্মগন্ধে বেঢ়ি দশ নখ-চাঁদে
উপরে কনক বঙ্করাজ।
যখন ভাতিয়া চলে বিজুরি ঝলমল করে
চমকয়ে অমর সমাজ ॥
সপ্ত দ্বীপ মহীমাঝে তাহে নবদ্বীপ সাজে
তাহে নব প্রেমার প্রকাশ।
তাহে নব গৌরহরি- গুণ সংকীর্ত্তন করি
আনন্দিত এ ভূমি আকাশ ॥
সিংহের শাবক যেন গভীর গর্জন হেন
হুঙ্কারহিলোল প্রেমসিন্ধু।
হরি হরি বোল বলে জগত পড়িল ভোলে
দুকুল খাইল কুলবধূ ॥
অঙ্গের ছটায় যেন দিনকর প্রদীপ হেন
তাহে লীলা বিনোদ বিলাস।
কোটি কোটি কুসুমধনু জিনিয়া বিনোদ তনু
তাহে করে প্রেমের প্রকাশ ॥
লাখ লাখ পূর্ণিমাচাঁদে জিনিয়া বদনছাঁদে
তাহে চারু চন্দন চন্দ্রিমা।
নয়ান অঞ্চল ছলে ঝর ঝর অমিয়া ঝরে
জনম মুগধ পাইল প্রেমা ॥
কি কব উপমা সার করুণা বিগ্রহ সার
হেন রূপ মোর গোরারায়।
প্রেমায় নদীয়ার লোকে তাহে দিবানিশি থাকে
আনন্দে লোচন দাস গায় ॥

২০ পদ। কানড়া।

নাচত নগরে নাগর গৌর হেরি মুরতি মদন ভোর
যৈছন তড়িত রুচির অঙ্গভঙ্গী নটবর শোভনী।
কাম কামান ভুরুক জোর করতহি কেলি শ্রবণ ওর
গীম শোহত রতনপদক জগজন-মনোমোহনী ॥
কুসুমে রচিত চিকুরপুঞ্জ চৌদিকে ভ্রমরা-ভ্রমরী-গুঞ্জ
পিঠে দোলয়ে লোচন তার শ্রবণে কুণ্ডল দোলনী।
মাহিষ দধিরুচি রুচির বাস হৃদয়ে জাগত রাসবিলাস
জিতল পুলক কদম্বকোরক অনুখন মন ভোলনি ॥
গজপতি জিনি গমনভাতি প্রেমে বিবশ দিবস রাতি
হেরি গদাধর রোয়ত হসত গদ গদ আধ বোলনি।
অরুণ নয়ান চরণ কঞ্জ তহি নখমণি মঞ্জীর রঞ্জ
নটনে বাজন ঝনর ঝনন শুনি মুনিমন লোলনি ॥
বদন চৌদিকে শোহত ঘাম কনককমলে মুকুতাদাম
অমিয়া ঝরণ মধুর বচন, কত রস-পরকাশনি।
মহাভাব রূপ রসিকরাজ শোহত সকল ভকত মাঝ
পিরীতি মুরতি ঐছন চরিত, রায় শেখর ভাষণি ॥

২১ পদ। কেদার।

তা তা থৈ থৈ মৃদঙ্গ বাজই
ঝনর ঝনর করতাল।
তন তন তম্বুর বীণা সুমধুর
বাজত যন্ত্র রসাল ॥

ডমক থমক কত রবাব বাজত
পদতল তাল সুমেলি।
নাচত গৌর সঙ্গে প্রিয় গদাধর
সোঙরিয়া পূরবক কেলি॥
তীরে তীরে ফুলবন যেন বৃন্দাবন
জাহ্নবী যমুনা ভাণে।
কীর্ত্তনমণ্ডল শোভা অতি ভেল
চৌদিকে ভকত করু গানে॥
পূরবক লালস বিলাস রাসরস
সোই সখীগণ সঙ্গ।
এ কবিশেখর হোয়ল ফাঁফর
না বুঝিয়া গৌরাঙ্গ-রঙ্গ॥

২২ পদ। মঙ্গল গুর্জ্জরী ধরা একতাল।

বিনোদ বন্ধনে নাচে শচীনন্দনে
চৌদিকে রূপ পরকাশ।
বামে রঘু পণ্ডিত প্রিয় গদাধর
দক্ষিণে নরহরি দাস॥
গৌরাঙ্গ-অঙ্গেতে কনয়া কদম্ব জনু
ঐছন পুলকের আভা।
আনন্দে বিভোল ঠাকুর নিত্যানন্দ
দেখিয়া গৌরাঙ্গের শোভা॥
যাহার অনুভব সেই সে সমুঝই
কহনে না যায় পরকাশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গান বৃন্দাবন দাস॥

২৩ পদ। শ্রীরাগ।

জীবের ভাগ্যে অবনী আইলা গৌরহরি।
ভুবনমোহন রূপ সোনার পুতলি॥
হরিনামামৃত দিয়া করিলা চেতন।
কলিযুগে আছিল যত জীব অচেতন॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য গদাধর।
সকল ভকত মাঝে সাজে পহুঁবর॥
খোল করতাল মন্দিরা ঘন রোল।
ভাবের আবেশে গোরা বোলে হরি বোল॥
ভুজ তুলি নাচে পহুঁ শচীর নন্দন।
রামাই সুন্দর নাচে শ্রীরঘুনন্দন॥
শ্রীনিবাস হরিদাস আর বক্রেশ্বর।
দ্বিজ হরিদাস নাচে পণ্ডিত শঙ্কর॥
জয় জয় জয় ধ্বনি জগত প্রকাশ।
আনন্দে মগন ভেল বৃন্দাবনদাস॥

২৪ পদ। সিন্ধুড়া।

অরুণ-নয়ানের প্রেমজলে ঢর ঢর
ধারা বহত বিথার।
পদভরে ভুবন চতুর্দ্দশ[১] দোলনি
ধরণী সহই না পার॥
গৌরাঙ্গ নাচে কোটি মদন জিনি ঠাম।
চৌদিকে ঝলমল হেরি সকল লোক
ধাওয়ে সুমেরু-গিরি ভাণ॥
ও চাঁদবয়ানের রোদন শুনিয়া
পশু পাখী মৃগ রোয়ে।
মুকুন্দ দামোদর সঙ্গে গদাধর
হরি হরি সঘনে বোলয়ে॥
অবনীতে বিজয় পতিত-জনপাবন
দান উদ্ধারিতে আয়।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ঠাকুর অদ্বৈতচন্দ্র
শ্যামদাস গুণ গায়॥

২৫ পদ। বিভাস।

আরে মোর নাচত গৌরকিশোর।
হিরণ কিরণ জিনি ও তনু সুন্দর
দশ দিশ করল উজোর॥ধ্রু॥
শারদ-চাঁদ জিনি ঝলমল বদনহি
রোচন-তিলক সুভাল।
কুঞ্চিত চারু চিকুর তহি দোলত
কমলে কিয়ে অলিজাল॥

১ সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল।

নাসা তিলফুল বিম্ব অধর তল
চুয়ত বিন্দু বিন্দু ঘাম।
তরুণ অরুণ সর- সিজ জিনি লোচন
ধারা বহে অবিরাম॥
গাঁথিয়া আপন গুণ পরকাশি কীর্ত্তন
গাওত সহচরবৃন্দে।
খোল করতাল যতন করি সিরজিল
পাষণ্ড দলন অনুবন্ধে॥
অবনীতে অদভুত প্রভু শচীনন্দন
পতিত-পাবন অবতার।
দীনহীন মূঢ়মতি রামানন্দ দাস অতি
পহুঁ মোরে কর ভবপার॥

২৬ পদ। মায়ূর।

নাচে শচীসুত, লীলা অদভুত, চলনি ডগমগি ভঙ্গিমা।
সঙ্গে কত কত, ভকত গাওত, হিলন গদাধর অঙ্গিয়া॥
আজানু বাহু তুলি, বোলয়ে হরি হরি,
আপনি নিজরসে মাতিয়া।
বদনমণ্ডল, চাঁদ ঝলমল, দশন মোতিমপাঁতিয়া॥
তপত কাঞ্চন, কিরণ ঝলমল, সতত কীর্ত্তন রঙ্গিয়া।
অরুণ-নয়নে, বরুণ-আলয়, অঝরে ঝরে দিন রাতিয়া॥
অন্ধ যত, পতিত দুরগত, দেয়ল সবে প্রেম যাচিয়া।
করুণা দেখি মনে, ভরসা বাঢ়ল, দাস নরহরি ছাতিয়া॥

২৭ পদ। গান্ধার।

ভাবে ভরল হেম- তনু অনুপাম রে
অহর্নিশি নিজরসে ভোর।
নয়নযুগলে প্রেমজলে ঝর ঝর রে
ভুজ তুলি হরি হরি বোল॥
নাচত গৌর- কিশোর মোর পহুঁ রে
অভিনব নবদ্বীপচাঁদ।
শীতল নীপফুল পুলক মুকুল রে
প্রতি অঙ্গে মনমথ ফাঁদ॥
ভাবভরে হেলন ভাবভরে দোলন
প্রতি অঙ্গে ভাব বিথারি।
রসভরে গর গর চলই খলই রে
গোবিন্দদাস বলিহারি॥

২৮ পদ। ধানশী।

কাঁচা সে সোনার তনু ডগমগি অঙ্গ।
কত সুরধুনী বহে নয়ন-তরঙ্গ॥
গোরা নাচত পরম আনন্দে।
চৌদিকে বেঢ়িয়া গাওয়ে নিজবৃন্দে॥
করে করতাল বাজয়ে মৃদঙ্গ।
হেরত সুরধুনী উথলি তরঙ্গ॥
ভাবে অবশ তনু গদ গদ ভাষ।
বাসু কহে কি মধুর ও মুখহাস॥

২৯ পদ। ধানশী।

জীউ জীউ মেরে মনচোরা গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া।
ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু নট নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া॥
ঐছন পহুঁকে যাহু বলিহারি।
সাহ আকবর তেরে প্রেমভিকারী॥

৩০ পদ। সুহিনী।

গোরা মোর বড়ই রঙ্গিয়া।
সুরধুনীতীরে নব রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া॥
গাওত সহচর মনোমোহনিয়া।
মাঝহি নাচত গৌর দ্বিজমণিয়া॥
গদাধর নরহরি ডাহিন ধাম।
শ্রীনিবাস হরিদাস গায় হরিনাম॥
মুকুন্দ মুরারি বাসু রামাই সংহিত।
গায় দামোদর জগদীশ মহামতি॥

চৌদিকে শুনিয়ে হরি হরি বোল।
উথলিল প্রেমসিন্ধু অমিয়া হিলোল॥
দেখিয়া বদনচাঁদ সব তাপ হরে।
যদু কহে কেবা হেন এ রূপ পাসরে॥

৩১ পদ। সুহিনী।

কি না সে সুখের সরোবরে।
প্রেমের তরঙ্গ উথলিয়া পড়ে ধারে॥
নাচত পহুঁ বিশ্বম্ভরে।
প্রেম ভরে পদ ধরে, ধরণী না ধরে॥
বয়ান কনয়া চাঁদছাঁদে।
কত সুধা বরিখয়ে থির নাহি বাঁধে॥
রাজহংস প্রিয় সহচরে।
কেহ ভেল মধুকর কেহ বা চকোরে॥
নব নব নটনী লহরি।
প্রেম-লছিমী নাচে নদীয়ানগরী॥
নব নব ভকতি-রতনে।
অযতনে পাইল সব দীনহীন জনে॥
নয়নানন্দ কহয়ে এ সুখসায়রে।
সেই বৃন্দাবন ভেল নদীয়ানগরে॥

৩২ পদ। সুহিনী বা তুড়ি।

গোরা নাচে নব নব রঙ্গিয়া।
হেম কিরণিয়া, বরণখানি গোরা,
প্রেম পড়িছে চুয়াইয়া॥ধ্রু॥
গুণ শুনিয়া মন মানিয়া, দেখিয়া নাটের ছটা।
রূপ দেখিবারে ছুড় পড়িয়াছে নদীয়া-নাগরীর ঘটা॥
গৌরবরণ, সরুয়া বসন, সরুয়া কাঁকালি বেড়া।
লোচন কহিছে, দুদিকে দুলিছে,
রঙ্গিয়া পাটের ডোরা[১]॥

৩৩ পদ। মঙ্গল।

দেখ দেখ গোরা-নটরঙ্গ।
কীর্ত্তন মঙ্গল মহারাসমণ্ডল
উপজিল পূরুব প্রসঙ্গ॥ধ্রু॥
নাচে পহুঁ নিত্যানন্দ ঠাকুর অদ্বৈতচন্দ্র
শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি।
রামানন্দ বক্রেশ্বর আর যত সহচর
প্রেমসিন্ধু আনন্দলহরী॥
ঠাকুর পণ্ডিত গায় গোবিন্দ আনন্দে বায়
নাচে গোরা গদাধর সঙ্গে।
দ্রিমিকি দ্রিমিকি ধৈয়া তাথৈয়া তাথৈয়া থৈয়া
বাজত মোহন মৃদঙ্গে॥
যত যত অবতারে সুখময় সুখসারে
এই মোর নবদ্বীপনাথে।
যার যেই নিজ ভাব পরতেকে দেখ সব
নয়নানন্দের রহু চিতে॥

৩৪ পদ। কেদার।

নাচত রসময় গৌরকিশোর।
পূরুবক প্রেম-রভসরসে ভোর॥
নরহরি গদাধর শোভে দুই পাশে।
হরি বলি চৌদিকে ফিরে হরিদাসে॥
গাওত মুকুন্দ মাধব বাসু ঘোষ।
কোরে করত পহুঁ পাইয়া সন্তোষ॥
কিবা সে বরণখানি কাঞ্চন জিনিয়া।
চাঁচর চিকুরে চূড়া ভাল সে বনিয়া॥
আজানুলম্বিত ভুজ ক্ষণে ক্ষণে তুলিয়া।
নাচেন পহুঁ মোর হরি হরি বলিয়া॥
অরুণ চরণে নূপুর রণ ঝনিয়া।
শেখর রায় কহত ধনি ধনিয়া॥

৩৫ পদ। বরাড়ী।

নাচয়ে গৌরাঙ্গ গদাধর মুখ চাঞা।
অন্তরে পরশ-রস উথলিল হিয়া॥

১। গৌরাঙ্গ নাচিছে, দেখিয়া হইছে, নয়নানন্দ ভোরা। গ্রন্থান্তরে পাঠ।

দুহুঁ মুখ নিরখিতে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁ ভেল রসনিধি অমিঞা চকোর॥
বুকে বুকে মিলি দুহুঁ কয়লহি কোর।
কাঁপি পুলক দুহুঁ ঝাঁপই লোর॥
তনু মন বাণী দুহুঁ একই পরাণ।
প্রতি অঙ্গে পিরীতি অমিয়া নিরমাণ॥
পণ্ডিতে মণ্ডিত ভেল গোরা নটরাজ।
দুর সঞে দেখে সব নাগরী সমাজ॥
নদীয়া নাগরীগণ বুঝিল মরমে।
যার পরসাদে পাই প্রেমরতনে॥
গদাধর প্রেমে বশ গৌর রসিয়া।
কহয়ে নয়নানন্দ এ রসে ভাসিয়া॥

৩৬ পদ। ধানশী।

দেখ দেখ গোরাচাঁদ নদীয়ানগরে।
গদাধর সঙ্গে রঙ্গে সদাই বিহরে॥
বামে গদাধর দক্ষিণে নরহরি।
সুরধুনীতীরে দুহুঁ নাচে ফিরি ফিরি॥
কিবা সে বিনোদ বেশ বিনোদ চাতুরি।
বিনোদ রূপের ছটা বিনোদ মাধুরী॥
দেখিতে দেখিতে হিয়ায় সাধ লাগে হেন।
নয়ান-অঞ্জন করি সদা রাখি যেন॥
কহয়ে জগদানন্দ গোরাপ্রেমকথা।
সোঙরিতে হৃদয় উথলি যায় তথা॥

৩৭। পদ। ধানশী।

নাচয়ে গৌরাঙ্গ পহুঁ সহচর সঙ্গ।
শ্যামতনু গৌর ভেল বসন সুরঙ্গ॥
পুরুবে দোহনভাণ্ড অনুভবি শেষে।
করঙ্গ লইল গোরা সেই অভিলাষে॥
ছাড়ি চূড়া শিখিপুচ্ছ কৈল কেশহীন।
পীত বসন ছাড়ি পরিলা কৌপীন॥
হইলেন দণ্ডধারী ছাড়িয়া বাঁশরী।
যদু কহে কৃষ্ণ এবে হৈলা গৌরহরি॥

৩৮ পদ। মায়ুর।

নাচে পহুঁ কলধৌত গোরা।
অবিরত পূর্ণকল মুখ বিধুমণ্ডল
নিরবধি প্রেমরসে ভোরা॥ধ্রু॥
অরুণ কমল পাখী জিনি রাঙ্গা দুটী আঁখি
ভ্রমরযুগল দুটী তারা।
সোনার ভূধরে যৈছে সুরনদী বহে তৈছে
বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা॥
কেশরীর কটি জিনি তাহাতে কৌপীন খিনি
অরুণ বসন বহির্ব্বাস।
গলায় সোনার মালা করিয়া ভূষণ আলা
নাসা তিলকুসুম-বিকাশ॥
কনকা মৃণালযুগ সুবলিত দুটী ভুজ
করযুগ কুঞ্জর বিলাস।
রাতা উতপল ফুল পদ নহে সমতুল
পরশনে মহীর উল্লাস॥
আপাদ মস্তক গায় পুলকে পূরিত তায়
যৈছে নীপফুল অতি শোভা।
প্রভাতে কদলি জনু সঘনে কম্পিত তনু
মাধব ঘোষের মনোলোভা॥

৩৯ পদ। বসন্ত।

আনন্দে নাচত, সঙ্গে ভকত, গৌরকিশোর-রাজ।
ফাগু উঝালি, করে ফেলাফেলি, নীলাচলপুরী মাঝ॥
শুনিয়া নাগরী, প্রেমেতে আগুরী, ধাইয়া চলিল বাটে।
হেরিয়া গৌরে, পড়িলা ফাঁপরে, বদন চাহিয়া থাকে॥
দুবাহু তুলিয়া, বেড়ায় নাচিয়া, ভকতগণের সঙ্গ।
নীলচলবাসী, মনে অভিলাষী, কৌতুকে দেখায় রঙ্গ॥
বাজে করতাল, বোলে ভালি ভাল, আর বাজে তাহে খোল।
মাধবীদাস মনেতে উল্লাস, সদা বলে হরি বোল॥

৪০ পদ। কামোদ।

বহুক্ষণ নর্টন পরিশ্রমে পহুঁ মোর
বৈঠল সহচর কোর।

সুশীতল মলয় পবন বহু মৃদু মৃদু
হেরইতে আনন্দে কো করু ওর ॥
দেখ দেখ অপরূপ গোরা দ্বিজরাজ।
সুন্দর বদনে স্বেদকণ শোভন
হেমমুকুরে জনু মোতি বিরাজ ॥ধ্রু॥
বহুবিধ সেবনে সকল ভকতগণে
শ্রমজল সকল কয়ল তব দূর।
নিজ গৃহে আওল গৌর দয়াময়
পরিজন হিয়ে আনন্দপরিপূর ॥
সব সহচরগণে গেও নিকেতনে
নিতি নিতি ঐছন করয়ে বিলাস।
সো সুখ-সিন্ধু- বিন্দু নাহি পাওল
রোয়ত দুরমতি বৈষ্ণবদাস ॥

৪১ পদ। ভাটিয়ারি।

কীর্ত্তন মাঝে কীর্ত্তন নটরাজ।
কীর্ত্তন কৌতুক সব নাগরালি সাজ ॥
গলায় দোনার মালা মধুকর গান।
কপালে চন্দন-চাঁদ ভুরু ফুলবাণ ॥
দেখ ভাই অতি অপরূপ।
এই বিশ্বম্ভর নাচে কৃষ্ণের স্বরূপ ॥ধ্রু॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অন্তর পরশ-রস কোণা।
বাহিরে রাধার রূপ নিরুপম সোনা ॥
প্রকৃতি পুরুষ সুখ রসের সে এক।
প্রেম অবতার এই দেখ পরতেক ॥
প্রেম লখিমিনী, কোলে কৈলা গদাধর।
প্রেমানন্দে নিত্যানন্দ প্রাণসহোদর ॥
নয়নানন্দে কহে প্রেম নিগুণ বিচার।
অমিয়া পুতলি যেন অমিয়া আকার ॥

৪২ পদ। ধানশী।

ভাল ভাল রে নাচে গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া।
প্রেমে মত্ত হুহুঙ্কারে কলি-কলমষ হরে
পিছে বুলে নিতাই ধরিয়া ॥ ধ্রু ॥
করতাল মৃদঙ্গ বায় সভে উচ্চস্বরে গায়
মুরারি মুকুন্দ বাস সঙ্গে।
পদ শুনি গোরারায় ধরণী না পড়ে পায়
প্রেমসিন্ধু উছলে তরঙ্গে ॥
পুছে পহুঁ গৌরহরি কহ কহ নরহরি
বামে গদাধর পানে চায়।
প্রিয় গদাধর ধন্য প্রাণ যার শ্রীচৈতন্য
গদাইর গৌরাঙ্গ লোকে গায় ॥
স্বরূপ রূপ কাছে আসি কহে দেহ মোহন বাঁশী
ক্ষণে রহে ত্রিভঙ্গ হইয়া।
বচন অমিয়া-রাশি ক্ষণে লহু লহু হাসি
হরি বলে দু-বাহু তুলিয়া ॥
জয় জয় দ্বিজমণি উঠিল মঙ্গলধ্বনি
অদ্বৈতের বাঢ়ল আনন্দ।
কাশীশ্বর মহাবলী অদ্বৈত রাখয়ে ধরি
হেরি হরষিত রামানন্দ ॥

৪৩ পদ। কামোদ।

নাচে শচীনন্দন ভকত জীবনধন
সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় নিত্যানন্দ।
অদ্বৈত শ্রীনিবাস আর নাচে হরিদাস
বাসু ঘোষ রায় রামানন্দ ॥
নিত্যানন্দ-মুখ হেরি বোলে পহুঁ হরি হরি
প্রেমায় ধরণী গড়ি যায়।
প্রিয় গদাধর আসি প্রভুর বাম পাশে বসি
ঘন নরহরি মুখ চায় ॥
প্রভু নাহি মেলে আঁখি কহে মোর কাঁহা সখী
কাঁহা পাব রাই দরশন।
কহ কহ নরহরি আর সম্বরিতে নারি
ইহা বলি ভেল অচেতন ॥
এখনি আছিনু সেথা কে মোরে আনিল এথা
রসে রসে নিকুঞ্জ ভবন।
গেল সুখ সম্পদ এবে ভেল বিপদ
বিষাদয়ে এ দাস লোচন ॥

৪৪ পদ। সোমরাগ।

নাচত গৌর পূরব রসে ভোর।
কনক ধরাধর গরব বিভঞ্জন
ঝলকত অঙ্গ অতনু চিতচোর ॥ধ্রু॥
হাসত মৃদু মৃদু বদন ছাঁদ ছবি
নাশত ঘোর কলুষ আঁধিয়ার।
ধরইতে তাল তরল পদপঙ্কজ
কম্পই ধরণী সহই নাহি ভার ॥
তরুণ অরুণযুগ লোচন ডগমগ
অবিরল বিপুল পুলককুল সাজি।
গরজত সঘন সিংহ জিনি বিক্রম
বলী কলিকাল বিপুল ভয়ে ভাজি ॥
ভেদত গগন গানে প্রিয় পরিকর
বায়ত খোল ললিত করতাল।
মাতল অখিল লোক ভণ নরহরি
ভুবন ভরল যশ বিশদ বিশাল ॥

৪৫ পদ। দেশপাল।

নৃত্যত গৌরচন্দ্র জনরঞ্জন,
নিত্যানন্দ বিপদভয়ভঞ্জন,
কঞ্জ-নয়ন জিতি নব নব খঞ্জন,
চাহনি মনমথ গরব হরে।
ঝলকত দুহুঁ তনু কনক ধরাধর,
নটন ঘটন পগ ধরত ধরণী পর,
হাস মিলিত মুখ লয়ত সুধাকর,
উচরি বচন জনু অমিয় ঝরে ॥
শোভা নিরুপম ভণতন আয়ত,
বেষ্টিত পরিকর গুণগণ গায়ত,
মধুর মধুর মৃদু মর্দ্দল বায়ত,
ধাধা ধিগি ধিগি ধিকট ধিলঙ্গ।
গণ সহ সুরগণ গগনপন্থগত,
ঘন ঘন সরস কুসুমবর বরষত,
জয় জয় জয় ধ্বনি ভুবন বিয়াপত,
নরহরি কহব কি প্রেমতরঙ্গ ॥

৪৬ পদ। কামোদ।

আজু কি আনন্দ সংকীর্ত্তনে।
নাচে গৌর-নিত্যানন্দ পরম আনন্দকন্দ
প্রিয় পারিষদবৃন্দ সনে ॥ধ্রু॥
নাচে বোলে ভাল ভাল বাজে খোল করতাল
সবে মহা বিহ্বোল প্রেমায়।
নদীর প্রবাহ পারা সবার নয়নে ধারা
কেহ কেহ পড়ে কার গায় ॥
কেহ বা পুলক ভরে হুঙ্কার গর্জ্জন করে
কাঁপে কেহ থির হৈতে নারে।
কেহ কারু পানে চাঞা দুই বাহু পসারিয়া
কোলে করি ছাড়িতে না পারে ॥
কেহ কারু পায় ধরে পদধূলি লয় শিরে
কেহ ভূমে পড়ি গড়ি যায়।
প্রভু ভৃত্য এক রীতি দেখি নরহরি অতি
আনন্দে প্রভুর গুণ গায় ॥

৪৭ পদ। পঠমঞ্জরী।

নাচত গৌরাঙ্গচাঁদ বিভোর ভাবেতে।
সেইভাবে গদাধর নাচয়ে বামেতে ॥
তাহার সোনার অঙ্গ ভূমে পড়ে পাছে।
তাই সে নিতাইচাঁদ ফিরে পাছে পাছে ॥
নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার হেলিয়া দুলিয়া।
বাজে খোল করতাল তাধিয়া তাধিয়া ॥
দুরগত পতিত ধরিয়া করু কোর।
পামর এ নরহরি ও না রসে ভোর ॥

৪৮ পদ। ধানশী।

নাচে শচীর দুলাল রঙ্গে।
অদ্বৈত নিতাই গদাধর শ্রীবাসাদি পরিকর সঙ্গে ॥ধ্রু॥
অঙ্গভঙ্গী কি মধুরছাঁদে।
পদ ভরে মহীকরে টলমল, কে তাহে ধৈরজ বাঁধে ॥
নানা তালে দিয়া করতালি।
গোবিন্দ মাধব বাসু যশ গায় চৌদিকে শোভয়ে ভালি ॥

গোরাচাঁদ মুখে হরি বোলে।
জগাই মাধাই হেরি বাহু পসারি করয়ে কোলে॥
গোরাচাঁদের পরশ পাঞা।
জগাই মাধাই নাচে ভুজ তুলি ভাবেতে বিভোল হৈঞা॥
দোহে লোটায় ধরণীতলে।
কাঁপে তনু অনুপম পুলকিত তিতয়ে আঁখের জলে॥
গোরা-করুণা প্রকাশ দেখি।
নাচে সুরগণ গগনেতে রহি সঘনে জুড়ায় আঁখি॥
কে না ধায় সে করুণা আশে।
জয় জয় ধ্বনি অবনী ভরল ভণে ঘনশ্যাম দাসে॥

৪৯ পদ। বঙ্গাল।

নাচত গৌরচন্দ্র গুণধাম।
ঝলকত অঙ্গ কিরণ মনরঞ্জন,
কনক মেরু দূরে দামিনী দাম॥ধ্রু॥
বন্ধুরবদন মদন-মদ মরদন,
মধুরিম হাস যুবতিধৃতিহারী।
শ্রুতিজিতি তরুণ অরুণ মণিকুণ্ডল
টলমল নয়নযুগল ছবি ভারি॥
চাঁচর চিকণ কেশ কুসুমাঞ্চিত,
চপল চারু উরে মণ্ডিত মাল।
অভিনব বাহুভঙ্গী ভর নিরুপম,
ধরত চরণতলে সুললিত তাল॥
পহুঁ চলু পাশ লসত প্রিয় পরিকর,
গায়ত মধুর রাগ রস মাতি।
উলসিত সকল ভুবন ভণ নরহরি,
বায়ত খোল থমক বহু ভাতি॥

৫০ পদ। বেলাবলী।

নাচত গৌরচন্দ্র নটভূপ।
মনমথ লাখ গরবভরভঞ্জন,
অখিল-ভুবনজন-রঞ্জন রূপ॥ধ্রু॥
অবিরত অতুল ভাবভরে গর গর,
গরজত অতি অদভুত রুচিকারী।
মঙ্গলময় পদ ধরত ধরণী পর,
করত ভঙ্গী ভুজযুগল পসারি॥
হাসত মধুর অধর মৃদু লাবণি,
শরদচাঁদ জিনি বদন বিলাস।
টলমল অরুণ কমলদল লোচন,
কৌনে করহ কত রস পরকাশ॥
গায়ত মধুর ভকতগণ নব নব,
কিন্নরনিকর দরপ করু চূর।
উথলল প্রেমসিন্ধু মহী ভাসল,
নরহরি কুমতি পরশ বহু দূর॥

৫১ পদ। তুড়ী।

নাচত গৌর ভাবভরে গরগর।
বিপুল পুলক-কুল-বলিত কলেবর॥
হাস মিলিত লস বদন সুধাকর।
বরষত নিয়ত অমিয়-রস ঝর ঝর॥
তরুণ অরুণ জিনি লোচন ঢর ঢর।
করত ভঙ্গী কত নিন্দি কুসুমশর॥
কর-কিশলয় অভিনয় অতি সুন্দর।
কতহি রঙ্গে পগ ধরয়ে ধরণী পর॥
উনমত অনুথন জনু মত্ত কুঞ্জর।
ঝলমল করু কিয়ে কনক ধরাধর॥
নিরুপম বেশ কেশ দৃশি ধৃতিহর।
চৌদিশে বিলাস উলসে প্রিয় পরিকর॥
গায়ত নব নব গীত মধুরতর।
শুনইতে ধায়ত অখিল নারীনর॥
বায়ত থমক মৃদঙ্গ রঙ্গকর।
উঘটত ধাধা ধিগিতি নিরন্তর॥
জয় জয় ভণ সুর সহিত পুরন্দর।
ধনি কলিকাল ভাগ লহু পটতর॥
ভাসল সুখসায়রে যত পামর।
ইথে বঞ্চিত এ কুমতি ঘনশ্যামর॥

৫২ পদ। নট।

নাচত দ্বিজকুলচন্দ্র গৌরহরি।
মঙ্গলময় ভয়হরণ চরণযুগ,
ধরত ধরণী পর পরম ভঙ্গী করি ॥ধ্রু॥
অবিরত পূরব ভাবভরে গর গর,
অবিরল পুলক কদম্ববলিত তনু।
চাঁচর চিকুর ভার রুচি সুচিকণ,
কনক ধরাধর শিখরে মেঘ জনু ॥
মালতী কুসুমমাল অতি মণ্ডিত,
চপল চারু উরে লম্বিত ঝলমল।
মনমথ ফাঁদ বদন মনরঞ্জন
অরুণ কঞ্জ যুগ লোচন টলমল ॥
নিরুপম নটন নিরখি প্রিয় পরিকর,
গায়ত মধুর মধুর রস বরষত।
অখিল লোক সুখসায়রে নিমগন,
নরহরি কুমতি দূরে নাহি পরশত ॥

৫৩ পদ। ঘণ্টারব।

নাচত গৌর নিখিল নট-পণ্ডিত
নিরুপম ভঙ্গী মদনমদ হরই।
প্রচুর চণ্ডকর-দরপরিভঞ্জন,
অঙ্গ-কিরণে দিগবিদিগ উজরই ॥
উনমত অতুল সিংহ জিনি গরজন,
শুনই বলী কলিবারণ ডরই।
ঘন ঘন লম্ফ ললিত গতি চঞ্চল,
চরণাঘাতে ক্ষিতি টলমল করই ॥
কিন্নর-গরব খরব করু পরিকর,
গায় উলসে অমিয় রব ঝরই।
বায়ত বহুবিধ খোল থমক ধুনি,
পরশত গগন কৌন ধৃতি ধরই ॥
অতুল প্রতাপ কাঁপি দুরজনগণ,
লেয়ই শরণ চরণতলে পড়ই।
নরহরি পহুঁক কীরিতি রহুঁ জগভর,
পরম দুলহ ধন নিয়ত বিতরই ॥

৫৪ পদ। বেরগুপ্ত।

সুরধুনীতীর পরম নিরমল থল
তহি উলসিত সব ভকত উদার।
গায়ত কত কত গীত অমিয়ময়
বায়ত বাদ্য বিবিধ পরকার ॥
নাচত গুণমণি গৌরকিশোর।
চন্দন-চরচিত রুচির অঙ্গ অতি
অপরূপ রূপ রমণী-মনোচোর ॥ধ্রু॥
অমল কমলদল লোচন ডগমগ
ভাঙ্ ভঙ্গী নব অলকাবিলাস ॥
শরদ-নিশাকর নিকর নিন্দি মুখ
কোটি মদনমদমরদন-হাস ॥
চঞ্চল ললিত বিশাল বক্ষোপরি
ঝলকত জিনি দামিনী মণিহার।
নরহরি পহুঁ পগ ধরত তাল যব
তব কি মধুর রব নূপুর ঝনকার ॥

৫৫ পদ। গুর্জ্জরী।

আজু কি আনন্দ নদীয়ানগরে,
জগাই মাধাই দোহে দেখিবারে,
ধায় চারিদিকে কি নারী পুরুষ,
পরস্পর কহে কত না কথা।
কেহ কহে অতি বিরলেতে রৈয়া,
ঐ দেখ দেখ দুহুঁ পানে চাইয়া,
সুরুজের সম তেজ এবে ভেল,
সে পাপশরীর গেল বা কোথা ॥
কেহ কহে আহা মরি মরি মরি,
ভাবে গর গর বৈসে বেরি বেরি,
কাঁদি উঠে ছুটে আঁখি বারিধারা,
নিবারিতে নারে না ধরে ধৃতি।
কেহ কহে হেন দেখ নিরুপম,
পুলকিত তনু কাঁপে ঘন ঘন,
ধূলায় ধূসর ধরণীতে পড়ি,
গড়ি যায় কিছু নাহিক স্মৃতি ॥

কেহ কেহ কি বা গোরামুখশশী
পানে চাহে জানি কত সুখে ভাসি,
হাসি সুধাপানে উনমত হৈয়া,
লোটাইয়া পড়ে চরণ তলে।
কেহ কহে দেখ নিতাই চাঁদেরে,
চাহি হিয়া মাঝে কত খেদ করে,
দুখানি চরণ পরশিয়া করে,
করে অভিষেক আঁখের জলে॥
কেহ কেহ দেখ অদ্বৈত তপসী,
গদাধর শ্রীবাসাদি পাশে বসি,
অতুল উল্লসে ফুলি ফুলি ফিরে,
লইয়া সবার চরণধূলি।
কেহ কেহ দুহুঁ কাতর-অন্তরে,
এক ভিতে রহি দন্তে তৃণ ধরে,
নরহরি পহুঁ পরিকর সহ
কর কৃপা কহে দুবাহু তুলি॥

৫৬ পদ। মেঘমল্লার।

নাচত গৌর নটন পণ্ডিতবর।
কুঙ্কুমদামিনী-দাম-দমন তনু,
মণ্ডিত নিরুপম বিপুল পুলকভর॥ধ্রু॥
অরুণ অধর মৃদু চাঁদবদন লস,
দশন কুন্দ লহু হাস অমিয় ঝর।
নয়নকঞ্জ জনরঞ্জন রসময়,
চাহনি কত শত মদনগরবহর॥
কনক-মৃণাল-নিন্দি ভুজযুগ তুলি,
বোলত হরি হরি অন্তর গর গর।
মঙ্গলময় কোমল সুললিত পদ,
বিবিধ ভঙ্গী সঞে ধরয়ে ধরণীপর॥
বাজত ঝাঁঝ সুখমক খোল কত,
গায়ত মধুর মধুর সুর-পরিকর।
বিতরত প্রেমরতন ধন জগভরি,
বঞ্চিত কুমতি এ নরহরি পামর॥

৫৭ পদ। দেবকিরি।

বলী কলি-মত্ত-মতঙ্গজ-মরদন,
গৌরসিংহ নাচত নদীয়ায়।
জয় জয় রব সব ভুবন বিয়াপিত,
নিখিল লোক মিলি চৌদিকে ধায়।
গায়ত পরম প্রবল প্রিয় পরিকর,
কিন্নর দুরগম তাল তরঙ্গ।
বাজত মুরজ মৃদঙ্গ দৃমিকী দৃমি,
দাঁদাঁ দ্রিমিকট ধিকট ধিলঙ্গ॥
কম্পই ধরণী ধরত পদপঙ্কজ,
ডগমগি অঙ্গভঙ্গী অনুপাম।
লোচন তরু অরুণ রুচি গঞ্জই
চাহনি চারু চমকে কত কাম॥
শশধর নিকর নিন্দি মুখ মধুরিম,
হাসত লহু লহু অমিঞা উগারি।
প্রেম বিতরি নরহরি পহুঁ পামরে,
করই কোরে ভুজযুগ পসারি॥

৫৮ পদ। ভূপালী।

নাচত গৌর নটন জনরঞ্জন,
নিখিল মদনমদভঞ্জন অঙ্গ।
পুলকিত ললিত কম্প ঘন উনমত,
শুনইতে পূরুব পীরিতি পরসঙ্গ॥
লোচন অরুণ কমলদল ছল ছল,
জল ঝলকত জনু মোতিমদাম।
হসইতে দশন বিজুরী সম চমকত,
ঢর ঢর মধুর অধর অনুপাম॥
কুঞ্জর করবর গরব বিমোচন,
মঞ্জু বিপুল ভুজযুগল পসারি
নিরখি গদাধরে, করই কোরে পুনঃ,
ভণই মরম ধৃতি ধরই না পারি॥
উথলই প্রেম-পয়োনিধি নিরুপম,
প্রবল তরঙ্গ রঙ্গ উপজায়।
পামর পতিত দুখিত সুখে ভাসই,
নরহরি পাপী পরশ নহু তায়॥

৫৯ পদ। নটনারায়ণ।

নাচত গৌর পরম সুখ-সদনা।
অবিরল বিপুল পুলক কুল ঝলমল,
সুললিত অঙ্গ মদনমদ-কদনা॥ধ্রু॥
টলমল অমল কমলদল-লোচন,
চাহনি, করুণ অরুণ-রুচি রুচিরে।
নিরসি শরদশশী হসিত লপন লস,
দশন সুচিকণ হর চিত অচিরে॥
গজবর-গরব-হরণ-গতি নব নব,
ধরইতে চরণ ধরণী অতি মুদিতা।
গদ গদ হৃদয় বদত ঘন হরি হরি,
নিরুপম ভাব বিভব ভর উদিতা॥
উনমত অতুল রতনধনবিতরণে,
হরল বিপদ যশ ভরল এ ভুবনে।
পূরল সকল মনোরথ ইথে বঞ্চিত,
নরহরি বিফল জনম ধিক জীবনে॥

৬০ পদ। নট।

নাচত শচীতনয় গৌরমাধুরী মন মোহে।
কনকাচল দলন দেহে পুলকাবলী শোহে॥
ঝলমল বিধুবদন অমিয় বরষত মৃদুহাসে।
চঞ্চল নয়নাঞ্চলে কত কত রস পরকাশে॥
পদতলে ধরু তাল ঝনন, নূপুর ঘন বাজে।
অভিনব বহু ভঙ্গী নিরখি, মনমথ মরু লাজে॥
গায়ত গুণ জগজন নিমগন সুখ পরবাহে।
বঞ্চিত নরহরি দীনহীন, দহে ভবদবদাহে॥

৬১ পদ। নটী।

কত খোল করতাল-বাজে। চারি পাশে পরিকর সাজে॥
মাজু গায়ত মধুর লীলা। শুনি দরবয়ে দারুশিলা॥
রঙ্গে নাচয়ে সুন্দর গোরা। কে বা জানে কি বা
ভাবে ভোরা॥ধ্রু॥
নব পুলক-বলিত তনু। শোহে কনক-পনশ জনু॥
সুরসরিত-প্রবাহ পারা। দুটী নয়নে বহয়ে ধারা॥
ঘন ঘন ভুজযুগ তুলি। গরজয়ে হরি হরি বলি॥
অতি পতিত পামরে হেরি। ধরি কোরে করে বেরি বেরি॥
প্রেমধন দেই জনে জনে। ছাড়ি একা নরহরি দীনে॥

৬২ পদ। মালবশ্রী।

নাচয়ে শচীসুত, বিপুল পুলকিত, সরস বেশ সুশোহয়ে।
কনক জিনি জনু, মদনময় তনু, জগতজন-মন মোহয়ে॥
ললিত ভুজ তুলি, গরজে হরিবুলি, পুরব প্রেমরসে ভাসয়ে।
কত না বারে বারে, নিরখি গদাধরে, মধুর মৃদু মৃদু হাসয়ে॥
শ্রীবাস আদি যত, অধিক উনমত, অতুল গুণগণ গায়য়ে।
মৃদঙ্গ করতাল, খমক সুরসাল, তাদৃমি দৃমি দৃমি বায়য়ে॥
গগনে সুরগণ, মগন ঘন ঘন, বরিষে কুসুম সুভাতিয়া।
সঘনে জয় জয়, ভণত অতিশয়, ঘনশ্যাম মুদ মাতিয়া

৬৩ পদ। বরাটী বা ধানশী।

ভুবনমোহন[১] গোরাচাঁদ। অখিল লোকের[২] মনোফাঁদ॥
নাচে পহুঁ প্রেমের আবেশে। অরুণ-নয়ন জলে ভাসে॥
ভুজ তুলি হরি হরি বোলে। পতিতে ধরিয়া করে কোলে॥
নিজ রসে সভায় ভাসায়। চারি পাশে পারিষদ গায়॥
সুকোমল অঙ্গ আছাড়িয়া। গড়ি যায় ধূলায় পড়িয়া॥
দেখিয়া সকল জীব কাঁদে। নরহরি হিয়া নাহি বাঁধে॥

৬৪ পদ। মেঘরাগ।

আজু সুরধুনী তীরে, নাচত গৌর ঘন অবতার।
ঝুমি রহু রহু ওর শীতল হরত উৎপত ভার॥
ললিত তনুদ্যুতি দমকে দামিনী চমকে অলি আঁধিয়ার।
সঘনে হরি হরি বোল গরজন, হোয়ত জগত বিথার॥
ভকত শিখী অতি মত্ত গায়ত ষড়জস্বর-পরচার।
তৃষিত চাতক অখিল জন পিয়ে প্রেমজল অনিবার॥
ধন্য ধরণী সুভাগ ভর বিহি, ফুলহ মোদ অপার।
ভণত ঘন ঘনশ্যাম ঐছন দিন কি হোয়ব আর॥

৬৫ পদ। ধানশী।

নাচত গৌরকিশোর। সুরধুনীতীরে উজোর॥
কত শত পরিকর সঙ্গ। কীর্ত্তনে অতুলিত অঙ্গ॥

১। পাবন। ২। জীবের—পাঠান্তর।

নিজ পর কাহু না জান। প্রেমরতন করু দান॥
নিরুপম ভাবে বিভোর। অরুণ-নয়নে ঝরে লোর॥
কহি কত গদ গদ বাণী। ধরই গদাধরপাণি॥
ঘন ঘন কাঁপয়ে অঙ্গ। নরহরি কি বুঝব রঙ্গ॥

৬৬ পদ। গৌরড়ী।

গৌর সুরধুনীতীরে নাচত, সুঘড় পরিকর সঙ্গ।
হেম ভূধর-গৌরব-ভর-হর, পরম মধুরিম অঙ্গ॥
অতুল কুন্তল বলিত কেতকী, কুন্দ কুসুম সুরঙ্গ।
বাহু বলনি বিশাল বক্ষ বিলোকি বিকল অনঙ্গ॥
ভাবে গর গর গমন গজপতি, গঞ্জি গরজে অভঙ্গ।
কুঞ্জ লোচনে লোর ঢলকত, প্রকট জনু যোগ গঙ্গ॥
তরল পদতলে তাল ধরইতে, ধরণী অধিক উমঙ্গ।
দাস নরহরি করত জয় জয়কার কি করব রঙ্গ॥

৬৭ পদ। বেলাবলী।

বলি-কলিদমনশমনভয়ভঞ্জন,
নিখিল ভুবন-জনরঞ্জনকারী।
দুলহ প্রেমধন-বিতরণ-পণ্ডিত,
সুরতরুনিকর-গরব-ভরহারী॥
নাচত শচীসুত কীর্ত্তন মাঝ।
কনক ধরাধর নিন্দি রুচির তনু,
বিলসত জনু নব মনমথরাজ॥ ধ্রু॥
পদতল তালে ধরণী করু টলমল,
ললিত ভঙ্গী ভুজ রহত পসারি।
হাসত মৃদু মৃদু অধর কম্প অতি
অথির গদাধর বদন নেহারি॥
ডগমগ নয়ন কমল ঘন ঘুরত,
নিরুপম পূরব রঙ্গ পরকাশ।
উলসিত পরম চতুর পরিকরগণ,
ইহ রসে বঞ্চিত নরহরি দাস॥

৬৮ পদ। কামোদ।

আজু গোরা নগরকীর্ত্তনে।
সাজিয়া চলয়ে প্রিয় পরিকর সনে॥
অঙ্গের সুবেশ ভাল শোহে।
নাচে নানা ভঙ্গীতে ভুবনমন মোহে॥
প্রেম বরিষয়ে অনিবার।
বহয়ে আনন্দ-নদী নদীয়া মাঝার।
দেবগণ মিশাই মানুষে।
বরিষে কুসুম কত মনের হরিষে॥
নগরিয়া লোক সব ধায়।
মনের মানসে গোরাচাঁদ গুণ গায়॥
মৃঢ়গণ শুনি সিংহনাদ।
হইয়া বিরস মন গণয়ে প্রমাদ॥
লাখে লাখে দীপ জ্বলে ভাল।
উপমা কি অবনী গগন করে আলো॥
নরহরি কহিতে কি জানে।
মাতিল জগত কেউ ধৈরজ না মানে॥

৬৯ পদ। কামোদ

শচীর দুলাল গোরা নাচে।
দেবের দুর্লভ ধন যারে তারে যাচে॥
পতিতেরে হেরিয়া ধরিতে নারে অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে কত ভাবের তরঙ্গ॥
ঝলমল করয়ে কনক জিনি আভা।
বিপুল পুলকাবলী বলিত কি শোভা॥
ভাসয়ে শ্রীমুখ বুক নয়নের জলে।
দুটী বাহু তুলিয়া সঘন হরি বোলে॥
উনমত ভকত ফিরয়ে চারি পাশে।
জয় জয় কলরব এ ভূমি আকাশে॥
পহুঁ পানে হেরি কেহ ধৈরজ না বাঁধে।
নরহরি ও রাঙ্গা চরণে পড়ি কাঁদে॥

৭০ পদ। কামোদ।

নাচে গোরা গুণমণি কেবল প্রেমের খনি
প্রিয় পরিকর চারি পাশ।
শোভা অপরূপ যেন উড়ুগণ মাঝে যেন
কনক-চন্দ্রমা পরকাশ॥
শিরীষ-কুসুম জিনি সুকোমল তনুখানি
পুলক বলিত মনোহর।

প্রফুল্ল কমল দুয়ে বদনে মদন ঝুরে
হাসি মাখা অরুণ অধর ॥
কত না ভঙ্গিমা করি ভুজ তুলি বোলে হরি
বরিষে অমিয়া অনিবার।
অতি সকরুণ হিয়া পতিতেরে নিরখিয়া
আঁখি বহে সুরধুনী-ধার ॥
বাজে খোল করতাল চলন চালনি ভাল
দেখি কে বা না হয় মোহিত।
না রহিল দুখ শোক মাতিল সকল লোক
নরহরি এ সুখে বঞ্চিত ॥

৭১ পদ। মেঘরাগ।

গোরা বড় দয়ার ঠাকুর।
সংকীর্ত্তন-মেঘে প্রেম বরিষে প্রচুর ॥
পরিকর মাঝে সাজে ভাল।
অপরূপ রূপেতে ভুবন করে আলো ॥
নাচয়ে কত না ভঙ্গী করি।
কেবা বা ধরিবে হিয়া সে মাধুরী হেরি
বায়ে করতাল মৃদঙ্গ।
গায়এ মধুর গীত অমিয়া তরঙ্গ ॥
কেহ হাসে কেহ কেহ কাঁদে।
ভূমে গড়ি যায় কেহ থির নাহি বাঁধে ॥
জয়ধ্বনি এ ভূমি আকাশ।
মাতিল পামর হীন নরহরি দাস ॥

৭২ পদ। সুহই।

নাচত নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব ভঙ্গী ভুবন করু ভোর ॥
ঝলমল অঙ্গ-কিরণ অনুপাম।
হেরইতে মুরছত কত কত কাম
টলমল লোচনযুগল বিশাল।
দোলত কণ্ঠে বলিত বনমাল ॥
ঝরত অমিয় বিধু-বরণ উজোর।
পীবই নয়ন ভরি ভকত-চকোর
ঘন ঘন বোলয়ে মধুর হরিনাম।
শুনইতে কো ন রোয়ই অবিরাম ॥
পামর পতিত প্রেমরসে মাতি।
না দরবে কঠিন এ নরহরি ছাতি ॥

৭৩ পদ। মঙ্গল।

চৌদিকে গোবিন্দধ্বনি শুনি পহুঁ হাসে।
কম্পিত-অধরে গোরা গদ গদ ভাষে ॥
ভালি রে গৌরাঙ্গ নাচে যার সঙ্গে নিত্যানন্দ।
অবনী ভাসল প্রেমে গায় রামানন্দ ॥
মুরারি মুকুন্দ আসি হের আইস বলি।
তোমা সবার গুণে কাঁদে পরাণ-পুতলী ॥
আর যত ভক্তবৃন্দ আনন্দে বিভোর।
বসু রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর ॥

৭৪ পদ। পঠমঞ্জরী।

নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি।
বুক বাহি পড়ে ধারা মুকুতা-গাঁথনি ॥ধ্রু॥
প্রেমে গদ গদ হৈয়া ধরণী লোটায়।
হুহুঙ্কার দিয়া ক্ষণে উঠিয়া দাঁড়ায় ॥
ঘন ঘন দেন পাক ঊর্দ্ধ বাহু করি।
পতিত জনারে পহুঁ বোলয় হরি হরি ॥
হরিনাম করে গান জপে অনুখন।
বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ ॥
অপার মহিমা গুণ জগজনে গায়।
বসু রামানন্দে তাহে প্রেমধন চায় ॥

৭৫ পদ। ধানশী।

পহুঁ মোর গৌরাঙ্গ রায়।
শিব শুক বিরিঞ্চি যার মহিমা গুণ গায় ॥ধ্রু॥
কমলা যাহার ভাবে সদাই আকুলি।
সেই পহুঁ বাহু তুলি কাঁদে হরি বলি ॥
যে অঙ্গ নেহারি অনঙ্গ ভেল কাম।
সো অব কীর্ত্তন-ধূলি-ধূসর অবিরাম ॥
খেনে রাধা রাধা বলি উঠে চমকিয়া।
গদাধর নরহরি উঠে মুখ চাঞা ॥

পুরুব নিবিড় প্রেম পুলকিত অঙ্গ।
রামচন্দ্র কহে কে না বুঝে ও না রঙ্গ॥

৭৬ পদ। সুহই।

নিত্যানন্দ সঙ্গে নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র।
সঙ্গে সঙ্গে নাচে পারিষদ ভক্তবৃন্দ॥
অবনী ভাসিয়া যায় নয়নের জলে।
দুবাহু তুলিয়া সভে হরি হরি বোলে॥
ভাবে গর গর অঙ্গ কত ধারা বয়।
পতিতেঁর গলে ধরি রোদন করয়॥
আপনার ভক্তগণে ডাকয়ে আপনে।
গদাইর গলা ধরি কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে॥
গোবিন্দ মাধব বাসু হের আইস বলি।
যদু কহে কাঁদে প্রভুর পরাণ-পুতলী॥

৭৭ পদ। ধানশী।

ভাবভরে গর গর চিত।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে না পান সম্বিত॥
হরি রসে নাহি বাঁধে থেহ।
সোঙরি সোঙরি কাঁদে পুরুব সুলেহ॥
নাচে পহুঁ গোরা নটরাজ।
কি লাগি গোকুলপতি সংকীর্ত্তন মাঝ॥
প্রিয় গদাধর-করে ধরি।
মরম কথাটী কহে ফুকরি ফুকরি॥
ডগমগ আনন্দ-হিল্লোল।
লুটিয়া লুটিয়া পড়ে পতিতের কোল॥
গোরারসে সব রসময়।
না দরবে বলরাম কঠিন হৃদয়॥

৭৮ পদ। শ্রীরাগ।

মরি আলো নদীয়া মাঝারে ও না রূপ।
কেবল মূরতি নব পিরীতের কূপ॥ধ্রু॥
বদনমণ্ডল চাঁদ ঝলমল কনক-দরপণ নিন্দিতে।
চাঁদমুখে হরি বোলে ভাবভরে প্রেমে কাঁদিতে কাঁদিতে॥
তেজি সুখময় শয়ন আসন, নামডোর গলে শোভিতে।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গেতে লেপন, সংকীর্ত্তন রসে ভূষিতে॥
ভাবে গর গর না চিহ্নে আপন পর পুলক আবলী অঙ্গেতে।
'রা' বলিয়া গোরা 'ধা' বোল না পারে ভাববরে
আর বলিতে॥
বাজহি মাদল করহি করতাল কলিকলুষ ভয় নাশিতে।
ভকতগণ মেলি দেই করতালি ফিরয়ে চৌদিকে নাচিতে॥
চরণপল্লব দিতে ভক্তগণে, হরিনাম-জীবে প্রকাশিতে।
দয়াল গৌরাঙ্গ আসিলা অবনী বৈষ্ণব দাসেরে ভবে তারিতে॥

৭৯ পদ। সুহই।

নদীয়া-আকাশে সংকীর্ত্তন-মেঘ সাজে।
খোল করতাল মুখে গভীর গরজে॥
হুহুঙ্কার-বজ্রধ্বনি হয় মুহুর্মুহু।
বরিখয়ে নাম-নীর ঘন দুই পহুঁ॥
নাচে গায় পারিষদ থমকে থমকে।
ভাবের বিজুলী তায় সঘন চমকে॥
প্রেমের বাদলে নৈদা শান্তিপুর ভাসে।
রায় অনন্তের হিয়া না ভুলিল রসে॥

৮০ পদ। কেদার।

সহচর সঙ্গে গৌর নটরাজ।
বিহরয়ে নিরুপম কীর্ত্তন মাঝ॥
সুরধুনীতীরে পুলিন মনোহর।
গৌরচন্দ্র ধরি গদাধর-কর।
কত শত যন্ত্র সুমেলি করি।
গাওত সুমধুর রাগ রসাল।
হেরি হরষিত কো কহে ভাল॥
গদাধর বামে ডাহিনে নরহরি।
রায় শেখর কহে যাও বলিহারি॥

৮১ পদ। সুহই।

সংকীর্ত্তন ছলে গৌর নিতাই নগরে বাহির হৈল।
জগাই মাধাই যথা বসিয়াছে তথা উপনীত ভেল॥
খোল করতাল বিষম জঞ্জাল, ভাবিল সে দোন ভাই।
মারিবার তরে, সুরাভাণ্ড করে, চলিল পশ্চাৎ ধাই॥
প্রভু নিত্যানন্দ হরিদাস আর দাঁড়াইল হস্ত মেলি।
সুরাভাণ্ড কান্ধা হাতেতে আছিল, মাধাই মারিল ফেলি॥

নিতাই ললাটে সে কান্ধা লাগিল, ছুটিল শোণিত নদী।
তবু অবধূত কহে ভাই আয়, তরিবি এ ভব যদি॥
আয় দেই কোল, বোল হরি বোল, আয় রে মাধাই ভাই।
শ্যামদাস কহে, এমন দয়াল, কোন কালে দেখি নাই॥

৮২ পদ। ধানশী।

মাধা দেখ রে এ ত সুধা গৌর নয়।
উহার গোরারূপের মাঝে মাঝে
কালবরণ ঝলক দেয়॥ধ্রু॥
অরুণ-বসন পরা যেন পীত ধড়ার প্রায়।
উহার মাথার চাঁচর কেশ চূড়ার মত দেখা যায়॥
তুলসীর মালা যেন বনমালা শোভা পায়।
করেতে যে দণ্ড ধরে বংশী যেন দেখি তায়॥
হরি হরি বলে মুখে রাধা রাধা শুনা যায়।
দীন নন্দরাম কহে ব্রজের রতন নদীয়ায়॥

৮৩ পদ। ধানশী।

হরি বোল হরি বোল হরি বোল বলি।
দেখ রে মাধাই পথে কেবা যায় চলি॥
বজর সমান যেন রব আইসে কানে।
মরমে দারুণ ব্যথা শেল বাজে প্রাণে॥
নামেতে ঢালিছে বিষ করিছে অস্থির।
দেখ রে মাধাই ভাই কাঁপিছে শরীর॥
হরিনামে সুধা ঝরে শুনিবার পাই।
মোদেরে বিষের মত কেন লাগে ভাই॥
অজামিল নামে তরে কহিলা নিতাই।
তা হতে অধিক পাপী মোরা কি দু-ভাই॥
বুঝিনু রে এত দিনে বুঝিনু সকল।
পাপের পরশে হৈল অমৃত গরল॥
চল রে চল রে মাধা চল রে ত্বরায়।
লোটাইয়া পড়ি গিয়া দু-ভাইর পায়॥
মাইর খেয়ে দয়া করে দয়াল নিতাই।
এমন দয়াল দাতা কোথা দেখি নাই॥
কি করিবে ধনে জনে বিষয় বৈভবে।
মোদের পাপের ভাগী কেহ ত না হবে॥

গৌরাঙ্গ নিতাই ভজি পূর্ণ হবে কাম।
কাঙ্গালের ঠাকুর দোঁহে কহে নন্দরাম॥

৮৪ পদ। যথারাগ।

হরি বোল বোল রব কেন শুনি নদীয়ায়।
মাধা জেনে আয়, জেনে আয়, মাধা জেনে আয়॥ধ্রু॥
শচীর গৃহে জন্ম নিলেন গৌর গুণমণি।
সেই অবধি নবদ্বীপে শুনি হরিধ্বনি॥
শ্রীবাস বামনা বেটার নিজে জাতি নাই।
জাতিনাশা১ অবধুত ঘরে দিল ঠাঁই॥
শান্তিপুরের বুড়া গোসাঞী আগে ছিল ভাল।
পাগলের সঙ্গ ধৈরে সেও ত পাগল হৈল॥
নিতাই পাগল চৈতা পাগল আর এক পাগল অদে।
তিন পাগলে নৈদে মিলি রাধা ব'লে কাঁদে॥
যারে মাধা কাজিপাড়া আনগে কাজিগণ।
একেকালে ভেঙ্গে দিব সাধের২ সংকীর্ত্তন॥
চল সকলে একই কালে বামনাপাড়া৩ যাই।
শ্রীবাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গঙ্গাতে ভাসাই॥

৮৫ পদ। রামকেলি।

নবদ্বীপে শুনি সিংহনাদ।
সাজল বৈষ্ণবগণ করি হরি-সংকীর্ত্তন
মূঢ়মতি গণিল প্রমাদ॥ ধ্রু॥
গৌরচন্দ্র মহারথী নিত্যানন্দ সারথি৪
অদ্বৈত যুদ্ধে আগুয়ান।
প্রেমডোরে ফাঁস করি বাঁধিল অনেক অরি
নিরন্তর গর্জ্জে হরিনাম॥
শ্রীচৈতন্য করে রণ কলি-গজে আরোহণ
পাষণ্ডদলন বীর-রাণা।
কলিজীব তরাইতে আইলা প্রভু অবনীতে
চৌদিকে চাপিয়া৫ দিল থানা॥

১। কোথাকার। ২। হরি। ৩। নবদ্বীপে। ৪। সেনাপতি।
৫। বেড়িয়া—পাঠান্তর।

উত্তম অধম জন সবে পাইল প্রেমধন
নিতাই-চৈতন্ত-কৃপালেশে।
সম্মুখে শমন দেখি কৃষ্ণদাস বড় দুখী
না পাইয়া প্রেমের উদ্দেশে॥

৮৬ পদ। মঙ্গল।

হরি হরি মঙ্গল ভরল ক্ষিতিমণ্ডল
রসময় রতন পসার।
নিজগুণ-কীর্ত্তন প্রেমরতন ধন
অনুখন করু পরচার॥
নাচত নটবর গৌরকিশোর।
অনুখন ভাবে বিভাবিত অন্তরে
প্রেম সুখের নাহি ওর॥ধ্রু॥
কুন্দন কনয় বিরাজিত কলেবর
বিহি সে করল নিরমাণ।
মুরছিত মনমথ অঙ্গহি অঙ্গ কত
রূপ দেখি হরল গেয়ান॥
যাকর ভজন শিব চতুরানন
করু মন মরম সন্ধান।
হেন নাম হার যতন করি গাঁথই
পণ্ডিত জনেরে করে দান॥
অন্ধকার কূপে মগন দেখিয়া জীব
নবদ্বীপে পহুঁ পরকাশ।
প্রেম-রতন ধন জগ ভরি বিতরণ
বঞ্চিত বলরাম দাস॥

৮৭ পদ। শ্রীমল্লার।

গোবিন্দ মাধব শ্রীনিবাস রামানন্দে।
মুরারি মুকুন্দ মিলি গায় নিজবৃন্দে॥
শুনিয়া পূরব গুণ উনমত হৈয়া।
কীর্ত্তন-আনন্দে পহুঁ পড়ে মুরছিয়া।
কিয়ে অপরূপ কথা কহনে না যায়।
গোলোকনাথ হৈয়া ধূলায় লোটায়॥
ভাবে গরগর চিত গদাধর দেখি।
কাঁদিয়া আকুল পহুঁ ছল ছল আঁখি॥
শ্রীপাদ বলি পহুঁ ধরণী পড়ি কাঁদে।
বুঝিয়া মরম কথা কাঁদে নিত্যানন্দে॥
দেখিয়া ত্রিবিধ লোক ১ কাঁদে গোরারসে।
এ সুখে বঞ্চিত ভেল বলরাম দাসে॥

৮৮ পদ। মঙ্গল।

শ্রীবাস-অঙ্গনে বিনোদ বন্ধনে নাচত গৌরাঙ্গ রায়।
মনুজ দৈবত পুরুষ যোষিত সবাই দেখিবার ধায়॥ ধ্রু॥
ভকতমণ্ডল গায়ত মঙ্গল বাজত খোল করতাল।
মাঝে উনমত নিতাই নাচত ভাইয়ার ভাবে মাতোয়াল
গরজে পুন পুন লম্ফ ঘন ঘন মল্লবেশ ধরি নাচই।
অরুণলোচনে প্রেম বরিখয়ে অবনীমণ্ডল সিঞ্চই॥
ধরণীমণ্ডল প্রেমে বাদল করল অবধূত চাঁদ।
না জানে দশ চারি সবাই নর নারী ভুবন রূপ হেরি কঁ
শান্তিপুরনাথ গরজে অবিরত দেখিয়া প্রেমের বিকার।
ধরিয়া শ্রীচরণ করয়ে রোদন পণ্ডিত শ্রীবাস উদার॥
মুকুন্দ কুতূহলি কাঁদয়ে ফুলি ফুলি ধরিয়া গদাধর কোর
নয়নে বহেপ্রেম ঠাকুর অভিরাম সঘনে ভাইয়া ভাইয়া বে
না জানে দিবানিশি প্রেমরসে ভাসি সকল সহচরবৃন্দ।
বৃন্দাবন দাস প্রেম পরকাশ নিতাই চরণারবিন্দ॥

৮৯ পদ। পাহিড়া।

নাচে বিশ্বম্ভর বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ভাগিরথীতীরে তীরে।
যার পদধূলি হই কুতূহলি অনন্ত ধরেন শিরে॥
অপূর্ব্ব বিকার নয়নে সুধার হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি।
হাসিয়া হাসিয়া শ্রীভুজ তুলিয়া বলে হরি হরি-ধ্বনি॥
মদন সুন্দর গৌর-কলেবর দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর চিকুরে মালা মনোহরে যেন দেখি পাঁচ বাণ॥
চন্দনচর্চ্চিত শ্রীঅঙ্গ শোভিত গলে দোলে বনমালা।
ঢুলিয়া পড়য়ে প্রেমে স্থির নহে আনন্দে শচীর বালা॥
কাম-শরাসন ভ্রূযুগ পত্তন ভালে মলয়জ বিন্দু।
মুকুতা দশন শ্রীযুত বদন প্রকৃতি করুণাসিন্ধু॥
ক্ষণে শত শত বিকার অদ্ভুত কত করিব নিশ্চয়।
অশ্রু কম্প ঘর্ম্ম পুলক বৈবর্ণ্য জানি কতেক হয়॥

১। উত্তম, মধ্যম, অধম।

ত্রিভঙ্গ হইয়া কবহুঁ বাহিয়া অঙ্গুলী মুরলী বায়।
জিনি মত্তগজ চলই সহজ দেখি নয়ান জুড়ায়॥
অতি মনোহর যজ্ঞসূত্রধর সদয় হৃদয় শোভে।
যে বুঝি অনন্ত হই গুণবন্ত রহিলা পরশ লোভে॥
নিত্যানন্দচাঁদ মাধব-নন্দন শোভা করে দুই পাশে।
যত প্রিয়গণ করয়ে কীর্ত্তন সবা চাহি চাহি হাসে॥
যাহার কীর্ত্তন করি অনুক্ষণ শিব দিগম্বর ভোলা।
সে প্রভু বিহরে নগরে নগরে করিয়া নর্ত্তনখেলা।
যে করয়ে বেশ যে অঙ্গ যে কেশ কমলা লালসা করে।
সে প্রভু ধূলায় গড়াগড়ি যায় প্রতি নগরে নগরে॥
যেই দিকে চায় বিশ্বম্ভর রায় সেই দিকে প্রেমে ভাসে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ গায় বৃন্দাবন দাসে॥

৯০ পদ। পাহিড়া।

লক্ষ কোটী দীপে, চন্দ্রের আলোকে না জানি কি ভেল সুখে।
সকল সংসার, হরি বহি আর, না বোলই কার মুখে॥
অপূর্ব্ব কৌতুক, দেখি সর্ব্বলোক, আনন্দে হইল ভোর।
সবেই সবার, চাহিয়া বদন, বলে ভাই হরি বোল॥
প্রভুর আনন্দ, জানে নিত্যানন্দ, যখন যেরূপ হয়।
পড়িবার বেলে, দুই বাহু মেলে, যেন অঙ্গে প্রভু রয়॥
নিত্যানন্দ ধরি, বীরাসন করি, ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে।
বামকক্ষে তালি, দিয়া কুতুহলি, হরি হরি বলি হাসে॥
কপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে, মুঞি দেব নারায়ণ।
কংসাসুর মারি, মুঞি সে কংসারি, বলি ছলিয়া বামন॥
সেতুবন্ধ করি, রাবণ সংহারি, মুঞি সে রাঘব রায়।
করিয়া হুঙ্কার, তত্ত্ব আপনার, কহে চারি দিকে চায়॥
কে বুঝে সে তত্ত্ব, অচিন্ত্য মহত্ত্ব, সেই ক্ষণে কহে আন।
দন্তে তৃণ ধরি, প্রভু প্রভু করি, মাগয়ে ভকতি দান॥
মন যে করে, গৌরাঙ্গ সুন্দরে, সব মনোহর লীলা।
আপন বদনে, আপন চরণে, অঙ্গুলি ধরিয়া খেলা॥
বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর, সব নবদ্বীপে নাচে।
নবদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ গ্রাম, বেদে প্রকাশিব পাছে॥
মন্দিরা মৃদঙ্গ, শঙ্খাদি মোচঙ্গ না জানি কতেক বাজে।
হরি হরি ধ্বনি, চতুর্দ্দিকে শুনি, মাঝে শোভে দ্বিজরাজে॥

জয় জয় জয় নগরকীর্ত্তন, জয় বিশ্বম্ভর নৃত্য।
বিংশতি পদ গীত, চৈতন্যচরিত, জয় জয় চৈতন্যভৃত্য॥
যেই দিকে চায়, বিশ্বম্ভর রায়, সেই দিকে প্রেমে ভাসে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ, গায় বৃন্দাবন দাসে॥

—

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

(ভাবাবেশ ও প্রলাপ।)

১ পদ। পঠমঞ্জরী।

গদাধর মুখ হেরি কিবা উঠে মনে।
সোঙরি সে সব সুখ নিকুঞ্জ বৃন্দাবনে[১]॥
ঝুরয়ে সদাই মন সে গুণ শুনিয়া[২]।
হারাইল দুঃখী যেন পরশ-মণিয়া॥
হরি হরি বলে পহুঁ কাঁদিতে কাঁদিতে।
না জানি কাহার ভাব উপজিল চিতে॥
টলমল করয়ে সোনার বরণখানি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে লোটায় ধরণী॥
কহয়ে নয়নানন্দ গদাধর আগে।
এত পরমাদ হৈল কার অনুরাগে॥

২ পদ। সুহই।

ওরূপ সুন্দর গৌরকিশোর।
হেরইতে নয়ানে আরতি নাহি ওর॥
কর পদ সুন্দর অধর সুরাগ।
নব অনুরাগিণী নব অনুরাগ॥
লোল বিলোচন লোলত লোর।
রসবতী হৃদয়ে বান্ধল প্রেমডোর॥
পরতেক প্রেম কিয়ে মনমথরাজ।
কাঞ্চনগিরি কিয়ে কুসুম সমাজ॥
তছু প্রেম-লম্পট গৌরাঙ্গ রায়।
শিব শুক অনন্ত ধেয়ানে নাহি পায়॥

১। কাননে। ২। স্মরিয়া।

পুলক পটল বলইত সব অঙ্গ।
প্রেমবতী আলিঙ্গনে লহরী তরঙ্গ॥
তছু পদপঙ্কজে অলি সহকার।
কহল নয়নানন্দ চিত বিহার॥

৩ পদ। বালা ধানশী।

আওত পিরীতি মূরতিময় সাগর
অপরূপ পহুঁ দ্বিজরাজ।
নব নব ভকত ভকতি নব সুরতন
যাচত নটন সমাজ॥
ভালি ভালি নদীয়া বিহার।
সকল বৈকুণ্ঠ বৃন্দাবন সম্পদ
সকল সুখ সার॥ ধ্রু॥
ধনি ধনি অতি ধনি অব ভেল সুরধুনী
আনন্দে বহে রসধার।
স্নান পান অব- গাহ আলিঙ্গন
সঙ্গম কত কত বার॥
প্রতি পুর মন্দির প্রতি তরু কুল তল
প্রতিকুল বিপিন বিলাস।
কহে নয়নানন্দ প্রেমে বিশ্বম্ভর
সভাকার পূরল আশ॥

৪ পদ। বিভাস।

নিজ নামামৃতে পহুঁ মত্ত অনুক্ষণ।
পিয়ার সভারে নাম বিশেষে হীন জন॥
অতি অরুণিত আঁখি আধ আধ বোলে।
কান্দে উচ্চনাদে যারে তারে করে কোলে॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস।
খেনে বোলে মুই পহুঁ খেনে বোলে দাস॥ ধ্রু॥
খেনে মত্তসিংহ গতি খেনে ভাব স্তম্ভ।
খেনে ধরু ধরণী পাইয়া অঙ্গ সঙ্গ॥
খেনে মালসাট মারে অট্ট অট্ট হাসে।
খেনেক রোদন খেনে গদ গদ ভাষে॥
খেনে দেখি শ্যামসুন্দর তিরিভঙ্গ।
কানু দাস কহে কেবা বুঝে ওনারঙ্গ॥

৫ পদ। সুহই।

পুলকে পূরল তনু নিজ গুণ শুনি।
প্রেমে অঙ্গ গর গর লোটায় ধরণী॥
খেনে নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
গদাধর মুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া॥
খেনে মালসাট মারে খেনে বলে হরি।
রাধা রাধা বলি কান্দে ফুকারি ফুকারি॥
ললিতা বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস।
ধৈরজ ধরিতে নারে গোবিন্দ দাস॥

৬ পদ। শ্রীরাগ।

গোরা মোর দয়ার অবধি গুণনিধি।
সুরধুনীতীরে নদীয়া নগরে গৌরাঙ্গ বিহরে নিরবধি॥ধ্রু
ভুজযুগ আরোপিয়া ভকতের কান্ধে।
চলিতে না পারে গোরা হরিবোল বলিয়া কান্দে॥
প্রেমে ছল ছল নয়ানযুগল কত নদী বহে ধারে।
পুলকে পূরল সব কলেবর ধরণী ধরিতে নারে॥
সঙ্গে পারিষদ ফিরে নিরন্তর হরি হরি বোল বলে।
সখার কান্ধে ভুজ যুগ দিয়া হেলিতে দুলিতে চলে॥
ভুবন ভরিয়া প্রেম উথারিল পতিতপাবন নাম।
শুনিয়া ভরসা পরমানন্দের মনেতে না লয় আন॥

৭ পদ। কল্যাণী।

গোরা তনু ধূলায় লোটায়।*
ডাকে রাধা রাধা বলি গদাধর কোলে[১] ক
পীতবসন বংশী চায়॥ ধ্রু॥
ধরি নটবর বেশ সমুখে বাঁধিয়া[২] কে
তাহে শোভে ময়ূরের পাখা।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম করি[৩] সঘনে বোলয়ে হ
চাহে গোরা কদম্বের শাখা॥
শুনি বৃন্দাবনগুণ রসে উনমত
সখীবৃন্দ কোথা গেল হায়।

* "কি ভাব উঠিল মনে, কাঁদিয়া আকুল প্রেমে, সোনার অঙ্গ ধ
লোটায়।"—পাঠান্তর।

১। বামে। ২। হেলায়। ৩। ধরি।

তা বুঝিয়া রোষ১ বোধ প্রিয় সব পারিষদ
গৌরাঙ্গ বলিয়া গুণ গায়॥
কেহো২ বলে সাবধান না করিহ রসগান
উথলিলে না ধরে ধরণী৩।
নিজ মন৪ আনন্দে কহয়ে পরমানন্দে৫
কেবা দোহে ধরিবে পরাণি।৬

৮ পদ। পঠমঞ্জরী।

গদাধর অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ মিলাইয়া।
বৃন্দাবন-গুণ গান বিভোর হইয়া॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য নাহি জানে।
রাধার ভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখখানি॥
ত্রিভুবন দরবিত এ দোহার রসে।
না জানি মুরারিগুপ্ত বঞ্চিত কোন দোষে॥

৯ পদ। মল্লার।

গৌরাঙ্গ কৈকিল পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে॥
সুরধুনি দেখি পহুঁ যমুনার ভাণে।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে॥
পুরব আবেশে ত্রিভঙ্গ হয়ে।
পীতবসন আর মুরলী চাহে॥
প্রিয় গদাধর করিয়া কোলে।
কোথা ছিলা কোথা ছিলা গদ গদ বোলে॥
ভাব বুঝি পণ্ডিত রহে বাম পাশে।
না বুঝয়ে এই রঙ্গ নরহরি দাসে॥

১০ পদ। বালা ধানশী।

সজনি অপরূপ রূপ দেখসিয়া।
(ধ্রু)ব পরোক্ষ ভাব পরতেকে দেখ লাভ
সেই এই গোরা বিনোদিয়া॥ ধ্রু॥

সুগন্ধি চন্দন সার গন্ধ করবীর মাল
দোলমাল করে সদা জনু।
কত ফুলশর তায় মধুকর হৈয়া ধায়
ভাবে বিভোর গোরাতনু॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া রয় মোহন মুরলী ধায়
উভ করি চাঁচর চিকুর।
রাধা রাধা বলি ডাকে মালসাট মারে বুকে
বলে মুঞি সবার ঠাকুর॥
জাহ্নবী যমুনাভ্রম তীরে তরু বৃন্দাবন
নবদ্বীপে গোকুল মথুরা।
কহয়ে নয়নানন্দ সেই সখা সখীবৃন্দ
বরণখানি কার ভাবে গোরা॥

১১ পদ। তুড়ী।

কি ভাব উঠিল মনে কান্দিয়া আকুল কেনে
সোনার অঙ্গ ধূলায় লোটায়।
ক্ষণে ক্ষণে বৃন্দাবন করে গোরা সোঙরণ
ললিতা বিশাখা বলি ধায়॥
রাধাভাব অঙ্গে করি রাধার বরণ ধরি
রাধা বিনা আর নাহি ভায়।
সুরধুনী তীরে বন দেখি মনে বৃন্দাবন
যমুনা পুলিন বলি ধায়॥
রাধিকা রাধিকা বলি ভূমে যায় গড়াগড়ি
রাধা নাম জপয়ে সদায়।
প্রেমরসে হৈয়া ভোরা সংকীর্ত্তন মাঝে গোরা
রাধা নাম জীবেরে বুঝায়॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া গোরা দু-নয়নে প্রেমধারা
পীতবসন বংশী চায়॥
প্রেমধন অনুক্ষণ দান করে জনে জন
এ লোচন দাস গুণ গায়॥

১২ পদ। সুহিনী।

কি বলিব বিধাতারে এ দুঃখ সহায়।
গোরামুখ হেরি কেনে পরাণ না যায়॥

১। রস। ২। অবধূত। ৩। পরাণি। ৪। সনের। ৫। কহে রামানন্দে।
৬। প্রেমের সাগর গৌরমণি।

মলিন বদনে বসি আঁখিযুগ ঝরে।
আকাশ-গঙ্গার ধারা সুমেরুশিখরে॥
ক্ষণে মুখ শির ঘসে ক্ষণে উঠি ধায়।
অতি দুরবল ভূমে পড়ি মুরছায়॥
নাসায় নাহিক শ্বাস দেখি সব কাঁদে।
চৈতন্যদাসের হিয়া থির নাহি বাঁধে॥

১৩ পদ। শ্রীগান্ধার।

গদাধর নরহরি করে ধরি গৌরহরি
প্রেমাবেশে ধরণী লোটায়।
কহিলে না হয় তহুঁ ফুকরি ফুকরি পহুঁ
বৃন্দাবিপিন গুণ গায়॥
নিজ লীলা নিধুবন সোঙরিয়া উচাটন
কাঁকে পহুঁ যমুনা বলিয়া
নয়ানে বহিছে কত সুরধুনী ধারা মত
দর দর শ্রীবুক বাহিয়া॥
সুবলের শুদ্ধ সখ্য বৃন্দাদেবীর প্রিয়বাক্য
ললিতার ললিত সুলেহ।
বিশাখার প্রেমকথা সোঙরি মরমে ব্যথা
কহি কহি না ধরয়ে দেহ॥
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বরী কাঁহা গোবর্দ্ধনগিরি
কাঁহা মোর বংশী পীতবাস।
প্রেমসিন্ধু উথলিল জগত ভরিয়া গেল
না বুঝিল যদুনাথ দাস॥

১৪ পদ। গৌরী।

সোনার বরণ গোরা প্রেম-বিনোদিয়া।
প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদীয়া॥
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবনগুণ শুনে মগন হইয়া॥
রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মুরছিয়া।
শিবানন্দ কাঁদে পহুঁর ভাব না বুঝিয়া॥

১৫ পদ। মঙ্গল।

শ্রীদাম সুবল সঙ্গে যে রস করিনু রঙ্গে
বলি পহুঁ করে উতরোল।
মুরলী মুরলী করি মুরছিত গৌরহরি
পড়ে পহুঁ গদাধর কোল॥
রাসরস বৃন্দাবন প্রিয় সখা সখীগণ
উপজয়ে প্রেমতরঙ্গ।
বাসুঘোষ রামানন্দ শ্রীবাস জগদানন্দ
নাচে পহুঁ নরহরি সঙ্গ॥
রাধাভাবে বিভোরা বরণ হইল গোরা
রাধা নাম জপে অনুক্ষণ।
ললিতা বিশাখা বলি পহুঁ যান গড়াগড়ি
কাঁহা মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
কাঁহা যমুনার তট কাঁহা মোর বংশীবট
বলি পুন হরল চেতন।
এ দীন গোবিন্দ ঘোষে না পাওল লব লেশে
ধিক্ রহুঁ এ ছার জীবন॥

১৬ পদ। কামোদ।

কাঁচা কাঞ্চন মণি গোরারূপ তাহে জিনি
ডগমগি প্রেমের তরঙ্গ॥
ও নব কুসুমদাম গলে দোলে অনুপাম
হিলন নরহরি অঙ্গ॥
বিহরই পরম আনন্দে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে যমুনা পুলিন রঙ্গে
হরি হরি বোলে নিজবৃন্দে॥ ধ্রু॥
ভাবে অবশ তনু পুলক কদম্ব জনু
গরজই যৈছন সিংহে।
নিজ প্রিয় গদাধর ধরিয়াছে বাম কর
নিজ গুণ গাওই গোবিন্দে॥
ঈষত অধরে পহুঁ লহু লহু হাসত
বোলত কত অভিলাষে।
সোঙরি সে-সব খেলা বৃন্দাবন রসলীলা
কি বলিব বাসুদেব ঘোষে॥

১৭ পদ। বরাড়ী।

কান্দয়ে মহাপ্রভু গদাধর সঙ্গে।
পহিলহি পূরব পিরীতি পরসঙ্গে॥
সোঙরি সে সব সুখ নিকুঞ্জ কাননে।
উপজল দুহুঁ প্রেমভাব মনে মনে॥
সুগন্ধি চন্দন মালা তুলসী দুর্ব্বা লৈয়া।
দুহুঁ দুহুঁ সম্ভাষণে মিলল আসিয়া॥
হাসি হাসি পরশি পরশি করু কোর।
দুহুঁ রসে ভাসল না বুঝিলুঁ ওর॥
না জানি পুরুষ নারী না জানি ভকত।
দোঁহার আবেশে তিন লোক উনমত॥
কহয়ে নয়নানন্দ নিগূঢ় বিচার।
অমিয়া পুতলি যেন অমিয়া আকার॥

১৮ পদ। কেদার।

গোর গদাধর দুহুঁ তনু সুন্দর
অপরূপ প্রেমবিথার।
দুহু দুহুঁ হরষে পরশে যব বিলসয়ে
অমিয়া বরিখে অনিবার॥
দেখ দেখ অপরূপ দুহুঁ জন লেহ।
কো অছু ভাব প্রেমময় চাতুরী
নিমজিয়া পাওব থেহ॥ ধ্রু॥
করে করে নয়নে নয়নে যোই মাধুরী
সো সব কি বুঝব হাম।
অপরূপ রূপ হেরি তনু চমকাইত
অখিল ভুবনে অনুপাম॥
অমিয়া পুতলী কিয়ে রসময় মূরতি
কিয়ে দুহুঁ প্রেম আকার।
হেরইতে জগজন তনু মন ভুলয়ে
যদু কিয়ে পাওব পার॥

১৯ পদ। ভাটিয়ারি।

ভাবাবেশে গোরাচাঁদ বিভোর হইয়া।
ক্ষণে ডাকে ভাইয়া শ্রীদাম বলিয়া॥
ক্ষণে ডাকে সুবলেরে ক্ষণে বসুদাম।
ক্ষণে ডাকে ভাই মোর দাদা বলরাম॥
ধবলী শাঙলী বলি করয়ে ফুকার।
পূরল পুলকে অঙ্গ বহে প্রেমধার।
কালিন্দী যমুনা বলি প্রেমজলে ভাসে।
পুরুব পড়িল মনে কহে বংশীদাসে॥

২০ পদ। কানড়া।

কনক পূর্ণ চাঁদে কামিনীমোহন ফাঁদে
মদনের মদগর্ব্বচূর্ণ।
মৃদু মৃদু আধ ভাষা ঈষৎ উন্নত নাসা
দাড়িম্বকুসুম জিনি বর্ণ॥
করে নয়নারবিন্দে পুষ্পক নামক রন্ধ্রে
তারক ভ্রমর হরষিত।
গভীর গর্জ্জন কভু কভু বলে হাহা প্রভু
আপাদমস্তক পুলকিত।
প্রেমে না দেখিয়া বাট ক্ষণে মারে মালসাট
ক্ষণে কৃষ্ণ বলে ক্ষণে রাধা।
নাচয়ে গৌরাঙ্গ রায় সবে দেখিবার যায়
কর্ম্মবন্ধে পড়ি গেল বাধা॥
পাই হেন প্রেমধন নাচয়ে বৈষ্ণবগণ
আনন্দ-সাগরে নাহি ওর।
দেখিয়া মেঘের মেলি চাতক করিয়া কেলি
চাঁদ দেখি যৈছন চকোর॥
প্রেমে মাতোয়াল গোরা জগত করিল ভোরা
পাইল সব জীবন আশ।
জড় অন্ধ মূক মাত্র সভে ভেল প্রেমপাত্র
বঞ্চিত এ বৃন্দাবন দাস॥

২১ পদ। কামোদ।

প্রভু বিশ্বম্ভর প্রিয় পরিকর
প্রতি কহে শুন স্বপন-কথা।
কি বা সে নির্ম্মিত অতি সুশোভিত
তালধ্বজ রথ আইল এথা॥

দেখিনু সুন্দর দীঘ কলেবর
পুরুষ এক কি উপমা তাহে।
এক কর্ণে কিবা কুণ্ডল সে গ্রীবা
কিবা মুখশশী ভুবন মোহে॥
কালকুম্ভ হাতে নীলবস্ত্র মাথে
নীলবাস পরিধান সুছাঁদে।
চৌদিকে নেহালে হেলি দুলি চলে
সে ভঙ্গীতে কেবা ধৈরজ বাঁধে॥
মোর নাম ধরি পুছে বেরি বেরি
বুঝি হলধর গমন কৈলা।
এত কহি নর- হরি প্রভু বর
বলরাম ভাবে বিভোল হৈলা॥

২২ পদ। মালবশ্রী।

আজু শঙ্করচরিত শুনি শচীতনয় শঙ্কর ভেল।
রজত-গিরি জিনি, জ্যোতি ডগমগ, জগতধৃতি হরি নেল॥
ভসম ভূষিত, অঙ্গ ভঙ্গিম, অনঙ্গমদহরহারী।
রুচির কর গাহি, শৃঙ্গ বায়ত ডুমুর রব রুচিকারী॥
লোল ললিত ত্রিলোচনাঞ্চল, লসত বয়ন ময়ঙ্ক।
গণ্ডমণ্ডল বিমল মৃদুতর, ভালে ভুরুযুগ বঙ্ক॥
বিপুল পন্নগ ভূষণাম্বর, চরম পরম উজোর।
শিরসি মঞ্জু জটালটপট ভর, পেখি নরহরি ভোর॥

২৩ পদ। তুড়ী।

নাচেরে ভালি গৌরকিশোর রঙ্গিয়া।
হেম কিরণিয়া গৌরসুন্দর তনু
প্রেম ভরে ভেল ডগমগিয়া॥ধ্রু॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন যমুনা পুলিন বন
সোঙরি সোঙরি পড়ে ঢুলিয়া।
মুরলী মুরলী বলি ঘন ঘন ফুকারই
রহল মুরলী মুখ হেরিয়া॥
রাধার ভাবে গোরা রাধার বরণ ভেল
রাধা রাধা বয়নক ভাষ।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া প্রিয় গদাধর বামে রহে
কহে নয়নানন্দ দাস॥

২৪ পদ। গান্ধার।

হরি হরি গোরা কেন কাঁদে।
নিজ সহচরগণ পুছই কারণ
হেরই গোরা মুখচাঁদে॥ ধ্রু॥
অরুণিত লোচন প্রেম ভরে ভেল ঢুন
ঝর ঝর ঝরে প্রেমবারি।
যৈছন শিথিল গাঁথল মোতিম ফল
খসয়ে উপরি উপরি॥
সোঙরি বৃন্দাবন নিশ্বাসই পুন পুন
আপনার অঙ্গ নিরখিয়া।
দুই হাত বুকে ধরি রাই রাই করি
ধরণী পড় মুরছিয়া॥
তঁহি প্রিয় গদাধর ধরিয়া করিল কোর
কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া।
পুনঃ অট্ট অট্ট হাসে জগজনমন তোষে
বাসুঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া॥

২৫ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গ সুন্দর, প্রেমে গর গর, ভ্রময়ে যমুনাতীরে।
কৃষ্ণদাস সহ, পূরুব রভস, ধাম দেখিয়া ফিরে॥
দেখিতে দেখিতে উনমত চিতে, ভ্রমিতে মোহন বন।
কৃষ্ণদাস কহে, হের কালিদহ, আগে কর দরশন॥
এই ত কদম্ব তরুর উপরে, চড়িয়া দিলেন ঝাঁপে।
এথা শিশুকুল, কাঁদিয়া আকুল, সুরগণ হেরি কাঁপে॥
ব্রজপুরে কত দেখি উৎপাত, যতেক ব্রজের বাসী।
নন্দ যশোমতি, হৈয়া উনমতি, কাঁদিয়া এথায় আসি॥
গোপ-গোপীগণ, করয়ে রোদন, লোটাঞা অবনী মাঝ।
ব্রজবাসিকুল, হেরিয়া আকুল, উঠিলা নাগররাজ॥
এ কথা শুনিয়া, বিভোর হইয়া, পড়িলা গৌরহরি।
পুলকে পূরিল সব কলেবর, ভূমে যায় গড়াগড়ি॥
কাঁহা মোর মাতা, শ্রীদামাদি সখা, কাঁহা মোর গোপীগ
ইহা বলি কাঁদে, থির নাহি বাঁধে, মাধব আকুল মন॥

২৬ পদ। যথারাগ।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে গোরা যমুনার কূলে।
কৃষ্ণদাস কোলে করি ভাসে প্রেমজলে॥
কৃষ্ণদাস বোলে হের দেখ নন্দঘাট।
বরুণে হরিয়া নন্দ নিল নিজপাট॥
পিতার উদ্দেশে কৃষ্ণ জলে প্রবেশিলা।
গোপ-গোপীগণ মেলি কাঁদিতে লাগিলা॥
শুনি গোরাচাঁদের ধারা বহে দুনয়নে।
সে ভাবাবিষ্ট হৈয়া কাঁদেন আপনে॥

২৭ পদ। কামোদ।

ছল ছল চারু নয়ানযুগল কত নদী বহে ধারে।
পুলকে পূরল, গোরা কলেবর ধরণী ধরিতে নারে॥
পহুঁ করুণাসাগর গোরা।
ভাবের ভরেতে, অঙ্গ টলমল, গমনে ভুবন ভোরা॥ধ্রু॥
ক্ষণে ক্ষণে কত করুণা করিয়া গরজে গভীর নাদে।
অধম দেখিয়া আকুল হৃদয়, ধরিয়া ধরিয়া কাঁদে॥
চরণকমল, অতি সুচঞ্চল, অথির তাহার রীত।
বদনকমলে, গদ গদ স্বরে, গায় রাসকেলি গীত॥
আহা আহা করি ভুজযুগ তুলি, বোলে হরি হরি বোল।
রাধা রাধা বলি, ডাকে উচ্চ করি, দেই গদাধরে কোল॥
মুরলী মুরলী থেনে থেনে বুলি স্বরূপ মুখ নেহারে।
শিখিপুচ্ছ বলি, উঠে ফুলি ফুলি, যদু কি বুঝিতে পারে॥

২৮ পদ। আভিরী।

কীর্ত্তনলম্পট ঘন ঘন নাট।
চলইতে আঁখি জলে না হেরই বাট॥
সুন্দর গৌরকিশোর।
পূরব পীরিতি রসে ভৈগেল ভোর॥
বলিতে না পারে মুখে অধিক বাণী।
চলিতে ধরয়ে দাস গদাধরপাণি॥
অরুণ চরণতল না বাঁধয়ে থেহ।
কিবা জল কিবা থল কিবা বন গেহ।
জপে হরি হরি নাম আলাপে আভিরী॥
সুমাধুরী করযুগে কিবা ভঙ্গী করি॥

কি লাগিয়া কিবা করে কেবা জানে ওর।
পতিত দুর্গত দেখি ধরি দেয় কোর॥
অজ ভব আদি দেব পদে করি নতি।
যদু কহে কৃপা বিনে কে জানিবে মতি॥

২৯ পদ। তুড়ী—কন্দর্প তাল।

হেম সঞে রতি গোরা সুমধুর হাস থোরা
জগজন নয়ন আনন্দ।
পীরিতি মূরতি কিয়ে রূপ স্বরূপ ধর
ঐছন প্রতি অঙ্গ বন্ধ॥
আজু কিয়ে নবদ্বীপ চন্দ।
কামিনী কাজ কলিত তছু মানস
গতি অছু গজ জিনি মন্দ॥ধ্রু॥
মাঝ দিনহি পুন বসনে আবৃত তনু
কহ কহি পুজব সুর।
পুলক ঘাম স্বরভঙ্গ অনুপাম
নয়নহি জল পরিপূর॥
বাম ভুজহি বসনে মুখ ঝাঁপই
বাম নয়নে ঘন চায়।
রাধামোহন দাস চিতে অভিলাষই
সোই চরণ জনু পায়॥

৩০ পদ। বিভাস।

সহজে গৌর প্রেমে গর গর, এ রাঙ্গা যুগল আঁখি।
দামিনী সহিতে, সুন্দর জলদে, অরুণ কিরণ দেখি॥
উঠিল ভাবের তরঙ্গের রঙ্গ, সম্বরি না পারি চিতে।
কহে কি লাগিয়া কিবা সাজাইয়া কেন কৈল হেন রীতে॥
এ রাধামোহন কহে বৃষভানুসুতা রসে ভেল ভোর।
হেন ছলে বলে, উদ্ধারে সকলে, কিছু না হইল মোর॥

৩১ পদ। মল্লার।

ভাবহি গদ গদ কহত শচীসুত
কো ইহ আনন্দ ধাম।
নীল উতপল নিন্দি কলেবর
অপরূপ মোহন শ্যাম॥

সজনি, অদভুত প্রেম উন্মাদ।
ঐছন নব ভাব দেখি ভকত সব
ভাবহি করত বিষাদ ॥ ধ্রু॥
ক্ষণে ক্ষণে রোয়ত ক্ষণে ক্ষণে হাসত
বিপুল পুলক ভরুভঙ্গ অঙ্গ।
নয়নক নীর ঢরকত ঝর ঝর
যৈছন গঙ্গাতরঙ্গ ॥
অনিমিখ নয়নেহি নীরখই দশদিশ
ছোড়ত দীর্ঘ নিশ্বাস।
যাচে রাধামোহন সো পদ অনুক্ষণ
হোয় জনু বড় অভিলাষ ॥

৩২ পদ। মল্লার—সমতাল।

হোরে দেখ নব নব গৌরাঙ্গ মাধুরী
রূপে জিতল কোটি কাম।
অঙ্গহি অঙ্গ ঘামকুল সঞ্চরু
যৈছন মোতিম দাম ॥
নয়নহি নীরবহ কম্পই থির নহ
হাস কহত মৃদু বাত।
কো জানে কি ক্ষণে ঘর সঞে আয়লু
ঠেকি গেনু শ্যামের হাত ॥
বেশক উচিত দান কভু না শুনিয়ে
কাহা শিখলি অবিচার।
বুঝি দেখি নিরঞ্জন গোবর্দ্ধন লুটবি
তুঁহু বাট পার ॥
কো ইহ ভাব ভরহি ভরমাইত
কিঙ্কর পাটল আঁখি।
রাধামোহন কিয়ে আনন্দে ডুবব
ও রস মাধুরী দেখি ॥

৩৩ পদ। কামোদ।

হের দেখ সজনি গৌরাঙ্গের অকুল নদী যেন ঝরয়ে নয়ান।
কোই ভাবে ভাবিত, অন্তর হেরি হেরি, ঝুরয়ে পরাণ ॥
সজনি ক্ষণে কহই বাত।
ঐছন তন্ত্র মন্ত্র পড়ত কেহ যৈ জানে নহে পরভাত ॥ ধ্রু ॥
তাক বিচ্ছেদ হাম, সহই না পারব, নিকষয়ে পাপ-পরাণ।
কি করব কৈছনে, ইহ দুখ মিটব, তুরিতে করহ বিধান ॥
এত শুনি ভকতগণ কাঁদহি তহি করব অনুবাদ।
রাধামোহন দীন, কিছুই না জানত, অতয়ে যে করত বিষাদ ॥

৩৪ পদ। শ্রীরাগ।

যোমুখ জিতিল কমল অতি নিরমল
সোঅব হেরিসে মৈলান।
যোবর অধর বিম্বফল নিন্দল
তছু রাগ হেরি আন ভাণ ॥
গৌরাঙ্গ দেখিতে ফাটে প্রাণ।
বিরহক তাপে লুঠত সতত মহী
নিরবধি ঝুরয়ে নয়ান ॥ ধ্রু ॥
কাঞ্চন বরণ মলিন হেন হেরইতে
মঝু হিয়া বিদরিয়া যায়।
কহ সই যুকতি যাহে পুন গৌরক
বিরহক তাপ পলায় ॥
যৈছন ভাতি ভকতগণ অনুভাবি
করতহি বিরহ হুতাশ।
নবদ্বীপচাঁদক ভাবহি ঐছন
কহ রাধামোহন দাস ॥

৩৫ পদ। কামোদ।

আজুক প্রাতর কাঁদি শচীনন্দন, কহতহি গদ গদ বাত।
হেরে দেখ অকুর, লেই চলু প্রাণপতি, অবুধ গোপকুল সাথ
সজনি কঠিন পরাণ নাহি যায়।
হেরইতে ও মুখ, নিমিখ দেই দুখ, সো অব বহু অন্তরায় ॥ ধ্রু
কি করব গুরুজন, আর যত দুরজন, বারহ নাহ আগোরি
ঐছন ভাতি কহই গৌরাঙ্গ পহুঁ, তৈখন পড়ল হি ভোরি
নয়নক নীর বহই জনু সুরধুনী, ঐছন হোয়ত ভাণ।
রাধামোহন কাঠ কঠিন মতি ও রস যতি করু গান ॥

৩৬ পদ। সুহই।

আজু শচীনন্দন নব বিরহিণী জনু
রহি রহি রোয় অনিবার।

কহে মঝু বল্লভ কো হরি নেওল
হিয়া গেহ করু আঁধিয়ার ॥
আহা কানু যব ছোড়ি গেল।
কাহে এ পাষাণ হিয়া ফাটি নাহি গেও তব
কাহে মঝু মরণ না ভেল ॥ ধ্রু ॥
যছুকা গরবে হাম গরবিনী গোকুলে
সো যদি বিছুরল মোহে।
বিনু নবঘন-জল আন নীরে কো ফল
চাতক পিয়ব বারি কাহে ॥
চাঁদ চন্দিমা লাগি চকোরিণী আকুলি
রাহু যদি গরাসল চাঁদে।
চকোরিণী পিয়াস তবে কাহে মিটব
কাহে সোই হিয় থির বাঁধে ॥
যদি প্রাণপিয় মোহে ছোড়ি গেও মধুপুর
হাম কাহে জীয়ব জীয়ে।
কহ রাধামোহন পহুঁ সঙ্গে তেজব
এ পরাণ কালকূট কিয়ে ॥

৩৭ পদ। ধানশী।

মুখলাবণি, হেরি কত কামিনী হেরই মদন আগোর।
অব বরজক, রমণী-শিরোমণি, নব নব ভাবে বিভোর ॥
অপরূপ গোরা অবতার।
। প্রেমধনে, বিতরই জগজনে, তারল সকল সংসার ॥ ধ্রু॥
দ কহত, মোহে যদি নিকরুণ নাগর করুণা অসীম।
ল রসামৃত সকল সুধাকর, বিদগধ গুণগরীম ॥
কহি তৈখনে, করল প্রিয়ক ফেরি, দশমী দশা পরকাশ।
ভকত সব, উচ্চ হরি বোলত, কহ রাধামোহন দাস ॥

৩৮ পদ। গুর্জ্জরী।

পুরবহি শচীসুত ভাবহি উনমত
দেখলু কত কত বেরি।
এবে দিনে দিনে পুন নব শত গুণ
বাঢ়ল অব হাম হেরি ॥
সজনি কোই না পাওই ওর।
হের দেখ শ্যাম কহই পুন তৈখনে
ভূতলে পড়লহি ভোর ॥ ধ্রু॥

মধুর ভকতগণ ভাবি বেয়াকুল
যব হরি বোলয়ে কানে।
তবহি পুলকাকুল তনু মাহা উয়ল
থির ভেল সকল পরাণে ॥
ঐছন ভাব রতন পুন পূরল
কাহুক কহি নাহি দেখি।
কাঠ পুতুল জনু কুহুকে নাচাও ত
ঐছে রাধামোহন পেখি ॥

৩৯ পদ। গান্ধার।

হরি হরি গোরা কেন কাঁদে।
না জানি ঠেকিলা পহুঁ কার প্রেমফাঁদে ॥
তেজিয়া কালিন্দীতীর কদম্ববিলাস।
এবে সিন্ধুতীরে কেন কিবা অভিলাষ ॥
যে করিল শতকোটি গোপী সঙ্গে রাস।
এবে সে কাঁদয়ে কেন করিয়া সন্ন্যাস ॥
যে আঁখিভঙ্গীতে কত অনঙ্গ মূরছে।
এবে কত জলধারা বাহিয়া পড়িছে ॥
যে মোহন চূড়াফাঁদে জগত মোহিত।
সে মস্তক কেশশূন্য অতি বিপরীত ॥
পীতবাস ছাড়ি কেন অরুণ বসন।
কাল রূপ ছাড়ি কেনে গৌর বরণ ॥
কহে বলরাম দাস না জানি কারণ।
তাহার কারণ কিবা যাহার বরণ ॥

৪০ পদ। বরাড়ী।

আপনার গুণ শুনি আপনা পাসরে।
অরুণ অম্বর খসে তাহা না সম্বরে ॥
নাহি দিগ বিদিক্ নাহি নিজ পর।
ধরিয়া ধরিয়া কাঁদে পতিত পামর ॥
শ্রীদাম বলিয়া পহুঁ মাগে পদধূলি।
ভূমে পড়িয়া কাঁদে নিতাই ভাই বলি ॥
প্রিয় গদাধর কাঁদে রায় রামানন্দে।
দেখিয়া গৌরাঙ্গমুখ থির নাহি বাঁধে ॥
কাঁদে বাসু শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি।
আনন্দে চলয়ে সেহ বাল বৃদ্ধ নারী ॥

হেন অবতার ভাই কোথাও না দেখি।
ভুবন মগন সুখে কাঁদে পশু পাখী॥
অন্ধ বধির জড় সবে আনন্দিত।
বলরাম দাস মাত্র এ রসে বঞ্চিত॥

৪১ পদ। শ্রীরাগ।

আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধীরে চলে।
ভাবভরে গর গর আঁখি নাহি মেলে॥
নাচে পহুঁ রসিক সুজান।
যার গুণে দরবয়ে দারু পাষাণ॥
পূরুব চরিত যত পীরিতি কাহিনী।
শুনি পহুঁ মূরছিত লোটায় ধরণী॥
পতিত হেরিয়া কাঁদে নাহি হয় থির।
কত শত ধারা বহে নয়নের নীর॥
পুলকে মণ্ডিত কিবা ভুজযুগ তুলি।
লুলিয়া লুলিয়া পড়ে হরি হরি বলি॥
কুলবতীর ঝুরে মন ঝুরে দুটি আঁখি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে বনের পশু পাখী॥
যার প্রেমে গৃহবাসী ছাড়ে গৃহসুখ।
বলরাম দাস সবে একলে বিমুখ॥

৪২ পদ। ধানশী-দশকুশী।

ভাবাবেশে গৌরকিশোর।
স্বরূপের মুখে শুনি মানলীলা দ্বিজমণি
ভাবিনীর ভাবেতে বিভোর॥ধ্রু॥
রাধাকুণ্ড রাধাকুণ্ড বলি নাচে ভুজদণ্ড
প্রেমধারা বহে দুনয়নে।
না বুঝি ভাবের গতি ধীরে ধীরে করে গতি
গজরাজ জিনিয়া গমনে॥
যাইয়া যমুনাতটে বসি জলসন্নিকটে
ভাবনা করয়ে মনে মনে।
সে ভাবতরঙ্গ হেরি কিছুই বুঝিতে নারি
রহিয়াছে হেট শ্রীবদনে॥
বাসুদেব ঘোষ ভণে অনুভব যার মনে
রসিকে জানয়ে রসমর্ম্ম।
অনুভব নাহি যার বেদ্য নাহি হয় তার
বৃথা তার হইল এ জন্ম॥

৪৩ পদ। শ্রীরাগ—বড় দশকুশী।

কি জানি কি ভাবে গোরা গৌরীদাসে ধরি।
অবশ হইল অঙ্গ বলিয়া কিশোরী॥
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধুনীধারা বহে অরুণ নয়নে॥
তুমি হে পরম সখা পরম সুহৃৎ।
আমার মনের কথা তোমাতে বিদিত॥
রাধা রাধা বলি প্রেমে হইনু বিকল।
রাধারে আনিয়া মোরে দেখা রে সুবল॥
এ রাধামোহন দাস প্রেমময় ভায।
গোপত গৌরাঙ্গ-লীলা হইল প্রকাশ॥

৪৪ পদ। শ্রীরাগ—বড় দশকুশী।

রাধা বলি নাচে গোরা রাধা বলি গায়।
হা রাধা হা রাধা বলি ইতি উতি ধায়॥
রাধা বলি গোরা মোর নেত্রনীরে ভাসে।
রাধা বলি ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে হাসে॥
রাধা রাধা বলি গোরা করয়ে হুঙ্কার।
দেহ রে সুবল মোর রাধা প্রেমাধার॥
মোহন মুরলী মোর রাধানামে সাধা।
দেহ রে মুরলী করে ডাকি রাধা রাধা॥
মরম জানহ ভাই এবে কেন দেরি।
দেখা রে রাধায় আনি নৈলে প্রাণে মরি॥
প্রভু লৈয়া গৌরীদাস নামিলেন জলে।
ছায়া দেখাইয়া অই তব রাধা বলে॥
নিজ মুখপ্রতিবিম্বে ভাবি রাধামুখ।
প্রেমধারা বহে চিতে উপজিল সুখ॥
এ রাধামোহন কহে গৌরীদাস বিনে।
মনের মরম পহুঁর আর কেবা জানে॥

৪৫ পদ। ধানশী।

পূর্ব্বভাব গৌরাঙ্গের হইল স্মরণ।
পৌর্ণমাসী রাই সনে একদা গমন॥
ব্রজে যাই পৌর্ণমাসী কহিছে কথন।
দেখ রাই কৃষ্ণপ্রিয় এই বৃন্দাবন॥
রাই কহে দেবি কিবা কর উচ্চারণ।
কখন এমন নাম করি নাই শ্রবণ॥
মধুতে মিশ্রিত কিবা অমৃতে গঠন।
যে নাম শ্রবণে মত্ত হৈল মম মন॥
সে ভাব হেরিয়া গোরা করেন নর্ত্তন।
পুছে কি কহিল নাম কহ সঙ্কর্ষণ॥

৪৬ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গের ভাব কিছু বুঝন না যায়।
ক্ষণে রাধা রাধা বলি ডাকে উভরায়॥
ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আর্ত্তনাদ করে।
কত মন্দাকিনীধারা নয়নেতে ঝরে॥
ক্ষণে কৃষ্ণভাবে গোরা বলে রাই রাই।
ক্ষণে রাধাভাবে বলে কোথায় কানাই॥
অদভুত ভাবে বিভাবিত গৌরচন্দ।
দেখি সঙ্কর্ষণ মনে লাগি রহু ধন্দ॥

৪৭ পদ। সুহই।

রজনী জাগিয়া গোরা থাকে। হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে॥
প্রভাতে উঠিয়া গোরারায়। চঞ্চল নয়ানে সদা চায়॥
নমিত বদনে মহী লেখে। আঁখিজলে কিছুই না দেখে॥
লোচন কহে এই রস গূঢ়। বুঝয়ে রসিকজন না বুঝয়ে মূঢ়॥

৪৮ পদ। কামোদ।

প্রাণ কিয়া ভেল বলি কাঁদিতে গৌরাঙ্গ পহুঁ
নয়ান বহিয়া পড়ে ধারা।
দিবা নিশি অবশ অঙ্গ অরুণ আঁখিয়া গো
ছল ছল জল চিরবিরহিণী পারা॥
সখি হে না বুঝিয়ে কি রস রাধার।
বিনোদ নাগর গোরা ধূলা বেশ মাথে গো
চন্দন মাখা গায়ে আর॥ধ্রু॥
পূরুবের ভাব গোরা বিলসই নিরবধি
তাহা বিনু আন নাহি ভায়।
সূক্ষ্ম পট্ট পরিহরি এ ডোর কৌপীন পরি
অকিঞ্চন বেশে গোরা রায়॥
ত্যজিয়া সকল সুখে বিরলে বসিয়া থাকে
ঘন ঘন ছাড়য়ে নিশ্বাস।
এ হেন গৌরাঙ্গ রীতি বুঝই না পারই
ঝুরত এ লোচন দাস॥

৪৯ পদ। ধানশ্রী দশকুশী।

গৌরীদাস সঙ্গে, কৃষ্ণকথারঙ্গে, বসিলা গৌরহরি।
ভাবে হিয়া ভোর, ঘন দেয় কোর, দোঁহে গলা ধরাধরি॥
ভাব সম্বরিয়া, প্রভুরে বসাঞা গৌরীদাস গৃহ হৈতে।
চম্পকের মাল, আনিয়া তৎকাল, গলে দিল আচম্বিতে॥
চম্পকের হার, চাহে বারে বার, আমার গৌরবায়।
রাধার বরণ, হইল স্মরণ, প্রেমধারা বহে গায়॥
প্রভু কহে বাস, শুন গৌরীদাস, মনেতে পড়িল রাধা।
বাসু ঘোষ কয়, রাই রসময়, দেখিতে হইল সাধা॥

৫০ পদ। ভাটিয়ারি দশকুশী।

গৌরীদাস করি সঙ্গে আনন্দিত তনু রঙ্গে
চলি যায় গোরা গুণমণি।
ভাবে অঙ্গ থরহরি দুনয়নে বহে বারি
চাহে গৌরীদাসের মুখখানি॥
আচম্বিতে অচৈতন্য প্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্য
পড়ি গেলা সুরধুনীতীরে।
গৌরীদাস ধীরে ধীরে ধরিয়া করিল কোরে
কোন দুখ কহত আমারে॥
কহিবার কথা নয় কেমনে কহিব তায়
মরি আমি বুক বিদরিয়া।
বাসু কহে আহা মরি রাধাভাবে গৌরহরি
ধরিতে নারয়ে নিজ হিয়া॥

৫১ পদ। পাহাড়ী।

গৌর সুন্দর মোর।
কি লাগি একলে বসিয়া বিরলে, নয়নে গলয়ে লোর॥ধ্রু॥

হরি অনুরাগে, আকুল অন্তর, গদ গদ মৃদু কহে।
"সকল অকাজ, করে মনসিজ, এত কি পরাণে সহে॥
অবলা নারীরে করে জর-জর, বুকের মাঝারে পশি।
কহিতে ঐছন, পূরুব বচন, অবনত মুখশশী॥"
প্রলাপের পারা, কিবা কহে গোরা, মরম কেহ না জানে।
পূরুব চরিত সদা বিভাসিত, দাস নরহরি ভণে॥

৫২ পদ। মল্লার।

কি ভাবে গৌরাঙ্গ মোর ভাবিত থাকে।
ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে রাধা বলি ডাকে॥
যমুনারে পড়ে মনে ভাগীরথী হেরি।
ফুলবনে বৃন্দাবন ভাবে মনে করি॥
সহচর সঙ্গে পহুঁ করে কত রঙ্গ।
মুরলী মুরলী কহে হইয়া ত্রিভঙ্গ॥
রাধাভাবে গদাধরে কি জানি কি কহে।
অনিমিষে পণ্ডিতের মুখপানে চাহে॥
ভাব বুঝি গদাধর রহে বাম পাশে।
না বুঝয়ে ইহ রস নরহরি দাসে॥

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

(পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগ)

১ পদ। কামোদ।

সোনার গৌরাঙ্গচাঁদে
উরে কর ধরি ফুকরি ফুকরি, হা নাথ বলিয়া কাঁদে॥ ধ্রু॥
গদাধর মুখে ছল ছল চোকে, চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি।
ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর, থির নয়নে নেহারি॥
বিরহ অনলে, দহয় অন্তর, ভসম না হয় দেহ।
কি বুদ্ধি করিব, কোথা বা যাইব, কিছু নাহি বোলে কেহ॥
কহে হরিদাস, কি বলিব ভাষ, কেন হেন হৈল গোরা।
জ্ঞানদাস কহে, রাধার পীরিতে, সতত সে রসে ভোরা॥

২ পদ। সুহই।

আবেশে অবশ গোরার ঢুলু ঢুলু আঁখি।
পদনখে থাকি থাকি কি জানি কি লিখি॥
কি ভাবে ভাবিত সদা নাহি বুঝি গোরা।
পূরুব পীরিতিরসে বুঝি হৈল ভোরা॥
দীন নয়নে অবনত-মাথে রহে।
থাকি থাকি গদাধরের মুখপানে চাহে॥
ভাব বুঝি পণ্ডিত দাঁড়াল বাম পাশে।
শ্যাম বামে রাই যেন কহে জ্ঞানদাসে॥

৩ পদ। মঙ্গল।

সহজে কাঞ্চন গোরাচাঁদ। হেরইতে জগজন লোচন ফাঁদ॥
তাহে কত ভাব পরকাশ। কে বুঝয়ে কি রস বিলাস॥
কি কহব পহুঁক চরিত। রোদইতে উদয় পীরিত॥
পলকই প্রেম অঙ্কুর। প্রতি অঙ্গে সুখ ভরপূর॥
মেঘ জিনি ঘন গরজন। সঘনে প্রেম বরিষণ॥
পুলকবলিত সব তনু। কেশর কদম্বফুল জনু॥
করুণায় কাঁদে সব দেশ। জ্ঞানদাস না পায় উদ্দেশ॥

৪ পদ। ভাটিয়ারি।

শচীর নন্দন গোরাচাঁদ। সকল ভুবন-মনোফাঁদ॥
নব অনুরাগে ভেল ভোর। অনুখন কঞ্জ নয়নে বহে লোর॥
পুলকে পূরিত গদ বোল। ক্ষণে চিত স্থির ক্ষণে উতরোল॥
ঐছে বিভাবিত সহচর সঙ্গ। পরমানন্দ কহে প্রেম-তরঙ্গ॥

৫ পদ। ভূপালী।

দেখ দেখ গোরাচাঁদে।
কাঞ্চন রঞ্জন বরণ মদন-
মোহন নটনছাঁদে॥ধ্রু॥
পূরব পীরিতি কহে।
কিশোর বয়সে ভাবের আবেশে
পুলক পূরল দেহে॥
কে জানে মরম ব্যথা।
যমুনা পুলিনে বন বিহরণ
কহয়ে সে সব কথা॥

নীরজনয়নে নীর।
রাধার কাহিনী কহয়ে আপনি
তিলেক না রহে থির॥
গদাধর করে ধরি।
কাঁদন মাথন কহিতে বচন
বোলে হরি হরি হরি॥
ভাবে জর জর তনু।
ছুটল মাতল কুঞ্জরগমনে
বারণ দলন জনু॥
ক্ষণে হাসে কাঁদে নাচে।
অধর কম্পিত রহয়ে চকিত
যেনে প্রেমধন যাচে॥
এ যদু নন্দন কহে।
তুমি কি না জান গোকুল মোহন
গৌরাঙ্গ ভুবন মোহে॥

৬ পদ। ধানশী।

কাহে ত গৌরকিশোর।
জাগত যামিনী, জনু ব্রজকামিনী নব নব ভাবে বিভোর॥ ধ্রু॥
কাঞ্চন বরণ, পুন ভেল বিবরণ গদ গদ হরি হরি বোল।
মুখ অতি নীরস, শবদহি বুঝিয়ে, মনমথ-মথন হিল্লোল॥
স্বেদ কম্প অরু, অঙ্গে পুলক ভরু, উতপত সকল শরীর।
ঘন ঘন শ্বাস বহত লুঠত মহী, নয়নহি বহে ঘন নীর॥
ঐছন ভাতি, করত কত বিতরণ প্রেমরতনবর দীনে।
আপন করমদোষে, ও ধনে বঞ্চিত, রাধামোহন দীনে॥

৭ পদ। ধানশী।

কাঞ্চন কমল নিন্দি মুখ সুন্দর
কাহে পুন ঝামর ভেলি।
করতলে সতত করই অবলম্বন
ছোড়ল কৌতুক কেলি॥
হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিলাস।
অভিনব ভাবে বেকত কিয়ে করতহি
কিয়ে ইহ সজ্জ প্রকাশ॥ ধ্রু॥
কহতহি গদ গদ কৈছনে বিছুরব
ভেল শোহে শ্যামর দায়।
ইহ দুখ হাস কহিয়ে নাহি পারিয়ে
হৃদি লৈয়া কৈছে বাহিরায়॥
ক্ষণে করু খেদ ক্ষণে নিরবেদ
অসূয়াদি কতয়ে সঞ্চারি।
রাধামোহন পাপী কিছু নাহি বুঝল
ও রূপ জগমনোহারী॥

৮ পদ। বরাড়ী।

লাখবাণ হেম জিতি অপরূপ গোরা জ্যোতি
দিশই পাণ্ডুর কাঁতি।
অভিনব প্রেম- তপত তপত তনু
নব অনুরাগিণী ভাতি॥
ইহ দুখ বড়ই হামারি।
ও সুখময় তনু মদনমোহন জনু
তাহে এত কো সহু পারি॥ ধ্রু॥
কোই জন মুখ ভরি যব কহু হরি হরি
তব বহ শ্বাস-তরঙ্গ।
সজল কমলদল পরশে ভসম তুল
দেখি মঝু কাঁপই অঙ্গ॥
ঐছন ভাতি ভকতগণ তছু গুণ
অহনিশি করত আলাপ।
রাধামোহন পুন ও রস না বুঝিয়ে
মনহি করত অনুতাপ॥

৯ পদ। সুহই।

কানু কানু করি কাতরে কাঁদই
কত কত করুণা ছাঁদে।
খনে খনে খরতর খেদ বিখাদ করু
খনমিহ থির নাহি বাঁধে॥
গোকুল গোপ-গেহিনী জনু গোরা।
ঘন ঘন ঘোর বিঘটন ঘোষয়ে
নবঘন ভাবে বিভোরা॥ ধ্রু॥
চঞ্চল চারু লোচনে বিলোচনে
বিরহিণী ভাব পরচার।
ছল ছল আখে ছাড়ত দীঘ নিশ্বাস
জনু হিয়া ভেল ছারখার॥

ঝর ঝর ঝরত ঝলকে ঝলকে লোর
জনু ভেল ঝামর দেহা।
এ রাধামোহন মনে অনুমানিয়ে
গোরা সনে গোপত লেহা॥

১০ পদ। কানড়া—বড় দশকুশী।

আজু হাম পেখলু নবদ্বীপচন্দ্র।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব॥
পুন পুন গতাগতি কর ঘর পন্থ।
ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত॥
ছল ছল নয়নকমলসুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ॥
পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহ।
এ রাধামোহন কছু না পাওল থেহ॥

১১ পদ। বরাড়ী।

বিরলে বসিয়া একেশ্বরে। হরিনাম জপে নিরন্তরে॥
সব অবতারশিরোমণি। অকিঞ্চন জনের চিন্তামণি॥
সুগন্ধি চন্দন মাখা গায়। এবে ধূলি বিনু আন নাহি ভায়॥
মণিময় রতন ভূষণ। স্বপনে না করে পরশন॥
ছাড়ল লখিমীবিলাস। কিবা লাগি তরুতলে বাস॥
ছোড়ল মোহন করে বাঁশী। এবে দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী॥
বিভূতি করিয়া প্রেমধন। সঙ্গে লই সব অকিঞ্চন॥
প্রেমজলে করই সিনান। কহে বাসু বিদরে পরাণ॥

১২ পদ। কেদার।

না জানিয়া না শুনিয়া পিরীতি করিলুঁ গো
পরিণামে পরমাদ দেখি।
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন বরিষয় গো
ঐছন ঝুরয়ে দুটী আঁখি॥
এই যে আমারে দেখ মানুষ আকারে গো
মনের আগুনে আমি পুড়ি।
তুষের অনল যেন পুড়িয়া রয়েছে গো
পাকাইয়া পাটুয়ার ডুরি
আঁধুয়া পুকুরের যেন ক্ষীণ হেন মীন গো
উকাস ছাড়িতে নাহি চা
বাসুদেব ঘোষে কহে ডাকাতের পিরীতি গো
তিলে তিলে বঁধুরে হারা

১৩ পদ। বিভাস।

আজু প্রেমক নাহি ওর।
স্বপনহি শুতল গৌরকি কোর॥
মুখ হেরইতে পড়লহি ভোর।
চরকি চরকি বহে লোচনে লোর॥
উচ কুচ কাজরে হারে উজোর।
ভীগল তিলক বসনরুচি মোর॥
মিটল অঙ্গ বেশ বহু খোর।
বাসুদেব ঘোষ কহে প্রেম আগোর॥

১৪ পদ। সুহই।

দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে গোরাচাঁদ না দেখিলে
মরমে মরিয়া যেন থাকি।
সাধ হয় নিরন্তর হেমকান্তি কলেবর
হিয়ার মাঝারে সদা রাখি॥
পলকে না হেরি তায় পাঁজর ধসিয়া যায়
ধৈরজ ধরিতে নাহি পারি।
অনুরাগের তুলি দিয়ে অন্তর বাহির হিয়ে
না জানি তার কত ধার ধারি॥
সুরধুনীর নীরে যেয়ে কুল দিব ভাসাইয়ে
অনল জ্বালিয়া দিব লাজে।
গৌরাঙ্গ সমুখে করি দেখিব নয়ান ভরি
বাসু নাহি চায় আন কাজে

১৫ পদ। কামোদ।

কুসুমিত কানন হেরি শচীনন্দন
ভারত কাহে ঘন শ্বাস।
ক্ষণে করতলে অবলম্বই মুখশশী
ক্ষণে ক্ষণে রহত উদাস॥

দেখ নব ভাব তরঙ্গ।
যো অভিলাষহি প্রকট নবদ্বীপে
তাকর নাহিক ভঙ্গ॥ ধ্রু॥
চঞ্চল নয়নে চাহে চপলমতি
গতিজিত মত্ত গজরাজ।
পুন পুন ঐছন হেরত ফুলবন
কছু নাহি বুঝিয়ে কাজ॥
ঐছন ভাতি করি তারল জগজন
ভাসায়ল প্রেমামৃত দানে।
রাধামোহন বিন্দু না পাওল
আপন করম বিধানে॥

১৬ পদ। জয়জয়ন্তী।

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কাঁদে লোটায় ধরণী॥
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়নে॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
রাধা নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মূরছায়॥
পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেনে এত উতরোল॥

১৭ পদ। পাহিড়া।

কি মধুর মধুর বয়স নব কৈশোর
মূরতি জগমনহারী।
কি দিয়া কেমনে বিধি নিরমিল গোরাতনু
আকুল কুলবতী নারী॥ধ্রু॥
বিফল উদয় করে গগনে সে শশধরে
গোরারূপে আলা তিন লোকে।
তাহে এক অপরূপ যেবা দেখে চাঁদমুখ
মনের আঁধার নাহি থাকে॥
ঢল ঢল প্রেমমণি কিয়ে থির দামিনী
ঐছন বরণক আভা।
তাহে নাগরালী বেশ ভুলাইল সব দেশ
মদনমনোহর শোভা॥
যতী সতী মতিহত শেষ যেন কুলব্রত
আইল ভুবন-চিত-চোর।
হরেকৃষ্ণ দাসে কয় গোরা না ভজিলে নয়
এ ঘর করণে দেহ ডোর॥

১৮ পদ। শ্রীরাগ বা ধানশী।

পৌগণ্ড বয়স শেষে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভুরুর নাচনি করে কিবা সে অন্তর॥
লাজে অবনত মুখ আর আঁখি দুটী।
বুঝিতে নারিনু এই তার পরিপাটী॥
বাম নয়নে পুন কটাক্ষ করয়।
মধুর মধুর স্মিত বুঝিল না হয়॥
কুন্দ কনয়া জিনি অঙ্গ ঝলমলি।
রাধামোহন পহুঁ ভাবে কুতূহলি॥

১৯ পদ। সিন্ধুড়া।

কানড় কুসুম হেরি শচীনন্দন
করতলে নখশশী ঝাঁপি।
অনুভাবে বেকত করত কত অনুরাগ
তনু মন দুহুঁ উঠে কাঁপি॥
অপরূপ গৌরবিলাস।
যো বর ভাব বিভাবিত অন্তর
সোই রতিক পরকাশ॥ধ্রু॥
ঘামহি ভীগল সকল কলেবর
বিবরণ দীশই কাঁতি।
নয়নক নীরহি সিঁচল ভূতল
শাঙল মেঘক ভাতি॥
গদ গদ কণ্ঠে করত হরিকীর্ত্তন
অদ্ভুত সো পুন অঙ্গ।
রাধামোহন কহ কুহকে নাচায় জনু
না বুঝিয়ে ও নব রঙ্গ॥

২০ পদ। বিহাগড়া।

দেখ দেখ গৌরবর গুণধাম।
যো রূপ লাবণি, দেহ সুগঠনি, দেখি-ঝুরে কোটি কাম॥ধ্রু॥

সোই ভাব ভরে ক্ষীণ দীশই, পরম দুবর দেহ।
তবহুঁ দীপিত উজর ঐছন, যৈছন চাঁদকি রেহ॥
শ্যাম নব রস করত কীর্ত্তন, স্মরই ও নব রূপ।
তেঞি অহর্নিশি ভ্রমই দশদিশি স্নাত নবরসকূপ॥
ঐছে নিতি নিতি বিহরে দ্বিজপতি, জাগু পুরুবক প্রেম।
রাধামোহন চিতহিঁ অনুমান, ও রূপ জগজনে ক্ষেম॥

২১ পদ। বেলাবলী।

আজু হাম নবদ্বীপ- দ্বিজরাজে পেখলু
নব নব ভাবে বিভোর।
দিন রজনী কিয়ে কিছু নাহি জানত
নয়নহি অবিরত লোর॥
সজনি হেরইতে লাগয়ে ধন্দ।
ঐছন প্রেম কতিহুঁ নাহি হেরিয়ে
নিরুপম নবরস কন্দ॥ধ্রু॥
শত শত ভকত উচ করি বোলত
কছুই না শুনত বাত।
হুঙ্কৃতি শবদ করত পুন ঘন ঘন
প্রেমবতী নারীক জাত॥
হরি হরি শবদ কানহি যব পৈঠত
তবহি ডারত ঘনশ্বাস।
ভ্রমময় বাত কহত ইহ না বুঝিয়ে
কহ রাধামোহন দাস॥

২২ পদ। শ্রীরাগ।

পহুঁ করুণাসাগর গোরা।
ভাবের তরঙ্গে অঙ্গ গর গর, হেরিয়া ভুবন ভোরা॥ধ্রু॥
হাহাকার করি, ভুজযুগ তুলি, বলে হরি হরি বোল।
রাধা রাধা বলি ডাকে উচ্চ করি, গদাধর হেরি ভোর॥
ক্ষণে ক্ষণে কত করুণা করত, গরজে গভীর নাদে।
পতিত দেখিয়া, আকুল হইয়া, ধরিয়া ধরিয়া কাঁদে॥

২৩ পদ। সুহই

দেখি গোরা নীলাচলনাথ।
নিজ পারিষদগণ সাথ॥
বিভোর হইয়া গোপীভাবে।
কহে পহুঁ করিয়া আক্ষেপে॥
আমি তোমা না দেখিলে মরি।
উলটিয়া চাহ তুমি ফেরি॥
করিলা পিরীতিময় ফাঁদ।
হাতে দিলা আকাশের চাঁদ॥
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ। *
কহে গোরা করিয়া আবেশ॥
ছল ছল অরুণ নয়ান।
বিরস সে সরস বয়ান॥
অপরূপ গৌরাঙ্গবিলাস।
কহে কিছু নরহরি দাস॥

২৪ পদ। সুহই।

রামানন্দ স্বরূপের সনে।
বসি গোরা ভাবে মনে মনে॥
চমকি কহয়ে আলি আলি।
খেনে খেনে রহিয়া বাঁশীরে দেয় গালি
পুন কহে স্বরূপের পাশে।
বাঁশী মোর জাতিকুল নাশে॥
ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল।
বধির সমান মোরে কৈল॥
নরহরি মনে মনে হাসে।
দেখি এই গৌরাঙ্গবিলাসে॥

২৫ পদ। তুড়ী।

গৌরাঙ্গচাঁদের ভাব কহনে না যায়।
বিরলে বসিয়া পহুঁ করে হায় হায়॥
প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে।
কহে মুই ঝাঁপ দেই যমুনার নীরে॥

---

* চণ্ডীদাসের এই পদের সহিত ভাবের ও ভাষার ঐক্য আছে
"যখন পিরীতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে দিলা
এবে তোমা দেখিতে সন্দেহ।"

করিনু দারুণ প্রেম আপনা অপনি।
দুকুলে কলঙ্ক হইল না যায় পরাণি॥
এত কহি গোরাচাঁদ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাস॥

২৬ পদ। সুহই।

রে মোর গৌরকিশোর। পূরব প্রেম রসে ভোর॥
রূপ দামোদর রামরায়। করে ধরি করে হায় হায়॥
হে মৃদু গদ গদ ভাষ। ঘন বহে দীঘল নিশ্বাস॥
রম না বুঝে কেহ মোর। কহে পহুঁ হইয়া বিভোর॥
কন বা এ প্রেম বাঢ়াইনু। জীয়স্তে পরাণ খোয়াইনু॥
ঝরে ঝরয়ে নয়ান। নরহরি মলিন বয়ান॥

২৭ পদ। সুহই।

নক চম্পক গোরাচাঁদে। ভূমিতে পড়িয়া কেন কাঁদে॥
ণে উঠে কহে হরি হরি। কে করিল আমারে বাউরি॥
াজানুলম্বিত বাহু তুলি। বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি॥
হে ধিক বিধির বিধানে। এমত জোটন করে কেনে॥
ান ভাবে কহে গোরারায়। নরহরি সুধিয়া বেড়ায়॥

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

(অভিসার, রসোদ্গার ও উৎকণ্ঠিতা)

১ পদ। কামোদ।

গৌরাঙ্গ চরিত কিছু কহনে না যায়।
পূরব সোঙরি প্রভু মৃদু মৃদু ধায়॥
নিজ জনে কহে চল সুরধুনীতীরে।
পশুপতি পূজিব বিপদ যাবে দূরে॥
ঐছন বচন সবে রচন করিয়া।
অগৌর চন্দন ফুল হস্তেতে করিয়া॥
নিজ জন সঙ্গে চলে গোরা দ্বিজমণি।
কহে বিশ্বম্ভর গোরার যাই যে নিছনি॥

২ পদ। মল্লার।

বিরলে বসিয়া গোরারায়।
আপাদ মস্তক, পুলকে পূরিত, প্রেমধারা বহি যায়॥ধ্রু॥
সহচরগণে, কহয়ে বচনে, রহিতে নারিএ ঘরে।
নন্দের নন্দন, পাই দরশন, তবে সে পরাণ ধরে॥
কস্তুরি চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, গলে নীলমণি মালা।
এ সাজ সাজয়ে, অঙ্গের ছটায়ে, ভুবন করিল আলা॥
দেখিয়া গৌর. ভাবিয়া অন্তর, বসনে ঝাঁপয়ে তনু।
চাঁচর চিকুর, বেড়ি নানা ফুল, জলদে বিজুরী জনু॥
সঙ্গে সহচর, গৌরাঙ্গ সুন্দর, সুরধুনী তীরে চলে।
ভাবাবেশে মন, আকুল বচন, এ দাস মোহন বলে॥

৩ পদ। সারঙ্গ।

লাখবান হেমচম্পক জিনি গোরাতনু
লাবণি অবনী উজোর।
চন্দন চরচিত মালতীমণ্ডিত
হেরইতে আঁখি ভেল ভোর॥
মাঝ দিনহি আজু গৌরকিশোর।
বসনহি ঝাঁপি নিজ আপাদ মস্তক
যাঅত সুরধুনী ওর॥ ধ্রু॥
বাম নয়নে ঘন চাহত দশ দিশ
বাম পদ আগু সঞ্চার।
বাম ভুজহি কাহে বসন আগোরই
গজগতি চলু অনিবার॥
গদগদ শবদে করত হরিকীর্ত্তন
অনুমানি মুখশশী ছাঁদে।
রাধামোহন দাস না বুঝিয়ে ও রস
নিজ দোষ ভাবিয়া কাঁদে॥

৪ পদ। মল্লার।

কান পাতি গৌরহরি।
বলে অই শুন, নিকুঞ্জ মন্দিরে, বাজিছে শ্যামের বাঁশরী॥ধ্রু॥
মুরলীর নাদ, কানেতে পশিয়া, মরমে বাজিল মোর।
আয় সখি আয়, গৃহে থাকা দায়, যাওব বঁধুর ওর॥

শ্যাম অভিসারে, যাওব এখনি, কলঙ্কে নাহিক ডরি।
বঁধুয়া নিকুঞ্জে, আমি গৃহমাঝে, কভু কি রহিতে পারি॥
ইহা বলি মুখে, অরুণ বসনে, আবরি সকল অঙ্গ।
ধায় গোরাচাঁদ, এ রাধামোহন, পাছে ধায় তার সঙ্গ॥

৫ পদ। কামোদ।

ব্রজ-অভিসারিণী- ভাবে বিভাবিত
নবদ্বীপচাঁদ বিভোর।
অভিনয় তৈছন করত পুলকি তনু
নয়নহি অনন্দ-লোর॥
দেখ দেখ প্রেমসিন্ধু অবতার।
তঁহি পুন নিমগন নাহি জানে রাতি দিন
বুঝি সো মহাভাব সার॥ধ্রু॥
নিশবদ মণ্ডন অঙ্গ পহিরণ
গতি অতি ললিত সুধীর।
বৃন্দাবন ভাণে চকিত বিলোকনে
পাওল সুরধুনীতীর॥
কেবল কৃষ্ণ- নাম গুণকীর্ত্তন
করতহি পরম আনন্দে।
রাধামোহন দাস আশ রাখত জানি
সো প্রভু চরণারবিন্দে॥

৬ পদ। কামোদ।

গোরাচাঁদ রাধার ভাবেতে ভোরা।
অভিসারভাবে, যায় ত্বরা করি, যেন পাগলিনীপারা॥ধ্রু॥
এ দিক্ ও দিক্, চৌদিক্ নেহারে, থমকি থমকি চলে।
কাঁহা শ্যাম বঁধু, কাঁহা কুঞ্জবন, রহিয়া রহিয়া বোলে॥
সব ভক্তগণ, ধাওল পশ্চাতে, উচরি শ্যামের নাম।
সে নাম শুনিয়া, মুচকি হাসিয়া, যায় গোরা প্রেমধাম॥
বসন অঞ্চল, ঘোঙ্টের মত, করিয়া দেওল মাথে।
সে ভাব দেখিয়া, এ রাধামোহন, চলু গোরা সাথে সাথে॥

৭ পদ। যথারাগ।

চলু নব নাগরীমালা। গোরারূপ হিয়া উজিয়ারা॥
গুরুজন ভয় নাহি মান। হেরইতে কয়ল পয়ান॥
অপরূপ সুরধুনীতীর। বহতহিঁ মলয় সমীর॥
সকল ভকতগণ মাঝ। নাচত গোরা দ্বিজরাজ॥
হেরি সবে চমকিত ভেল। নয়ন নিমিখ হরি গেল॥

৮ পদ। মায়ুর।

কাঁচা কাঞ্চন কান্তি কলেবর, চাহনি কোটি সুধীর।
অতি সুখ বসনহি, আবৃত সব তনু, যায়ত সুরধুনীতীর॥
সজনি গৌরাঙ্গ লখই না পারি।
চাঁদকিরণ সনে, মিলল গৌরদ্যুতি, গজগতি চলু অনিবারি
নারীক যৈছন, বামচরণ আগু, ঐছন করত সঞ্চার।
কৈছন ভাব, কি রীতি অছু অন্তর, কছু নাহি বুঝিয়ে পা
চকিত বিলোচনে, চাহই দশ দিশ, অলখিত দ্বিজমুখ হাস
সো পহুঁ চরণ, শরণ কিয়ে পাওব, ইহ রাধামোহন দাস॥

৯ পদ। বিভাস।

আরে মোর গৌরকিশোর।
রজনীবিলাসরস ভাবে বিভোর॥
কহইতে গদগদ কহই না পার।
নিরজনে বসিয়া নয়নে জলধার॥
প্রেমালসে ঢুলু ঢুলু অরুণ নয়ান।
কহই সরস রস বিরস বয়ান॥
চকিত নয়নে পহুঁ চৌদিক্ নেহারে।
চতুর ভকতগণ পুছে বারে বারে॥
কি আছে মনের কথা কহনে না যায়।
এ রাধামোহন পহুঁ গোরাগুণ গায়॥

১০ পদ। বিভাস।

অপরূপ গোরাচাঁদে।
বিভোর হইয়া রাধার প্রেমে, তার গুণ কহি কাঁদে॥ধ্রু
নয়নে গলয়ে, প্রেমের ধারা, পুলক পূরল অঙ্গ।
খেনে গরজয়ে, খেনে সে কাঁপয়ে, উথলে ভাবতরঙ্গ॥
পারিষদগণে, কহয়ে যতনে, রাধার প্রেমের কথা।
জ্ঞানদাস কহে, গৌরাঙ্গ নাগর, যে লাগি আইলা এথা

১১ পদ। মল্লার।

এহেন সুন্দর বেশ কেন বনাইলুঁ।
নিরুপম গোরারূপ দেখিতে নারিলুঁ॥
অকাজে রজনী যায় কিবা মোর হৈল।
নিশ্চয় জানিলুঁ মোরে বিধি বিড়ম্বিল॥
সুবাসিত গন্ধ আদি অগুরু চন্দন।
গৌর বিনে কার অঙ্গে করিব লেপন॥
কর্পূর তাম্বূল গুয়া দিব কার মুখে।
বাসু ঘোষ কহে নিশি যায় বড় দুখে॥

১২ পদ। কেদার।

আজু রজনী হাম কৈছে বঞ্চব রে
মোহে বিমুখ নটরাজ।
নব অনুরাগে আশ নাহি পূরল
বিফল ভেল সব কাজ॥
সজনি কাহে বনায়লুঁ বেশ।
আধ পলকে কত যুগ বহি যায়ত
ভাবিতে পাঁজর ভেল শেষ॥ধ্রু॥
গুরুজন গৌরব দূরে হি ডারলুঁ
গৌর-প্রেমরস লাগি।
দুর্ল্লভ প্রেম মোহে বিহি বঞ্চল
মঝু ভালে দেয়ল আগি॥
প্রেমরতন ফল জগ ভরি বিথারল
হাম তাহে ভেল নৈরাশ।
নব অনুরাগে ভরমে হাম ভুলল
বাসু ঘোষের না পূরল আশ॥

১৩ পদ। বিভাস।

গৌরবরণ, হিরণকিরণ, অরুণ বসন তায়।
রাতা উতপল, নয়নযুগল, প্রেমধারা বহি যায়॥
দেখ দেখ নবদ্বীপ-দ্বিজরাজ।
ভাবে বিভোর, সদা গর গর, মধুর ভকত মাঝ॥ধ্রু॥
কহয়ে আবেশে, পূরুব বিলাসে, মধুর রজনী-কথা।
অমিয়া ঝরণ, ঐছন বচন, হরল মনের ব্যথা॥
শুনি হরষিত, সকল ভকত, প্রেমের সাগরে ভাসে।
সে সব সোঙরি, কাঁদয়ে গুমরি, দীন গোবর্দ্ধন দাসে॥

১৪ পদ। বিভাস।

উঠিয়া বিহান বেলি। সকল ভকত মেলি॥
ভেটিল গৌরাঙ্গচাঁদ। ত্রিভুবনমনফাঁদ॥
বিরলে বসিয়া গোরা। ব্রজভাবে হয়ে ভোরা॥
কহে সে শ্যাম নাগর। শুধুই রসসাগর॥
মো সঙ্গে নিকুঞ্জবাস। কয়ল নানা বিলাস॥
আদরে যু কৈল কোলে। তুষিল মধুর বোলে॥
কি সুখ সে হরি হরি। বালাই লইয়া মরি॥
কহে গোবর্দ্ধন দাস। এ দীনের পূরিবে কি আশ॥

১৫ পদ। বিভাস।

অতি উষাকালে, শেজ তেয়াগিয়া, উঠিলেন গৌরবিধু।
বিগলিত বেশ, আলুথালু কেশ, জনু নব কুলবধূ॥
ভকতগণেরে, হেরিয়া নিয়ড়ে, সাহসে তুলিয়া মাথা।
ঢালে জনু মধু, কহে মৃদু মৃদু, রজনীবিলাসকথা॥
শ্যাম বঁধুয়ার, পিরীতি অপার, কহিতে সজল আঁখি।
করে আহা আহা, বলে পিয় কাঁহা, উড়িল কি প্রাণপাখী॥
মনোভাব যাহা, অনুভবি তাহা, কহে গোবর্দ্ধন দাসে।
আসিলে রজনী, পাবে গুণমণি, শুনি গোরা সুখে ভাসে॥

১৬ পদ। বিভাস।

দেখ দেখ গৌর প্রেম-রসধাম।
পদনখে জিতল কতহুঁ শশিকুল
লাখ লাখ মদযুত কাম॥ধ্রু॥
চকিত বিলোকনে সব দিশ চাহই
ঝাঁপই চম্পক অঙ্গ।
আপাদ-মস্তক পুলকহিঁ পূরিত
নিরুপম ভাবতরঙ্গ॥
খেনে মৃদু হাসি কহই সো পিরীতি
যৈছন হেম দশবাণ।
শ্যাম নাগর মোর প্রাণ-মনোহর
কহইতে ঝরয়ে নয়ান॥

ভাবহি বিবশ কহই বরজরস
অভিনয় তৈছে পরকাশ।
পরমানন্দ সার মহাভাব অবতার
ভণ রাধামোহন দাস॥

১৭ পদ। বিভাস—লোফা।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গবিধু।
পূরুব প্রেমরস কহই মধু॥
ভাবভরে গদগদ আধ আধ বাণী।
অমিয়ার সার যেন পড়ে খানি খানি॥
পুলকে পূরল তনু পিরীতিরসে।
ঝাঁপয়ে বসন বিবশে পুন খসে॥
আনন্দজলে ডুবে নয়ন রাতা।
রাধামোহন দাসের শরণদাতা॥

১৮ পদ। ধানশী।

আপন জানি বনায়লুঁ বেশ।
বাঁধল যতনে উদাস করি কেশ॥
চন্দন-তিলক দেয়ল মঝু ভাল।
কণ্ঠে চড়ায়ল মোতিমমাল॥
মৃগমদ চিত্র কয়ল কুচ মাঝ।
অঙ্গহি অঙ্গ বনায়লু সাজ॥
গৌরক লেহ কহনে না যায়।
বাসুদেব ঘোষে রস ওর নাহি পায়॥

১৯ পদ ধানশী বা ভূপালী-দশকুশি।

সুরধুনীতীরে নব ভাণ্ডীর তলে।
বসিয়াছে গোরাচাঁদ নিজগণ মেলে॥
রজনী কৌমুদী আর হিম-ঋতু তায়।
হিম সহ পবন বহয়ে মন্দ১ বায়॥
তাঁহি বৈঠহি২ পহুঁ ললিত শয়নে৩।
হেরই দশ দিশ ৪ চকিত-নয়নে৫॥
আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়া উঠয়ে।
বাসকসজ্জার ভাব বাসু ঘোষ কহে।

২০ পদ। মঙ্গল।

সুরধুনীতীরে তরুণতর তরুতল তলপিত মালতীমালে
বৈঠি বিনোদবর, বাসিত কুঙ্কুমে, তিলক বনাঅত ভা৷
হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গবিলাস।
গোকুল-নায়ক বিহরই নবদ্বীপে, তরুণী ভাব পরকাশ॥
চমৎকৃত চারু চন্দ্রযুত চন্দন, চিত্রই চিত্রিত অঙ্গে।
নিজ বরভাব বিভাসিত অন্তর, ঐছে ভকতগণ সঙ্গে॥
রাকা রজনী রজনীকর রমণক, রাতুল পদনখ ফাঁদে।
রাধামোহন দুষ্ট দ্বিরেফ, চিতদমন১ দাস করি বাঁধে॥

২১ পদ। সুহই।

অরুণ নয়নে ধারা বহে। অবনত-মাথে গোরা রহে
ছায়া দেখি চমকিত মনে। ভূমে গড়ি যায় ক্ষণে ক্ষ
কমলপল্লব বিছাইয়া। রহে পহুঁ ধেয়ান করিয়া॥
বিরলে বসিয়া একেশ্বরে। বাসকসজ্জার ভাব করে॥
বাসুদেব ঘোষ তা দেখিয়া। বোলে কিছু চরণে ধরি

২২ পদ। ধানশী।

কি লাগি আমার গৌরাঙ্গসুন্দর বসিয়া গৃহের মাঝে
বসন আসন রতন ভূষণ সাজয়ে অঙ্গের সাজে॥
আপন বপুর ছাঁছ নেহারিয়া চমকি উঠয়ে মনে।
কি লাগি অবহুঁ না মিলল পহুঁ, এত না বিলম্ব কেনে
কহে নরহরি, মোর গৌরহরি, ভাবিয়া রাইয়ের দশা
সজল-নয়নে, চাহে পথ পানে, কহে গদ গদ ভাষা॥

২৩ পদ। ধানশী।

পালঙ্গ উপরে গৌরাঙ্গসুন্দর, বসিয়া বিরসমনে।
রাধার ভাবেতে, ভাবিত অন্তর, বাসকসজ্জার ভাণে॥
কহে শ্যাম বঁধু আসিবে বলিয়া, শেজ সাজাইনু ফুলে।
গতপ্রায় নিশি, কোথা কালশশী, রজনী গেল বিফলে॥
না আসিল কালা, আর প্রেমজ্বালা, কত বা সহিবে প্রা
কহে নরহরি ভাঙ্গিব পিরীতি, সে শ্যাম নিঠুর সনে॥

১। মৃদু, ২। রচয়ে, ৩। শয়ান, ৪। ঘন ঘন, ৫। নয়ান।

১। মদন-পাঠান্তর।

২৪ পদ। সুহই।

স্বরূপের কাছে গৌরহরি। কাঁদি কহে ফুকরি ফুকরি ॥
বৃথাই পাতিলুঁ প্রেমফাঁদ। কুঞ্জে না আয়ল কালাচাঁদ ॥
টুপটাপ পড়িছে শিশির। রজনী ভেল ত সুগভীর ॥
আশাপথ বৃথাই চাহিনু। বৃথা ইহ যামিনী যাপিনু ॥
ইহা কহি ধরণী লোটায়। বাসু ঘোষ করে হায় হায় ॥

২৫ পদ। কামোদ।

স্বরূপের করে ধরি বলে কাঁদি গৌরহরি
বিহনে আমার শ্যাম রায়।
বিফলে বঞ্চিলু নিশি অতমিত ভেল শশী
এ পরাণ ফাটি মঝু যায় ॥
কোথায় আমার শ্যাম বঁধু।
ফুল-শেজ বাসি ভেল ফুলহার শুখাওল
না মিলল শ্যাম-প্রেমমধু ॥ধ্রু॥
চল রে স্বরূপ চল যাই সুরধুনীজল
এ সকল দেই ভাসাইয়া।
গেল যাক্ কুলমান আর না রাখিব প্রাণ
তেজিব সলিলে ঝাঁপ দিয়া ॥
আমার সে কালশশী কার কুঞ্জে বঞ্চে নিশি
কাঁহে মুঝে ভেলত বৈমুখ।
বাসুদেব ঘোষ কহে এ দুখে পরাণ দহে
কাঁহা মিটায়ব হিয়াদুখ ॥

২৬ পদ। গান্ধার।

কি লাগি গৌর মোর। নিজ রসে ভেল ভোর ॥
অবনত করি মুখ। ভাবয়ে পুরুব দুখ ॥
বিহি নিকরুণ ভেল। আধ নিশি বহি গেল ॥
জ্ঞানদাস কহে গোরা। নিজ রসে ভেল ভোরা ॥

২৭ পদ। ভৈরবী।

হেম-দরপণি, গৌরাঙ্গ-লাবণি, ধূলায় ধূসর কাঁতি।
অশন বসন, তেজিয়া রোদন, ব্রজবিলাসিনী ভাতি ॥
হরি হরি বলি, প্রাণনাথ করি, ধরণী ধরিয়া উঠে।
কোথা না যাইব, কাহারে কহিব, পরাণ ফাটিয়া উঠে ॥
সহচরগণে, করিয়া রোদনে, কহয়ে বদন তুলি।
আমার পরাণ করয়ে যেমন, বেদন কাহারে বলি ॥
নরহরি দাসে, গদ গদ ভাষে, কহয়ে গৌরাঙ্গ মোর।
আন ছলে বুলে, উদ্ধারে সকলে, সদা রাধাপ্রেমে ভোর ॥

২৮ পদ। কেদার।

দেখ দেখ পূর্ণতম অবতার।
যছু গুণ গানে, শ্বাশনগণ সঙ্গে, গরবহি পাওল পার[১] ॥ধ্রু॥
গোপীগণ-প্রাণবল্লভ যো জন, সো শচীনন্দন হোই।
গোপীগণ গুণ গানে, গোর পুন হোই, রজনী বলি রোই ॥[২]
চৌদিকে চাঁদ, চাঁদনি চাহি চমকিত, চিতে অতি পাই তরাস।
কাঁপি কহয়ে কাহে, কানু নাহি মিলল, কি ফল কায় বিলাস ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করতহিঁ কীর্ত্তন, কাস্তক কামন মর্ম্ম।
ভণ রাধামোহন, ভাবে ভোর পহুঁ, ভণ যুগপাবন ধর্ম্ম ॥

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

(খণ্ডিতা, মান, কলহান্তরিতা)

১ পদ। বিভাস বা তুড়ী।

আজি কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান।
কি ভাব পড়েছে মনে সজল নয়ান ॥
মুখচাঁদ শুখায়েছে কিসের কারণে।
অরুণ অধর কেন হৈয়াছে মলিনে ॥
অলসে অবশ অঙ্গ ধরণে না যায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে বাঢ়াইতে পায় ॥
বাসু ঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল।
কিবা রস আশোয়াসে নিশি পোহাইল ॥

২ পদ। বিভাস।

কি লাগি আমার গৌররায়।
আবেশে শ্রীবাসমন্দিরে যায় ॥

১। যাহার গুণগানে সবান্ধবে চণ্ডালও ভবসাগর পার হয়।
২। গোপীগণানাং গুণগ্রামাদ্‌গৌরবর্ণো ভূত্বা রাত্রৌ বলিপ্রভৃতকে কৃত্বা রোদনমুৎকণ্ঠয়া করোতি। ইতি পদামৃতসমুদ্রঃ।

কি ভাবে গোরা জাগিল নিশি।
কি লাগি মলিন বদনশশী ॥
অলসে এলাঞা পড়েছে গা।
চলিতে না চলে কমল পা ॥
গৌরবরণ ঝামর ভেল।
নিশিশেষে কেবা এ দুখ দেল ॥
কহয়ে রসিক ভকতগণ।
রাধার ভাবে বিভাবিত মন ॥
পরসাদ কহে আমার গোরা।
কাহারে কি কহে প্রলাপ পারা ॥

৩ পদ। বিভাস।

সহজে গৌর, প্রেমে গর গর, ফিরাঞা যুগল আঁখি।
দামিনী সহিতে, সুন্দর জলদে, অরুণকিরণ দেখি ॥
উঠিল ভাবের তরঙ্গের রঙ্গ সম্বরি না পারি চিতে।
কহে কি লাগিয়া, কেবা সাজাইয়া কেন কৈল হেন রীতে ॥
এ রাধামোহন কহে বৃষভানুসুতা রসে পহুঁ ভোর।
হেন ছলে বুলে, উদ্ধারে সকলে, কিছু না হইল মোর ॥

৪ পদ। সুহই।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গরায়।
পুরুব প্রেমভরে মৃদু চলি যায় ॥
অরুণ-নয়ন মুখ বিরস হইয়া।
কোপে কহয়ে পহুঁ গদ গদ হিয়া ॥
জানলুঁ তোহারে, তোর কপট পিরীতি।
যা সঞে বঞ্চিলা নিশি তাহা কর নতি ॥
এত কহি গৌরাঙ্গের গর গর মন।
ভাবের তরঙ্গে যেন নিশি জাগরণ ॥
কহে নরহরি রাধাভাবে হৈল হেন।
পাই আশোয়াস বঞ্চিত হৈল যেন ॥

৫ পদ। গান্ধার।

গোরা পহুঁ বিরলে বসিয়া। অবনত বদন করিয়া ॥
ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু আঁখি। রজনী জাগিল হেন সাখী ॥
বিরস বদনে কহে বাণী। আশা দিয়া বঞ্চিলা রজনী ॥
কাঁদিয়া কহয়ে গোরারায়। এ দুখ সহনে নাহি যায় ॥
কাতরে করয়ে সবিষাদ। নরহরি মাগে পরসাদ ॥

৬ পদ। বিভাস-দশকুশি।

অলসে অরুণ আঁখি কহ গৌরাঙ্গ এ কি দেখি
রজনী বঞ্চিলে কোন্ স্থানে।
বদন-সরসী-রুহ মলিন যে হইয়াছে
সারা নিশি করি জাগরণে ॥
তুয়া সনে কিসের পিরীতি।
এমন সোনার দেহ পরশ করিল কেহ
না জানি সে কেমন রসবতী ॥ধ্রু॥
নদীয়া নাগরী সনে রসিক হৈয়াছে ওহে
অবহি পার ছাড়িবারে।
সুরধুনীতীরে গিয়া মার্জ্জন করহ হিয়া
তবে সে আসিতে দিব ঘরে ॥
গৌরাঙ্গ করুণভাষী কহে মৃদু মৃদু হাসি
কাহে প্রিয়ে কহ কটুভায।
হরিনামে জাগি নিশি অমিঞা সাগরে ভাসি
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥

৭ পদ। সুহই।

প্রেম করি কুলবতী সনে। এত কি শঠতা কানুর ম
বংশীনাদে সঙ্কেত করিল। ঘরের বাহির মুই আইল
কহে পুন হইবে মিলন। তাই মুই আইনু কুঞ্জবন ॥
বেশ বনাইনু কত মতে। আশা করি বঞ্চিনু কুঞ্জেতে
কিন্তু কানু বঞ্চিয়া আমারে। রজনী বঞ্চিল কার ঘরে ॥
স্বরূপেরে এত কহি গোরা। অভিমানে কাঁদে হৈয়া ভো
নরহরি তা হেরিয়া কাঁদে। কেমনে কঠিন হিয়া বাঁধে

৮ পদ। সুহই।

স্বরূপের করে ধরি গোরারায়।
গালি কত পাড়ে শ্যাম বন্ধুয়ায় ॥
সে শঠ লম্পট রতিচোর।
কত না দুর্গতি করে মোর ॥

কুলমান সকলি নাশিল।
পতিগেহে আনল ভেজাইল ॥
শেষে কালা মোহে পরিহরি।
কেলি করে লৈয়া অন্য নারী ॥
মুই কি হইনু তার পর।
ইহা কহি গৌরহরি কাঁদিয়া ফাঁফর ॥
বাসু কহে কি বুঝিব আমি।
যার লাগি কাঁদ পহুঁ সেই ধন তুমি ॥

৯ পদ। বরাড়ী।

রাগভরে গৃহে পহুঁ আসি। মানে মলিন মুখশশী ॥
শয্যা পাতি কয়ল শয়ান। বলে একি ছিয়ে ছিয়ে কান ॥
সব তেজি ভজিনু তোমারে। তাই বুঝি হেন ব্যবহারে ॥
আন সনে বিহারের সাধ। হাম কি করিনু অপরাধ ॥
হরি হেন অহেতুক মানে।১ হরিরাম হাসে মনে মনে ॥

১০ পদ। সুহই।

মানে মলিন মুখ-শশাঙ্ক নয়নে ঝরত লোর।
অবনত মাথ, না কহ বাত, গৌরহরি পহুঁ মোর ॥
কোকিল কাকলি, ভোমরা গুঞ্জন, শ্রবণে পৈঠত যব।
দুহুঁ হাত তুলি, দুহুঁ কান ঝাঁপই, উহু উহু করি তব ॥
আকাশ পানে, ভরমে চাহিলে, দু হাতে ঝাঁপই আঁখি।
চাঁচর কেশ, লুকায়ত বসনে, কালবরণ তছু দেখি ॥
কহে পহুঁ আর, না হেরব কাল, কাল মোহে দুখ দিল।
প্রেমদাস কহ, মানভরে গোরা, কাল সবহুঁ তেয়াগল ॥

১১ পদ। সুহই।

লাগি ধূলায় ধূসর সোনার বরণ শ্রীগৌর দেহ।
অঙ্গের ভূষণ সকল তেজল, না জানি কাহার লেহ ॥
হরি হরি মলিন গৌরাঙ্গচাঁদে।
উহু উহু করি, ফুকরি ফুকরি, উরে পাণি ধরে কাঁদে ॥ ধ্রু ॥
তিতিয়া গেয়ল সব কলেবর ছাড়য়ে দীঘল নিশ্বাস।
রাইয়ের পিরীতি যেন হেন রীতি কহে নরহরি দাস ॥

১২ পদ। পঠমঞ্জরী।

বরণ কাঞ্চন দশবাণ। অরুণ বসন পরিধান ॥
অবনত মাথে গোরা রহে। অরুণ-নয়ানে ধারা বহে ॥
ক্ষণে শির করতলে রাখি। ক্ষণে ক্ষিতিতল নখে লিখি ॥
কান্দিয়া আকুল গোরা রায়। সোনার অঙ্গ ধূলায় লোটায় ॥
বাসুদেব ঘোষে গুণ গায়। নিশি দিশি আন নাহি ভায় ॥

১৩ পদ। পঠমঞ্জরী।

গোরা পহুঁ বিরলে বসিয়া। অবনত বদন করিয়া ॥
পদনখে ক্ষিতিপর লেখি। নয়ন-লোরে নাহি দেখি ॥
মানে মলিন মুখচাঁদ। হেরি সহচর মন কাঁদ ॥
কাহে না কহ কছু বাত। প্রেমদাস শিরে দেই হাত ॥

১৪ পদ। পঠমঞ্জরী।

মানে মলিন বদনচাঁদ। হেরি সহচর-হৃদয় কাঁদ ॥
অবনত করি রহয়ে শির। সঘনে নয়নে বহয়ে নীর ॥
নখে গোরাচাঁদ লিখই মহী। থির নয়নে রহল চাহি ॥
সঙ্গিগণে কছু না কহে বাত। অরুণ বসন খসয়ে গাত ॥
ফুয়ল বসন না পরে তায়। কাতরে শেখর দাঁড়ায়া চায় ॥

১৫ পদ। সুহই।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ-নয়নে ॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধূলায় ধূসর তনু ভূমে গড়ি যায় ॥
মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়।
রজনী দিবস গোরা জাগিয়া গোঙায় ॥
ক্ষণে চমকিত অঙ্গ ধরণ না যায়।
মানভাব গোরাচাঁদের বাসু ঘোষ গায় ॥

১। অহেতুক মানের লক্ষণ যথা—"প্রেম্নঃ কুটিলগামিত্বং কোপায়ঃ [কারণং] বিনা।"—[সাহিত্যদর্পণ] "দেখ দেখ সখি ঝুটক মান। কারণ [কিছুই] বুঝই না পারই তব কাহে রোখল কান।" [বিদ্যাপতি] কিন্তু পদকর্তা ইহাকে অন্য ভাবে অহেতুক মান জানিয়া হাসিতে-[ছেন]। তিনি ভাবিতেছেন, যিনি নায়িকা, তিনিই নায়ক, তবে কে [কাহা]র উপর মান করিতেছেন? শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে আপনার উপর [আপ]নি মান করিতেছেন, অতএব ইহাও অহেতুক মান।

১৬ পদ। বরাড়ী।

অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা। সুরধুনী-সিনানে চলিলা॥
রাধিকার ভাব হৈল মনে। ঘন চাহে কাল জল পানে॥
নিজ প্রতিবিম্ব দেখি জলে। কুপিত অন্তরে কিছু বলে॥
ঢীট নাগর শ্যামরায়। আন জন সহিত খেলায়॥
কোপ করি চলে নিজবাসে। কহে কিছু হরিরাম দাসে॥

১৭ পদ। পাহিড়া।

সকল ভকত মেলি আনন্দে হুলাহুলি
আইলা গৌরাঙ্গ দরশনে।
গৌরাঙ্গ শুতিয়া আছে কেহ ত নাহিক কাছে
নিশি জাগি মলিন বদনে॥
ইহ বড় অদভুত রঙ্গ।
উঠিয়া গৌরাঙ্গ হরি ভূমেতে বসিয়া ফেরি
না বৈসয়ে কাহুক সঙ্গ॥ধ্রু॥
দেখিয়া ভকতগণ চমকিত হৈল মন
বিরস বদন কি কারণে।
সবে কহে হায় হায় কিছুই না বুঝা যায়
কি ভাব উঠিল আজি মনে॥
কেহ লহু লহু করে মুখানি পাখালে নীরে
কেহ করে কেশ সম্বরণ।
কিছু না জানিয়ে মোরা ভাবের মূরতি গোরা
বাসু ঘোষ মলিন বদন॥

১৮ পদ। তুড়ী।

মান বিরহ ভাবে পহুঁ ভেল ভোর।
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহি লোর॥
আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গচাঁদ।
অখিল জীবের মনলোচনফাঁদ॥
প্রেমজলে ডুবু ডুবু লোচনতারা।
প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা॥
হাসিয়া কহয়ে পুন ধিক্ মোর বুদ্ধি।
অভিমানে উপেখিলুঁ কানু গুণনিধি॥
হৈল মনের দুখ কি বলিব কায়
মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায়॥
এইরূপে উদ্ধারিল সব নরনারী।
এ রাধামোহন কহে কিছু নহিল হামারি॥

১৯ পদ। পঠমঞ্জরী।

মঝু মনে লাগল শেল। গৌর বৈমুখ ভৈগেল॥
জনম বিফল মোর ভেল। দারুণ বিহি দুখ দেল॥
কাহে কহব ইহ দুখ। কহইতে বিদরয়ে বুক॥
আর না হেরব গোরামুখ। তব জীবনে কিয়ে সুখ॥
বাসুদেব ঘোষ রস গান। গোরা বিনু না রহে পরাণ

২০ পদ। সুহই।

কেন মান করিনু লো সই।
গোরা গুণনিধি গেল কই॥
তেজিলাম যদি বঁধুয়ায়।
কেন প্রাণ নাহি বাহিরায়॥
আমি ত তেজিনু গৌরহরি।
তোরা কেনে না রাখিলি ধরি॥
এবে গেহ দেহ শূন ভেল।
গৌর বৈমুখ ভৈগেল॥
এবে কেন মিছা হা হুতাশ।
বাসু কহে পূরিবেক আশ॥

২১ পদ। সুহই।

মোহে বিহি বিপরীত ভেল।
অভিমানে মোহে উপেখি পহুঁ গেল॥
কি করিব কহ না উপায়।
কেমনে পাইব সেই মোর গোরারায়॥
কি করিতে কি না জানি হৈল।
পরাণ-পুতলি গোরা মোরে ছাড়ি গেল॥
কে জানে যে এমন হইবে।
আঁচলে বাঁধিতে ধন সায়রে পড়িবে॥
চৈতন্য দাসের সেই হৈল।
পাইয়া গৌরাঙ্গচাঁদ না ভজি পাইল॥

সপ্তম উচ্ছ্বাস।

——(*)——

(বিরহ)

১ পদ। সুহই-কন্দর্প।

আজু কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান।
কে আইল কে আইল করি ঝরয়ে নয়ান॥
চৌদিকে ভকতগণ কাঁদি অচেতন।
গৌরাঙ্গ এমন কেনে না বুঝি কারণ॥
সে মুখ চাইতে হিয়া কেমন জানি করে।
কত সুরধুনী-ধারা আঁখিযুগে ঝরে॥
হরি হরি বলি গোরা ছাড়য়ে নিশ্বাস।
শিরে কর হানে বাসু গদ গদ ভাষ॥

২ পদ। কামোদ।

সাঙ্গহি শচীসুত হেরিয়ে আন মত
কি কহত কছু নাহি জানি।
নগর গমন লাগি বোলত রাজদূত
বড় ইহ দারুণ বাণী॥
কাঁদি কহত পুন রোই।
লাখে লাখে বিঘিনি মঝু পর বেঢ়উ
পাছে জানি বিচ্ছেদ হোই॥ধ্রু॥
কাহে মঝু দক্ষিণ নয়ন ইহ ফুরই
কাহে মঝু হৃদয় কাঁপ।
কাঁহে মঝু চিত করত উচাটন
এত কহি করত বিলাপ॥
ঐছন হেরি পরাণ মঝু ঝুরয়ে
কি করয়ে নাহিক থেহ।
এ রাধামোহন কহ ইহ আনমত নহ
কাঠ কঠিন মঝু দেহ॥

৩ পদ। পাহিড়া।

হরি হরি কি কহব গৌরচরিত।
অক্রুর অক্রুর বলি,পুন পুন ধাবই, ভাবহি পূরুব পিরীত॥ধ্রু॥
তাহা মঝু প্রাণনাথ, লেই যাওই, ডারই শোককি কূপে।
কো পুন বচন, বোলে নাহি ঐছন, সব জন রহল নিচুপে॥
রোই কত গণে, বোলই পুন পুন তুহুঁ সব না কহসি ভাষ।
ঐছন হেরি, ভকতগণ রোয়ত, না বুঝল গোবিন্দদাস॥

৪ পদ। সুহই।

রোই রোই জপে গোরা কৃষ্ণনাম-মধু।
অমিয়া ঝরয়ে যেন বিমল বিধু॥
শিব বিহি নাহি পায় যার পদে ভক্তি।
তরুতলে বৈঠল সব সঙ্গ তেজি॥
ছাড়িয়া সকল সুখ ভেল অশকতি।
সাত কুম্ভ কলেবর ভাব বিভূতি॥
দেখিয়া সকল লোক অনুক্ষণ কাঁদে।
বাসুদেব ঘোষ হিয়া থির নাহি বাঁধে॥

৫ পদ। যথারাগ।

গম্ভীরা ভিতরে গোরারায়।
জাগিয়া রজনী পোহায়॥
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ।
খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাঁপ॥
খেনে ভিতে মুখ শির ঘষে।
কোন নাহি রহু পহুঁ পাশে॥
ঘন কাঁদে তুলি দুই হাত।
কোথায় আমার প্রাণনাথ॥
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাই-প্রেমে হইয়াছে ভোরা॥

৬ পদ। সুহই।

সিংহদ্বার ত্যজি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায়।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সভারে সুধায়॥
চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায়।
মাঝে কনয়াগিরি ধূলায় লোটায়॥
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
দীঘল শরীরে গোরা পড়ি মুরছায়॥
উত্তান শয়ন মুখে ফেন বহি যায়।
বাসুদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয়া যায়॥

৭ পদ। শ্রীরাগ।

চেতন পাইয়া গোরারায়। ভূমে পড়ি ইতি উতি চায়॥
সমুখে স্বরূপ রামরায়। দেখি পহুঁ করে হায় হায়॥

কাঁহা মোর মুরলি-বদন। এখনি পাইনু দরশন॥
ওহে নাথ পরম করুণ। কৃপা করি দেহ দরশন॥
এত বিলাপয়ে গোরাচাঁদে। দেখিয়া ভকতগণ কাঁদে॥
বাসু ঘোষ কহে মোর গোরা। কৃষ্ণপ্রেমে হইল বিভোরা॥

৮ পদ। পাহিড়া।

আরে আমার গৌরকিশোর।
নাহি জানে দিবা নিশি কারণ বিহনে হাসি
মনের ভরমে পহুঁ ভোর॥ধ্রু॥
ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে গায় কারে পহুঁ কি সুধায়
কোথায় আমার প্রাণনাথ।
ক্ষণে শীতে অঙ্গ কম্প ক্ষণে ক্ষণে দেই লম্ফ
কাঁহা পাঙ যাঙ কার সাথ॥
ক্ষণে ঊর্দ্ধবাহু করি নাচি বোলে ফিরি ফিরি
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ।১
ক্ষণে আঁখিযুগ মুন্দে হা নাথ বলিয়া কাঁদে
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ॥
কহে দাস নরহরি আরে মোর গৌরহরি
রাধার পীরিতে হৈল হেন।
ঐছন করিয়া চিতে কলিযুগ উদ্ধারিতে
বঞ্চিত হইনু মুঞি কেন॥

৯ পদ। পাহিড়া।

কাহে পুন গৌরকিশোর।
অবনত মাথে লিখত মহীমণ্ডল, নয়নে গলয়ে ঘন লোর॥ধ্রু॥
কনক বরণ তনু,ঝামর ভেল জনু, জাগয়ে নিদ নাহি ভায়।
যোই পরশে পুন, তাক বদন ঘন, ছলছল লোচনে চায়॥
খেনে খেনে বদন, পাণিতলে ধারই, ছোড়ই দীঘ নিশ্বাস।
ঐছন চরিতে, তারল সব নরনারী, বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

১০ পদ। কামোদ।

আজু হাম পেখলুঁ চিন্তায় নিমগন
গৌরাঙ্গ নবদ্বীপচাঁদ।
তাহে মঝু মানস কাঁপয়ে অহনিশ
ঝর ঝর নয়নহি কাঁদ॥
ইহ বড় হৃদয়ক তাপ।
গোকুল-নায়ক গোপিকা ভাবহি
কত শত করত বিলাপ॥ধ্রু॥
ঘন ঘন শ্বাস ডারত মহী লিখত
বিবরণ ভেল অরুক্ষীণ।
বামকরে অব- লম্বই মুখবিধু
লোচননীর ঝরু চিন॥
জগভরি করুণায়ে দেওল প্রেমধন
দরিদ না রহ কোই।
রাধামোহন পুন তহি ভেল বঞ্চিত
আপন করম-দোষে রই॥

১১ পদ। ধানশী।

যামিনী জাগি জাগি জগজীবন
জপতহি যদুপতি-নাম।
যাম যাম যুগ যৈছন জানত
জর জর জীবন মান॥
ঝুরত গৌরকিশোর।
ঝাকত ঝিকয়ে ঝর ঝর লোচনে
বুঝি পুরব রসে ভোর॥ধ্রু॥
চমপক গৌর- চাঁদ হেরি চমকই
চতুর ভকতগণ চাহ।
চলইতে চরণে চলই নাহি পারই
চকিতহি চেতন চোরাহ॥
ছল ছল নয়ন ছাপি করযুগল
ছোড়ল রজনীক নিন্দ।
ছোড়ব নাহি কবহুঁ জগজীবন
ছদ না কহতহিঁ দাস গোবিন্দ॥

১২ পদ। নাটিকা।

সজনি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিহার।
কত কত অনুভব প্রকট হোয়ত
কত কত বিবিধ বিকার॥ধ্রু॥

১। প্রলাপ—পাঠান্তর।

বিরস বদন ভেল শচীনন্দন হেরি
মোহে লাগয়ে ধন্দ।
বিরহভাবে অনু গোপীগণ বোলত
তৈছন বচনক বন্ধ॥
নয়নক নিঁদ গেও মঝু বৈরিণী
জনমহি যো নাহি ছোড়।
স্বপনহি সো মুখ দরশন দুলহ
অতএ নহত কভু মোর॥
এত কহি হরি হরি বলি পুন কাঁদই
ভাবে স্থকিত ভেল অঙ্গ।
কহ রাধামোহন হাম নাহি বুঝিয়ে
সো বড় প্রেমতরঙ্গ॥

১৩ পদ। নাটিকা।

সজনি, অনুভবি ফাটয়ে পরাণ।
যো শচীনন্দন পূরুবহি গোকুলে
আনন্দ সকল নিদান॥ধ্রু॥
সোই নিরন্তর কাতর অন্তর
বিবরণ বিরহক ধূমে।
ঘামহি ঝর ঝর সকল কলেবর
অহনিশি শুতি রহুঁ ভূমে॥
নিরবধি বিকল জলত মঝু মানস
করতহি কৈছন রীত।
কৈছে জুড়ায়ত সোই যুকতি কহ
তিলে এক হোত সম্বিত॥
এত কহি গৌর ফুকরি পুন রোয়ত
ডুবত বিরহতরঙ্গে।
রাধামোহন কছু নাহি বুঝত
নিমগন যো রসরঙ্গে॥

১৪ পদ। সুহই।

সহচর-অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুরছিয়া॥
অতি দুরবল দেহ ধরণে না যায়।
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখ চায়॥
কোথায় পরাণনাথ বলি খেনে কাঁদে।
পূরুব বিরহ জরে থির নাহি বান্ধে॥
কেনে হেন হৈল গোরা বুঝিতে না পারি।
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি॥

১৫ পদ। ধানশী।

সো শচীনন্দন চাঁদ জিনি উজোর
সুমেরু জিনিয়া বড় অঙ্গ।
কাম কোটি কোটি জিনি তছু লাবনি
মত্ত-গজ জিনি গতি ভঙ্গ॥
সজনি, কো ইহ সুখ সহ পার।
সো অব অসিত চাঁদসম ক্ষীয়ত
লোচন ঝর অনিবার॥ধ্রু॥
মথুরা মথুরা বলি পুন পুন কাঁদই
অতিশয় দুবর ভেল।
হাসকলারস দূরহি সব গেও
না রহ ভকতহি মেল॥
ইহ বড় শেল রহল মঝু অন্তর
কহ কহ কি করি উপায়।
রাধামোহন প্রাণ কঠিন জনু
যতনে নাহি বাহিরায়॥

১৬ পদ। গান্ধার।

যো শচীনন্দন ভুবন আনন্দন
করু কত সুখদ বিলাস।
কৌতুক কেলি কলারসে নিমগন
সতত রহত মুখে হাস॥
সজনি ইহ বড় হৃদয়ক তাপ।
অব সোই বিরহে বেয়াকুল অন্তর
করতহি কতএ প্রলাপ॥ধ্রু॥
গদ গদ কহত কাঁহা মঝু প্রাণনাথ
ব্রজ-জন-নয়ন-আনন্দ।
কাঁহা মঝু জীবন- ধারণ মহৌষধি
কাঁহা মঝু সুধারস কন্দ॥

পঞ্চম তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

দ্বাদশ মাসিক লীলা।

(রথযাত্রা)

১ পদ। সুহই।

নীলাচলে জগন্নাথরায়। গুণ্ডিচামন্দিরে চলি যায়॥
অপরূপ রথের সাজনি। তাহে চড়ি যায় যদুমণি॥
দেখিয়া আমার গৌরহরি। নিজগণ লৈয়া এক করি॥
মাল্য-চন্দন সবে নিয়া। জগন্নাথ নিকটে যাইয়া॥
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়। কীর্ত্তন করয়ে গোরারায়॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি। ঘন উঠে হরি হরি বলি॥
গগন ভেদিল সেই ধ্বনি। অন্য আর কিছুই না শুনি॥
নিতাই অদ্বৈত হরিদাস। নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস॥
মুকুন্দ স্বরূপ রামরায়। মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে গায়॥
গোবিন্দ মাধব বাসু ঘোষ। যার গানে অধিক সন্তোষ॥
বসু রামানন্দ নরহরি। গদাধর পণ্ডিতাদি করি॥
দ্বিজ হরিদাস বিষ্ণুদাস। ইহা সভার গানেতে উল্লাস॥
এমত কীর্ত্তন নর্ত্তনে। কত দূর করিল গমনে॥
এ সভার পদরেণু আশ। করি কহে বৈষ্ণবদাস॥

২ পদ। ইমন।

অপরূপ রথ আগে।
নাচে গোরারায়, সবে মিলি গায়, যত যত মহাভাগে॥ধ্রু॥
ভাবেতে অবশ, কি রাতি দিবস, আবেশে কিছু না জানে।
জগন্নাথমুখ, দেখি মহাসুখ, নাচে গর গর মনে॥
খোল করতাল, কীর্ত্তন রসাল, ঘন ঘন হরিবোল।
জয় জয় ধ্বনি, সুর নরমণি, গগনে উঠয়ে রোল॥
নীলাচলবাসী, আর নানা দেশী, লোকের উথলে হিয়া।
প্রেমের পাথারে, সদাই সাঁতারে, দুখী যদু অভাগিয়া॥

৩ পদ। মঙ্গল-কন্দর্পতাল।

চৌদিকে মহান্ত মেলি করয়ে কীর্ত্তন কেলি
সাত সম্প্রদায় গায় গীত।
বাজে চতুর্দ্দশ খোল গগন ভেদিল রোল
দেখি জগন্নাথ আনন্দিত॥
উনমত নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র
পণ্ডিত শ্রীনিবাস হরিদাস।
এ সভারে সঙ্গে করি মাঝে নাচে গৌরহরি
ভকতমণ্ডল চারিপাশ॥
হরি হরি বোল বলে পদভরে মহী দোলে
নয়ানে বহয়ে জলধার।
প্রেমের তরঙ্গরঙ্গ সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ
তাহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার॥
ভাবাবেশে গোরারায় নাচিতে নাচিতে যায়
ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ।
আনন্দ বিস্ময় মন দেখি প্রেমসংকীর্ত্তন
নিজ পরিকরগণ সাথ॥
দূরে গেল দুঃখ শোক প্রেমায় ভাসিল লোক
স্থাবর জঙ্গম পশুপাখী।
যে প্রেম-বিলাস ধাম যদু কহে অনুপাম
যে দেখিল সেই তার সাখী॥

৪ পদ। শ্রীরাগ।

আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় লয়ে একত্র করিল॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু ছাড়িয়া হুঙ্কার।
চক্র ভ্রমি ভ্রমে যেন আলাত আকার॥
নৃত্যে যাঁহা যাঁহা প্রভুর পড়ে পদতল।
সসাগর শৈল মহী করে টলমল॥
স্তম্ভ-কম্প পুলকাশ্রু স্বেদ বৈবর্ণ্য।
নানা ভাবে বিবশ গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥

দেখিয়া প্রভুর নৃত্য জগন্নাথ হাসে।
সে আনন্দে ভাসি যায় যদুনাথদাসে॥

৫ পদ। ইমন।

লীলাকারী জগন্নাথ।

চলিতে চলিতে, যেয়ে অর্দ্ধ পথে, রথ থামে অকস্মাৎ॥ধ্রু॥
সুরাসুর নরে, টানিল রথেরে, তবু না চলয়ে রথ।
পরিছা পূজারি, বেত্র হস্তে করি, গালি পাড়ে কত মত॥
রাজার আদেশে, জোড়ে দুই পাশে, শত শত করিবর।
টানে রথ বলে, তথাপি না চলে, এক পদ রথবর॥
তবে গোরারায়, রথ পাছে যায়, শিরেতে ঠেলিছে রথ।
বায়ুর বেগেতে, নিমেষ মাঝেতে, চলিল যোজন শত॥
জয় গৌর বলি, দুই বাহু তুলি, করে রোল যাত্রিগণ।
তুঁহার প্রভাব, করি অনুভব, যদুর বিস্মিত মন॥

৬ পদ। রামকেলি।

চৈতন্য নিতাই আরে দোন ভাই নাচে রে।
খোল করতাল, পঞ্চম রসাল, তা থৈয়া তা থৈয়া বাজে রে॥
সোনার কমল, করে টলমল, প্রেম-সিন্ধু মাঝে রে।
উত্তম অধম, দীনহীন জন, এ ঢেউ সভারে বাজে রে॥
সাত সম্প্রদায়, অতি উভরায়, জগন্নাথ গায় রে।
সভায় দেখিছে, সর্ব্বত্র নাচিছে, এককালে গোরারায় রে॥
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য, অপূর্ব্ব মাধুর্য্য, প্রকটিত এ লীলায় রে।
যদুনাথ দাসে, প্রেমানন্দে ভাসে, পহুঁ কৃপালব চায় রে॥

৭ পদ। গান্ধার।

নাচে শচীনন্দন দেখি রূপ সনাতন
গান করে স্বরূপ দামোদর।
গায় রায় রামানন্দ মুকুন্দ মাধবানন্দ
বাসুঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর॥
প্রভুর দক্ষিণ পাশে নাচে নরহরি দাসে
বামে নাচে প্রিয় গদাধর।
নাঁচিতে নাচিতে প্রভু আউলাঞা পড়য়ে কভু
ভাবাবেশে ধরে তুঁহার কর॥
নিত্যানন্দ মুখ হেরি বলে পহুঁ হরি হরি
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
সোঙরি শ্রীবৃন্দাবন প্রাণ করে উচাটন
পরশ করয়ে রায়ের করে॥
শ্রীনিবাস হরিদাস নাচে গায় প্রেমোল্লাস
প্রভুর সাত্ত্বিক ভাবাবেশ।
ইহ রস প্রেমধন পাওল জগজন
গোবিন্দ মাগয়ে এক লেশ॥

(ঝুলন)

৮ পদ। জয়জয়ন্তী।

দেখত ঝুলত গৌরচন্দ্র, অপরূপ দ্বিজমণিয়া।
বিধির অবধি, রূপ নিরুপম, কষিত কাঞ্চন জিনিয়া॥
ঝুলাওত ভকতবৃন্দ গৌরচন্দ্র বেড়িয়া।
আনন্দে সঘনে জয় জয় রব উঠত নাগর নদীয়া॥
নয়ন-কমল, মুখ নিরমল, শারদ চন্দ্র জিনিয়া।
গদাধর সঙ্গে, ঝুলত রঙ্গে, শিবরাম ধন্য হেরিয়া॥

৯ পদ। কামোদ—দশকুশি।

দেখ দেখ[১] গৌরচন্দ্র বড় রঙ্গী।
ঝুলত যুগল কিশোরক যৈছন
চলত সোই করি ভঙ্গী॥ধ্রু॥
রচত শিঙ্গার ঝুলন সুখ হোয়ব
মনহি ভেল উপনীত।
যৈছন সহচর গাওত আনন্দে
গৌরপহুঁক মনোনীত॥
হেরি গদাধর লহু লহু বোলত
মন মাহা কিয়ে ভেল রঙ্গ।
আজু হাম তুয়া সনে ঝুলন বিলসব
সহচরগণ করি সঙ্গ॥
ঐছে বিলাস গোরা পহুঁ বিলসয়ে
পূরব প্রেমরসে ভোর।
কহ শিবরাম মনহি সুখ ঐছন
কোই করব অব ওর॥

১। সখি—পাঠান্তর।

১০ পদ। মল্লার বা ইমন।

ঝুলত রসময় গৌরকিশোর।
সুরধুনীতীর তুঙ্গ তরুতলহি
বিরচিত নিরুপম ললিত হি ডোঁর ॥ধ্রু॥
পরিকর সুঘন ঝুলায়ত লঘু লঘু
গায়ত সরস তাল রস মাতি।
উচরত রুচির বচন ধিক ধিক ধিনি
বায়ত মধুর যন্ত্র কত ভাতি ॥
নদীয়াপুর-নর- নারীনিকর ঘর
তেজি চলত ধৃতি ধরই না পারি।
লোচন চপল নিমিখ নাহি সঞ্চরু
হাস মিলিত বিধুবদন নেহারি ॥
সুরগণ গগনে মগন গণ সহ
বরষত কুসুম করত জয় কারি।
নরহরি প্রাণনাথ গুণে উনমত
ভণত নিয়ত গুণ গণই না পারি ॥

১১ পদ। মল্লার।

আজু সুরধুনী তীরে গোরারায়।
ঝুলে কত না ভঙ্গীতে ঝুলনায় ॥
প্রিয় গদাধর মুখ পানে চাঞা।
রঙ্গে রহিতে নারয়ে থির হৈঞা ॥
সবে পুরব ঝুলন লীলা গায়।
শোভা দেখিতে কেবা বা নাই ধায় ॥
নরহরি প্রাণনাথে আঁখি দিয়া।
কেহ কহে কত সুখী ঘরে গিয়া ॥

১২ পদ। মল্লার।

ঝুলত১ সুন্দর রসময় গোরা,
অপরূপ রঙ্গে মাতিয়া গো।
হেরি হেরি গদাধর মুখ আঁখি,২
ভঙ্গী করে কত ভাতিয়া গো ॥
"নিরুপম সব সঙ্গিগণ তারা"৩
মৃদু মৃদু হাসি হাসিয়া গো।
"সুরচিত চারু হিণ্ডোল ঝুলায়,
না জানি"১ কি সুখে ভাসিয়া গো ॥
মধুর সুস্বরে গায় কেহ কেহ,
কে ধরে ধৈরজ শুনিয়া গো।
সে শোভা নিরখি,২ আঁখি কে ফিরাবে,
"মনু মনু মনে"৩ গুণিয়া গো ॥
এতদিনে কুললাজ যাবে সব
বলিয়ে শপথ খাইয়া গো।
নরহরিনাথে নেহারি বারেক
সুরধুনীতীরে যাইয়া গো ॥

১৩ পদ। মল্লার।

আজু গোরা সুরধুনীতীরে।
ঝুলে কিবা ললিত হিন্ডোরে ॥
কিবা সে বরষা ঋতু তায়।
অন্ধকারে মেঘের ঘটায় ॥
গোরারূপ চমকে বিজুরী।
জগতের প্রাণ করে চুরি ॥
পারিষদ সুমধুর গায়।
যেন কত সুধা বরষায় ॥
বাজয়ে মৃদঙ্গ গরজনি।
নাচে শিখিকুলের রমণী ॥
নদীয়ানগর উলসিত।
লতাতরুকুল পুলকিত ॥
সব লোক ধায় দেখিবারে।
কেহ কত মনোরথ করে ॥
নরহরি পহুঁ মুখ হেরি।
ঝুলায় ঝুলনা ধীরি ধীরি ॥

১৪ পদ। কামোদ।

গোরা পহুঁ দোলে হিণ্ডোলেতে।
কত সুখ সে ভাব ভাবিতে ॥
গদাধর মুখ পানে চায়।
পুলক ভরয়ে হেম গায় ॥

১। ঝুলয়ে, ২। অতি, ৩। গদাধর-মুকুন্দাদি সঙ্গিগণে।

১। নবহি দোলা যতনে ঝুলায়ত, ২। হেরিয়া, ৩। মৈনু গুণ।

পারিষদ উলসিত চিতে।
নামাইয়া হিডোঁলা হইতে॥
বসাইতে নীপতরু মূলে।
নিতাই ভাসয়ে প্রেমজলে॥
অদ্বৈত করয়ে হুহুঙ্কার।
বাঢ়ে মহা সুখের পাথার॥
শ্রীবাসাদি যতন করিয়া।
দিল নানা দ্রব্য সাজাইয়া॥
সভার পরাণ গোরারায়।
ভুঞ্জিব কি সভারে ভুঞ্জায়॥
যে কৌতুক কহিতে কি পারি।
অবশেষে ভুঞ্জে নরহরি॥

১৫ পদ। ইমন বা কামোদ।

দেখ দেখ ঝুলত গৌরকিশোর।
সুরধুনীতীরে গদাধর সঙ্গহি, চাঁদ রজনী উজোর॥ ধ্রু॥
শাঙণ মাস, গগনে ঘন গরজন, নলপতি দামিনীমাল।
বরখত বারি পবন মৃদু মন্দহি, গরজত রঙ্গ বিশাল॥
বিবিধ সুরঙ্গ রচতহি দোলা, খচিত কুসুমচয় দাম।
বটতরুডালে ডোর করি বন্ধন, মালতীগুচ্ছ সুঠান॥
বৈঠল গৌরবামে প্রিয় গদাধর, ঝুলন রঙ্গরসে ভাস।
সহচর মেলি, দোলায়ত মৃদু মৃদু, দোলা ধরিয়া দৌপাশ॥
বাজত মৃদঙ্গ, পূরুবরস গাওত, সংকীর্ত্তন পূররঙ্গ।
নিত্যানন্দ শান্তিপুর-নায়ক, হরিদাস শ্রীনিবাস সঙ্গ॥
পুরুষোত্তম সঞ্জয়, আদি বরখত, কঙ্কুম চন্দন ফুল।
উদ্ধব দাস, নয়নে কব হেরব, গৌর হোয়ব অনুকূল॥

১৬ পদ। ইমন।

আজু রচিত নব রতন-হিডোঁর।
সুরধুনীতীরে　　তুঙ্গ-তরুতলহি
রসময় গৌরকিশোর॥ ধ্রু।
পরিকর সুঘড়　　ঝুলায়ত লহু লহু
গাওত তানরস মাতি।
উঘটত থোঙ্গ　　থোঙ্গ কত থৈ থৈ
নাচত মধুর বাওন ভাতি॥

নদীয়ানগর না　　রহে কেহ ঘর তেজি
চলত চৌদিকে নরনারী।
অধিক উদাস　　হোয়ত হিয়া পহুঁ কর
হাস মিলিত মুখচাঁদ নেহারি॥
সুরগণ গগনে　　স্বগণসহ বরিখত
কুসুম করত জয়কার।
নরহরি ভণত　　ভুবন উমতায়ল
কো কহু অদভুত রঙ্গ অপার॥

১৭ পদ। ধানশী।

ঝুলত গোরাচাঁদ সুন্দর রঙ্গিয়া।
প্রেমভরে হৈয়া ডগমগিয়া॥
রাধার ভাবেতে ধারা বয়ানেতে ভাসে।
ভাব বুঝি গদাধর ঝুলে বাম পাশে॥
মুরলী বলিয়া চাহে বদন হেরিয়া।
বাসু ঘোষ গায় গোরাগুণ সোঙরিয়া॥

১৮ পদ। সারঙ্গ।

সুরধুনীতীরে আজু গৌরকিশোর।
ঝুলন-রঙ্গরসে পহুঁ ভেল ভোর॥
বিবিধ কুসুমে সভে রচই হিন্দোল।
সব সহচরগণ আনন্দে বিভোর॥
ঝুলয়ে গৌর পুন গদাধর সঙ্গ।
তাহে কত উপজয়ে প্রেমতরঙ্গ॥
মুকুন্দ মাধব বাসু হরিদাস মেলি।
গাওত পূরুব রভসরস কেলি॥
নদীয়ানগরে কহ ঐছে বিলাস।
রামানন্দ দাস করত সোই আশ॥

(জন্মলীলা)

১৯ পদ। কামোদ বা মঙ্গল।

পূরুব জনমদিবস দেখিয়া, আবেশে গৌরাঙ্গরায়।
দ্বিজগণ লৈয়া হরষিত হৈয়া, নন্দ-মহোৎসব গায়॥
খোল করতাল, বাজায় রসাল, কীর্ত্তন জনমলীলা।
আবেশে আমার, গৌরাঙ্গসুন্দর, গোপবেশ নিরমিলা॥

ঘৃত ঘোল দধি, গোরস হলদি, অবনী মাঝারে ঢালি।
কান্ধে ভার করি, তাহার উপরি নাচে গোরা বনমালী॥
করেতে লগুড়, নিতাই সুন্দর, আনন্দ-আবেশে নাচে।
রামাই মহেশ, রাম গৌরীদাস, নাচে তার পাছে পাছে॥
হেরিয়া যতেক, নীলাচল-লোক, প্রেমের পাথারে ভাসে।
দেখিয়া বিভোর, আনন্দসাগরে, দীন জগন্নাথ দাসে॥

২০ পদ। কামোদ।

গোরা মোর গোকুলের শশী।
কৃষ্ণের জনম আজি কহে হাসি হাসি॥
আবেশে থির হইতে নারে।
ধরি গোপবেশ নাচে উল্লাস-অন্তরে॥
নিতাই গোপের বেশ ধরি।
হাতে লৈঞা লগুড় নাচয়ে ভঙ্গী করি॥
গৌরীদাস রামাই সুন্দর।
নাচে গোপবেশে কাঁধে ভার মনোহর॥
শ্রীবাস অদ্বৈত গোপবেশে।
ছড়ায় হল্‌দি দধি মনের হরিষে॥১
কেহ কেহ নানা বাদ্য বায়।
মুকুন্দ মাধব সে জনমলীলা গায়॥
করে সুমঙ্গল নারীগণ।
শ্রীবাস-আলয় যেন নন্দের ভবন॥
জয়ধ্বনি করি বারে বারে।
ধায় লোক ধৈরজ ধরিতে কেহ নারে॥
কত সাধে দেখে আঁখি ভরি।
শোভায় ভুবন ভুলে ভণে নরহরি॥

২১ পদ। ধানশী।

গোকুলের শশী, গোরা গুণরাশি, পূরুব জনমদিনে।
কত না উলাসে, নাচে গোপবেশে, সে ভাব আবেশমনে॥
নিতাই আনন্দে, নাচে গোপছন্দে, রামাই সুন্দর সাথে।
অদ্বৈত ধাইয়া, দধি-ভাণ্ড লৈয়া, ঢালয়ে নিতাই মাথে॥
শ্রীবাসাদি রঙ্গে, অদ্বৈতের সঙ্গে, হরিদ্রা সিঞ্চিয়া হাসে।
শঙ্কর মুরারি, কাঁধে ভার করি, নাচয়ে গোপের বেশে॥
মুকুন্দাদি গায়, নানা বাদ্য বায়, হেরি গোরা-মুখ ইন্দু।
নরহরি ভালে, ভণে তিলে তিলে, উথলে আনন্দ-সিন্ধু॥

২২ পদ। মায়ুর।

গৌরগুণমণি, বরজ শশধর পূরুব প্রকট সু-অটমী ভাদর
আদরই প্রিয়বৃন্দ সহ, শিরিবাস২ ভবনে বিরাজয়ে।
বাঁধি নটপটি পাগ মৃদুতর কুসুম পল্লহ ধরত শির
বলয় কর কটি-বসন নব ব্রজ গোপ সম সাজয়ে॥
ভাণ্ড দধিযুত চিত্র বাহুঁক কাঁধে করু করে লগুড় কাছ
ভঙ্গী সঞে চলি হলদি দধিকৃত পঙ্ক অঙ্গনে শোহয়ে।
হি হি শবদ উচারি ঘন ঘন বিপুল পুলকিত তরল তনু
করত সুললিত নৃত্য নিরুপম, নিখিল ভুবন বিমোহয়ে॥
হাসি হরযে নিতাই কহি কত হলদি দধি পহুঁ অঙ্গে ছিনর
তুরিতে তহি অদ্বৈত নবনী নিতাই বদনে বিলেপয়ে।
ধরল প্রবল নিতাই কৌতুকে ভারি কর্দ্দমে যাত গড়ি সু
লপটি ঝট অদ্বৈত নটতহি গগনে ভুজ বিক্ষেপয়ে॥
বাসুদেব মুকুন্দ মাধব আদি গায়ত জনম উৎস
ধা ধি ধি কিতক ধিনি নি নি বহু বাদ্য বাদক বা
দেবগণ ঘন কুসুম বরষত দাস নরহরি নাথে
কোই ধরই ন ধিরজ ভর নরনারী বহু দিশ ধা

২৩ পদ। কামোদ।

আজু গোরাচাঁদ গণসহ গোপবেশে।
তিলে তিলে অধিক বিভোল সেনা রসে।
হাসে লহু লহু চাহে গদাধর পানে।
বহয়ে আনন্দ-বারিধারা দুনয়নে॥
মুকুন্দ মাধব বাসু উল্লাস হিয়ায়।
রাধিকা-জনম চরিত সবে গায়॥
বাজে খোল করতাল ভুবনমঙ্গল।
নাচে পহুঁ ধরণী করয়ে টলমল॥
গৌরীদাস আদি নাচে ভার করি কাঁধে।
দেখিতে গোপবেশ কেবা থির বাঁধে॥

১। আবেশে—পাঠান্তর।

১। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী। ২। শ্রীবাস পণ্ডিতের—পাঠান্তর।

কত সাধে নাচে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
ছড়াইয়া নবনী হলদি দুধ দধি॥
নিতাই অদ্বৈত শ্রীবাসাদি রঙ্গ দেখি।
ভাসে সুখ-সমুদ্রে ফিরাতে নারে আঁখি॥
কি নারী পুরুষ ধায় এ রঙ্গ দেখিতে।
দাঁড়াইয়া অঙ্গনে চাহয়ে চারি ভিতে॥
দেখি গোরারূপের মাধুরী অনুপাম।
কেহ কহে নাচে এ কি কনকের কাম॥
দেবগণ নাচয়ে কুসুমবৃষ্টি করি।
জয় জয় দিয়া রঙ্গে নাচে নরহরি॥

২৪ পদ। ধানশী।

আজু কি আনন্দ বিদ্যানিধি-ঘরে
রাধিকা-জনমচরিত গানে।
নাচে সে আবেশে শচীসুত গোরা
সে নবভঙ্গী কি উপমা আনে॥
চারি পাশে গোপ- বেশে পরিকর
কাঁধে ভার ফিরে অঙ্গনে রঙ্গে।
নবনীত দধি হরিদ্রাদি দেই
হাসি হাসি সভে সভার অঙ্গে॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ করতাল
নানা বাদ্য বায় বাদক ভালে।
সে মধুর ধ্বনি ভেদয়ে গগন
কে না নাচে ধিক ধিক ধেয়ানা তালে॥
বিবিধ মঙ্গল করে নারীকুল
পুলকিত চিত উলুলু দিয়া।
বৃকভানুপুর সম শোভা ভণে
ঘনশ্যাম সুখে উথলে হিয়া॥

২৫ পদ। ধানশী।

রাধিকা-জনম- উৎসবে মাতিছে
শচীর দুলাল গোরা রঙ্গিয়া।
গোপবেশ ধরি নাচে তার সাথে
নটন-পণ্ডিত সুঘড় সঙ্গিয়া॥
বাজিছে মাদল তাদৃম্ তাদৃম্
ধিক ধিন্না তালে বাজিছে খোল।
ঝানানা ঝনান ঝাঁঝরির বোল
বাজে করতাল করি ঘোর রোল॥
গাব্ গাব্ গাব্ থমক গমকে
ভেউ ভেউ ভোঁ ভোঁ রামশিঙ্গা বাজে।
ডিম্ ডিম্ ডিম্ গোপীযন্ত্র বাজে
তাকৃতা তাধিন্ খঞ্জরি বাজে॥
ষড়জে গায়ত মুকুন্দাদি সব
পঞ্চমে বালক ধরয়ে তান।
রহি রহি রহি উঠে তিন গ্রামে
সপ্ত স্বর সঙ্গে মূর্চ্ছনা মান॥
শঙ্খ কাংস্য রব তা সহ মিশিছে
তা সহ মিশিছে আবাবা ধ্বনি।
তা সহ গাইছে দাস নরহরি
বলিহারি যাই গোরার নিছনি॥

২৬ পদ। কল্যাণ—দশকুশি।

প্রিয়ার জনমদিবস আবেশে আনন্দে ভরল তনু।
নদীয়ানগরে, বৃষভানুপুরে, উদয় করল জনু॥
গদাধর মুখ হেরি পুন পুন, নাচে গোরা নটরায়।
ভাব অনুভব, করি সঙ্গী সব, মহা মহোৎব গায়॥
দধির সহিত হলদি মিলিত কলসে কলসে ঢালি।
প্রিয়গণ নাচে, নানা কাছ কাচে, ঘন দিয়া হুলাহুলি॥
গৌরাঙ্গ নাগর, রসের সাগর, ভাবের তরঙ্গ তায়।
জগত ভাসিল, এ হেন আনন্দে, এ দাস বল্লভ গায়॥

[গোষ্ঠ-যাত্রা]

২৭ পদ। ভাটিয়ারি—বড় দশকুশি।

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদবয়ানে।
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দরায়।
শিঙ্গার শবদ করি বদন বাজায়॥

নিতাইচাঁদের মুখে শিঙ্গার নিশান।
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান ॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম।
ভাইয়া রে ভাইয়া রে বলি ধায় অভিরাম ॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ প্রেমের আবেশ।
শিরে চূড়া শিখি-পাখা নটবরবেশ ॥
চরণে নূপুর সাজে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
বংশীবদনে কহে চল গোবর্দ্ধন ॥

২৮ পদ। ধানশী।

বৃন্দাবনের ভাবে গোরা ফিরায় পাঁচনি।
আবা আবা রবে ডাকে গোরা গুণমণি ॥
ভাবিছেন গোরাচাঁদ সেই ভাবাবেশে।
বৃন্দাবনের ভাবে গোরার হইল আবেশে ॥
শচী প্রতি কহে চল যাই দেখিবারে।
বিপিনে যাইবে গোরা গোষ্ঠ করিবারে ॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী ধাইয়া চলিল।
বাসুদেব ঘোষ কহে যাইতে হইল ॥

২৯ পদ। ললিত।

অভিরাম ডাকে দ্বারেতে, আরে রে গৌর যাবি খেলাতে
গৌরব করে বৈসে আছ শচী মায়ের কোলেতে ॥
ব্রজের খেলা গোচারণ নৈদার খেলা সংকীর্ত্তন
যাতে মত্ত শিশুগণ।
হারে রে রে জানা যাবে, যেয়ে সুরধুনীর তীরেতে।
সময়ে অসময় হলো গোঠে যাওয়ার সময় গেল
গৌর যাবি কিনা বল।
অভিমানে বৈসে আছ শচী মায়ের কোলেতে ॥
শুনে অভিরামের কথা কহিছেন শচী মাতা
তোরা যাবি রে কোথা।
গোঠে যাবে গোরাচাঁদ, বাসু যায় নিয়া ছাতা ॥

৩০ পদ। ললিত।

শ্রীনন্দনন্দন, শচীর দুলাল, চলে গোঠে পায় পায়।
রোহিণী-কোঙর নিত্যানন্দ রায়, ভাইয়ার অগ্রেতে ধায় ॥
শ্রীদাম সাঙ্গাইত, অভিরাম স্বামী গাভী বৎস লৈয়া চলে
সুবল পণ্ডিত গৌরীদাস আসি ত্বরিত মিলিল দলে ॥
নবদ্বীপ আজি গোকুল হইল যেন দ্বাপরের শেষ।
পরিকর সবে লইল পাঁচনি ধরিয়া রাখাল বেশ ॥
আবা আবা রবে ছাইল গগন সুরগণ হেরি হাসে।
তা সবার সহ গোঠেতে চলিল পামর এ বংশীদাসে ॥

৩১ পদ। সুহই বা ভাটিয়ারি।

লাখবাণ হেম বরণ গৌরদ্যুতি মুখবর শারদ চাঁদ।
অখিল ভুবন মনোমোহন মনমথ, মনোরথ[১] রাজকি ছাঁদ
দেখ গৌরচন্দ্র নব কাম।
আনন্দসার, মিলিত নবদ্বীপে, প্রকটভাব অভিরাম ॥ ধ্রু
সঙ্গর সুসময়, হেরি ক্ষণে বোলত, হোয়ব[২] গোষ্ঠবিহার।
পুন তব বোলত, সফল জীবন তছু, যে ইহ রূপ নেহার।
ব্রজপতি নন্দন, চাঁদ চলত বন, সৌধ উপরে চল যাই।
রাধামোহন, ও রস মাগয়ে, সোই চরণ জনু পাই ॥

৩২ পদ। ভূপালী।

গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব উঠিল।
পূরব চরিত্র বুঝি মনেতে পড়িল ॥
গৌরীদাসমুখ হেরি উলসিত হিয়া।
আনহ ছাঁদন ডুরি বলে ডাক দিয়া ॥
আজি শুভদিন চল গোষ্ঠেরে যাইব।
আজি হৈতে গো-দোহন আরম্ভ করিব ॥
ধবলী শামলী কোথা ছিদাম সুদাম।
দোহনের ভাণ্ড মোর হাতে দেহ রাম ॥
ভাবাবেশে বেয়াকুল শচীর নন্দন।
নিত্যানন্দ আসি কোলে করে সেইক্ষণ ॥
চৈতন্যদাস বোলে ছাঁদনের ডুরি।
হারাইলা গৌরীদাস গোপী কৈলা চুরি ॥

৩৩ পদ। মায়ুর।

গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
ধবলী শাঙলী বলি সঘনে ডাকিল ॥

১। মনমথ। ২। হোয়ব—পাঠান্তর।

শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ করিয়া ঘন১ ঘুরায় পাঁচনি॥
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গেতে মুকুন্দ২।
গৌরীদাস আদি সবে পাইল৩ আনন্দ॥
বাসুদেব ঘোষ গায় মনের হরিষে।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিল প্রকাশে॥

৩৪ পদ। ভাটিয়ারি।

ভালিয়ে নাচে রে মোর শচীর দুলাল।
চঞ্চল বালক মেলি সুরধুনীতীরে কেলি
হরিবোল দিয়া করতাল॥ ধ্রু॥
উভ ঝুটি শোভে৪ শিরে বদনে অমিঞা ঝরে
রূপ জিনি সোনা শত বাণ।
যতন করিয়া মায় ধড়া পরাঞাছে তায়
কাজরে উজোর দু-নয়ান॥
করে শোভে তাড়বালা গলে মুকুতার মালা
কর পদ কোকনদ জিনি।
সবে কহে মরি মরি সাগরে কামনা করি
হেন সুত পাইল শচী রাণী॥
পরিকরগণ সাথে সবার পাঁচনি হাতে
বাম হাতে ছাঁদনের দড়ি।
কহিছে চৈতন্যদাসে রাখালরাজের বেশে
থাক এ হৃদয়ে গৌরহরি॥

৩৫ পদ। ভাটিয়ারি।

গৌরকিশোর, পুরুব রসে গর গর, মনে ভেল গোঠবিহার।
দাম শ্রীদাম, সুবল বলি ডাকই, নয়নে গলয়ে জলধার॥
বেত্র বিষাণ, সাজ লেই সাজহ, যাইব ভাণ্ডীর সমীপ।
গৌরীদাস, সাজ করি তৈখনে, গৌর নিকটে উপনীত॥
ভাই অভিরাম, বদনে ঘন বাওই, নূপুর চরণহি দেল।
নিত্যানন্দচন্দ্র, পহুঁ আগুসরি, ধবলী ধবলী ধ্বনি কেল॥
নদীয়ানগর, লোক সব ধাওত, হেরইতে গৌরক রঙ্গ।
দাস জগন্নাথ, ছান্দ দোহনি লেই, যাওব সব অনুরঙ্গ॥

৩৬ পদ। সুরট, সারঙ্গী বা গৌরী।

জয় শচীনন্দন ভুবন-আনন্দ।
আনন্দ শকতি, মিলিত নবদ্বীপে, উয়ল নবরস কন্দ॥ধ্রু॥
গোখুরধূলি দিশহ উহ অম্বর, শুনি রব বেণু নিসান।
অপরূপ শ্যাম মধুর মধুরাধর, মৃদু মৃদু মুরলীক গান॥
এত কহি ভাবে, বিবশ গৌরতনু, পুন কহ গদ গদ বাত।
শ্যাম সুনাগর, বন সঞে আওত, সমবয় সহচর সাথ॥
মঝু মন নয়ন, জুড়ায়ল কলেবর সফল ভেল ইহ দেহ।
রাধামোহন কহ, ইহ অপরূপ নহ, মূরতিমন্ত সেই লেহ॥

৩৭ পদ। তুড়ী।

বেলি অবসান, হেরি শচীনন্দন, ভাবহি গদ গদ বোল।
কানুক গমন, সময় এবে হোয়ল, শুনিয়ে বেণুক রোল॥
সজনি, না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গবিলাস।
প্রেমহি নিমগন, রহত অনুখন, কতিহুঁ নাহি অবকাশ॥ধ্রু॥
ক্ষণে পুলক হোই, নিকট শুনিয়ে, অব হম্বারব রাব।
হেরইতে শ্যামচন্দ্র অনুমানিয়ে, গোকুল জন কত ধাব॥
ঐছন ভাতি করত কত অনুভব, যো রসে কৃত অবতার।
রাধামোহন পহুঁ, সো বর শেখর, তৈছন সতত বিহার॥

(দানলীলা)

৩৮ পদ। তুড়ী।

না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন ভাব মনে।
সুরধুনীতীরে গেল সহচর সনে॥
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া।
নৌকায় চড়িল গোরা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
আপনি কাণ্ডারী হৈয়া বায় নৌকাখানি।
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি॥
পারিষদগণ সব হরি হরি বোলে।
পুরুব স্মরিয়া কেহ ভাসে প্রেমজলে॥
গদাধরের মুখ হেরি মনে মনে হাসে।
বাসুদেব ঘোষে কহে মনের উল্লাসে॥

১। বলিয়া গোরা—পাঠান্তর।
২। সঙ্গে নিত্যানন্দ। ৩। অভিরাম সভার।
৪। কুটিল কুন্তল—পাঠান্তর।

৩৯ পদ। মায়ুর।

আজু রে গৌরাঙ্গের১ মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল॥
দান দেহ বলি ডাকে২ গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরণী॥
দান দেহ কেহ বলি ঘন ঘন ডাকে৩।
নদীয়া৪ নাগরী সব পড়িল বিপাকে॥
কৃষ্ণ-অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
সে ভাব পড়িল মনে বাসু ঘোষ গান॥

৪০ পদ। ধানশী।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গরায়।
সুরধুনী মাঝে যাঞা নবীন নাবিক হৈঞা
সহচর মিলিয়া খেলায়॥ধ্রু॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে পুরুব রভস রঙ্গে
নৌকায় বসিয়া করে কেলি।
ডুবু ডুবু করে না বহয়ে বিষম বা
দেখি হাসে গোরা বনমালী॥
কেহ করে উতরোল ঘন ঘন হরি বোল
দুকূলে নদীয়ার লোক দেখে।
ভুবনমোহন নাইয়া দেখিয়া বিবশ হৈয়া
যুবতী ভুলিল লাখে লাখে॥
জগজন-চিতচোর গৌরসুন্দর মোর
যে করে তাহাই পরতেক।
কহে দীন রামানন্দে এহেন আনন্দ কন্দে
বঞ্চিত রহিনু মুই এক॥

৪১ পদ। মল্লার।

হের দেখ নব নব গৌরাঙ্গ মাধুরী
রূপে জিতল কোটি কাম।
অঙ্গহি অঙ্গ ঘামকুল সঙ্কুল
যৈছন মোতিম দাম॥

নয়নহি নীর বহ কম্পই থির নহ
হাসি কহত মৃদু বাত।
কে জানে কি ক্ষণে ঘর সঞে আয়লু
ঠেকি গেনু শ্যামর হাত॥
বেশক উচিত দান কভু না শুনিয়ে
কাঁহা শিখলি অবিচার।
বুঝি দেখি নিরজন গোবর্দ্ধন লুঠবি
তুহুঁ বাটপার॥
কো ইহ ভাব ভরহি ভরমাইত
কিঞ্চিত পাটল আঁখি।
রাধামোহন কিয়ে আনন্দে ডুবব
ও রসমাধুরী পেখি॥

৪২ পদ। বেলোয়ার।

সোঙরি পূরুব লীলা ত্রিভঙ্গ হইয়া।
মোহন মুরলী গোরা অধরে লইয়া॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিল গোরাচাঁদ।
অঙ্গুলী নাচাঞা করে সুললিত গান॥
নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত।
সুরধুনীতীরে তরু লতা পুলকিত॥
ভুবনমোহন গোরা মুরলীর স্বরে।
বাসুদেব ঘোষ ইথে কি বলিতে পারে॥

(রাস ও মহারাস)

৪৩ পদ। শ্রীরাগ।

সহল সুরধুনীপুলিন বন, অবলোকি গৌরকিশোর।
পুরুব রাসবিলাস সোঙরি, উলাসে ভৈগেল ভোর॥
মদন-মদভর-হরণ তনু জনু, দমকে দামিনী দাম।
বদন-বিধু বিধু কদন মাধুরী, অমিঞা ঝরে অবিরাম॥
আজু নিরুপম নটন ঘটইতে, হোত ললিত ত্রিভঙ্গ।
দৃমিকি দৃমি দৃমি দৃষ্কু বাজত, মধুর মধুর মৃদঙ্গ॥
সুঘড় পরিকরবৃন্দ গায়ত, রাসরস মুদ মাতি।
দেব-দুলহ যে বিপুল কৌতুকে, উথলে নরহরি ছাতি॥

১। গৌরাঙ্গচাঁদের। ২। কিসের দান চাহে। ৩। দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে। ৪। নগরের—পাঠান্তর।

৪৪ পদ। কেদার।

কি মধুর মধুনিশা চাঁদে আলো কৈল দিশা
বহে মন্দ মলয় সমীর।
জাহ্নবী যমুনা প্রায় নির্ম্মল পুলিন তায়
কুহকে কোকিল শিখিকীর॥
আজু কি কৌতুক নদীয়াতে।
গোঙরি পূরুব রঙ্গ নিতাই পুলক অঙ্গ
তিলেক নারয়ে থির হৈতে। ধ্রু॥
দেখিয়া নিতাইর রীতি শ্রীগৌরসুন্দর অতি
প্রেমাবেশে অবশ হইলা।
কেহ না ধৈরজ বাঁধে গায় সবে নানা ছাঁদে
বলাইচাঁদের রাসলীলা॥
দেবতা মানুষে মিলি নাচে বাহু তুলি তুলি
নানা বাদ্য বায় অনিবার।
দাস নরহরি কয় জগ ভরি জয় জয়
নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার॥

৪৫ পদ। গান্ধার।

দ্রাং দৃমিকি দ্রিমি, মাদল বাজত, কতহুঁ তাল সুতালুয়া।
অখিল ভুবনক নাচ নাচত, শ্রীবাস আদি সভে গানুয়া॥
জানু লম্বিত, বাহুযুগল, কলিত কলধৌত ঠানুয়া।
অরুণ অম্বরে, ভুবন ডগমগি, যৈছে পাতর ভানুয়া॥
ক্ষণহি কম্পিত, ক্ষণহি পুলকিত, ক্ষণহি করযুগ চালনা।
ক্ষণহি উচ করি, বলই হরি হরি, পূরুব প্রেম পালনা॥
চাদ অবধুত, ঠাকুর অদ্বৈত, সঙ্গে সহচর মিলিয়া।
কহে রামানন্দ, কুলিশ সরসয়ে, দারু দরবিত কেলিয়া॥

৪৬ পদ। তুড়ী।

বৃন্দাবনের লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল॥
ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান।
সহচরগণ গোপী সম অনুমান॥
খোল করতাল গোরা সুমেল করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাস-রস গোরাচাঁদ করিল প্রকাশ॥

৪৭ পদ। কামোদ।

নাচত গৌর, রাসরস অন্তর, গতি অতি ললিত ত্রিভঙ্গী।
বরজ সমাজ রমণীগণ যৈছন তৈছন অভিনয় রঙ্গী॥
দেখ দেখ নবদ্বীপ মাঝ।
গাওত বাওত[১] মধুর ভকত শত, মাঝহি বরদ্বিজরাজ॥ধ্রু॥
তাতা দৃমি দৃমি মৃদঙ্গ বাজত, ঝুনু ঝুনু নূপুর রসাল।
বরাব বীণ, আর শরমণ্ডল, সুমিলিত করু করতাল॥
এহেন আনন্দ, না হেরি ত্রিভুবন, নিরুপম প্রেমবিলাস।
ও সুখসিন্ধু, পরশ কিয়ে পায়ব, কহ রাধামোহন দাস॥

৪৮ পদ। কেদার।

সহচর সঙ্গে গৌর নটরাজ।
বিহরয়ে নিরুপম কীর্ত্তন সমাজ॥
সুরধুনীতীর পুলিন মনোহর।
গৌরচন্দ্র ধরি গদাধরকর॥
কত শত যন্ত্র সুমেলি করি।
বাওয়ে মৃদঙ্গ করতাল ধরি॥
গাওত সুমধুর রাগ রসাল।
হেরি হরষিত কোই কহে ভালি ভাল॥
গদাধর বামে ডাহিনে নরহরি।
রায় শেখর কহে যাঙ বলিহারি॥

৪৯ পদ। তুড়ী।

নাচে নাচে নিতাই গৌর দ্বিজমনিয়া।
বামে প্রিয় গদাধর শ্রীবাস অদ্বৈতবর
পারিষদ তারাগণ জিনিয়া॥ ধ্রু॥
বাজে খোল করতাল মধুর সঙ্গীত ভাল
গগন ভরিল হরিধ্বনিয়া।
চন্দন চর্চ্চিত গায়, ফাগু বিন্দু বিন্দু তায়
বনমালা দোলে ভাল বলিয়া॥

১। ধাওত গাওত—পাঠান্তর।

গলে শুভ্র উপবীত রূপ কোটি কাম জিত
চরণে নূপুর রণরণিয়া।
দুই ভাই নাচি যায় সহচরগণ গায়
গদাধর অঙ্গে পড়ে ঢুলিয়া॥
পূরুব রভসলীলা এবে পহুঁ প্রকাশিলা
সেই বৃন্দাবন এই নদীয়া।
বিহরে গঙ্গাতীরে সেই ধীর সমীরে
বৃন্দাবনদাস কহে জানিয়া॥

৫০ পদ। কল্যাণী।

গৌরাঙ্গসুন্দর নাচে।
শিব বিরিঞ্চির অগোচর প্রেমধন,
ভাবে বিভোর হৈয়া যাচে॥ ধ্রু॥
রসের আবেশে, অঙ্গ ঢর ঢর চলিতে আলাঞা পড়ে।
সোনার বরণ, ননীর পুতলী, ভূমে গড়াগড়ি বুলে॥
শুনিয়া পূরব, নিজ বৈভব, বৃন্দাবনরসলীলা।
কীর্ত্তন-আবেশে, প্রেমসিন্ধু মাঝে, ডুবিলা শচীর বালা॥
হেন অবতারে, যে জন বঞ্চিত, তারে করু কৃপালেশে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ, গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে॥

৫১ পদ। শ্রীরাগ।

চৌদিকে ভকতগণ হরি হরি বলে।
রঙ্গণ মালতীমালা দেই গোরা-গলে॥
কুঙ্কুম কস্তুরি আর সুগন্ধি চন্দন।
গোরাচাঁদের অঙ্গে সব করয়ে লেপন॥
রাঙ্গা প্রান্ত পট্টবাস কোচার বলনি।
ঝলমল ঝলমল করে অঙ্গের লাবণি॥
চাঁচর চিকুরে চাঁপা মনোহর ঝুটা।
উন্নত নাসিকা ঊর্দ্ধ চন্দনের ফোটা॥
অজানুলম্বিত ভুজ সরু পৈতা কান্ধে।
মদন বেদনা পাঞা ঝুরি ঝুরি কান্দে॥
দেবকীনন্দন বলে সহচর সনে।
দেখ সবে গোরাচাঁদ শ্রীবাস-অঙ্গনে॥

৫২ পদ। বসন্ত।

মধু ঋতু বিহরই গৌরকিশোর।
গদাধরমুখ হেরি আনন্দে নরহরি
পূরব প্রেমে ভেল ভোর॥ ধ্রু॥
নবীন লতাবন পল্লব তরুকুল
নওল নবদ্বীপ মাঝ।
ফুল্ল কুসুমচয়ে ঝঙ্কৃত মধুকর
সুখোদয়ে ঋতুপতি রাজ॥
মুকুলিত চূত গহন অতি সুললিত
কোকিল কাকলি রাব।
সুরধুনীতীরে সমীর সুগন্ধিত
ঘরে ঘরে মঙ্গল গাব॥
মনমথ রাজ সাজ লই ফিরয়ে
বনফুল অতি শোভা।
সময় বসন্ত নদীয়া পুরন্দর
উদ্ধব দাস মনোলোভা॥

৫৩ পদ। বসন্ত বা সুহই।

মধুঋতু-যামিনী সুরধুনীতীর।
উজোর সুধাকর মলয় সমীর॥
সহচর সঙ্গে গৌর নটরাজ।
বিহরয়ে নিরুপম কীর্ত্তন মাঝ॥
খোল করতাল ধ্বনি নটন হিল্লোল।
ভুজ তুলি ঘন ঘন হরি হরি বোল॥
নরহরি গদাধর বিহরই সঙ্গে।
নাচত গাওত করহুঁ বিভঙ্গে॥
কোকিল মধুর পঞ্চম ভাষ।
বলরাম দাস পহুঁ করয়ে বিলাস॥*

(দোলযাত্রা)

৫৪ পদ। বসন্ত।

দেখ দেখ ঋতুরাজ বসন্ত সময়।
সহচর সঙ্গে বিহরে গোরারায়॥

* গীতচিন্তামণি গ্রন্থে এই পদটী "নয়নানন্দের" বলিয়া ধৃত হইয়াছে।

ফাগু খেলে গোরাচাঁদ নদীয়ানগরে।
যুবতীর চিত হরে নয়নের শরে॥
সহচর মেলি ফাগু দেয় গোরা-গায়।
কুঙ্কুম পেচকা লেই পিছে পিছে ধায়॥
নানা যন্ত্রে সুমেলি করিয়া শ্রীনিবাস।
গদাধর আদি সঙ্গে করয়ে বিলাস॥
হরি বলি বাহু তুলি নাচে হরিদাস।
বাসুদেব ঘোষ রস করিল প্রকাশ॥

৫৫ পদ। বসন্ত।

বসন্ত সময় সুশোভিত।
নদীয়ার কিবা তরু লতা প্রফুল্লিত॥
কুহরে কোকিল অনিবার।
ভ্রময়ে ভ্রমরপুঞ্জ করয়ে গুঞ্জার॥
বহে মন্দ মলয় সমীর।
উথলয়ে হিয়া, কেহ হৈতে নারে থির॥
গোকুলনাগর গোরা রঙ্গে।
সুরধুনীতীরে বিহরয় গণ সঙ্গে॥
মুকুন্দ মাধব আদি গায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা নানা যন্ত্র সভে বায়॥
পুষ্পের পরাগ ফাগু লৈয়া।
হাসে মন্দ মন্দ কেহ গোরা-গায়ে দিয়া॥
কেহ কেহ নাচে নানা ছাঁদে।
সভার উপরে ফাগু ফেলে গোরাচাঁদে॥
নিতাই অদ্বৈত গদাধর।
শ্রীবাসাদি ফাগুখেলা খেলে পরস্পর॥
দেখি এনা অদ্ভুত বিহার।
দেবগণ নারয়ে ধৈরজ ধরিবার॥
কেবা না করয়ে জয়ধ্বনি।
নরহরি ভণে সুখে ভরল অবনী॥

৫৬ পদ। বসন্ত।

ফাগু খেলত গৌরকিশোর। বনি, বেশ বিশেষ উজোর॥
তনুরুচি জিনি দামিনীদাম। তঁহি মুরছত কত শত কাম॥
গহি, কর কাঞ্চন পিচকারি। বর বরখত কেশর বারি॥
ঘন, উড়ায়ত আবীর গুলাল। সুরপুর পরশত মহীলাল॥
লখি, পহুঁ কর বয়ন ময়ঙ্ক। পরিকরগণ নটত নিশঙ্ক॥
মিলি, গায়ত বরজবিহার। ধরু, ধৈরজ ধরই ন পার॥
বহু, বায়ত যন্ত্র রসাল। উঘটত ধিকি ধিকি তক তাল॥
কহি, হো হো হরি বিভোর। নরহরি কি ভণব মতিথোর॥

৫৭ পদ। বসন্ত।

ফাগুয়া খেলত গৌরকিশোর।
বিলসত পরিকর পহুঁ চহু ওর॥
নিত্যানন্দ প্রেমে মাতোয়ার।
নিরখই পহুঁক সরস শিঙ্গার॥
শ্রীঅদ্বৈত মধুর মৃদু হাসি।
পহুঁ মুখ অমিয়া পিয়ই রস ভাসি॥
চতুর গদাধর স্বরূপ সুলেহ।
ভারত ফাগু নিরখি পহুঁদেহ॥
নরহরি শ্রীবাস মুরারি।
বরিখে রঙ্গ কর গহি পিচকারি॥
কেশর মৃগমদ মলয়জ পঙ্ক।
দাস গদাধর লপটে নিশঙ্ক॥
হো হো হরি কহে কি উলাস।
নাচত বক্রেশ্বর চহু পাশ॥
গৌরীদাস অতি পুলক-শরীর।
উচরত জয় জয় শবদ গভীর॥
মাধব বাসু মুকুন্দ উদার।
গায়ত সুমধুর বরজবিহার॥
সঞ্জয় বিজয় বাজাওত খোল।
দ্বিজ হরিদাস করত উতরোল॥
নন্দন ঘন ঝনকায়ত ঝাঁঝ।
শ্রীহরিদাস হরষ হিয়া মাঝ॥
শঙ্কর যদু আদিক সুখী ভেলি।
করলহি বিবিধ যন্ত্র এক মেলি॥
ধাই চলল নদীয়া-নরনারী।
সুরধুনীতীরে রঙ্গ ভেল ভারি॥

ধৈরজ ধরত ন দেব-সমাজ।
ভণ ঘনশ্যাম সকল ঋতুরাজ॥

৫৮ পদ। বসন্ত।

গৌর গোকুলনাহ নটবর, বেশ বিরচি অশেষ পরিকর,
সঙ্গে সুরধুনীতীরে বিরহে, বসন্ত ঋতু মুদবর্দ্ধন।
কনক-পর্ব্বত খর্ব্বকৃত তনু, কিরণ মঞ্জু মনোজময় জনু,
ঝরত অমিয় সুহাস ঝলকত, বদনবিধু মদমর্দ্দন॥
কঞ্জ লোচনযুগল সুললিত, বঙ্ক চাহনি চপল অতুলিত,
ভঙ্গী সঞে পিচকারী গহি ফাগু, ফেট ভরত উড়ায়ই।
লসত চহুদিশ সুঘড় প্রিয়গণ, সাজি অতিশয় মগন ঘন ঘন,
হোরি কহি কোই পেখি পহুঁমুখ, কোন না নয়ন জুড়ায়ই॥
পরশ পরবশ মাতি খেলত, গগন পন্থহি গুলাল মেলত,
ঝাঁপি দিনকর কিরণ অম্বর, অরুণ অতিশয় শোহয়ে।
দলিত মৃগমদ পঙ্ক কেশর, ডারি হরষে নিতাই শিরপর,
ভ্রূকুটি করি করতালিকা রচি, অদ্বৈত জন-মন মোহয়ে॥
নটনপটু নট উঘটি থুঙ্কুট, খেতা তক তক থোদি দৃমিকট,
দাঁ দৃমিকি দৃমি দৃমিকি মুরজ, মৃদঙ্গবাদক বায়ই।
ভণত নরহরি বলিত শ্রুতি স্বর, গান কর গতিবৃন্দ সুমধুর,
ধিরজ পরিহরি নিখিল সুরনর, নারী কৌতুকে ধায়ই॥

৫৯ পদ। বসন্ত—একতালি।

খেলত ফাগু গোরা দ্বিজরাজ।
গদাধর নরহরি দুহুঁক সমাজ॥
নিতাই অদ্বৈত সহ খেলই রসাল।
ক্ষণে গালি ক্ষণে কেলি প্রেমে মাতোয়াল॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে খেলে রায় রামানন্দ।
শ্রীবাস স্বরূপ সঙ্গে মুরারি মুকুন্দ॥
দোহে দোহে ফাগু খেলে হোরি হোরি ধ্বনি।
গদাধর সহ খেলে গোরা দ্বিজমণি॥
কেহ নাচে কেহ গায় করতালি দিয়া।
দীন কৃষ্ণদাসে কহে আনন্দে ভাসিয়া॥

৬০ পদ। বসন্ত—একতালি।

ফাগু খেলত গোরা গদাধর সঙ্গে।
কুঙ্কুম মারত দুহুঁ দোঁহা অঙ্গে॥
মারে পিচকারি গুলি গুলাল।
ফাগুমে দুহুঁ তনু লালহি লাল॥
খেলে ব্রজে জনু কানু পেয়ারী।
দুহুঁ বদনে ঘন হোরি হোরি॥
চৌদিকে ভকত ফাগু যোগায়।
কোহি নাচত কোহি আনন্দে গায়॥
কৃষ্ণদাসক চিতে রহল শেল।
হেন সুখসময়ে জনম না ভেল॥

৬১ পদ। কামোদ।

হোলি খেলত গৌরকিশোর।
রসবতী নারী গদাধর কোর॥
স্বেদবিন্দু মুখে পুলক শরীর।
ভাবভরে গলতহি নয়নে নীর॥
ব্রজরস গাওত নরহরি সঙ্গে।
মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে।
খেনে খেনে মুরছই পণ্ডিত কোর।
হেরইতে সহচর ভাবে ভেল ভোর॥
নিকুঞ্জমন্দিরে পহুঁ কয়ল বিথার।
ভূমে পড়ি কহে কাঁহা মুরলী হামার॥
কাঁহা গোবর্দ্ধন যমুনাক কূল।
কাঁহা মালতী যূথী চম্পক ফুল॥
শিবানন্দ কহে পহুঁ শুনি রসবাণী।
যাঁহা পহুঁ গদাধর তাঁহা রসখনি॥

৬২ পদ। বসন্ত।

দেখ দেখ অপরূপ বসন্তের[১] লীলা।
ঋতু বসন্তে সকল প্রিয়গণ মিলি
জলনিধিতীরে চলিলা॥ধ্রু॥
একদিকে গদাধর সঙ্গে স্বরূপ দামোদর
বাসুঘোষ গোবিন্দাদি মিলি।
গৌরীদাস আদি করি চন্দন পিচকা ভরি
গদাধর অঙ্গে দেয় পেলি॥

১। গৌরাঙ্গের—পাঠান্তর।

স্বরূপ নিজগণ সাথে আবীর লইয়া হাতে
সঘনে খেলায় গোরা-গায়।
গৌরীদাস খেলি খেলি গৌরাঙ্গ জিতল বলি
করতালি দিয়া আগে ধায়॥
রুষিয়া স্বরূপ কয় হারিলা গৌরাঙ্গরায়
জিতল আমার গদাধর।
করতালি দিয়া কেহ নাচে গায় উর্দ্ধবাহু
এ দাস মোহন মনোহর॥

৬৩ পদ। ধানশী বা বসন্ত।

সুরধুনীতীরে তরুণ তরু-বল্লরী
পল্লব নব নব কুসুমবিকাশ।
পরিমলে মুগধ মধুপকুল কুজত
কোকিল কীর ফিরত চহু পাশ॥
নাচত তহি নট গৌরকিশোর।
কেশর মৃগমদ চন্দন-চরচিত
ফাগু অরুণ তনু অধিক উজোর॥ধ্রু॥
নিরুপম বেশ বসন মণিভূষণ
ঝলকত চারু চপল বনমাল।
অভিনব ভঙ্গী ভুবন-মনমোহন
ঘন ঘন ধর চরণতলে তাল॥
গায়ত পরম মধুর পরিকরগণ
নিরখি বদনশশী উলস অভঙ্গ।
সুরগণ গগনে মগন ভেল জয় জয়
বায়ত নরহরি মধুর মৃদঙ্গ॥

৬৪ পদ। তুড়ী।

আজু রে কনকাচল নীলাচলে গোরা।
গোবিন্দের সঙ্গে ফাগুরঙ্গে ভেল ভোরা॥
কণ্ঠে লোহিত দোলে বকুলকি মাল।
অরুণ ভকতগণ গাওয়ে রসাল॥
কত কত ভাব উঠে বিথারল অঙ্গ।
নয়ন ঢুলু ঢুলু প্রেমতরঙ্গ॥
গদাধরে হেরিয়া লহু লহু হাসে।
সো নাহি সমুঝল বাসুদেব ঘোষে॥

৬৫ পদ। বসন্ত।

জয় জয় শচীর নন্দন বড়[১] রঙ্গী।
বিবিধ বিনোদ কলা কত কৌতুক
করতহি প্রেমতরঙ্গী॥ধ্রু॥
বিপুল পুলককুল সঙ্কুল সব তনু
নয়নহি আনন্দনীর।
ভাবহি কহত জিতল মঝু সখীকুল
শুন শুন গোকুলবীর॥
মৃদু মৃদু হাসি চলত কত ভঙ্গিম
করে জনু খেলন যন্ত্র।
যুগল কিশোর বসন্তহি যৈছন
বিতানিত মনসিজ তন্ত্র॥
যো ইহ অপরূপ বিরহে নবদ্বীপ
জগদানন্দ বিলাসী।
রাধামোহন দাস মূঢ়চিত
সো নিজগুণ পরকাশী॥

৬৬ পদ। বসন্ত।

নীলাচলে কনকাচল গোরা।
গোবিন্দ ফাগুরঙ্গে ভেল ভোরা॥
দেবকুমারী নারীগণ সঙ্গে।
পুলকে কদম্ব করম্বিত অঙ্গে॥
ফাগু খেলত গৌর তনু।
প্রেম-সুধা-সিন্ধু-মূরতি জনু॥
ফাগু অরুণ তনু অরুণহি চীর।
বঙ্ক নয়নে ঝরে অরুণহি নীর॥
কণ্ঠেহি লোহিত অরুণিম মালা।
অরুণ ভকতগণ গায় রসালা॥
কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ।
নয়ন ঢুলাঢুলি প্রেমতরঙ্গ॥
হেরি গদাধর লহু লহু হাস।
সো নাহি সমুঝল গোবিন্দদাস॥

১। বর—পাঠান্তর।

৬৭ পদ। বসন্ত।

আজু সুরধুনীতীরে সুন্দর গৌর নৃত্যে বিভোর।
ফাগুবিন্দু সুগন্ধি চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ উজোর॥
ভাল ঝলকত তিলক অতুলিত ললিত কুন্তলভার।
শ্রবণ কুণ্ডল গণ্ড মণ্ডিত, ভাঙভঙ্গী অপার॥
লোল লোচন কঞ্জ মঞ্জু ময়ঙ্ক জিতি মুখজ্যোতি।
অরুণ অধর সুহাস মৃদু মৃদু, দন্ত নিন্দই মোতি॥
বাহু কনক মৃণাল, মনমথমথন বক্ষ বিশাল।
চারু রচিত বিচিত্র চঞ্চল, কণ্ঠে মালতীমাল॥
ক্ষীণ কটিতট জটিত কিঙ্কিণী, পহিরে বসন সুচার।
চরণ নূপুর রণিত নিরুপম, সবমদ সকল শিঙ্গার॥
হেরি অপরূপ রূপ পরিকর, মগন গুণ নহু অন্ত।
ঝাঁঝ মুরজ মৃদঙ্গ বায়ই গায় রাগ বসন্ত॥
শুনত সুরগণ গগনমণ্ডলে, ধিরজ ধরই ন পারি।
ধাই ধাই চলু চহু ওর নব, নদীয়ানগর-নরনারী॥
হোত জয় জয়কার জগ ভরি, উমড়ি প্রেমপ্রবাহ।
ভণত নরহরি ধন্য কলিযুগে বিলসে গোকুলনাহ॥

(ফুলদোল)

৬৮ পদ। বসন্ত।

বসন্তের সমাগমে পারিষদগণ সহ
ফুল খেলিছে গোরাচাঁদ।
সভে ভেল হরষিত হেরিয়া হরল চিত
নবীন নাগরীমন ফাঁদ॥
দেখ ফুলদোলে অপরূপ ফুলখেলা।
দুই দলে ভাগ হৈয়া নানা জাতি ফুল লৈয়া
খেলে সভে অদ্ভুত লীলা॥ধ্রু॥
কেতকী সেউতি জাতী রঙ্গণ মধু মালতী
যূথী বেলি চামেলি টগর।
রজনীগন্ধ শেফালি গন্ধরাজ কৃষ্ণকেলি
অতসী পারুলী নাগেশ্বর॥
কত বা কহিব নাম নানাফুল অনুপাম
দুই দলে করে ফেলাফেলি।
নেহারি মোহন দাস বড় মনে উল্লাস
গৌরাঙ্গচাঁদের ফুলকেলি॥

৬৯ পদ। তুড়ী।

ফুলবন গোরাচাঁদ দেখিয়া নয়নে।
ফুলের সময় গোরার পড়ি গেল মনে॥
ঘন জয় জয় দিয়া পারিষদগণে।
গোরা-গায় ফুল ফেলি মারে জনে জনে॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে আর নিত্যানন্দ।
ফুলের সময়ে গোরার হইল আনন্দ॥
গদাধর সঙ্গে পহুঁ করয়ে বিলাস।
বাসুদেব ঘোষ তাই করিল প্রকাশ॥

৭০ পদ। বসন্ত।

কো কহু আজুক আনন্দ ওর।
ফুলবনে দোলত গৌরকিশোর॥
নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে।
শান্তিপুরনাথ গাওই রঙ্গে॥
সহচর ফাগু লেপত গোরা-গায়।
ধাওই শুনি সব লোক নদীয়ায়॥
খোল করতাল ধ্বনি হরি হরি বোল।
নয়নানন্দ দীন আনন্দে বিহ্বোল॥

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

(অষ্টকালীয় লীলা)

১ পদ। যথারাগ।

জাগহ জন মন- চোর চতুরবর
সুন্দর নদীয়া-নগর-বিহারী।
রাধা রমণী- শিরোমণি রসবতী
তাকর হৃদয় রতনরুচিকারী॥

কি কহব পুন পুন নিশি ভেল ভোর।
কৈছন অলস কিছুই নাহি সমুঝিয়ে
হৃদয়ে সন্দেহ রহত বহু মোর ॥ ধ্রু ॥
ব্রজপুর-চারু চরিত গুণ শুনইতে
ভোজন শয়ন করহি নাহি ভায়।
ভণইতে দিবস রজনী বহি যাওয়ে
তাহে কৈছে অব ঘুম শোহায় ॥
প্রাণ-অধিক করি মানহ অনুখন
নিরুপম সংকীর্ত্তন সুখকন্দ।
তা বিনু পলক কল্প সম অনুভব
ইথে নরহরি চিতে লাগয়ে ধন্দ ॥

২ পদ। যথারাগ।

উঠ উঠ আজি একি অদভুত
ঘুম ঘুমায়াছ চতুর ওহে।
এরূপ কখন না দেখিয়ে তুয়া
রীতি আর কত বুঝাব তোহে ॥
এ সময়ে এত অলসে কি সুখ
আনে হাসি করে তোমার কাজে।
পূরুবের মত হইলে এখন
জাগাতে না হৈতো পালাইতে লাজে ॥
তেমতি তোমার গদাধর নর-
হরি আদি সব আছয়ে শুঞা।
সে সকল ভয় নাহি তেঞি ভালো
নহিলে পলাইত তোমারে থুঞা ॥
কি বলিব নিজ প্রিয়গণে লৈয়া
শুয়ে থাক ইথে কিসের যাবে।
বেলাধিক হৈলে নরহরি প্রভৃতি
পাছে কিছু দোষ দিতে না পাবে ॥

৩ পদ। ললিত।

শুন শুন ওহে কিছু না বুঝিয়ে কি রসে হৈয়াছ ভোরা।
নিশি ভোর তমু ঘুমাঞা রৈয়াছ ভুবনমোহন গোরা ॥
আর দেখ গদাধর আঁখি দিয়ে গৌরাঙ্গচাঁদের মুখে।
চরণ নিকটে বসি হাসি হাসি চরণ চাপয়ে সুখে ॥
নরহরি সুখ-সায়রেতে ভাসে চাহিয়া গৌরাঙ্গ পানে।
অপরূপ ভঙ্গী করি কিবা কথা কহে গদাধর কাণে ॥
কেহ কেহ ঢুলি পড়ে গোরা-রসে মাতিয়া হৈয়াছে ধন্দ।
নরহরি প্রাণনাথে জাগাইতে কেহ করে অনুবন্ধ ॥

৪ পদ। যথারাগ।

জাগ জাগ ওহে গৌরশশী,
কত ঘুম যাও পোহাইল নিশি।
গৃহ পরিহরি তুয়া পরিকর
তুরিতে আঙ্গিনা বেঢ়ল আসি ॥
এ সভার সম কাহু না দেখি,
চাঁদ বিনা জনু চকোর পাখী।
তাহে শীঘ্র শেজ তেজি দেখা দিয়া
তিরপিত কর তৃষিত আঁখি ॥
কি কহব চারু চরিত কথা,
নীরব হইয়া আছয়ে হেথা।
সুধামাখা মৃদু বচন বারেক
শুনাঞা ঘুচাহ হিয়ায় বেথা ॥
চারি পাশে চাহে চঞ্চল মতি
অতিশয় ক্ষীণ বুঝিনু রীতি।
আলিঙ্গন দিয়া দেহ দুঃখ দূর
কর নরহরি-পরাণপতি ॥

৫ পদ। যথারাগ।

পোহাইল নিশি পাইল পরাণ
পরস্পর নারী-পুরুষগণে।
তুয়া সুচরিতচয় চারু চিন্তি
গৃহকর্ম্ম কারু নাহিক মনে ॥
অতি ত্বরা করি তিরপিত হৈতে
আইল সকলে তোমার কাছে।
না জানহ তুমি এ বড় বিষম
না জানি কি সুখ ঘুমেতে আছে ॥
নদীয়ার যত দ্বিজ নিজ কাজে
সুরধুনীতীরে চলিলা ধাঞা।
তারা পরস্পর করে হাসি দেখ
নিমাই পণ্ডিত রৈয়াছে শুঞা

তাহে বলি শেজ তেজি প্রাতঃক্রিয়া
কর ওহে গোরা গুণের মণি।
নহে তুয়া অপযশ সবে গাবে
পাবে লাজ নরহরি তা শুনি॥

৬ পদ। ভৈরব।

জাগহ জগজীবন নব নদীয়াপুরচাঁদ হে।
মঙ্গলময় মদন ভূপ, গোরোচনা-রুচির রূপ,
রসময় রস বিবশ রসিকভূষণ রসকন্দ হে॥ ধ্রু॥
সুন্দর বর কুন্দরদন, রঙ্গদ মৃদুমঞ্জুবদন,
চারু চপল লোচন জন-লোচনমন-ফন্দ হে।
বন্ধুর উর মধুর দাম, চঞ্চল ললনাভিরাম,
ধৃতি ভরহর ধৈর্য্যধাম কাম-দলত শন্দ হে॥
শোভাকর কুটিল কেশ, নিরুপম ধৃত ললিত বেশ,
ভক্তহৃদয় সরসি হেম সরসিজকৃত দ্বন্দ্ব হে।
সিংহগ্রীব বিমল কর্ণ, তিলকিত চন্দন সুবর্ণ,
মেঘাম্বর ধর নটেন্দ্রনন্দিত প্রিয়বৃন্দ হে॥
গুণমণি মন্দির মনোজ্ঞ, গতি জিত কুঞ্জর কৃতজ্ঞ,
ভবভয় ভর ভঞ্জন পদ বৃন্দারক বন্দ হে।
নরহরি প্রিয় হিয়াকি বাত, কি কহব কছু কহি ন জাত
আজু তোহারি শয়ন হেরি লাগত মোহে ধন্দ হে॥

৭ পদ। যথারাগ।

তেজহ শয়ন গৌর গুণধাম।
চাঁদ মলিন গত যামিনী যাম॥
পুরুযদিশা সখি সব ভুলি গেল।
অনুরাগহি রক্তাম্বরি ভেল॥
মুদিত কুমুদ তহি মধুপ নিবাস।
বিকশিত কমল চলত তছু পাশ॥
চক্রবাকী উলসিত পতি সঙ্গ।
নরহরি হেরি হসত বহু রঙ্গ॥

৮ পদ। যথারাগ।

নিশিগত শশী দরপ দূরে।
অতিশয় দুঃখে চকোর ফিরে॥
পতিবিড়ম্বিত লজ্জিত মনে।
লুকাইল তারা গগন-বনে॥
নদীয়ার লোক জাগিল ত্বরা।
তেঞি বলি শেজ তেজহ গোরা॥
মোরে না প্রত্যয় করহ যদি।
তবে পুছহ নরহরির প্রতি॥

৯ পদ। যথারাগ।

জাগ জাগ ওহে জীবন গোরা,
জগজন-মন-নয়ন-চোরা,
না জানিয়ে কিসে হইয়া ভোরা,
ঘুমাঞা রয়েছ বিয়ান বেলে।
আঁখি খুলি দেখ পোহাইল নিশি,
জাগিল এ সব পড়বাসী,
তেজি দুখ সুখ-সায়রে ভাসি,
হাসি করে তারা কতেক ছলে॥
আর বলি এই নদীয়াপুরে,
কত রূপে সভে প্রশংসা করে,
ধাইয়া আইসে তারা তোমার ঘরে,
ইথে কিছু লাজ না বাস মনে।
এ কি বিপরীত অলস ধর,
প্রভাত হইলে উঠিতে নার,
বল দেখি রাতে কি কাজ কর,
সুঘড় হইয়া এমন কেনে॥
ময়ূর ময়ূরী পৃথক আছে,
কেহ না আইসে কাহার কাছে,
বিরস হইয়া রৈয়াছে গাছে,
তুমি না দেখিলে না নাচে তারা।
ভ্রমরা ভ্রমরী রুচির কুঞ্জে,
ভুলি না বৈসয়ে কুসুমপুঞ্জে,
কারে শুনাইব বলি না গুঞ্জে,
ফিরয়ে বিপিনে ব্যাকুল পারা॥
চকোর ও মুখশশীর ছাঁদে,
রত হৈয়া ছিল গগনচাঁদে,
সে হৈল ম্লান এ পড়িয়া ধান্দে,
কান্দে অতি দুখে বলে কি হবে।

তারে সুখী কর সুখের রাশি,
উঠি আঙ্গিনাতে দাঁড়াহ আসি,
নহিলে বিষম মনেতে বাসি,
নরহরি দোষ ধুলে না যাবে ॥

১০ পদ। ভৈরব।

আজু রজনীশেষ সময় সুখ সমাজ সাজে।
কিন্নরকুল,তুলহ তান, কীরনিকর করত গান,
কোকিলকুল কলিত ললিত পঞ্চম স্বর রাজে॥ ধ্রু ॥
বিকশিত নব কুসুমকুঞ্জ, তহি মধুকর পুঞ্জ পুঞ্জ,
গুঞ্জত অতি মঞ্জুল জনু মধুর যন্ত্র বাজে।
মৃদঙ্গ যুগ গমক সুভঙ্গ উঘটত ধিধি কিটি পিলঙ্গ,
নৃত্যতি শিখী নিরখত সুর-নর্ত্তকীগণ লাজে ॥
হংস করত সাধু ধ্বনি, ক্রৌঞ্চ ধৈর্য্য তেজত শুনি,
অঙ্কুরছল পুলক বল্লীবর ভূমি নমিতায়ে।
অদ্ভুত উহ প্রেমে মাতি, লসত শত কপোতপাঁতি,
ঘুঘু ইতি শব্দ ছদ্ম হুঙ্কতি ঘন গাজে ॥
পবন মিশ শিঙ্গার হার, ধুনত পল্লব রিঝ অপার,
কুসুম মিশ প্রবাল মোতি রীঝ দেত ভ্রাজে।
ঘবস ওস বিন্দু পড়ত, জনু আনন্দ অশ্রু ঝরত,
নরহরি ভণ অনুপম নদীয়াপুর মহী মাঝে ॥

১১ পদ। ধানশী।

উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল।
নদীয়ার লোক সব জাগিয়া উঠিল ॥
কোকিলার কুহুরব সুললিত ধ্বনি।
কত নিদ্রা যাও ওহে গোরা গুণমণি ॥
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ।
শশধর তেজল কুমুদিনীবাস ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে।
কত নিদ্রা যাও গোরা প্রেমের অলসে ॥

১২ পদ। বিভাস।

ও মোর জীবন সরবস ধন সোনার নিমাইচাঁদ।
আধতিল খন, ও চাঁদবদন, না দেখি পরাণ কাঁদ ॥
অরুণ কিরণ হৈল পরসন্ন, উঠহ শয়ন সনে।
বাহির হইয়া, মুখ পাখালিয়া, মিলহ সঙ্গিয়াগণে ॥
গদগদ কথা, কহি শচীমাতা, হাত বুলাইয়া গায়।
শুনি গৌরহরি, আলস সম্বরি, উঠিয়া দেখয়ে মায় ॥
পাখালি বদন করিলা গমন, সব সহচর সঙ্গে।
জগন্নাথ দাস, চিরদিনে আশ, দেখিতে ও রস রঙ্গে ॥

১৩ পদ। কামোদ।

শেষ রজনী মাহা, শুতল শচীসুত, ততহি ভাবে ভেল ভোর।
স্বপন জাগব কিয়ে, দুহুঁ নাহি সমুঝই, নয়নহি আনন্দ লোর ॥
অনুমানে বুঝহ রঙ্গ।
যৈছন গোকুল-নায়ক-কোরহি, নায়রী শয়ন বিভঙ্গ ॥ধ্রু॥
বামচরণ ভুজ, পুনঃ পুনঃ আগোরই, যাতহি দক্ষিণপাশ।
তৈছন বচন, কহত পুনঃ আঁখি মুদি,বচন রসাল সহাস ॥
যাকর ভাবহি প্রকট নন্দসুত, গৌর-বরণ পরকাশ।
সতত নবদ্বীপে, সোই বিহরই, কহ রাধামোহন দাস ॥

১৪ পদ। ললিত।

রজনীক শেষে জাগি শচীনন্দন
শুনইতে অলি পিকুরাব।
সহজই নিজ ভাবে গর গর অন্তর
তঁহি উঠি দ্বিতীয় বিভাব ॥
বেকত গৌর অনুভাব।
পূরুব রজনীশেষে জাগি দুহুঁ যৈছন
উপজল তৈছন ভাব ॥ধ্রু॥
নয়ন অমিয় জল অমিয় বচন খল
পুলকে ভরল সব অঙ্গ।
হরিষ বিষাদে শঙ্কাদি পুনঃ উয়ত
কো হক ভাব তরঙ্গ ॥
ঐছন অনুদিন বিহরে নদীয়াপুরে
পূরুব ভাব পরকাশ।
সো অনুভব কব মঝু মনে হোয়ব
কহ রাধামোহন দাস ॥

১৫ পদ। ভৈরবী।

নিশি অবসান শয়নপর আলসে
বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
নিরুপম হেম জিনিয়া তনু মুখশশী
মুদিত কমল দিঠি সাজ॥
জয় জয় নদীয়ানগর আনন্দ।
সহজেই বিম্বাধর অছু পরি শোভিত
তাম্বূলরাগ সুছন্দ॥ ধ্রু॥
বালিস পর শির অলসে নাসায়
বহতহি মন্দ নিশ্বাস।
বিগলিত চাঁচর কেশ শেষোপর
বদনে মিশা মৃদু হাস॥
কোকিল কপোত আদি ধ্বনি শুনইতে
জাগি বৈঠল অলসাই।
উদ্ধব দাস করে বারি ঝারি লই
সমুখহি দেওব যোগাই॥

১৬। যথারাগ।

অলস অবশ পহুঁ রসিক-শিরোমণি
কহত স্বপন সম রস রস বাত।
রাধারমণ দশ রস বিরহিত,
জর জর জীউ জীউ জরি যাত॥
শুনহ গৌরী হরিদাস ধনঞ্জয়
সঞ্জয় বিজয় মুকুন্দ মুরারি।
মাধব বাসুদেব পুরুষোত্তম
শ্রীধর কৃষ্ণদাস সুখকারী॥
শ্রীনিধি মধুসূদন বক্রেশ্বর
সত্যরাজ কবিচন্দ্র সুধীর।
শঙ্কর গড়ুর ভাগবত নন্দন
চন্দ্রশেখর সারঙ্গ গভীর॥
শুক্লাম্বর যদুনাথ নকুল বনমালী
মহেশ শ্রীনিধি গুণধাম।
বিধি অতি সদয় সমুঝি মঝু অন্তর
তুয় সব সঙ্গ দেওল অবিরাম॥
তাহে মানি মম বিনতি বাণী
উহ ব্রজজন চারু চরিত রসপূর।
মধুর রাগ পর ভাগ গাই ইহ
দারুণ হৃদয়তাপ করু দূর॥
মরমবাত বেকত কত করব
এ প্রবল খলহ রিপু করল অধীন।
ধরিনু দেহ বিফল কছু না বুঝলু
হোয়ল প্রেম ভরাতি পথহীন॥
পুন কর জোড়ি কহিয়ে সুখ সঞে
সভে পুরহ নিজ জন মনো অভিলাষ।
জনম জনম অবিরোধে হইয়ে জনি
গোপী-পতিক পদপঙ্কজদাস॥
ঐছন বচন ভণত পুন কিঞ্চিত
ঘুমে নীরব ভেল দ্বিজকুলভূপ।
নরহরি ধন্দ ন বরণে শকত,
কছু সুরগণ দুলহ সুচরিত অনুপ॥

১৭ পদ। যথারাগ।

কি কহব আজুক সুখ নাহি ওর।
রজনীক শেষ শয়ন-মন্দির মধি
শুতি রহু সুন্দর গৌরকিশোর॥ ধ্রু॥
লসত ললিত সুরচিত পরিযঙ্ক,
সুমৃদুল ধবল পয়ঃফেন সমান।
তাপর গৌর অঙ্গ ঝলমল করু,
নিরসত কত কত মদনক মান॥
কুন্দ কুসুমসমূহ সহ চম্পক জনু
জাহ্নবী জলে জলজ বিকাস।
পরিসর কপূর শ্বেতমধি অধিক
পীত লতিকা জনু করত বিলাস॥
জনু সতী যুবতী কীরতি অতিযনহি,
হাটক হার হরয়ে উরধারি।
ভণ ঘনশ্যাম মঞ্জ শোভা নব,
র্তিরপিত নহু রহু নয়নে নেহারি॥

১৮ পদ। সুহই।

প্রভাতে জাগিল গোরাচাঁদ।
হেরই সকলে আন ছাঁদ॥
ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়ন রাতা।
অলসে ঈষৎ মুদিত পাতা॥
অঙ্গুলি মুড়িয়া মোড়য়ে তনু।
যৈছন অতনু কনক-ধনু॥
দেখিতে আওল ভকতগণে।
মিলিল বিহানে হরিষমনে॥
মুখ পাখালিয়া গৌরহরি।
বৈসে নিজগণ চৌদিকে বেড়ি॥
নদীয়ানগরে হেন বিলাস।
যদুনাথ দেখে সদাই পাশ॥

১৯ পদ। যথারাগ।

শুতি রহু সুন্দর গৌরকিশোর।
দিনকর পুরুব দিশাগত গতি পর
জাগত জন যামিনী ভেল ভোর॥ধ্রু॥
কোই মধুরতর গদ্য পদ্য করু পাঠ
নিরত পরমাদ্ভুত রীত।
কোই যন্ত্রকুল মিলিত সুগাওত
পহুঁ কর প্রীতি-চরিতময় গীত॥
কোই রুচির রচনা করু নিয়মিত
উচরত নাম উচ্চ করি কোয়।
কোই দৈন্যহৃত মাতি ভক্তিরসে
শরদ ঘটা পটতর নাহি হোয়॥
গরজত গাভী লেই ভর আতুর
নিজ নিজ রত সপিয়া অন লাগি।
তাকর শবদ শুনত অতি তুরিতহি
শেজ উপরি পহুঁ বৈঠল জাগি॥
পুন কর মোড়ি চারু করযুগে যুগ
লোচন ঝাঁপি জিম্ভায়ত থোর।
মন্দির তেজি চলত চিত চঞ্চল
মাগত ঘন ঘন ছাঁদন ডোর॥

নিরখি গৌরীদাসা- দিক জনে জনে
পুরুব নাম লই বদত উলাস।
নরহরি ভণ সুচরিত্র চিত্র ইহ
ঘুম ঘোর কি এ প্রেমবিলাস॥

২০ পদ। যথারাগ।

পেখহ গৌরচন্দ্র অপরূপ।
ঝলমল ললিত সুরতন পীঠ পরি
বিলসিত নিরুপম মনমথ-ভূপ॥ ধ্রু॥
সুরগিরিশিখর দরপহর বরতনু
তেজ প্রবল ত্রিভুবন ভরি পূর।
নিজ জন হৃদয় উদয় করু অবিরত
রবি শশী কোটি গরব করু চুর॥
মৃদু মৃদু হাস মিলিত মুখ মণ্ডল
বিকসিত কঞ্জ বিপিন নহ তুল।
ঘুম ঘোরে ঢুলু ঢুলত অরুণ দিঠে
নাশত যুবতী লাজ ভয় কুল॥
শিথিল কেশতহি গিরত কুন্দ জনু
গগন তেজি উড়ু পড়ু খিতি মাহি।
কো কবি রচব ভঙ্গী অতি অদভুত
নরহরি নিরমঞ্ছন বহু তাহি॥

২১। পদ। ললিত।

শ্রীশচীভবনে অধিক সুখ আজ।
অনুপম পাদ পীঠ পরি বিলসত
সুন্দর গৌরচন্দ্র দ্বিজরাজ॥ ধ্রু॥
পহুঁ চহুদিশ প্রিয় পরিকরমণ্ডল-
মণ্ডলী অতি অপরূপ রুচিকারী।
জনু সুমেরু গিরি- বেষ্টিত সুরগণ
শোভা শেষ বরণে নাহি পারি॥
কাহুক করে কর করি অবলম্বন
চিত্রক পুতরি সদৃশ বহু কোয়।
কাহুক বসন খসত নাহি সম্ব
কৈছন ভাবন অনুভব হোয়॥

কোই সচকিত শেজ তেজি উপনীত
ঘুম ঘোরে ঢুলু ঢুলুই নয়ান।
নরহরি ভণ উহ মুখ পঙ্কজ-
মধুপানে মত্ত মধুকর অনুমান॥

২২ পদ। যথারাগ।

আজু আনন্দ পর- ভাত শচী অঙ্গনহি
ভঙ্গ নহু নেহ নবরঙ্গ বহু ভাতি রে।
কোই আওত যাত কোই গাওত ললিত রাগ
অদ্ভুত নিরত ফিরত রস মাতি রে॥
কোই কাহুক কর্ণ লাগি বহু বচন মৃদু
পড়ত হসি হসি তনু ন জাত ধরণে।
কোই কাহুক পকারি করত আলিঙ্গনই
কোই পরণাম করু কাহু চরণে॥
কোই কাহুক পুছত রজনীমঙ্গল কোই
কহত অব মঙ্গল সু পহুক দরশে।
কোই কাহুক কহত ধন্য তুহু ধন্য তুহু
দুখ মিটব তব অঙ্গ পবনপরশে॥
কোই নর পদ্য- গদ্যাদি উচ্চারু করু
কোই ফুৎকারি তৃণ ধরত রদনে।
পরিকর অসংখ্য অতি জনু সু উথলল সিন্ধু
নরহরি কি রচব ইহ এক রদনে॥

২৩ পদ। যথারাগ

কি কহব আজুক অপরূপ রঙ্গ।
পরিসর অঙ্গন মধ্য গৌরহরি
প্রিয় পরিকরগণ লসত অভঙ্গ॥ ধ্রু॥
উড়ুগণ বিহীন বিমল কিয়ে উড়ুপতি-
বৃন্দ বিমল পরকাশ।
জগত তাপত্রয় ঘোর কঠিনতম
তম নিশ্চয় বুঝি করব বিনাশ॥
ভবভয় ভরহর রঙ্গভূমি কিয়ে
প্রবল মল্লকুল ললিত সমাজ।
পহুপদবিমুখ অসুর অতি দুর্জ্জয়
জয় করি বুঝি সাধব নিজ কাজ॥
বাধ করি রহিত বিহিত থেত কিয়ে
প্রকট কল্পতরু প্রফুল্লিত হোই।
বিতরব অতুল অমূল ফল নরহরি
ভণ বুঝি বঞ্চিত না রহব কোই॥

২৪ পদ। ধানশী।

বায়স কোকিলকুল ঘুঘু দহিয়াল-রব।
তা সহ মিলিয়া ডাকে পরিকর সব॥
অলস তেজিয়া গোরা উঠে শেজ হৈতে।
আঁখি কচালিয়া হাতে চায় চারি ভিতে॥
পরিকর সহ গোরা প্রাতঃকৃত্য সারি।
অঙ্গেতে সুগন্ধি তৈল মাখে ধীরি ধীরি॥
তৈল মাখি যায় সবে গঙ্গা-অভিমুখে।
বাসু ঘোষ স্নানলীলা গায় মনসুখে॥

২৫ পদ। তুড়ী।

জলকেলি গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
পারিষদগণ সঙ্গে জলেতে নামিল॥
কার অঙ্গে কেহ জল ফেলিয়া সে মারে।
গৌরাঙ্গ ফেলিয়া জল মারে গদাধরে॥
জলক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে।
হুলাহুলি কোলাকুলি করে জনে জনে॥
গৌরাঙ্গচাঁদের লীলা কহন না যায়।
বাসুদেব ঘোষ তাই গোরাগুণ গায়॥

২৬ পদ। শ্রীরাগ।

গোরাচাঁদের কিবা এ লীলা।
পূরুবে গোপিকা-চীর হরে এবে সে ভাবে বিভোল হৈলা॥
চাহি প্রিয় পরিকর পানে।
ভঙ্গী করি চীর হরে সে সভার কেবা এ মরম জানে॥
যেন হৈল সকল সেই।
সুখের অবধি সাধি নিজকাজ সবারে বসন দেই॥
দেখি দাস নরহরি ভণে।
ভুবনের মাঝে কে না উনমত এ চারু চরিত গানে॥

২৭ পদ। সারঙ্গ।

সুরধুনীতীরে কত রঙ্গে।
বিহরয়ে গৌর প্রিয়-পারিষদ সঙ্গে॥
হইল প্রহর দুই দিবা।
সে সময় না জানি প্রভুর মনে কিবা॥
শ্রীবাস মুরারি সেই বেলে।
আনাইল বিবিধ সামগ্রী ভরি থালে॥
উলসিত নদীয়ার শশী।
চাহে সীতানাথ পানে লহু লহু হাসি॥
অদ্বৈত পরমানন্দ মনে।
বসাইলা সবে কিবা মণ্ডলিবন্ধানে॥
পাতিয়া পলাশ পাত তায়।
বিবিধ সামগ্রী পরিবেশয়ে সভায়॥
অনুমতি পাইয়া ভোজনে।
সভে এক দিঠে চায় গোরা-মুখপানে॥
নিতাই ধরিতে নারে থেহা।
উমড়য় হিয়ায় কে জানে কিবা লেহা॥
ক্ষীরসর নবনীত ছানা।
গোরার বদনে দিয়া পাসরে আপনা॥
অদ্বৈত লইয়া নিজ করে।
পিয়াইল ছানাপানা নিতাইচাঁদেরে॥
নিতাই সুন্দর মহাবলী।
মোদকাদি অদ্বৈত-বদনে দিল তুলি॥
গুনা তনু পুলকে ভরিল।
পরিকর মাঝে কি কৌতুক উপজিল॥
কেহ খায় কারু মুখে দিয়া।
কেহ লেন কারু পত্র হইতে কাড়িয়া॥
মিঠাই অনেক পরকার।
খাইতে সভার সুখ বাড়িল অপার॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ভরি।
পীয়ে সভে সুশীতল সুরধুনী-বারি॥
পত্র শেষ যে কিছু রহিল।
দাস নরহরি তা যতন করি নিল॥

২৮ পদ। সারঙ্গ।

আজু গোরা পরিকর সঙ্গে।
ভোজন কৌতুক সারি সুরধুনীতীরেতে ভ্রময়ে রঙ্গে॥ ধ্রু॥
রহি অতি উচ্চতর ছায়।
কহি কি মধুর বাণী, ঘন ঘন, সুরধুনী পানে চায়॥
ধীরে ধরিয়া গদাই করে।
লহু লহু হাসে কি সুধা বরষে তাহা কে ধৈরজ ধরে॥
আহা মরি কি মধুর রীত।
নরহরি ভণে মনে অভিলাষ এ রসে মজুক চিত॥

২৯ পদ। যথারাগ।

শ্রীশচীনন্দন প্রভু কর অবধান।
ভোজন-মন্দিরে পহুঁ করহ পয়ান॥
বসিতে আসন দিল রত্নসিংহাসন।
সুবাসিত জল দিয়া ধোয়ায় চরণ॥
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই।
মধ্য আসনে বৈসেন চৈতন্য গোসাঞী॥
চৌষট্টি মোহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্ত্তী বৈসে অষ্ট কবিরাজ॥
শাক সুকুতা অম্ল লাফ্‌ড়া ব্যঞ্জন।
আনন্দে ভোজন করে শ্রীশচীনন্দন॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করে শ্রীশচীকুমার॥
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পরি।
ভৃঙ্গার ভরিয়া দিলা সুবাসিত বারি॥
জলপান করি প্রভু কৈলা আচমন।
সুবর্ণ খরুকা দিয়া দন্ত ধাবন॥
আচমন করি প্রভু বৈসে সিংহাসনে।
প্রিয় ভক্তগণে করে তাম্বুল সেবনে॥
তাম্বুল সেবার পর পালঙ্কে শয়ন।
সীতা ঠাকুরাণী করে চরণসেবন॥
ফুলের চৌয়ারী ঘর ফুলের কেয়ারী।
ফুলের পালঙ্কে ফুলের চাঁদোয়া মশারি॥
ফুলের বিছানা তাহে ফুলের বালিস।
তার মধ্যে মহাপ্রভু করেন আলিস॥

ফুলের পাপড়ি যত উড়ি পড়ে গায়।
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়॥
অদ্বৈতগৃহিনী আর শান্তিপুর-নারী।
হুলু হুলু জয় দেয় প্রভু মুখ হেরি॥
ভোজনের অবশেষ ভকতের আশ।
চামর বীজন করে নরোত্তমদাস॥

৩০ পদ। ধানশী।

কি আনন্দ খণ্ডপুরে ঠাকুর নরহরি ঘরে
মহোৎসবের কে করে আনন্দ।
সকল মহান্ত আসি প্রেমানন্দ রসে ভাসি
নিরখিয়ে গৌরমুখচন্দ॥
দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত সাথ
আর ক্রমে ছয়টি গোসাঞী।
শাখা উপশাখা যত আইল সকল ভক্ত
আনন্দেতে গৌরগুণ গাই॥
শ্রীনিবাস জনে জনে বসাইল স্থানে স্থানে
বসিল মহান্ত সারি সারি।
যার যৈছে অনুমানে বসাইল স্থানে স্থানে
দুই প্রভুর মধ্যে গৌরহরি॥
দক্ষিণেতে নিত্যানন্দ বামেতে অদ্বৈতচন্দ
তার বামে গদাধরাচার্য্য।
ভোজনে বসিলা সভে রঘুনন্দন আসি তবে
করে পরিবশনের কার্য্য॥
মহাপ্রভু সুখোল্লাসে করে লৈয়া এক গ্রাসে
দেন প্রভু নিতাইয়ের মুখে।
এইরূপ পরস্পর নরহরি গদাধর
ভোজন করয়ে প্রেমসুখে॥
ভোজনান্তে জয়ধ্বনি জয় গৌর দ্বিজমণি
সভে মিলি কৈল আচমন।
শ্রীনিবাস সুখোল্লাসে করে লৈয়া মুখবাসে
সভে দিল মাল্য চন্দন॥
নরহরি ঠাকুর ধন্য যার গৃহে শ্রীচৈতন্য
নিত্যানন্দ সহিত আপনি।
তা দেখি বৈষ্ণবগণ হরি বোলে ঘন ঘন
বাসু মাগে চরণ দুখানি॥

৩১ পদ। যথারাগ।

সহচর সঙ্গহি গৌরকিশোর।
আজু মধুপান রভস রসে ভোর॥
কি কহিতে কি কহব কিছু নাহি থেহ।
আন আন যত দেখি গৌর সুদেহ॥
ঢুলু ঢুলু আলসে অরুণ নয়ান।
গদ গদ আধ আধ কহই বয়ান॥
ক্ষণে চমকিত ক্ষণে রহই বিভোর।
হেরি গদাধর করু নিজ কোর॥
কহ মাধব ইহ অপরূপ ভাষ।
নদীয়ানগরে নিতি ঐছে বিলাস॥

৩২ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব হইল।
পাশা সারি[১] লৈয়া প্রভু খেলা আরম্ভিল॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে খেলে পাশা সারি।
ফেলিতে লাগিলা পাশা হারি জিনি করি॥
দুই চারি বলি দান ফেলে গদাধর।
পঞ্চ তিন বলি ডাকে রসিক নাগর॥
দুই জন মগন হইল পাশা রসে।
জয় জয় দিয়া গায়ে বাসুদেব ঘোষে॥

৩৩ পদ। বিহাগড়া।

দেখ সখি গৌর নওল কিশোর।
স্বাধীনভর্তৃকা সুরবর নায়িকা ভাবে বুঝি ভেল ভোর॥ধ্রু
কহত গদ গদ শুনহ বিদগধ প্রাণবল্লভ মোর।
কেশ বেশ কর সীথে সিন্দুর ভালে তিলক উজোর॥
পীন পয়োধরে নখরে বিদরে পুরহ মৃগমদ সার।
কানে কুণ্ডল, কোমল কুবলয় গলহি মোতিম হার॥
এতহুঁ কহি পুন, কাঁপয়ে ঘন ঘন নয়নে আনন্দ লোর।
এ রাধামোহনদাস চিত তহিঁ কছু না পাওল ওর॥

১। ছলি—পাঠান্তর।

৩৪ পদ। কামোদ।

গোর বিধুবর, বরজমোহন, ভ্রমণ করু নদীয়ায়।
বৃদ্ধ পুরুষ অসংখ্য পথগত নিরখে হরিষ হিয়ায়॥
কেউ কহে কিয়ে অনঙ্গ সুগঠন, কো নে সিরজন কেল।
ঐছে অপরূপ রূপক বহুল নয়নগোচর ভেল॥
কোই কহ কিয়ে নেহ ঘটই কি কহব কহই না যায়।
হৃদয় সমপুটে ধরয় অনুক্ষণ কহ কি করব উপায়॥
কোই কত কত ভাতি ভণত অনিবার আশীষ দেত।
দাস নরহরি, পঙ্কক মাধুরী, নিয়ত দিঠি ভরি লেত॥

৩৫ পদ। কামোদ।

আজু কি আনন্দ নদীয়ায়।
পথে কত বৃদ্ধা নারী দাঁড়াইয়া সারি সারি
শচীর দুলাল পানে চায়॥ধ্রু॥
কেহ কারু প্রতি কয় এ কভু মানুষ নয়
বুঝিলাম চিতে বিচারিয়া।
এমন বালক যেন না দেখি না শুনি হেন
ভারতভূমেতে জনমিয়া॥
কেহ পুন পুন ভণে কি বলিব এত দিনে
হইল সকল দুঃখ নাশ।
কেহ কহে মনে যাহা কহিতে নারিয়ে তাহা
ধন্য এই নদীয়ার বাস॥
কেহ কহে শচী ধন্য করিলে যতেক পুণ্য
কহিতে না জানি স্নেহ তার।
এ চাঁদবদনে যাকে সদা মা বলিয়া ডাকে
হেন ভাগ্য আছে আর কার॥
কেহ কহে এই মতে বেড়াউক নদীয়াতে
সকল প্রকৃতি সঙ্গে লৈয়া।
কেহ কহে মনে হেন সোনার নিমাই যেন
কখন না ছাড়য়ে নদীয়া॥
কেহ কহে নদীয়াতে সদা রহু কুশলতে
বিধিরে প্রার্থনা এই করি।
নরহরি প্রাণগোরা কেবল আঁখের তারা
ইহার বালাই লইয়া মরি॥

৩৬ পদ। ভূপালী।

গৌরাঙ্গগমন, শুনি অন্ধগণ বাহিরে বাড়ায় পা।
চাহে ঘন ঘন, পাইয়া নয়ন, উলসে ভরয়ে গা॥
কেহ কারু করে ধরি কহে ধীরে আজু সে সফল হৈল।
দিতে মহানন্দ, বিধি কৈল অন্ধ, আনে না দেখিতে দিল॥
এরূপ অমিঞা, পিয়াএ না হিয়া, কি করে না যায় জানা।
হেন রূপ যেহ, না দেখিল সেহ, নয়ন থাকিতে কাণা॥
সদা দেখিবারে, ধায় বারে বারে, আঁখি না ধৈরজ বাঁধে।
নরহরি সাখি, সঁপিলু এ আঁখি, সোনার নিমাইচাঁদে॥

৩৭ পদ। তুড়ি।

নদীয়া ভ্রময়ে, গোরা গুণমণি, শুনি পঙ্গু পথে গিয়া।
অনিমিক আঁখি, সে মুখ নিরখি, আনন্দে উথলে হিয়া॥
কেহ কহে শুন, বিধি সকরুণ, এবে সে বুঝিনু মনে।
যে লাগিয়া পঙ্গু. করিলে সফল, ফলালে এতেক দিনে॥
পঙ্গু না হইলে, গৃহ কাজ ছলে, যাইতাম দূর দেশ।
না জানিয়া তথা, মরণ হইলে, দুঃখের নহিত শেষ॥
পঙ্গু হৈয়া যেন, থাকি মেন হেন, বিধিরে প্রার্থনা করি।
নরহরিনাথে, সদা নদীয়াতে, দেখি এ নয়ন ভরি॥

৩৮ পদ। কামোদ।

ভুবনমোহন গোরা গুণমণি
রাজপথে কত ভঙ্গীতে চলে।
কত কত শত মদন মুরছি
লোটায়ে চরণ-কমলতলে॥
চারি দিকে লোক করে ধাওয়া ধাই
অতুল শোভায় মোহিত হৈয়া।
তনু মন প্রাণ কেবা না নিছয়ে
পরস্পর চারু চরিত কৈয়া॥
নদীয়ানগরে নাগরালি বেশে
ফিরিয়ে নবীন নাগর যত।
গোরাচাঁদ পানে চাহি তাসবার
নাগর গরব হইল হত॥
জগতের মাঝে প্রবীণতা অতি
রসিকতামোদে বিভোর যারা।

নরহরি ভণে খদ্যোত যেমন
কিছু আগে হৈল তেমন তারা॥

৩৯ পদ। ধানশী।

নদীয়ার শশী, রঙ্গে রাজপথে, হেলি দুলি চলে পুলক হিয়া।
অলখিত যত, যুবতী অথির, সাধে আধ দিঠি সে অঙ্গে দিয়া॥
কেহ কহে দেখ, দেখ সখি এই, গোরারূপ কিয়ে অমিয়ারাশি।
তাম্বুলের রাগে, অধর উজ্জ্বল, তাহে কিবা মন্দ মধুর হাসি॥
রঙ্গণ ফুলের মালা দোলে কিবা, আঁখের ভঙ্গীতে ভুবন মোহে।
চাঁচর চিকুরচয় চারু কিবা, কপালে চন্দন তিলক শোহে॥
কিবা জানু ভুজযুগের বলনি, পরিসর বুকে কেবা না ভুলে।
নরহরি পহুঁ রসে মু মজিনু, দিনু তিলাঞ্জলি এ লাজ কুলে॥

৪০ পদ। ধানশী।

নগরভ্রমণে বাহির হইয়া
নানা ব্যবসায়ী গৃহে যান গোরা।
ব্যবসায়িগণ নানা দ্রব্য আনি
দেয় তারে হৈয়া আনন্দে ভোরা॥
কহেন গৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
আমি হই ওহে দরিদ্র অতি।
যেসব সামগ্রী দিতেছ তোমরা
তার মূল্য মুই পাইব কতি॥
ব্যবসায়িগণ কহয়ে এ সব
দয়া করি তুমি করহ গ্রহণ।
যখন পারিবে মূল্য দিহ তুমি
না পারিলে মোরা নাহি চাহি পণ॥
যে হইতে তুমি জনম লভিলা
স্ত্রী পুত্র লইয়া আছি মোরা সুখে।
কর শুভ দৃষ্টি কর আশীর্ব্বাদ
দেও পদধূলি শিরেতে বুকে॥
তা সবার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া
গৃহেতে চলিলা নদীয়াশশী।
কহে নরহরি ধন্য ব্যবসায়ী
ধন্য ধন্য সব নদীয়াবাসী॥

৪১ পদ। সারঙ্গ।

সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ বিনোদ রঙ্গে
বিহরই সুরধুনীতীরে।
ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায় প্রেমে ধারা বহি যায়
ক্ষণে মালসাট মারি ফিরে॥ধ্রু॥
অপরূপ গোরাচাঁদের লীলা।
দেখি তরুণগণ সঙ্গে প্রিয় গদাধর রঙ্গে
কৌতুকে করয়ে কত খেলা॥ধ্রু॥
অঙ্গে পুলকের ঘটা কদম্ব কুসুম ছটা
সুদশন মুকুতার পাঁতি।
তাহে মন্দ মন্দ হাসি বরখে অমিয়ারাশি
সৌরভে ভ্রমর ধায় মাতি॥
সদা নিজ প্রেমে-মত্ত গায় কৃষ্ণলীলামৃত
মধুর ভকতগণ পাশ।
বিষয়ে হইলুঁ অন্ধ না ভজিলাও গৌরচন্দ
কহে দীন নরোত্তম দাস॥

৪২ পদ। যথারাগ।

মরি মরি গৌরগণের চরিত বুঝিতে শকতি কার।
শয়নে স্বপনে, গৌরাঙ্গ বিহনে, কিছু না জানয়ে আর॥
ও চাঁদমুখের মৃদু মৃদু হাসি, অমিয়া গরব নাশে।
তিল আধ তাহা না দেখি কলপ অলপ করিয়া বাসে॥
কি কব সে সব, শয়ন বিচ্ছেদে, অধিক আকুল মনে।
কতক্ষণে নিশি পোহাইব বলি চাহয়ে গগন পানে॥
ময়ূর কপোত কোকিলাদি নাদ শুনিতে পাতয়ে কান।
নরহরি কহে প্রভাত উপায় চিন্তিতে ব্যাকুল প্রাণ॥

৪৩ পদ। যথারাগ।

কো বরণব পরিকরগণ লেহ।
নিরখি নিতান্ত নিশান্ত সুঅন্তর
অন্তরহিত অতি পুলকিত দেহ॥ধ্রু॥
সাহস করি কত করত মনোরথ
যাত রজনী অব হোত বিহান।
গৌর সুশয়নোত্থান ভজিনব নিরখি
করব ইহ তৃপত নয়ান॥

মৃদু মৃদু হসিত বদনে বচনামৃত
শ্রবণে চমক ভরি পিয়ব ভূরী।
করযুগে যুগপদ পরশি প্রচুরতর
অন্তরখেদ করব অবদূরি॥
ঐছে আশ কত উপজত হিয় মধি
অধিক মগন গুণগণ করি গান।
নরহরি ভণ ঘন চাতক সমচিত
উৎকণ্ঠিত (নাহি) সমুঝত অনিদান॥

৪৪ পদ। সুহই।

কনক-ধরাধর-মদহর দেহ।
মদনপরাভব সুবরণ গেহ॥
হেরে দেখ অপরূপ গৌরকিশোর।
কৈছনে ভাব নহ এ কিছু ওর॥
ঘন পুলকাবলী দিঠি জলধার।
ঊরধ নেহারী রচই ফুৎকার॥
নিরুপম নিরঞ্জন রাস বিলাস।
অচল সুচঞ্চর গদ গদ ভাষ॥
কিয়ে বর মাধুরী বাঁশী নিশান।
ইহ বলি সঘনে পাতে নিজ কান॥
সদন তেজি তব চলত একান্ত।
মিলব অব জানি কিয়ে কৃষ্ণকান্ত।

৪৫ পদ। মঙ্গল।

বহুক্ষণ নটন পরিশ্রমে পহুঁ মোর
বৈঠল সহচর কোর।
সুশীতল মলয় পবন বহে মৃদু মৃদু
হেরইতে আনন্দ কো করু ওর॥
দেখ দেখ অপরূপ গৌর দ্বিজরাজ।
সুন্দর বদনে স্বেদকণ শোভন
হেম মুকুরে জনু মোতি বিরাজ॥ধ্রু॥
বহুবিধ সেবনে সকল ভকতগণে
প্রেমজল সকল কয়ল তব দূর।
নিজ গৃহে আওল গৌর দয়াময়
পরিজন হিয়া আনন্দ পরিপূর॥
সব সহচরগণে গেও নিজ নিকেতনে
নিতি ঐছন করয়ে বিলাস।
সো সুখসিন্ধু- বিন্দু নাহি পাওল
রোয়ত দুরমতি বৈষ্ণবদাস॥

৪৬ পদ। তুড়ী—রূপক।

সুরধুনীতীরে আজু গৌরকিশোর।
সহচরগণ মেলি আনন্দে বিভোর॥
খেলায় বিনোদ খেলা গৌর বনমালী।
পুলিন বিহার করে ভকতমণ্ডলী॥
দিন অবসান দেখি গৃহেতে চলিলা।
জননী চরণে আসি প্রণাম করিলা॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ গদ গদ ভাষ।
এ রাধামোহন পদ করতহি আশ॥

৪৭ পদ। যথারাগ।

নিশি অবশেষে লসত নদীয়াশশী
শয়ন শেজে নিজ মন্দির মাহি।
ঝলমল অঙ্গ- কিরণ জনরঞ্জন
মনমথমথন ভঙ্গী সম নাহি॥
প্রাতঃ সময়ে সু- ক্রিয়ারত সুরধুনী
অবগান করু পরম উলাস।
গণ সহ বিবিধ ভাতি করি ভোজন
পলছন শয়ন সেবই সব দাস॥
পূর্ব্বাহ্নে পরিতোষ করই সবে ধরি
নব বেশ নিকশে চিতচোর।
পরিকর সহ পরি- কর গৃহে বিলসত
বুঝিব কি প্রেমকি গতি নাহি ওর॥
ধন্য সময় মধ্যাহ্নে সরসি-বন-
রাজী সুশীতল-সুরধুনী তীর।
বিবিধ কেলি তহিঁ কো কবি বরণব
নিরখত সুরগণ হোত অধীর॥
অতি অপরূপ অপরাহ্ন সময়ে
নদীয়া মধি ভ্রমণ করয়ে গণ সঙ্গ।

শোভা ভুবনবি- জয়ী রস বাদর
নিরখি নগর নরনারী উমঙ্ক ॥
সাঁঝ সময়ে নিজ ভবন গমন করু
শ্রীশচীদেবী মুদিত মুখ হেরি।
অদভুত রঙ্গ প্রকট পহুঁ দরশনে
কত শত লোক আয়ত কত বেরি ॥
সময় প্রদোষহি তুষি জননীমন
প্রিয় শ্রীবাস মন্দিরে উপনীত।
অধিক উছাহ ভকতগণ তহি পহুঁ
রচই সুবেশ মধুরতর রীত ॥
বিমল নিশার সময়ে সংকীর্ত্তনে
মাতি মুদিত হিয় কৌতুক জোর।
গণ সহ পুন নিজ ভবনে শুতই
নরহরি পহুঁ রসময়, গৌরকিশোর ॥

৪৮ পদ। তুড়ী।

নিশিশেষে গোরা ঘুমের আবেশে শয়ন পালঙ্কোপরে।
হেন জন নাহি বারেক সে শোভা হেরিয়া পরাণ ধরে ॥
প্রভাতে জাগিয়া নিজ পরিকর বেষ্টিত অঙ্গনে বসি।
জগজন মন হেলাতে হরিয়া হিয়াতে থাকয়ে পশি ॥
দন্তধাবনাদি সারি সুরধুনী সিনান আনন্দাবেশে।
নিজগৃহে গণ সহিত ভোজন কৌতুক শয়ন শেষ ॥
পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে শুক্লাম্বর আদি ভকতগণের ঘরে।
প্রেমের আবেশে অবশ হইয়া বিবিধ বিলাস করে ॥
মধ্যাহ্ন কালেতে অতি মনোহর পুষ্পের উদ্যান মাঝে।
কত কত রঙ্গ তরঙ্গে বিভোর সঙ্গে পারিষদ সাজে ॥
অপরাহ্ণ সময়ে ধরিয়া ভুবনমোহন বেশ।
নদীয়ানগরে ভ্রমণ বিবাদ শোভার নাহিক শেষ ॥
সন্ধ্যাকালে নিজ ভবনে গমন অতি অপরূপ রীত।
দেব বন্দনাদি করিয়া যতনে যাহাতে মায়ের প্রীত ॥
প্রদোষে শ্রীবাস মন্দিরে প্রবেশ অধিক উলাস হিয়া।
তথা প্রিয়গণ মন অনুরূপ করয়ে অদ্ভুত ক্রিয়া ॥
নিশায় সকল পরিকর সহ সংকীর্ত্তন করি।
পুনঃ নিজ গৃহে শয়ন আনন্দে ভণে দাস নরহরি ॥

৪৯ পদ। শঙ্করাভরণ।

ভুবনমোহন গৌর নটবর, বরজমোহন রসিকশেখর,
আজু রুক্মিণী বেশে করু নব নৃত্য, নিরুপম ভ্রাজয়ে।
অঙ্গ রুচি জিনি কনক দরপণ, করত ঝলমল ললিত চিকণ,
রুচির পরম বিচিত্র পহিরণ, বিবিধ অংশুক সাজয়ে ॥
চিকুরচয় কমনীয় বন্ধন, ঘোরি মৃগমদ চিত্রচন্দন,
সরস লসত ললাট তটমণি, বঙ্কনী মন মোহয়ে।
কর্ণভূষণ তরল মৃদুতর, গণ্ডযুগ জনু ভ্রমর ভুরুবর,
কঞ্জ লোচন মঞ্জু অঞ্জন, রঞ্জিতাধিক শোহয়ে ॥
বিম্বফলমিব বন্ধুরাধর, নাসিকা শুক-চঞ্চু বেশর,
বলিত বয়ন-ময়ঙ্ক দশন মুকুন্দ মদভরভঞ্জন।
কম্বু অঙ্কিত বক্ষ মৃদুতর, হার রতন অনঙ্গ-ধৃতি-হর,
শঙ্খ সরুকর কঙ্কণাঙ্গুলি অঙ্গুরী জনু রঞ্জন ॥
অতুল উদর সুঠাম রস ঝরু,নবীন কেশরি-গৌরব দূর করু,
ক্ষীণ মধ্য সুমধুর মাধুরী কনক কিঙ্কিণী রাজয়ে।
ভঙ্গীসঞে পদ ধরণী ধরু যব,অতিহি কোমল হোত ক্ষিতিতব
নিছুই নরহরি-জীবন ঘন মঞ্জীর ঝননন বাজয়ে ॥

৫০ পদ। মায়ুর।

আজু শুভ আরম্ভ কীর্ত্তনে, গৌরসুন্দর মুদিত নর্ত্তনে,
সুঘড় পরিকর মধ্য মধুর শ্রীবাস অঙ্গনে শোহয়ে।
কনক কেশর গরব গঞ্জন, মঞ্জু তনু রুচি অতনু রঞ্জন,
কঞ্জ লোচন চপল চহু দিশ, চাহি জনমন মোহয়ে ॥
নটন গতি অতি তরুণ পদতল, তাল ধরইতে ধরণী টলমল,
করই হস্তক ত্রস্ত কলিত সুললিত কর কিশলয় ছটা।
দশন মোতিম পাঁতি নিরসত, হাস লহু লহু অমিয়া বরষত,
সরস লসত সুবদন মাধুরী জিতই শারদশশী ঘটা ॥
চিকণ চাঁচর চিকুর বন্ধন, চারু রচিত সুতিলক চন্দন,
ভূরি ভূষণ ঝলকে অঙ্গ বিভঙ্গী ভণত না আয়য়ে।
বামে পহুঁ পণ্ডিত গদাধর, দক্ষিণেতে নিতাই সুন্দর,
সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত উনমত পেখি সুরগণ ধায়য়ে ॥
বাসুদেব শ্রীবাসনন্দন, বিজয় বক্রেশ্বর নারায়ণ,
গোপীনাথ মুকুন্দ মাধব গায়ত এ অদ্ভুত গুণী।
রামবামে গোবিন্দ গড়ুর আদিক,বায় মর্দ্দল দিকতা তাধিক,
ধিনি নি নি নি নি নি নি ভণত নরহরি ভুবন ভরু জয় জয় ধ্বনি ॥

৫১ পদ। আশাবরী।

নাচত শচীতনয় গৌরসুন্দর মনমোহনা।
বাজত কত কত মৃদঙ্গ উঘটত, ধিধিকট ধিলঙ্গ,
গায়ত সুর মধুর, অঙ্গভঙ্গী পরম শোহনা॥ধ্রু॥
নিরুপম রস উলস আজ, বিলসত প্রিয় ভকত মাঝ,
ঝলকত অতি ললিত সাজ, যুবতী ধীরজ মোচনা।
কুসুমাঞ্চিত চারু চিকুর, কুণ্ডল শ্রুতি গণ্ড মুকুর,
ভালতিলক মঞ্জুলভুরু, ভৃঙ্গ কমললোচনা॥
নাসাপুট মোদ সদন, ইন্দুনিকর নিন্দি বদন,
মন্দ মন্দ হসনি কুন্দ, দশন মধুর বোলনা।
কণ্ঠ মদন মদভরহর, ভুজযুগ জিনি কুঞ্জরকর,
বক্ষ মৃদু বিলাস বক্ষ, মাল অতুল দোলনা॥
নাভি ত্রিবলী ভাতি, লোমাবলী ভুজগ পাতি,
বসনা যুত কৃশ কটি নব, কেশরি-মদ-ভঞ্জনা।
পহিরে বর বসন বেশ, উরু বরণী নাশকত শেষ,
নরহরি পহুঁ পদতলে করু, তরুণারুণ-গঞ্জনা॥

৫২। পঠমঞ্জরী।

গোবিন্দের অঙ্গে প্রভু নিজ অঙ্গ দিয়া।
গান বৃন্দাবন গুণ আনন্দিত হৈয়া॥
অনন্ত অনঙ্গ হয় দেহের বলনি।
মুখচাঁদ কি কহিব কহিতে না জানি॥
নাচেন গৌরাঙ্গচাঁদ গদাধরের বাসে।
গদাধর নাচে পহুঁ গৌরাঙ্গবিলাসে॥
দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ মত্ত মুখে হরেনাম।
আনন্দে সঙ্গেতে নাচে দাস ঘনশ্যাম॥

৫৩ পদ। বিভাস।

শুতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়ন মন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্ক শেজ অতি মনোহরে॥
আবেশে[১] অবশ তনু গোরানটরায়।
কি কহব অঙ্গশোভা কহন না যায়॥
মেঘ-বিজুরী কেবা ছানিয়া যতনে।
কত রস দিয়া বিধি কৈল নিরমাণে॥
অতি মনোহর শেজ বিচিত্র বালিসে[২]।
বাসুদেব ঘোষ দেখে মনের হরিষে॥

৫৪ পদ। যথারাগ।

অপরূপ পহুঁ করু শয়ন বিলাস।
অলস যুত যুগ- নেত্র রুচিরতর
তারক কর কুঞ্চিত পরকাশ॥ ধ্রু॥
রজত পাত্র মধি শোহত জনু জনু
তিমির শরদ শশী কিরণ মাঝার।
কুন্দ কুসুম মধি অতসী পুষ্প জনু
কপূরপুর মধি মৃগমদসার॥
দুগ্ধসিন্ধু মধি অসিত দ্বীপ জনু
নীলমণি মণ্ডপ সিত ক্ষিতি মাঝ।
হর গিরি পর নব মেঘখণ্ড জনু
বিশদ কুমুদ মধি মধুপ বিরাজ॥
নির্মল যশ সুপতাক মধ্য জনু
যুবতী-নয়ন-অঞ্জন জিতকাম।
পদ্মরাগ মণি আসনে জনু বিলসত
রস মধুর ভণত ঘনশ্যাম॥

৫৫ পদ। যথারাগ।

কো বরণব বর গৌর উত্তানশয়নশোভাসুখকারী।
ঝলকত অঙ্গ সুবলিত ললিত
থির যামিনী পুঞ্জ পুঞ্জ মদহারী॥
শরদ-সুধাকর- নিকর বিনিজ্জিত
যুবতী বিজয় মুখ মধুরিম জ্যোতি।
শ্রুতি অতি বিমল গণ্ড মণ্ডিত নব
কুণ্ডল অতুল জড়িত মণি মোতি॥
বিম্ব অরুণ কর কদন বদন ছদ
কিঞ্চিদ মিলন রুচির রুচিপুর।
বিকসত দন্ত- কিরণ সিত সুন্দর
তারকবৃন্দ কুন্দ রহু দূর॥

১। আলসে—পাঠান্তর।

২। বিলাসে—পাঠান্তর।

প্রসর বক্ষ পরি হার প্রচুর তহি
কর করযুক্ত লসত অনিবার।
নরহরি ভণ অনু- ভব নোহত বুঝি
মানিনী নিকট করত পরিহার॥

৫৬ পদ। ললিত।

কি কহব গৌর শয়ন অনুপাম।
সুবলিত অঙ্গ অঙ্গ ঝলকত জনু
বিলসিত সোই মূরতিময় কাম॥ ধ্রু॥
কনক ক্ষীরোদ দধি মন্থন নব
নবনী পিণ্ডসম কোমল কায়।
অতি অপরূপ ইহ তপনতাপ বিনু
শেজ উপরি জনু জাত মিলায়॥
অলসে অবশ মৃদু চলত নিশাসহি
উচ নীচ হোয়ত উদর উজোর।
মলয় পবন জনু পরশ সুমেরু সু-
সরিত তরঙ্গ বহত বহু থোর॥
বচনক দূর বির- চন কৌন পুনি
নিরখত নয়ন তৃপিত নহি হোয়।
নরহরি ভণ মঝু হৃদয় তল্পকব
বিলসব ঐছে দেয়ব সুখ মোয়॥

৫৭ পদ। ললিত।

কি কব অনল্প তল্প ঝলকত অতি
শরদ কাস সম বিরহিত মলিনা।
সুরপতি স্বপন অগোচর অপরূপ
রচিত মনোজ্ঞ মনোভব বলিনা॥
আলস ধর জল লালস করবর
বালিস বিলসত জগত অদৃশ রে।
হরগিরি খণ্ড অখণ্ড সদ্য দধি
পিণ্ড গঙ্গ থির তরঙ্গ সদৃশ রে॥
তহি বন্ধুরে কর- বীর কুন্দ কেতকী
কনকাব্জ জাতীকৃতনয়না।
তনু অব যব সব সমন গন ঝটিত
অনুভব ন হোই গৌরহরিশয়না॥

বুঝি শশী করপটে বিরচি চিত্র বিহি
মন্দির দেবে দেওল বহু যতনে।
নরহরি ভণব সু- মতি উরথিত ইহ
রঞ্জত চতুষ্কি জটিত হেম রতনে॥

৫৮ পদ। বিভাস।

মরি মরি গৌর-মূরতি অপরূপ।
ভুবন বিমোহ মনমথ ভূপ॥
কি করব অগণিত নয়ন না ভেল।
দারুণ দৈব দরশে দুখ দেল॥
রাখি হৃদয় ভরি ইহ অভিলাষ।
অমূল রতন সম না করি প্রকাশ॥
কৌনে গঢ়ল তনু বলনি সুঠাম।
মঝু সরবস এ জগতে অনুপাম॥
অনুদিন রজনীশেষে হাম পেখি।
ঐছন শয়ন কবহুঁ নাহি দেখি॥
তাহে বুঝলু নব ঘুম বিরাজ।
নরহরি ইথে কি জাগাওব আজ॥

৫৯ পদ। ভৈরব।

ধনি ধনি আজু রজনী ধনি লেখি।
সংকীর্ত্তন রস- লম্পট পহুঁ কর
ঐছন শয়ন কবহি নাহি দেখি॥ ধ্রু॥
যো নিজ পুরুব ভাব ভরে উনমত
অনুক্ষণ ভণই সুব্রজপুর-বাত।
লোচন পলক অলপ নাহি লাগত
যামিনী জাগি করত পরভাত॥
সো অব অতুল নিঁদ গত অতিশয়
জাগব কিয়ে অরু অধিক বিলাস।
অদ্ভুত ঘুম করীত স্বপন সম
অমিয় সদৃশ করু বচন প্রকাশ॥
নিশি চলি যাও প্রাত ভেল উপনীত
তবহি ন জাগত নদীয়া-বিহারী।
বুঝবি কি নরহরি- নাথ চরিত ইহ
ঘুমক ভাগব বলি নাহি পারি॥

৬০ পদ। ললিত।

পেখহ অপরূপ পর্হঁক বিলাস।
শয়ন সুছন্দ অ- মন্দ মধুর উপজাওত
তনুমন নয়ন উলাস॥ ধ্রু॥
যাকর তনুরুচি কিঞ্চিৎ সুরহিয়ে
নহু পরকাশ যতন কত ভাঁতি।
সুরুচি পুঞ্জ সুরুতি ইহ মন্দির
মাঝ ঝলকে জিনি দিনকরপাঁতি॥
মুনিগণ-হৃদয় সু- তলপে কলপয়িতে
করু কত কলপ কলপ ভরি জাগ।
তাকর দুলভ সুলভ এ তলপ
পরিকলপন কবি কি রচব অছু ভাগ।
বিহি ভব বচনে হরষ নহ অব নব
পিঞ্জরে শুক বহু ভণ শুনি প্রীত।
নরহরি-নাথ শুপত কত করব
সুপ্রকট হোত উহ পূরবক রীত॥

৬১ পদ। বিভাস।

হের চাঞা দেখ রজনী পানে।
এরূপ শয়ন কেবা বা জানে॥
কিবা করপদ ভঙ্গিমাখানি।
ঘুমে কি এরূপ কভু না জানি॥
লোচন সুভাতি ভঙ্গিমা তাহে।
অলসে এমতি হইবে কাহে॥
মুখ শশিশোভা অধিক হেন।
মৃদু হাসি সুধা খসিছে যেন॥
নিঁদু অনিঁদ না চিনিতে পারি।
মনে যাহা তাহা কহিতে না পারি॥
নরহরি ইথে কত বা কবে।
বুঝি জাগাইতে বিষম হবে॥

৬২ পদ। বিভাস।

গোরাচাঁদের রজনী শয়ন।
হেরি হেরি সভে জুড়ায় নয়ন॥
পরস্পর অতি আনন্দ হৃদয়।
কত ভাতি কথা কৌতুকে কহয়॥
তাহা কি রচিতে পারে কবিজন।
অনুপম গৌরাঙ্গের গুণগণ॥
পুন পুন নিরিখয়ে আঁখি ভরি।
নরহরি পহুঁ শয়ন-মাধুরী॥

৬৩ পদ। ভৈরব।

কিবা সে নিশির শোভা শুভ রাশি পুরা সে নদীয়াপুর।
রজনী-কর-রজক নিজ করে করিল মলিনতা দূর॥
বিচিত্র তরুণ তরুলতা মুনিমোহন-মাধুরী লসে।
প্রফুল্লিত নবকুসুমে ভ্রময়ে মধুপ আশে॥
শীতল পবন মন্দ মন্দ বহে উগারে সুগন্ধ রাশি।
পরম আনন্দে ঘুমায়ে রয়েছে সকল নদীয়াবাসী॥
গভীর আলয় সদা সুখময় শোভার নাহিক পার।
ত্রিজগত মাঝে দেখিনু কোথাহ উপমা নাহিক যার।
পহুঁর মন্দিরে বেঢ়িয়া সকল প্রিয় পরিকর স্থিতি।
কেহ শুঞা কেহ জাগিয়া রয়েছে কে বুঝে এ সব প্রীতি॥
আজ্ঞা অনুসারে কেহ নিজ ঘরে কাতরে শুতিয়া আছে।
নরহরি হেন দশা হবে কবে সে সময় রহিব কাছে॥

৬৪ পদ। ললিত।

জনমন ময় মদনময় মন্দির
কৌনে গড়ল অনুভব নাহি হোই।
রজনীক শেষ অশেষ শোহে তছু
লস ন বরণি শকত কবি কোই॥
দ্বার-বেদ বসু- বিহিত-গবাক্ষ
বিরাজিত বিহি সম সম সুখকারী।
ললিত লাস্ত নব কুঞ্জ কেলি বহু
চিত্রিত ভীত ভীত ভ্রমহারী॥
পরিসর গর্ভ রুচির সুরধুনী জনু
অনুপম রতনদীপ চহু ওর।
ঊর্দ্ধ অতুল চন্দ্রাতপতর
পরিযঙ্ক মধ্য লস গৌরকিশোর॥

ঐছন ভাবিয়া মন্দির ত্যজিয়া, আইলা সুরধুনীতীরে।
দুই কর জুড়ি নমস্কার করি, পরশ করিলা নীরে॥
গঙ্গা পরিহরি, নবদ্বীপ ছাড়ি, কাঞ্চন নগর পথে।
করিলা গমন, শুনি সবজন, বজর পড়িল মাথে॥
পাষাণ সমান, হৃদয় কঠিন, সেহ শুনি গলি যায়।
পশু পাখী ঝুরে, গলয় পাথরে, এ দাস লোচন গায়॥

৯ পদ। ধানশী।

কণ্টক নগরে গেলা দ্বিজ বিশ্বম্ভর।
যেখানেতে বসিয়া ভারতী ন্যাসিবর॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রভু নমস্কার করে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ন্যাসী নারায়ণ স্মরে॥
কোথা হইতে আইলা তুমি যাবে কোথা কারে।
কি নাম তোমার সত্য কহ ত আমারে॥
প্রভু কহে শুন গুরু ভারতী গোসাঞী।
কৃপা করি নাম মোর রেখেছে নিমাই॥
বসিয়া আনন্দে কহে মনেতে উল্লাস।
তোমার নিকটে আইলাম দেওত সন্ন্যাস॥
লোচন বোলে মোর সদা প্রাণে ব্যথা পায়।
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিবে এত বড় দায়॥

১০ পদ। শ্রীরাগ।

কাঞ্চননগরে এক বৃক্ষ মনোহর।
সুরধুনীতীরে তরু ছায়া যে সুন্দর॥
তার তলে বসিয়াছেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্তকলেবর॥
নগরের লোক ধায় যুবক-যুবতী।
সতী ছাড়ে নিজপতি জপ ছাড়ে যতি॥
কাঁকে কুম্ভ করি নারী দাঁড়াইয়া রয়।
চলিতে না পারে যেই নড়ি হাতে ধায়॥
কেহ বলে হেন নাগর কোন্ দেশে ছিল।
সে দেশে পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল॥
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া।
কেহ বলে মা-বাপেরে এসেছে বধিয়া॥
কেহ বলে ধন্যা মাতা ধৈরাছিল গর্ভে।
দেবকী সমান যেন শুনিয়াছি পূর্ব্বে॥
কেহ বলে কোন্ নারী পেয়েছিল পতি।
ত্রৈলোক্যে তাহার সমান নাহি ভাগ্যবতী॥
কেহ বলে ফিরে যাও আপন আবাসে।
সন্ন্যাসী না হও বাছা না মুড়াও কেশে॥
প্রভু বলে আশীর্ব্বাদ কর মাতা পিতা।
সাধ কৃষ্ণপদে বেচিব মোর মাথা॥
হেন কালে কেশব ভারতী মহামতী।
দেখিয়া তাঁহারে প্রভু করিলা প্রণতি॥
কৃষ্ণদাস কয় গোসাঞী দেও ভক্তিবর।
বাসু ঘোষ কহে মুণ্ডে পড়ুক বজর॥

১১ পদ। শ্রীরাগ।

প্রভু কহে নিজগুণে দেওত সন্ন্যাস।
হৈয় না সন্ন্যাসী নিমাই না মুড়াও কেশ॥
কাঞ্চননগরের লোক সব মানা করে।
সন্ন্যাস না কর বাছা ফিরা যাও ঘরে॥
পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ হৈলে রাগের নিবৃত্তি।
তবে ত সন্ন্যাস দিতে শাস্ত্রে অনুমতি॥
এবোল শুনিয়া প্রভু বলে এই বাণী।
তোমার সাক্ষাতে গুরু কি বলিতে জানি॥
পঞ্চাশ হইতে যদি হয়ত মরণ।
তবে আর সাধু সঙ্গ হইবে কখন॥
এ বোল শুনিয়া কহে ভারতী গোসাঞী।
সন্ন্যাস দিব রে তোরে শুন রে নিমাই॥
এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ উল্লাস।
নাপিত ডাকাইল তবে মুড়াইতে কেশ॥
নাপিত বলয়ে প্রভো করি নিবেদন।
এরূপ মনুষ্য নাহি এ তিন ভুবন॥
তব শিরে হাত দিয়া ছোব কার পায়।
যে বোল সে বোল প্রভো কাঁপে মোর কায়॥
কার পায় হাত দিয়া কামাইব নিতি।
অধম নাপিত জাতি মোর এই রীতি॥
এ বোল শুনিয়া কহে বিশ্বম্ভর রায়।
না করিও নিজবুদ্ধি ঠাকুর কহয়॥

কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম গোয়াইবা সুখে।
অন্তকালেতে গতি হবে বিষ্ণুলোকে॥
কাঞ্চন নগরের লোক সদয় হৃদয়।
বাসু ঘোষ জোড়হাতে ভারতীরে কয়॥

১২ পদ। শ্রীরাগ।

মধুশীল বলে গোসাঞী না ভাঁড়াও মোরে।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু জানিনু অন্তরে॥
পূরাব তোমার ইচ্ছা তুমি ইচ্ছাময়।
পালিব তোমার আজ্ঞা নাহিক সংশয়॥
বলিতেছ কৃষ্ণের প্রসাদে রব সুখে।
মরণের পরে গতি হবে বিষ্ণুলোকে॥
যে কৃষ্ণ রাখিবে সুখে সেই কৃষ্ণ তুমি।
তব পদ বিষ্ণুলোক কিবা জানি আমি॥
মুড়াব চাচর কেশ হাত দিব মাথে।
কিন্তু প্রভু শ্রীচরণ দেও আগে মাথে॥
মধুর বচনে প্রভু দিলা শিরে পদ।
বাসু কহে যার কাছে তুচ্ছ ব্রহ্মপদ॥

১৩ পদ। ধানশী।

তখন নাপিত আসি প্রভুর সম্মুখে বসি
ক্ষুর দিল সে চাচর কেশে।
করি অতি উচ্চরব কান্দে যত লোক সব
নয়ানের জলে দেহ ভাসে॥
হরি হরি কিনা হৈল কাঞ্চননগরে।
যতেক নগরবাসী দিবসে দেখয়ে নিশি
প্রবেশিল শোকের সাগরে॥ধ্রু॥
মুণ্ডন করিতে কেশ হৈয়া অতি প্রেমাবেশ
নাপিত কাঁদয়ে উচ্চরায়।
কি হৈল, কি হৈল বলে হাতে নাহি ক্ষুর চলে
প্রাণ মোর বিদরিয়া যায়॥
মহা উচ্চ রোল করি কাঁদে কুলবতী নারী
সবাই প্রভুর মুখ চাঞা।
ধৈরজ ধরিতে নারে নয়ানযুগল ঝরে
ধারা বহে নয়ান বহিয়া॥

দেখি কেশ অন্তর্দ্ধান অন্তরে দগধে প্রাণ
কাঁদিছেন অবধূত রায়।
রসিকানন্দের প্রাণ শোকানলে আনচান
এ দুখ ত সহন না যায়॥

১৪ পদ। পাহিড়া।

মুড়াইয়া চাচর চুলে স্নান করি গঙ্গাজলে
বলে দেহ অরুণ বসন।
গৌরাঙ্গের বচন শুনিয়া ভকতগণ
উচ্চস্বরে করেন রোদন॥
অরুণ দুইখানি ফালি ভারতী দিলেন আনি
আর দিল একটী কৌপীন।
মস্তকে পরশ করি পরিলেন গৌরহরি
আপনাকে মানে অতি দীন॥
তোমরা বান্ধব মোর এই আশীর্ব্বাদ কর
নিজ কর দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস নহে যেন উপহাস
ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে॥
এত বলি গৌররায় ঊর্দ্ধমুখ করি ধায়
দিক বিদিক নাহি মানে।
ভক্ত জনার কাছে লোটাঞা লোটাঞা কাঁদে
বাসুদেব হা কান্দ কান্দনে॥

১৫ পদ। পাহিড়া।

প্রভুর মুণ্ডন দেখি কান্দে যত পশু পাখী
আর কান্দে যত শ্রীনিবাসী।
বৎস নাহি দুগ্ধ খায় তৃণ দন্তে গাভী ধায়
নেহালে গৌরাঙ্গ মুখ আসি॥
আছে লোক দাঁড়াইয়া গৌরাঙ্গ মুখ চাহিয়া
কারো মুখে নাহি সরে বাণী।
দুনয়নে জল সরে গৌরাঙ্গের মুখ হেরে
বৃক্ষবৎ হৈল সব প্রাণী॥
ডোর কৌপীন পরি মস্তকে মুণ্ডন ভুরি
মায়া ছাড়ি হৈল উদাসীন।

বৈসে ডগমগি হৈয়া করেতে দণ্ড লইয়া
প্রভু কহে আমি দীন হীন।
তোমরা বৈষ্ণববর এই আশীর্ব্বাদ কর
দুই হাত দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস নহে যেন উপহাস
ব্রজে গেলে পাই ব্রজনাথে॥
এত বলি গোরা রায় প্রেমে উর্দ্ধমুখে ধায়
কোথা বৃন্দাবন বলি কাঁদে।
ভ্রমে প্রভু রাঢ়দেশে নিত্যানন্দ তান পাশে
বাসু ঘোষ উচ্চস্বরে কাঁদে॥

১৬ পদ। পাহিড়া।

কহে মধু শীল, আমি কি দুঃশীল, কি কর্ম্ম করিনু আমি।
মস্তক ধরিনু, পদ না সেবিনু, পাইয়া গোলোকস্বামী॥
যে পদে উদ্ভব পতিতপাবনী, তাহা না পরশ হৈল।
মাথে দিনু হাত, কেন বজ্রাঘাত, মোর পাপ মাথে নৈল॥
যে চাঁচর চুল, হেরিয়া আকুল, হইত রমণী মন।
হৈনু অপরাধী, পাষাণে প্রাণ বাঁধি, কেন বা কৈনু মুণ্ডন॥
নাপিত ব্যবসায়, আর না করিব, ফেলিনু এ ক্ষুর জলে।
পহুঁ সঙ্গে যাব, মাগিয়া খাইব, রসিক আনন্দ বলে॥

১৭ পদ। সুহই।

আরে মোর গৌরাঙ্গসুন্দর[১]।
প্রেমজলে তিতিল সোনার কলেবর॥
কটিতে করঙ্গ বাঁধা দিক বিদিক ধায়।
প্রেমের ভাই নিতাই ডাকে ফিরিয়া না চায়॥
যত যত অবতার অবনীর মাঝে।
পতিতপাবন নাম তোমার সে সাজে॥
বাসু বলে প্রভু যত পাতকী তরাইলে।
সে সব অধিক হয় আমা উদ্ধারিলে॥

১। নাগর—পাঠান্তর।

১৮ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গে সন্ন্যাস দিয়া ভারতী কাঁদিলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম নিমাইয়েরে দিলা॥
পহুঁ কহে গুরু মোর পূরাহ মন-সাধ।
কৃষ্ণে মতি হউক এই দেও আশীর্ব্বাদ॥
ভারতী কাঁদিয়া বোলে মোর গুরু তুমি।
আশীর্ব্বাদ কি করিব কৃষ্ণ দেখি আমি॥
ভুবন ভুলাও তুমি সব নাটের গুরু।
রাখিতে লৌকিক মান মোরে কহ গুরু॥
আমার সন্ন্যাস আজি হইল সফল।
বাসু কহে দেখিলাম চরণকমল॥

১৯ পদ। সিন্ধুড়া

এথা বিষ্ণুপ্রিয়া চমকি উঠিয়া
পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
শিরে করে করাঘাত॥
এ মোর প্রভুর সোনার নূপুর
গলায় সোনার হার।
এ সব দেখিয়া মরিব ঝুরিয়া
জীতে না পারিব আর॥
মুঞি অভাগিনী সকল রজনী
জাগিল প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বাঁধিয়া মোরে নিদ্রা দিয়া
প্রভু গেল পলাইয়া॥
কাঞ্চন নগর গেলা বিশ্বম্ভর
জীব উদ্ধারিবার তরে।
এ দাস লোচন দগদগি মন
শচী না পাইলা দেখিবারে॥

২০ পদ। বিভাস বা করুণ।

সুধা খাটে দিল হাত বজ্র পড়িল মাথাত
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।
করুণা করিয়া কান্দে কেশবেশ নাহি বান্ধে
শচীর মন্দির কাছে গেল॥

শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের কাছে[1] বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়নমন্দিরে ছিল নিশা অন্তে[2] কোথা গেল
মোর মুণ্ডে বজর পড়িয়া[3] ॥
গৌরাঙ্গ জাগয় মনে নিদ্রা নাহি দুনয়নে
শুনিয়া[4] উঠিল শচীমাতা।
আলু থালু[5] কেশে যায়[6] বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখের কথা ॥
তুরিতে[7] জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঁই[8] উদ্দেশ না পাইয়া[9]।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া[10] পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া[11] ॥
শুনি নদীয়ার লোকে কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে শোকে
যারে তারে পুছেন বারতা।
একজন পথে ধায় দশজন পুছে তায়
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা[12] ॥
সে বলে দেখেছি যেতে আর কেহ নাহি[13] সাথে
কাঞ্চন নগরের পথে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি আমার শ্রীগৌর[14] হরি
পাছে জানি[15] মস্তক মুড়ায় ॥

২১ পদ। করুণ।

পড়িয়া ধরণীতলে শোকে শচী কাঁদি বলে
লাগিল দারুণ বিধি বাদে।
অমূল্য রতন ছিল কোন্ বিধি হরি নিল
পরাণ-পুতলী গোরাচাঁদে ॥
অঙ্গের অঙ্গদবালা গোরাচাঁদের কণ্ঠমালা
খাট পাট সোনার তুলিচা
সে সব রহিল পড়ি গৌর মোরে গেল ছাড়ি
আমি প্রাণ ধরি আছি মিছা ॥

গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেল নদীয়া আঁধার ভেল
ছটফটি করে মোর হিয়া।
যোগিনী হইয়া যাব গৌরাঙ্গ যথায় পাব
কাঁদিব তার গলায় ধরিয়া ॥
যে মোরে গৌরাঙ্গ দিব বিনামূলে বিকাইব
হৈব তার দাসের অনুদাসী।
বাসুদেব ঘোষে ভণে কাঁদ শচী কি কারণে
জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী ॥

২২ পদ। পাহিড়া।

সকল মহান্ত মেলি সকালে সিনান করি
আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি
শচী কাঁদে বাহির দুয়ারে ॥
শচী কহে শুন মোর নিমাই গুণমণি।
কেবা আসি দিল মন্ত্র কে শিখাইল কোন্ তন্ত্র
কি হইল কিছুই না জানি ॥ ধ্রু ॥
গৃহমাঝে গিয়াছিনু ভালমন্দ না জানিনু
কিবা করি গেলে রে ছাড়িয়া।
কেবা নিঠুরাই কৈল পাথারে ভাসাঞা গেল
রহিব কাহার মুখ চাহিয়া ॥
বাসুদেব ঘোষের ভাষা শচীর এমন দশা
মরা হেন রহিল পড়িয়া।
শিরে করাঘাত মারি ঈশানে দেখায় ঠারি
গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া ॥

২৩ পদ। রামকিরি।

করিলেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শিখা সোঙরিয়া কাঁদে ভাগবতগণ ॥
কেহ বলে সে সুন্দর চাঁচর-চিকুরে।
আর মালা গাঁথিয়া কি না দিব উপরে ॥
কেহ বলে না দেখিয়া সে কেশ বন্ধন।
কি মতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥
সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর।
এত বলি শিরে কর হানয়ে অপার ॥

১। কপাট নিকটে। ২। ভাগে। ৩। শিরে বজ্রাঘাত দিয়া। ৪। জাগিয়া ৫। আউদড়। ৬। ধায়। ৭। ত্বরায়। ৮। গৌরাঙ্গ। ৯। পার। ১০। চলিছে। ১১। অতি দীর্ঘরায়। ১২। তাহা পুছে শচীমায়, কোথা গৌর চলি যায়, কহে কথা কান্দিতে কান্দিতে। গৌরাঙ্গ নয়নতারা, প্রভাতে হৈয়াছি হারা, দেখেছ কি গৌরাঙ্গ যাইতে ॥ ১৩। অনেক সন্ন্যাসী। ১৪। গৌরাঙ্গ। ১৫। নাকি—পাঠান্তর।

কেহ বলে সে সুন্দর কেশে আরবার।
আমলকী দিয়া কি করিব সংস্কার॥
হরি হরি বলি কেহ কাঁদে উচ্চস্বরে।
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ পহুঁ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগ গান॥

২৪ পদ। পাহিড়া।

হরি হরি কি না হৈল নদীয়া-নগরে।
কেশব ভারতী আসি কুলিশ১ পড়িল গো
রসবতী পরাণের ঘরে॥ ধ্রু॥
প্রিয় সহচরীগণে২ যে সাধ করিল মনে৩
সো সব স্বপন সম ভেল।
গিরিপুরী ভারতী আসিয়া করিল যতি
আঁচলের রতন কাড়ি নেল॥
নবীন৪ বয়স বেশ কিবা সে৫ চাঁচর কেশ
মুখে হাসি আছয়ে মিশাঞা।
আমরা পরের নারী পরাণ ধরিতে নারি
কেমনে বঞ্চিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥
সুরধুনীতীরে তরু কদম্বখণ্ডেতে উরু৬
প্রাণ কাঁদে কেতকী দেখিয়া।
নদীয়া আনন্দে ছিল গোকুলের পারা৭ হৈল
বাসুদেব৮ মরয়ে ঝুরিয়া॥৯

২৫ পদ। পাহিড়া।

স্বপনে গিয়াছিনু ক্ষীরোদ-সাগরে
তথা না পাইনু গুণনিধি।
পাতিয়া হাটখানি বসাইতে না দিলি
বিবাদে লাগিল বিধি॥
কোথা হৈতে আইল কেশব ভারতী
ধরিয়া সন্ন্যাসিবেশ।
পড়াইয়া শুনাইয়া পণ্ডিত করিনু
কেবা লইয়া গেল দূরদেশে॥

শচীমায়ে ডাকে নিমাই আয় রে
শূন্য ঘরেতে যাদুধন।
বাসু ঘোষ কহে ঐ গোরাচাঁদ
মায়ের জীবন॥

২৬ পদ। ভাটিয়ারি।

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ বসন পরে
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখচাঁদে রাধা রাধা বলি কাঁদে
কি লাগি ছাড়িল নিজ দেশ॥
শ্রীবাসের উচ্চ রায় পাষাণ মিলাঞা যায়
গদাধর না জীবে পরাণে।
বহিছে তপত ধারা যেন মন্দাকিনী পারা
মুকুন্দের ও দুই নয়ানে॥
সকল মোহান্ত ঘরে বিধাতা বুঝাঞা ফিরে
তবু স্থির নাহি হয় কেহ।
জ্বলন্ত অনল হেন রমণী ছাড়িল কেন
কি লাগি ত্যজিল তার লেহ॥
কি কব দুখের কথা কহিতে মরমে ব্যথা
না দেখি বিদরে মোর হিয়া।
দিবা নিশি নাহি জানি বিরহে আকুল প্রাণি
বাসু ঘোষ পড়ে মুরছিয়া॥

২৭ পদ। সুহই—সোমতাল।

নদীয়া ছাড়িয়া গেল গৌরাঙ্গসুন্দরে।
ডুবিল ভকত সব শোকের সাগরে॥
কাঁদিছে অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীবাস গদাধর।
বাসুদেব দত্ত কাঁদে মুরারি বক্রেশ্বর॥
বাসুদেব নরহরি কাঁদে উচ্চ রায়।
শ্রীরঘুনন্দন কাঁদি ধূলায় লোটায়॥
কাঁদিছেন হরিদাস দু-আঁখি মুদিয়া।
কাঁদে নিত্যানন্দ শচীর মুখ নিরখিয়া॥
সুখময় কীর্ত্তন করিত নদীয়ায়।
সোঙরি সে সব বাসুর হিয়া ফাটি যায়॥

১। বজর। ২। সঙ্গে। ৩। রঙ্গে। ৪। কিশোর। ৫। মাথায়। ৬। বরু। ৭। এবে শোকাকুল। ৮। লক্ষ্মীকান্ত। ৯। কাঁদিয়া—পাঠান্তর।

২৮ পদ। শ্রীরাগ।

শুষ্ক হিয়া জীবের দেখিয়া গৌরহরি।
আচণ্ডালে দিলা নাম বিতরি বিতরি॥
অফুরন্ত নাম প্রেম ক্রমে বাড়ি যায়।
কলসে কলসে সেঁচে তবু না ফুরায়॥
নামে প্রেমে তরি গেল যত জীব ছিল।
পড়ুয়া নাস্তিক আদি পড়িয়া রহিল॥
শাস্ত্রমদে মত্ত হৈয়া নাম না লইল।
অবতারসার তারা স্বীকার না কৈল॥
দেখিয়া দয়াল প্রভু করেন ক্রন্দন।
তাদেরে তরাইতে তার হইল মনন॥
সেই হেতু গোরাচাঁদ লইলা সন্ন্যাস।
মরমে মরিয়া রোয় বৃন্দাবন দাস॥

২৯ পদ। শ্রীরাগ।

নিন্দুক পাষণ্ডগণ প্রেমে না মজিল।
অযাচিত হরিনাম গ্রহণ না কৈল॥
না ডুবিল শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের বাদলে।
তাদের জীবন যায় দেখিয়া বিফলে॥
তাদের উদ্ধার হেতু প্রভুর সন্ন্যাস।
ছাড়িলা যুবতী ভার্য্যা সুখের গৃহবাস॥
বৃদ্ধা জননীর বুকে শোক-শেল দিয়া।
পরিলা কৌপীন ডোর শিখা মুড়াইয়া॥
সর্ব্বজীবে সম দয়া দয়ার ঠাকুর।
বঞ্চিত এ বৃন্দাবন বৈষ্ণবের কুকুর॥

৩০ পদ। শ্রীরাগ।

কাঁদয়ে নিন্দুক সব করি হায় হায়।
একবার নৈদ্যা এলে ধরিব তার পায়॥
না জানি মহিমা গুণ কহিয়াছি কত।
এইবার লাগাইল পাইলে হব অনুগত॥
দেশে দেশে কত জীব তরাইল শুনি।
চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি॥
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন।
এইবার পাইলে তার লইব শরণ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পারিষদগণ।
তারা সব শুনিয়াছি পতিতপাবন॥
নিন্দুক পাষণ্ড যত পাইল প্রকাশ।
কাঁদিয়া আকুল ভেল বৃন্দাবন দাস॥

৩১ পদ। শ্রীরাগ।

নিন্দুক পাষণ্ডী আর নাস্তিক দুর্জ্জন।
মদে মত্ত অধ্যাপক পড়ুয়ার গণ॥
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি কাঁদিয়া বিকলে।
হায় হায় কি করিনু আমরা সকলে॥
লইল হরির নাম জীব শত শত।
কেবল মোদের হিয়া পাষাণের মত॥
যদি মোরা নাম প্রেম করিতাম গ্রহণ।
না করিত গৌরহরি শিখার মুণ্ডন॥
হায় কেন হেন বুদ্ধি হৈল মো সবার।
পতিতপাবনে কেন কৈনু অস্বীকার॥
এইবার যদি গোরা নবদ্বীপে আসে।
চরণে ধরিব কহে বৃন্দাবন দাসে॥

৩২ পদ। ভাটিয়ারি।

কাঁদে সব ভক্তগণ হইয়া অচেতন
হরি হরি বলি উচ্চৈঃস্বরে।
কিবা মোর ধন জন কিবা মোর জীবন
প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে॥
মাথায় দিয়া হাত বুকে মারে নির্ঘাত
হরি হরি প্রভু বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাস করিতে গেলা আমা সবে না বলিলা
কাঁদে ভক্ত ধূলায় ধূসর॥
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি কাঁদে মুকুন্দ মুরারি
শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস।
শ্রীবাসের গণ যত তারা কাঁদে অবিরত
শ্রীআচার্য্য কাঁদে হরিদাস॥
শুনিয়া ক্রন্দন রব নদীয়ার লোক সব
দেখিতে আইসে সবে ধাঞা।

না দেখি প্রভুর মুখ সবে পায় মহাশোক
কাঁদে সবে মাথে হাত দিয়া ॥
নগরিয়া ভক্ত যত সব শোকে বিগলিত
বালবৃদ্ধ নাহিক বিচার ।
কাঁদে সব স্ত্রীপুরুষে পাষণ্ডিগণ হাসে
বৃন্দাবন করে হাহাকার ॥

৩৩ পদ । কল্যাণী ।

বিরহ বিকল মায় সোয়াথ নাহিক পায়
নিশি অবসারে নাহি ঘুমে ।
ঘরেতে রহিতে নারি আসি শ্রীবাসের বাড়ী
আঁচল পাতিয়া শুইল ভূমে ॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি রাত্র দিনে
মালিনী বাহির হৈয়া ঘরে ।
সচকিতে আসি কাছে দেখে শচী পৈড়া আছে
অমনি কাঁদিয়া হাতে ধরে ॥
উথলিল হিয়ার দুখ মালিনীর ফাটে বুক
ফুকরি কাঁদয়ে উভরায় ।
দুহুঁ দোহাঁ ধরি গলে পড়িয়া ধরণীতলে
তখনি শুনিয়া সবে ধায় ॥
দেখিয়া দোহাঁর দুখ সবার বিদরে বুক
কত মত প্রবোধ করিয়া ।
স্থির করি বসাইলে ভাসে নয়নের জলে
প্রেমদাস যাউক মরিয়া ॥

৩৪ পদ । ধানশী ।

যেদিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া ।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
দিবা নিশি পীয়ে গোরা নাম সুধাখানি ।
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণি ॥
বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে ।
দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে ॥
হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী ।
গৌরাঙ্গ-বিরহে কাঁদে দিবস রজনী ॥
সঙ্গিনী প্রবোধ করে কহি কত কথা ।
প্রেমদাস হৃদয়ে রহিয়া গেল ব্যথা ॥

৩৫ পদ । ধানশী ।

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু গুরু নমস্করি ।
প্রেমাবেশে বিদায় হইলা গৌরহরি ॥
তিন দিন রাঢ়দেশে করিয়া ভ্রমণ ।
কৃষ্ণনাম না শুনিয়া করেন রোদন ॥
গোপবালকের মুখে শুনি হরিনাম ।
প্রেমানন্দে তথা প্রভু করিলা বিশ্রাম ॥
শ্রীচন্দ্রশেখরে পাঠাইলা নবদ্বীপে ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে আইলা গঙ্গার সমীপে ॥
গঙ্গাস্নান করিয়া আনিলা শান্তিপুরে ।
শ্রীচন্দ্রশেখর আইলা নদীয়ানগরে ॥
সবাকারে কহিলেন প্রভুর সন্ন্যাস ।
কাঁদয়ে নদীয়ার লোক কাঁদে প্রেমদাস ॥

৩৬ পদ । কানাড়া ।

নবীন সন্ন্যাসিবেশে বিশ্বম্ভর উর্দ্ধশ্বাসে
বৃন্দাবন পানেতে ছুটিল ।
কটিতে করঙ্গ বাঁধা মুখে রব রাধা রাধা
উদাউ হইয়া পহুঁ ধাইল ॥
দুনয়নে প্রেমধারা বহে ।
বলে কাঁহা মঝু রাই কাঁহা যশোমতি মা
ললিতা বিশাখা মঝু কাঁহে ॥ ধ্রু ॥
কাঁহা গিরি গোবর্দ্ধন কাঁহা সে দ্বাদশবন
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড কই ।
ছিদাম সুবল সখা কাঁহা মুঝে দেও দেখা
কই মোর নীপতরু কই ॥
কাঁহা নব লক্ষ ধেনু কাঁহা মেরি শিঙ্গা বেণু
কাঁহা মোর যমুনা পুলিন ।
বৃন্দাবন কাঁদি কয় আমার গৌরাঙ্গ রায়
কেন হেন হইল মলিন ॥

৩৭ পদ । সুহই ।

করি বৃন্দাবন ভাণ নিত্যানন্দ রায় ।
পহুঁকে লইয়া আচার্য্যের গৃহে যায় ॥

অদ্বৈত অচৈতন্য ছিল প্রভুর বিরহে।
চাঁদমুখ হেরি প্রাণ পাইল মৃতদেহে ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পহুঁ কহে সীতাপতি।
কি জানি নিদয় হৈলা মোসবার প্রতি ॥
কহ প্রভু কি দোষে ছাড়িয়া সবে গেলে।
তোমার সুখের হাট কেন বা ভাঙ্গিলে ॥
প্রভু কহে মোরে নাড়া অনুযোগ দেহ।
তুমি ত নাটের গুরু নহে আর কেহ ॥
হাতে তুড়ি দিয়া যেন পায়রা নাচায়।
তুই কিনা সেইরূপ নাচাস্ আমায় ॥
সুখেতে গোলোকে ছিনু তুই ত আনিলি।
সব ছাড়াইয়া মোরে কাঙ্গাল করিলি ॥
বৃন্দাবন দাস কহে কি দোষ নাড়ার।
নতু কৈছে হবে সব জীবের উদ্ধার ॥

৩৮ পদ। ভাটিয়ারি রাগ।

না যাইহ ওরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ চাইয়া ॥
কমলনয়ন তোমার শ্রীচন্দ্রবদন।
অধর সুন্দর কুন্দ মুকুতা দশন ॥
অমিয়া বরিখে যেন সুন্দর বচন।
না দেখি বাঁচিব কিসে গজেন্দ্রগমন ॥
অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যত অনুচর।
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের সোসর ॥
পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে।
গৃহে রাখি সংকীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে ॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ তব অবতার।
জননী ছাড়িবা কোন্ ধর্ম্মের বিচার ॥
তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা।
কেমনে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা ॥
তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা ॥
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু।
তুমি গেলে জীবন ত্যজিব তোমা বিনু ॥
প্রেমশোকে কহে শচী বিশ্বম্ভর পাশ।
প্রেমেতে রোধিতকণ্ঠ বৃন্দাবন দাস ॥

৩৯ পদ। ভাটিয়ারি রাগ।

প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ
অনাথিনী মায়েরে ছাড়িতে না জুয়ায়।
সবা লৈয়া কর তুমি অঙ্গনে কীর্ত্তন
তোমার নিত্যানন্দ আছয়ে সহায় ॥ ধ্রু ॥
তোমার প্রেমময় দুই আঁখি দীর্ঘভুজ দুই দেখি
বচনেতে অমিয়া বরিষে।
বিনা দীপে ঘর মোর তোর অঙ্গে উজোর
রাঙ্গা পায় কত মধু বরিষে ॥
প্রেমশোকে কহে শচী বিশ্বম্বর শুনে বসি
যেন রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
বৃন্দাবন দাস রস গায় ॥

৪০ পদ। ধানশী।

প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে।
নিত্যানন্দ আইলেন নদীয়ানগরে ॥ ধ্রু ॥
ভাবিয়া শচীর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
পথমাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায় ॥
ক্ষণেকে সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে।
শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে ॥
দাঁড়ায়ে মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্ন্যাস ॥
কাতরে পড়িয়া শচী দেখিয়া নিতাই।
কাঁদি বলে কোথা আছে আমার নিমাই ॥
না কাঁদিও শচীমাতা শুন মোর বাণী।
সন্ন্যাস করিল প্রভু গৌরগুণমণি ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু আইলা শান্তিপুরে।
আমারে পাঠাঞা দিলা তোমা লইবারে ॥
শুনিয়া নিতাইর মুখে সন্ন্যাসের কথা।
অচেতন হৈঞা ভূমে পড়ে শচী মাতা ॥

উঠাইল নিত্যানন্দ চল শান্তিপুরে।
তোমার নিমাই আছে অদ্বৈতের ঘরে॥
শচী কাঁদে নিতাই কাঁদে নদীয়ানিবাসী।
সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী॥
কহয়ে মুরারি গোরাচাঁদে না দেখিলে।
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিব গঙ্গাজলে॥*

৪১ পদ। সুহই।

ছাদে গো থামিলি সই চল দেখি১ যাই।
নিমাই অদ্বৈতের ঘরে কহিল নিতাই॥
সে চাঁচর কেশহীন কেমনে দেখিব।
না যাব অদ্বৈতের ঘরে গঙ্গায় পশিব২॥
এত বলি শচী মাতা কাতর হইয়া।
শান্তিপুর মুখ ধায় নিমাই বলিয়া॥
ধাইল সকল৩ লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
বাসুদেব সঙ্গে যায়৪ কান্দিতে কান্দিতে।

৪২ পদ। ধানশী।

চলিল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আগে শচী আর সবে চলিলা পশ্চাতে॥
হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ সবাকার মুখে।
নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে দুখে।
গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল জীয়ন্তে মরিয়া
নিতাই বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া॥
হেরিতে গৌরাঙ্গমুখ মনে অভিলাষ।
শান্তিপুর ধায় সবে হৈয়া উর্দ্ধশ্বাস॥
হইল পুরুষশূন্য নদীয়ানগরী।
সবাকার পাছে পাছে চলিল মুরারি॥

* কোন কোন গ্রন্থে এই পদের ভণিতা এইরূপ,—
বাসু ঘোষ বলে না কাঁদিও শচীমাতা।
জীবের লাগি তোমার গৌর হৈছে প্রেমদাতা॥

১। শীঘ্র। ২। দণ্ডকমণ্ডুল দেখি পরাণ ত্যজিব। ৩। নদীয়ার। ৪। দুঃখিত বল্লভ ধায়।

৪৩ পদ। পাহিড়া।

নিতাই করিয়া আগে চলিলেন১ অনুরাগে
আইল সবাই২ শান্তিপুরে।
মুড়ায়েছে মাথার৩ কেশ ধৈরাছে সন্ন্যাসীর বেশ
দেখিয়া সভার প্রাণ ঝুরে॥
এ মত হইল কেনে শিরে কেশ দেখি হীনে
পরিয়াছে কৌপীন যে বাস।
নদীয়ার ভোগ ছাড়ি মায়েরে অনাথ করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস॥
কর জোড়ি অনুরাগে দাঁড়াল মায়ের আগে৪
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
দুই হাতে তুলি বুকে৫ চুম্ব দিলা চাঁদমুখে
কাঁদে শচী গলাটী ধরিয়া৬॥
ইহার লাগিয়া যত৭ পড়াইলাম ভাগবত
এ দুখ৮ কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করি মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়॥
এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ডধারী
ঘরে ঘরে যাবে ভিক্ষা মাগি ৯।
জীয়ন্ত থাকিতে মায় ইহা নাকি সহা ১০ যায়
কার বোলে হৈলা বৈরাগী ১১॥
গৌরাঙ্গের বৈরাগে১২ ধরণী বিদায় মাগে১৩
আর তাহে১৪ শচীর করুণা।
কহে বাসুদেব ঘোষে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে
ত্রিজগতে১৫ রহিল ঘোষণা॥*

৪৪ পদ। পাহিড়া।

শুনিয়া মায়ের বাণী কহে প্রভু গুণমণি
শুন মাতা আমার বচন।

১। ধায় শচী। ২। সবে মিলি গেল। ৩। চাঁচর। ৪। কর জোড় করি আগে, মায়ের চরণযুগে। ৫। নিমাই লইয়া বুকে। ৬। নিমাই বলিয়া। ৭। কি লাগিয়া এই মত। ৮। কথা। ৯। করি। ১০। দেখা। ১১। ভিখারী। ১২। বৈরাগ্য দেখি। ১৩। ধরণী মুদিল আঁখি। ১৪। মাথে হাত। ১৫। জগভরি—পাঠান্তর।
* এই ভণিতা অপর দুই সংগ্রহে দুই প্রকার, যথাঃ—(১) কহয়ে বল্লভ দাস। (২) কহে রামমোহন দাস।

জন্মে জন্মে মাতা তুমি তোমার বালক আমি
এই সব বিধির লিখন ॥
ধ্রুবের জননী ছিল পুত্রকে বৈরাগ্য দিল
ভজে তেঁই দেব চক্রপাণি।
রঘুনাথ ছাড়ি ভোগে বনে বনে ফিরে লোকে
ঝুরে সদা কৌশল্যা জননী ॥
তবে শেষে দ্বাপরে কৃষ্ণ গেলা মধুপুরে
ঘরে নন্দরাণী নন্দ পিতা।
সবার পরে এই হয়ে এ কথা অন্যথা নহে
মিথ্যা শোক কর শচী মাতা ॥
বিধাতা নির্ব্বন্ধ যাহা কেবা খণ্ডাইবে তাহা
এত জানি স্থির কর মন।
ভজ কৃষ্ণ কর সার আর নাহি সংসার
পাইয়া পরমপদধন ॥
রোদন করিলে তুমি ডাকিলে আসিব আমি
এই দেহ তোমার পালিত।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে যাই নীলাচলপুরে
তুমি চিত্তে কর সন্নিহিত ॥
প্রভু স্তুতি বাণী কহে শচী নির্ব্বাচনে রহে
পড়ে জল নয়ন বহিয়া।
বাসু কহে গৌরহরি এই নিবেদন করি
পুনরপি চলহ নদীয়া ॥

৪৫ পদ। ধানশী।

নানান প্রকারে প্রভু মায়েরে সান্ত্বায়।
অদ্বৈতঘরণী সীতা শচীরে বুঝায় ॥
শচীর সহিত যত নদীয়ার লোক।
সুদৃষ্টি মেলিয়া প্রভু জুড়াইল শোক ॥
শান্তিপুর ভরিয়া উঠিল হরিধ্বনি।
অদ্বৈতের আঙ্গিনায় নাচে গৌরমণি ॥
প্রেমে টলমল করে স্থির নহে চিত।
নিতাই ধরিয়া কাঁদে নিমাই পণ্ডিত ॥
অদ্বৈত পসারি বাহু ফিরে গাছে পাছে।
আছাড় খাইয়া গোরা ভূমে পড়ে পাছে ॥
চৌদিকে ভকতগণ বোলে হরি হরি।
শান্তিপুর হৈল যেন নবদ্বীপ পুরী ॥
প্রভু সঙ্গে কোটিচন্দ্র দেখিয়ে আভাস।
এ ডোর কৌপীন তাহে প্রেমের প্রকাশ ॥
হেন রূপ প্রেমাবেশ দেখি শচী মায়।
বাহিরে দুঃখিত কিন্তু আনন্দ হিয়ায় ॥
বুঝায় শচীর মন অবধূত রায়।
সংকীর্ত্তন সমাপিয়া প্রভুরে বসায় ॥
এইরূপ দশ দিন অদ্বৈতের ঘরে।
ভোজন বিলাসে প্রভু আনন্দ অন্তরে ॥
বাসুদেব ঘোষ কয় চরণে ধরিয়া।
অদ্বৈতের এই আশা না দিব ছাড়িয়া ॥

৪৬ পদ। রামকেলি বা তুড়ী।

ধর ধর ধর রে নিতাই আমার গৌরে ধর।
আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়া বারেক করুণা কর ॥ ধ্রু ॥
আচার্য্য গোঁসাই, দেখিও নিতাই, আমার আঁখির তারা।
না জানি কি ক্ষণে, নাচিতে কীর্ত্তনে, পরাণে হইব হারা ॥
শুনহ শ্রীবাস, কৈরাছে সন্ন্যাস, ভূমিতলে গড়ি যায়।
সোনার বরণ, ননীর পুতলি, ব্যথা না লাগয়ে গায় ॥
শুন ভক্তগণ, রাখহ কীর্ত্তন, হইল অধিক নিশা।
কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি, দেখহ মায়ের দশা ॥

৪৭ পদ। শ্রীগান্ধার।

শ্রীপ্রভু করুণস্বরে ভকত প্রবোধ করে
কহে কথা কান্দিতে কান্দিতে।
দুটী হাত জোড় করি নিবেদয়ে গৌরহরি
সবে দয়া না ছাড়িহ চিতে ॥
ছাড়ি নবদ্বীপবাস পরিনু অরুণ বাস
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ারে ছাড়িয়া।
মনে মোর এই আশ করি নীলাচলে বাস
তোমা সবার অনুমতি লৈয়া ॥
নীলাচল নদীয়াতে লোক করে যাতায়াতে
তাহাতে পাইবা তত্ত্ব মোর।

এত বলি গৌরহরি নমো নারায়ণ স্মরি
অদ্বৈতে ধরিয়া দিল কোর ॥
শচীরে প্রবোধ দিয়া তার পদধূলি লৈয়া
নিরপেক্ষ যাত্রা প্রভু কৈল।
বাসুদেব ঘোষ বলে গোরা যায় নীলাচলে
শান্তিপুর ক্রন্দনে ভরিল ॥

৪৮ পদ। সুহই।

আচার্য্যমন্দিরে ভিক্ষা করিয়া চৈতন্য।
পতিত পাতকী দুঃখী করিলেন ধন্য ॥
চন্দনে শোভিত অঙ্গ অরুণ বসন।
সংকীর্ত্তন মাঝে নাচে অদ্বৈত-জীবন ॥
মুকুন্দ মাধবানন্দ গায় উচ্চস্বরে।
নিতাই চৈতন্য নাচে অদ্বৈতমন্দিরে ॥
আচার্য্য গোসাঞী নাচে দিয়া করতালি।
চিরদিন মোর ঘরে গোরা বনমালী ॥
কহয়ে নয়নানন্দ গদাধরের পাছে।
কিবা ছিল, কিবা হৈল, আর কিবা আছে ॥

৪৯ পদ। সুহই।

সকল ভকত ঠাঁই হইয়া বিদায়।
নীলাচল দেখিতে চলিল গৌর রায় ॥
মায়ের চরণ বন্দি অনুমতি লৈয়া।
অদ্বৈত আচার্য্য ঠাঞি বিদায় হইয়া ॥
চলিলা গৌরাঙ্গ পহুঁ বলি হরিবোল।
আচার্য্যমন্দিরে উঠে কীর্ত্তনের রোল ॥

৫০ পদ। ধানশী।

চলিলা নীলাচলে গৌরহরি।
দণ্ড কমণ্ডলু শ্রীকরে ধরি ॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ মুকুন্দ আদি।
প্রেমজলে হিয়ে বহয়ে নদী ॥
অরুণ অম্বর শোভয়ে গায়।
প্রেমভরে তনু দোলাঞা যায় ॥
দণ্ড করে দেখি নিতাইচাঁদ।
পাতয়ে অমিঞা পিরীতিফাঁদ ॥
আপন করে লৈয়া প্রভুর দণ্ড।
ফেলিলা জলে করিয়া খণ্ড ॥
আসিয়া যবে প্রভু চাহিলা দণ্ড।
নিতাই কহে দণ্ড হইল খণ্ড ॥
দণ্ড ভঞ্জন শুনিয়া কথা।
কোপ করি পহুঁ না তোলে মাথা ॥
কে বুঝে দুহুঁ জন মরম বাণী।
প্রেমদাস কহে মুঞি না জানি ॥

৫১ পদ। পাহিড়া।

পহুঁ মোর অদ্বৈতমন্দির ছাড়ি চলে।
শিরে দিয়া দুটী হাত কাঁদে শান্তিপুরনাথ
কিবা ছিল কিবা হৈল বলে ॥ ধ্রু ॥
কৃপা করি মোর ঘরে অবধূত বিশ্বম্ভরে
কত রূপ করিলা বিহার।
এবে সেই দুই ভাই কি দোষে ছাড়িয়া যাই
শান্তিপুর করিয়া আঁধার ॥
অদ্বৈতঘরণী কাঁদে কেশপাশ নাহি বাঁধে
প্রভু বলি ডাকে উচ্চস্বরে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে প্রেমকীর্ত্তন রঙ্গে
কে আর নাচিবে মোর ঘরে ॥
শান্তিপুরবাসী যত তারা কাঁদে অবিরত
লোটাঞা লোটাঞা ভূমিতলে।
এ শচীনন্দন ভণ শান্তিপুর হৈল যেন
পূরুবে শুনিল যে গোকুলে ॥

৫২ পদ। মঙ্গল।

দয়াময় গৌরহরি নৈদ্যালীলা সাঙ্গ করি
হায় হায় কি কপাল মন্দ।
গেলা নাথ নীলাচলে এ দাসেরে একা ফেলে
না ঘুচিল মোর ভববন্ধ ॥
আদেশ করিলা যাহা নিচয় পালিব তাহা
কিন্তু একা কিরূপে রহিব।
পুত্র পরিবার যত লাগিবে বিষের মত
তোমা বিনা কি মতে গোঙাব ॥

গৌড়ীয় যাত্রিক সনে বৎসরান্তে দরশনে
কহিলা যাইতে নীলাচলে।
কিরূপে সহিয়া রব সম্বৎসর কাটাইব
যুগশত জ্ঞান করি তিলে॥
হও প্রভু কৃপাবান্ কর অনুমতি দান
নিতি নিতি হেরি পদদ্বন্দ্ব॥
যদি না আদেশ কর অহে প্রভু বিশ্বম্ভর
আত্মঘাতী হবে শিবানন্দ॥

৫৩ পদ। ধানশী।

অদ্বৈতবিলাপে প্রভু হইলা বিকল।
শ্রাবণের ধারা সম চক্ষে ঝরে জল॥
কহেন অদ্বৈতাচার্য্য এত কেন ভ্রম।
তুমি স্থির করিয়াছ মোর লীলাক্রম॥
নীলাচলে নাহি গেলে পণ্ড হবে লীলা।
বিফল হইবে সব তুমি যা চাহিলা॥
কিরূপেতে হরিনাম হইবে প্রচার।
কিরূপে ভুবনের লোক পাইবে নিস্তার॥
প্রাকৃত লোকের প্রায় শোক কেন কর।
তব সঙ্গে সদা আমি এ বিশ্বাস কর॥
প্রভুবাক্যে অদ্বৈত পাইলা পরিতোষ।
জয় গৌরাঙ্গের জয় কহে বাসু ঘোষ॥

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

(শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ)

১ পদ। ভাটিয়ারি।

আমার নিমাই গেল রে, কেমন করে প্রাণ।
তুলসীর মালা হাতে, যায় নিমাই ভারতীর সাথে,
যারে দেখে তারে নিমাই বিলায় হরিনাম॥ ধ্রু॥
কান্দে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া, ধূলায় অঙ্গ আছাড়িয়া,
কেমনে দঁঢ়াবে হিয়া, না হেরে বয়ান।
বাসুদেব ঘোষের বাণী, শুন শচী ঠাকুরাণী,
জীব নিস্তারিতে ন্যাসী হৈলেন ভগবান্॥

২ পদ। সুহই।

হেদে রে নদীয়ার চাঁদ বাছারে নিমাই।
অভাগিনী তোর মায়ের আর কেহ নাই॥
এত বলি ধরি শচী গৌরাঙ্গের গলে।
স্নেহভরে চুম্ব দেয় বদনকমলে॥
মুই বৃদ্ধ মাতা তোর মোরে ফেলাইলা।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ দিলা গলায় গাঁথিয়া॥
তোর লাগি কাঁদে সব নদীয়ার লোক।
ঘরেরে চল রে বাছা দূরে যাকু শোক॥
শ্রীনিবাস হরিদাস যত ভক্তগণ।
তাসবারে লৈয়া বাছা করহ কীর্ত্তন॥
মুরারি মুকুন্দ বাসু আর হরিদাস।
এ সব ছাড়িয়া কেন করিলা সন্ন্যাস॥
যে করিলা সে করিলা চল রে ফিরিয়া।
পুন যজ্ঞসূত্র দিব ব্রাহ্মণে ডাকিয়া॥
বাসুদেব ঘোষে কয় শুন মোর বাণী।
পুনরায় নৈদ্যা চল গৌর গুণমণি॥

৩ পদ। সুহই।

ভাবে গদ গদ[১] বুক গৌরাঙ্গের চাঁদমুখ
ভাবিতে শুইলা শচী মায়।
কনককষিত তনু গৌরসুন্দর জনু
আচম্বিতে দরশন পায়॥
মায়েরে দেখিয়া গোরা অরুণ-নয়নে ধারা
চরণের ধূলি নিল শিরে।
সচকিতে উঠি মায় ধাইয়া কোলে করে তায়
ঝর ঝর নয়নের নীরে॥
দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ কাঁদে দুহুঁ থির নাহি বাঁধে
কহে মাতা গদগদ ভাষে।
আন্ধল করিয়া মোরে ছাড়ি গেলা দেশান্তরে
প্রাণহীন তোমার হুতাশে॥

১। দরদর—পাঠান্তর।

যে হউ সে হউ বাছা আর না যাইও কোথা
ঘরে বসি করহ কীর্ত্তন ।
শ্রীবাসাদি সহচর পরম বৈষ্ণববর
কি মরম সন্ন্যাসকরণ ॥
এতেক কহিতে কথা জাগিলেন শচীমাতা
আর নাহি দেখিবারে পায় ।
ফুকরি কাঁদিয়া উঠে ধারা বহে দুই দিঠে
প্রেমদাস মরিয়া না যায় ॥

৪ পদ। ধানশী।

নিদ্রা ভঙ্গে শচীমাতা নিশি অবশেষে ।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহে নিমাইর উদ্দেশে ॥
দুঃখিনী মায়েরে যদি করিলি স্মরণ ।
দেখা দিয়া তবে কেন লুকালি বাপধন ॥
মরমে মরিয়াছিনু হারাঞা বিশাই[১] ।
তোরে পাইয়া প্রাণ পুনঃ পাইনু নিমাই ॥
নিমাই পণ্ডিত সবে কহিত সংসারে ।
মাতৃবধ করিতে কি পড়াইনু তোরে ॥
বৃদ্ধকালে পালে করে মৈলে পিণ্ডদান ।
কামনা করয়ে লোকে এ লাগি সন্তান ॥
আমার কপালক্রমে সব বিপরীত ।
সন্ন্যাসী হইলি বাছা এই কি উচিত ॥
সন্ন্যাসী হইলি তবু পাইতাম সুখ ।
দেখিতাম দিনান্তে যদ্যপি তোর মুখ ॥
আমি যে মরিব বাছা তার নাহি দায় ।
অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায় ॥
এ নব যৌবন বধূর জ্বলন্ত আগুনি ।
জ্বালি কিরে গেলি বাছা পোড়াতে জননী ॥
জগতের জীব লাগি পরাণ কাঁদিল ।
জননী গৃহিণী তোর কি দোষ করিল ॥
শচীর বিলাপ শুনি বৃক্ষপত্র ঝরে ।
পশু পাখী কাঁদে আর পাষাণ বিদরে ॥

কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা সম্বিত হারায় ।
তা দেখি মালিনী দুঃখে করে হায় হায় ॥
কি করিলে গোরাচাঁদ কহে প্রেমদাস ।
মাতৃহত্যা করিবে কি লইয়া সন্ন্যাস ॥

৫ পদ। সুহই।

শুন লো মালিনী সই দুখের বিবরণ।
আজুকার নিশিশেষে নিদারুণ নিদ্রাবেশে
দেখিয়াছি দুখের স্বপন ॥ ধ্রু ॥
যেন বহুদিন পরে আমায় মনেতে কৈরে
মা বলি আসিয়াছিল নিমাই রতন ।
কিন্তু যে মেলিনু আঁখি আচম্বিত চাঞা দেখি
প্রাণের নিমাই হৈল অদর্শন ॥
নাই সে চাঁচর কেশ অস্থিচর্ম্মঅবশেষ
বহির্ব্বাসে কৌপীন পিন্ধনে ।
ধূলায় সে অঙ্গভরা যেমন পাগল পারা
প্রেমধারা বহে দুনয়নে ॥
হারা হইয়া বিশাই পাইনু সোনার নিমাই
পূর্ব্ব-সুখ ছিনু পাসরিয়া ।
কিন্তু হৈল সর্ব্বনাশ কৈল নিমাই সন্ন্যাস
রাখি ঘরে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
এ পূর্ণ যৌবন তার যেন জ্বলন্ত অ[illegible]
তাহা লৈয়া সদা করি বাস ।
বিনে প্রাণের নিমাই মা বলিতে আর নাই
শুনি ঝুরে এ বল্লভ দাস ॥

৬ পদ। ধানশী।

আহা মরি কোথা গেল গোরা কাঁচা সোনা ।
কহিতে পরাণ কাঁদে পাসরি আপনা ॥
কহইতে বাণীর সনে পরাণ না গেল ।
কি সুখ লাগিয়া প্রাণ বাহির না হৈল ॥
নয়নের তারা গেলে কি কাজ নয়নে ।
আর না হেরিব গোরার সে চাঁদবদনে ॥
হাসিমুখে সুধামাখা বাণী না শুনিব ।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥

১। বিশ্বরূপ ।

বাসু ঘোষ কহে গোরাগুণ সোঙরিয়া।
মুঞি কেন সভার আগে না গেনু মরিয়া॥

৭ পদ। সুহই

কি করিলে গোরাচাঁদ নদীয়া ছাড়িয়া।
মরয়ে ভকতগণ তোমা না দেখিয়া॥
কীর্ত্তন বিলাস আদি যে করিলা সুখ।
সোঙরি সোঙরি সভার বিদরয় বুক॥
না জীব মুরারি মুকুন্দ শ্রীনিবাস।
আচার্য্য অদ্বৈত ভেল জীবনে নৈরাশ॥
নদীয়ার লোক সব কাতর হইয়া।
ছট ফট করে প্রাণ তোমা না দেখিয়া॥
কহয়ে পরমানন্দ দন্তে তৃণ ধরি।
এবার নদীয়া চল প্রভু গৌরহরি॥

৮ পদ। সুহই।

হরি হরি গোরা কোথা গেল।
মরমে পশিল শেল বাহির না ভেল॥
কাহারে কহিব দুঃখ না নিঃসরে বাণী।
অনুক্ষণ পড়ে মনে গোরা গুণমণি॥
মো যদি জানিতাঙ গোরা যাবেরে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া॥
গদাধর দামোদর কেমনে বাঁচিবে।
এর রাধামোহন দাস পরাণে মরিবে॥ *

৯ পদ। গান্ধার।

আর না হেরিব প্রসর কপালে অলকা তিলকা কাচ।
আর না হেরিব সোনার কমলে, নয়ন-খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে, সকল ভকত লৈয়া।
আর নাচিবে আপনার ঘরে, আর না দেখিব চাঞা॥
আর কি দুভাই নিমাই নিতাই নাচিবেন এক ঠাঁই।
নিমাই বলিয়া ফুকরি সদায়, নিমাই কোথায় নাই॥
নিদয় কেশবভারতী আসিয়া, মাথায় পড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গসুন্দর না দেখি কেমনে রহিব নদীয়া মাঝ॥

* একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থে এই পদের ভণিতা এইরূপ :—
এতদিনে বাসু ঘোষ পরাণে মরিবে।"

কেবা হেন জন, আনিবে এখন, আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিয়া, বংশী গড়াগড়ি যায়॥

১০ পদ। সুহই।

সোনা শতবাণ যেন গৌরাঙ্গ আমার।
সুন্দর চাঁচর মাথে কুন্তলের ভার॥
কি লাগি মুড়ায়ে মাথা গেলা কোন দেশে।
কার ঘরে রহিলেক এই চতুর্ম্মাসে॥
সোঙরি সোঙরি হিয়া বিদরিয়া যায়।
কোথা গেলা পরাণপুতলী গোরা রায়॥
কাঁদয়ে ভকতগণ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
ধৈরজ ধরিতে নারে নরহরি দাস॥

১১ পদ। পাহিড়া।

আজিকার স্বপনের কথা শুনো লো মালিনী সই
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া গৃহ পানে নেহারিয়া
মা বলিয়া ডাকিল আমারে॥
ঘরেতে শুইয়া ছিলাম অচেতনে বাহির হৈলাম
নিমাইর গলার সাড়া পাইয়া।
আমার চরণের ধূলি নিল নিমাই শিরে তুলি
পুনঃ কাঁদে গলাটী ধরিয়া॥
তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে
রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমারে দেখিবার তরে আসিলাম নৈদ্যাপুরে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
আইস মোর বাছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি
হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুনঃ না দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে
কাঁদিয়া রজনী পোহাইল॥
সেই হৈতে প্রাণ কাঁদে হিয়া থির নাহি বাঁধে
কি করিব কহ গো উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কয় গৌরাঙ্গ তোমারি হয়
নহিলে কি দেখা পাও তায়॥

১২ পদ। সুহই।

গোরা-অনুরাগে মোর পরাণ বিদরে।
নিরবধি ছল ছল আঁখিজল ঝরে॥
গোরা গোরা করি মোর কি হৈল বিয়াধি।
নিরবধি পড়ে মনে গোরা গুণনিধি॥
কি করিব কোথা যাব গোরা-অনুরাগে।
অনুখন গোরাপ্রেম হিয়ার মাঝে জাগে॥
গৌরাঙ্গ পিরীতিখানি বড়ই বিষম।
বাসু কহে নাহি রয়ে কুলের ধরম॥

১৩ পদ। সুহই।

কি জানি কি হবে হিয়া দিন দুই চারি।
ধক ধক করে সদা পরাণ হামারি॥
অবিরত লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি।
দক্ষিণ অঙ্গ মোর অবিরত কাঁপি॥
লাখে লাখে অমঙ্গল তাহা নাহি মানি।
গৌরাঙ্গবিচ্ছেদ মোর পাছে হয় জানি॥
জগন্নাথ দাস কহে কহিলা বিচারি।
এত কি পরাণে সহে বিঘিনি বিথারি॥

১৪ পদ। সুহই।

কত দিনে হেরব গোরাচাঁদের মুখ।
কবে মোর মনের মিটব সব দুখ॥
কত দিনে গোরা পহুঁ করবহি কোর।
কত দিনে সদয় হইবে বিধি মোর
কত দিনে শ্রবণে হইবে শুভ দিন।
চাঁদমুখের বচন শুনিব নিশি দিন॥
বাসু ঘোষ কহে গোরাগুণ সোঙরিয়া।
ঝুরয়ে নদীয়ার লোক গোরা না দেখিয়া

১৫ পদ। সুহই।

গোরাগুণে প্রাণ কাঁদে কি বুদ্ধি করিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
দুর্লভ হরির নাম কে দিবে যাচিয়া॥
অকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কাঁদিয়া।
গোরা বিনু শূন্য হৈল সকল নদীয়া॥
বাসুদেব ঘোষ কান্দে গুণ সোঙরিয়া।
কেমনে রহিবে প্রাণ গোরা না দেখিয়া॥

১৬ পদ। পঠমঞ্জরী।

মঝু মনে লাগল শেল। গৌর বিমুখ ভৈ গেল॥
জনম বিফল মোর ভেল। দারুণ বিহি দুঃখ দেল॥
কাহে কহব ইহ দুখ। কহইতে বিদরয়ে বুক॥
আর না হেরব গোরা-মুখ। তবে জীবনে কিবা সুখ॥
বাসুদেব ঘোষ রস গান। গোরা বিনু না রহে পরাণ

১৭ পদ। পাহিড়া।

কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
লোটাঞা লোটাঞা ক্ষিতিতলে।
ওহে নাথ কি কহিলে পাথারে ভাসাঞা গেলে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
এ ঘর জননী ছাড়ি মোরে[১] অনাথিনী করি[২]
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।
বেদে[৩] শুনি রঘুনাথ লইয়া জানকী সাথ
তবে সে করিলা বনবাস॥
পূরুবে নন্দের বালা যবে মধুপুর গে[লা]
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া নিজতত্ত্ব জানাইয়া
রাখিলেন তাসবার প্রাণে॥
চাঁদমুখ না দিখিব আর পদ না সেবিব
না করিব সে সুখবিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব তোমার শরণ নিব
বাসুর জীবনে নাহি আশ॥

১৮ পদ। করুণ।

গেল গৌর না গেল বলিয়া।
হাম অভাগিনী নারী অকূল ভাসাইয়া॥ ধ্রু॥
হায় রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর।
জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর॥

১। মুই। ২। এড়ি। ৩। রামায়ণে—পাঠান্তর।

হায় রে দারুণ বিধি কি বাদ সাধিলি।
প্রাণের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়া দিলি ॥
আর কে সহিবে আমার যৌবনের ভার।
বিরহ-অনলে পুড়ি হব ছারখার ॥
বাসু ঘোষ কহে আর কারে দুঃখ কব।
গোরাচাঁদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব ॥

১৯ পদ। সুহই।

হরি হরি গোরা কোথা গেল।
কোন নিদারুণ বিধি এত দুঃখ দিল ॥ ধ্রু ॥
হিয়া মোর জর জর পাঁজর ধসে।
পরাণ গেল যদি পিরীতি কিসে ॥
ফুকরি কাঁদিতে নারে চোরের রমণী।
অনুখন পড়ে মনে গোরা-মুখখানি ॥
ঘরের বাহির নহি কুলের ঝি।
স্বপনে না হয় দেখা করিব কি ॥
সেরূপ-মাধুরী লীলা কাহারে কহিব।
গোরা পহুঁ বিনে মুই অনলে পশিব ॥
গোরা বিনু প্রাণ রহে এই বড় লাজ।
বাসু কহে কেন মুণ্ডে না পড়য়ে বাজ ॥

২০ পদ। সুহই।

কহ সখি কি করি উপায়।
ছাড়ি গেল গোরা নটরায় ॥
ভাবি ভাবি তনু ভেল ক্ষীণ।
বিচ্ছেদে বাঁচিব কত দিন ॥
নিরমল গৌরাঙ্গবদন।
কোথা গেলে পাব দরশন ॥
কি বিধি লিখিল মোর ভালে।
চিরি দেখি কি আছে কপালে ॥
হিয়া জর জর অনুরাগে।
এ দুখ কহিব কার আগে ॥
কহে বাসু ঘোষ নিদান।
গোরা বিনু না রহে পরাণ ॥

২১ পদ। ভুপালী।

হেদে রে পরাণ নিলজিয়া।
এখন না গেলি তনু তেজিয়া ॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর।
আর কি গৌরব আছে তোর ॥
আর কি গৌরাঙ্গচাঁদে পাবে।
মিছা প্রেম-আশ-আশে রবে ॥
সন্ন্যাসী হইয়া পহুঁ গেল।
এ জনমের সুখ ফুরাইল ॥
কাঁদি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী।
বাসু কহে না রহে পরাণি ॥

২২ পদ। বিভাস।

ধিক্ যাউ এ ছার জীবনে।
পরাণের পরাণ গোরা গেল কোন্‌খানে ॥
গোরা বিনু প্রাণ মোর আকুল বিকল।
নিরবধি আঁখির জল করে ছল ছল ॥
না হেরিব চাঁদমুখ না শুনিব বাণী।
মনে করে গোরা বিনু[১] পশিব ধরণী ॥
গেল সুখ সম্পদ যত পহুঁ কৈল[২]।
শেল সমান মোর হৃদয়ে রহি গেল[৩] ॥
গোরা বিনু নিশি দিশি আর নাহি মনে।
নিরবধি চিন্ত মুই নিধনিয়ার ধনে ॥
রাতুল চরণতল অতিশয়[৪] শোভা।
যাহা[৫] লাগি মন মোর অতিশয় লোভা ॥
ডাহিনে আছিল বিহি এবে ভেল বাম।
কহে বাসুদেব ঘোষ না রহে পরাণ[৫] ॥

২৩ পদ। পাহিড়া।

সন্ন্যাসী হইয়া গেল পুন যদি বাহুরিলা
নাহি আইলা নদীয়ানগরে।
হৃদয়ে হৃদয়ে ধরি নিজ পর এক করি

১। হেন মনে করি আমি। ২। বৈভব সে সকল ফেলি। ৩। এই শেল-সন্দেহ হৃদয়ে রহি গেলি। ৪। মৃদুল কোমল পদে না হেরিব। ৫। শুনি গুণগ্রাম—পাঠান্তর।

তার মুখ দেখিবার তরে ॥
হরি হরি গৌরাঙ্গ এমন কেনে হৈলা।
সবারে সদয় হৈয়া মুই নারীরে বঞ্চিয়া
এ শোকসাগরে ভাসাইলা ॥ ধ্রু ॥
এ নবযৌবন কালে মুড়াইলা চাঁচর চুলে
কি জানি সাধিলা কোন সিঁধি।
কি জানি পরাণ যে পশুবৎ পণ্ডিত সে
গৌরাঙ্গে সন্ন্যাসে দিলা বিধি ॥
অকূর আছিল ভাল রাজ বোলে লৈয়া গেল
থুইল লৈয়া মথুরানগরী।
নিতি লোক আইসে যায় তাহাতে সম্বাদ পায়
ভারতী করিল দেশান্তরী ॥
এত বলি বিষ্ণুপ্রিয়া মরমে বেদনা পাঞা
ধরণীরে মাগয়ে বিদার।
বাসুদেবানন্দে কয় মোসম পামর নাই
তবু হিয়া বিদরে আমার ॥

২৪ পদ। ধানশী।

গৌরগরবে হাম জনম গোঁয়ায়লুঁ
অব কাহে নিরদয় ভেল।
পরিজন বচনহি গরলে গরাসল
গেহ দহন সম কেল ॥
সজনি অবদিন বিফলহি ভেল।
সোঙরিতে সোমুখ হৃদয় বিদারত
পাঁজরে বজরক শেল ॥ ধ্রু ॥
উঠ বোস করি কত ক্ষিতি মাহা লুঠত
পবন আনল দহ অঙ্গ।
কি করব কা দেই সমবাদ পাঠাওব
মিলব কিয়ে তছু সঙ্গ ॥
ব্যথিত বেদনি জন বোধায়ত অনুখন
ধৈরজ ধরু হিয়া মাঝ।
নিরবধি সো গুণ করু অবলমবন
মাধব শিরে হানে বাজ ॥

২৫ পদ। ধানশী।

জনমহি গৌরগরবে গোঙায়লু, সো কিয়ে এদুখ সহায়।
উর বিনু শেজ, পরশ নাহি জানত, সো অব মহী লোটায়
বদনমণ্ডল, চাঁদ ঝলমল, সো অতি অপরূপ শোহে।
রাহু ভয়ে শশী, ভূমে পড়ল খসি, ঐছন উপজল মোহে
পদ অঙ্গুলি দেই, ক্ষিতি পর লেখই, যৈছন বাউরি পার
ঘন ঘন নয়নে, নিঝর বারি ঝরু, যৈঝন সাঙল ধারা ॥
ক্ষণে মুখ গোই, পাণি অবলম্বই ঘন ঘন বহয়ে নিশ্বাস।
সোই গৌরহরি, পুনহি মিলায়ব, নিয়ড় হি মাধবদাস ॥

২৬ পদ। সুহই।

পাপী মাধে পহুঁ কয়ল সন্ন্যাস।
তবহি গেও মঝু জীবন-আশ ॥
দিনে দিনে ক্ষীণতনু ঝরয়ে নয়ন।
গোরা বিনু কত দিন ধরিব জীবন ॥
অবহু বসন্ত বসহুঁ সুখময়।
এ ছাঁর কঠিন প্রাণ বাহির না হয় ॥
যত যত পিরীতি করল পহুঁ মোর।
সোঙরিতে জীউ এবে কাউকি ভোর ॥
কহে রামানন্দ সোই প্রাণনাথ।
কবে নিরখিব আর গদাধর সাথ ॥

২৭ পদ। ধানশী।

হে সখি হে সখি শুন মঝু বাণী।
গোরা বিনু এ দেহে না রহে পরাণি ॥
মোহে বিছুরি সো রহল পরদেশ।
তব কাহে না হোয়ত এ পরাণ শেষ ॥
আয়বে করি কত গণলু দিন।
ক্ষিতি পর লেখনে আঙ্গুলি ছিন ॥
দিন দিন গণি হোয়ল মাহ।
তব কাহে না ফিরল নিকরুণ নাহ ॥
মাহ মাহ গণি পূরল বরষ।
ছিড়ল আশাপাশ জীউ বিরস ॥
গোবর্দ্ধন কহে কাহে ছোড় আশ।
আছয়ে তোহারি পিয় তোহারি পাশ ॥

২৮ পদ। ভাটিয়ারি।

বৈশাখে বিষম ঝড় এ হিয়া-আকাশে।
কে রাখে এ তরি পতি-কাণ্ডারী বিদেশে ॥
জ্যৈষ্ঠে রসাল-রস সবে পান করে।
বিরস আমার হিয়া পিয়া নাই ঘরে ॥
আষাঢ়েতে রথযাত্রা দেখি লোক ধন্য।
আমার যৌবন-রথ রহিয়াছে শূন্য ॥
শ্রাবণে নূতন বন্যা জলে ভাসে ধরা।
কান্ত লাগি চক্ষে মোর সদা জলধারা ॥
ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী হরি-জন্মমাস।
সবার আনন্দ কিন্তু মোর হা হুতাশ ॥
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা সুখী সব নারী।
কাঁদিয়া গোঙাই আমি দিবস শর্ব্বরী ॥
কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হয় হিমপাত।
ভয়ে মরে বিষ্ণুপ্রিয়ার শিরে বজ্রাঘাত ॥
আঘনে নবান্ন করে নূতন তণ্ডুলে।
অন্ন জল ছাড়ি মুঞি ভাসি এ অকূলে ॥
পৌষে পিষ্টক আদি খায় লোকে সাধে।
বিধাতা আমার সঙ্গে সাধিয়াছে বাদে ॥
মাঘের দারুণ-শীতে কাঁপয়ে বাঘিনী।
একেলা কামিনী আমি বঞ্চিব যামিনী ॥
ফাগুনে আনন্দ বড় গোবিন্দের দোলে।
কান্ত বিনু অভাগী ছুলিবে কার কোলে ॥
চৈত্রে বিচিত্র সব বসন্ত উদয়।
লোচন বলে বিরহিণীর মরণ নিশ্চয় ॥

২৯ পদ। পঠমঞ্জরি বা কৌ রাগিণী।

ফাল্গুনে গৌরাঙ্গচাঁদ পূর্ণিমা দিবসে।
উদ্বর্ত্তন-তৈলে স্নান করাব হরিষে ॥
পিষ্টক পায়স আর ধূপদীপগন্ধে।
সংকীর্ত্তন করাইব মনের আনন্দে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে তোমার জন্মতিথি-পূজা।
আনন্দিত নবদ্বীপে বালবৃদ্ধযুবা ॥
চৈত্রে চাতক পক্ষী পিউ পিউ ডাকে।
তাহা শুনি প্রাণ কাঁদে কি কহিব কাকে ॥
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুহু।
তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা যাই মুহুর্মুহু ॥
পুষ্পমধু খাই মত্ত ভ্রমরীরা বুলে।
তুমি দূরদেশে আমি গোঙাব কার কোলে ॥*
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে আমি কি বলিতে জানি।
বিঁধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী ॥
বৈশাখে চম্পকলতা নূতন গামছা।
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলিবসনের কোচা ॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কাঁধে।
সে রূপ না দেখি মুই জীব কোন ছাঁদে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে বিষম বৈশাখের রৌদ্র।
তোমা না দেখিয়া মোর বিরহসমুদ্র ॥
জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড তাপ প্রকাণ্ড সিকতা।
কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাম্বুজরাতা ॥
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কাঁদে নিশি দিন।
ছটফট করে যেন জল বিনু মীন ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে নিদারুণ হিয়া।
আনলে প্রবেশি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
আষাঢ়ে নূতন মেঘ দাদুরীর নাদে।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে ॥
শুনিয়া মেঘের নাদ ময়ূরীর নাট।
কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও।
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তি চাও ॥
শ্রাবণে গলিত ধারা ঘন বিদ্যুল্লতা।
কেমনে বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথা।
লক্ষ্মীর বিলাস-ঘরে পালঙ্কে শয়ন।
সে চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে তুমি বড় দয়াবান।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান ॥
ভাদ্রে ভাস্বত-তাপ সহনে না যায়।
কাদম্বিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায় ॥

* এই বিরহবর্ণনটীর প্রত্যেক মাসবর্ণনে লোচন দাস ছয়টী চরণ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু চৈত্রমাসবর্ণনে আটটী চরণ দেখা যায়। ইহাতে আমাদের সন্দেহ হয় যে * চিহ্নিত চরণদ্বয় সুন্দর হইলেও প্রক্ষিপ্ত।

যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে বিষম ভাদ্রের খরা।
প্রাণনাথ নাহি যার জীয়ন্তে সে মরা॥
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা দুর্গামহোৎসবে।
কান্ত বিনা যে দুঃখ তা কার প্রাণে সবে॥
শরত সময়ে যার নাথ নাহি ঘরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ মোরে কর উপদেশ।
জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ॥
কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা।
কেমনে কৌপীনবস্ত্রে আচ্ছাদিবা গা॥
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী।
এই অভাগিনী মুই হেন পাপরাশি॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে অন্তরযামিনী।
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি॥
অগ্রাণে নূতন ধান্য জগতে বিলাসে।
সর্ব্বসুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে॥
পাটনেত ভোটে প্রভু শয়ন কম্বলে।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে তোমার সর্ব্বজীবে দয়া
বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা চরণের ছায়া॥
পৌষে প্রবল শীত জলন্ত পাবকে।
কান্ত-আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না থাকে॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূরদেশে।
বিরহ-আনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে পরবাস নাহি শোহে।
সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাসধর্ম্ম নহে॥
মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব॥
এইত দারুণ শেল রহিল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রহিল তোমার সন্ততি॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে মোরে লেহ নিজ পাশ।
বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচন দাস॥

৩০ পদ। সুহই।

মাঘ। ইহ পহিল মাঘ কি মাহ।
সব ছোড়ি চলু মঝু নাহ॥
জিনি কনককেশরদাম।
পহুঁ গৌরসুন্দর নাম॥

কেশ চামর শোহই।
কুসুম-শর-বর জিনিয়া সুন্দর
কতিহুঁ ভাবিনী মোহই॥ ধ্রু॥
না হেরিয়া সোমুখ ফাটি যায়ত বুক
প্রাণ ফাঁফর হোয়রি।
কেশব ভারতী মন্দমতি অতি
কয়ল প্রিয় যতি সোঁয়রি॥

ফাল্গুন। ইহ মাহ ফাল্গুন ভেল।
বিহি নাহ কাহে লেই গেল।
তঁহি আওয়ে পুণমিক রাতি।
দিন সোঙরি ফুরত ছাতি॥

জন্মদিন ইহ পারিয়া।
ভকত চাতক অঝোরে লোচন
রোয়ত সোমুখ ভাবিয়া॥
হাম কৈছে রাখব পামর পরাণ
গৌরতনু নাহি হেরিয়া ১।
ঐছে মাধুরী প্রেম-চাতুরী
সোঙরি ফাটত ছাতিয়া*॥

চৈত্র। ইহ আওয়ে চৈতক মাহ।
ঋতুরাজ বাঢ়ায়ত ২ দাহ॥
ইহ আওয়ে চৈতক মাহ।
পহুঁ করত কীর্ত্তন কেলি॥

১। পেখিয়া।

* অমৃতবাজার অফিস হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরু গ্রন্থে "সোঙরি ফাটত ছাতিয়া" স্থলে "কনক লজ্জিত দেখিয়া" আছে এবং তৎপর নিম্নলিখিত দুটী চরণ আছে:—"ওরূপ মাধুরি, মুকুর চম্পক, সোঙরি ফাটত ছাতিয়া। ভাবিয়া সেরূপ তনু জর জর, কবে সে যাইব মরিয়া॥" সমগ্র বিরহবর্ণনটী পাঠ করিলে ইহা নিশ্চয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পাঠক মাত্রেরই প্রতীতি হইবে।

২। রাজক।

কাঞ্চন-বল্লী-মাধুরী গঞ্জিয়া।
বাহুযুগ তুলি কৃষ্ণ হরি বলি
লোরে নদী কত সিঞ্চিয়া॥ধ্রু॥
কান্ত লাগি প্রাণ করে আনচান
কাহে কাটাব দিন রাতিয়া।
বিরহক আগি হিয় দগদগি
মরমে জলত বিরহক বাতিয়া॥

বৈশাখ। ইহ মাধবী পরবেশ
পিয়া গেল কিয়ে দূর দেশ॥
ইহ বসন তনুসুখ ছোড়।
অবধারণ কৌপীন ডোর॥

অরুণ বাস ছোড়লহি চন্দনে।
তেজি সুখময় শয়ন আসন
ধূলায় পড়ি করু ক্রন্দনে॥ ধ্রু॥
যো বুকপরিসর হেরি কামিনী
রস লাগি মোহই।
সো কিয়ে পামর পতিত কোলে করি
অবনী মুরছিত রোঅই॥

জ্যৈষ্ঠ। অব জেঠ মাহ ইহ আই।
পহুঁ সঙ্গী নাহি পাই॥
হাম কৈছে রাখব দেহ।
সখি, বিছুরি সো পহুঁ লেহ॥
দারুণ দেহ রহে কিবা লাগিয়া।
নিদসে ভাসল বিরহ ভয়ে হাম
রজনী দিন রহি জাগিয়া॥ধ্রু॥
যো পদতল থল- কমল-সুকোমল
কঠিন কুচে নাহি ধরিয়ে।
সো পদ মেদিনী তপত কুশবনে
ফিরয়ে সহিতে কি পারিয়ে॥

আষাঢ়। ইহ বিরহ দারুণ বাঢ়।
তাহে আওয়ে মাহ আষাঢ়॥
তাহে গগনে নব নব মেহ।
সংবলাক[১] আওল গেহ॥

দারুণ ঐছে বাদর হেরিয়া।
হামসে পাপিনী পুরুব তাপিনী
পহুঁ না আওল ফিরিয়া॥ধ্রু॥
কিবা সে চাঁচর চিকুর শ্যামর
চূর্ণকুন্তল-শোভিতা।
ভালে চন্দন তাহে মৃগমদ
বিন্দু রতিপতি মোহিতা॥

শ্রাবণ। ইহ সঘনে বাঢ়ত দাহ।
তাহে আওয়ে শাওন মাহ॥
ইহ মত্ত-দাদুরী-রোল।
শুনি প্রাণ ফাটায় মোর॥

দামিনী চমকি চমকিত[২]কাঁতিয়া।
মেহ বাদর বরিখে ঝর ঝর
হামারি লোচন ভাতিয়া॥ ধ্রু॥
এ দুরদিনে প্রিয়া দেশে দেশে ফিরত
ভিগুত সোনার কাঁতিয়া।
হাম অভাগিনী কৈছে রহব গেহ
এ হেন পিয়াক বিছুরিয়া॥

ভাদ্র। মঝু প্রাণ কঠিন কঠোর।
তাহে আওয়ে ভাদর ঘোর॥
মঝু প্রাণ জলি জলি যায়।
দেহ ছাড়ি নাহি বাহিরায়॥

সো চাঁদমুখ অব নাহি পেখিয়া।
হায়রে বিধি না জানি করমহি
আর কি রাখিয়াছে লিখিয়া॥
আজানুলম্বিত বাহুযুগল
কনক-করিবর-শুণ্ড রে।
হেরি কামিনী থির-দামিনী
রোই ছোড়ল মন্দিরে॥

আশ্বিন। এ দুঃখ কহব কাহ।
তাহে আওয়ে আশিন মাহ॥

১। সব লোক—পাঠান্তর।

২। ঝমকিত—পাঠান্তর।

ইহ নগর-নবদ্বীপ মাঝ।
তাহে ফিরত নটবররাজ॥

কীর্ত্তনে প্রেম-আনন্দে মাতিয়া।
নাগর নাগরী ও মুখ হেরি
পতিত ঘাতিতি ছাতিয়া॥ ধ্রু॥
আর পুনঃ কি আওব সো পিয়া
নগর কীর্ত্তন গাইয়া।
খোল করতাল গান সুমধুর
রোই ফিরব কি চাহিয়া॥

কার্ত্তিক। এত দুঃখ সহকিয়ে৩ ছাতি।
তাহে আওয়ে কাতিক রাতি॥
তাহে শরদ চাঁদ উজোর।
তহি ডাকে অলিকুল ঘোর৪॥

কুসুমসমূহ নিগন্ধরাজ বিকশয়ে।
শ্রীবাস আদি কত ভকত শত শত
করল কীর্ত্তন বাসয়ে॥ ধ্রু॥
সে হেন সুখদিন গেল দুরদিন ভেল
বিহি অব বাম রে।
থাকুক দরশন অঙ্গ পরশন
শুনিতে দুলহ নাম রে॥

অগ্রহায়ণ। মঝু প্রাণ কর আনচান।
যব শুনিয়ে আঘন নাম॥
পহুঁ অধুনা না আওল রে।
মোরে বিধাতা বঞ্চল রে॥

আঘন যে দারুণ প্রাণ চলতছু পাশরে।
এ ঘর ছাড়িয়া দণ্ড করে লৈয়া
কাহে কয়ল সন্ন্যাস রে॥
এ নব যুবতী পরাণে বধিয়া
সন্ন্যাসে কি ফল পাও রে।
কানে কুণ্ডল পরি যোগিনী হইয়া
পিয়া পাশ হাম যাওব রে॥

পৌষ। যব দেখি পৌষহি মাস।
তব তেজলু জীবনক আশ॥
অব ধন্ত সো বর-নারী।
যোদেশে পহুঁ পরচারি॥
ভেলহ গেল তাসব দুখ রে।
মঝু প্রাণ পামর জর জর বিরহে
দেহে তনু তনু শুষ্ক রে॥ ধ্রু॥
কাঁদিয়া আকুলি বিরহে ব্যাকুলি
দশমী দশা পরবেশ রে।
এ শচীনন্দন দাস-নিবেদন
কেন বা ছাড়িল দেশ রে॥

৩১ পদ। ধানশী।

মাঘ।

পহিলহি মাঘ গৌরবর নাগর
দুখ-সাগরে মুঝে১ ডালি।
রজনীক শেষ শেজ সঞে ধায়ল
নদীয়া করিয়া আঁধিয়ারি॥
সজনি কিয়ে কেল২ নদীয়াপুর।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে ছিল যত সুখ
এবে ভেল দুখ পরচুর॥ ধ্রু॥
নিজ সহচরীগণ রোয়ত অনুখন
জননী রোয়ত মহী রোই।
আহা মরি মরি করি ফুকরই বেরি বেরি
অন্তর গর গর হোই॥
সো নাগরবর৩ রসময় সাগর
যদি মোহে বিছুরল সোই।
তব কাহে জীউ ধরব হাম সুন্দরী
জনম গোঙায়ব রোই॥

ফাল্গুন।

দোসর ফাল্গুন গুণ সঞে৪ নিমগন
ফাগু-সুমণ্ডিত অঙ্গ॥
রঙ্গে সঙ্গিয়া মৃদঙ্গ বাজাওত
গাওত কতহুঁ তরঙ্গ॥

৩। কেন সহে। ৪। মোর—পাঠান্তর।

১। হাস। ২। ভেল। ৩। নবনাগর। ৪। গণে—পাঠান্তর।

সজনি সুন্দর গৌরকিশোর।
রসময় সময় জানি করুণাময়
এবে ভেল নিরদয় মোর ॥ধ্রু॥
কুসুমিত কানন মধুকর গাওন
পিককুল ঘন ঘন রোল১।
গৌরবিরহ-দাব- দহে দগধ হাম
মরি মরি করি উতরোল ॥
মৃদু মৃদু পবন বহই চিত্তমাদন
পরশে গরলসম লাগি।
যাকর অন্তরে বিরহ বিথারল
সো জগ মাঝে২ দুখভাগী ॥

চৈত্র।

মধুময় সময় মাস মধু আওল
তরু নবপল্লবশাখ।
নব লতিকা-পর কুসুম বিথারল
মধুকর মৃদু মৃদু ডাক ॥
সহচরি দারুণ সময় বসন্ত।
গোরা বিরহানলে যো জন জারল
তাহে পুন দগধে দুরন্ত ॥ধ্রু॥
নব নদীয়াপুর নব নব নাগরী
গৌরবিরহদুখ জান।
নিজ মন্দির তেজি মোহে সমুঝাইতে
তব চিত ধৈরজ না মান ॥
কাঞ্চনদহন বরণ অতি চিকণ
গৌরবরণ দ্বিজরায়।
যব হেরব পুন তব দুখ বিমোচন
করব কি মন পাতিয়ায় ॥

বৈশাখ।

দুখময় কাল কাল করি মানিয়ে
আওল মাহ বৈশাখ।
দিনকরকিরণ দহন সম দারুণ
ইহ অতি কঠিন বিপাক ॥
খরতর পবন বহই সব নিশিদিন
উমরি গুমরি গৃহমাঝ।
গোরা বিনু জীবন রহয়ে তছু অন্তরে
তাহে দুখসমূহ বিরাজ ॥
মন্দ-তরঙ্গিত গন্ধ-সুগন্ধিত
আওত মারুত মন্দ।
গৌর-সুসঙ্গ বিভঙ্গ যদঙ্গহি
লাগয়ে আগি প্রবন্ধ ॥
কো করু বারণ বিরহ৩ নিদারুণ
পরকারণ দুখভাগী।
করুণা বরুণালয়৪ সো শচীনন্দন
যাকর হোই বিরাগী ॥

জ্যৈষ্ঠ।

গণি গণি মাহ জেঠ অব পৈঠল
আনল সম সব জান।
কানন গহন দাব ঘন দাহন
রয়ে মৃগী করত পয়ান ॥
মধুরিম আম্র পনস সরসাবলী
পাকল সকল রসাল।
কোকিলগণ ঘন কুহূ কুহূ বোলত
শুনি যেন বজর বিশাল ॥
ইথে যদি কাঞ্চন- বরণ গৌরতনু
দরশন আধতিল হোই।
তব দুখ সকল সফল করি মানিয়ে
কি করব ইহ সব মোই ॥
মধুকর-নিকর সরোরুহ মধুপর
বেরি বেরি পীবে৫ করু গান।
ঐছন গৌরবদন৬ সরসীরুহ মধু হাম
করব কি পান ॥

আষাঢ়।

ঘন ঘন মেঘ গরজে দিন যামিনী
আওল মাহ আষাঢ়।
নব জলধর পর দামিনী ঝলকয়ে
দাহ দ্বিগুণ তঁহি বাঢ় ॥

১। বোল। ২। ভরি।
৩। বিরহী। ৪। অতি করুণালয়।
৫। ফিরি। ৬। বরণ—পাঠান্তর।

সহচরি দৈবে দারুণ মোহে লাগি।
শরদ-সুধাকর সমমুখ সুন্দর
সোপহুঁ কাঁহা গেও ভাগি ॥ধ্রু॥
অন্তর গর গর পাঁজর জর জর
ঝর ঝর লোচনবারি।
দুখকুল জলধি মগন অছু অন্তর
তাকর দুখকি নিবারি॥
যদি পুন গৌর- চাঁদ নদীয়াপুর
গগনে উজোরয়ে নিত।
তব সব দুখ বিফল করি মানিয়ে
হোয়ত তব থির চিত॥

শ্রাবণ।

পুন পুন গরজন বজর নিপাতন
আওল শাওন মাহ।
জলধর তিমির ঘোর দিন যামিনী
ঘর বাহির নাহি যাহ॥
সজনি কো কহে বরিষা ভাল।
ধরাধর জল- ধারা লাগয়ে
বিরহিণী তীর বিশাল ॥ধ্রু॥
একে হাম গেহি লেহি পুন কো করু
ফাঁফর অন্তর মোর।
তিতি থনে মরি মরি গৌর গৌর করি
ধরণী লোঠহি মহাভোর॥
গণি গণি দিবস মাস পুন পূরল
মাস মাস করি সাত।
ইথে যদি গৌর- চন্দ্র নাহি আওল
নিচয় মরণকি বাত॥

ভাদ্র।

আওল ভাদর কো করু আদর
বাদর তবহি লজাত।
দাদুর দাহুরী রব শুনি বেরি বেরি
অন্তরে বজরবিঘাত॥
কি কহব রে সখি হৃদয়কি বাত।
পরিহরি গৌরচন্দ্র কাঁহা রাজত
দ্বয় এক সহচর সাথ ॥ধ্রু॥
যদি পুন বেরি শান্তিপুর আওল
কাহে না আওল নিজধাম।
তাঁহা সংকীর্ত্তন প্রেম বিথারল
পূরল তছু মনকাম॥
দুরগত পতিত দুখিত যত জীবচয়
তাহে করুণা করু যোই।
তাহে পুন তাপ রাশি পরিপূরিয়া
মোহে কাহে তেজল সোই॥

আশ্বিন।

আওল আশ্বিন বিকসিত সব দিন
জলথল-পঙ্কজ ভাল।
মুকুলিত মল্লিকা কুসুমভরে পরিমলে
গন্ধিত শরতকাল॥
সজনি কত চিত ধৈরজ হোই।
কোমল শশিকর নিকর সেবনপর[১]
যামিনী রিপু সম হোই ॥ধ্রু॥
যদি শচীনন্দন করুণাপরায়ণ
যাপর নিদয় ভেল।
তাকর সুখময় সময় বিপদময়
লাগয়ে যৈছন শেল॥
ঘুম[২] হীন লোচন বারি ঝরত ঘন
জনু জলধরে বহে[৩] ধার।
ক্ষিতি পর শুই রোই দিন যামিনী
কো দুখ করিব নিবার॥

কার্ত্তিক।

আওল কাতিক সব জন নৈতিক
সুরধুনী করত সিনান।
ব্রাহ্মণগণ পুন সন্ধ্যা তর্পণ
করতহি বেদ বাখান॥
সখি হে হাম ইহ কছু নাহি জান।
গৌর-চরণযুগ বিমল[৪] সরোরুহ
হৃদে করি অনুখন ধ্যান ॥ধ্রু॥
যদি মোর প্রাণ- নাথ বহু বল্লভ
বাহুরায় নদীয়াপুর।

১। শিশির। ২। মধু। ৩। বরষে। ৪। মিলন—পাঠান্তর।

ধরম করয় তব৫ কছু নাহি খোজব
পীয়ব প্রেম মধুর ॥
বিধি বড় নিদারুণ অবধি করয়ে৬ পুন
সরবস যাহে দেই যোই।
তাকর ঠামে লেই পুন পরিহরি
পাপ করয়ে পুন সোই ॥

অগ্রহায়ণ।

আওল আঘন মাহ নিরায়ণ৭
কোন করব সে নিতান্ত।
সব বিরহিণী জন দেহ বিঘাতন
তাহে৮ ঘন শীত কৃতান্ত ॥
শুন সহচরি এবে ভেল মরম বিশেষ।
পুনরপি গৌর- কিশোর চিতে হোয়ত
ভরসা দুখ-অবশেষ ॥ ধ্রু ॥
তব কাহে ধৈরজ মানব অন্তর মাহ
অতএব মরণ অবধাত।
নিজ সহচরীগণ আওত নাহি পুন
কার মুখে না শুনিয়ে বাত ॥
যদি পুন স্বপনে গৌর মুখপঙ্কজ
হেরিয়ে দৈববিধান।
তবহি বিফল করি মানিয়ে নিশিদিনে
আধতিল ধৈরজ মান ॥

পৌষ।

আওল পৌষ মাহ অতি দারুণ
তাহে ঘন শিশির-নিপাত।
থরহরি কম্পি কলেবর পুনঃ পুনঃ
বিরহিণী পর উতপাত ॥
সজনি অবহি হেরব গোরামুখ।
গণি গণি মাহ বরষ অব পূরল
ইথে পুন বিদরয়ে বুক ॥ ধ্রু ॥
তোমারে কহিয়ে পুন মরমক বেদন
চিত মাহা কর বিশআস।
গৌর-বিরহজ্বরে ত্রিদোষ হইয়া যারে
তাহে কি ঔষধ অবকাশ ॥

৫। আদি। ৬। করব। ৭। মাঘনিবারণ। ৮। যাহে—পাঠান্তর।

এত শুনি কাহিনী মিলি সব সঙ্গিনী
রোই সব জন ঘেরি।
দাস ভুবনে ভণে ধৈরজ করহ মনে
গৌরাঙ্গ আসিবে পুন বেরি ॥

৩২ পদ। ধানশী।

তছু দুখে দুখী এক প্রিয়সখী
গৌর-বিরহে ভোরা।
সহিতে নারিয়া চলিল ধাইয়া
যেমনি বাউরি পারা ॥
নদীয়ানগরে সুরধুনীতীরে
যেখানে বসিতা পহুঁ।
তথায় যাইয়া গদ গদ হৈয়া
কি কহয়ে লহু লহু ॥
সে সব প্রলাপ বচন শুনিতে
পাষাণ মিলাঞা যায় ॥
নীলাচল পুরে যৈছন গৌড়ে
যাইয়া দেখিতে পায় ॥
আঁখি ঝর ঝর হিয়া গর গর
কহয়ে কাঁদিয়া কথা।
মাধব ঘোষের হিয়া বেয়াকুল
শুনিতে মরমে বেথা ॥*

৩৩ পদ। পাহিড়া।

অবলা সে বিষ্ণুপ্রিয়া তুয়া গুণ সোঙরিয়া
মুরছি পড়ল ক্ষিতিতলে।
চৌদিকে সখীগণ ঘিরি করে রোদন
তুল ধরি নাসার উপরে ॥

* পদকর্ত্তা মাধব ঘোষ এই তিনটী পদে সুন্দর বিরহোন্মাদ বর্ণন করিয়াছেন। কল্পনাটী এই যে, শ্রীমতী যখন দশম দশার উপনীতা, তখন যেমন বৃন্দাদূতী মধুপুরে যাইয়া শ্রীরাধার চরম দশা এবং ব্রজবাসীর চূড়ান্ত দুর্দ্দশা বর্ণন করিয়াছিলেন, প্রিয়াজীর জনৈক সখী তদ্রূপ সুরধুনীতীরে মহাপ্রভুর নিত্য উপবেশনস্থলে যাইয়া, তিনি যেন তথায় আছেন, এই বিশ্বাস করিয়া তাঁহার কাছে প্রিয়াজীর ও নবদ্বীপবাসিগণের অবস্থা বর্ণন করিতেছেন। সখী যেন "পাগলিনী" (বাউরি পারা) হইয়াছেন এবং পাগলিনীর ন্যায় "প্রলাপ" বকিতেছেন। কল্পনাটী যার পর নাই স্বাভাবিক ও মধুর।

তুয়া বিরহানলে অন্তর জর জর
দেহ ছাড়া হইল পরাণি।
নদীয়ানিবাসী যত তারা ভেল মুরছিত
না দেখিয়া তুয়া মুখখানি॥
শচী বৃদ্ধা আধমরা দেহ তার প্রাণছাড়া
তার প্রতি নাহি তোর দয়া।
নদীয়ার সঙ্গিগণ কেমনে ধরিবে প্রাণ
কেমনে ছাড়িলা তার মায়া॥
যত সহচর তোর সবাই বিরহে ভোর
শ্বাস বহে দরশন আশে।
এ দেহে রসিকবর চল হে নদীয়াপুর
কহে দীন এ মাধব ঘোষে॥*

৩৪ পদ। শ্রীরাগ।

গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া।
প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া॥
তোমার পূরব যত চরিত পীরিত।
সোঙরি সোঙরি এবে ফেল মুরছিত॥
হেন নদীয়াপুর সে সব সঙ্গিয়া।
ধূলায় পড়িয়া কাঁদে তোমা না দেখিয়া।
কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি।
তিলেক বিলম্ব, আমি আগে যাই মরি॥*

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

—*—

(স্তব্যলীলা+)

১ পদ। সুহই।‡

কলহ করিয়া ছলা১ আগে পহুঁ চলি গেলা
ভেটিবারে নীলাচল রায়।
বিচ্ছেদে২ ভকতগণ হইয়া বিষণ্ণ২ মন
পদচিহ্ন অনুসারে ধায়৩॥
নিতাইর বিরহে নয়ান৪ ভেল অন্ধ।
আঠারনালাতে৫ কাঁদি যান৬ পথে
নিত্যানন্দ৭ অবধূতচন্দ্র॥ ধ্রু॥
সিংহদ্বারে গিয়া মরমে বেদনা পাঞা
দাঁড়াইলা নিত্যানন্দ রায়।
সব অতি অনুরাগে উদ্দেশ পাবার লাগি৮
নীলাচলবাসীরে সুধায়॥
জাম্বুনদ স্বর্ণ৯ জিনি গৌর বরণখানি
অরুণ বরণ পীতবাস১০।
অনুক্ষণ লোচনে প্রেমবারি১১ ঝর ঝর
ধরণী রহত দোপাশ।১২
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ সঘনে বোলত
নূতন কিশোর বয়েস১৩।
গোবিন্দ দাস১৪ কহ হামু সে দেখল
সার্ব্বভৌমের মন্দিরে প্রবেশ॥

২ পদ। সুহই।

অচৈতন্য শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌম-ঘরে।
গোপীনাথ পাশে বসি পদসেবা করে॥
সার্ব্বভৌম প্রভুমুখ আছে নিরখিয়া।
ইনি কোন্ বস্তু কিছু না পায় ভাবিয়া॥

+ এই পল্লবে মহাপ্রভুর নীলাচলগমন, তথায় অবস্থিতি, জগদানন্দ-প্রেরণ, নিত্যানন্দকে গৌড়ে প্রেরণ, নবদ্বীপে গমন, ভাবোল্লাস ও ভাবসম্মিলনের পদগুলি, অর্থাৎ মহাপ্রভুর চরিত্র সম্বন্ধে সমস্ত পদ গ্রহণ করিলাম।

‡ পদকল্পতরুতে এই পদ মাধবী দাসীর বলিয়া-ধৃত এবং বহু পাঠান্তর আছে, যথা—

১। "কলহ করিয়া ছলা" শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ করিয়াছিলেন, বলিয়া কলহ। ৩য় উচ্ছ্বাসের ৪৭ পদ দেখ। "ছল" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, মহাপ্রভু একাকী অগ্রে যাইয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিবেন এই সংকল্প করিয়া অগ্রে যাইতেনই, সুতরাং দণ্ডভঙ্গ উপলক্ষে কলহনিশ্চয়ই ছলমাত্র। আর এই কলহটাও ভাক্ত। মহাপ্রভু যেজন্য দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ বলিয়াই নিত্যানন্দ দণ্ড ভঙ্গ করিয়াছিলেন, এ কথা মহাপ্রভুর বুঝিবার বাকী ছিল না, সুতরাং কলহের কোনও কারণ ছিল না।

১। চাতক। ২। সকরুণ। ৩। যায়। ৪। বিরহ আনল। ৫। মালা হৈতে। ৬। কান্দিতে-কান্দিতে। ৭। যান নিতাই। ৮। হরেকৃষ্ণ হরি বলে, দেখিয়াছ সন্ন্যাসীর। ৯। হেম। ১০। বসন শোভে গায়। ১১। প্রেমভরে গর গর আঁখিযুগ ১২। হরি হরি বলি ধায় ১৩। ছাড়ি নাগবালি বেশ, ভ্রমে পহুঁ দেশ দেশ ভেল এবে সন্ন্যাসীর বেশ। ১৪। শ্রীমাধবী দাসী কয়, অপরূপ গোরারায়, ভক্তগৃহে করিলা প্রবেশ।

নরসিংহরূপ প্রভুর দেখে একবার।
বটুক বামনরূপ দেখে পুনর্ব্বার ॥
পুন দেখে মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ আকার।
পুন ভৃগুরাম হস্তে ভীষণ কুঠার ॥
দূর্ব্বাদলশ্যামরূপ দেখয় কখন।
কখন মুরলীধর নীরদবরণ ॥
এ সব দেখিয়া তাঁর সন্দেহ ঘুচিল।
ষড়্ভুজরূপে প্রভু উঠি দাণ্ডাইল ॥
শচীর দুলাল যেই সেই ননীচোর।
অন্তরেতে কালা কানু বাহিরেতে গৌর ॥
ভূমে পড়ি দণ্ডবৎ করে সার্ব্বভৌম।
বাসু ঘোষ বলে আর কেন মিছা ভ্রম ॥*

৩ পদ। বরাড়ী।

নিত্যানন্দ সংহতি মুকুন্দ গদাধরে।
দেখিলেন গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌম-ঘরে ॥
প্রতপ্ত কাঞ্চনকান্তি অরুণ বসন।
প্রেমে ছল ছল দুই অরুণ নয়ন ॥
আজানুলম্বিত ভুজ চন্দনে শোভিত।
উন্নত নাসিকা ঊর্দ্ধ তিলকমণ্ডিত ॥
গোপীনাথাচার্য্য আর সার্ব্বভৌম কাশী।
গোরারূপ দেখে যত নীলাচলবাসী ॥
দক্ষিণে নিতাই বসি বামে গদাধর।
মিলিলেন গোরাচাঁদের যত অনুচর ॥
যে দেখয়ে গোরামুখ সেই প্রেমে ভাসে।
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্মদোষে ॥

৪ পদ। ভাটিয়ারি

ত্রিভুবন-মনোহর শচীর নন্দন মোর
নদীয়ানগরে যার বাস।
সকল সম্পদ্ ছাড়ি সন্ন্যাস গ্রহণ করি
নীলাচলে জগন্নাথ পাশ ॥
যে চাঁচর কেশ দেখি মোহ যায় রতিপতি
মুণ্ডন করিলা হেন কেশ।
কনক অঙ্গদ বালা মণি মুকুতার মালা
তেয়াগিয়া সে মোহন বেশ ॥
জীবে হৈয়া দয়াবান্ সভে দিয়া হরিনাম
পরম পাতকী উদ্ধারয়ে।
দেবের দুলর্ভ যে লক্ষ্মী আদি বাঞ্ছে যে
সে প্রেম পতিতে বিতরয়ে ॥
সকল ভকত সঙ্গে সংকীর্ত্তন মহারঙ্গে
বিহার করয়ে সিন্ধুতীরে।
স্বরূপ রামানন্দ গোবিন্দ পরমানন্দ
মিললা সকল সহচরে ॥
কহে দাস নরহরি আমার গৌরহরি
রাধার পিরীতে হৈল হেন।
এমন প্রেমের বন্যা জগত হইল ধন্যা
বঞ্চিত হইনু মুই কেন ॥

৫ পদ। ধানশী

শ্রীশচীনন্দন নদীয়া অবতারি।
উজ্জ্বল বরণ গৌররূপ মাধুরী ॥
আগে নাম জগতে পরচারি।
সকরুণ ঐছে পতিত-জন-তারি ॥
সংকীর্ত্তন-রস-নৃত্যবিহারী।
অবিরল পুলক ভকতহিতকারী ॥
হাসত নাচত গাওত ত্রিভুবন ভরি।
ত্রিজগত জন বোলত বলিহারি ॥

---

* মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে যে রূপ দেখাইয়া স্বীয় ভক্ত করেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ—"শ্লোকব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার। আত্মভাবে হৈলা ষড়্ভুজ অবতার ॥" শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে যথা,—"দেখাইল আগে তারে চতুর্ভুজরূপ। পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥" বাসুদেব ঘোষ এই দুই মতই স্বীকার করিয়া দশাবতাররূপ ও ষড়্ভুজ রূপ উভয়ই এই পদে বর্ণন করিয়াছেন। অচেতনাবস্থায় মহাপ্রভু যেরূপে সার্ব্বভৌমগৃহে নীত হইয়াছিলেন, তাহা চরিতামৃতে সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—"আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথমন্দিরে। জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে ॥ জগন্নাথে আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া। মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া ॥ দৈবে সার্ব্বভৌম তাহা করেন দর্শন। পড়িছা মারিতে তেঁহ কৈল নিবারণ ॥ * * * বহুক্ষণ চেতন নহে ভোগের কাল হৈল। সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল ॥ শিষ্য পড়িছা দ্বারে প্রভু নিল বহাইয়া। ঘরে আনি পবিত্র স্থানে থুইল শোয়াইয়া ॥ শ্বাস প্রশ্বাস নাহি উদরস্পন্দন। দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন ॥ সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল। ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হৈল ॥"

বামে গদাধর রাজত রঙ্গী।
চৌদিশে উপনীত শোভিত সঙ্গী॥
অবিরত নয়নে বহত প্রেমধারা।
মোহত ভাগত কলি আঁধিয়ারা॥
করই আলিঙ্গন নাহি বিচার।
নিরুপম গুণগণ ভাব অপার॥
নীলাচলে বসত শচীনন্দন।
দরশন করু নিতি দেব যদুনন্দন॥
অঙ্গে বিলেপিত স্থগন্ধি চন্দন।
রূপক সবহি করত অভিনন্দন॥
করুণাময় পহুঁ প্রেমহি যাবত।
পরমানন্দক ভয় দূরাহ ভাগত॥

৬ পদ। বরাড়ী।

প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হৈল অন্ধ
কেহ ত না পাইল হরিনাম॥
এক নিবেদন তোরে নয়ানে দেখিবে যারে
কৃপা করি লওয়াইবে নাম॥
কতপাপী দুরাচর নিন্দুক পাষণ্ড আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়॥
শমন বলিয়া ভয় জীবে যেন নাহি হয়
মুখে যেন হরিনাম লয়॥
কুমতি তার্কিক জন পড়ুয়া অধমগণ
জন্মে জন্মে ভকতিবিমুখ।
কৃষ্ণপ্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী
খণ্ডাইহ সবাকার দুখ।
সংকীর্ত্তন-প্রেমরসে ভাসাইল গৌড়দেশে
পূর্ণ কর সবাকার আশ।
হেন কৃপা অবতারে উদ্ধার নহিল যারে
কি করিবে বলরাম দাস॥

৭ পদ। বরাড়ী।

বিরলে নিতাই পাঞা হাতে ধরি বসাইয়া
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হৈয়া হরিনাম লওয়াও গিয়া
যাও নিতাই স্থরধুনীতীরে॥
নামপ্রেম বিতরিতে অদ্বৈতের হুঙ্কারেতে
অবতীর্ণ হইনু ধরায়।
তারিতে কলির জীব করিতে তাদের শিব
তুমি মোর প্রধান সহায়॥
নীলাচল উদ্ধারিয়া গোবিন্দেরে সঙ্গে লৈয়া
দক্ষিণদেশেতে যাব আমি।
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভার করিতে নাম প্রচার
ত্বরা নিতাই যাও তথা তুমি॥
মো হৈতে না হবে যাহা তুমি ত পারিবে তাহা
প্রেমদাতা পরম দয়াল।
বলরাম কহে পহুঁ দোহাঁর সমান দুহুঁ
তার মোরে আমি ত কাঙ্গাল॥

৮ পদ। মঙ্গল।

চৈতন্য-আদেশ পাঞা নিতাই বিদায় হৈয়া
আইলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে।
সঙ্গে ভাই-অভিরাম গৌরীদাস গুণধাম
কীর্ত্তন বিহার কুতূহলে॥
রামাই স্থন্দরানন্দ বাস্থ আদি ভক্তবৃন্দ
সতত কীর্ত্তনরসে ভোলা।
পানিহাটি গ্রামে আসি গঙ্গাতীরে পরকাশি
রাঘব পণ্ডিত সনে মেলা॥
সকল ভকত লৈয়া গৌরপ্রেমে মত্ত হৈয়া
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়।
পতিত দুর্গত দেখি হইয়া করুণ আঁখি
প্রেমরত্ন জগতে বিলায়॥
হরিনাম চিন্তামণি দিয়া জীবে কৈল ধনী
পাপ তাপ দুঃখ দূরে গেল।
পড়িয়া বিষয়ফাঁদে না ভজি নিতাইচাঁদে
প্রেমদাস বঞ্চিত হইল॥

৯ পদ। সুহই।

সকল ভকতগণ শচী মারে দেখি।
সকরুণ হৈয়া কয় ছল ছল আঁখি॥
থির কর প্রাণ তুমি দেখিবে তাহারে।
নিত্যানন্দে পাঠাইল তোমা দেখিবারে॥

আমরা যাইব সব নীলাচলপুরী।
গঙ্গাস্নান বলিয়া আনিব সঙ্গে করি॥
ঐছন বচন কহি প্রবোধ করিলা।
সবে মিলি থির করি ঘরে বসাইলা॥
প্রেমদাস কহে হেন নদীয়ার পিরীতি।
কি করি ছাড়িলা গৌর না বুঝিনু রীতি॥

১০ পদ। সুহই।

নদীয়ানগরে গেলা নিত্যানন্দ রায়।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শচীমাতার পায়॥
তারে কোলে করি শচী কাঁদয়ে করুণে।
নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের বসনে॥
ফুকরি ফুকরি কাঁদে কাতর হিয়ায়।
গৌরাঙ্গের কথা কহি প্রবোধয়ে তায়॥
নিত্যানন্দ বলে মাতা স্থির কর মন।
কুশলে আছএ সুখে তোমার নন্দন॥
তোমারে দেখিতে মোরে পাঠাইয়া দিলা।
তোর পদযুগে কত প্রণতি করিলা॥
কানুদাস কহে মাতা কহি তোঁর ঠাঞি।
তোমার প্রেমে বাঁধা আছে গৌরাঙ্গগোসাঞি॥

১১ পদ। মল্লার।

কহ কহ অবধোত নিমাই কেমন আছে।
ক্ষুধার সময় জননী বলিয়া
তোমারে কখন কিছু যাচে॥ধ্রু॥
যে অঙ্গ কোমল ননীর পুতুল
আতপে মিলায় যে।
যতির নিয়মে নানা দেশে গ্রামে
কেমনে ভ্রময়ে সে॥
একতিল যারে না দেখি মরিতাম
বাড়ীর বাহির দূরে।
সে এখন মোরে ছাড়িয়া আছয়ে
কোথা নীলাচলপুরে॥
মুঞি অভাগিনী আছি একাকিনী
জীবনে মরণ পারা।
কোঁথা বা যাইব কারে কি বলিব
প্রেমদাস জ্ঞানহারা॥

১২ পদ। ধানশী।

জননীরে প্রবোধ বচন কহি পুন।
নিত্যানন্দ করে তাঁর চরণবন্দন।
শ্রীবাসাদি সহচরে মিলিলা নিতাই।
গৌরাঙ্গের কথা শুনি আকুল সভাই॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত পণ্ডিত রামাই।
একে একে সভা সনে মিলিলা নিতাই॥
সকল ভকত মিলি নিতাই লইয়া।
গোরাগুণ গাথা শুনি স্থির করে হিয়া॥
প্রেমদাস বলে মুঞি কি বলিতে জানি।
গলায় গাঁথিয়া নিতাই-চরণখানি॥

১৩ পদ। ধানশী।

ওহে নিতাই নীলাচল না ছাড়িব আর।
প্রাণের হরিদাস ছিল সেই লীলা সম্বরিল
কার সঙ্গে করিব বিহার॥
অদ্বৈত শ্রীশ্রীনিবাস পুরী দামোদর দাস
তারা গেল এ সুখ ছাড়িয়া।
কেবা পাবে রস রঙ্গ ভ্রমিব কাহার সঙ্গ
গেল বুকে পাষাণ চাপাঞা॥
বিশ্বরূপ মোর ভাই তাহার উদ্দেশ্য নাই
সেই গেল বৈরাগ্য করিয়া।
কৃষ্ণদাস রসখান না শুনিব তার গান
সেহ গেল বুকে শেল দিয়া॥
নিতাই কর গৃহবাস যাহ হে পণ্ডিতপাশ
তোমারে দেখিয়া সুখ পাবে।
তোমারে যতন করি দিবে দুই কন্যা বরি
নিজরূপ তাহাকে দেখাবে॥
পতিত অধম সুখ ইহারে না দিবে দুখ
করুণা করিবা সবা পানে।
আপনা বলিয়া বলো জীবে দেখি দয়া করো
করুণা ঘুষিবে ত্রিভুবনে॥
সেহ মোর নিজ ধাম যশ রাখ বলরাম
করুণা করিয়া প্রভু কাঁদে।
নিতাইচাঁদের করে ধরি প্রভু বোলে হরি হরি
রামানন্দ বুক নাহি বাঁধে॥

১৪ পদ। ধানশী বা ভাটিয়ারি।

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী গোরা নাচে ফিরি ফিরি
নিত্যানন্দ বোলে হরি হরি।
কাঁদি গৌরীদাস বলে পড়ি প্রভুর পদতলে
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী॥
আমার বচন রাখ অম্বিকানগরে থাক
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি নিশ্চয় মরিব আমি
রহিব সে নিরখিয়া কায়॥
তোমরা যে দুটী ভাই থাক মোর একঠাঁই
তবে সবার হবে পরিত্রাণ।
পুনঃ নিবেদন করি না ছাড়িব গৌরহরি
তবে জানি পতিতপাবন॥
প্রভু কহে গৌরীদাস ছাড়হ এমন আশ
প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছিয়ে আমি নিশ্চয় জানিহ তুমি
সত্য মোর এই বাক্য রাখ॥
এত শুনি গৌরীদাস ছাড়ি দীর্ঘনিশ্বাস
ফুকরি ফুকরি পুন কান্দে।
পুন সেই দুই ভাই প্রবোধ করিয়া তায়
তবু হিয়া থির নাহি বান্ধে॥
কহে দীন কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরণে আশ
দুই ভাই রহিল তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে বন্দী হৈলা দুই জনে
ভকতবৎসল তেঁই গায়॥

১৫ পদ। কামোদ।

আকুল দেখিয়া তারে[১] কহে অতি ধীরে ধীরে
আমরা থাকিলাম তোমার ঠাঁই।
নিশ্চয় জানিহ তুমি তোমার এ ঘরে আমি
রহিলাম বন্দী দুই ভাই॥
এতেক প্রবোধ দিয়া দুইখানি মূর্ত্তি লৈয়া।
আইল পণ্ডিত বিদ্যমান।
চারিজনে দাঁড়াইল পণ্ডিত বিস্ময় হৈল
ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ান॥
পুনঃ প্রভু কহে তারে তোর ইচ্ছা হয় যারে
সেই দুই রাখ নিজ ঘরে।
তোমার প্রতীতি লাগি তোর ঠাঁই খাব মাগি
সত্য সত্য জানিহ অন্তরে॥
শুনিয়া পণ্ডিতরাজ করিলা রন্ধন কাজ
চারিজনে ভোজন করিয়া।
পুষ্পমাল্য বস্ত্র নিয়া তাম্বূলাদি সমর্পিয়া
সর্ব্ব অঙ্গে চন্দন লেপিয়া॥
নানা মতে পরতীত করি ফিরাইল চিত
দোঁহারে রাখিলা নিজ ঘরে।
পণ্ডিতের প্রেম লাগি দুই ভাই খাই মাগি
দোহে গেলা নীলাচলপুরে॥
পণ্ডিত করয় সেবা যখন যে ইচ্ছা যেবা
সেই মত করয়ে বিলাস।
হেন প্রভু গৌরীদাস তার পদ করি আশ
কহে দীন হীন কৃষ্ণদাস[৩]॥

১৬ পদ। ধানশী।

নীলাচলপুরে গতায়াত করে
যত বৈরাগী সন্ন্যাসী।
তাঁহা সবাকারে কাঁদিয়া সুধায়
যত নবদ্বীপবাসী॥
তোমরা কি এক সন্ন্যাসী দেখিয়াছ?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহার নাম
তারে কি ভেটিয়াছ॥ ধ্রু॥
বয়স নবীন গলিত কাঞ্চন
জিনি তনুখানি গোরা।
হরে কৃষ্ণনাম বলয়ে সঘনে
নয়নে গলয়ে ধারা॥
কখন হাসন কখন রোদন
কখন আছড়ি খায়।

১। গোরীদাস পণ্ডিতকে।

২। গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, ও তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়।
৩। পদকল্পতরুতে এই পদ হরিদাসের বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

পুলকের ছটা শিমুলের কাঁটা
ঐছন সোনার গায় ॥
তারা বোলে আহা দেখিয়াছি তাহা
থাকেন সমুদ্রকূলে।
তেঁহ জগন্নাথ আপনে সাক্ষাত
তারে কে মানুষ বলে ॥
যেরূপ যে গুণ যে নাট কীর্ত্তন
যে প্রেম বিকার দেখি।
হেন লয় মনে তাহার চরণে
সদাই অন্তর রাখি ॥
গিয়া নীলাচল ভাগ্যে সে ফলিল
দেখিনু চরণ তার।
প্রেমদাস গায় সেই গোরা রায়
প্রাণ ইহা সবাকার ॥

১৭ পদ। ধানশী।

নীলাচল হৈতে শচীরে দেখিতে
আইসে জগদানন্দ।
রহি কত দূরে দেখে নদীয়ারে
গোকুলপুরের ছন্দ ॥
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।
পাই কি না পাই শচীরে দেখিতে
এই অনুমানে যায় ॥ধ্রু॥
লতাতরু যত দেখে শত শত
অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ না হয় ফুটন
মেঘগণ দেখে রাতা ॥
শাখে বসি পাখী মুদি দুটি আঁখি
ফলজল তেয়াগিয়া।
কাঁদয়ে ফুকরি ডুকরি ডুকরি
গোরাচাঁদ নাম লৈয়া ॥
ধেনু যুথে যুথে দাঁড়াইয়া পথে
কার মুখে নাহি রা।
মাধবীদাসের ঠাকুর পণ্ডিত
পড়িল আছাড়ি গা ॥

১৮ পদ। ধানশী।

ক্ষণেক রহিয়া চলিল উঠিয়া
পণ্ডিত জগদানন্দ।
নদীয়ানগরে দেখে ঘরে ঘরে
কাহার নাহিক স্পন্দ ॥
না মেলে পসার না করে আহার
কারো মুখে নাহি হাসি।
নগরে নাগরী কাঁদয়ে গুমরি
থাকয়ে বিরলে বসি ॥
দেখিয়া নগর ঠাকুরের ঘর
প্রবেশ করিল যাই।
আধমড়া হেন পড়ি আছে যেন
অচেতনে শচী আই ॥
প্রভুর রমণী সেহ অনাথিনী
প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন মলিনবসনে
মুদিত নয়নে ধারা ॥
বিশ্বাসী প্রধান কিঙ্কর ঈশান
নয়নে শোকাশ্রু ঝরে।
তবু রক্ষা করে শাশুড়ী বধূরে
সর্ব্বদা শুশ্রূষা করে ॥
দাসদাসী সব আছয়ে নীরব
দেখিয়া পথিক জন।
সুধাইছে তারে কহ মোসবারে
কোথা হইতে আগমন ॥
পণ্ডিত কহেন মোর আগমন
নীলাচলপুর হৈতে।
গৌরাঙ্গসুন্দরে পাঠাইল মোরে
তোমা সবারে দেখিতে ॥
শুনিয়া বচন সজল নয়ন
শচীরে কহল গিয়া।
আর একজন চলিল তখন
শ্রীবাসমন্দিরে ধাঞা ॥
শুনিয়া উল্লাস মালিনী শ্রীবাস
যত নবদ্বীপবাসী।

মরা হেন ছিল অমনি ধাইল
পরাণ পাইল আসি ॥
মালিনী আসিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়া
উঠাইল ত্বরা করি।
বলে চাহি দেখ পাঠাইলা লোক
তত্ত্ব লৈতে গৌরহরি ॥
শুনি শচী মাই সচকিত চাই
দেখিলেন পণ্ডিতেরে।
কহে তার ঠাঁই আমার নিমাই
আসিয়াছে কত দূরে ॥
দেখি প্রেমসীমা স্নেহের মহিমা
পণ্ডিত কাঁদিয়া কয়।
সেই গৌরমণি যুগে যুগে জানি
তুয়া প্রেমে বশ হয় ॥
গৌরাঙ্গ চরিত হেন নীত রীত
সবাকারে শুনাইয়া।
পণ্ডিত রহিলা নদীয়ানগরে
সবাকারে সুখ দিয়া ॥
এ চন্দ্রশেখর পশুর সোসর
বিষয় বিষেতে প্রীত।
গৌরাঙ্গ-চরিত পরম অমৃত
তাহাতে না লয় চিত ॥

১৯ পদ। শ্রীরাগ।

গৌরাঙ্গবিরহে সবে বিভোর হইয়া।
সকল ভকতগণ একত্র মিলিয়া ॥
নিত্যানন্দ প্রভু সনে যুকতি করিল।
অদ্বৈত আচার্য্য পাশে সবাই চলিল ॥
গৌরাঙ্গ দেখিতে নীলাচল যাব।
দেখিয়া সে চাঁদমুখ হিয়া জুড়াইব ॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ।
বাসুদেব নরহরি সেন শিবানন্দ ॥
সকল ভকত মিলি যায় নীলাচল।
প্রেমদাস কহে সব হইবে সফল ॥

২০ পদ। ধানশী।

শচী মার আজ্ঞা লৈয়া সকল ভকত ধাঞা
চলিলেন নীলাচলপুরে।
শ্রীনিবাস হরিদাস অদ্বৈত আচার্য্য পাশ
মিলিলা সকল সহচরে ॥
অদ্বৈত নিতাই সঙ্গে মিলিলা কৌতুক রঙ্গে
নীলাচল পথে চলি যায়।
অতি উৎকণ্ঠিত মনে দেখিয়া গৌরাঙ্গধনে
অনুরাগে আকুল হিয়ায় ॥
পথে দেবালয়গণ করি যত দরশন
উত্তরিলা আঠারনালাতে।
সকল ভকত সাথে নাচি গাই মনসাধে
যায় সবে গোরাঙ্গ দেখিতে ॥
কীর্ত্তনের মহারোল ঘন ঘন হরিবোল
অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে।
গগনে উঠিল ধ্বনি নীলাচলবাসী শুনি
দেখিবারে ধায় আগে পাছে ॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ হরি স্বরূপাদি সঙ্গে করি
পথে আসি দিলা দরশন।
মিলিলা সবার সঙ্গে প্রেম-পরিপূর্ণ অঙ্গে
প্রেমদাসের আনন্দিত মন ॥

২১ পদ। শ্রীরাগ।

অদ্বৈত নিতাইর সনে প্রভুর মিলন।
প্রেমভরে গর গর গৌরাঙ্গের মন ॥
দোঁহে কাঁদে মহাপ্রভু করি নিজ কোলে।
ভাসিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে ॥
শ্রীবাসের কোলে বসি কাঁদেন গৌরাঙ্গ।
প্রেমজলে ভাসি গেল শ্রীবাসের অঙ্গ ॥
মুকুন্দ মুরারি হরিদাস দামোদর।
একে একে মিলিলা সকল সহচর ॥
সবারে লইয়া জগন্নাথে দেখাইলা।
গৌরাঙ্গ নিকটে সব মোহান্ত রহিলা ॥
প্রেমাবেশে পূরিল সবার অভিলাষ।
বঞ্চিত কেবল প্রেমে দীন প্রেমদাস ॥

২২ পদ। শ্রীরাগ।

অপার করুণাসিন্ধু গৌরসিন্ধু সনে।
অদ্বৈতাদি মহানদী হইল মিলনে॥
মুকুন্দ মাধব আদি নদী নালা যত।
সাগর-সঙ্গমে আসি হইল মিলিত॥
পাইয়া নদীর সঙ্গ সিন্ধু উথলিল।
আনন্দ-তুফান তাতে আসিয়া মিলিল॥
উপজিল প্রেম-বন্যা উঠে প্রেম-ঢেউ।
ডুবিলেক নীলাচল স্থির রবে কেউ॥
প্রেমের বন্যায় সব চলিল ভাসিয়া।
না ডুবে কেবল প্রেমদাস অভাগিয়া॥

২৩ পদ। ধানশী।

শুনিয়া ভকতদুখ বিদরিয়া যায় বুক
চলে গোরা সহচর সাথে।
তুরিতে গমন যার নিমেষে যোজন পার
ভকত মিলন নদীয়াতে॥
গদাধর পড়িয়াছে নরহরি তার কাছে
আর কার মুখে নাহি বাণী।
দেখিয়া ভকতদশা কহে গদাধর ভাষা
ধরণী লোটাঞা ন্যাসী মুনি॥
হায় কি করিলাম কাজ সন্ন্যাসে পড়ুক বাজ
মোর বড় হৃদয় পাষাণ।
নাহি যায় নীলাচলে থাকিব ভকত মেলে
ইহা বলি হরল গেয়ান॥
সঙ্গে সহচর ছিল ধাই গৌরাঙ্গ নিল
রাখিলেন গদাধর কোরে।
পরশ পাইয়া দুহুঁ কথা কহে লহু লহু
ভাসিলেন আনন্দ পাথারে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ মুখ দেখি শীতল হইল আঁখি
পরশেতে হিয়া জুড়াইল।
আর না ছাড়িয়া দিব হিয়ার মাঝারে থোব
বাসু ঘোষের আনন্দ বাড়িল॥

২৪ পদ। পাহিড়া।

সকল ভকত মেলি আনন্দে আইলা চলি
শ্রীগৌরাঙ্গ-দরশনে।
গৌরাঙ্গ শুইয়া আছে কেহত নাহিক কাছে
নিশি জাগি মলিন বদনে॥
ইহ বড় অদভুত রঙ্গ।
উঠিয়া গৌরাঙ্গ হরি ভূমেতে বসিয়া ফেরি
না বৈসয়ে কাহুক সঙ্গ॥ধ্রু॥
দেখিয়া ভকতগণ চমকিত হৈল মন
বিরস বদন কি কারণে।
সবে কহে হায় হায় কিছুই না বুঝা যায়
কি ভাব উঠিল আজি মনে॥
কেহ লহু লহু করে মুখানি পাখালি নীরে
কেহ করে বেশ সম্বরণ।
কিছু না জানয়ে মোরা ভাবের মুরতি গোরা
বাসু ঘোষ মলিন বদন॥

২৫ পদ। সুহই।

লোচনে ঝর ঝর আনন্দ-লোর।
স্বপনহি পেখলু গৌরকিশোর॥
চিরদিনে আওল নবদ্বীপ মাঝ।
বিহরয়ে আনন্দে ভকত সমাঝ॥
কি কহব রে সখি রজনীক সুখ।
চিরদিনে হেরলু গোরাচাঁদের মুখ॥
বিরহে আকুল যত নদীয়ার লোক।
গোরামুখ হেরি দূরে গেল সব শোক॥
পুন না দেখিয়া হিয়া বিদরিয়া যায়।
নরহরি দাস কাঁদি ধূলায় লোটায়॥

২৬ পদ। বরাড়ী।

নবদ্বীপচাঁদের আজি আনন্দ দেখিয়া।
চিরদিন পরে মোর জুড়াইল হিয়া॥
শচীসুত উনমত প্রেমসুখে কয়।
মোর আজি যত সুখ কহনে না হয়॥

চিরকাল বিরহজনিত যত তাপ।
সো মুখ দরশনে ঘুচব আপ॥
ঐছন অমৃত কহত গোরামণি।
রাধামোহন তছু যাউক নিছনি॥

২৭ পদ। ধানশী।

আওত গৌর পুনহি নদীয়াপুর
হোয়ত মনহি উল্লাস।
ঐছে আনন্দ কন্দ কিয়ে হেরব
করবহি কীর্ত্তনবিলাস॥
হরি হরি কব হাম হেরব সো মুখচাঁদ।
বিরহ-পয়োধি কবহু দিন পঙরব
টুটব হৃদয়ক ধাঁদ॥ধ্রু॥
কুন্দ কনক কাঁতি কব হাম হেরব
যজ্ঞ কি সূত্র বিরাজ।
বাহুযুগল তুলি হরি হরি বোলব
নটন ভকতগণ মাঝ॥
এত কহি নয়ন মুদি রহু সবজন
গৌরপ্রেমে ভেল ভোর।
নরহরি দাস আশ কব পূরব
হেরব গৌরকিশোর॥

২৮ পদ। যথারাগ।

আলিরি, হোত মনহুঁ উলাস সুলছণ,
বাম নিজভুজ উরজ ঘন ঘন
ফুকরই দূর সঞে, প্রাণ পিউ কিয়ে, অদূর আওব রে।
যবহুঁ পহুঁ পরদেশ তেজব,
আগে লিখন-সন্দেশ ভেজব
তবহুঁ বেশ বিশেষ বিভূখণ সবহুঁ ভায়ব রে॥
ত্রিপথগামিনীতীরে পহুঁ যব,
অচিরে আওব শুনত পাওব,
অলস তেজি কুচ কলস জোর আগোরে সাজব রে।
তবহি হিয় মাহা হার পহিরব,
বেণী ফণি মণি-মাল বিরচব,
চলব জল ছলে কলস লেই সব, কলস ভাজব রে॥
নদীয়াপুরে জয়তুর বাওব,
হৃদয়-তিমির সুদূর ধাওব,
ভকত নখতক মাঝ যব দ্বিজরাজ রাজব রে।
গৌর আগ যব আপন আওব,
ঘুঙুট দেই তব নিকট যাওব,
দিঠি-জল ছলে কলধৌত পগ করি ধৌত মাজব রে॥
রঞ্জন শয়নক ভঙন পৈঠব,
পীঠ দেই হসি পালটি বৈঠব,
কছু বিরস ভৈ কছু সরস দৈ, দশ দোখে দোখব রে।
পীনকুচ করকমলে পরশব
ক্ষীণ তনু মঝু পুলকে পূরব,
ভাখি নহি নহি আঁখি মুদি, রস রাখি রোখব রে॥
বাহু গহি তব নাহ সাধব,
সময় বুঝি হাম সব সমাধব,
সুধুই সুধাময় অধর পিবি পিয়া পুন পিয়াওব রে।
মীনকেতন সমরে চেতন,
হীন হোয়ব নিশি নিকেতন,
অবিরোধ বিন্দু অনুরোধ পিউ, পরবোধ পাওব রে॥
মিটব কি হিয়া বিষাদ ছল ছল,
নয়নে পহুঁ যব তবহি কল কল,
নাদ সুখদ সমবাদ এক ধনি ধাই লাওল রে।
নাথ আওল এতনি ভাখণ,
মৃতসঞ্জীবন শ্রবণে পিবি পুন,
জগত ভণ জনু জীবন-মৃত তনু, জীবন পাওল রে॥

২৯ পদ। তুড়ী।

আসিবে আমার গৌরাঙ্গসুন্দর, নদীয়ানগর মাঝ।
দূরেতে দেখিয়া, চমকিত হৈয়া, করব মঙ্গল কাজ॥
জলঘট ভরি, আম শাখা ধরি, রাখি সারি সারি করি।
কদলী আনিয়া, রোপণ করিয়া, ফুলমালা তাহে ধরি॥
আওল শুনিয়া, নারী নদীয়া, আওব দেখিবার তরে।
হরি হরি ধ্বনি, জয় জয় বাণী, উঠিবে সকল ঘরে॥
শুনিয়া জননী, ধাইবে অমনি, করিবে আপন কোরে।
নয়নের জলে, ধুই কলেবরে, তুরিতে লইবে ঘরে॥

যতেক ভকত, দেখি হরষিত, হইবে প্রেম আনন্দ।
যদুনাথ চাঞা, পড়ি লোটাইয়া, লইবে চরণারবিন্দ॥

৩০ পদ। সুহই।

আরে মোর গৌরকিশোর। পূরুব-প্রেম-রসে ভোর॥
দুনয়নে আনন্দ'লোর। কহে পহুঁ হইয়া বিভোর॥
পাওলুঁ বরজকিশোর। সব দুখ দূরে গেও মোর॥
চিরদিনে পাঁওলুঁ পরাণ। যৈছন অমিয়া সিনান॥
হেরি সহচর গণ-হাস। গাওই চৈতন্য দাস॥

৩১ পদ। শ্রীরাগ।

আওল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে॥
চিরদিনে গোরাচাঁদের বদন দেখিয়া।
ভুখিল চকোর আঁখি রহয়ে মাতিয়া॥
আনন্দে ভকতগণ হেরিয়া বিভোর।
জননী ধাইয়া গোরাচাঁদে করে কোর॥
মরণ-শরীরে যেন পাইল পরাণ।
গৌরাঙ্গ নদীয়াপুরে বাসু ঘোষ গান॥

৩২ পদ। শ্রীরাগ।

চিরদিনে গোরাচাঁদের আনন্দ অপার।
কহয়ে ভকতগণে পূরব বিহার॥
পুলকে পূরল তনু আপাদমস্তক।
সোনার কেশর যেন কদম্ব-কোরক॥
ভাবে ভরল মন গদ গদ ভাষ।
অনেক যতনে বিহি পূরল আশ॥
শচীর নন্দন গোরা জাতি প্রাণধন।
শুনি চাঁদমুখের কথা জুড়াইল মন॥
গোরাচাঁদের লীলায় যার হইল বিশ্বাস।
দুঃখী কৃষ্ণদাস তার দাস অনুদাস॥

৩৩ পদ। সুহই।

এতদিনে সদয় হইল মোরে বিধি।
আনি মিলায়ল গোরাগুণনিধি॥
এতদিনে মিটল দারুণ দুখ।
নয়ন সফল ভেল দেখি চাঁদমুখ॥
চির উপবাসী ছিল লোচন মোর।
চাঁদ পাওল যেন তৃষিত চকোর॥
বাসুদেব ঘোষে গায় গোরাপরবন্ধ।
লোচন পাওল যেন জনমের অন্ধ॥

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

নিত্যানন্দ-চন্দ্র।

১ পদ। ভাটিয়ারী

আরে মোর নিতাই নাগর।
সংসার সায়র জীবের জীবন
নিতাই মোর সুখের সায়র ॥ ধ্রু ॥
অবনী-মণ্ডলে আইলা নিতাই
ধরি অবধূত-বেশ।
পদ্মাবতী-নন্দন বসু-জাহ্নবার জীবন
চৈতন্য লীলায়ে বিশেষ ॥
রাম-অবতারে অনুজ আছিলা
লক্ষ্মণ বলিয়া নাম।
কৃষ্ণ-অবতারে গোকুল-নগরে
জ্যেষ্ঠ ভাই বলরাম ॥
গৌর-অবতারে নদীয়া বিহরে
ধরি নিত্যানন্দ নাম।
দীনহীন যত উদ্ধারিলা কত
বঞ্চিত দাস আত্মারাম ॥

২ পদ। বেলোয়ার।

জয় জগতারণ-কারণ-ধাম।
আনন্দ-কন্দ নিত্যানন্দ নাম ॥ ধ্রু ॥
ডগমগ লোচন কমল ঢুলায়ত
সহজে অথির গতি দিঠি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন গরজই
গৌর প্রেম-ভরে চলই না পার।
গদ গদ আধ মধুর বচনামৃত
লহু লহু হাস-বিকশিত গণ্ড।
পাষণ্ড-খণ্ডন শ্রীভুজ-মণ্ডন
কনয়-খচিত অবলম্বন-দণ্ড ॥
কলিযুগ কাল ভুজঙ্গম দংশল
দগধল থাবর জঙ্গম পেখি।
প্রেমসুধারস জগভরি বরিখল
দাস গোবিন্দ কাহে উপেখি ॥

৩ পদ। সিন্ধুড়া।

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণী-কুমার।
পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু পসার ॥
গদ গদ মধুর মধুর আধ বোল।
যারে দেখে তারে প্রেমে ধরি দেয় কোল ॥
ডগমগ লোচন ঘোরায়ে নিরন্তর।
সোনার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর ॥
দয়ার ঠাকুর নিমাই পর দুঃখ জানে।
হরিনামের মালা গাঁথি দিল জনে জনে ॥
পাপী পাষণ্ডী যত করিল দলনে।
দীন হীন জনে কৈলা প্রেম বিতরণে ॥
আহা রে গৌরাঙ্গ বলি পড়ে ভুমিতলে।
শরীর ভিজিল নিতাইর নয়নের জলে ॥
বৃন্দাবন দাস মনে এই বিচারিল।
ধরণী উপরে কিবা সুমেরু পড়িল ॥

৪ পদ। ধানশী।

জয়রে জয়রে জয় নিত্যানন্দ রায়।
পণ্ডিত রাঘব ঘরে বিহরে সদায় ॥
পারিষদ সকলে দেখয়ে পরতেক।
ঠাকুর পণ্ডিত সে করেন অভিষেক ॥
নিত্যানন্দরূপ যেন মদন সমান।
দীঘল নয়ান ভাঙ প্রসন্ন বয়ান ॥
নানা আভরণ অঙ্গে ঝলমল করে।
আজানুলম্বিত বাহু অতি শোভা ধরে ॥

অরুণ কিরণ জিনি দুখানি চরণ।
হৃদয়ে ধরিয়া কহে দাস বৃন্দাবন॥

৫ পদ। ধানশী।

বন্দে প্রভু নিত্যানন্দ কেবল আনন্দ-কন্দ
ঝলমল আভরণ-সাজে।
দুই দিকে শ্রুতি-মূলে মকর কুণ্ডল দোলে
গলে এক কৌস্তুভ বিরাজে॥
সুবলিত ভুজদণ্ড জিনি করিবর শুণ্ড
তাহাতে শোভয়ে হেমদণ্ড।
অরুণ অম্বর গায় সিংহের গমনে ধায়
দেখি কাঁপে অসুর পাষণ্ড॥
অঙ্গ দেখি শুদ্ধ বর্ণ দুটী আঁখি পদ্ম পর্ণ
তাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ।
হিম-গিরি বাহি যেন সুরধুনী বাহে হেন
দেখি সুরলোকের আনন্দ॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক-ছটা যেন কদম্বের ঘটা
লম্ফে কম্প হয় বসুমতী।
বীর-দাপ মালসাটে শবদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে
দেখি ব্রহ্মলোকে করে স্তুতি॥
চৈতন্যের প্রেমরত্ন জীবেরে করিয়া যত্ন
দিল পহুঁ পরম আনন্দে।
কহে বৃন্দাবন দাসে আপনার কর্ম্মদোষে
না ভজিলাম নিতাই-পদদ্বন্দ্বে॥

৬ পদ। গান্ধার।

জয় জয় পদ্মা- বতীসুত সুন্দর
নিত্যানন্দ গুণ-ভূপ।
জগ-জন-নয়ন তাপ ভয় ভঞ্জন
জিনি কণা কারুণ অপরূপ রূপ॥ধ্রু॥
শশধর-নিকর- দরপহর আনন
ঝলকত অমিয় ঝরত মৃদু হাস।
গৌর-প্রেম-ভরে গর গর অন্তর
নিরুপম নব নব বচন বিলাস॥
টলমল অমল কমল-লোচন জল
গিরত জনু নিরত সুরধুনী ধার।
পুলক-কদম্ব- বলিত অতি সুললিত
পরিসর বক্ষে তরল মণিহার॥
কুঞ্জর-দমন- গমন মনোরঞ্জন
বাহু পসারি অথির অবিরাম।
পতিত কোলে করি বিতরে সে ধন
বঞ্চিত জগতে দুঃখিত ঘনশ্যাম॥

৭ পদ। শ্রীরাগ।

রাঢ় দেশে নাম, একচক্রা গ্রাম, হাড়াই পণ্ডিত-ঘর।
শুভ মাঘ মাসি, শুক্লা ত্রয়োদশী, জনমিলা হলধর॥
হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত, পুত্র-মহোৎসব করে।
ধরণী মণ্ডল, করে টলমল, আনন্দ নাহিক ধরে।
শান্তিপুর-নাথ, মনে হরষিত, করি কিছু অনুমান।
অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা, কৃষ্ণের অগ্রজ রাম॥
বৈষ্ণবের মন, হইল প্রসন্ন, আনন্দ-সাগরে ভাসে।
এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার, কহে দীন কৃষ্ণদাসে॥

৮ পদ। সুহই।

ভুবন-আনন্দ-কন্দ বলরাম নিত্যানন্দ
অবতীর্ণ হৈল কলিকালে।
ঘুচিল সকল দুখ দেখিয়া ও চাঁদমুখ
ভাসে লোক আনন্দ-হিল্লোলে॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রাম।
কনক-চম্পক পাতি অঙ্গুলে চাঁদের পাতি
রূপে জিতল কোটি কাম॥ধ্রু॥
ও মুখ-মণ্ডল দেখি পূর্ণচন্দ্র কিসে লেখি
দীঘল নয়ান ভাঙ ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ- তল থল-পঙ্কজ
কটি ক্ষীণ করি অরি জনু॥
চরণ-কমল-তলে ভকত ভ্রমর বুলে
আধ বাণী অমিঞা প্রকাশ।
ইহুঁ কলি যুগে জীবে উদ্ধার হইল সবে
কহে দীন দুঃখী কৃষ্ণদাস॥

৯ পদ । আড়ানা ।

উলু পড়ে বারে বারে, হাড়াই পণ্ডিতের বাড়ী ।
পদ্মাবতীর ঘরে নিতাই আইল গোলোক ছাড়ি ॥
একচাকার নারী সকল যে যে ভাবে ছিল
ছাওয়াল দেখিতে, আতে পিতে, তখনি ছুটিল ॥
কোলের ছাইলা, গেল ফাইলা, মাই না দিয়া যায় ।
চুলায় দুগ্ধ রাখি কেহ, কাঠি হাতে যায় ॥
শুষ্ক বসন পরিতে কেহ ভিজা বসন তেজে ।
মনের ভুলে ন্যাংটা গেল পরিহরি লাজে ॥
চিরণ লৈয়া চুল বাঁধিতে ছিলেক কোন ধনী ।
ছুটিল অমনি পীঠে দোলে আধ বেণি ॥
স্বরূপদাসে বলে দিদি দেখিতে পাগল ছেলে ।
কেনে পাগল হলি তোরা কাজ কর্ম্ম ফেলে ॥

১০ পদ । কামোদ ।

আহা মরি আজু কি আনন্দ ।
কিবা একচক্রাপুরে হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে
অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ॥ধ্রু॥
অতি সুকোমল তনু হেম নবনীত জনু
শোভায় ভুবন বিমোহিত ।
চন্দ্রমুখ নিরখিয়া উল্লাসে না ধরে হিয়া
পদ্মাবতী হাড়াই পণ্ডিত ॥
শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে গর্জ্জয়ে আনন্দ-ভরে
তিলেক হইতে নারে থির ।
নাচে পহুঁ ঊর্দ্ধবাহে কাঁখতালি দিয়া কহে
আনিলু আনিলু বলবীর ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ
জয় জয় ধ্বনি অনিবার ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত বায় বাদ্য শত শত
গায় গুণ সুখের পাথার ॥
ওঝা মহা ভাগ্যবান পুত্রের কল্যাণে দান
করে যত লেখা নাই দিতে ।
কত না কৌতুক লঞা লোক সব আসে ধাঞা
মহাভীড় গৃহে প্রবেশিতে ॥

ধন্য রাঢ় মহী আর ধন্য সে নক্ষত্রবার
ধন্য মাঘ-শুক্লা ত্রয়োদশী ।
নরহরি কহে ভাল ধন্য ধন্য কলিকাল
প্রকটে খণ্ডিল দুঃখ-রাশি ॥

১১ পদ সুহই ।

প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দের কন্দ
পূরুবে রোহিণী-তনয় যেহোঁ ।
কলি ধন্য কৈলা শুভক্ষণে হৈলা
পদ্মাবতী-গর্ভে প্রকট তেহোঁ ॥
জয় জয় জয় ধ্বনি অতিশয়
হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে ।
একচক্রাবাসী লোক সুখে ভাসি
ধাঞা আসে ধৃতি ধরিতে নারে ॥
সূতিকা-মন্দিরে ঝলমল করে
নিতাইর মুখ-চন্দ্রমা চারু ।
সে শোভা দেখিতে কত সাধ চিতে
দেখে আঁখে নাই নিমিখ কারু ॥
হরষে দেবগণ বরষে পুষ্প ঘন
অলখিত নৃত্য ভঙ্গিমা ভালে ।
ঘনশ্যাম গায় নানা বাদ্য বায়
ধা ধা দিকি ধিকি ধেন্তা না তালে ॥

১২ পদ । ধানশী ।

আগে জনমিলা নিতাইচাঁদ ।
পাতিলা আসিয়া করুণফাঁদ ॥
নারীগণ সবে দেখিতে যায় ।
সভারে করুণ-নয়ানে চায় ॥
দেখিয়া সে ঘরে আসিতে নারে ।
রূপ হেরি তার নয়ান ঝুরে ॥
দেখি সবে মনে বিরাজ করে ।
এই কোন্ মহাপুরুষবরে ॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়য়ে সাধ ।
ঘরে আসিবারে পড়য়ে বাদ ॥

মনে করি ইহায় হিয়ায় ভরি।
নয়ানে কাজর করিয়া পরি॥
কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা।
এহেন বালক দিলা বিধাতা॥
এত কহি কারু নয়ান দিয়া।
আনন্দের ধারা পড়ে বাহিয়া॥
কারু স্তন বহি দুগধ ঝরে।
কেহ যায় তারে করিতে কোরে॥
এসব বিকার রমণী-গণে।
শিবরাম আশা করয়ে মনে॥

১৩ পদ। সুহই।

রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
তাহে অবতীর্ণ নিত্যানন্দ বলরাম॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা তাণে কৈল পিতা ব্যাজ॥
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সঙ্গোপে দেবতাগণ করিলা তখন॥
কৃপা-সিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব ধাম।
অবতীর্ণ হইল রাঢ়ে নিত্যানন্দ রাম॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়-মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাঢ়িতে লাগিল সুমঙ্গল॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগ গান॥

১৪ পদ। কামোদ।

কমল জিনিয়া আঁখি শোভা করে মুখ-শশী
করুণায় সবা পানে চায়।
বাহু পসারিয়া বোলে আইস আইস করি কোলে
প্রেমধন সবারে বিলায়॥
কাচনি কটির বেশ শোভিছে চাঁচর কেশ
বান্ধে চূড়া অতি মনোহর।
নাটুয়া ঠমকে চলে বুক বাহি পড়ে লোরে
ত্রিবিধ জীবের তাপহর॥
হরি হরি বোল বলে ডাইন বামে অঙ্গ দোলে
রাম গৌরীদাসের গলা ধরি।
মধুমাখা মুখচাঁদ নিতাই প্রেমের ফাঁদ
ভাবসিন্ধু উছলে লহরী॥
নিতাই করুণা-সিন্ধু পতিত জনার বন্ধু
করুণায় জগত ডুবিল।
মদন-মদেতে অন্ধ প্রসাদ হইল ধন্দ
নিতাই ভজিতে না পারিল।

১৫ পদ। গান্ধার।

নাচতরে নিতাই বরচাঁদ।
সিঞ্চই প্রেম- সুধা রস জগজনে
অদভুত নটন সুছাঁদ॥ধ্রু॥
পদতল-তাল খলিত মণি-মঞ্জরি
চলতহি টলমল অঙ্গ।
মেরু-শিখরে কিয়ে তনু অনুপামরে
ঝলমল ভাব-তরঙ্গ॥
রোয়ত হসত চলত গতি মন্থর
হরি বলি মুরছি বিভোর।
খেনে খেনে গৌর গৌর বলি ধাবই
আনন্দে গরজত ঘোর॥
পামর পঙ্গু অধম জড় আতুর
দীন অবধি নাহি মান।
অবিরত দুল্লর্ভ প্রেম রতন ধন
যাচি জগতে করু দান॥
অযাচিত-রূপে প্রেম-ধন বিতরণে
নিখিল তাপ দূরে গেল।
দীনহীন সবহুঁ মনরথ পূরল
অবলা উনমত ভেল॥
ঐছন করুণ নয়ন অবলোকনে
কাহু না রহ দুরদিন।
বলরাম দাস কহে ভেল বঞ্চিত
দারুণ হৃদয় কঠিন॥

১৬ পদ। মঙ্গল।

অঞ্জন-গঞ্জন লোচন রঞ্জন
গতি অতি ললিত সুঠান।

চলত খলত পুন পুন উঠি গরজন
চাহনি বঙ্ক নয়ান॥
গৌর গৌর বলি ঘন দেই করতালি
কঞ্জ নয়ানে বহে লোর।
প্রেমেতে অবশ হৈয়া পতিতেরে নিরখিয়া
আইস আইস বলি দেই কোর॥
হুহুঙ্কার গরজন মালসাট পুন পুন
কত কত ভাব বিথার।
কদম্বকেশর জনু পুলকে পূরল তনু
ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ার॥
আগম নিগম পর বেদ বিধি অগোচর
তাহা কৈল্য পতিতেরে দান।
কহে আত্মারাম দাসে না পাইয়া কৃপা-লেশে
রহি গেল পাষাণ-সমান॥

১৭ পদ। বরাড়ী।

নিতাই রঙ্গিয়া মোর নিতাই রঙ্গিয়া।
পূরব বিলাস রঙ্গী সঙ্গের সঙ্গিয়া॥
কঞ্জ নয়নে বহে সুরধুনী ধারা।
নাহি জানে দিবা নিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
চন্দনে চর্চ্চিত সর্ব্বাঙ্গ উজোর।
রূপ নিরখিতে জগজন-মন ভোর॥
আজানুলম্বিত ভুজ করিবর-শুণ্ড।
কনক-খচিত দণ্ড দলন পাষণ্ড॥
শিরোপর পাগড়ী বাঁধে নটপটিয়া।
কটি আঁটি পরিপাটী পরে নীলধটিয়া॥
দয়ার ঠাকুর নিতাই জগতে প্রকাশ।
শুনিয়া আনন্দে নাচে পরসাদ দাস॥

১৮ পদ। কামোদ।

কীর্ত্তনরসময় আগম-অগোচর
কেবল আনন্দ-কন্দ।
অখিল লোক-গতি ভকত প্রাণপতি
জয় জয় নিত্যানন্দ চন্দ॥
হেরি পতিতগণ করুণাবলোকন
জগভরি করল অপার।
ভব-ভয়ভঞ্জন দুরিত-নিবারণ
ধন্য ধন্য অবতার॥
হরি সংকীর্ত্তনে সাজল জগজনে
সুর নর নাগ পশু পাখী।
সকল বেদসার প্রেম সুধারস
দেয়ল কাহু না উপেখি॥
ত্রিভুবন-মঙ্গল- নাম-প্রেম-বলে
দূরে গেল কলি আঁধিয়ার।
শমন-ভবন পথ সবে এক রোধল
বঞ্চিত রাম দুরাচার॥

১৯ পদ। কামোদ।

ভকতি রতনখনি উঘাড়িয়া প্রেমমণি
নিজ গুণ সোনায় মুড়িয়া।
উত্তম অধম নাই যারে দেখে তার ঠাঞি
দান করে জগত বেড়িয়া॥
সোঙরি নিতাইর গুণ যেমন করয়ে মন
তাহা কি কহিতে পারি ভাই।
লাখে লাখে হয় মুখ তবে সে মনের সুখ
ঠাকুর নিতাইর গুণ গাই॥
নামেই আনন্দময় সকল ভুবন হয়
দেখিবার দায় রহু দূরে।
শুনিয়া নিতাইর গুণ যেমন করয়ে মন
তারি লাগি কেবা নাহি ঝুরে॥
পাষাণ-সমান হিয়া সেহ গেল মিলাইয়া
নিতাইর গুণ গাইতে শুনিতে।
কহে ঘনশ্যামদাস যার নাহি বিশ্বাস
সেই সে পামর অবনীতে॥

২০ পদ। শ্রীরাগ।

পহুঁ মোর নিত্যানন্দ রায়।
মথিয়া সকল তন্ত্র হরিনাম মহামন্ত্র
করে ধরি জীবেরে বুঝায়॥ ধ্রু॥

চৈতন্য অগ্রজ নাম ত্রিভুবনে অনুপাম
সুরধুনীতীরে করি থানা।
হাট করি পরবন্ধ রাজা হৈল নিত্যানন্দ
পাষণ্ডিদলন বীর-বানা॥
রামাই সুপাত্র হৈয়া রাজ-আজ্ঞা চালাইয়া
কোতোয়াল হৈলা হরিদাস।
কৃষ্ণদাস লৈয়া ভাড়্যা কেহ যাইতে নারে ভাড়্যা
লিখন পঢ়নে শ্রীনিবাস॥
পসারিয়া বিশ্বম্ভর আর প্রিয় গদাধর
আচার্য্য চত্বরে বিকি কিনি।
গৌরীদাস হাসি হাসি রাজার নিকটে বসি
হাটের মহিমা কিছু শুনি॥

২১ পদ। সুহই।

গজেন্দ্রগমনে নিতাই চলয়ে মন্থরে।
যারে দেখে তারে ভাসায় প্রেমের পাথারে॥
পতিত দুর্গত পাপীর ঘরে ঘরে গিয়া।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম দিছেন যাচিয়া॥
যেনা লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লও বল গৌরহরি॥
তো সবার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
শুন ভাই গৌরাঙ্গসুন্দর নদীয়ার॥
যে পহুঁ গোকুলপুরে নন্দের কুমার।
তো সভার লাগি এবে কৈল অবতার॥
শুনিয়া কাঁদয়ে পাপী চরণে ধরিয়া।
পুলকে পূরল অঙ্গ গর গর হিয়া॥
তারে কোলে করি নিতাই যাই আনঠাম।
হেন মতে প্রেমে ভাসাওল পুরগ্রাম॥
দেবকীনন্দনে বোলে মুই অভাগিয়া।
ডুবিনুঁ বিষয়-কূপে নিতাই না ভজিয়া॥

২২ পদ। কল্যাণী।

দেখ অপরূপ চৈতন্য-হাট।
কুলের কামিনী করয়ে নাট॥
হাট বসাওল নিতাই বীর।
কাহুঁ চরণ কাহুঁক শির॥
অবনী কম্পিত নিতাই-ভরে।
ভাইয়া ভাইয়া বলে গভীরস্বরে॥
গৌর বলিতে সৌরহীন।
প্রেমেতে না জানে রজনী-দিন॥
এ বড় মরমে রহল শেল।
নিতাই না ভজি বিফল ভেল॥
কহয়ে মাধব শুন রে ভাই।
নিতাই ভজিলে গৌর পাই॥

২৩ পদ। ধানশী।

নিতাই-পদকমল কোটি চন্দ্র সুশীতল
যার ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথাই জনম তার
কি করিবে বিদ্যাকুলে তার।
মজিয়া সংসার সুখে নিতাই না বলিল মুখে
সেই পাপী অধম সভার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া নিতাই পদ পাসরিয়া
অসত্যকে সত্য করি মানে।
এ ভবসংসার মাঝে নিতাইচাঁদ যে না ভজে
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
নিতাইর দয়া হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
কর রাঙ্গা চরণের আশ।
নরোত্তম বড় দুখী নিতাই মোরে কর সুখী
রাখি রাঙ্গাচরণের পাশ॥

২৪ পদ। ভূপালী—লোভা।

নিত্যানন্দ অবধূত তারিতে সংসারে।
প্রেম বিতরয়ে প্রভু পতিতজনারে॥
অধম পাতকী অন্যে ঘৃণা করে যারে।
নিতাই যাচিয়া নিজে তারয়ে তাহারে॥
প্রেমে ডগমগ পদ নাচে বারে বারে।
জাতিকুল নাহি মানে তারে যারে তারে॥

আনন্দে বিভোল ফিরে উন্মাদ আকারে।
কভু দণ্ড ভাঙ্গে কভু অদ্বৈতেরে মারে॥
দয়াল নিতাই বলি ঘোষে ত্রিসংসারে।
সঙ্কর্ষণ তবে বলে যদি তারে তারে॥

২৫ পদ। শ্রীরাগ—লোভা।

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
চণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা।
হরিনাম মহামন্ত্র দিছে বিলাইয়া॥
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌরহরি॥
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
রজত-পর্ব্বত যেন ধূলায় লোটায়॥
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই ভবে এল আর গেল॥

২৬ পদ। মায়ুর।

ভাবে গর গর নিতাইসুন্দর
হেরি গোরাচাঁদের ছটা।
কত উঠে চিতে নারে থির হৈতে
প্রতি অঙ্গে নব পুলক ঘটা॥
কিবা উনমাদ ক্ষণে সিংহনাদ
ক্ষণে লোটে ধরাতলে।
ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ক্ষণে মহাহাস
খসে বাস ভাসে আঁখের জলে॥
ক্ষণে জোড় লম্ফ ক্ষণে দেহে কম্প
যেনে যায় কেহ ধরিতে নারে।
ক্ষণে কিবা কৈয়া রহে ধীর হৈয়া
সামাইয়া বিশ্বম্ভরের কোরে॥
নিত্যানন্দে কোলে লৈয়া নেত্রজলে
ভাসে কিবা প্রভু প্রেমের রীতি।
কহে নরহরি শ্রীবাসাদি চারি
পাশে কাঁদে কেহ না ধরে ধৃতি॥

২৭ পদ। ধানশী।

নিতাইর নিছনি লইয়া মরি।
ছাড়ি বৃন্দাবন নিকুঞ্জভবন
অতি দুরাচার তারি॥ ধ্রু॥
ব্রজগোপীরসে মত্ত যেই রাসে
ছিলেন রসিক রাম।
নিতাই এবে সে ভিখারীর বেশে
যাচে সভে হরিনাম॥
বসুধা জাহ্নবী সঙ্গেতে লইয়া
শীতল চরণ রাজে।
হেলায় তারিলা এ গিতগোবিন্দ
এ তিনলোকের মাঝে॥

২৮ পদ। ধানশী।

নাচে নিত্যানন্দ ভুবন আনন্দ
বৃন্দাবন গুণ শুনিয়া রে।
বাহুযুগ তুলি বলে হরি হরি
চলন মন্থর ভাতিয়া রে॥
কিবা সে মাধুরী বচন চাতুরী
গদাধর মুখ হেরিয়া রে।
মাধব গোবিন্দ শ্রীবাস মুকুন্দ
গাওত ও রস ভাবিয়া রে ১॥
নাচত নিত্যানন্দ চাঁদরে।
কহে ২ গদ গদ চলে আধপদ
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ রে ৩॥ধ্রু॥
ও চাঁদবদনে হাস সঘনে
অরুণ লোচন ভঙ্গিয়া রে।
কুসুমহার হিয়ার উপর
সুঘড় রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া রে ৪॥
রাতুল চরণে রতন নূপুর
রঙ্গের নাহিক ওর রে।
মনের আনন্দে শ্রীনিবাসসুত
গতিগোবিন্দ ভোর রে॥

১। মাধব গৌরীদাস, মুকুন্দ শ্রীনিবাস, গাওত সমর বুঝিয়া রে। ২। প্রেমে। ৩। ধরিয়া গদাধর হাত রে। ৪। দোলত সঘন সহচর সঙ্গিয়া রে।—পাঠান্তর।

২৯ পদ। শ্রীরাগ।

সংকীর্ত্তনে নিত্যানন্দ নাচে, প্রিয় পারিষদগণ কাছে।
গোবিন্দ মাধব ঘোষ গান, শুনি কেবা ধরয়ে পরাণ ॥
পতিতের গলায় ধরিয়া, কাঁদে পহুঁ সকরুণ হৈয়া।
গদ গদ কহে পতিতেরে, শুনি যাহা পাষাণ বিদরে ॥
তাসবার ধারি বহু ধার, ধর ধর প্রেমের পসার।
তাসবার দুর্গতি নাশিব, ব্যাজের সহিত প্রেম দিব ॥
তারে পেয়ে চায় মুখচাঁদে, গলায় ধরিয়া তার কাঁদে।
সে হেন করুণা সোঙরিয়া, বাসু ঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া ॥

৩০ পদ। বালা সুহই।

অরুণ-বসনে বিবিধ ভূষণে
১ শিরেতে পাগল লটপটিয়া।
চৌদিকে ফিরি ফিরি বাহুযুগ তুলি
নাচত হরি হরি বলিয়া ॥
নিতাই রঙ্গিয়া২ নাচে।
অরুণ-নয়নে ও চাঁদবয়ানে
কত না মাধুরী আছে ॥ধ্রু॥
চলন সুন্দর মত্ত করিবর
নূপুর ঝঙ্কৃত করিয়া।
ভাবে অবশ নাহি দিগপাশ
গৌর বলি হুহুঙ্কারিয়া ॥
যতেক ভকত ধরণী লোটত
হেরিয়া ও চাঁদবয়ানিয়া
বাসুদেব ঘোষ কাতর বঞ্চিত
মাগহুঁ প্রেমরস দানিয়া৩ ॥

৩১ পদ। সিন্ধুড়া।

নিতাই কেবল পতিত জনার বন্ধু।
জীব চিরপুণ্যফলে বিধি আনি মিলায়ল
বঙ্গ মাঝে পিরীতের সিন্ধু ॥ধ্রু॥
দিগ নেহারিয়া যায় ডাকে পহুঁ গোরারায়
অবনী পড়য়ে মুরছিয়া।
নিজ সহচর মেলে নিতাই করিয়া কোলে
কাঁদে পহুঁ চাঁদমুখ চাহিয়া ॥
নব গুঞ্জারুণ আঁখি প্রেমে ছল ছল দেখি
সুমেরু উপরে মন্দাকিনী।
মেঘ-গভীরনাদে পুনঃ ভায়া বলি ডাকে
পদভরে কম্পিত ধরণী ॥
নিতাই করুণাময় জীবে দিল প্রেমচয়
যে প্রেম বিধির অবদিত।
নিজ গুণে প্রেমদানে ভাসাইলা ত্রিভুবনে
বাসুদেব ঘোষ সে বঞ্চিত ॥

৩২ পদ। সিন্ধুড়া।

নিতাই আমার পরম দয়াল।
আনিয়া প্রেমের বন্যা জগত করিল ধন্যা
ভরিল প্রেমের নদীখাল ॥ধ্রু॥
লাগিয়া প্রেমের ঢেউ বাকী না রহিল কেউ
পাপী তাপী চলিল ভাসিয়া।
সকল ভকত মেলি সে প্রেমেতে করে কেলি
কেহ কেহ যায় সাঁতারিয়া ॥
ডুবিল নদীয়াপুর ডুবে প্রেমে শান্তিপুর
দোহে মিলি বাইছালি খেলায়।
তা দেখি নিতাই হাসে সকলেই প্রেমে ভাসে
বাসু ঘোষ হাবুডুবু খায় ॥

৩৩ পদ। শ্রীরাগ।

পুরুবে গোবর্দ্ধন ধরিল অনুজ যার
জগজনে বলে বলরাম।
এবে সে চৈতন্য সঙ্গে আইল কীর্ত্তন রঙ্গে
আনন্দে নিত্যানন্দ নাম ॥
পরম উদার করুণাময় বিগ্রহ
ভুবনমঙ্গল গুণধাম।
গৌরপিরীতি রসে কটির বসন খসে
অবতার অতি অনুপাম ॥

১। বিদিত ভুবনে। ২। সুন্দর। ৩। বসুরামানন্দে, কাঁদে নিরা- নিতাই চরণ ধরিয়া—পাঠান্তর।

নাচত গাওত হরি হরি বোলত
অবিরত গৌরগোপাল।
হাস প্রকাশ মিলিত মধুরাধরে
বোলত পরম রসাল॥
রামদাসের পহুঁ সুন্দর বিগ্রহ
গৌরীদাস আর নাহি জানে।
অখিল লোক যত ইহ রসে উনমত
জ্ঞানদাস নিতাই গুণগানে॥

৩৪ পদ। সুহই।

দেখ রে ভাই প্রবল মল্লরূপধারী।
নাম নিতাই ভায়া বলি রোয়ত
লীলা বুঝই না পারি॥ ধ্রু॥
ভাবে বিঘূর্ণিত লোচন ঢর ঢর
দিগবিদিগ নাহি জানে।
মত্ত সিংহ যেন গরজন ঘন ঘন
জগমে কাহু না মানে॥
লীলা রসময় সুন্দর বিগ্রহ
আনন্দে নটন বিলাস।
কলিমল-দলন গতি অতি মন্থর
কীর্ত্তন করল প্রকাশ॥
কটিতটে বিবিধ বরণ পট পহিরণ
মলয়জ লেপন অঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে বিধি আনি মিলায়ল
কলি মাঝে ঐছন রঙ্গ॥

৩৫ পদ। সুহই।

যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়।
সে শরণ লউক নিতাইচাঁদের অরুণ দুখানি পায়॥
নিতাই চাঁদেরে যে জন ভজে।
সংসারতাপের, শিরে পদ ধরি, অমিয়া সাগরে মজে॥
নিতাই যাহা যাহা রহিয়ে।
ব্রহ্মার দুল্লর্ভ প্রেম সুধানিধি, মানস ভরিয়া পিয়ে॥
যে নিতাই বলিয়া কাঁদে।
জ্ঞানদাস কহে, গৌরপদ সেই, হিয়ার মাঝারে বাঁধে॥

৩৬ পদ। ভাটিয়ারি।

কলধৌত-কলেবর তনু।
তছু রঙ্গ ও রঙ্গ নিতাই জনু॥
কোটি কাম জিনে কিয়ে অঙ্গছটা।
অবধৌত বিরাজিত চন্দ্রঘটা॥
শচীনন্দন কণ্ঠে সুরঙ্গমালা।
তাহে রোহিণীনন্দন দিগ আলা॥
গজরাজ জিনি দোন ভাই চলে।
মকরাকৃতিকুণ্ডল কর্ণে দোলে॥
মুনি ধ্যান ভুলে সতীধর্ম্ম টলে।
জ্ঞানদাস আশ তছু পদতলে॥

৩৭ পদ। ধানশী।

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় চৈতন্য বোলায়॥
লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে।
পাপিয়া পাষণ্ডী আর না রহিল দেশে॥
পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল করিতেছে নানা আভরণে॥
সঙ্গে সঙ্গে যায় নিতাইর রামাইসুন্দর।
গৌরীদাস আদি করি সঙ্গে সহচর॥
চৌদিকে নিতাই মোর হরিবোল বোলায়।
জ্ঞানদাস নিশি দিশি নিতাইর গুণ গায়॥

৩৮ পদ। শ্রীগান্ধার।

চলে নিতাই প্রেমভরে দিগ টলমল করে
পদভরে অবনী দোলায়।
পূর্ব্বে যেন ব্রজধাম মধুমত্ত বলরাম
নানা দিকে ঘুরিয়া খেলায়॥
আধ আধ কথা কয় ক্ষণে কাঁদে উচ্চরায়
মকরকুণ্ডল দোলে কানে।
অঙ্গ হেলি দুলি চলে গৌর গৌর সদা বলে
দিবা নিশি আর নাহি জানে॥

জিনি করিবর শুণ্ড শ্রীভুজে কনকদণ্ড
পাষণ্ডেরে করিতে বিনাশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র প্রভু মোর নিত্যানন্দ
গুণ গান বৃন্দাবন দাস॥

৩৯ পদ। ধানশী।

ঠমকে ঠমকে চলে পদভরে ধরা টলে
যেন ভেল ভূমিকম্প প্রায়।
আধ আধ বাণী কহে মুখের বাহির নহে
নিজ পারিষদে গুণ গায়॥
দেখ ভাই অবনীমণ্ডলে নিত্যানন্দ।
গোরা মুখ দেখি কত বাঢ়য়ে আনন্দ॥ ধ্রু॥
পরিধান নীলধটী আটনি না রহে কটি
অভ্যন্তর বাহ্য নাহি জানে।
হেলিয়া ঢুলিয়া চলে মুখে ভায়া ভায়া বলে
দিগ বিদিগ নাহি মানে॥
যুগে যুগে পহুঁ মোর স্বজন প্রতিপালক
অবিশ্বাসী পাষণ্ডীর নাশে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে॥

৪০ পদ। দেশরাগ।

সহজে নিতাইচাঁদের রীত।
দেখি উনমত্ত জগতচিত॥
অবনী কম্পিত নিতাই ভরে।
ভায়া ভায়া বলে গভীরস্বরে॥
গৌর বলিতে সৌরহীন।
কাঁদে বা কি ভাবে রজনী দিন॥
নিতাই-চরণে যে করে আশ।
বৃন্দাবন তার দাসের দাস॥

৪১ পদ। শ্রীরাগ।

আরে ভাই নিতাই আমার দয়ার অবধি।
জীবেরে করুণা করি দেশে দেশে ফিরি
প্রেমধন যাচে নিরবধি॥ধ্রু॥
অদ্বৈতের সঙ্গে রঙ্গে ধরণ না যায় অঙ্গে
গোরাপ্রেমে গড়া তনুখানি।
ঢলিয়া ঢলিয়া চলে বাহু তুলি হরি বোলে
দুনয়নে বহে নিতাইর পানি॥
ভুবনমোহন বেশ মজাইল সব দেশ
রসাবেশে অট্ট অট্ট হাস।
প্রভু মোর নিত্যানন্দ কেবল আনন্দ কন্দ
গুণ গান বৃন্দাবন দাস॥

৪২ পদ। মঙ্গল।

অপরূপ নিতাইচাঁদের অভিষেকে।
বামে গদাধর দাস মনে বড় সুখোল্লাস
প্রিয় পারিষদগণ দেখে॥ধ্রু॥
শত ঘট জল ভরি পঞ্চ গব্য আদি করি
নিতাইচাঁদের শিরে ঢালে।
চৌদিকে রমণীগণ জয় করে ঘনে ঘন
আর সভে হরি হরি বোলে॥
বামপাশে গৌরীদাস হেরই দক্ষিণ পাশ
আবেশে নাচয়ে উদ্ধারণ।
বাসু আদি তিন ভাই আনন্দে মঙ্গল গাই
ধনঞ্জয় মৃদঙ্গ বায়ন॥
বল হরি হরি বোল গগনে উঠিছে রোল
প্রেমায় সকল লোক ভাসে।
সোঙরি পরমানন্দ ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে॥

৪৩ পদ। পাহিড়া বা গান্ধার।

রূপে গুণে অনুপমা লক্ষ কোটি মনোরমা
ব্রজবধূ অযুতে অযুতে।
রাসকেলি রস রঙ্গে বিহরে যাহার সঙ্গে
সো এবে কি লাগি অবধূত॥
হরি হরি এ দুখ কহব কার আগে।
সকল নাগর গুরু রসের কলপতরু
কেনে নিতাই ফিরেন বৈরাগে॥ধ্রু॥
সঙ্কর্ষণ শেষ যার অংশকলা অবতার
অনুক্ষণ গোলোকে বিরাজে।

শিব বিহি অগোচর আগম নিগম পর
কেনে নিতাই সংকীর্ত্তন মাঝে ॥
কৃষ্ণের অগ্রজ নাম মহাপ্রভু বলরাম
কলিযুগে শ্রীনিত্যানন্দ।
গৌররসে নিমগন করাইল জগজন
দূরে রহু বলরাম মন্দ ॥

৪৪ পদ। মঙ্গল।

গজেন্দ্রগমনে যায় সকরুণ দিঠে চায়
পদভরে মহী টলমল।
মত্তসিংহগতি জিনি কম্পমান মেদিনী
পাষণ্ডিগণ শুনিয়া বিকল ॥
আয়ত অবধূত করুণার সিন্ধু।
প্রেমে গর গর মন করে হরিসংকীর্ত্তন
পতিতপাবন দীনবন্ধু ॥ধ্রু॥
হুঙ্কার করিয়া চলে অচল সচল নড়ে
প্রেমে ভাসে অমরসমাজে।
সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ খেলন রঙ্গে
অলখিতে করে সব কাজে ॥
শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ অবতরি নারায়ণ
যার অংশকলায় গণন।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা জগতের হিতকর্ত্তা
সেই রাম রোহিণীনন্দন ॥
যার লীলা লাবণ্যধাম আগম নিগমে গান
যার রূপ মদনমোহন।
এবে অকিঞ্চন বেশে ফিরে পহুঁ দেশে দেশে
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন ॥
ব্রজের বৈদগধিসার যত যত লীলা আর
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কয় মনোরথ সিদ্ধি হয়
ভজ ভজ শ্রীপাদ চরণ ॥

৪৫। শ্রীরাগ।

আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলা অবনী ॥
প্রেমের বন্যা লৈয়া নিতাই আইল গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকত সব দীনহীন ভাসে ॥
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে ॥
অবাঝবে সকরুণ নিতাই সুজন।
ঘরে ঘরে করে প্রেমামৃত বিতরণ ॥
লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে।
আনল জ্বালিয়া দিব তার মাঝ মুখখানে ॥

৪৬ পদ। শ্রীরাগ।

নিতাই মোর জীবনধন নিতাই মোর জাতি
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি ॥
অসার সংসারসুখে দিয়া মেনে ছাই।
নগরে মাগিয়া খাব গাইব নিতাই ॥
যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব।
নিতাই-বিমুখ জনার মুখ না দেখিব ॥
গঙ্গা যার পদজল হর শিরে ধরে।
হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পাঞা মরে ॥
লোচন বলে আমার নিতাই প্রেমের কল্পতরু।
কাঙ্গালের ঠাকুর নিতাই জগতের গুরু ॥

৪৭ পদ। সিন্ধুড়া।

দেখ নিতাইচাঁদের মাধুরী।
পুলকে পূরল তনু কদম্ব কেশর জনু
বাহু তুলি বোলে হরি হরি ॥ধ্রু॥
শ্রীমুখমণ্ডলধাম জিনি কত কোটি কাম
সে না বিহি কিসে নিরমিল।
মথিয়া লাবণ্য-সিন্ধু তাহে নিঙ্গাড়িয়া ইন্দু
সুধা দিয়া মুখানি গড়িল ॥
নব কঞ্জদল আঁখি তারক-ভ্রমর পাখী
ডুবি রহু প্রেম-মকরন্দে।
সেরূপ দেখিল যেহ সে জানিল রসমেহ
অবনী ভাসল প্রেমানন্দে ॥
পুরুবে যে ব্রজপুরে বিহরে নন্দের ঘরে
রোহিণীনন্দন বলরাম।

এবে পদ্মাবতীসুত নিত্যানন্দ অবধূত
ভুবনপাবন হৈল নাম ॥
সে পহুঁ পতিত হেরি করুণায় অবতরি
জীবেরে বোলায় গৌরহরি।
পড়িয়া সে ভববন্ধে কাঁদয়ে লোচন অন্ধে
না দেখিয়া সেরূপ মাধুরী।

৪৮ পদ। শ্রীরাগ।

নিতাইচাঁদের গুণ কি কহব আর।
এমন দয়ার নিধি কভু নাহি হোয়ল
কভু নাহি হোয়ব আর ॥ ধ্রু ॥
মূঢ় পাষণ্ডী ছিল জগাই মাধাই দুহুঁ
কাঁদা ফেলি মারিল কপালে।
রুধিরে বহিল নদী দুবাহু পসারি তমু
পহুঁ দোহেঁ কয়লহি কোলে ॥
গোলোকে দুলহ ধন আচণ্ডালে বিতরণ
জাতি কুল না করত বিচার।
মুখে হরি হরি বলি নাচিয়া নাচিয়া চলে
দুনয়নে বহে জলধার ॥
আপহি মাতল জগত মাতাওল
খেনে কাঁদে খেনে মৃদু হাস।
আপন প্রেমে ভোরা নিতাই মাতোয়ারা
কি বুঝব পামর দীন হরিদাস ॥

৪৯ পদ। দেশরাগ।

দেখ দেখ মোর নিত্যানন্দ।
ভুবনমোহন প্রেম-আনন্দ ॥
প্রেমদাতা মোর নিতাইচাঁদ।
জনে জনে দেই প্রেমের ফাঁদ ॥
নিতাই বরণ কনক চাঁপা
বিধি দিল রূপ অঞ্জলি মাপা ॥
দেখিতে নিতাই সবাই ধায়।
ধরি কোলে নিতে সবারে চায় ॥
নিতাই বলে বল গৌরহরি।
প্রেমে নাচে বাহু উর্দ্ধ করি ॥
নাচয়ে নিতাই গৌররসে।
বঞ্চিত এ রাধাবল্লভ দাসে ॥

৫০ পদ। তুড়ী।

আনন্দ কন্দ নিতাই চন্দ, অরুণ নয়ান বয়ান ছন্দ,
রুরু নূপুর সঘন ঝুর হরি হরি বলি বোল রে।
নটন রঙ্গ ভকত সঙ্গ, বিবিধ ভাব রসতরঙ্গ,
ঈষৎ হাস মধুর ভাষ, সঘনে গীম দোল রে ॥
পতিত কোর, জগত গৌর, এ দিন রজনী আনন্দে ভোর,
প্রেমরতন, করিয়া যতন, জগজনে করু দান রে।
কীর্ত্তন মাঝ রসিকরাজ, যৈছন কনয়া গিরি বিরাজ,
ব্রজবিহার, রস বিথার, মধুর মধুর গান রে ॥
ধূলি ধূসর, ধরণী উপর, কবহুঁ অট্টহাস রে।
কবহুঁ লোটত, প্রেমে গরগর, কবহুঁ চলিত, কবহুঁ খেলত,
কবহুঁ স্বেদ, কবহুঁ খেদ, কবহুঁ পুলক স্বর অভেদ,
কবহুঁ লম্ফ, কবহুঁ ঝম্ফ, দীর্ঘশ্বাস রে ॥
করুণাসিন্ধু, অখিল বন্ধু, কলিযুগতম পুলক-ইন্দু,
জগতলোচন, পটমোচন, নিতাই পূরল আশ রে।
অন্ধ অধম দীন দুর্জ্জন, প্রেমদানে করল মোচন,
পাওল জগত, কেবল বঞ্চিত, এ রাধাবল্লভ দাস রে ॥

৫১ পদ। পঠমঞ্জরী।

নিতাইচাঁদ দয়াময় নিতাইচাঁদ দয়াময়।
কলিজীবে এত দয়া কারু নাহি হয় ॥
খেনে কাল, খেনে গোরা, খেনে অঙ্গ পীত।
খেনে হাসে খেনে কাঁদে না পায় সম্বিত ॥
খেনে গোঁ গোঁ করে গোরা বলিতে না পারে।
গোরা রাগে রাঙ্গা আঁখি জলেই সাঁতারে ॥
আপনি ভাসিয়া জলে ভাসাওল ক্ষিতি।
এ ভব অচলে যদু রহল অবধি ॥

৫২ পদ। মঙ্গল।

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ সহজে আনন্দ কন্দ
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলি যায়।
ভাইয়ার ভাবেতে মত্ত জানেন সকল তত্ত্ব
হরি বলি অবনী লোটায় ॥

নিতাইর গোরাপ্রেমে গড়া তনুখানি।
গদাধর মুখ হেরে লোলিয়া লোলিয়া পড়ে
ধারা বহে সিঞ্চিত ধরণী ॥ধ্রু॥
অদ্বৈত আনন্দ কন্দ হেরি নিতাইর মুখচন্দ
হুঙ্কার পুলক শোভা গায়।
হরি হরি বোল বলে পুন গৌর গৌর বলে
প্রিয় পারিষদগণ ধায় ॥
গোলোকের প্রেমবন্যা জগত করিল ধন্যা
অতুল অপার রসসিন্ধু।
মাতিল জগত ভরি নিতাই চৈতন্য করি
রায় অনন্ত মাগে এক বিন্দু ॥

৫৩ পদ। সুহই।

বড়ই দয়াল আমার নিত্যানন্দ রায় রে,
কাঙ্গালের ঠাকুর।
ঘরে ঘরে প্রেমধন, যাচিয়া বিলায় রে,
তরাইল আঙ্কল আতুর ॥
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলে প্রেমার আবেশে রে,
যেন মদমত্ত মাতোয়ারা।
খেনে খেনে কাঁদে আর, খেনে খেনে হাসে রে,
ভাইয়ার ভাবেতে জ্ঞানহারা ॥
কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু, নিতাই দয়াল রে,
অগতির গতি প্রেমদাতা।
অনন্ত দাসের হিয়া, দিবানিশি মাগে রে,
নিতাইর পাদপদ্ম রাতা ॥

৫৪ পদ। ধানশী।

প্রেমে মত্ত মহাবলী চলে দিগ দিগ দলি
ধরণী ধরিতে নারে ভার।
অঙ্গভঙ্গী সুন্দর গতি অতি মন্থর
কি ছার কুঞ্জর মাতোয়ার ॥
প্রেমে পুলকিত তনু কনক কদম্ব জনু
প্রেমধারা বহে দুটী আঁখে।
নাচে গায় গোরাগুণে পূরুব পৈড়াছে মনে
ভাইয়া ভাইয়া বলি ডাকে ॥
হুহুঙ্কার মালসাটে কেশরীর রব ছুটে
শুনি বুক ফাটি মরে পাষণ্ডীর জনা।
লগুড় নাহিক সাতে অরুণ কঙ্কক হাতে
হলধর মহাবীর বালা ॥
কেবল পতিতবন্ধু রঙ্গের রতনসিন্ধু
অন্ধের লোচন পরকাশ।
পতিতের অবশেষে রহিলেক গুপ্তদাসে
পুনঃ পহুঁ না কৈল তল্লাস ॥

৫৫ পদ। বেলোয়ার।

চর চর শোণ কনকতরু সুন্দর
নটপট পাগ শিরোপরি বনিয়া।
জিনি গজরাজ চলত মৃদু মন্থর
মঞ্জীর চরণে বাজত রণঝনিয়া ॥
আয়ত অবধূত নিত্যানন্দ রায়।
গৌর গৌর বলে ঘন মালসাট মারে
ভাবে অথির তনু থির নাহি পায় ॥ধ্রু॥
অবিরল নীপফুল পুলককুলসঙ্কুল
ঢরকত নয়ানে লোর অনিবার।
ভাইয়া অভিরাম বামে অবলম্বই
প্রেমরতন করু জগতে বিথার ॥
দুরগতি অগতি পতিত হেরি জনে জনে
যাচি দেয়ত হরিনামক হার।
ঐছন সদয়- হৃদয় নাহি হেরয়ে
বঞ্চিত দুরমতি মোহন ছার ॥

৫৬ পদ। শ্রীরাগ।

মরি যাই এমন নিতাই কেন না ভজিল।
হরি হরি ধিক্ আরে কি বুদ্ধি লাগিল মোরে
হাতে নিধি পাইয়া হারাইল ॥ধ্রু॥
এমন দয়ার সিন্ধু পতিত জনার বন্ধু
ত্রিভুবনে আর দেখি নাই।
অবধূতবেশে ফিরি জীবে দিল নাম হরি
হাসে নাচে কাঁদে আরে ভাই ॥
নিতাইর প্রতাপ হেরি যম কাঁপে থরহরি
পাছে তার অধিকার যায়।

পাপী তাপী যত ছিল নিতাই সব নিস্তারিল
এড়াইল শমনের দায়॥
হরে কৃষ্ণ হরিনাম বলে নিতাই অবিশ্রাম
ভয়ে শমন দূরে পলাইল।
মোহন মদেতে অন্ধ বিষয়ে রহিল বন্ধ
নিতাই ভজিতে না পাইল॥

৫৭ পদ। পঠমঞ্জরী।

দয়া কর মোরে নিতাই দয়া কর মোরে।
অগতির গতি নিতাই সাধু লোকে বলে॥
জয় প্রেম-ভক্তিদাতা পতাকা তোমার।
উত্তম অধম কিছু না কর বিচার॥
প্রেমদানে জগজ্জনের মন কৈলা সুখী।
তুমি দয়ার ঠাকুর আমি কেন দুঃখী॥
কানুরাম দাস বলে কি বলিব আমি।
এ বড় ভরসা মোর কুলের ঠাকুর তুমি॥

৫৮ পদ। বরাড়ী।

আরে মোর পহুঁ নিতাইচাঁদ।
ঘরে ঘরে পাতে প্রেমের ফাঁদ॥
তাপিত অখিল সকল জনে।
সিঞ্চিত সকল নয়ান কোণে॥
অপার করুণা গৌড়দেশে।
নাচিয়া বুলেন ভাবের আবেশে॥
গদ গদ কহে ভাইয়ার কথা।
প্রেমজলে ডুবে নয়ন রাতা॥
আর কত গৌরসুন্দর তনু।
পুলকে কদম্ব কেশর জনু॥
বিবিধ ভূষণে ভূষিত অঙ্গ।
ভকত মিলিয়া করত রঙ্গ॥
চলিতে চলিতে কত না ভাতি।
কমল চরণে খঞ্জন গতি॥
করুণা শুনিয়া বাঢ়ল আশ।
প্রেম মাগে পদে এ কানু দাস॥

৫৯ পদ। কল্যাণ।

আয়ত নিত্যানন্দ অবধূত চাঁদ।
সহজ গমন নটন গতি সুন্দর
ত্রিভুবন জন মোহন ছাঁদ॥ ধ্রু॥
বয়ন নয়ন সুবিমল সুন্দর
অম্বুজ মধুলিহ ভুজযুগ ভাতি।
অরুণাধরদ্যুতি অরুণিহ শোভে অতি
দশন মোতিফল পাঁতি॥
ভবতাপিত জন সিঞ্চহ সকরুণ
বচন পীযূষ-রস ধারে।
হরেকৃষ্ণ নাম কিরণে নাশই সব
দুর্ব্বাসনা আঁধিয়ারে॥
চৌদিকে সঙ্গী রঙ্গী উডুমণ্ডল
নিশি দিশি চাঁদ পরকাশে।
শ্রীজাহ্নবাবল্লভ শ্রীপাদপল্লব
আশে শ্রীকানু দাস ভাষে॥

৬০ পদ। ধানশী।

প্রেমে মাতোয়ারা নিতাই নাগর।
অতুলিত প্রেম দয়ার সাগর॥
প্রেমভরে অন্তর গর গর।
না জানেন পহুঁ কে আপন পর॥
হেন দয়া কোথা এ ধরণী পর।
দেয় প্রেম বেদবিধি অগোচর॥
পাতকী উদ্ধার কার্য্য নিরন্তর।
পতিতের দুখে নেত্র ঝর ঝর॥
যাচি প্রেম দেয় সবে অকাতর।
অফুরন্ত যেন ভাণ্ডার সুন্দর॥
কানু দাস কহে জুড়ি দুই কর।
পদে দিহ স্থান এ দীন কিঙ্কর॥

৬১ পদ। শ্রীরাগ।

নিতাই করুণাময় অবতার।
দেখি দীনহীন করয়ে প্রেমদান
আগম নিগম সার॥ ধ্রু॥

সহজে ঢর ঢর সজল নিরমল
কমল জিনিয়া দিঠি শোভা।
বদনমণ্ডল কোটি শশধর
জিনিয়া জগমনলোভা॥
বচন অমিয়া শ্রবণে দূরে গেল
পাতকির মন-আঁধিয়ার॥
অঙ্গ চিক্কণ মদনমোহন
কণ্ঠে শোভে মণিহার॥
নবীন করিকর জিনিয়া ভুজবর
তাহে শোভে হেমময় দণ্ড।
হেরিয়া সব লোক পাশরে দুঃখ শোক
খণ্ডয়ে হৃদয়ে পাষণ্ড॥
নিতাইর করুণায় অবনী ভাসল
পূরল জগজন আশ।
ও প্রেমলেশ পরশ না পাইয়া
কাঁদয়ে হরিরাম দাস॥

৬২ পদ। সুহই।

জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
অপরাধ পাপ মোর তাহার নাহিক ওর
উদ্ধারহ নিজ করুণায়॥ ধ্রু॥
আমার অসত মতি তোমার নামে নাহি রতি
কহিতে না বাসি মুখে লাজ।
জনমে জনমে কত করিয়াছি আত্মঘাত
অতএ সে মোর এই কাজ॥
তুমিও করুণাসিন্ধু পাতকী জনার বন্ধু
এবার করহ যদি ত্যাগ।
পতিতপাবন নাম নির্ম্মল সে অনুপাম
তাহাতে লাগয়ে বড় দাগ॥
পূরুবে যবন-আদি কত কত অপরাধী
তরাইছ শুনিয়াছি কানে।
কৃষ্ণদাস অনুমানি ঠেলিতে নারিবে তুমি
যদি ঘৃণা না করহ মনে॥

৬৩ পদ। শ্রীরাগ।

অদোষদরশি মোর প্রভু নিত্যানন্দ।
না ভজিনু হেন প্রভুর চরণারবিন্দ॥
হায় রে না জানি মুই কেমন অসুর।
পাঞা না ভজিনু হেন দয়ার ঠাকুর॥
হায় রে অভাগার প্রাণ কি সুখে আছহ।
নিতাই বলিয়া কেন মরিয়া না যাহ॥
নিতাইর করুণা শুনি পাষাণ মিলায়।
হায় রে দারুণ হিয়া না দরবে তায়॥
নিতাই চৈতন্য অপরাধ নাহি মানে।
যারে তারে নিজ প্রেমভক্তি করে দানে॥
তার নাম লইতে না গলে মোর হিয়া।
কৃষ্ণদাস কহে মুই বড় অভাগিয়া॥

৬৪ পদ। ধানশী

গোরাপ্রেমে গর গর নিতাই আমার।
অরুণ-নয়নে বহে সুরধুনীধার॥
বিপুল-পুলকাবলী শোহে পহুঁ গায়।
গজেন্দ্রগমনে হেলি দুলি চলি যায়॥
পতিতেরে নিরখিয়া দু-বাহু পসারি।
কোলে করি সঘনে বোলয় হরি হরি॥
এমন দয়ার নিধি কে হইবে আর।
নরহরি অধম তারিতে অবতার॥

৬৫ পদ। কামোদ।

প্রভু নিত্যানন্দ রাম রূপে গুণে অনুপাম
পদ্মাবতীগর্ভে জনমিলা।
নিজ গণ লৈয়া সঙ্গে দ্বাদশ বৎসর রঙ্গে
শ্রীএকচক্রায় বিলাসিলা॥
গোরা অবতীর্ণ হৈলে সন্ন্যাসীর সঙ্গ ছলে
বাহির হইলা ঘর হৈতে।
তীর্থ পর্য্যটন করে বিংশতি বর্ষের পরে
আনন্দে আইলা নদীয়াতে॥
পাঞা প্রাণ গোরাচাঁদে পড়ি সে প্রেমের ফাঁদে
দণ্ড কমণ্ডলু ফেলে দূরে।

সদা মতি সংকীর্ত্তনে ক্ষেত্রে চলে প্রভু সনে
প্রভু দণ্ড তিনখণ্ড করে॥
প্রভুর আদেশ মতে গৌড়ে আসি ক্ষেত্র হৈতে
প্রভুমনোহিত কর্ম্ম কৈলা।
দাস নরহরি গতি বসু জাহ্নবার পতি
যারে তারে প্রেম বিলাইলা॥

৬৬ পদ। কামোদ।

কৃষ্ণের অগ্রজ রাম রোহিণীনন্দন।
বারুণী রেবতী দুই প্রিয়া প্রাণধন॥
ধন্য কলিযুগে সেই নিতাইসুন্দর।
চৈতন্য-অগ্রজ পদ্মাবতীর কোঙর॥
বসুধা-জাহ্নবা-প্রাণ-পতি প্রেমময়।
নিজগুণে প্রভু জীবে হইলা সদয়॥
গোরাপ্রেমে মত্ত দিবানিশি নাহি জানে।
পবিত্র করিল মহী প্রেমামৃতদানে॥
গোরা-অনুরাগে সে অরুণ তনুখানি।
ঝলমল করয়ে তপত হেম জিনি॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে মুনি-মনোলোভা।
আজানুলম্বিত ভুজ নিরুপম শোভা॥
পরিসর বুক দেখি কেবা নাহি ভুলে।
সতী কুলবতী তিলাঞ্জলি দেয় কুলে॥
ও চাঁদবদনে সদা বোলে গোরা গোরা।
বুক মুখ বাহিয়া নয়নে বহে লোরা॥
প্রিয় পরিকরগণ সহ সে আবেশে।
সংকীর্ত্তন সুখের সায়রে সভে ভাসে॥
ভুবনমোহন চাঁদে নাচে গুণনিধি।
দেবের দুর্লভ সব শোভার অবধি॥
চাহিতে নিতাইচাঁদে কেবা থির পায়।
পাষাণ সমান হিয়া সেহ গলি যায়॥
পাতকী পতিতে করুণার নাহি পার।
হেন পহুঁ না ভজিল নরহরি ছার॥

৬৭ পদ। গান্ধার।

আহা মরি কি নিতাইর শোভা।
কত না ভঙ্গীতে নাচে ভুজ তুলি, অখিল ভুবনলোভা॥
ঘন ঘন গোরা বলে।
হেম-ধরাধর, তনু অনুখন, ভাসয়ে আনন্দ-জলে॥
করুণায় উমড়য়ে হিয়া।
দীনহীন জনে, করে মহাধ্বনি, প্রেমচিন্তামণি দিয়া॥
কিবা ভাবে মন্দ মন্দ হাসে।
নরহরি কহে কুলবতী সতী, ধৈরজ ধরম নাশে॥

৬৮ পদ। ধানশী।

কিবা নাচই নিতাইচাঁদ।
ঝলমল তনু, অনুপম-শোভা, অখিল লোচনফাঁদ॥ ধ্রু॥
কি নব ভঙ্গীতে,চাহি চারি ভিতে,না জানি কি রঙ্গে ভোরা।
আজানুলম্বিত, ভুজযুগ তুলি সঘনে বোলয়ে গোরা॥
কীর্ত্তনবিলাস, রসে ভাসে সদা, প্রিয় পারিষদ লৈয়া।
দীন হীন জন, ধায় চারিপাশে, করুণাবাতাস পাইয়া॥
মাতিল সকলে, ভাসে প্রেমজলে, কলির দরপ দূরে।
নরহরি পহুঁ গুণ গণি গণি, কেবা না জগতে ঝুরে॥

৬৯ পদ। আশাবরী।

আজু আনন্দে নিতাইচাঁদে।
শোভাময় সিংহাসনে বসাইয়া, কেহ না ধৈরজ বাঁধে॥ধ্রু॥
সুবাসিত গঙ্গাজল লৈয়া।
পড়ি মন্ত্র মাথে ঢালে জল, দামোদর হরষিত হৈয়া॥
জয় জয় ধ্বনি করি।
মানুষে মিশাঞা, সুরগণে শোভা, নিরখে নয়ান ভরি॥
কেহ গায় অভিষেক রঙ্গে।
পাইয়া শুক্লবাস নরহরি, চন্দন দেই সে অঙ্গে॥

৭০ পদ। বেলাবলী বা মঙ্গল।

আজু শুভক্ষণে নিতাইচাঁদের
অধিবাসে কিবা শোভার ঘটা।
নিরুপম-বেশে বিলাসয়ে ভালে
ঝলমল করে অঙ্গের ছটা॥
কত শত মন- মথ-মদহরে
হাসি নিশামুখ চন্দ্রমা চারু।
কঞ্জদলদলি ললিত-লোচন
চাহনি না রাখে ধৈরজ কারু॥

চারিপাশে বিপ্র বেদ উচ্চারয়ে
চারু-ভঙ্গী হেরি হরষ হিয়া।
নারীগণ-মন উথলে উলসে
ঘন ঘন উলু লুলুলু দিয়া॥
নানা বাদ্যধ্বনি ভেদয়ে গগন
নাচে নর্ত্তক কি মধুর গতি।
জয় জয় রবে ভরয়ে ভুবন
ভণে ঘনশ্যাম কৌতুক অতি॥

৭১ পদ। ভূপালী।

বসুধা জাহ্নবা দেবী শোভাবধি
অধিবাস-ভূষা-ভূষিত তনু।
ঝলমল করে চারু রুচি ছটা
তড়িত কুঙ্কুম কেতকী জনু॥
চারিপাশে বিপ্র- গণ ধন্য মানে
চাহি কন্যাপানে হরষ হিয়া।
বেদধ্বনি করি করে আশীর্ব্বাদ
ধান্য দূর্ব্বা দুঁহু মস্তকে দিয়া॥
পণ্ডিতঘরণী ধরণীতে পদ
না ধরয় হিয়া ধৈরজ বাঁধে।
বিবিধ মঙ্গল করু সখীকুল
উলু লুলু দেই কত না সাধে॥
শঙ্খ ঘণ্টা আদি বাদ্য বাজে বহু
কোলাহল নাহি তুলনা দিতে।
ভণে নরহরি সুরনারী অলখিত
দেখে কত কৌতুক চিতে॥

৭২। দেশপাল।

কোটি মনমথ-গরবভর-হর পরম সুঘড় নিতাই হলধর,
করত গমন চড়ি নব চৌদোলে ছবি ছল ছলকয়ে।
বেশ বিরচি বিবাহ মত কত, ভাঁতি ভূষণ অঙ্গে বিলসত,
ললিত লোচন-কঞ্জ মুখ মৃদুহাস মঞ্জুল ঝলকয়ে॥
রূপ পীবইতে মত্ত অতিশয়, করত ভূসুরবৃন্দ জয় জয়,
বন্দীগণ-মন-মোদিত ঘন ঘন বিমল যশ পরকাশয়ে।
তেজি নিজ নিজ গেহ ধায়ত, নারীপুরুখ নমেহ পায়ত,
নিরখি রহুঁ চহু ওর নিমিখন-দরশরসসুখে ভাসয়ে॥
গান করু গুণী তালশ্রুতি সুর, রাগ মূরছন গ্রাম-সুমধুর,
নটত নর্ত্তক উঘটিত কতক থৈতা থৈ থৈ নিনি নি না।
বাদ্যবাদক বাওয়ে বহুতর, তাল প্রকট না হোত পটতর
থোঙ্ক না না না না থুঙ্গ থুঙ্কট ধোধিলঙ্গ ধিকি ধিকি নিন
দীপদমকে অসংখ্য ক্ষিতিপর, দিবস সব ভেল রজনী উজো
বিপুল কলকলধ্বনি-নিরত সব লোক গতি-পথ শোহয়ে
গগনগত লখি দেব অলখিত, সরস বরষত কুসুম পুলকিং
দাস নরহরি পহুক অতুল বিলাস জনমনমোহয়ে॥

৭৩ পদ। ধানশী।

ভুবনপাবন নিতাই মোর।
না জানি কি ভাবে সদাই ভোর॥
গোরা গোরা বলি দুবাহু তুলি।
মত্ত গজ যেন চলয়ে ঢুলি॥
কণ্ঠে ঝলমল মালতীমালা।
পরিসর বুকে করয়ে খেলা॥
সুললিত-মুখে মধুর হাসি।
চাঁদে ঢালে যেন অমিঞারাশি॥
টলমল জলজারুণ আঁখি।
সে চাহনি চারু করুণা মাখি॥
বারেক সে আঁখে দেখয়ে যারে।
প্রেমের পাথারে ভাসায় তারে॥
দীনহীন দুঃখী কিছু না বাছে।
হেন প্রেমদাতা কে আর আছে॥
নরহরি হেন প্রভু না ভজি।
বিষয়বিশেষে রহিল মজি॥

৭৪ পদ। ধানশী।

নিতাই গুণনিধি শোভার অবধি
কি সুধায় বিধি গড়িল সাধে।
প্রভাতের ভানু জিনি তনুছটা
হেরিয়া কেমন ধৈরজ বাঁধে॥
আজানুলম্বিত ভুজ ভুজঙ্গম
ভঙ্গী নিরুপম রঙ্গেতে ভাসি।
বদন শরদ- বিধু-ঘটা ঘন
বরিষয়ে সুধা ঈষৎ হাসি॥

গোরা গোরা বলি গর গর হিয়া
হেলি ঢুলি চলে কুঞ্জর পারা।
টলমল জল- আরুণ-লোচনে
ঝর ঝর ঝরে আনন্দধারা॥
সুর-নরগণ ধায় চারিপাশে
সে দুলহ পদ পরশ-আশে।
দাস নরহরি পহুঁ পরতাপে
বলী কলিকাল কাঁপয়ে ত্রাসে॥

৭৫ পদ। কামোদ।

নিতাই করুণানিধি। আনি মিলাইল বিধি॥
দীনহীন দুখী জনে। ধনী কৈল প্রেমধনে॥
প্রিয় পরিকর সঙ্গে। নাচিয়া বুলয় রঙ্গে॥
না জানি কি প্রেমে মাতি। না জানে দিবস রাতি॥
গোরা গোরা বলি কাঁদে। তিলে না ধৈরজ বাঁধে॥
ধূলি ধূসরিত দেহা। তা হেরি কে ধরে থেহা॥
গুণে কেবা নাহি ঝুরে। একা নরহরি দূরে॥

৭৬ পদ। ধানশী।

গোরাপ্রেমে মাতিয়া নিতাই।
জগত মাতায় সকরুণ দিঠে চাই॥
নাচয়ে আজানু বাহু তুলি।
পতিতের কোলেতে পড়য়ে ঢুলি ঢুলি॥
কত সুখে হিয়া না উথলে।
মুখ বুক ভাসি যায় নয়নের জলে॥
প্রতি অঙ্গে পুলকের ঘটা।
মদন মুরছি পড়ে দেখি রূপছটা॥
সুচাঁদবদনে মৃদু হাসি।
কহিতে মধুর কথা ঢালে সুধারাশি॥
কি নব ভঙ্গিমা রাঙ্গা পায়।
নরহরি-পরাণ মজিল মেনে তায়॥

৭৭ পদ। গুজরি।

ভুবনে জয় জয় নিতাই দয়াময়
হরয়ে ভবভয় নিজগুণে।
অধম দুরগত তাহারে উনমত
করই অবিরত প্রেমদানে॥
গৌরহরি বলি নাচয়ে বাহু তুলি
পড়য়ে ঢুলি ঢুলি ক্ষিতিতলে।
কোমল কলেবর কি হেম-ধরাধর
সে ধূলি ধূসর শোহে ভালে॥
জিনি কমলদল নয়ন টলমল
সঘনে ছল ছল জলধারা।
বদনে মৃদু হাসি ঢালয়ে সুধারাশি
কলুষ-তমনাশী শশী পারা॥
কি ভাবে গর গর কাঁপয়ে থর থর
রঙ্গ কি কব নরহরি দাসে।
অখিল চরাচর নিরখি পহুঁ বর
ভুলল দুঃখভর সুখে ভাসে॥

৭৮ পদ। বেলাবলী।

নিত্যানন্দ হরষ হিয়া মাহ।
অনুজ নিহারি বিসারি সকল উহ
শোভা-সায়রে করু অবগাহ॥ধ্রু॥
মনহি বিচার করত হাম পুরুবহি
পেখনু অপরূপ শ্যামর দেহ।
তদধিক চিত হরিলেত গৌরতনু
কি বুঝব অতএ গূঢ় রস এহ॥
এ অতি দুলহ অবহুঁ কোই ভাতিক
করি প্রসন্ন বরণে অব মাগি।
কবহু ন ইহ বিচ্ছেদ সতত মর্ম
লোচনযুগে জনু রহে ইহ লাগি॥
ঐছে আশ কত উপজত অন্তরে
প্রেমক-গতি অতুল অপার।
চাহত বিহিক নয়নময় তনু পুন
আতুর নরহরি পহুঁ অনিবার॥

৭৯ পদ। বেলোয়ার।

ভাইক ভাবে মত্ত- গতি বিরহিত
পদ্মাবতীসুত অতিশয় ধীর।
ঘন ঘন কম্পত জনু মর্ম্মাবলী
লসত পুলকাকুল ললিত শরীর॥
ছুটি পড়ত উর- হার চারু কচ-
ভূষণ বসন ন সম্বরু তায়।
গৌরবরণ বয় তাকর অলখিত
বুঝি তুরিতহি সব লৈত চুরায়॥
উপজত কত আনন্দ চিত্ত মধি
ঝর ঝর ঝরত সুলোচন-লোর।
ও মুখচন্দ- সুধাতি পান করি
বমন করত বুঝি লুব্ধ চকোর॥
অঙ্গুরি-পর ভর করি রহু ঠাটহি
ঊর্দ্ধ করত কর-যুগ অনুপাম।
কনক-ধরাধর ধরণী ত্যজি বুঝি
গগন গমন করু ভণ ঘনশ্যাম॥

৮০ পদ। বেলোয়ার।

অপরূপ পহুঁক প্রেম বলিহারি।
গর গর অন্তর তরল অঙ্গ-গতি
অথির চরণ ধৃতি ধরণ না পারি॥ ধ্রু॥
দূরহি দূর অব- লকি তুরিত গতি
আওল নিয়ড়ে সুঘড় অভিরাম।
অধিক অবশ বশ নাহি বসন পবি-
তাকর কক্ষে ধরল কর বাম॥
গৌরক মুখচন্দ নিরখি ঘন হাসত
মৃদু মৃদু অধর উজোর।
অনুপম ভঙ্গী ভূরি শোভা শুভ
শারদবরণ শকত নাহি থোর॥
ইহ নিতাই বিনু গৌর-বিমলপাদপদ্ম
পাওব বলি ধো করু আশ।
সো ত্রিজগত মধি মূরুখ এক সব
বিফল নিচয় ভণ নরহরি দাস॥

৮১ পদ। বেলোয়ার।

বিলসে নিতাইচাঁদ রসভূপ।
অরুণ মিলিত কল- কাচন কুঙ্কুম-
পুঞ্জ-গঞ্জি জগবঞ্চন রূপ॥ ধ্রু॥
ঝলমল অঙ্গ- বলনি অতি অদভুত
কোমল শিরীষ-কুসুম বহুদূর।
কুলবতী যুবতী ধরমভয়-ভঞ্জন
তনু-সৌরভ দশ দিশ ভরি পূর॥
মধুরিম অধরে মধুর মৃদুহাসি
বরিষে সুধা বিধুবদন উজোর।
মোতিমদাম দমন দ্যুতি দশনক
বসন সুরুচির চিবুক চিতচোর॥
বিমল বিশাল কমলদললোচন
ডগমগ রঙ্গে ভঙ্গী কত ভাতি।
বঙ্কুর ভুরুবর বক্র অতনু ধনু
নিন্দই ভুজগ ভৃঙ্গকুল পাঁতি॥
তিলকিত ভাল চপল শ্রুতিকুণ্ডল
নাসা গরুড় চঞ্চু-রুচিকারী।
সুগঠন গণ্ড গীম গরবিত গুরু
ভুজযুগ দ্বিরদ শুণ্ড মদহারী॥
ত্রিভুবনবিজয় বক্ষ বর পরিসর
কঠিন কপাট কি পটতর হোয়।
নাভি সরসি শৈবাল লোম লস
ত্রিবলি ত্রিবেণী কো ধরু ধৃতি জোয়॥
ধৈরজ ধরি কো সিরজিল সুন্দর
কেশরী গরব খরব কটি ক্ষীণ।
জন-মননয়ন লোভায়ত অপরূপ
পহিরণ নীলবসন অতি চীন॥
পীন জঙ্ঘযুগ মৃদুল সুশোভিত
গুরু উরু পর্ব্ব সুখদ পরকাশ।
রাতুল চরণ চারু নখ কিরণ
এ নরহরি হৃদয়ক তম করু নাশ॥

দ্বিতীয় উচ্ছাস ।

অদ্বৈতাচার্য্য ।

১পদ । ধানশী ।

জয় জয় অদভূত, সো পহুঁ অদ্বৈত, সুরধুনী সন্নিধানে ।
আঁখি মুদি রহে, প্রেমে নদী বহে, বসন তিতিল ঘামে ॥
নিজ পহুঁ মনে, ঘন গরজনে, উঠে জোড়ে জোড়ে লম্ফ ।
ডাকে বাহু তুলি, কাঁদে ফুলি ফুলি, দেহে বিপরীত কম্প ॥
অদ্বৈত হুঙ্কারে, সুরধুনীতীরে আইলা নাগররাজ ।
তাহার পিরীতে, আইলা তুরিতে, উদয় নদীয়া মাঝ ॥
জয় সীতানাথ, করল বেকত, নন্দের নন্দন হরি ।
কহে বৃন্দাবন, অদ্বৈতচরণ, হিয়ার মাঝারে ধরি ॥

২ পদ । তুড়ী ।

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময় ।
যার হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয় ॥
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণাসাগর ।
যার প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গ নাগর ॥
যাহারে করুণা করি কৃপা দিঠে চায় ।
প্রেমরসে সেজন চৈতন্যগুণ গায় ॥
তাহার পদেতে যেবা লইল শরণ ।
সেজন পাইল গৌরপ্রেম মহাধন ॥
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলুঁ ।
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িলু ॥

৩ পদ । আশাবরী ।

জয় অদ্বৈত দয়িত, করুণাময়, রসময় গৌরাঙ্গরায় ।
নিত্যানন্দ চন্দ্র, কন্দ যছু মানস, মানুষ সো করুণায় ॥
অজভব দেব, দেবগণ-বন্দিত, যছু সহ একপরাণ ।
সুরমুনিগণ, নারদ শুক সুরসুত, যাক মরম নাহি জান ॥
দেখ দেখ, দীন দয়াময় রূপ ।
দরশনে তুরিত দূর করু দুরজনে, দেয়ত প্রেম অনুপ ॥ ধ্রু ॥
অখিল জীবন জন, নিমগন অনুখন, বিষয় বিষানল মাহ ।
যাক কৃপায়ে সোই অব জনে জনে, প্রেম করুণা অবগাহ ॥
ঐছন পরম, দয়াময় পহুঁ মোর, সীতাপতি আচার্য্য ।
কহ শ্যামদাস, আশ পদপঙ্কজ, অনুখন হউ শিরোধার্য্য ॥

৪ পদ । ভূপালী ছুটা ।

অদ্বৈত আচার্য্যগুণ কে কহিতে পারে ।
যে আনিল গৌরচন্দ্র জগত মাঝারে ॥
হুঙ্কার করি তুলসী দেয় বারে বারে ।
নবদ্বীপে গৌর আনি তারিল সংসারে ॥
নিত্যানন্দ আসি মিলে প্রভুর আগারে ।
তিনজন এক ভাবে নাচয়ে অপারে ॥
হরিবোল হরিবোল ভাবেতে উচ্চারে ।
আবেশে পড়িলে ভূমে একে ধরে আরে ॥
আনন্দ উৎসব করে ভক্তে ঘরে ঘরে ।
সঙ্কর্ষণ পহুঁ পাছে ফিরে দ্বারে দ্বারে ॥

৫ পদ । বেলোয়ার ।

রজনী প্রভাত প্রভাকর সম
অদ্বৈত মহাশয় পরম উল্লাস ।
করত কক্ষযুগ বাদ্য নিরন্তর
গৌর মুখচন্দ্র প্রকাশ ॥
তুন্দিল দেহ দিশা জয়কৃত অতি
শোভিত তহি নব পুলক বিরাজ ।
হাতি উতি করত গতাগতি অদভুত
অধিক মত্ত জিতি কুঞ্জররাজ ॥
লহু লহু হসত লসত দশনাবলী
শ্বেত কিরণ নিকসত অনিবার ।
অপরূপ কুন্দ- কুসুম চহু দিশ বুঝি
বরষত সুঘড় লোভ রিঝআর ॥
টলমল নয়ন- যুগল জল ছল ছল
চরত চারু বারণ নাহি মানি ।
মুক্তদাম সদৃশ করু ঝলমল
নরহরি পহুঁক পরাঅব জানি ॥

৬ পদ । যথারাগ ।

সীতাপতি অতিশয় সুখে ভোর ।
মনহি বিচার করত মৃদু হসি হসি
ঐছে মদন-মদ ন রহল থোর ॥ ধ্রু ॥

অতি অপরূপ ইহ গৌরবরণ বর
মাদক অমৃত অলপ করি পান।
মাতল ত্রিজগত সকল বিসারল
সার করল সচী-তনয়-পরাণ ॥
জনমন-প্রবল তাপ তমহারণ
করুণালয় সুপারিষদ চন্দ।
দুঃখ শবদ মহি হোত শ্রবণগত
ভবন ভুবন মধি অধিক আনন্দ ॥
মিটল হরষ বিপরীত ভেল
অব পরিকর সহ কুণ্ঠিত কলিপাপ।
হরি হরি কো অধিকার হীন করু।
নরহরি ভণ পহুঁ তব পরতাপ ॥

৭ পদ। যথারাগ।

অচ্যুত-জনক জনাশ্রয় জগমধি
বিদিত উদার দীন-দুঃখহারী।
করতহি কত কত মনহি মনোরথ
অধীর হোত পুন রহত সম্ভারী ॥
প্রবল লোভ বক্ষ সম নিঃশঙ্কহি
রজনী করেণ সহিত দ্বিজরাজ।
লোচন পন্থে লেই বহু যতনহি
বৈঠায়িল হিয়-আসন মাঝ ॥
ভাব কদম্ব কুসুম দেই পূজত
তনু মন নিরমঞ্ছন করু তায়।
জয় জয় শবদ উচরি অলখিত মৃদু
নাচত জন মন লেত চোরায় ॥
খণে খণে জিতলু জিতলু বলি প্রফুল্লিত
আপহিআপ দরশরস ভোর।
অনুপম ভঙ্গী নিরখি নরহরি
হরিদাস আদি সুখ কো করু ওর

৮ পদ। যথারাগ।

পেখনু পহুঁ অদ্বৈত মূরতিবর
কো সিরজল কছু বুঝন ন গেল।
চম্পক শোণ কুসুমচয় কি এ
প্রতি অঙ্গে অনঙ্গশরণ বুঝি নেল ॥
বিকশিত কুঞ্জ বিপিন মদভঞ্জন
মঞ্জু বদন মৃদু মধুরিম হাস।
অধর সুরঙ্গ রঙ্গকর নিরুপম
কনকজ্যোতি অতুল পরকাশ ॥
লোচন বিমল বিশাল সুরসময়
ভঙ্গী ভুবন জয় ভরু রুচিকারী।
নাসা সরস ভাল ললিত শ্রুতিগণ্ড
কনক মুকুর দরপহারী ॥
সুগঠন কণ্ঠ কম্বু সম সুন্দর
ভুজযুগ জানুবিলম্বিত চারু।
ঝলমল পীন বক্ষ পরিসর হেরি
ধৈরজ ধরইতে শকতি ন কারু ॥
অপরূপ নাভি গভীর সুতনুরুহ
কপূরবল্লী জনু শোহত অশেষ।
চীন বসন পহিরণ সুরীতি অতি
বিলসিত সিংহদমন কটিদেশ ॥
উলট কদলি উরু পরম মনোহর
সুখদ সুগুলফযুগল অনুপাম।
পদতল অরুণ কমলকুলদল লয়ে
নখমণি কিরণ নিছনি ঘনশ্যাম ॥

৯ পদ। কামোদ বা বেলাবলী।

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ভূপ মোর।

গৌরপ্রেমভরে গর গর অন্তর
অবিরত অরুণ নয়ানে ঝরে লোর ॥ধ্রু॥
পুলকিত ললিত অঙ্গ ঝলমল কত
দিনকর-নিকর নিন্দি বর জ্যোতি।
কুঞ্জরগমন দমন মনোরঞ্জন
হসত সুলসত দশন জনু মোতি ॥
সিংহগরবহর গরজত ঘন ঘন
কম্পিত কলি দূরে দুরজন গেল।
প্রবল প্রতাপে তাপত্রয় কুণ্ঠিত
জগজন পরম হরিষহিয়া ভেল ॥

করুণা-জলধি উমড়ি চহুঁ দিশ
পামর পতিত ভকতিরসে ভাসি।
নরহরি কুমতি কি বুঝব রঙ্গ
নব গৌরচরিত গুণ ভুবনে প্রকাশি॥

১০ পদ। কামোদ।

শ্রীঅদ্বৈত গুণমনি সকল রসের খনি
নাভাগর্ভে জনম লভিলা।
জন্ম নবগ্রাম বঙ্গে তথা বিলাসিয়া রঙ্গে
কিছু দিনে শান্তিপুরে আইলা॥
পিতা মাতা অদর্শনে গিয়া তীর্থপর্য্যটনে
আসিয়া রহিলা শান্তিপুরে।
হৈয়া শ্রীসীতার পতি কত তপ করি নিতি
আনিলেন কৃষ্ণ হলধরে॥
নদীয়া বিহার দেখি সদা জুড়াইলা আঁখি
নাচিলা কীর্ত্তনে নানা ছাঁদে।
আপনার ঘরে পাঞা সেবিলা আনন্দ হৈয়া
ন্যাসী-শিরোমণি গোরাচাঁদে॥
নীলাচলে পহুঁ স্থিতি তথা কৈলা গতাগতি
সবে মাতাইলা গোরা গুণে।
দাস নরহরি কয় শ্রীঅদ্বৈত দয়াময়
এ যশ ঘোষয়ে ত্রিভুবনে॥

১১ পদ। কামোদ।

শান্তিপুরপতি পরম সুন্দর, চরিত বর লীলা যাত।
ভাবভরে অতি মত্ত অনুখন, বিপুল পুলকিত গাত॥
প্রবল কলিমদ-দমন ঘন ঘন, ঘোর গরজি বিভোর।
গৌরহরি হরি ভণত কম্পই, গিরত সহচর কোর॥
অবনী ঘন গড়ি যাত নিরুপম ধূলিধূসর দেহ।
কুঞ্জ লোচন ঝরই ঝরঝর জনু স শাওন মেহ॥
দীন দুখিত নেহারি করু করুণা ভুবনে পরচার।
দাস নরহরি পহুঁক বলি বলিহারি পরম উদার॥

১২ পদ। কর্ণাট।

শ্রীমদ্ অদ্বৈত মুদসূদন গুণভূপ।
কনক-ভূধর-গরবহারী বররূপ॥
ঝলকত সুললিত অবিরল পুলক পাঁতি।
সঘনে গরজত গৌরপ্রেমরসে মাতি॥
বিদিত ব্রহ্মাণ্ড মধি বিক্রম অপার।
প্রবল পাষণ্ডকুল দলই অনিবার॥
ভবভয়বিভঞ্জন মহাকরুণ-ধাম।
পতিতপাবন পহুঁক নিছনি ঘনশ্যাম॥

১৩ পদ। ধানশী।

জয় দেবদেব মহেশ্বর রূপ।
অদ্বৈত আচার্য্য লীলারসভূপ॥
যার হুহুঙ্কারে গৌরাঙ্গ প্রকাশ।
যার লাগি গৌর লীলাবিকাশ॥
শুক্লা সপ্তমীতে শুভ মাঘ মাসে।
জনমিলা জেহ কুবের ঔরসে॥
নাভানন্দন শ্রীমদদ্বৈত পহুঁ।
দাস নরহরি পদে মতি রহু॥

১৪ পদ। ভূপালী।

জয় জয় সীতাপতি পহুঁ মোর।
কনকাচল জিনি মূরতি উজোর॥
অবিরত গৌর প্রেমরসে মাতি।
ঝলমল অবিরল পুলক পাঁতি॥
গর গর অঙ্গ অথির অনিবার।
ঝরই নয়ন জনু সুরধুনীধার॥
হসই মধুর মৃদু গদ গদ বাণী।
জপই কি কোউ মরম নাহি জানি॥
দীনহীন পামর পতিত নেহারি।
করই কোরে ভুজযুগল পসারি॥
বিরত সেই রতন অনুপাম।
বঞ্চিত করমদোষে ঘনশ্যাম॥

১৫ পদ। গুজ্জরী।

কি ভাবে বিভোর মোর অদ্বৈত গোসাঞী রে,
ও দুটী নয়ানে বহে লোরা।
মধুর মধুর হাসি ও চাঁদবদনে রে
সঘনে বলয়ে গোরা গোরা॥

শিরীষ কুসুম জিনি তনু অনুপাম রে,
বিপুল পুলক তাহে শোহে।
কি ছার কুঞ্জরগতি অতিশয় শোভা রে,
ভঙ্গীতে ভুবনমন মোহে॥
শিরেতে সুন্দর শিখা পবনে উড়ায় রে,
মালতীর মালা গলে দোলে।
আজানুলম্বিত দুটী বাহু পসারিয়া রে,
পতিতে ধরিয়া করে কোলে॥
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম ভকতি রতন রে,
জনে জনে যাচে কত রূপে।
নরহরি হেন কৃপাময় প্রভু পাঞা রে,
না ভজি মজিল ভবকূপে॥

১৬ পদ। ধানশী।

নাচয়ে অদ্বৈত প্রেমরাশি।
গোরাগুণগরবে না জানে দিবানিশি॥
গোরা গোরা বলিতে কি সুখ।
বিহরে মাগয়ে কত লাখ লাখ মুখ॥
গোরা বলি মারে মালসাট।
ভয়ে কাঁপে কলি পলাইতে নাহি বাট॥
গোরা নামে কি ভাব হিয়ায়।
পুলক-বলিত তনু সঘন দোলায়॥
পরিকর সে না রসে মাতি।
গায় গোরাচাঁদের চরিত কত ভাতি॥
কিবা খোল করতাল ধ্বনি।
কুলের বৌহারি কাঁদে সে শবদ শুনি॥
ভুবন ভরিল ওনা যশে।
দীনহীন পতিত পামর প্রেমে ভাসে॥
নরহরি জীবনে কি সুখ।
হেন দয়াময় পহুঁ চরণে বিমুখ॥

১৭ পদ। কামোদ।

দেখ মোর অদ্বৈত গুণনিধি।
না জানিয়ে কত সাধে সুধা দিয়া এ তনু গঠিল বিধি॥ধ্রু॥
কনক কেতকী কুমকুম্ জিনি, সুচারু রূপের ছটা।
গর গর গোরাপ্রেমে অতিশয় শোভয়ে পুলক ঘটা॥
নিরুপম বিধুবদন ঝলকে ঘন গোরা গোরা বুলি।
দুনয়নে ধারা বহে অবিরত, নাচয়ে দুবাহু তুলি॥
পতিত পামরে ধরি করে কোরে অমূল রতন যাচে।
নরহরি পহুঁ বিনে কি এমন দয়ালু ভুবনে আছে॥

১৮ পদ। আশাবরী।

দেখ অদ্বৈত গুণের মণি।
ভকতি রতন করি বিতরণ
জগতে করয়ে ধনি॥
কিবা ভাবে পুলকিত হিয়া।
গোরা গোরা বুলি নাচে ভুজ তুলি
ঘন কাঁখতালি দিয়া॥
দুটী নয়নে আনন্দধারা।
পুলক বলিত তনু সুবলিত
ঝলকে কনক পারা॥
মুখে ঝরয়ে অমিয়ারাশি।
কি নব ভঙ্গীতে চাহে চারি ভিতে
মধুর মধুর হাসি॥
পহুঁ বেড়ি পরিকর সাজে।
মধুর সুস্বরে গায় ধীরে ধীরে
খোল করতাল বাজে॥
তাহা শুনি কে ধৈরজ বাঁধে।
দীন হীন যত তাঁরা উনমত
নরহরি পড়ু ধাঁদে॥

১৯ পদ। সুহই।

কি ভাবে অদ্বৈতচাঁদ অদ্ভুত লম্ফ দেই বীরদাপে।
হুঙ্কার গর্জ্জন করে ঘন ঘন ভয়েতে পাষণ্ড কাঁপে॥
অট্ট অট্ট হাসে কি রস প্রকাশে, কেহ না পায় রে থা।
অরুণ-নয়ানে চায় চারি পানে, পুলকে ভরয়ে গা॥
ভুবনমোহন গোরা গুণগণ, শুনয়ে যাহার মুখে।
দুবাহু পসারি তারে কোরে করি, নাচয়ে পরম সুখে॥

পদতল তালে, মহীতল হালে, ভঙ্গী কি উপমা তায়।
নিজ বাহু বলে, বলী কলিকালে, ঘনশ্যাম যশ গায়॥

২০ পদ। টৌরি।

অদ্বৈত গুণমণি অবনী করু ধনি
ভকতিধন ঘন বিতরণে।
সঙ্গেতে প্রিয়গণ আনন্দে নিমগন
নাচয়ে গোরাগুণ কীরতনে॥
কি নব ভঙ্গিভরে মদন-মদ হরে
ঝলকে নিরুপম রুচি ছটা।
শিরীষ ফুল জিনি মৃদুল তনুখানি
তাহে বিপুল পুলকের ঘটা॥
তিলক শোভে ভালে মালতীমালা গলে
দোলয়ে যজ্ঞসূত্র নেত্রলোভা।
অতুল ভুজ তুলি ফিরয়ে হেলি দুলি
চরণ চারু চাহনি কি শোভা॥
সঘনে গৌরহরি বোলয়ে উচ্চ করি
ঝরয়ে সুধা জানি মুখচাঁদে।
করুণ চাহনিতে কে পারে থির হৈতে
পতিত নরহরি হেরি কাঁদে॥

২১ পদ। ধানশী।

সীতানাথ মোর অদ্বৈতচাঁদ। প্রেমময় মহা মোহনফাঁদ॥
যাহার হুঙ্কারে প্রকট গোরা। নিত্যানন্দ সহ আনন্দে ভোরা॥
অনুপম গুণ করুণা-সিন্ধু। পতিত অধম জনার বন্ধু॥
ত্রিজগতে মাঝে দ্বিতীয় ধাতা। সংকীর্ত্তন ধন দুলহ দাতা॥
ব্রজলীলারসে ভাসিবে যে। অচ্যুতজনকে ভজুক সে॥
নরহরি পহুঁ যে নাহি ভজে। সেই অভাগিয়া ভুবন মাঝে॥

২২ পদ। আশাবরী।

আজু সীতাপতি অদ্বৈত নাচয়ে গোপী ভাবে অতি মধুর ছাঁদে।
বিপুল পুলকময় হেমতনু শোভা হেরি কেবা ধৈরজ বাঁধে॥
বারিজ-নয়নে বহে বারিধারা, নারে নিবারিতে না রহে ধৃতি।
লহু লহু হাসিমাখা মুখখানি ঝলমল করে চন্দ্রমা জিতি॥
ভুজ ভঙ্গী করু ধরু পদতল তালে টলমল করয়ে মহী।
মন্দ মন্দ কিবা মৃদঙ্গ মন্দিরা বায় কেহ কেহ চৌদিকে রহি॥
মনের উল্লাসে প্রিয়গণ গায় সে চারু চরিত অমিয়া ঝরু।
ভণে ঘনশ্যাম-গুণে কেবা ঝুরে, জয় জয় রবে ভুবন ভরু॥

২৩ পদ। মায়ূর।

মাঘে শুক্লাতিথি, সপ্তমীতে অতি, উথলয়ে মহা আনন্দ-সিন্ধু।
নাভাগর্ভ ধন্য, করি অবতীর্ণ, হৈল শুভক্ষণে অদ্বৈত-ইন্দু॥
কুবের পণ্ডিত, হৈয়া হরষিত, নানা দান দ্বিজ দরিদ্রে দিয়া।
সূতিকামন্দিরে, গিয়া ধীরে ধীরে, দেখি পুত্রমুখ জুড়ায় হিয়া॥
নবগ্রামবাসী, লোক ধাঞা আসি, পরস্পর কহে না দেখি হেন।
কিবা পুণ্যফলে, মিশ্র বৃদ্ধকালে, পাইলেন পুত্ররতন যেন॥
পুষ্পবরিষণ, করে সুরগণ, অলখিত রীতি উপমা নহ।
জয় জয় ধ্বনি ভরল অবনী, ভণে ঘনশ্যাম মঙ্গল বহ॥

২৪ পদ। ভূপালী।

মাঘ সপ্তমী শুক্লপক্ষ শুভক্ষণ ক্ষণ ভূরী।
প্রকট প্রভু অদ্বৈত সুন্দর কয়ল কলিমদ দূরি॥
ধাই চলু সব লোক পৈঠি কুবেরভবন মাঝার।
বিপুল পুলক নিরখি বালক দেত জয় জয়কার॥
ভাটগণ ঘন ভণত যশ গায়ত গুণী মুদমাতি।
সুঘড় বাদকবৃন্দ বায়ত বাদ্য কত কত ভাঁতি॥
করত নর্ত্তক নৃত্য উঘটত, থৈতা তক তক থোন।
দীন নরহরি পহুঁক জনম বিলস বরণব কোন॥

২৫ পদ। সিন্ধুড়া।

এ তিন ভুবন মাঝে অবনীমণ্ডল সাজে
তাহে পুন অতি অনুপাম।
শোক দুঃখ তাপত্রয় যার নামে শান্ত হয়
হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম॥
কুবের পণ্ডিত তায় শুদ্ধসত্ত্ব দ্বিজরায়
নাভা দেবী তাহার গৃহিণী।
শান্তিপুরে করে স্থিতি কৃষ্ণপূজা করে নিতি
ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী॥
কলিহত জীব দেখি মনোদুঃখ পায় অতি
ভক্তে আরাধিয়া ভগবান্।
সেই আরাধন কাজে নাভা দেবী গর্ভমাঝে
মহাবিষ্ণু কৈলা অধিষ্ঠান॥

মাঘমাস শুভক্ষণে শুক্লা সপ্তমী দিনে
অবতীর্ণ হৈলা মহাশয়।
দেখিয়া পণ্ডিত অতি হৈলা হরষিত মতি
নয়নে আনন্দধারা বয়॥
আচম্বিতে জগজ্জনে আনন্দ পাইল মনে
কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে।
এ বৈষ্ণবদাস বলে উদ্ধার হইয়া হেলে
পতিত পাষণ্ডী দীনহীনে॥

২৬ পদ। কল্যাণ।

কুবের পণ্ডিত অতি হরষিত দেখিয়া পুত্রের মুখ।
করি জাতকর্ম্ম যে আছিল ধর্ম্ম বাড়য়ে মনের সুখ॥
সব সুলক্ষণ বরণ কাঞ্চন কনক-কমলশোভা।
আজানুলম্বিত বাহু সুবলিত জগজন-মনোলোভা॥
নাভি সুগভীর পরম সুন্দর নয়নকমল জিনি।
অরুণ চরণ নাম দরপণ জিনি কত বিধুমণি॥
মহাপুরুষের চিহ্ন মনোহর দেখিয়া বিস্মিত সবে।
বুঝি ইহা হৈতে জগত তরিবে এই করে অনুভবে॥
যত পুরনারী শিশুমুখ হেরি আনন্দ-সাগরে ভাসে।
না ধরয়ে হিয়া পুন পুন গিয়া নিরখয়ে অনিমিষে॥
তাহার মাতারে করে পরিহারে কহে হেন সুত যার।
তার ভাগ্যসীমা কি দিব উপমা ভুবনে কে সম তার॥
এতেক বচন সব নারীগণ কহে গদ গদ ভাষা।
জগততারণ বুঝল কারণ দাস বৈষ্ণবের আশা॥

২৭ পদ। আশাবরী।

জয় অদ্বৈত করুণাময় রসময় গৌরাঙ্গ রায়।
নিত্যানন্দ যছু মানস মানুষ সো করুণায়॥
অজ-ভব-দেব-দেবগণ বন্দিত যছু সহ একপরাণ।
সুর মুনিগণ নারদ শুক সুরসুত যাক মরম নাহি জান॥
দেখ দেখ দীন দয়াময়রূপ।
দরশনে তুরিত দূর কর দুই জনে দেয়ত প্রেম-অনুপ॥ধ্রু॥
অখিল জীবন জন নিমগন অনুক্ষণ বিষয়-বিষানল মাহ।
যাক কৃপায় সোই অব জনে জনে প্রেমকরুণা অবগাহ॥
ঐছন পরম দয়াময় পহুঁ মোর সীতাপতি আচার্য্য।
কহ শ্যামদাস আশ পদপঙ্কজ অনখন হও শিরোধার্য্য॥

২৮ পদ। সুহই।

বিষয়ে সকলে মত্ত নাহি কৃষ্ণনাম তত্ত্ব
ভক্তিশূন্য হইল অবনী।
কলিকাল-সর্পবিষে দগ্ধ জীব মিথ্যারসে
না জানয়ে কেবা সে আপনি॥
নিজ কন্যা-পুত্রোৎসবে মাতিয়া আছয়ে সবে
নাহি অন্য শুভ কর্ম্মলেশ।
যক্ষ পূজে মদ্যমাংসে নানারূপ জীব হিংসে
এই মত হৈল সর্ব্বদেশ॥
দেখিয়া করুণা করি কমলাক্ষ নাম ধরি
অবতীর্ণ হৈলা গৌড়দেশে।
ব্রজরাজকুমার সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার
করাইব এই অভিলাষে॥
সর্ব্ব আগে আগুয়ান জীবেরে করিয়া ত্রাণ
শান্তিপুরে হইলা প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে সবে কৃষ্ণ নাম পাবে
কহে দীন বৈষ্ণবের দাস॥

২৯ পদ। ভাটিয়ারি।

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য মহাশয়।
অবতীর্ণ হৈলা জীবে হইয়া সদয়॥
মাঘ মাস শুক্লা পক্ষ সপ্তমী দিবসে।
শান্তিপুর আসি প্রভু হইলা প্রকাশে॥
সকল মহান্ত মাঝে আগে আগুয়ান।
শিশুকালে থুইলা পিতা কমলাক্ষ নাম॥
কলিকাল সাপে জীবে করিল গরাস।
দেখি বিষ বৈদ্যরূপে হইলা প্রকাশ॥
যাহার হুঙ্কারে গোরা আইলা অবনী।
বৈষ্ণব মরিবে তার লইয়া নিছনি॥

৩০ পদ। তুড়ী।

নাস্তিকতা অপধর্ম্ম জুড়িল সংসার।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কোথা আর।
দেখিয়া অদ্বৈত প্রভু বিষাদিত হৈলা।
কেমনে তরিবে জীব ভাবিতে লাগিলা॥

নেত্র বুজি তুলসী প্রদানি বিষ্ণুপদে।
হুঙ্কারি দিলেন লম্ফ আচার্য্য আহ্লাদে॥
জিতিলুঁ জিতিলুঁ মুখে বলে বার বার।
জীব নিস্তারিতে হবে গৌর অবতার॥
এ কথা শুনিয়া নাচে সাধু হরিদাস।
লোচন বলে খসিল জীবের মোহপাশ॥

৩১ পদ। তুড়ী।

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়।
যার হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয়॥
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণা-সাগর।
যার প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গ নাগর॥
যাহারে করুণা করি কৃপাদৃষ্টে চায়।
প্রেমবশে যেজন চৈতন্যগুণ গায়॥
তাহার পদেতে যেবা লইলা শরণ।
সেজন পাইলা গৌরপ্রেম মহাধন॥
এমন দয়ার নিধি কেন না ভজিনু।
লোচন বলে নিজমাথে বজর পাড়িনু॥

৩২ পদ। ধানশী।

একদিন কমলাক্ষ কন হরিদাসে।
আইলাম অবনীতে যেই অভিলাষে॥
বহু বর্ষ গত হৈল না পূরিল আশ।
সাধনা বিফল ভেল হইনু নৈরাশ॥
বৈকুণ্ঠবিহারী মোরে কৈলা নিজ মুখে।
পাপভারাক্রান্ত মহী জীব কাঁদে দুখে॥
জীবদুখ নাশিবারে যাইব অবনী।
অগ্রে পদার্পণ তথা করহ আপনি॥
প্রভুর সে অঙ্গীকার বুঝি ব্যর্থ হৈল।
মোর দ্বারে জীবদুঃখ বুঝি না ঘুচিল॥
কানু কহে মিথ্যাবাদী পহুঁ কভু নয়।
অবশ্য জীবের ভাগ্যে হইবা উদয়॥

৩৩ পদ। ধানশী।

চৌদ্দশত সাত শাকে পূর্ণিমা দিবসে।
চন্দ্রগ্রহণের কালে ফাল্গুনের মাসে॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু ভক্তিযুক্ত মনে।
গঙ্গাতে তুলসী পত্র করিছে প্রদানে॥
অকস্মাৎ উঠে নাড়া করিয়া হুঙ্কার।
হরিদাস সচকিত দেখি ভঙ্গী তার॥
আনিলুঁ আনিলুঁ গৌর আনিলুঁ নদীয়া।
ইহা বলি নৃত্য করে আনন্দে মাতিয়া॥
জানিলেন হরিদাস গৌরাঙ্গজনম।
আনন্দে উন্মত্ত কানু বুঝিয়া মরম॥

৩৪ পদ। ধানশী।

সীতানাথ, সীতানাথ, আনন্দে বিভোর।
হুঙ্কার, অনিবার, ঝরে নেত্রলোর॥
তুজনেতে, বদনেতে, বলে দুঃখ দূর।
জীবতরে, নৈদাপুরে, আসিবেন গৌর॥
সব দিকে, একে একে, দেখে সুমঙ্গল।
স্ত্রীপুরুষে, হেসে হেসে, সুখেতে বিহ্বোল॥
ত্রিলোচন, হর্ষমন, বলে ভালে ভাল।
অবতীর্ণ, শ্রীচৈতন্য, ঘুচিবে জঞ্জাল॥

৩৫ পদ। মঙ্গল।

অদ্বৈত বন্দিব শিরে যে আনিল ধীরে ধীরে
মহাপ্রভু অবনী মাঝার।
নন্দের নন্দন যে শচীর নন্দন সে
নিত্যানন্দচাঁদ সখা যার॥
প্রভু মোর অদ্বৈত গোসাঞী।
উত্তম অধম জনে তরাইলা ভক্তিদানে
এমন দয়াল দাতা নাই॥ ধ্রু॥
উত্তম অধম মেলি করাইলা কোলাকুলি
অন্ধ বধির যত আছে।
পঙ্গুরা চলিল ধাঞা হরি হরি বোলাইয়া
দুবাহু তুলিয়া তারা নাচে॥
প্রেমের বন্যা নিতাই হৈতে অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে
চৈতন্য বাতাসে উথলিল।

আকাশে লাগিয়ে ঢেউ স্বর্গে নাহি বাঁচে কেউ
সপ্ত পাতাল* ভেদি গেল ॥
ডুবিল যে নাগলোক নরলোক সুরলোক
গোলোক ভরিল প্রেমবন্যা।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ হাসে কেহ ধায়
বিশেষে ধরণী হৈলা ধন্যা ॥
হেন লীলা করে যেই অদ্বৈত আচার্য্য সেই
অনন্ত অপার রসধাম।
এমন প্রেমের বন্যা স্থাবর জঙ্গম ধন্যা
বঞ্চিত হইল বলরাম ॥

৩৬ পদ। সুহই।

ভাবের আবেশে বহু সীতাপতি মোর পহুঁ
যোগাসনে বসিয়া আছিলা।
হঠাৎ কি ভাব মনে হুহুঙ্কার গরজনে
অকস্মাৎ উঠি দাণ্ডাইলা ॥
আনিয়াছি আনিয়াছি অবনীমণ্ডলী।
জগত তারিবে যেই নদীয়া উদয় সেই
ইহা বলি নাচে বাহু তুলি ॥ ধ্রু ॥
তাঁহার উদণ্ড নৃত্যে ভূকম্পন হইল মর্ত্ত্যে
ধরণী ধরিতে নারে ভার।
শান্তিপুরনাথ সঙ্গে নরনারী নাচে রঙ্গে
যেন ভেল আনন্দ-বাজার ॥
অদ্বৈতের হুহুঙ্কারে সপ্ত সর্গ + ভেদ কৈরে
পরব্যোমে লাগিল ঝঙ্কার।
মহাপ্রভু-আগমন জানিলেক ত্রিভুবন
বলরামের আনন্দ অপার ॥

৩৭ পদ। ধানশী।

নাচে রে অদ্বৈত ঘুরি ঘুরি নাচে।
গৌর নিতাই আগে রাখি নাচে পাছে পাছে ॥
ঠমকে ঠমকে নাচে কটি দোলাইয়া।
ক্ষণে ক্ষণে নাচে পহুঁ গালে হাত দিয়া ॥
ক্ষণে তালে তালে বুড়া অঙ্গুলি নাচায়।
ক্ষণে করতালি দিয়া তাল ধরে পায় ॥
উদ্দণ্ড করয়ে নৃত্য ঊর্দ্ধবাহু করি।
ক্ষণে নাচে দুই করে কটি আটি ধরি ॥
কাঁকালি করিয়া বাঁকা ক্ষণে নাচে বুড়া।
বহির্ব্বাস খুলি মাথে ক্ষণে বাঁধে চূড়া ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা করি ক্ষণেকে দাঁড়ায়।
ক্ষণে ভূমিকম্প করি লম্ফে ঝম্পে যায় ॥
কভু চীৎভাবে বুড়া বাঁকা হইয়া পড়ে।
কভু নব ভঙ্গী করি হাতে পদ ধরে ॥
নৃত্য দেখি গৌর নিতাই হাসিতে লাগিল।
গোকুলানন্দের মনে আনন্দ বাড়িল ॥

৩৮ পদ। কামোদ।

পরম মঙ্গলকন্দ অদ্বৈত আচার্য্য চন্দ
জয় জয় পহুঁ সীতানাথ।
জয় শান্তিপুর-রায় অবতরি করুণায়
বিহরহ নিজবৃন্দ সাথ ॥
গুণ কি কহিব ওরে ভাই।
প্রেমধনবিতরণে কত শত জীবগণে
ধনি কৈলা কৃপাদিঠে চাই ॥ ধ্রু ॥
প্রতিজ্ঞা করিলা মনে দীনহীন-অকিঞ্চনে
আচণ্ডাল করিয়া উদ্ধার।
নিরমল কিবা তনু অরুণ নয়ান দুহু
করুণায় পরিপূর্ণ যার ॥
উথলিল মহানন্দ অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র
ঘন ঘন পূরে মালসাট।
নিজানন্দ কুতূহলে হুঙ্কার গর্জ্জন করে
উঘারিল প্রেমের কবাট ॥
হেন প্রেম বিলসনে বঞ্চি এ হেন জনে
করুণায় ভরল সংসার।
দঢ়াইনু মনে মনে প্রভু অদ্বৈত বিনে
গোকুলানন্দের-নাহি আর ॥

---

* সপ্ত পাতাল—অতল, বিতল, সুতল, তল, তলাতল, রসাতল, পাতাল।
+ সপ্তস্বর্গ—ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক।

৩৯ পদ। ধানশী।

গৌর আনিলুঁ আনিলুঁ বৈলো।
নাচে রে অদ্বৈত পহুঁ দুবাহু তুলে॥
ক্ষণে ক্ষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
নাচে বুড়া মণ্ডলি করিয়া॥
ক্ষণে জোড় করি পদ দুটী।
লাফে লাফে যায় কাঁপাইয়া মাটি॥
ক্ষণে বুড়া চায় আড়ে আড়ে।
গোরা পানে চাহি আঁখি ঠারে॥
মুচকি মুচকি ক্ষণে হাসে।
হাসায় গোকুলানন্দ দাসে॥

৪০ পদ। ধানশী।

কেহ কহে পরম ভাগবত কেহ কহে
পরম উত্তম দ্বিজরাজ।
সকল ভুবন মঙ্গলময় নাম
এই বৈকুণ্ঠ শান্তিপুর মাঝ॥
সীতানাথের অবতার বেদের নিগূঢ়।
আনিয়া চৈতন্য ধনে উদ্ধারিলা ত্রিভুবনে
পরম পাষণ্ডী পাপী মূঢ়॥ ধ্রু॥
ক্ষণে ক্ষণে সোঙরি বৃন্দাবন হুহুঙ্কৃত
কোঁই না বুঝে ইহ রঙ্গ।
ক্ষণে নিরবেদ খেদ ক্ষণে হাসই
ক্ষণে পূজই নিজ অঙ্গ॥
কত কোটি চন্দ্র সুশীতল বিগ্রহ
সঙ্গহি সীতা রাণী।
কলিভব তাপ- নিবারণ ...
শ্যামদাস কহ বাণী॥

৩য় উচ্ছ্বাস।

(পরিকর)

১ পদ। কল্যাণী।

সপ্ত দীপ দীপ্ত করি শোভে নবদ্বীপপুরী
যাহে বিশ্বম্ভর দেবরাজ।
তাহে তাঁর ভক্ত যত তাহাতে শ্রীবাস খ্যাত
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যার কাজ॥
জয় জয় ঠাকুর পণ্ডিত।
যার কৃপালেশমাত্র হৈয়া গৌর-প্রেমপাত্র
অনুপাম সকল চরিত॥ ধ্রু॥
গৌরাঙ্গের সেবা বিনে দেব দেবী নাহি জানে
চারি ভাই[১] দাসদাসী লৈয়া।
সতত কীর্ত্তনরঙ্গে গৌর গৌর ভক্ত সঙ্গে
অহনিশি প্রেম মত্ত হৈয়া॥
যার ভার্য্যা শ্রীমালিনী পতিব্রতা শিরোমণি
যারে প্রভু কহয়ে জননী।
নিত্যানন্দ রহে ঘরে পুত্র সম স্নেহ করে
স্তন ঝরে নেত্রে বহে পানী॥
কভু বা ঈশ্বরজ্ঞানে নতি করে শ্রীচরণে
কভু কোলে করয় লালন।
প্রভুর নৃত্য ভঙ্গ লাগি মৃত পুত্রশোকত্যাগী
শুনি প্রভু করয়ে রোদন॥
ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী বৈষ্ণবমণ্ডলে ধনি
যার পুত্র বৃন্দাবনদাস।
বর্ণিয়া চৈতন্যলীলা ত্রিভুবন উদ্ধারিলা
প্রেমদাস করে যার আশ॥[২]

২ পদ। পাহিড়া।

ধন্য ধন্য বলি মেন চারি যুগ মধ্যে হেন
কলির ভাগ্যে সীমা নাই।

১। চারি ভাই—শ্রীবাস, শ্রীধর, শ্রীরাম, শ্রীপতি।

২। শ্রীল নরহরি সরকার মহাশয়ের একটি পদে আছে,—"নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয়। নব-দ্বীপে নবদ্বীপবেষ্টিত যে হয়।" এই নয়টি দ্বীপ যথা,—অন্তর্দ্বীপ, বা আতোপুর, ইহার মধ্যস্থলে মায়াপুর ছিল। ভারইডাঙ্গাও ইহার অন্তর্গত ছিল। সীমন্তদ্বীপ—সিমলা বা সিমুলিয়া, সরডাঙ্গা আদি ইহার অন্তর্গত। গোদ্রুমদ্বীপ—গাদিগাছা, সুবর্ণবিহার ইহার অন্তর্গত। মধ্যদ্বীপ—মাজিদা, ভালুকাদি ইহার অন্তর্গত। কোলদ্বীপ—বা কুলিয়া পাহাড় তেঘরীর দক্ষিণ, সমুদ্রগড় ইহার অন্তর্গত। ঋতুদ্বীপ—রাহুতপুর, বিদ্যানগর ইহার অন্তর্গত। মোদ্রুমদ্বীপ—মামগাছি, মহৎপুর ইহার অন্তর্গত। জহ্নুদ্বীপ—জাননগর। রুদ্রদ্বীপ—রাজপুর, রুদ্রডাঙ্গা, শঙ্করপুর ও পূর্ব্বস্থলী ইহার অন্তর্ভুক্ত। বোধ হয় পদকর্ত্তা গোদ্রুম ও মোদ্রুম, এই দুইটি পরিত্যাগ করিয়াছেন। কারণ, সাধারণতঃ ইহারা দ্বীপনামে খ্যাত ছিল না।

সুন্দর নদীয়া পুরে মাধব মিশ্রের ঘরে
কি অদ্ভুত আনন্দ বাধাই ॥
বৈশাখের কুহু দিনে জনমিলা শুভক্ষণে
গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর।
শ্রীমাধব রত্নাবতী পুত্রমুখ দেখি অতি
উল্লাসে অধৈর্য্য নিরন্তর ॥
কিবা গদাধরশোভা সভার নয়নলোভা
যেন কত আনন্দের ধাম।
ঝলমল করে বর্ণ জিনিয়া সে শুদ্ধ স্বর্ণ
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অনুপাম ॥
যত নদীয়ার লোক পাসরিয়া দুঃখ শোক
পরস্পর কহে কুতূহলে।
মাধবের কিবা ভাগ্য হৈল যেন রত্ন লভ্য
না জানি কতেক পুণ্যফলে ॥
বিপ্রপত্নীগণ আসি আনন্দ-সাগরে ভাসি
রত্নাবতী মায়ে প্রশংসিয়া।
দেখিয়া সোনার সুতে ধান দুর্ব্বা দিয়া মাথে
আশীর্ব্বাদ করে হর্ষ হৈয়া ॥
গদাধরপ্রভাবেতে বিবিধ মঙ্গল যাতে
বন্দীগণ করে ধাওয়া ধাই।
নরহরি কহে যেন জনমে জনমে হেন
গদাইচাঁদের গুণ গাই ॥

৩ পদ। পঠমঞ্জরি।

জয় জয় পণ্ডিত গোঁসাই।
যার কৃপাবলে সে চৈতন্য গুণ গাই ॥
হেন সে গৌরাঙ্গচন্দ্রে যাহার পিরীতি।
গদাধর প্রাণনাথ যাহে লাগে খ্যাতি ॥
গৌরগত প্রাণ প্রেম কে বুঝিতে পারে।
ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণসেবা যার লাগি ছাড়ে ॥
গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর।
শ্রীরামজানকী যেন এক কলেবর ॥
যেন একপ্রাণ রাধা-বৃন্দাবনচন্দ্র।
তেন গৌর-গদাধর প্রেমের তরঙ্গ ॥
কহে শিবানন্দ পহুঁ যার অনুরাগে।
শ্যামতনু গৌরাঙ্গ হইয়া প্রেম মাগে ॥

৪ পদ। যথারাগ।

গদাধর পরম সুঘড় রসধাম।
রুচির গৌর তনু তনুরুচি রুচিকর
তছু নিরমঞ্ছন করু কত কাম ॥ধ্রু॥
ও মুখকমল কমলবনবিঞ্জিত
সুচারু মকরন্দ সদৃশ মৃদুহাস।
ঘন ঘন নয়ন চষক ভরি ভরি পরি
পীয়ত হিয় মধি অধিক উলাস ॥
ও মৃদু মধুর বচন রচনা নব
নিন্দিত জগবশীকরণ-সুমন্ত্র।
শুনত লুব্ধ শ্রুতি শ্রুতিবাঞ্ছিত বহু
বহু বিসরিত বেদশ্রবণশ্রুতিতন্ত্র ॥
পুরব চরিত চিত চিন্তি অথির ধৃতি
গতি বিরহিত অতিশয় সুখে ভাসি।
দূরে রহু হেম প্রেম নিরুপনবর
নরহরি গুপত বেকত হেরি হাসি ॥

৫ পদ। বেলোয়ার।

জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত
মণ্ডিত ভাব ভূষণ অনুপাম।
শ্রীচৈতন্য অভিন্ন শকতি গুণনাম
ধন্য সুদুর্গম যছু রস ধাম ॥
কিয়ে বিধি জগজন-দুরগতি জানি।
শ্রীবৃন্দাবন মধুর ভজনধন
সম্পদ সার মিলায়ল আনি ॥ধ্রু॥
গর গর গৌর প্রেমভরে ঝর ঝর
অকরুণ করুণ বরুণালয় আঁখি।
ক্ষণেকে স্তবধ শবদ ক্ষণে গদ গদ
আধ আধ পদ গোপীনাথ ভাখি ॥
নব অনুরাগী লাগি রহু অন্তর
উথলয়ে ক্ষণে নব জলধি তরঙ্গ।

দাস শিবাই আওই ক্ষীণ দীনজন
না পাওল সতত অসত পথরঙ্গ ॥

৬ পদ। শ্রীরাগ।

জয় জয় প্রভু মোর ঠাকুর হরিদাস।
যে করিলা হরিনামের মহিমা প্রকাশ ॥
গৌরভক্তগণ মধ্যে সর্ব্ব অগ্রগণ্য।
যার গুণ গাই কান্দে আপনে চৈতন্য ॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর প্রেমসীমা।
তেঁহো সে জানেন হরিদাসের মহিমা ॥
নিত্যানন্দচাঁদ যারে প্রাণ হেন জানে।
চরণ পরশে মহী দেহ ধন্য মানে ॥

৭ পদ। যথারাগ।

আজুক সুখ কছু বরণে ন জাত।
রসিক সুধীর সুঘড় শ্রীবাস পহুঁ
রঙ্গ হেরি মৃদু মৃদু মুসিকাত ॥ ধ্রু ॥
সুবলিত দেহ নেহভরে টলমল
ললিত ভঙ্গী নিরুপম ছবি ভারী।
অবিরল পুলক কদম্ব লসত জনু
পহিরল কঞ্চু পরম রুচিকারী ॥
বাতাতুর লতিকা সম কম্প ন শকত
সম্ভারি বিবশরসপূর।
বীণ বন্ধু কত বদত নিরন্তর
অন্তর তরল রহল ধৃতি দূর ॥
সুন্দর গুণগণ গাওত লঘু লঘু
নাচত নয়নে বহত জলধার।
নরহরি ভণ অনু- ভব ন হোত হিয়
উপজত কত কত ভাব বিকার ॥

৮ পদ। যথারাগ।

সুন্দর সুঘড় গদাধর দাস।
গুণমণি গৌর সমীপ বিলসিত জনু
চন্দ নিকট হি চন্দ পরকাশ ॥ ধ্রু ॥
মৃদুতর দেহ লেহময় মধুরিম
মাধুরী কত চম্পক-মদ-খীন।
ধৃতিভর ভঞ্জন- কারী ভঙ্গী ভুব-
রঞ্জন কঞ্জ-চরণ গতিহীন ॥
আলস যুত যুগ- নেত্র রুচিরতর
তরল কিঞ্চিদপি নিমিখ বিভঙ্গ।
নিরমল গণ্ড- যুগল ঝল ঝলকত
ললিত হাস সহ অধর সুরঙ্গ ॥
অনুভব ন হোই নিরন্তর অন্তর
উপজত পূরব ভাব বহু ভাতি।
গুপত করত কত যতন ন গোপন
নরহরি হেরি হসত সুখে মাতি ॥

৯ পদ। কামোদ।

বিদ্যানগরাধিপ অপার সম্পদশালী
রামরায় পুরুষপ্রধান।
গৃহে পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আপনার মনোভৃঙ্গ
তার পদে করিলেক দান ॥
ধন্য ধন্য রায় রামানন্দ।
যাহার পাইয়া সঙ্গ প্রভু মোর শ্রীগৌরাঙ্গ
ভুঞ্জিলেক অসীম আনন্দ ॥ ধ্রু ॥
দোঁহে প্রশ্নোত্তরছলে স্বাধ্যায় নির্ণয় কৈলে
জানি জীব-সাধন-সন্ধান।
যাহার রসের পদ যেন ফুল্ল কোকনদ
রসিক জনের সে পরাণ ॥
রামানন্দ পদরজ শিরে ধরি সদা ভজ
ভজনের সারাৎসার ধন।
কানুদাস মতিহীন মধুর রসেতে দীন
রামরায় দেও শ্রীচরণ ॥

১০ পদ। শ্রীরাগ।

গূঢ়রূপে রাম পূরে নিজকাম
অনঙ্গমঞ্জরী হৈয়া।
রাসরস কাজে বৈসে ব্রজ মাঝে
আনন্দে গোবিন্দ লৈয়া ॥

হরি হরি কে বুঝে রামের রীত।
পুরুষ প্রকৃতি অনন্ত মূরতি
ধরি পহুঁ করে প্রীত॥ ধ্রু॥
রাইয়ের ভগিনী অনুজা আপনি
পিন্ধন নীলিম বাস।
বসন্ত কেতকী জাতি যূথি জিতি
মৃদুল মৃদুল ভাষ॥
সখ্য দেহে সখা দাস্যে দাস লেখা
বাৎসল্যে বালকপ্রায়।
দাস বৃন্দাবন মানসরতন
বুঝিয়া সোঁপল তায়॥

১১ পদ। শ্রীরাগ।

জয় জয় গৌরাঙ্গচাঁদের প্রিয় রাম।
বিষয়ে বিষয়ী বড় ভক্তিতে ভকত দঢ়
মধুর রসেতে রসধাম॥ ধ্রু॥
কি কব রামের গুণ যারে লভি পুনঃ পুনঃ
মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
করিলা সঙ্গেতে যার সাধ্যের বস্তু বিচার
যাহাতে মোহিত জগজন॥
রসে ভাসি রাম রায় রসের সঙ্গীত গায়
বিরচিল রসপদ বহু।
যাহার রসের কথা যাহার রসের গাথা
শুনি মুখ চাপি ধরে পহুঁ॥
না হম রমণী না সো রমণ-মণি
ন দূতি মধ্যত পাঁচবাণ।
এমন নিগূঢ় ভাব আনে কি হোয়ব লাভ
রসিকের হরে মনঃপ্রাণ॥
দেবকন্যা সঙ্গে লৈয়া নিত্য ভাবে মত্ত হৈয়া
যে করিল মধুর সাধন।
কহে দীন কানুদাস বড় মনে অভিলাষ
ভজি সদা রামের চরণ॥

১২ পদ। ধানশী।

ভূখণ্ডমণ্ডল মাঝে তাহাতে শ্রীখণ্ড সাজে
মধুমতী যাহে পরকাশ।
ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে বিলসয়ে রাত্র দিনে
নাম ধরে নরহরি দাস॥
শ্রীরাধিকা সহচরী রূপে গুণে আগোরি
মধুর মাধুরী অনুপাম।
অবনীতে অবতরী পুরুষ আকৃতি ধরি
পূর্ণ কৈল চৈতন্যের কাম॥
মধুমতী মধুদানে ভাসাইলা ত্রিভুবনে
মত্ত কৈলা গৌরাঙ্গ নাগর।
মাতিল সে নিত্যানন্দ আর সব ভক্তবৃন্দ
বেদ বিধি পড়িল ফাঁফর॥
যোগপথ করি নাশ ভকতির পরকাশ
করিল মুকুন্দ সহোদর।
পাপিয়া শিখর রায় বিকাইল রাঙ্গাপায়
শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর॥

১৩ পদ। ধানশী।

রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দ যাহার ভ্রাতা
নাম তার নরহরি দাস।
রাঢ়ে বঙ্গে সুপ্রচার পদবী যে সরকার
শ্রীখণ্ডগ্রামেতে বসবাস॥
গৌরাঙ্গজন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে
ব্রজরস করিলেন গান।
হেন নরহরিসঙ্গ পাঞা পহুঁ শ্রীগৌরাঙ্গ
বড় সুখে জুড়াইলা প্রাণ॥
পহুঁর দক্ষিণে থাকি চামর ঢুলায় সখী
মধুমতী রূপে নরহরি।
পাপিয়া শেখর কয় তার পদে মতি রয়
এই ভিক্ষা দেও গৌরহরি॥

১৪ পদ। ধানশী।

গৌড়দেশে রাঢ় ভূমে শ্রীখণ্ড নামেতে গ্রামে
মধুমতী প্রকাশ যাহায়।
শ্রীমুকুন্দ দাস সঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন রঙ্গে
ভক্তিগ্রন্থ জগতে লওয়ায়॥

শুনি মধুমতী নাম আসিয়াছি তৃষিত হইয়া।
এত শুনি নরহরি নিকটেতে জল হেরি
সেই জল ভাজনে ভরিয়া॥ ধ্রু॥
আনিয়া ধরিল আগে জন্থ স্নিগ্ধ মিষ্ট লাগে
গণ সহ খায় নিত্যানন্দ।
যত জল ভরি আনে মধু হয় ততক্ষণে
পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ॥
মধুমতী মধুদান সপার্ষদে করি পান
উনমত অবধূত রায়।
হাসে কাঁদে নাচে গায় ভূমে গড়াগড়ি যায়
উদ্ধব দাস রস গায়॥

১৫ পদ। যথারাগ।

শ্রীনরহরি সুচতুর কুলরাজ।
মাধব তনয়ক নিয়ড়ে বিরাজত
ভঙ্গী সুসদৃশ অদৃশ জগমাঝ॥ ধ্রু॥
গৌরবদনবিধু মধুর হাসযুত
তহি যুগলনয়ন সঁপি বহু রঙ্গ।
নাসা তনু-সৌরভে সুকর্ণ বচনামৃত
শ্রবণে চাহ নহ ভঙ্গ॥
পরম রুচির নিশি বেশ শিথিল ঘন
নিরখত হিয় মধি অধিক উল্লাস।
প্রেমক গতি অতি চিত্র ন অনুভব
মানি পূরব ব্রজবিপিনবিলাস॥
ধৈরজ ধরইতে করত যতন কত
রহত ন ধিরজ অথির অবিরাম।
মৃদুতর দেহ নেহ ভরে গর গর
নিরুপম চরিত নিছনি ঘনশ্যাম॥

১৬ পদ। সুহই।

শ্রীবৃন্দাবন অভিনব সুমদন
শ্রীরঘুনন্দন রাজে।
লাখ লাখবর বিমল সুধাকর
উয়ল অবনী-সমাজে॥
জয় পহুঁ নটন-কলা-রসধীর।
নিখিল মহোৎসব গৌরগুণার্ণব
প্রেমময় সকল শরীর॥ ধ্রু॥
রুচির তরুণতর নটবরশেখর
পীতাম্বর-বরধারী।
গাই গাওয়ায়ত গৌরগুণামৃত
ভবভয়খণ্ডনকারী॥
পদতল রাতুল পঙ্কজ নহ তুল
পদনখ ইন্দু পরকাশে।
সে পদ রজনী দিনে শয়ন স্বপন মনে
রায়শেখর করু আশে॥

১৭ পদ। ধানশী।

প্রকট শ্রীখণ্ডবাস নাম শ্রীমুকুন্দ দাস
ঘরে সেবা গোপীনাথ জানি।
গেলা কোন কার্য্যান্তরে সেবা করিবার তরে
শ্রীরঘুনন্দনে ডাকি আনি॥
ঘরে আছে কৃষ্ণসেবা যত্ন করি খাওয়াইবা
এত বলি মুকুন্দ চলিলা।
পিতার আদেশ পাঞা সেবার সামগ্রী লৈয়া
গোপীনাথের সম্মুখে আইলা॥
শ্রীরঘুনন্দন অতি বয়ঃক্রম শিশুমতি
খাও বলে কাঁদিতে কাঁদিতে।
কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে না রাখিয়া অবশেষে
সকল খাইলা অলক্ষিতে॥
আসিয়া মুকুন্দ দাস কহে বালকের পাশ
প্রসাদ নৈবেদ্য আন দেখি।
শিশু কহে বাপু শুন সকলি খাইলে পুন
অবশেষ কিছুই না রাখি॥
শুনি অপরূপ হেন বিস্মিত হৃদয়ে পুনঃ
আর দিন বালকে কহিয়া।
সেবা-অনুমতি দিয়া বাড়ীর বাহির হৈয়া
পুনঃ আসি রহে লুকাইয়া॥
শ্রীরঘুনন্দন অতি হৈয়া হরষিত মতি
গোপীনাথে নাড়ু দিয়া করে।

খাও খাও বলে ঘন অৰ্দ্ধেক খাইতে হেন
সময়ে মুকুন্দ দেখি দ্বারে ॥
যে খাইল রহে তেন আর না খাইল পুনঃ
দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর।
নন্দন করিয়া কোলে গদ গদ স্বরে বলে
নয়নে বরিখে ঘন লোর ॥
অদ্যাপি শ্রীখণ্ডপুরে অৰ্দ্ধ নাড়ু আছে করে
দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।
অভিন্নমদন যেই শ্রীরঘুনন্দন সেই
এ উদ্ধবদাস রস ভণে ॥

১৮ পদ। ধানশী।

পূরুবে শ্রীদাম এবে ভেল অভিরাম
মহাতেজঃপুঞ্জ রাশি।
বাঁশী বাজাইতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
শ্রীখণ্ডগ্রামেতে আসি ॥
দেখিয়া মুকুন্দে কহয়ে সানন্দে
কোথায় রঘুনন্দন।
তাহারে দেখিতে আইলাম এথাতে
আনি দেহ দরশন ॥
শুনি ভয় পাঞা রাখে লুকাইয়া
গৃহেতে দুয়ার দিয়া।
তেহো নাহি ঘরে বলি স্তুতি করে
অভিরাম গেল না দেখিয়া ॥
বড়ডাঙ্গী নামে স্থান নিরজনে
নৈরাশ হইয়া বসি।
বুঝি তার মন শ্রীরঘুনন্দন
অলখিতে মিলে আসি ॥
দেখিয়া তাহারে দণ্ডবৎ করে
দুই চারি পাঁচ সাতে।
শ্রীরঘুনন্দন করি আলিঙ্গন
আনন্দ-আবেশে মাতে ॥
এবে দুই মিলি নাচে কুতুহলি
নিজ পহুঁ গুণ গাইয়া।
চরণ ঝাড়িতে নূপুর পড়িল
আকাইহাটেতে যাইয়া ॥
অভিরাম সনে শ্রীরঘুনন্দন
মিলন হইল শুনি।
সগণে মুকুন্দ হই নিরানন্দ
কাঁদে শিরে কর হানি ॥
পত্নীর সহিতে বিষাদিত চিতে
আইলা দুঁহার পাশ।
দুহুঁ নৃত্য গীত দেখি হরষিত
ভণয়ে উদ্ধবদাস ॥

১৯ পদ। ভাটিয়ারি।

শ্রীবৃন্দাবন নাম রত্ন চিন্তামণিধাম
তাহে হরি বলরাম পাশ।
সুবলচন্দ্র নাম ছিল এবে গৌরীদাস হৈল
অম্বিকানগরে যার বাস ॥
নিতাই চৈতন্য যার সেবা কৈল অঙ্গীকার
চারি মূর্ত্তে ভোজন করিলা।
পূরবে সুবল জনু বশ কৈল রাম কানু
পরতেক এখানে রহিলা ॥
নিতাই চৈতন্য বিনে আর কিছু নাহি জানে
কে কহিবে প্রেমের বড়াই।
সাক্ষাতে রাখিল ঘরে হেন কে করিতে পারে
নিতাই চৈতন্য দুই ভাই ॥
প্রেমে লম্ফ ঝম্প যার পুলকিত হুহুঙ্কার
ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে হাস।
তার পাদপদ্মরেণু ভূষণ করিয়া তনু
কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥

২০ পদ। কামোদ।

প্রভুর চৰ্ব্বিত পাণ স্নেহবশে কৈলা দান
নারায়ণী ঠাকুরাণী হাতে।
শৈশব-বিধবা ধনী সাধ্বী সতী-শিরোমণি
সেবন করিল সে চৰ্ব্বিতে ॥

প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা বালিকা গর্ভিণী হৈলা
লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল।
দশমাস পূর্ণ যবে মাতৃগর্ভ হৈতে তবে
সুন্দর তনয় এক হৈল॥
সেই বৃন্দাবনদাস ত্রিভুবনে সুপ্রকাশ
চৈতন্যলীলায় ব্যাস যেই।
...বদাসেরে দয়া করি দিবে পদছায়া
প্রভুর মানস পুত্র সেই॥

২১ পদ। ধানশী।

ধন্য ধন্য বৃন্দাবনদাস। চৈতন্যমঙ্গলে যার কবিত্ব প্রকাশ॥
মহাপ্রভু লীলারসামৃত। যার গুণে জগতে বিদিত॥
বাল্য পৌগণ্ড আদি লীলা। যা শুনি দরবয়ে শিলা॥
অবৈষ্ণবে বৈষ্ণব করয়। নাস্তিক পাষণ্ডী নাহি রয়॥
কি মধুর সে লীলাকাহিনী। মো অধম কি কহিতে জানি॥
এমন মধুর ইতিহাস। আছে আর কোথা পরকাশ॥
যার রসময় পদাবলী। শুনিলে পাষাণ যায় গলি॥
দয়া কর বৃন্দাবনদাস। পূরাও এ উদ্ধবের আশ॥

২২ পদ। কামোদ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সম গোপিকার মনোরম
মুরলী আছিল যেই ব্রজে।
শ্রীচৈতন্য অবতারে ছকড়ি চট্টের ঘরে
অবতীর্ণ হৈলা গৌড় মাঝে॥
ভুবনেতে অনুপাম শ্রীবংশীবদন নাম
প্রকাশিলা হৈয়া দ্বিজমণি।
কতদিন বিহরিলা করিলা বিবিধ লীলা
অন্তর্ধান হইলা আপনি॥
তাহার নন্দন দুই চৈতন্য নিতাই এই
চৈতন্যনন্দন ঘরে আসি।
পুনরপি জনমিলা দ্বিজে ভক্তি দেখাইলা
রামচন্দ্র নাম পরকাশি॥
দয়ার ঠাকুর মোর অপার করুণা তোর
তুয়া বিনু আর নাহি গতি।
প্রেমদাস অভাগারে কৃপা কর এই বারে
তিলেক রহুক তোর খ্যাতি॥

২৩ পদ। কামোদ।

নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে
কুলিয়াপাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দধাম শ্রীছকড়ি চট্টো নাম
মহাতেজা কুলীনসন্তান॥
ভাগ্যবতী পত্নী তার রমণীকুলেতে যার
যশোরাশি সদা করে গান।
তাহার গর্ভেতে আসি কৃষ্ণের সরলা বাঁশী
শুভক্ষণে কৈলা অধিষ্ঠান॥
দশ মাস দশ দিনে রাকা চন্দ্র লগ্নমীনে
চৈত্র মাস সন্ধ্যার সময়।
গৌরাঙ্গচাঁদের ডাকে তুষিতে আপন মাকে
গর্ভ হইতে হইলা উদয়॥
উলুধ্বনি শঙ্খরব করেন রমণী সব
গোরাচাঁদ আনন্দে নাচয়।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ জয় দেয় ঘন ঘন
নানামত বাজনা বাজায়॥
শ্রীঅদ্বৈত আদি কয় সরলা বংশী উদয়
গৌরাঙ্গের ডাকেতে হইল।
বংশীর জনম গান প্রেমদাস অগেয়ান
ভক্তমুখে শুনিয়া গাইল॥

২৪ পদ। যথারাগ।

ছকড়ি চট্টের, আবাস সুন্দর, অতি মনোহর স্থল।
গঙ্গাসন্নিধানে, চন্দ্রের কিরণে, সদা করে ঝলমল॥
দেখি আনন্দে হইল ভোরা।
আপনার মনে, ত্রিভঙ্গিমা ঠামে, নাচিছে শরীর গোরা॥ ধ্রু॥
চট্ট মহাশয়, হইয়া প্রেমময়, দেখিছে গৌরাঙ্গমুখ।
হেন কালে আসি, কহিলেক হাসি, হইল নবীন সুত॥
শুনিয়া নিশ্চয়, চট্ট মহাশয়, গৌরাঙ্গ লইয়া কোলে।
হরি হরি বলি, গোরা কোলে করি, নাচিতে নাচিতে চলে॥
দেখিলা তনয়, অঙ্গ রসময়, মুখানি পূর্ণিমার শশী।
গৌরাঙ্গের রূপে, আপনার সুতে, একই স্বরূপ বাসি॥
তবে নানাধন, করে বিতরণ, কি দিব তাহার লেখা।
বিপ্রনারী যত, আইলা কত শত, কপালে সিন্দুররেখা॥

হরিদ্রাচূর্ণ, কলসি পূর্ণ, অঙ্গে অঙ্গে সবে দেয়।
নানাবিধ যন্ত্র, করিয়া স্বতন্ত্র, আনন্দে কেহ নাচয়॥
শচীর কুমার, দেখি মনোহর, বালক লইয়া কোলে।
পুলকিত অঙ্গ, হইয়া ত্রিভঙ্গ, আমার মুরলী বলে॥
চুম্বন করয়ে, বদনকমলে, কতেক আনন্দ তায়।
পূরুব পিরীতি, পরে সেই রীতি, এ রাজবল্লভে গায়॥

২৫ পদ। মঙ্গল।

জয় জয় করে লোক পাসরিলা দুঃখ শোক
প্রেমে অঙ্গ হৈল পুলকিত।
সবে হাসে নাচে গায় কতেক আনন্দ তায়
হরিধ্বনি শুনি চারিভিত॥
অপরূপ চৈতন্য কুমার১।
প্রতপ্ত কাঞ্চন জিনি অঙ্গকান্তি হেমমণি
জগমোহনিয়া রূপ যার॥ ধ্রু॥
শুনিয়া চৈতন্যদাসে হৈলা আনন্দ প্রকাশে
দেখিল বালক-মুখশোভা।
আপনাকে ধন্য মানে নানাবিধ করে দানে
আনন্দ দেখিতে মনোলোভা॥
কুটুম্ব ব্রাহ্মণগণে নিমন্ত্রণ করি আনে
আইলা সবে হাতে দূর্ব্বাধান।
সবাই আশীষ করে দ্বিজগণ বেদ পড়ে
নানাবিধ করয়ে কল্যাণ॥
হরিদ্রা সহিত দধি ঢালে সবে নিরবধি
গন্ধ তৈল কুঙ্কুমাদি যত।
নানা বেশ ভূষা কত বিলাইছে শত শত
মহোৎসব করে এই মত॥
নানা বাদ্য বাজে কত বাদ্যরোল অপ্রমিত
শুনিতে কর্ণেতে লাগে তালা।
কত শত জন গায় নৃত্য করি নাচে তায়
কেহ করতালি দেয় ভালা॥
দিবা নিশি এই মত তাহা বা কহিব কত
সবে করে আনন্দ উল্লাস।
বিবিধ ক্রিয়া যত কৈলা মন-অভিমত
অমঙ্গল যাহাতে বিনাশ॥
জাহ্নবা গোসাঞী শুনি পরম আনন্দ মানি
আসিলেন চৈতন্যের বাসে।
দেখিল বালকশোভা কাম জিনি মনো লোভা
দশদিক্ রূপ পরকাশে॥
নানা স্বর্ণ-অলঙ্কার চিত্রবাস-মুক্তাহার
দিলেন বালকে পরাইতে।
যথাযোগ্য সমাধান বাড়াঞা সবার মান
ব্রাহ্মণ ভোজন এই মতে॥
বীরচন্দ্র২ কোলে লৈয়া বসুধা আইলা ধাঞা
বিষ্ণুপ্রিয়া অচ্যুতজননী।
বস্ত্রগুপ্ত যানে চড়ি দাসীগণ সঙ্গে করি
আইলেন সব ঠাকুরাণী॥
দেখিয়া বালক ঠাম সবে করে অনুমান
এই বংশীবদন প্রকাশ।
করিতে বিবিধ লীলা পুন প্রভু প্রকটিলা
এ রাজবল্লভ করে আশ॥

২৬ পদ। বিহাগড়া।

যঙ কলি রূপ শরীর না ধরিত।
তঙ ব্রজপ্রেম মহানিধি কুঠরিক কোন্ কপাট উঘারত॥ ধ্রু॥
নীরক্ষীর হংসন পান বিধায়ন, কোন্ পৃথক করি পায়ত।
কো সব ত্যজি ভজি বৃন্দাবন. কো সব গ্রন্থ বিরচিত॥
যব পীতু বনফুল, ফলত নানাবিধ মনোরাজি অরবিন্দ।
সো মধুকর বিনু পান কোন্ জানত বিদ্যমান করি বন্ধ॥
কো জানত মথুরা বৃন্দাবন, কো জানত রাধামাধবরতি।
কো জানত ব্রজভাব সব, কো জানত নিগূঢ় পিরীতি॥
যাকর চরণপ্রসাদে সব জান গাই গাও যাই সুখ পাওত।
চরণকমলে শরণাগত মাধো, তব মহিমা উর লাগত॥

২৭ পদ। বিহাগড়া।

জয় জয় রূপ মহারসসাগর।
দরশন পরশন চরণ-রসায়ন আনন্দ হুকে গাগর॥ ধ্রু॥

১। বংশীবদনের জ্যেষ্ঠপুত্র চৈতন্যদাস, তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র।

২। ইহার অপর নাম বীরভদ্র।

অতি গম্ভীর ধীর করুণাময়, প্রেম ভকতি কে আগর।
উজ্জ্বল প্রেম মহামুনিপ্রকটিত, দেশ গৌর বৈরাগর॥
সদ্‌গুণমণ্ডিত পণ্ডিতরঞ্জন, বৃন্দাবন নিজ নাগর।
কীরিতি বিমল যশ, শুনতহি মাধো,
সতত রহল হিয়া জাগর॥

২৮ পদ। পাহিড়া।

আরে মোর শ্রীরূপ গোসাঞী।
গৌরাঙ্গচাঁদের ভাব প্রচার করিয়া সব
জানাইতে হেন আর নাই॥ ধ্রু॥
বৃন্দাবন নিত্যধাম সর্ব্বোপরি অনুপাম
সর্ব্ব অবতারি নন্দসুত।
তার কান্তা গণাধিকা সর্ব্বারাধ্যা শ্রীরাধিকা
তার সখীগণ সঙ্গযূথ॥
রাজা মাগে তাহা পাইতে যাহার করুণা হৈতে
বুঝিল পাইল যত জনা।
এমন দয়াল ভাই কোথায় দেখিয়ে নাই
তার পদ করহ ভাবনা॥
শ্রীচৈতন্য আজ্ঞা পাঞা ভাগবত বিচারিয়া
যত ভক্তি সিদ্ধান্তের খনি।
তাহা পাঠাইয়া কত নিজ গ্রন্থ করি যত
জীবে দিলা প্রেমচিন্তামণি॥
রাধাকৃষ্ণ-রসকেলি নাট্য গীত পদ্যাবলী
শুদ্ধ পরকীয়া মত করি।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি স্থাপন করিলা ক্ষিতি
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী॥
চৈতন্যবিরহে শেষ পাই অতিশয় ক্লেশ
তাহে যত প্রলাপ বিলাপ।
সে সব কহিতে ভাই দেহে প্রাণ রহে নাই
এ রাধাবল্লভ হিয়ে তাপ॥

২৯ পদ। সুহই।

রূপের বৈরাগ্যকালে সনাতন বন্দিশালে
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
রূপেরে করুণা করি ত্রাণ কৈলা গৌরহরি
মো অধমে না কৈলা স্মরণে॥
মোর কর্ম্মদোষ-ফাঁদে হাতে পায় গলে বাঁধে
রাখিয়াছ কারাগারে ফেলি।
আপনি করুণাপাশে দৃঢ় করি ধরি কেশে
চরণ নিকটে লেহ তুলি॥
পশ্চাতে অগাধ জল দুই পাশে দাবানল
সম্মুখে পাতিল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে পড়িয়া বিষম পাকে
এইবার কর পরিত্রাণ॥
জগাই মাধাই হেলে বাসুদেব অজামিলে
অনায়াসে করিলা উদ্ধার।
যে দুঃখসমুদ্র ঘোরে নিস্তার করহ মোরে
তোমা বিনা নাহি হেন আর॥
হেন কালে একজনে অলখিতে সনাতনে
পত্রী দিল রূপের লিখন।
এ রাধাবল্লভদাসে মনে হৈল আশ্বাসে
পত্রী পড়ি করিলা গোপন[১]॥

৩০ পদ। সুহই।

শ্রীরূপের বড় ভাই সনাতন গোসাঞী
পাদশার উজির হৈয়া ছিলা।
শ্রীরূপের পত্রী পাঞা বন্দী হৈতে পলাইয়া
কাশীপুরে গৌরাঙ্গে ভেটিলা॥
ছেঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি হাতে নখ মাথে চুলি
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
গলে ছিন্ন কন্থা করি[২] দন্তে তৃণ[৩] গুচ্ছ ধরি
পড়িলা গৌরাঙ্গ পদতলে॥
দরবেশ রূপ দেখি প্রভুর সজল আঁখি
বাহু পসারিয়া আইসে ধাঞা।
সনাতনে করি কোলে কাতরে গোসাঞী বলে
মো অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া॥

১। পড়ে পত্রী করিয়া গোপন—পাঠান্তর।
২। দুই গুচ্ছ তৃণ করি। ৩। এক।

অস্পৃশ্য পামর দীন ছুরাচার মতিহীন
নীচ সঙ্গে নীচ ব্যবহার।
এ হেন পামর জনে স্পর্শ প্রভু কি কারণে
যোগ্য নহি তোমা স্পর্শিবার॥
ভোট কম্বল দেখি গায় প্রভু পুনঃ পুনঃ চায়
লজ্জিত হইলা সনাতন।
গৌড়িয়ারে ভেট দিয়া ছেঁড়া এক কন্থা লৈয়া
প্রভু স্থানে পুন আগমন॥
গৌরাঙ্গ করুণা করি রাধাকৃষ্ণ নাম মাধুরী
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
প্রভু কহে রূপ সনে দেখা হবে বৃন্দাবনে
প্রভু আজ্ঞায় করিল গমনে॥
কভু কাঁদে কভু হাসে কভু প্রেমানন্দে ভাসে
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস১।
ছেঁড়া কাঁথা মুড় ২ মাথা মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা
পরিধান ছেঁড়া বহির্ব্বাস॥
গিয়া গোসাঞী সনাতন প্রবেশিলা বৃন্দাবন
রূপ সঙ্গে হইল মিলন।
ঘর্ম্ম অশ্রু নেত্রে পড়ে সনাতনের পদ ধরে
কহে রূপ গদ গদ বচন॥
গৌরাঙ্গের যত গুণ কহে রূপ সনাতন
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে মাধুকরি ভিক্ষা করে
এইরূপে কত দিন থাকে॥
তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে
ফলমূল করয়ে ভক্ষণ।
উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদে রাধাকৃষ্ণ বলি কাঁদে
এইরূপে থাকে কত দিন॥
গৌরপদপ্রান্তে মন৩ ছাপান্ন দণ্ড ভাবনা৪
চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে নাম গানে৫ সদা থাকে
অবসর নাহি একতিলে॥
কখন বনের শাক অলবণে করি পাক
মুখে দেন দুই এক গ্রাস।৬
ছাড়ি ভোগ বিলাস তরুতলে কৈলা বাস
এক দুই দিন উপবাস॥
সূক্ষ্মবস্ত্র বাজে গায় ধূলায় ধূসর৭ কায়
কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ।
এ রাধাবল্লভদাস মনে বড় অভিলাষ
কবে হব তার দাসের দাস॥

৩১ পদ। শ্রীরাগ।

জয় জয় পহুঁ শ্রীল সনাতন নাম।
সকল ভুবন মাহা যছু গুণগ্রাম॥
তেজল সকল সুখ সম্পদ পার।
শ্রীচৈতন্য চরণযুগল করু সার॥
শ্রীবৃন্দাবনভূমে করি বাস।
লুপত তীর্থ সব করল প্রকাশ॥
শ্রীগোবিন্দসেবা পরচারি।
করল ভাগবত অর্থ বিচারি॥
যুগল ভজনলীলা গুণ নাম।
করল বিথার গ্রন্থ অনুপাম॥
সতত গৌরপ্রেমে গর গর দেহ।
ভ্রমই বৃন্দাবনে না পাওই থেহ॥
বিপুল পুলক ভর নয়ন নীর।
রাই কানু বলি পড়ই অথির॥
ভাব বিভূষণ সকল শরীর।
অনুখন বিহরই যমুনাতীর॥
যছু করুণায় বৃন্দাবন পাই।
ভাবই মনোহর সোই গোসাঞী॥

৩২ পদ। সারঙ্গ।

জয় সাধু শিরোমণি সনাতন রূপ।
যো দুহুঁ প্রেম ভকতি রসকূপ॥
রাধাকৃষ্ণ ভজনক লাগি।
শ্রীবৃন্দাবন ধামে বৈরাগী॥

১। ভিক্ষা অন্ন খান এক গ্রাস। ২। নাড়া। ৩। কত দিন অন্তর্ম্মনা। ৪। ভাবনা। ৫। গুণে—পাঠান্তর। ৬। চারি। ৭। লোটায়—পাঠান্তর।

শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
মিলন সকল ভকতগণ সাথ ॥
সবে মিলি প্রেম ভকতি পরচারি।
যুগল ভজন ধন জগতে বিথারি ॥
অনুখণ গৌরচন্দ্র গুণ গায়।
ভরল প্রেমে ওর নাহি পায় ॥
কতিহুঁ না হেরিয়ে ঐছে উদাস।
মনোহর সতত চরণে করু আশ ॥

৩৩ পদ। বিভাস।

জয় মোর প্রাণ সনাতন রূপ।
বৃন্দাবনকে সহজ মাধুরী প্রেমসুধাকি কূপ ॥
অগতিন কো গতি দৌভায়া যোগ যজ্ঞকি যুপ।
করুণাসিন্ধু অনাথবন্ধু ভক্তসভাকি ভূপ ॥
ভক্তি ভাগবত মতহি আচরণ কুশল সুচতুর চমুপ।
ভুবন চতুর্দ্দশ বিদিত বিমল যশ রসনাকো রসভূপ ॥
চরণকমল কোমল রজ ছায়া মিটত কলি বরিধুপ।
ব্যাস উপাসক সদা উপাসে রাধাচরণ অনুপ ॥

৩৪ পদ। বিভাস।

জয় মোর সাধু-শিরোমণি রূপ সনাতন।
জিনকে ভক্তি একরস নিবহী প্রীত কৃষ্ণরাধাতন ॥ ধ্রু ॥
বৃন্দাবনকি সহজ মাধুরী, রোম রোম সুখ পাতন।
সব তেজি কুঞ্জ কেলি ভজি, অহর্নিশি
অতি অনুরাগ রাধাতন ॥
করুণাসিন্ধু কৃষ্ণচৈতন্যকে, কৃপাকলী দৌভ্রাতন।
তিন বিনু ব্যাসে অনাথন যে সে, সুখে তরুবর পাতন ॥

৩৫ পদ। বরাড়ী।

জয় ভট্ট রঘুনাথ গোসাঞী।
রাধাকৃষ্ণ-লীলাগুণে দিবা নিশি নাহি জানে
তুলনা দিবার নাহি ঠাঞি ॥ ধ্রু ॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র তপনমিশ্রের পুত্র
বারাণসী ছিল যার বাস।
নিজ গৃহে গৌরচন্দ্রে পাইয়া পরমানন্দে
চরণ সেবিলা দুই মাস ॥
শ্রীচৈতন্য নাম জপি কত দিন গৃহে থাকি
করিলেন পিতার সেবনে।
তার অপ্রকট হৈলে আসি পুন নীলাচলে
রহিলেন প্রভুর চরণে ॥
মহাপ্রভু কৃপা করি নিজ শক্তি সঞ্চারি
পাঠাইয়া দিলা বৃন্দাবন।
প্রভুর শিক্ষা হৃদে গুণি আসি বৃন্দাবনভূমি
মিলিলেন রূপ সনাতন ॥
দুই গোসাঞী তারে পাঞা পরম আনন্দ হৈয়া
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসে ভাসে।
অশ্রু পুলক কম্প নানা ভাবাবেশে অঙ্গ
সদা কৃষ্ণকথার উল্লাসে ॥
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে যমুনাপুলিনে রঙ্গে
একত্র হইয়া প্রেমসুখে।
শ্রীমদ্ভাগবতকথা অমৃত সমান গাথা
নিরবধি শুনে যার মুখে ॥
পরম বৈরাগ্যসীমা সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমা
সুস্বর অমৃতময় বাণী।
পশু পক্ষী পুলকিত যার মুখে কথামৃত
শুনিতে পাষাণ হয় পানী ॥
শ্রী প শ্রীসনাতন সর্ব্বারাধ্য দুই জন
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
এ রাধাবল্লভ বলে পড়িনু বিষম ভোলে
কৃপা করি কর আত্মসাথ ॥

৩৬ পদ। বরাড়ী।

শ্রীচৈতন্যকৃপা হৈতে রঘুনাথদাস চিতে
পরম বৈরাগ্য উপজিল।
দারা গৃহ সম্পদ নিজ রাজ্য অধিপদ
মলপ্রায় সকল ত্যজিল ॥
পুরশ্চর্য্য কৃষ্ণ নামে গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথদাস
নয়নগোচর কবে হবে ॥

গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া
গোবর্দ্ধনে শিলা গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে
সমর্পণ করিল তাহারে॥
চৈতন্যের অগোচরে নিজ কেশ ছিঁড়ে করে
বিরহে আকুল ব্রজে গেল।
দেহত্যাগ করি মনে গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে
দুই গোসাঞী তাহারে দেখিল॥
ধরি রূপ সনাতন রাখিল তার জীবন
দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোসাঞীর আজ্ঞা পাঞা রাধাকুণ্ডতটে গিয়া
বাস করি নিয়ম করিলা॥
ছেঁড়া কম্বল পরিধান বনফল গব্য খান
অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি স্মরণ কীর্ত্তন করি
রাধাপদ ভজন যাঁহার॥
ছাপান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণ-গুণগানে
স্মরণেতে সদাই গোঙায়।
চারিদণ্ড শুতি থাকে স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে
একতিল ব্যর্থ নাহি যায়॥
গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে রাখে মনভৃঙ্গরাজে
স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়।
অভেদ শ্রীরূপ সনে গতি যার সনাতনে
ভট্টযুগ প্রিয় মহাশয়॥
শ্রীরূপের গণ যত তার পদে আশ্রিত
অত্যন্ত বাৎসল্য যার জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি কাঁদে বলে হরি হরি
প্রভুর করুণা কবে হবে॥
হে রাধার বল্লভ গান্ধর্বিকা বান্ধব
রাধিকারমণ রাধানাথ।
হে বৃন্দাবনেশ্বর হাহা কৃষ্ণ দামোদর
কৃপা করি কর আত্মসাথ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন যবে হৈল অদর্শন
অন্ধ হৈল এ দুই নয়ান।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি বৃথা প্রাণ কাঁহা রাখি
এত বলি করয়ে ক্রন্দন॥

শ্রীচৈতন্য শচীসুত তাঁর গণ হয় যত
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলা-স্থল দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সব
সবাকারে করয়ে প্রণাম॥
রাধাকৃষ্ণ বিয়োগে ছাড়িল সকল ভোগে
সুখরুখ অন্নমাত্র সার।
গৌরাঙ্গ বিয়োগে অন্ন ছাড়ি দিল আগে
ফল গব্য করিল আহার॥
সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড়ি সেই দিনে
কেবল করয়ে জলপান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে জল ছাড়ি দিল তবে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ॥
শ্রীরূপের অদর্শনে না দেখি তাঁহার গণে
বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কাঁদে।
কৃষ্ণ ১ কথা আলাপন না শুনিয়া শ্রবণ
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে॥
হাহা রাধাকৃষ্ণ কোথা কোথা বিশাখা ললিতা
কৃপা করি দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু হা স্বরূপ মোর প্রভু
হাহা প্রভু রূপ সনাতন॥
কাঁদে গোসাঞী রাত্রিদিনে পুড়ি২ যায় তনু মা
ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ অনাহার আপনার দেহ ভার
বিরহে হইল জর জর॥
রাধাকুণ্ডতটে পড়ি সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে প্রেমে অশ্রু নেত্রে পড়ে
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ॥
সেই রঘুনাথ দাস পূরাহ মনের আশ
এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভদাস মনে বড় অভিলাষ
প্রভু মোরে কর পরসাদ॥

১। হরি। ২। ছাড়ি—পাঠান্তর।

৩৭ পদ। ধানশী।

ধনি ধনি গোবর্দ্ধন দাস ধনি চাঁদপুর গ্রাম।
ধনি গোবর্দ্ধন কো পুরোহিত আচার্য্য বলরাম॥
যছু গৃহ কয়ল ধনি সাধুত হরিদাস।
সাধন ভজন কয়ল বহু রঘু যছুক পাশ॥
গোবর্দ্ধনক নন্দন রঘুনাথ অতিহু মহৎ।
হরিদাস নিয়ড়ে পড়ল ভাগবত॥
সাধক ভজনক ভেদ বাতাওয়ে ভবাম্বুধিক ভেলা।
যেছা গুরু হরিদাস জীউ তেছা রঘুনাথ চেলা॥
ধন দৌলত কোঠা এমারত সবহু সম্পদ ছোড়ি।
ভরা যৌবন মে রঘুনাথ দাস হৈগেল ভিখারী॥
দেশ দেশান্তর ঘুমি ঘুমি বৃন্দাবন চলে শেষ।
কঠোর সাধন কয়ল কত অস্থিচর্ম্মশেষ॥
রাধাকৃষ্ণ ভজি ভজি দেহ কয়ল পাত।
রাধাবল্লভ সো পদপল্লব সদাই ধরত মাথ॥

৩৮ পদ। সুহই।

অনুপ তনয় সদয় হৃদয়
শ্রীজীব গোসাঞী পহুঁ।
বিতর প্রসাদ কর আশীর্ব্বাদ
তব পদে মতি রহুঁ॥
ভক্তি গ্রন্থ সুধা বিতরিয়া ক্ষুধা
জগতের কৈলা দূর।
তব সম জ্ঞানী না জানি না শুনি
পণ্ডিতের তুমি ঠাকুর॥
আবাল্য বৈরাগী ভক্তি-অনুরাগী
ভাসি ভগবৎ-প্রেমে।
লইয়া খেলিতা লইয়া শুইতা
নিজে গড়ি বলরামে॥
তুলসীর মালে সাজাইতা গলে
পরিতা তিলক ভালে।
রাধাকৃষ্ণ নাম জপি অবিশ্রাম
ভাসিতা নয়ান জলে॥
দেখি তব দৈন্য নিতাই চৈতন্য
স্বপনে দিলেন দেখা।
সেই হৈতে গৌর প্রেমে হৈলা ভোর
ছাড়িলা সংসার একা॥
প্রেমকল্পতরু অবধূতে গুরু
করিয়া তার আদেশে।
কৈলা ব্রজে বাস এ উদ্ধবদাস
আছে তুয়া পদ-আশে॥

৩৯ পদ। বেলোয়ার।

রূপ সনাতন সঙ্গে শ্রীজীব গোসাঞী।
কত ভক্তিগ্রন্থ লেখে লেখা জোকা নাই॥
মনের বাসনা আত্মশুদ্ধির কারণ।
কতিপয় গ্রন্থ নাম করিব কীর্ত্তন॥
গোপাল বিরুদাবলী, কৃষ্ণপদচিহ্ন।
শ্রীমাধব-মহোৎসব, রাধাপদচিহ্ন॥
শ্রীগোপালচম্পূ, আর রসামৃত শেষ।
কৃপাম্বুধি স্তব সপ্ত* সন্দর্ভ বিশেষ॥
সূত্রমালা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণার্চ্চন †।
সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ, হরিনাম ব্যাকরণ॥ ‡
নিখিল লিখিলা গ্রন্থ কত কব নাম।
খুলিলা ভক্তির দ্বার কহে বলরাম॥

৪০ পদ। সুহই।

দক্ষিণ দেশেতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
গৌরাঙ্গ যখন গেলা।
ভট্টমারি গ্রামে শ্রীগোপাল নামে
বেঙ্কটের পুত্র ছিলা॥
পরম পণ্ডিত অতি সুচরিত
ভট্টপুত্র শ্রীগোপাল।
রাখিয়া প্রভুরে আপনার ঘরে
সেবা করে সদা কাল॥

---

* পদকর্ত্তা বলরামদাস সপ্তসন্দর্ভের উল্লেখ করেন, কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামীর জীবনীতে আমরা ষট্ সন্দর্ভ দেখিতে পাই। বোধ করি ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভটীকা পদকর্ত্তার লক্ষ্য।

† এই গ্রন্থের পূর্ণ-নাম "কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা"।

‡ ইহার প্রকৃত নাম "হরিনামামৃত ব্যাকরণ"।

পূর্ণ চারি মাস তাহা করি বাস
চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করে।
গোপালের প্রতি দয়া করি অতি
শক্তি সঞ্চারিলা তারে ॥
সে শক্তিপ্রভাবে মজি ব্রজভাবে
গোপাল বৈরাগ্য লয়।
লইয়া করঙ্গ বলিয়া গৌরাঙ্গ
ব্রজেতে উদয় হয় ॥
রূপাদির সঙ্গে মিলি প্রেমরঙ্গে
সাধন কৈল অপার।
তাসবার সনে করিল যতনে
লুপত তীর্থ উদ্ধার ॥
শ্রীরাধারমণ করিলা স্থাপন
পূজা প্রকাশিলা তার।
এ বল্লভদাস করি বড় আশ
দিয়াছে তোমারে ভার ॥

৪১ পদ। বেলাবলী।

জয় জয় সুখময় শ্যামানন্দ।
অবিরত গৌর প্রেমরসে নিমগন,
ঝলকত তনু নব পুলক আনন্দ ॥ ধ্রু ॥
শ্যামর গৌর চরিত চয় বিলপত,
বদন সুমাধুরী হরয়ে পরাণ।
নিরুপম পহুঁ পরিকর গুণ শুনইতে,
ঝর ঝর ঝরই সুকোমল নয়ান ॥
উমড়ই হিয় অনিবার চুয়ত ঘন,
স্বেদবিন্দু সহ তিলক উজোর।
অপরূপ নৃত্য মধুরতর কীর্ত্তনে,
তুলসীমাল উরে চঞ্চল থোর ॥
সুমধুর গীম ধুনত অনুমোদনে,
ভুজভঙ্গিম করু তরুণ ললাম।
পদতলে তাল, ধরত কত ভাতিক,
মরি মরি নিছনি দাস ঘনশ্যাম ॥

৪২ পদ। কামোদ।

ও মোর পরাণ-বন্ধু শ্যামানন্দ সুখসিন্ধু
সদাই বিহ্বল গোরাগুণে।
গৃহ পরিহরি দূরে আনন্দে অম্বিকাপুরে
আইলেন প্রভুর ভবনে ॥
হৃদয় চৈতন্য দেখি অঝোরে ঝরয়ে আঁখি
ভূমিতে পড়য়ে লোটাইয়া।
শিরে ধরি সে চরণ করি আত্মসমর্পণ
একচিতে রহে দাঁড়াইয়া ॥
দেখি শ্যামানন্দ রীত ঠাকুর করিয়া প্রীত
নিকটে রাখিয়া শিষ্য কৈল।
করি অনুগ্রহ অতি শিখাইয়া ভক্তিরীতি
নিতাই চৈতন্যে সমর্পিল ॥
কতক দিবস পরে পাঠাইতে ব্রজপুরে
শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইলা।
প্রভু নিতাই চৈতন্য শ্যামানন্দে কৈলা ধন্য
যাত্রাকালে আজ্ঞা মালা দিলা ॥
শ্যামানন্দ পথে চলে ভাসয়ে আঁখের জলে
সোঙরিয়া প্রভুর গুণগণ।
একাকী কতক দিনে প্রবেশিলা বৃন্দাবনে
বহু তীর্থ করিয়া ভ্রমণ ॥
দেখিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য আপনা মানয়ে ধন্য
আনন্দে ধরিতে নারে থেহা।
সিক্ত হইয়া নেত্র জলে লোটায় ধরণীতলে
বিপুল পুলকময় দেহা ॥
গিয়া গিরি গোবর্দ্ধনে কৈল যা আছিল মনে
শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে আসি।
প্রেমায় বিহ্বল হৈলা দেখি অনুগ্রহ কৈলা
শ্রীদাম গোঁসাই গুণরাশি ॥
শ্রীজীব নিকটে গেলা নিজ পরিচয় দিলা
তেঁহ কৃপা কৈলা বাৎসল্যেতে।
যেবা মনোরথ ছিল তাহা যেন পূর্ণ হৈল
হৃদয়-চৈতন্য-কৃপা হৈতে ॥

ভ্রমিলা দ্বাদশ বন* কৈলা গ্রন্থ অধ্যয়ন
হৈলা অতি নিপুণ সেবায়।
শ্রীগৌড় অম্বিকা হৈয়া রহিলা উৎকলে গিয়া
শ্রীগোস্বামিগণের আজ্ঞায়॥
পাষণ্ডী অসুরগণে মাতাইল গোরাগুণে
কারে বা না কৈলা ভক্তিদান।
অধম আনন্দে ভাষে শ্যামানন্দ-কৃপালেশে
কেবা না পাইব পরিত্রাণ॥
কে জানিবে তার তত্ত্ব সদা সংকীর্ত্তনে মত্ত
অবনীতে বিদিত মহিমা।
নিজ পরিকর সঙ্গে বিলসে পরম রঙ্গে
উৎকলে সুখের নাহি সীমা॥
যে বারেক দেখে তারে সে ধৃতি ধরিতে নারে
কিবা সে মূরতি মনোহর।
নরহরি কহে কভু রসিকানন্দের প্রভু
হবে কি এ নয়নগোচর॥

৪৩ পদ। সুহই।

জয় শ্রীল দুঃখী কৃষ্ণদাস গুণ কহিতে শকতি কার।
হৃদয়চৈতন্য পদাম্বুজে সদা চিত-মধুকর যার॥
বৃন্দাবনে নব নিকুঞ্জ রাইর নূপুর পাইল যে।
শ্যামানন্দ নাম বিদিত তথায় চরিত বুঝিবে কে॥
মহামূঢ়মতি উৎকলেতে যার না ছিল ভকতিলেশ।
গৌরপ্রেমরসে, ভাসাইল সব, সফল করিল দেশ॥
পরমদুঃখে দুঃখী শ্যামানন্দ মোর রসিকানন্দের প্রভু।
কি কব করুণা যেহো নরহরি দীনে না ছাড়য়ে কভু॥

৪৪ পদ। কামোদ।

শ্রীবীরভূমেতে ধাম কাঁদড়া মাঁদড়া গ্রাম
তথায় জন্মিলা জ্ঞানদাস।
আকুমার বৈরাগ্যেতে ব্রত বাল্যকাল হৈতে
দীক্ষা লৈলা জাহ্নবার পাশ॥
অদ্যাপি কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাস কবি নামে
পূর্ণিমায় হয় মহামেলা।
তিনদিন মহোৎসব আসেন মহান্ত সব
হয় তাহাদের লীলাখেলা॥
মদনমঙ্গল নাম রূপে গুণে অনুপাম
আর এক উপাধি মনোহর।
খেতুরীর মহোৎসবে জ্ঞানদাস গেলা যবে
বাবা আউল ছিল সহচর॥
কবিকুলে যেন রবি চণ্ডীদাস তুল্য কবি
জ্ঞানদাস বিদিত ভুবনে।
যার পদ সুধারস যেন অমৃতের ধার
নরহরি দাস ইহা ভণে॥

৪৫ পদ। ধানশী।

ধন্য ধন্য কবি জ্ঞানদাস।
এ গৌড়মণ্ডলে যার মহিমা প্রকাশ॥
সুধামাখা যার পদাবলী।
শ্রবণে প্রবেশমাত্র মন যায় গলি॥
কবিত্ব-সরসী মাঝে যার।
রসিক-মরাল সদা দেয়ত সাঁতার॥
গাইলা ব্রজের গূঢ় রস।
দরবে মানস যার পাইয়া পরশ॥
মঙ্গল ঠাকুর ধন্য ধন্য।
অনুপম কবিত্ব লভিলা করি পুণ্য॥
কোমল চরণপদ্মে তার।
করে রাধাবল্লভ প্রণতি বারেবার॥

৪৬ পদ। কামোদ।

জয় কৃষ্ণদাস জয় কবিরাজ মহাশয়
সুকবি পণ্ডিত-অগ্রগণ্য।
ভক্তিশাস্ত্রে সুনিপুণ অপার অসীম গুণ
সবে যারে করে ধন্য ধন্য॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাগণ বর্ণিলেন বৃন্দাবন
অবশেষ যে সব রহিল।
সে সকল কৃষ্ণদাস করিলেন সুপ্রকাশ
জগ মাঝে ব্যাপিত হইল॥

* ভদ্র, শ্রী, লৌহ, ভাণ্ডীর, মহা, তাল, খদির, বকুল, কুমুদ, কাম্য, মাল।

কবিরাজের পয়ার ভাবের সমুদ্র সার
অল্প লোকে বুঝিবার পারে।
কাব্য নাটক কত পুরাণাদি শত শত
পড়িলেন বিবিধ প্রকারে॥
চৈতন্য-চরিতামৃত শাস্ত্রসিন্ধু মথি কত
লিখে কবিরাজ কৃষ্ণদাস।
পাষণ্ডী নাস্তিকাসুর লভয়ে ভক্তি প্রচুর
নাস্তিকতা সমূলে বিনাশ॥
শাস্ত্রের প্রমাণ যার লোকে মানে চমৎকার
যুক্তিমার্গে সবে হারি মানে।
উদ্ধব মূঢ় কুমতি কি হবে তাহার গতি
কবিরাজ রাখহ চরণে॥

৪৭ পদ। কামোদ।

জয়সেন পরমানন্দ কর্ণপুর কবিচন্দ্র
প্রভু যারে কহে পুরিদাস।
শিবানন্দ-ঔরসেতে জন্মিলা কাচ্‌নাপাড়াতে
সপ্তবর্ষে কবিত্ব বিকাশ॥
মহাপ্রভু দয়া কৈলা পাদাঙ্গুষ্ঠ মুখে দিলা
সেই যোগে শক্তি সঞ্চারিলা।
সাত বৎসরের শিশু আশ্চর্য্য কবিত্ব আশু
সেই শক্তিপ্রভাবে লভিলা॥
শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় স্তবাবলী গ্রন্থচয়
রচিলেন কবি কর্ণপুর।
যা শুনি ভক্তি উদয় নাস্তিকতা নষ্ট হয়
অবৈষ্ণব-ভাব হয় দূর॥
কর্ণপুরগুণ যত এক মুখে কব কত
চৈতন্যের বরপুত্র যেঁহ।
উদ্ধবেরে দয়া করি জ্ঞানচক্ষু দান করি
কবিত্ব লওয়ায় জানি তেঁহ॥

৪৮ পদ। বেলাবলী।

জয় জয় রসিক সুরসিক মুরারি।
করুণাময় কলি- কলুষবিভঞ্জন
নিরমল গুণগণ জনমনোহারী॥ ধ্রু॥
প্রবল প্রতাপ পুঞ্জ পরমাদ্ভুত
ভক্তিপ্রকাশক সুখদ সুধীর।
ডগমগ প্রেম হেম সম উজ্জ্বল
ঝলকত অতিশয় সুখদ শরীর॥
শ্যামানন্দ-চরণ চিত চিন্তন
অনুখন সংকীর্ত্তনরস পান।
যাকর সরবস গৌরচন্দ্র বিনু
কি হব স্বপনে না জানয়ে আন॥
অপরূপ কীর্ত্তি লসত ত্রিজগত মধি
কবিবর কাব্য বিদিত অনুপাম।
নিপট উদার- চরিত চারু কছু
সমুঝি না শকত পতিত ঘনশ্যাম॥

৪৯ পদ। পূরবি।

জয় জয় হরি- রাম আচার্য্যবর্য্য
আশ্চর্য্য চরিত চিতহারী।
গুণগণ বিশদ বিপদমদমর্দ্দন
মধুর মুরতি মুদবর্দ্ধনকারী॥
পহুঁ-পদ-বিমুখ অসুর-দুর্জ্জয়জয়-
কারক কীর্ত্তি জগত প্রচার।
পরম সুধীর ধীরধৃতিহারক
করুণাময় মতি অতিহুঁ উদার॥
অনুখন গৌর- প্রেমভরে উনমত
মত্ত করীন্দ্র নিন্দি গতি জোর।
সংকীর্ত্তনরস- লম্পট পটু
বৈষ্ণব-সেবা-সুখ কো কহুঁ ওর॥
শ্রীমদ্ভাগবতাদিক গ্রন্থকথন
অনুপম বরষত অমৃতধার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায় যজ্জীবন
ভণব কি নরহরি মহিমা অপার॥

৫০ পদ। মঙ্গল।

অনুক্ষণ গৌর প্রেমেরসে গর গর, ঢর ঢর লোচনে লোর।
গদগদ ভাষ হাসু ক্ষণে রোয়ত আনন্দে মগন ঘন হরিবোল

পহুঁ মোর শ্রীশ্রীনিবাস।
আবরত রামচন্দ্র পহুঁ বিহরত সঙ্গে নরোত্তম দাস॥ ধ্রু॥
ব্রজপুরচরিত, সতত অনুমোদই, রসিক ভকতগণ পাশ।
ভকতিরতন ধন, যাচত জনে জন, পুন কি গৌর-পরকাশ॥
ঐছে দয়াল কবহুঁ না হেরিয়ে, ইহ ভুবন চতুর্দ্দশে১।
দীনহীন পতিতে, পরম পদ দেয়ল, বঞ্চিত যদুনন্দন দাসে২॥

৫১ পদ। পাহিড়া।

আরে মোর আচার্য্য ঠাকুর।
দয়ার সাগর বড় জগভর বিথারল
রাধাকৃষ্ণ-লীলারসপুর॥ ধ্রু॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের হেন নিরুপম গুণগণ
দ্বিজরাজ গৌড়ভুবনে।
মল্লভূপতি আদি হরিরসে উনমাদি
ভেল যার করুণা কিরণে॥
যত্ন করিয়া অতি রসলীলা গ্রন্থ ততি
বৃন্দাবনভূমি সঙ্গে আনি।
রাধাকৃষ্ণ-রাসলীলা দেশে দেশে প্রচারিলা
আস্বাদন করিয়া আপনি॥
এমন দয়াল পহুঁ চক্ষু ভরি না দেখিলুঁ
হৃদয়ে রহল শেল ফুটি।
এ রাধাবল্লভ দাস করে মনে অভিলাষ
কবে সে দেখিব পদ দুটী॥

৫২ পদ। পাহিড়া।

জয় প্রেমভক্তিদাতা সদয়হৃদয়।
জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু জয় দয়াময়॥
শ্রীচৈতন্যচাঁদের হেন নিরুপম গুণ।
অসীম করুণাসিন্ধু পতিতপাবন॥
দক্ষিণে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর।
বামে ঠাকুর নরোত্তম করুণা প্রচুর॥
গৌরাঙ্গলীলা সতত করে আস্বাদন।
গৌর গৌর গৌর বলি হয়ে অচেতন॥

পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে সম্বরিতে নারে।
দুই জনার কণ্ঠ ধরি সম্বরণ করে॥
এ হেন দয়াল প্রভু পাব কত দিনে।
শ্রীরাধাবল্লভ দাস করে নিবেদনে॥

৫৩ পদ। ধানশী বা মঙ্গল।

প্রভু দ্বিজরাজ বর মূরতি মনোহর
রত্নাকর করি জান।
প্রভু শ্রীনিবাস প্রকাশিল হরিনাম১
স্বরূপ কর তাহা২ গান॥
কনকবরণ তনু প্রেমরতন জনু
কণ্ঠহি তুলসীক মাল।
গৌর প্রেমভরে অহর্নিশি আঁখি ঝুরে
হেরি কাঁপয়ে কলিকাল॥
শ্রীমদ্ভাগবত উজ্জ্বল গ্রন্থ যত
দেশে দেশে করিলা প্রচার।
পাষণ্ড অধম জনে৩ করু অবলোকনে
সবাকারে করল উদ্ধার॥
ভকত প্রিয়তম ঠাকুর নরোত্তম
রামচন্দ্র প্রিয় দাস।
অধম নিতান্ত গোপীকান্ত হৃদয়ে
চরণ পহুঁ কর পরকাশ॥

৫৪ পদ। সারঙ্গ।

জয় জয় গুণমণি শ্রীশ্রীনিবাস।
ধনি ধনি অবনী- ভাগ কিয়ে অপরূপ
গৌর প্রেমময় মূরতি প্রকাশ॥ধ্রু॥
কুঙ্কুম কনক কুঞ্জ যিনি তনুরুচি
রুচির বদন বিধু অধর সুচার।
মধুরিম হাস ভাষ মৃদু মঞ্জুল
জনু বরিষয়ে নব অমিয় অপার॥
চন্দন তিলক ভাল ভঙ্গ নিরুপম
ডগমগ লোচন-কমল বিশাল।

১। চতুর্দ্দশ ভুবন মাঝে। ২। ধরণী বঞ্চিত নিজ কাজে—পাঠান্তর।

১। স্বরূপ। ২। হরিনাম করতহি। ৩। গণে—পাঠান্তর।

প্রেম-মুকুটমণি ভূষণ ভাবাবলী
অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ আসন খেতুরি মাহা বৈঠত
সঙ্গহি ভকতসমাজ॥
সনাতনরূপকৃত গ্রন্থ ভাগবত
অনুদিন করত বিচার।
রাধা মাধব যুগল উজ্জ্বল রস
পরমানন্দ সুখ সার॥
শ্রীসংকীর্ত্তন বিষয়রস-উনমত
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জান।
যোগ জ্ঞানব্রত আদি ভয়ে ভাগত
রোয়ত করম-গেয়ান॥
ভাগবত, শাস্ত্রগণ যো দেই ভকতিধন
তাক গৌরব করু আপ।
সাংখ্য মীমাংসক তর্কাদিক যত
কম্পিত দেখি পরতাপ॥
অভকত চৌর দূরহি ভাগি রহু
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীনহীন জনে দেয়ল ভকতিধনে
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

৬১ পদ। বেলাবলী।

জয় জয় শ্রীনরোত্তম পরম উদার।
জগজনরঞ্জন কনক কঞ্জরুচি
জনু মকরন্দ বরিষে অনিবার॥ধ্রু॥
ঝলমল বিপুল পুলককুলমণ্ডিত
নিরুপম বদনে নিরত মৃদু হাস।
টলমল নয়ন করুণ রসরঞ্জিত
হরই শ্রবণ মন বচনবিলাস॥
নিরুপম তিলক ললাট মধুরতর
তুলসী মাল কল কণ্ঠ উজোর।
সুবলনি বাহু ললিত কর পল্লব
পরিসর উর উপমা নহ থোর॥
কটিতট ক্ষীণ নীল নব অম্বর
পীন প্রবর উরু গঢ়ল সুঘার।
কোমল চরণ যুগল অতি শীতল
বিলসত নরহরি হৃদয় মাঝার॥

৬২ পদ। কামোদ।

ও মোর করুণাময় শ্রীঠাকুর মহাশয়
নরোত্তম প্রেমের মূরতি।
কিবা সে কোমল তনু শিরীষ কুসুম জনু
জিনিয়া কনক দেহজ্যোতি॥
অল্প বয়স তায় কোন সুখ নাহি ভায়
গোরাগুণ শুনি সদা ঝুরে।
রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া অতি লালায়িত হৈয়া
গমন করিলা ব্রজপুরে॥
প্রবেশিয়া বৃন্দাবনে পরম আনন্দমনে
লোকনাথে আত্ম সমর্পিল।
কৃপা করি লোকনাথ করিলেন আত্মসাথ
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রদীক্ষা দিল॥
নরোত্তম-চেষ্টা দেখি বৃন্দাবনে সবে সুখী
প্রাণের সমান করে স্নেহ।
শ্রীনিবাসাচার্য্য সনে যে মর্ম্ম তা কেবা জানে
প্রাণ এক ভিন্নমাত্র দেহ॥
শ্রীরাধাবিনোদ দেখি সদায় জুড়ায় আঁখি
প্রভু লোকনাথ-সেবারত।
ভক্তিশাস্ত্র-অধ্যয়নে মহানন্দ বাঢ়ে মনে
পূর্ণ হৈল অভিলাষ যত॥
প্রভু অনুমতি মতে শ্রীব্রজমণ্ডল হৈতে
শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রবেশিলা।
প্রভু অনুগ্রহ বলে নবদ্বীপ নীলাচলে
ভক্ত-গৃহে ভ্রমণ করিলা॥
কিবা সে মধুর রীতি খেতুরী গ্রামেতে স্থিতি
সেবে গৌর শ্রীরাধারমণে।
শ্রীবল্লভীকান্ত নাম রাধাকান্ত রসধাম
রাধাকৃষ্ণ শ্রীব্রজমোহনে॥
এ ছয় বিগ্রহ যেন সাক্ষাত বিহরে হেন
শোভা দেখি কেবা নাহি ভুলে।

প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে নরোত্তম মহারঙ্গে
ভাসে প্রেমরসের হিল্লোলে ॥
নরোত্তম গুণ যত কে তাহা কহিবে কত
প্রেমবৃষ্টি যার সংকীর্ত্তনে।
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ গণ সহ গৌরচন্দ্র
নাচয়ে দেখিল ভাগ্যবানে ॥
গৌরগণ প্রিয় অতি নরোত্তম মহামতি
বৈষ্ণব সেবনে যার ধ্বনি।
কি অদ্ভুত দয়াবান কারে বা না করে দান
নির্ম্মল ভকতি চিন্তামণি ॥
পাষণ্ডী অসুরগণে মাতাইলা গোরাগুণে
বিহ্বল হইয়া প্রেমাবেশে।
অলৌকিক ক্রিয়া যার হেন কি হইবে আর
সে না যশ ঘোষে দেশে দেশে ॥
কহে নরহরি হীন হবে কি এমন দিন
নরোত্তম পদে বিকাইব।
সঘনে দুবাহু তুলি প্রভু নরোত্তম বলি
কাঁদিয়া ধূলায় লোটাইব ॥

৬৩ পদ। দেশপাল।

জয় শুভমণ্ডিত সুপণ্ডিত নরোত্তম
মহাশয় মনোজ্ঞ সব রীতবর
গৌরব গভীর অতি ধীর গুণধাম।
প্রেমময়রূপ রসকূপ উপমারহিত
মত্ত দিন রাতি রত গান নবতান
গতিনৃত্য হৃতচিত্ত মৃদু অঙ্গ অভিরাম ॥
সেবন সুবিগ্রহ নিরন্তর মহামুদিত
গৌর হরিভক্ত প্রিয়পাত্র
করুণা বিদিত দীনজনবন্ধুকৃত পূর্ণ সব কাম।
মঞ্জুতর কীর্ত্তি জগভূষণ ন দূষণ
অপার গুণ পার নাহি পায়ত
কবীন্দ্রগণ গায়ত অনুক্ষণ হি দাস ঘনশ্যাম ॥

৬৪ পদ। সুহই।

হেন দিন শুভ পরভাতে।
শ্রীনরোত্তম নাম পহুঁ মোর গুণ[১]ধাম
বারে এক স্মৃতি হয় যাতে ॥ধ্রু॥
যাহার সঙ্গতি কাম শ্রীল কবিরাজ নাম
ছাড়িয়া সে গৃহ পরিকর।
ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস খেতুরী করিলা বাস
প্রাণ সমতুল কলেবর ॥
নিত্যানন্দ ঘরণী জাহ্নবা ঠাকুরাণী
ত্রিভুবনে পূজিতচরণ।
যাহার কীর্ত্তন কালে রুধির পুলক মূলে
দেখি কৈল চৈতন্য স্মরণ ॥
ভাব দেখি আপনি জাহ্নবা ঠাকুরাণী
নাম থুইলা ঠাকুর মহাশয়।
পতিতপাবন নাম ধর বল্লভে উদ্ধার কর
তবে জানি মহিমা নিশ্চয় ॥

৬৫ পদ। মঙ্গল।

ভুবনমঙ্গল গোরা গুণে লোকনাথ ভোরা
সুখে নরোত্তমে দয়া করি।
রাধাকৃষ্ণলীলা গুণ নিজ শক্তি আরোপণ
পিয়াইল গৌরাঙ্গ মাধুরী ॥
অনুক্ষণ গোরা রঙ্গে বিলসে বৈষ্ণব সঙ্গে
প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গী লৈয়া।
শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ গীত বিদ্যাপতি
নিজ গ্রন্থ গুণ আস্বাদিয়া ॥
নরোত্তম দীনবন্ধু জীবের করুণাসিন্ধু
রূপে গুণে রসের মূরতি।
রাধাকান্ত না দেখিয়া সদাই বিদরে হিয়া
কে বুঝিবে ঐছন পিরীতি ॥
মোর ঠাকুর মহাশয় নরোত্তম দয়াময়
দন্তে তৃণ করোঁ নিবেদন।
বল্লভ ছাড়িয়া পাকে আকুল হইয়া ডাকে
অহে নাথ লইনু শরণ ॥

১। গৌর—পাঠান্তর।

৬৬ পদ। ধানশী।

নরোত্তম আরে মোর বারেক তোমারে পাঙ।
সে গুণ গাইয়া মুঞি মরিয়া না যাঙ॥ ধ্রু॥
সে ফোঁটা ঝলক মুখ দরশনে জ্যোতি।
ঈষৎ মধুর হাসি বিজুরির কাঁতি॥
ফুটিয়া রহিল শেল সেহ নহে ব্যথা।
মরমে মরম দুখে কি কহিব কথা॥
মো মেনে মরিয়া যাঙ সে গুণ ঝুরিয়া।
বল্লভদাসেরে লহ আপন করিয়া॥

৬৭ পদ। মঙ্গল।

নরে নরোত্তম ধন্য গ্রন্থকার-অগ্রগণ্য
অগণ্য পুণ্যের একাধার।
সাধনে সাধকশ্রেষ্ঠ দয়াতে অতি গরিষ্ঠ
ইষ্ট প্রতি ভক্তি চমৎকার॥
চন্দ্রিকা পঞ্চম* সার তিন মণি† সারাৎসার
গুরুশিষ্যসংবাদ পটল‡।
ত্রিভুবনে অনুপাম প্রার্থনা গ্রন্থের নাম
হাটপত্তন মধুর কেবল॥
রচিলা অসংখ্য পদ হৈয়া ভাবে গদ গদ
কবিত্বের সম্পদ সে সব।
যেবা শুনে, যেবা পড়ে যেবা গান করে
সেই জানে পদের গৌরব॥
সদা সাধু মুখে শুনি শ্রীচৈতন্য আসি পুনি
নরোত্তম রূপে জনমিলা।
নরোত্তম গুণাধার বল্লভে করহ পার
জলেতে ভাসাও পুনঃ শিলা॥

৬৮ পদ। মঙ্গল।

রামচন্দ্র কবিরাজ বিখ্যাত ধরণী মাঝ
তাহার কনিষ্ঠ শ্রীগোবিন্দ।
চিরঞ্জীব সেন-সুত কবিরাজ নামে খ্যাত
শ্রীনিবাস শিষ্য কবিচন্দ্র॥
তেলিয়াবুধরি গ্রামে জন্মিলেন শুভক্ষণে
মহাশাক্তবংশে দুই ভাই।
পরে পিতৃধর্মত্যাগী ঘোরতর পীড়া লাগি
বৈষ্ণব হইলা দোঁহে তাই॥
হইল আকাশবাণী কহিলেন কাত্যায়নী
গোবিন্দ গোবিন্দপদ ভজ।১
বিপত্তে মধুসূদন বিনে নাহি অন্য জন
সার কর তার পদরজ॥
শ্রীখণ্ডের দামোদর কবিকুলে শ্রেষ্ঠতর
গোবিন্দের হন মাতামহ।২
সুরগুরু সঙ্গে যার তুলনায় বারে বার
লোকে যশ গায় অহরহ॥
বুঝি মাতামহ হৈতে কবিকীর্ত্তি বিধিমতে
পাইলা গোবিন্দ কবিরাজ।
কহে দীন নরহরি তাই ধন্য ধন্য করি
গায় গুণ পণ্ডিতসমাজ॥

৬৯ পদ। পঠমঞ্জরী।

জয় জয় রামচন্দ্র কবিরাজ।
সুললিত রীত নামরত নিরবধি
মগন আনন্দ মহোদধি মাঝ॥ধ্রু॥
শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যবর্য্য-যুগ
চরণ কঞ্জরজ ভজন বিভোর।
তছু গুণ চরিত অমৃত নিত পান
সুপ্রেম অতুল তুলনা নহ থোর॥
রসময় শ্রীমদ্ ভাগবতাদিক
গ্রন্থ পঠনঅনুভব নহ মর্ম্ম।
শ্রীল নরোত্তম সঙ্গ সতত অতি
প্রীতি বিদিত অনুভব সব কর্ম্ম॥

* প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সিদ্ধপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, সাধনভক্তিচন্দ্রিকা, চমৎকারচন্দ্রিকা, এই পাঁচ।
† সূর্য্যমণি, চন্দ্রমণি, প্রেমভক্তিচিন্তামণি, এই তিন।
‡ সম্পূর্ণ নাম "উপাসনা-পটল"।

১। "গোবিন্দ স্মরণ কর পরিত্রাণদাতা। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের তিনি হন কর্ত্তা॥" (প্রেমবিলাস)। "আকাশবাণীতে দেবী কহে বারবার। গোবিন্দ শরণ লও পাইবা নিস্তার॥" (ভক্তমাল)। "হেন কালে অলক্ষ্যে কহেন ভগবতী। কৃষ্ণ না ভজিলে কারো না ঘুচে দুর্গতি॥" (ভক্তিরত্নাকর)।
২। "পাতালে বাসুকি বক্তা, স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতি। গৌড়ে গোবর্দ্ধন ভক্তা, খণ্ডে দামোদর কবি॥" (সঙ্গীতমাধব)।

শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র কৃপানিধি
ধীর মহামন গৌরচরিত্র।
নির্ম্মল প্রেম- প্রচার চারু গুণ
যাক কার্য্য করু ভুবন পবিত্র ॥
কর্ণপুর পরি- পূর্ণ প্রেমরস
রসিক অনন্ত হরষ দিন রাতি।
সুঘড় নৃসিংহ সিংহ সম বিক্রম
ভাব প্রবল অবিরত রহু মাতি ॥
শ্রীভগবান ভাব ভর ভূষিত
চতুর-শিরোমণি চরিত গভীর।
গুণমণি গোকুল- গৌরচন্দ্র-গুণ
কীর্ত্তনে অনুখন হোত অথির ॥
শ্রীবল্লবীকান্ত করুণার্ণব
ভক্তিপ্রচারক অধিক উদার।
গোপীরমণ নৃত্যগীতপ্রিয়
পূজ্য প্রচণ্ড প্রতাপ অপার ॥
দ্বিজকুল উজ্জ্বল- কারী চক্রবর্ত্তী
শ্রীশ্যামাদাসাখ্য কৃপাল।
কো সমুঝব তছু চরিত সুধাময়
ত্রিভুবন বিদিত সুকীর্ত্তিবিশাল ॥
রামচরণ চিত- চোর চতুরবর
পণ্ডিত পরম কৃপালয় ধীর।
গৌর নিতাই নাম শুনইতে যছু
ঝর ঝর নয়নযুগলে ঝরু নীর ॥
শ্রীমদ্দাস- বিদিত বিদগধ অতি
সঘনে জপতহি সুমধুর হরিনাম।
রোয়ত খনে খনে কম্প পুলক তনু
লোটত ক্ষিতি নহি হোত বিরাম ॥
শ্রীগোবিন্দ গৌরগুণ-লম্পট
ভাসত প্রেমসমুদ্র মাঝার।
শ্রীশ্রীদাস রসিক-জন-জীবন
দীনবন্ধু-যশ বিশদ বিথার ॥
গোকুল-চক্র- বর্ত্তী গুণসাগর
কি কহব জগভরি মহিমা প্রকাশ।
শ্রীমদ্রূপ ঘটক ঘটনাকৃত
নিত্যচিত্ত মতি যুগল বিলাস ॥

শ্রীরাধাবল্লভ মণ্ডল মহী
মণ্ডিত গুণ আনন্দ স্বরূপ।
পরিকর সহিত গৌর যছু সরবস
পরম উদার ভক্তিরসভূপ ॥
নৃপতি বীর হাম্বীর ধীরবর
করি দুঃখ দূর পূরই অভিলাষ।
কাতর উর নরহরি সুপুকারত
চরণ নিকট রাখহ করি দাস ॥

৭০ পদ। মঙ্গল।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বন্দিত কবিসমাজ
কাব্যরস অমৃতের খনি।
বাগ্দেবী যাহার দ্বারে দাসীভাবে সদা ফিরে
অলৌকিক কবিশিরোমণি ॥
ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হইতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্ব গুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ॥
অসম্পূর্ণ পদ বহু রাখি বিদ্যাপতি পহুঁ
পরলোকে করিলা গমন।
গুরুর আদেশক্রমে শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে
সে সকল করিল পূরণ ॥
এমন সুন্দর তাহা আচার্য্যরত্ন শুনি যাহা
চমৎকার ভাবে মনে মনে।
তাই গুরু মহানন্দে কবিরাজ শ্রীগোবিন্দে
উপাধিটী করিলা প্রদানে ॥
গোবিন্দের কবিত্বশক্তি সাধন ভজন ভক্তি
অতুলন এ মহীমণ্ডলে।
ধন্য শ্রীগোবিন্দ কবি কবিকুলে যেন রবি
এ বল্লভ দঢ় করি বলে ॥

৭১ পদ। বেলাবলী বা গৌরী।

জয় জয় শ্রী- গঙ্গানারায়ণ
চক্রবর্ত্তী[১] অতি ধীর গভীর।

১। শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রধান শিষ্য।

ধৈরজহরণ বরণ বর মাধুরী
নিরুপম মৃদুতর রুচির শরীর ॥
অবিরত সংকী- র্ত্তনরস লম্পট
ললিত নৃত্যরত প্রেমবিভোর।
শ্রীল নরোত্তম- চরণ-সরোরুহ
ভজনপরায়ণ ভুবন উজোর ॥
শ্রীচৈতন্য- চন্দ্র-চরিতামৃত
পানে মগন মন সতত উদার।
শ্রীগোবিন্দ মনোহর বিগ্রহ
যজ্জীবন ধন প্রাণ আধার ॥
পরম দয়াল দীনজন-বান্ধব
প্রবল প্রতাপ তাপতমহারী।
বরণি না শকতি কি রীতি অতি অদভুত
বিদিত দাস নরহরি সুখকারী ॥

৭২ পদ। গৌরী।

জয় জয় রামকৃষ্ণ আচার্য্য সুধীর মহাশয় সুখদ উদার।
ভাবাবেশে নিরন্তর কীর্ত্তন লম্পট, অতিশয় সুঘড় প্রচার ॥
সুখময় রসিকজন-মনরঞ্জন, তাপপুঞ্জতম-ভঞ্জনকারী।
দ্বিজকুল মণ্ডল গুণগণমণ্ডিত বড় দুর্ম্মুখ-মদহারী ॥
শ্রীমন্মোহন রায়, সুবিগ্রহ সেবা, সতত নিযুক্ত প্রধান।
অদ্ভুতারতি উলসিতা দিবানিশি, গৌরচন্দ্র চরিতামৃতপান ॥
পরম দয়াল নরোত্তমপদযুগ, যত্ন-সর্ব্বস্ব ন জানত অন্য।
কো সমুঝব উহ রীত, রুচির যশ-গায়ত, নরহরি মানত ধন্য ॥

৭৩ পদ। টৌরি।

জয় জয় নিত্যানন্দচন্দ্র বর।
জয় শান্তিপুরনগর-সুধাকর ॥
জয় বসু জাহ্নবীদেবী-হৃদয়হর।
জয় জয় সীতামোদ-কলেবর ॥
বীর তাত জয় জীবপ্রিয়ঙ্কর।
জয় জয় অচ্যুত-জনক মহেশ্বর ॥
জয় জয় গৌর অভিন্ন-কলেবর।
ফুকরই কাতর দাস মনোহর ॥

৭৪ পদ। যথারাগ।

জয় জয় অতিশয় দীন দয়াময়
স্বরূপ রামানন্দ রায়।
সুমধুর নিগূঢ় গৌর-রস জগজনে
জানল যাক কৃপায় ॥
জয় গদাধর নরহরি শ্রীনিবাস।
জয় বক্রেশ্বর দাস গদাধর
মুকুন্দ মুরারি হরিদাস ॥ ধ্রু ॥
বসু রামানন্দ সেন শিবানন্দ
গোবিন্দ মাধব বাসু ঘোষ।
জয় বৃন্দাবন- দাস গৌররসে
জগজনে করল সন্তোষ ॥
জয় জয় অনন্ত- দাস নয়নানন্দ
জ্ঞানদাস যদুনাথ।
শ্রীরূপ সনাতন জয় জয় শ্রীজীব
ভট্টযুগল রঘুনাথ ॥
জয় জয় কৃষ্ণ- দাস কবি ভূপতি
গৌর-ভকতগণ আর।
বৈষ্ণবদাস- আশ পরিপূরহ
দেহ চরণরজঃ সার ॥

৭৫ পদ। ধানশী।

গোরাগুণে আছিল ঠাকুর শ্রীনিবাস।
নরোত্তম রামচন্দ্র শ্রীগোবিন্দদাস ॥
একই কালে কোথা গেলে দেখিতে না পাই।
থাকুক দেখিবার কাজ শুনিতে না পাই ॥
যে করিলা জগজ্জনে করুণা প্রচার।
কোথা গেলা দয়াময় আচার্য্য আমার ॥
হৃদয় মাঝারে আমার রহি গেল শেল।
জীতে আর প্রভু সঙ্গে দরশ না ভেল ॥
এ ছার জীবনে মোর নাহি আর আশ।
সঙ্গে করি লেহ প্রভু এ বল্লভদাস ॥

৭৬ পদ। ধানশী।

প্রভু আচার্য্য প্রভু শ্রীঠাকুর মহাশয়।
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেমরসময় ॥

এ সব ঠাকুর সঙ্গে পারিষদগণ।
উজ্জ্বল ভকতি-কথা করিনু শ্রবণ॥
বৈষ্ণবের তুলা মেলা নানাবিধ দান।
পরিপূর্ণ প্রেম সদা কৃষ্ণগুণ গান॥
একালে কোথা গেলা না পাই দেখিতে।
দেখিবার দায় রহু না পাই শুনিতে॥
উচ্ছিষ্টের কুকুর মুহু আছিনু সেখানে।
যখন যে কৈলা কাজ সব পড়ে মনে॥
শুনিতে স্বপন হেন কহিলে সে কথা।
ভিটা সোঙরিয়া কাঁদে কুকুর এমতি আছে কোথা॥
বল্লভদাসের হিয়ায় শেল রহি গেল।
এ জনমে হেন বুঝি বাহির না ভেল॥

৭৭ পদ। যথারাগ।

কি কহব পরিকর পরম উদার।
নিরুপম গৌর- বদন অমৃতাকর
অমিয় পীয়ত অনিবার॥ ধ্রু॥
কত কত যতন করত ধৃতি ধরইতে
অনুখন অথির বিবশ রসে মাতি।
অপরূপ ভাব ভূরি ভূষণ বর
ভূষিত শুভ শোভা রহু ভাঁতি॥
কাহুক পুলকিত গাত বাত নহি
নিকসত গদ গদ কণ্ঠ সুচার।
কাহুক কম্প কাঁপাওত জনম
কাহুক নয়নে বহত জলধার॥
কোউ ফিরত ভুজ ভঙ্গী করু
কোউ মধুরিম নাম উচরি বেরি বেরি।
কোউ হসত মৃদু নাচত ঘন ঘন
নরহরি সফল হোয়ব কব হেরি॥

৭৮ পদ। সুহই।

প্রাণ মোর সনাতন রঘুনাথ জীবন
ধন মোর শ্রীরূপ গোসাঞী।
শ্রীরঘুনন্দনে পতি তাহা বিনু নাহি গতি
যার গুণে ভবভয় নাই॥
ঠাকুর মোর রামানন্দ স্বরূপ জগদানন্দ
শ্রীনিবাস মুরারি গোবিন্দ।
কুল শীল জাতি মোর নরহরি গদাধর
মুকুন্দ মাধব শুভানন্দ॥
আচার বিচার মোর পণ্ডিত শ্রীদামোদর
সুলোচন লোচন আমার।
দান ব্রত তপ ধর্ম্ম জপ যজ্ঞ জ্ঞান কর্ম্ম
পুণ্য মোর নাম সবাকার॥
হরিদাস আশ মোর ঠাকুর শ্রীসুন্দর
বনমালী শ্রীধর মাধাই।
গোপীনাথ বক্রেশ্বর গৌরীদাস কাশীশ্বর
পুরিদাস শিখাই নন্দাই॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আর শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র
এ তিন ঠাকুর সর্ব্বেশ্বর।
যাহার করুণা পাঞা পঙ্গু ধায় মত্ত হৈয়া
আশা করে দুখিয়া শেখর॥

৭৯ পদ। ধানশী।

জয় জয় শ্রীনবদ্বীপসুধাকর দেব।
জয় পদ্মাবতীনন্দন পহুঁ মঝু শ্রীবসু জাহ্নবী সেব॥ ধ্রু॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতাপতি সুখ শান্তিপুরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রী গদাধর পণ্ডিত রসময় আনন্দ কন্দ॥
জয় মালিনীপতি সদয় হৃদয় অতি পণ্ডিত শ্রীবাস উদার।
গৌরভকত জয় পরম দয়াময় শিরে ধরি চরণ সবার॥
ইহ সব ভুবনে প্রেমরসসিঞ্চনে পূরল জগজন আশ।
আপন করমদোষে ভেল বঞ্চিত মূঢ়মতি বৈষ্ণবদাস॥

৮০ পদ। বরাড়ী।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বাশ্রয়।
জয় শ্রীস্বরূপ দামোদর কৃপাময়॥
জয় শ্রীল সনাতন কৃপালুহৃদয়।
জয় শ্রীল রূপ রস-সম্পদ-নিলয়॥
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট করুণাসাগর।
জয় রঘুনাথ যুগ কৃপাপূর্ণান্তর॥
জয় শ্রীজীব গোসাই দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দিন পামরে॥

প্রতিজ্ঞা আছয়ে এই ঘোর কলিকালে।
উদ্ধার করিবে মহাপাতকী সকলে॥
বিচার করহ যদি মোর অপরাধ।
এ রাধামোহনের তবে বড় পরমাদ।

৮১ পদ। বরাড়ী।

জয় শ্রীনৃসিংহ পুরি পরমানন্দ পুরি।
মাধবেন্দ্র পুরি-শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরি॥
জয় উদ্ধারণ দত্ত গোবিন্দ মুকুন্দ।
জয় কাশী মিশ্র কাশীশ্বর শুভানন্দ॥
জয় বাসুদেব দত্ত শ্রীপুরুষোত্তম।
জয় রায় রামানন্দ ভক্ত সর্ব্বোত্তম॥
গোপীনাথ বাণীনাথ ঈশান সঞ্জয়।
হলায়ুধ শুক্লাম্বর ভূগর্ভ বিজয়॥
জয় শ্রীনৃসিংহদাস গুপ্ত নারায়ণ।
মিশ্র শ্রীবল্লভ আর মিশ্র সনাতন॥
জয় শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
চিরঞ্জীব জনার্দ্দন জয় শ্রীকংসারি॥
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য চন্দ্রশিখর দাস।
পুরন্দর আচার্য্য শ্রীধর গোপাল দাস॥
কুবের পণ্ডিত জয় শ্রীঅনন্ত দাস।
শিখাই নন্দাই পুর মোহনের আশ॥

৮২ পদ। কামোদ।

শ্রীচৈতন্য-পরিকর সবে করুণাসাগর
শক্তিমন্ত সুধীর পণ্ডিত।
এক গুণে এক জনে অতুলন ত্রিভুবনে
সবার বাসনা লোকহিত॥
বড় সাধ হয় মনে মিলিয়া তাদের সনে
সদানন্দে দুবাহু বাজাই।
মুখে গৌর গৌর বলি সদা ফিরি বুলি বুলি
প্রেমেতে গোরার গুণ গাই॥
মধুপুর বৃন্দাবন ক্ষেত্র গিরি গোবর্দ্ধন
নানাদেশে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া।
ভাগবতের সার মর্ম্ম চৈতন্যের সার ধর্ম্ম
দেশে দেশে ফিরি প্রচারিয়া॥
কিন্তু কুকর্ম্মের ফলে না জন্মিনু সেই কালে
না ভুঞ্জিনু সে সুখ আনন্দ।
প্রভুর প্রিয় পরিকর সবে অঙ্গীকার কর
কহে ঘনশ্যাম মতি মন্দ॥

৮৩ পদ। কামোদ।

এই অভিলাষ মনে গৌরাঙ্গচাঁদের গুণে
মাতিয়া বেড়াই দিবানিশি।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গ নদীয়াবিহার রঙ্গ
সে সুখসায়রে যেন ভাসি॥
লক্ষ মুখে ক্ষণে ক্ষণে বসুধা জাহ্নবী সনে
নিতাইচাঁদের গুণ গাই।
সীতা সহ সীতানাথে সতত বন্দিয়া মাথে
তার যশে জগত ভাসাই॥
গদাধর নরহরি স্বরূপ ফুৎকার করি
নাচি সদা কাঁকতালি দিয়া।
শ্রীনিবাস বনমালী দাস গদাধর বলি
আনন্দে উমরে যেন হিয়া॥
হরিদাস বক্রেশ্বর রামানন্দ দামোদর
গৌরীদাস শ্রীরঘুনন্দন।
মুরারি মুকুন্দ রাম লৈয়া এ সভার নাম
নিরন্তর করিয়ে কীর্ত্তন॥
শচী মিশ্র জগন্নাথ প্রভুর জননী তাত
পদ্মাবতী হাড়াই পণ্ডিত।
জগত বিদিত গুণে ঐ সভার শ্রীচরণে
জনমে জনমে রহুঁ চিত॥
শ্রীমাধব রত্নাবতী মালতী মাধবী অতি
স্নেহবতী দময়ন্তী দেবী।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ কন্দ দয়াময় বীরচন্দ্র
ও পদপঙ্কজ যেন সেবি॥
শ্রীবল্লভ সনাতন সদাশিব সুদর্শন
নন্দন বিজয় কাশীশ্বর।
বিশ্বরূপ বুলি বুলি ফিরি যেন ফুলি ফুলি
দেখিয়া পাষণ্ডী পাউক ডর॥

প্রিয় সনাতন রূপ ভট্টযুগ রসকূপ
রঘুনাথ শ্রীজীব গভীর।
এ নাম লইতে যেন ধূলায় ধূসর যেন
হয় মোর এ পাপশরীর॥
সুবুদ্ধি রাঘব সাথ ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ
ব্রজে যারা ফিরে প্রেমরঙ্গে।
এ নামে হউক রতি দূরে যাউক দুষ্ট মতি
পুলক ব্যাপুক সব অঙ্গে॥
গোবিন্দ মাধব হরি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী
বাসু ঘোষ গৌর যার প্রাণ।
এ সবার পরসাদে ফিরি যেন সিংহনাদে
অভক্তে করিয়া তৃণজ্ঞান॥
কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর হরিদাস দ্বিজবর
খোলাবেচা শ্রীধর ঠাকুর।
কংসারি বল্লভ আর ধনঞ্জয় এ সভার
হই যেন নাচের কুকুর॥
কবিচন্দ্র বিদ্যানিধি শ্রীমধু পণ্ডিত আদি
গৌরপ্রিয় যত পরিবার।
দাস নরহরি ভণে এ নাম রতনগণে
গলায় পরিয়া করি হার॥

৮৪ পদ। শ্রীরাগ।

প্রভু মোর গৌরচন্দ্র প্রভু মোর নিত্যানন্দ
প্রভু সীতানাথ আর।
পণ্ডিত গোসাঞী শ্রীবাস রামাই
ঠাকুর শ্রীসরকার॥
মুরারি মুকুন্দ শ্রীজগদানন্দ
দামোদর বক্রেশ্বর।
সেন শিবানন্দ বসু রামানন্দ
সদাশিব পুরন্দর॥
আচার্য্য নন্দন বুদ্ধিমন্ত খান
ছোট বড় হরিদাস।
বাসুদেব দত্ত রাঘব পণ্ডিত
জগদীশ তার পাশ॥
আচার্য্য রতন গুপ্ত নারায়ণ
বিদ্যানিধি শুক্লাম্বর।
শ্রীধর বিজয় শ্রীমান্ সঞ্জয়
চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর॥
পণ্ডিত গরুড় শ্রীচন্দ্রশেখর
হলায়ুধ গোপীনাথ।
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব ঘোষ
সুধানিধি আদি সাথ॥
পণ্ডিত ঠাকুর দাস গদাধর
উদ্ধারণ অভিরাম।
রামাই মহেশ ধনঞ্জয় দাস
বৃন্দাবন অনুপাম॥
ঠাকুর মুকুন্দ শ্রীরঘুনন্দন
চিরঞ্জীব সুলোচন
বৈদ্য বিষ্ণুদাস দ্বিজ হরিদাস
গঙ্গাদাস সুদর্শন॥
গোবিন্দ শঙ্কর আর কাশীশ্বর
রামাই নন্দাই সাথ।
রায় ভবানন্দ- সুত-রামানন্দ
গোপীনাথ বাণীনাথ॥
নীলাচলবাসী সার্ব্বভৌম কাশী
মিশ্র জনার্দ্দন আর।
শ্রীশিখি মাহাতি রুদ্র গজপতি
ক্ষেত্র সেবা অধিকার॥
গোসাঞী স্বরূপ সনাতন রূপ
ভট্টযুগ রঘুনাথ।
শ্রীজীব ভূগর্ভ গোসাঞী রাঘব
লোকনাথ আদি সাথ॥
যতেক মহান্ত কে করিবে অন্ত
গৌরাঙ্গ সবার প্রাণ।
গোরাচাঁদ হেন সবে কৃপাবান
প্রেমভক্তি করে দান॥
ইহা সবাকার যত পরিবার
সন্তান আছয়ে যার।
গৌরভকত আর যত যত
সবে কর অঙ্গীকার॥
অধম দেখিয়া করুণা করিয়া
সবে পূর মোর আশ।

কাতর হইয়া গুণ সোঙরিয়া
কাঁদয়ে বৈষ্ণবদাস ॥

৮৫ পদ। যথারাগ।

গৌরাঙ্গচাঁদের প্রিয় পরিকর
দ্বিজ হরিদাস নাম।
কীর্ত্তন বিলাসি প্রেম সুখরাশি
যুগল রসের ধাম ॥
তাঁহার নন্দন প্রভু দুই জন
শ্রীদাস গোকুলানন্দ।
প্রেমের মুরতি যুগল পিরীতি
আরতি রসের কন্দ ॥
গোরা গুণময় সদয় হৃদয়
প্রেমময় শ্রীনিবাস।
আচার্য্য ঠাকুর খেয়াতি যাঁহার
দুঁহে রহে তার পাশ ॥
পিতৃ-অনুমতি জানিয়া এ দুহুঁ
হইলা তাহার শাখা।
শাখাগণনাতে প্রভুর সহিতে
অভেদ করিয়া লেখা ॥
গৌরাঙ্গচাঁদের প্রিয় অনুচর
জয় দ্বিজ হরিদাস।
জয় জয় মোর আচার্য্য ঠাকুর
খ্যাতি নাম শ্রীনিবাস ॥
জয় জয় মোর শ্রীদাস ঠাকুর
জয় শ্রীগোকুলানন্দ।
করুণা করিয়া লেহ উদ্ধারিয়া
অধম পতিত মন্দ ॥
ইহা সবাকার বংশ পরিবার
যতেক ঠাকুরগণ।
সবার চরণে রতি মতি মাগে
বৈষ্ণবদাসের মন ॥

৮৬ পদ। যথারাগ।

জয় জয় শ্রী- শ্রীনিবাস নরোত্তম
রামচন্দ্র কবিরাজ।
জয় জয় শ্রীপতি গোবিন্দ রসময়
জয় তছু ভকতসমাজ ॥
জয় কবিরাজ রাজ রসসায়র
শ্রীযুত গোবিন্দ দাস।
ঐছন কতিহুঁ না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
প্রেমমূরতি পরকাশ ॥
যাকর গীতে সুধারস বরিখয়ে
কবিগণ চমকয়ে চিত।
শুনইতে গর্ব্ব খর্ব্ব তব১ হোয়ত
ঐছন রসময় গীত ॥
জয় জয় যুগল পিরীতিময় শ্রীযুত
চক্রবর্ত্তী গোবিন্দ।
গৌর-গুণার্ণব ডুবত অহনিশি
জনু মন্দার গিরীন্দ্র ॥
জয় জয় শ্রীযুত ব্যাস কৃপাময়
শ্যামদাস প্রভু আর।
জয় জয় পহুঁ মোর রামচরণ শর-
ণাগতে করু আপনার ॥
জয় জয় রাম- কৃষ্ণ কুমুদানন্দ
দ্বিজ-কুল-তিলক দয়াল।
জয় জয় রূপ ঘটক বড় রসময়
মণ্ডল ঠাকুর ভাল ॥
জয় জয় নৃপবর মল্লবংশধর
শ্রীবীর হাম্বীর নাম।
জয় জয় শ্রীকবি- রাজ, কর্ণপুর
গোকুল শ্রীভগবান্ ॥
জয় জয় গোপী- রমণ রসায়ন
উজ্জ্বল মুরতি নিতান্ত।
জয় জয় শ্রীনর- সিংহ কৃপাময়
জয় জয় বল্লভীকান্ত ॥
জয় জয় শ্রী- বল্লভ পরমাদ্ভুত
প্রেমমুরতি পরকাশ।
প্রভুসুতা চরণ- সরোরুহ মধুকর
জয় যদুনন্দন দাস ॥

---

১ সব—পাঠান্তর।

কবি নৃপবংশজ ভুবনবিদিত যশ
ঘনশ্যাম বলরাম।
ঐছন দুহুঁ জন নিরুপম গুণ গণ
গৌর প্রেমময়ধাম॥
ইহ সব প্রভুগণ চরণ যাক ধন
তাক চরণে করি আশ।
অতিহুঁ অসতমতি পামর দুরগতি
রোঅত বৈষ্ণবদাস॥

৮৭ পদ। সুহই।

গৌরাঙ্গের সহচর শ্রীবাসাদি গদাধর
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ হরিদাস প্রেমকন্দ
দামোদর পরমানন্দ পুরি॥
যে সব করিল লালা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।
তখন নহিল জন্ম এবে ভেল ভববন্ধ
সে না শেল রহি গেল চিতে॥
প্রভু সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মিলি যে সব করিলা কেলি
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ॥
সভে হৈলা অদর্শন শূন্য ভেল ত্রিভুবন
অন্ধ হৈল সবাকার আঁখি।
কাহারে কহিব দুঃখ না দেখাও ছার মুখ
আছি যেন মরা পশু পাখী॥
শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস আছিনু তাঁহার পাশ
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।
তেঁহো মোরে ছাড়ি গেলা রামচন্দ্র না আইলা
দুখে জীউ করে আনচান॥
যে মোর মনের ব্যথা কাহারে কহিব কথা
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজল বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই
ধিক ধিক নরোত্তমদাস॥

৮৮ পদ। পাহিড়া।

বিধি মোরে কি করিল শ্রীনিবাস কোথা গেল
হৃদি মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা।
গুণের রামচন্দ্র ছিলা সেহ সঙ্গ ছাড়ি গেলা
শুনিতে না পাই মুখের কথা॥
পুনঃ কি এমন হব রামচন্দ্র সঙ্গ পাব
এ জনম মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক রামচন্দ্র বলি ডাক
তবে যদি যাও সেই ভাল॥
স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ
ভট্টযুগ দয়া কর মোরে।
আচার্য্য শ্রীনিবাস রামচন্দ্র তাঁর দাস
পুনঃ না কি মিলিবে আমারে॥
আঁচলে রতন ছিল কোন্ ছলে কে না নিল
জুড়াইতে নাহি মোর ঠাঁই।
নরোত্তম দাস বলে পড়িনু অসদ্ ভোলে
বুঝি মোর কিছু হৈল নাই॥

৮৯ পদ। তথারাগ।

ভাল ভাল প্রভু নরোত্তম গুণধাম।
জগজনে লওয়াইলা রাধাকৃষ্ণ নাম॥ধ্রু॥
গোঁথরি মালতীমালা হিয়া ভালে শোভে রে
মধুর কথাটী কহে ভালো।
এমন গুণের প্রভু আর না দেখিব রে
জগত করিয়াছিল আলো॥
যার গুণে পশু পাখী ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে
কুলে কাঁদে কুলের বৌহারি।
যাহার শুনিয়া রীত সুর নর চমকিত
তাহে আমি কি বলিতে পারি॥
সর্ব্বক্ষণ করিতা দয়া অতি সকরুণ হৈয়া
মোরে প্রভু আপন বলিল।
মুঞি পাপী দুরমতি সে পদে নহিল রতি
মিছাই জনম গোঙাইল॥

৯০ পদ। সুহই।

জয় রে জয় রে শ্রীনিবাস নরোত্তম
রামচন্দ্র শ্রীগোবিন্দদাস।

জয় শ্রীগোবিন্দ গতি　　অগতি জনার গতি
　　প্রেমমূরতি পরকাশ ॥
শ্রীদাস গোকুলানন্দ　　চক্রবর্ত্তী শ্রীগোবিন্দ
　　শ্রীরামচরণ শ্রীল ব্যাস।
শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী　　কবিরাজ নৃসিংহ খ্যাতি
　　কর্ণপুর শ্রীবল্লবীদাস ॥
শ্রীগোপীরমণ নাম　　ভগবান্ গোকুলাখ্যান
　　ভক্তিগ্রন্থ কৈল পরকাশ।
প্রভুর প্রেয়সী রাম　　শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া নাম
　　জাজীগ্রামে সতত বিলাস ॥
শ্রীমতী দ্রৌপদী আর　　ঈশ্বরী বিখ্যাত যার
　　গৌরপ্রেমভক্তিরসে ভাস।
প্রভুর কন্যা হেমলতা　　সর্ব্বলোকে যশঃখ্যাতা
　　স্মরণমননরসোল্লাস ॥
রামকৃষ্ণ মুকুন্দাখ্যা　　চট্টরাজ যার ব্যাখ্যা
　　শুদ্ধ ভক্তি মত বিনির্য্যাস।
রাঢ়দেশে সুধানিধি　　মণ্ডল ঠাকুর খ্যাতি
　　প্রভুপদে সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥
ঘটক শ্রীরূপ নাম　　রসবতী রাইশ্যাম
　　লীলার ঘটনারসে ভাস।
শ্রীবীর হাম্বীর নাম　　বিষ্ণুপুর যার ধাম
　　যেহোঁ আদি শাখা প্রভু পাশ ॥
চট্টরাজ-কুলোদ্ভব　　গোপীজনবল্লভ
　　সদা প্রেম সেবা অভিলাষ।
শ্রীঠাকুর মহাশয়　　তার যত শাখা হয়
　　মুখ্য কিছু করিয়ে প্রকাশ ॥
রামকৃষ্ণ আচার্য্যখ্যাতি　　গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী
　　ভক্তিমূর্ত্তি গামিলা-নিবাস।
রূপ রাধু রায় নাম　　গোকুল শ্রীভগবান্
　　ভক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাস ॥
শ্রীল রাধাবল্লভ　　চাঁদ রায় প্রেমার্ণব
　　চৌধুরী শ্রীখেতুরী নিবাস।
শ্রীরাধামোহন পদ　　যার ধন সম্পদ্
　　নাম গায় এ উদ্ধবদাস ॥

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

(ভক্তের দৈন্য ও প্রার্থনা)

১ পদ। শ্রীরাগ।

গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।১
আপন করিয়া রাঙ্গা চরণে রাখিহ ॥২
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু।
শীতল চরণ পাঞা শরণ লইনু ॥
এ কুলে ও কুলে মুঞি দিনু তিলাঞ্জলি ;
রাখিহ চরণে মোরে আপনার বলি ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে চরণে ধরিয়া।
কৃপা করি রাখ মোরে পদছায়া দিয়া ॥

২ পদ। শ্রীরাগ।

আরে মোর গৌরাঙ্গ সোনা।
পাইয়াছি তোমারে কত করিয়া কামনা।
আপন বলিয়া মোর নাহি কোন জন।
রাখহ চরণতলে করিয়া আপন ॥
তোমার বদনে কিবা চাঁদের তুলনা।
দেহ প্রেম-সুধারস রহুক ঘোষণা ॥
কমল জিনিয়া তোমার শীতল চরণ।
বাসু ঘোষে দেহ ছায়া তাপিত এ জন ॥

৩ পদ। কেদার।

গৌরাঙ্গচাঁদ হের নয়নের কোণে।
শরণ লইনু তোমার শীতল চরণে ॥
দিয়াছি তোমারে দায় আমার কেহ নাই
তুমি দয়া না করিলে যাই কার ঠাঁই ॥
প্রভু নিত্যানন্দ করহ করুণা।
কাতর হইয়া ডাকে দীনহীন জনা ॥
পূর্ব্বে পাপী তরাইলে এবে না তরাও।
পাপিষ্ঠ উদ্ধার এবার জগতে দেখাও ॥
তোমার কৃপা না পাইয়া বেড়াই কাঁদিয়া
পূরবে দিয়াছ প্রেম জগতে যাচিয়া ॥

১। ছাড়িবে, রাখিবে। ২। বাসুকে দেও পদছায়া—

সে করুণা প্রকাশিয়া উদ্ধারহ মোরে।
শুনিয়াছি দয়ার ঠাকুর দেখুক সংসারে॥
গৌরাঙ্গ নিতাই মোরে না কর নৈরাশ।
দন্তে তৃণ ধরি কহে নরহরিদাস॥

৫ পদ। সুহই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই প্রভু।
এই কৃপা কর যেন না পাসর কভু॥
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে।
বঞ্চিত হইনু সেই সুখ দরশনে॥
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়।
এ সব বিহার মোর রহুক হৃদয়॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ রায়।
তোমার চরণ ধন রহুক হিয়ায়॥
সপার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথা তথা।
কৃপা কর মুঞি যেন ভৃত্য হই তথা॥
সংসারের সার ইহা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥
হেন দিন হইবে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত কি সকল ভক্তবৃন্দ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ পহুঁ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

৫ পদ। তুড়ী।

এই বার করুণা কর চৈতন্য নিতাই।
মোর সম পাতকী আর ত্রিভুবনে নাই॥
মুঞি অতি মূঢ়মতি মায়ার নফর।
এই সব পাপে মোর তনু জর জর॥
ম্লেচ্ছ অধম যত ছিল অনাচারী।
তা সভা হইতে যদি মোর পাপ ভারী॥
অশেষ পাপের পাপী জগাই মাধাই।
তা সবারে উদ্ধারিলা তোমরা দুভাই॥
লোচন বলে মুঞি অধমে দয়া নৈল কেনে
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে॥

৬ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গ পতিতপাবন তুয়া নাম।
কলিজীব যত আছিল কৃতপাতকী
দেওলি সভে নিজনাম। ধ্রু।
আচণ্ডাল অবধি তোহারি গুণে কাঁদয়ে
প্রেমপুলকে নাহি ওর।
হরিনাম-সুধারসে জগজন পূরল
দিন রজনী রহু ভোর॥
বিদ্যা কুল ধন মদ যত আছিল বিপদ
ছাড়িয়া তোহারি গুণ গায়।
না দেখো পাষণ্ড জন সভাই উত্তম মন
সংকীর্ত্তনে গড়াগড়ি যায়॥
যদি বা আছয়ে কেহ অশেষ পাপের দেহ
না মানে না শুনে গোরাগুণ।
বল্লভদাসের কথা মরমে মরম ব্যথা
মুখে তার দেও কালি চূণ॥

৭ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গ পাতকী উদ্ধার করুণায়।
সাধু মুখে শুনে আমি পতিতপাবন তুমি
উদ্ধারিয়া লেহ নিজ পায়। ধ্রু॥
রোগ-শোকময় হয় বিষম বিষয়ভয়
পড়িয়া রহিলুঁ মায়াজালে।
কে হেন করুণ জন তারে করি নিবেদন
উদ্ধার পাইব কত কালে।
শরীরের মাঝে যত সব হৈল বৈরিমত
কেহ কার নিষেধ না মানে।
যাতনা যমের ঘর শুনিয়া লাগয়ে ডর
হরিকথা না শুনিনু কানে॥
সাধু সঙ্গ না করিনু আপনি আপনা খাইনু
সতত কুমতি সঙ্গদোষে।
দশনে ধরিয়া তৃণ কর এই নিবেদন
অকিঞ্চন এ বল্লভদাসে॥

৮ পদ। সুহই।

আরে মোর আর মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞী।
দীনে দয়া তোমা বিনা করে হেন নাই॥
এই ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত রেণুপ্রায়।
কে গণিবে পাপ মোর গণন না যায়॥
মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম না হইবে আর।
তোমা না ভজিয়া কৈনু ভাঁড়ের আচার॥
হেন প্রভু না ভজিনু কি গতি আমার।
আপনার মুখে দিলাম জলন্ত অঙ্গার॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
বলভদাসিয়া কেন না গেল মরিয়া॥

৯ পদ। ভাটিয়ারি।

গোরাচাঁদ ফিরি চাও নয়নের কোণে।
দেখি অপরাধী জনা যদি তুমি কর ঘৃণা
অযশ ঘুষিবে ত্রিভুবনে॥ ধ্রু॥
তুমি প্রভু দয়াসিন্ধু পতিতজনার বন্ধু
সাধুমুখে শুনিয়ে মহিমা।
দিয়াছি তোমার দায় এই মোর উপায়
উদ্ধারিলে মহিমার সীমা॥
মুঞি ছার দুষ্টমতি তুয়া নামে নাহি রতি
সদাই অসত পথে ভোর।
তাহাতে হৈয়াছে পাপ আরো অপরাধ তাপ
সেবক তাহার নাহি ওর॥
তোমার কৃপা-বলবানে অপরাধী নাহি মানে
শুনি নিবেদন রাঙ্গা পায়।
পূরাহ আমার আশ ফুকরে বৈষ্ণবদাস
তুয়া নাম স্ফুরুক জিহ্বায়॥

১০ পদ। ধানশী।

পহুঁ মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞী।
এই কৃপা কর যেন তোমার গুণ গাই॥
যে সে কুলে জন্ম হোক যে সে কুল পাঞা।
তোমার ভক্তসঙ্গে ফিরি তোমার গুণ গাইয়া॥
চিরকাল আশা প্রভু আছয়ে হিয়ায়।
তোমার নিগূঢ় লীলা স্ফুরয়ে আমায়॥
তোমার নামে সদা রুচি হৌক মোর।
তোমার গুণগানে যেন সদাই হই ভোর॥
তোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত সঙ্গে।
সাত্ত্বিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে॥
অশ্রুকম্প পুলকে পূরিবে সব তনু।
ভূমিতে পড়িব প্রেমে অগেয়ান জনু॥
যে সে কর প্রভু তুমি এক মাত্র গতি।
কহয়ে বৈষ্ণবদাস তোমায় রহুক মতি॥

১১ পদ। সুহই।

গোরা পহুঁ না ভজিয়া মনু।
প্রেমরতন ধন হেলায় হারানু॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপনার করমদোষে আপনি ডুবিনু॥
বিষম বিষয় বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়িয়া কৈনু অসতে বিলাস।
তেকারণে করমবন্ধনে লাগে ফাঁস॥
এমন গৌরাঙ্গের গুণে না কাঁদিল মন।
মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম হৈল অকারণ॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
বলভদাসিয়া কেন না যায় মরিয়া॥

১২ পদ। সুহই।

দয়ার প্রভু মোর নবদ্বীপচন্দ্র।
প্রেমসিন্ধু অবতার আনন্দ কন্দ॥
অবতরি নিজ প্রেম করি আস্বাদন।
সেই প্রেম দিয়া প্রভু ভরিলা ভুবন॥
পতিত দুর্গতি জনে বিলাইলা তাহা।
পাত্রাপাত্র বিচার নাই মুঞি শুনি ইহা॥
এই ভরসায় পাপী করে নিবেদনে।
এ রাধামোহন মাগে তোমার চরণে॥

১৩ পদ। শ্রীরাগ।

হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য-জনম পাঞা রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥ধ্রু॥
গোলোকের প্রেমধন হরিনাম-সংকীর্ত্তন
রতি না হইল কেন তায়।
সংসার-দাবানলে নিরবধি হিয়া জ্বলে
জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥
নন্দের নন্দন যে শচীর নন্দন সে
বলরাম আপনে নিতাই।
দীনহীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥
হাহা প্রভু নন্দসুত বৃষভানুসুতাযুত
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তমদাস কয় না ঠেলিহ রাঙ্গাপায়
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥

১৪ পদ। পাহিড়া।

হরি হরি বড় দুঃখ রহিল মরমে।
গৌরকীর্ত্তনরসে জগজন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে ॥ধ্রু॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই
বলরাম হইল নিতাই।
পাপী তাপী যত ছিল হরিনামে নিস্তারিল
সাক্ষী তার জগাই মাধাই ॥
হেন প্রভুর শ্রীচরণে রতি না জন্মিল কেনে
না ভজিলাম হেন অবতার।
দারুণ বিষয়বিষে সতত মজিয়া রনু
মুখে দিনু জলন্ত অঙ্গার ॥
এমন দয়ালু দাতা আর না পাইবে কোথা
পাইয়া হেলায় হারাইনু।
গোবিন্দদাসিয়া কয় অনলে পড়িনু নয়
সহজেই আত্মঘাতী হইনু ॥

১৫ পদ। সুহই।

হরি হরি কি মোর করমগতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ না ভজিনু তিল আধ
না বুঝিলাম রাগের সম্বন্ধ ॥ধ্রু॥
স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহা সভার পাদপদ্ম না সেবিলাম তিল আধ
আর কিসে পূরিবেক সাধ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ
যেহোঁ কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দলীলা শুনিতে গলয় শিলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥
সে সব ভকত-সঙ্গ যে করিল তার সঙ্গ
তার সঙ্গে কেনে নৈল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙাইনু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস ॥

১৬ পদ। পাহিড়া।

বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্ল্লভ তনু শ্রীগুরুচরণ বিনু
জন্ম মোর বিফল হইল ॥ধ্রু॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি নবদ্বীপে অবতরি
জগত ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামরমতি বিশেষে কঠিন অতি
তেঁই মোরে করুণা নহিল ॥
শ্রীরূপ স্বরূপ সাথ সনাতন রঘুনাথ
তাহাতে নহিল মোর মতি।
বৃন্দাবন রসধাম চিন্তামণি যার নাম
সেহ ধামে না কৈল বসতি ॥
বিষের বিষয়ে রতি নহিল বৈষ্ণবমতি
নিরবধি ঢেউ উঠে মনে।
নরোত্তমদাস কয় যাবার উচিত নয়
শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবা বিনে ॥

১৭ পদ। বরাড়ী।

ধন মোর নিত্যানন্দ মন মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল গদাধর মোর কুল
নরহরি বিলাসই মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নানকেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস-আস্বাদনে
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মন নিষ্ঠ
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চবুতারা তাহে মোর মন ভোরা
কহে দীন নরোত্তমদাস॥

১৮ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব যুগল-পিরীতি॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে রহু আশ।
নরোত্তমদাস মনে এই অভিলাষ॥

১৯ পদ। কামোদ।

ভক্তগণ-শ্রীচরণে মোর এই নিবেদনে
সবে আশীর্ব্বাদ কর মোরে।
চৈতন্য বলিব মুখে চৈতন্য বলিব সুখে
তারে ভজি জন্মজন্মান্তরে॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম বিষয় আশ্রয়সদ্ম
তাহা গতি জীবনমরণে।
প্রভু ছিল রামচন্দ্র জাহ্নবাচরণদ্বন্দ্ব
স্বগণ চৈতন্য যার মনে॥
কালসর্প ভয়ঙ্কর প্রেমানন্দহীন নর
অনাথ ডাকিছে গৌরহরি।
প্রেমদাস অগেয়ানে প্রেমামৃত দেহ দানে
কৃপাকর আত্মসাথ করি॥

২০ পদ। গান্ধার।

গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ অদ্বৈত পরমানন্দ
তিন প্রভু একতনুমন।
ইথে ভেদবুদ্ধি যার সে যাউক ছারেখার
তার হয় নরকে গমন॥
অদ্বৈতের করুণায় যার প্রেমভক্তি পায়
গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম মিলে।
এমন অদ্বৈতচাঁদে পড়িয়া বিষম ফাঁদে
পাইয়া সে না ভজিনু হেলে॥
ধিক্ ধিক্ মুই দুরাচার।
করিনু অসত সঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ
না ভজিনু হেন অবতার॥ ধ্রু॥
হাতে গলে বাঁধি যবে যমদূত লৈয়া যাবে
আঘাত করিবে যমদণ্ড।
ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ি ভূমে দিব গড়াগড়ি
শ্মশানে লুটিবে এই মুণ্ড॥
আত্মীয় বান্ধব যারা দূরে পলাইবে তা[illegible]
তখন ডাকিব মুই কারে।
প্রেমদাস দুষ্টমতি না হইল কোন গতি
এমন দয়াল অবতারে॥

২১ পদ। বরাড়ী।

হরি হরি আর কি এমন দশা হবে।
গৌরাঙ্গ বলিতে অঙ্গ পুলকে পূরিবে॥
নিতাই বলিতে কবে নয়ানে বৈবে নীর।
অদ্বৈত বলিতে কবে হইব অস্থির॥
চৈতন্য নিতাই আর প্রভু সীতানাথে।
ডাকিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িব ভূমিতে॥
সে নাম শ্রবণে লৈতে হইব চেতন।
উঠিয়া গৌরাঙ্গ বলি করিব গর্জ্জন॥

শ্রীনন্দকুমার সহ বৃষভানুসুতা।
শ্রীবৃন্দাবনেতে লীলা কৈলা যথা তথা॥
সেই সব লীলাস্থল দেখিয়া দেখিয়া।
সে লীলা স্মরণ করি পড়িব কাঁদিয়া॥
শ্রীরাসমণ্ডল কবে দর্শন করিব।
হৃদয়ে স্ফুরিবে লীলা মূর্চ্ছিত হইব॥
প্রেমদাস কহে কবে হবে হেন দিন।
গৌরাঙ্গের ভক্তিপথের হব উদাসীন॥

২২ পদ। বরাড়ী।

হরি হরি নিতাই কবে করুণা করিবে।
সংসারবাসনা মোর কবে দূর হবে॥
কবে বা কাঙ্গালবেশে বৃন্দাবনে যাব।
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড নয়নে হেরিব॥
বংশীবটের ছায়ায় গিয়া জীবন জুড়াব।
কবে গোবর্দ্ধনমূলে গড়াগড়ি দিব॥
মায়ামোহ পুরুষদেহ কবে বা ছাড়িব।
সখীর অনুগা হৈয়া চরণ সেবিব॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী সখির আশ্রয় লইব।
বামপাশে রহি অঙ্গে চামর ঢুলাব॥
একাসনে যুগলকিশোর বসাইব।
এক মালা দুহুঁ গলে কবে বা পরাব॥
কাঙ্গাল হৈয়া ব্রজে গিয়া কবে বা ভ্রমিব।
ঘরে ঘরে মাধুকুরি ভিক্ষা মাগি খাব॥
প্রেমদাস কহে কবে হেন ভাগ্য হবে।
গৌরাঙ্গ বলিতে মোর পাপপ্রাণ যাবে॥

২৩ পদ। কামোদ।

হরি হরি ঐছে ভাগ্য হোয়ব হামার।
সহচর সঙ্গে সঙ্গে পহুঁ গৌরক, হেরব নদীয়াবিহার॥ ধ্রু॥
সুরধুনীতীরে, নটনরসে পহুঁ মোর, কীর্ত্তন করিব বিলাস।
সো কিয়ে হাম, নয়ান ভরি হেরব, পূরব চির অভিলাষ॥
শ্রীবাসভবনে যব, নিজগণ সজহি, বৈঠব আপন ঠামে।
ডাহিনে নিত্যানন্দ, ছত্র ধরি মস্তকে, পণ্ডিত গদাধর বামে॥
তব কোই মোহে, লেই তাহা যাওব, হেরব সো মুখচন্দ।
পুলকহি সকল অঙ্গ পরিপূরব, পাওব প্রেম-আনন্দ॥
জননী-সম্বোধনে, যবে ঘরে আয়ব, করবহুঁ ভোজন পান।
রামানন্দ আনন্দে, তবহুঁ নেহারব, সফল করব দুনয়ান॥

২৪ পদ। পাহিড়া।

নাচিতে না জানি তমু নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি
গাইতে না জানি তমু গাই।
সুখে বা দুঃখেতে থাকি গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকি
নিরন্তর এই মতি চাই॥
বসুধা জাহ্নবী সহ নিতাইচাঁদেরে ডাকি
নাম সহিতে সীতাপতি।
নরহরি গদাধর শ্রীবাসাদি সহচর
ইহা সভার নামে যেন মাতি॥
স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ
ভট্টযুগ জীব লোকনাথ।
ইহা সবার সহকারে দীনপ্রায় সদা ফিরে
যেন হয় তাসবার সাথ॥
মহান্তসন্তান কিবা মহান্তের জন যেবা
ইহা সবার স্থানে অপরাধ।
না হয় উদ্দাম কভু ভয়ে প্রাণ কাঁপে প্রভু
এ সাধে না পড়ে যেন বাদ॥
অন্তে শ্রীবাসপদ সেবা উক্ত সে সম্পদ
সে সম্পদের সম্পদী যে হয়।
তার ভুক্তগ্রাস শেষে কিবা গৌর ব্রজবাসে
পরমানন্দ এই ভিক্ষা চায়॥

২৫ পদ। ধানশী।

হাহা মোর কি ছার অদৃষ্ট।
যবে গৌর প্রকটিল আমার জনম নৈল
তেঁই মুঞি অধম পাপিষ্ঠ॥ ধ্রু॥
না হেরিনু গৌরচন্দ্র না হেরিনু নিত্যানন্দ
না হেরিনু অদ্বৈত গোসাঞী।

ঠাকুর শ্রীসরকার না হেরিনু পদ তার
না হেরিনু শ্রীবাস গদাই এ
কি মোর কর্ম্মের লেখা সে সব রহিল দেখা
একা আমি কেন জনমিনু।
সব অবতার সার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার
না দেখিনু কেন না মরিনু॥
প্রভুর প্রিয় স্বগণ ঠাকুর বংশীবদন
সুত-সুত হও মুঞি তার।
অহে গৌর নিত্যানন্দ তবে কেন মতি মন্দ
রামচন্দ্র অতি দুরাচার॥

২৬ পদ। ধানশী।

প্রভুর লাগিয়া, যাব কোন্ দেশে, কে মোরে সন্ধান করে।
গৌরাঙ্গচরণ, দরশন পাব, হেন ভাগ্য মোর হবে॥
গোরা মোর পতি, গোরা মোর গতি, গোরা সরবস ধন।
যদ্যপি তাঁহারে, না পাই দেখিতে, তেজিব ছার জীবন॥
পাখী হৈয়া প্রাণ যাইবে উড়িয়া যে দেশে পহুঁর বাস।
সতত পহুঁর নিকটে রহিবে হইয়া তাঁহার দাস॥
গৌরাঙ্গচরণ ধূলিতে মিশিবে এ ছার শরীর মোর।
কহে রামচন্দ্র পাদপদ্মমধু আস্বাদি রহিব ভোর॥

২৭ পদ। ধানশী।

হরি হরি বিধি মোরে কবে হবে অনুকূল।
বিষয়বাসনা-পাশ কবে বা হইবে নাশ
কবে পাব গোরাপদমূল॥ ধ্রু॥
সে মোরে করিত দয়া হারানু লাগ পাইয়া
পড়ি রইনু অকূল-পাথারে।
না পাও করুণ জন তারে করি নিবেদন
কিসে মোর হইবে উদ্ধারে॥
শরীরে করিয়া বাস সবে কৈল সর্ব্বনাশ
কেহ না ছোঁয় অধম দেখিয়া।
দাঁতে ঘাস উভ-রায় ডাকে পাপী করুণায়
এ বল্লভদাস অভাগিয়া॥

২৮ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গ-প্রেমবাদলে ডোবে সব প্রেমজলে
নদী নালা খাল বিল সকলি।
আমার কপাল ভাঙ্গা মরুময় শুকনো ডাঙ্গা
মোর হিয়া না ডুবে একলি॥
হরি হরি হে গৌরাঙ্গ কেন এ অধমে বাম।
কাঙ্গালে করুণা কর বারেক নয়নে হের
দেও মহামন্ত্র হরিনাম॥ধ্রু॥
অজামিল নিস্তারিলা জগাই মাধাই উদ্ধারিলা
চাপাল গোপালে কৈলা ত্রাণ।
যবন ম্লেচ্ছ চণ্ডালে নামপ্রেম সবে দিলে
কি দোষে অধমে হৈলা বাম॥
অধম পতিত আমি পতিত পাবন তুমি
মোরে প্রভু না করো নৈরাশ।
দাঁতে ঘাস করি এবে তোমার করুণা মাগে
অভাগিয়া এ বল্লভদাস॥

২৯ পদ। বিহাগড়া বা সুহিনী।

নীলাচলে যবে যযু নাথ।
দেখিব আপনে জগন্নাথ॥
রাম রায় স্বরূপ লইয়া।
নিজভাব করে উঘারিয়া॥
মোর কি হইবে হেন দিনে।
তাহা কি মুঞি শুনিব শ্রবণে॥
পুনঃ কিয়ে জগন্নাথদেবে।
গুণ্ডিচামন্দিরে চলি যাবে॥
প্রভু মোর সাত সম্প্রদায়।
করিবে কীর্ত্তন উচ্চরায়॥
মহানৃত্য কীর্ত্তন বিলাস।
সাত ঠাঁই হইবে প্রকাশ॥
মোর কি এমন দশা হব।
সে সুখ কি নয়নে হেরব॥
সকল ভকতগণ মেলি।
উদ্যানে করিবে নানা কেলি।

বৈষ্ণবদাসের অভিলাষ।
দেখি মোর পূরব আশ॥

৩০ পদ। যথারাগ।

মরি মরি ওগো নদীয়া মাঝে কিবা অপরূপ শোভা।
না জানিয়ে কেবা গঠিল শচীর ভবন ভুবনলোভা॥
ঝলমল করে চারিদিকে নব কনকমন্দির সারি।
কনকঅঙ্গনে বিলসয়ে কত কনক-পুরুষ-নারী॥
আর অপরূপ দেখ কনকের নদীয়ানগর হৈল।
কনকের তরু কদম্ব কনক লতায় সাজিছে ভাল॥
কনকের পশুপক্ষী যত কীট পতঙ্গ কনক পারা।
শ্বেতবর্ণ কেবা হরিল, জাহ্নবী হইলা কনকধারা॥
কনক গগন হৈল ইকি হের জগত কনক মত।
তাহে বুঝি এই নরহরি পহুঁ রূপের প্রতাপ এত॥

৩১ পদ। যথারাগ।

কালিন্দীকর্ণিকা শ্যাম অভেদ একই ধাম
কেন ইথে ভিন্ন ভেদ কর।
যাহা কৃষ্ণ তাহা ব্রজ সদা এই ভাবে ভজ
যদি ভাই মোর বোল ধর॥
তিন বাঞ্ছা অভিলাষি এবে নবদ্বীপে আসি
রাধাভাবকান্তি অঙ্গীকরি।
নিজে করি আস্বাদন শিখাইল ভক্তগণ
নিস্তার করিল জগভরি॥
নবদ্বীপে বৃন্দাবনে এক কহ তবে কেনে
ছাড়া কি সে মথুরানগর।
প্রেমানন্দ কহে মন রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন
এক ঠাঁই শ্রীগৌরসুন্দর॥

৩২ পদ। যথারাগ।

ছাড় মন ছাড় অন্য রাও।
গোরানামে নাচ, মুখে গোরাগুণ গাও॥
সকল নামের সার শ্রীগৌরাঙ্গনাম।
এ নাম জপিলে ভাই যাবে নিত্যধাম॥
শমনশাসনে হবে রসনা অবশ।
স্ববশ থাকিতে পান কর নামরস॥
দারা সুত ভাই বন্ধু সব ইন্দ্রজাল।
না ছাড়িলে এ জাল না ঘুচিবে জঞ্জাল॥
শত কথা কও নাম লইতেই কষ্ট।
প্রেমদাস কহে তোর বড় দুরদৃষ্ট॥

প্রথম পরিশিষ্ট।

(নানা ভাবের সঙ্গীত)

১ পদ। সুহই।

জয় জয় যদুকুল-জলনিধিচন্দ।
ব্রজকুল-গোকুল-আনন্দ কন্দ॥
জয় জয় জলধর শ্যামর অঙ্গ।
হেলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
মূরতি মদনধনু ভাঙবিভঙ্গ।
বিষম কুসুমশর নয়নতরঙ্গ॥
চূড়ায় উড়য়ে মত্ত ময়ূর শিখণ্ড।
টলমল কুণ্ডল ঝলমল গণ্ড॥
সুধই সুধাময় মুরলী বিলাস।
জগজনমোহন মধুরিম হাস॥
অবনী বিলম্বিত বনি বনমাল।
মধুকর ঝঙ্কর ততহিঁ রসাল॥
তরুণ-অরুণ-রুচি পদ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥

২ পদ। শ্রীরাগ।

জয় জয় জগজন-লোচনফাঁদ।
রাধারমণ বৃন্দাবনচাঁদ॥
অভিনব নীল- জলদ তনু ঢর ঢর
পিঞ্ছ মুকুট শিরে সাজনি রে।
কাঞ্চন বসন রতনময় আভরণ
নূপুর রণরণি বাজনি রে॥
ইন্দীবর যুগ সুভগ বিলোচন
চঞ্চল অঞ্চল কুসুমশরে।
অবিচল কুল- রমণীগণ-মানস
জর জর অন্তর মদনভরে॥
বনি বনমাল আজানুবিলম্বিত
পরিমলে অলিকুল মাতি রহঁ।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী
গাওত গোবিন্দদাস পহুঁ॥

৩ পদ। মালসী।

জয়তি জয়তি জয় বৃষভানুনন্দিনী
শ্যামমোহিনী রাধিকে।
বেণী লম্বিত যৈছে ফণিমণি
বেঢ়ল মালতী মালিকে॥
শরদ-বিধুবর ও মুখমণ্ডল
ভালে সিন্দুরবিন্দু যে।
ভাঙ গঞ্জিত জিনিয়া কামধনু
চিবুকে মৃগমদ বিন্দু যে॥
গরুড়-চঞ্চু জিনি নাসিকা সুবলনি
তাহে শোহে গজমতি যে।
রাতা উতপল অধরযুগল
দশন মোতিম পাঁতি যে॥
হৃদয় উপর শোহে কুচগিরি
লাজে চকোরিণী ভোর রে।
নাভি-সরোবরে লোম-ভুজঙ্গিনী
বিহরে কুচগিরি কোর রে॥
কণ্ঠে শোভিত হার মণিময়
ঝলকে দামিনী বিজই।
কনকদণ্ড জিনি সুবলনি
কতহুঁ আভরণ সাজই॥
ক্ষীণ কটিতটে নীল সাটি শোহে
কনককিঙ্কিণী রোলই।
চরণে নূপুর শবদ সুন্দর
যৈছে চটকিনী বোলই॥
যাবক রঞ্জিত ও নখচন্দ্রিকা
কাম রোয়ত তাহ রে।

দীন বলরাম করত পরিহার
দেহ পদযুগছাহ রে ॥

৪ পদ। কানড়া।

বন্দে শ্রীবৃষভানুসুতাপদ।
কঞ্জনয়ন লোচনসুখসম্পদ ॥
কমলান্বিত সৌভগ-রেখাঙ্কিত।
ললিতাদিক্ কর যাবক রঞ্জিত ॥
সংসেবয় গিরিধর মতিমণ্ডিত।
রাসবিলাস নটনরস-পণ্ডিত ॥
নখরমুকুর জিত কোটি সুধাকর।
মাধব হৃদয়-চকোর মনোহর ॥

৫ পদ। ধানশী।

তুহুঁ জলধর সহজই জলরাজ।
হাম চাতক জলবিন্দুক কাজ ॥
জল দেই জলদ জীব মোর রাখ।
সুসময় দিলে সহস্র হয় লাখ ॥
তনুদিত চাঁদ রাহু করু পান।
তবু তছু কলা নাহি হোত মৈলান ॥
ভণই বিদ্যাপতি জলদ উদার।
জীবন দেই পালই সংসার ॥*

৬ পদ। ধানশী।

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
কুসুমিত[১] রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিনু
এবে মুঝে হব কোন কাজে ॥
মাধব মঝু পরিণাম-নিরাসা।[২]
তুহুঁ জগতারণ দীনদয়াময়
অতএ তোহারি বিশোয়াসা ॥ধ্রু॥
আধ জনম হাম নিদে গোঙায়লু
জরাশিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতলু
তোহে ভজব কোন বেলা ॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সামাওত
সাগর-লহর সমানা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমনভয়ে
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
ভব[৩] তারণভার তোহারা ॥

৭ পদ। ধানশী।

যতনে যতেক ধন পাপে বাঁটায়লুঁ
মেরি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি কোই না পুছত
করম সঙ্গে চলি যায় ॥
এ হরি বন্দো তুয়া পদ-নায়।
অবহেলে পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হব কোন উপায় ॥ ধ্রু ॥
যাবত জনম হাম তুয়া পদ না সেবিনু
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পায়লুঁ
সম্পদে বিপদহি ভেলি ॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি সেহ[৪] মনে গুণি
কহিলে কি বাঢ়ব[৫] কাজে।
সাজব[৬] বেরি সেবক ইহ[৭] মাগই
হেরইতে তুয়া পায় লাজে ॥

৮ পদ। বরাড়ী।

মাধব বহুত মিনতি করু তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া করি না ছোড়বি মোয় ॥ধ্রু॥

---

* এই পদটী আদিরসের হইলেও আমরা পরমার্থভাবে গ্রহণ করিলাম। 'জলদ-শব্দটী ভগবান্, চাতক ভক্ত, জল কৃপাকণা'—এই সকল অর্থে ব্যবহৃত হইল।

১। সুতমিত। ২। হাম পরিণাম-নিরাশা, ইতি কাব্যবিশারদের সংস্করণ।

৩। অব। ৪। লেহ। ৫। জানি হয়। ৬। সাধক। ৭। কোই—পাঠান্তর।

গণইতে দোষ গুণলেশ না পায়বি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ-বাহির নহ মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখী যে জনমিএ
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

৯ পদ। সুহই।

বন্ধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥ ধ্রু॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
এ কুলে ও কুলে মোর কেবা আছে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটী কমল পায়॥
তোমা, আঁখির নিমেষে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশরতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥*

১০ পদ। সুহই।

বন্ধু কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম ধরম করম
সকলি জানহ তুমি॥ ধ্রু॥
যে তোর করুণা না জানি আপনা
আনন্দে ভাসি যে নিতি।
তোমার আদরে সবে স্নেহ করে
বুঝিতে না পারি রীতি॥
সতী বা অসতী তোহে মোর মতি
তোহারি আনন্দে ভাসি।
তোমার বচন সালঙ্কার মন
ভূষণে ভূষণ বাসি॥
চণ্ডীদাস বলে শুন হে সকলে
বিনয়বচন সার।
বিনয় করিয়া বচন কহিলে
তুলনা নাহিক তার॥*

১১ পদ। মালবগৌড় রাগ—রূপক তাল।

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্।
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্॥
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ধ্রু॥ ১॥
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে।
ধরণীধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে॥
কেশব ধৃতকূর্মশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ২॥
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না॥
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৩॥
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গম্।
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্॥
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৪॥
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন।
পদনখনীরজনিতজনপাবন॥
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৫॥
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপম্।
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্॥
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৬॥
বিতরসি দিক্ষু রণে দিকপতিকমনীয়ম্।
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্॥
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ৭॥

* এই দুটী পদ (৯ ও ১০) শ্রীমতীর উক্তি, কিন্তু মধুর রসের ভক্তমাত্রেই এরূপ প্রার্থনা করিতে পারেন।

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্।
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্॥
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৮॥
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্॥
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ৯॥
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্॥
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ১০॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারম্।
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্॥
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে॥

১২ পদ। গুর্জ্জরী রাগ—নিশার তাল।

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিতবনমাল।
জয় জয় দেব হরে॥ ধ্রুবম্॥
দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজনমানসহংস।
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুলনলিনদিনেশ॥
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন সুরকুলকেলিনিদান।
অমলকমলদললোচন ভবমোচন ত্রিভুবনভবননিধান॥
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ।
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতম্॥

১৩ পদ। ধানশী।

যদ্যপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি ন তব নখাগ্রমরীচিম্।
ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত তদপি কৃপাদ্ভুতবীচিম্॥
দেব ভবন্তং বন্দে।
মন্মানসমধুকরমর্পয় নিজপদপঙ্কজমকরন্দে॥ ধ্রুবম্॥
ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী।
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিকদুর্ঘট-ঘটন-বিধাত্রী॥
অয়মবিলোলতয়াদ্য সনাতন কলিতাদ্ভুতরসভারম্।
নিবসতু নিত্যমিহামৃতনিন্দিনি বিন্দন্মধুরিমসারম্॥

১৪। পদ। বিহাগড়া।

হরে হরে গোবিন্দ হরে।
কালিয়মর্দ্দন কংসনিসূদন দেবকীনন্দন রাম হরে॥ধ্রু॥
মৎস্যকচ্ছপবর, শূকর নরহরি, বামন ভৃগুসুত রঙ্ককুলারে।
শ্রীবলদেব বৌদ্ধ কল্কি নামাশ্বল দেব জনার্দ্দন শ্রীকংসারে॥
কেশব মাধব যাদব যদুপতি দৈত্যদলন দুঃখভঞ্জন শৌরে।
গোলোকইন্দু গোকুলচন্দ্র গদাধর গরুড়ধ্বজ গজলোচন মুরারে॥
শ্রীপুরুষোত্তম পরমেশ্বর প্রভু পরমব্রহ্ম পরমেষ্ঠী অঘারে।
দুঃখিতে দয়াং কুরু দেব দেবকীসুত দুর্ম্মতি
পরমানন্দ পরিহারে॥

১৫ পদ। বিহাগড়া।

জয় জয় শ্রীজনার্দ্দন হরি।
জয় রাধিকাবল্লভ, ভুবনদুর্ল্লভ, কংসাসুরধ্বংসকারী॥ধ্রু॥
জয় গোপীবিমোহন, রাধিকারমণ, শ্রীবৃন্দারণ্যবিহারী।
জয় জয় যদুপতি, অগতির গতি, পূতনা-বক-অঘারী॥
জয় পাপবিনাশন, দুষ্কৃতনাশন, গরুড়াসনশোভাকারী।
জয় যশোদানন্দন, আনন্দবর্দ্ধন, আনন্দঘনরূপধারী॥
জয় পাপবিমোচন, তাপনিরাসন, জীবের ত্রিতাপহারী।

* * *

১৬ পদ। ধানশী।

জয় শিব সুন্দর, বিশ্ব পরাৎপর পরমানন্দানন্দকারী॥
জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন, জনকসুতারতিকান্ত।
সুর নর বানর, খচর নিশাকর, যছু গুণ গায় অনন্ত॥
দুর্ব্বাদল নব, শ্যামলসুন্দর, কঞ্জনয়ন রণবীর।
বামে ধনুর্দ্ধর, ডাহিনে নিশিত শর, জলধি কোটি গম্ভীর॥
শ্রীপদ পাদুক, ধরু ভরতানুজ, চামর ছত্র নিছোড়ি।
শিব চতুরানন, সনক সনাতন, শতমুখ রহু করজোড়ি॥
ভকত আনন্দ, মারুত নন্দন, চরণকমল করু সেবা।
গোবিন্দ দাস, হৃদয়ে অবধারণ, হরি নারায়ণ দেবা॥

১৭ পদ। শ্রীরাগ।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপঙ্কজকলিতম্।
ব্রজবনিতাকুচকুঙ্কুমললিতম্॥
বন্দে গিরিবরধরপদকমলম্।
কমলাকরকমলাঞ্চিতমমলম্॥

মঞ্জুলমণিনূপুররমণীয়ম্।
অচপলকুলরমণীকমনীয়ম্॥
অতিলোহিতমতিরোহিতভাষং।
মধুমধুপীকৃতগোবিন্দদাসম্॥

১৮ পদ। ললিত।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কমলেশ কৃপাময় কেশিমথনক সারি।
কেশব কালিয়দমন করুণাময় কালিন্দী-কুলবিহারী॥
গোপীনাথ গোপপতিনন্দন, গোবিন্দ গিরিবরধারী।
গোকুলচন্দ্র গোপাল গহনচর গোপীগণমনোহরী॥
ঘনতনু সুন্দর ঘোরতিমিরহর, ঘোষত যত ঘনশ্যাম।
চম্পক গোরী চিতহর চঞ্চল চতুর চতুর্ভুজ নাম॥
চক্রোদ্ধারী চক্রী চানূরহর চক্রপাণি চিতচোর।
শ্রীপতি শ্রীধর শ্রীবৎসলাঞ্ছন শ্রীমুখচন্দ্র চকোর॥
অসার সংসারে সার করি মানি হরিপদে নাহি অভিলাষ।
ইহ পর জীবন, গেল অকারণ, রোয়ত গোকুলদাস॥

১৯ পদ। ললিত।

জগজ্জীবন জগন্নাথ জনার্দ্দন যদুপতি জলধর শ্যাম।
যশোদানন্দন, জগতদুর্ল্লভধন, জলদ জলদরুচিধাম॥
অচ্যুতোপেন্দ্র, অধোক্ষজ অতিবল, অজিতাদ্ভুতরূপ অবতারী
অমল-কমল-আঁখি, অখিলভুবনপতি, অনুপম অতনুবিহারী॥
ত্রিভুবনতারক, ত্রিতাপবিমোচন, তনু জিনি তরুণ তমাল।
দৈত্যদলন দামোদর দেবকীনন্দন দীনবন্ধু দীনদয়াল॥
নন্দনন্দন নয়নানন্দ নাগর নিতি নব নীরদ-কাঁতি।
পীতাম্বর পরমানন্দ প্রমোদ পুরুষোত্তম পদনখবিধুপাঁতি॥
বংশীবদন বনমালী বলানুজ ভুবনমোহন ভৃত্ত-ভবভয়নাশ।
মনোহর মদনমোহন মধুসূদন গাওত গোকুলদাস॥

২০ পদ। মঙ্গল।

জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংসদানবঘাতন।
জয় পদ্মলোচন, নন্দনন্দন, কুঞ্জকাননরঞ্জন॥
জয় কেশিমর্দ্দন, কৈটভার্দ্দন, গোপিকাগণমোহন।
জয় গোপবালক, বৎসপালক, পূতনা-বকনাশন॥
জয় গোপবল্লভ, ভক্তসল্লভ, দেবদুর্ল্লভবন্দন।
জয় বেণুবাদক, কুঞ্জনাটক, পদ্মনন্দক খণ্ডন॥
জয় শান্ত কালীয়, রাধিকাপ্রিয়, নিত্যনিষ্ক্রয়মোচন।
জয় সত্য চিন্ময়, গোকুলালয়, দ্রৌপদীভয়ভঞ্জন॥
জয় দেবকীসুত, মাধবাচ্যুত, শঙ্করস্তুত বামন।
জয় সর্ব্বতোজয়, সজ্জনোদয়, ভারতাশ্রয়জীবন॥

২১ পদ। বিভাষ।

জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ।
মধুর গোকুলানন্দ, নন্দ-ছাবাল, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র॥ ধ্রু॥
মুরলীধর, মধুসূদন মাধব গোপীনাথ মুকুন্দ।
কেলি কলানিধি কুঞ্জবিহারী গিরিধর আনন্দকন্দ॥
ব্রজনাগর ব্রজকি নন্দন ব্রজ-জন-নয়নানন্দ।
রাধারমণ রসিক রসশেখর, রসময় হাসন মন্দ॥
গোপগোপাল গোপীজনবল্লভ গোকুল-পরমানন্দ।
কমল-নয়ন করুণাময় কেশব দাস গোপালে দেহ পদমকরন্দ

২২ পদ। ধানশী।

জয় জয় গোপীনাথ মদনমোহন।
যুগলকিশোর জয় রসিকরমণ॥
জয় রাধাবল্লভ মুরলী অধর।
জয় ব্রজবিনোদ প্রেমসুধাকর॥
মাধব গিরিধর গোপী-চিরহারী।
ললিত ত্রিভঙ্গ নাগর বনোয়ারি॥
রতিসুখসাগর ব্রজসুবিলাসী।
রূপরসায়ন গোকুলবাসী॥
ব্রজপতি বাল লাল মদনায়ক।
পরমপ্রবীণ প্রেমসুখদায়ক॥
শ্যামের বামে কি প্যারী শোহে।
শ্রীগোপালদাসকি মন মোহে॥

২৩ পদ। গুর্জ্জরী।

জয় জয় গুরু গোসাঞী-শ্রীচরণ সার।
যাহা হইতে হব পার এ ভব সংসার॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পায় মজাইয়া মন॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

এই ছয় গোসাঞীর করুম চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥
জয় রসনাগরী জয় নন্দলাল।
জয় জয় মদনমোহন শ্রীগোপাল॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞী।
যাহার করুণাবলে গোরাগুণ গাই॥
জয় জয় শ্রীবাস জয় গদাধর।
জয় স্বরূপ রামানন্দ প্রেমের সাগর॥
জয় জয় সনাতন জয় শ্রীরূপ।
জয় জয় রঘুনাথ প্রাণের স্বরূপ॥
জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ দয়া কর মোরে।
সবার চরণধূলি ধরি নিজ শিরে॥
জয় জয় নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ।
মো পাপিরে দয়া করি কর আত্মসাথ॥
জয় জয় গোপাল দেব ভকতবৎসল।
নব ঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
পুরী গোসাঞীর লাগি যার নাম ক্ষীরচোর*॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
নামসংকীর্ত্তন কহে নরোত্তমদাস॥

২৪ পদ। গুর্জ্জরী।

জয় জয় মদন গোপাল বংশীধারী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম চরণমাধুরী॥
জয় জয় শ্রীগোবিন্দমূর্ত্তি মনোহর।
কোটি চন্দ্র জিনি যার বরণ সুন্দর॥
জয় জয় গোপীনাথ মহিমা প্রবল।
তমাল শ্যামল অঙ্গ পীন বক্ষঃস্থল॥
জয় জয় মথুরামণ্ডল কৃষ্ণধাম।
জয় জয় গোকুল যার গোলোক আখ্যান॥
জয় জয় দ্বাদশবন কৃষ্ণলীলাস্থান।
শ্রীবন, লৌহ, ভদ্র, ভাণ্ডীর বন নাম॥
মহাবনে মহানন্দ পায় ব্রজবাসী।
যাহাতে প্রকট কৃষ্ণ স্বরূপ প্রকাশি॥
জয় জয় তালবন খদির বহুলা।
জয় জয় কুমুদ কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা॥
জয় জয় মধুবন মধুপান স্থান।
যাঁহা মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম॥
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন।
দেবের অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন॥
জয় জয় ললিতাকুণ্ড জয় শ্যামকুণ্ড।
জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড॥
জয় জয় মানসগঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন।
জয় জয় দানঘাট লীলা সর্ব্বোত্তম॥
জয় জয় নন্দঘাট জয় অক্ষয়বট।
জয় জয় চীরঘাট যমুনা নিকট॥
জয় জয় কেশিঘাট পরম মোহন।
জয় বংশীবট রাধাকৃষ্ণ মনোরম॥
জয় জয় রামঘাট পরম নির্জ্জন।
যাঁহা রাসলীলা কৈলা রোহিণীনন্দন॥
জয় জয় বিমলকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর।
জয় জয় কৃষ্ণকেলি পাবন সরোবর॥
জয় জয় যাবট গ্রাম অভিমন্যালয়।
সখী সঙ্গে রাই যাঁহা সদা বিরাজয়॥
জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম।
জয় জয় সঙ্কেত রাধাকৃষ্ণ-লীলাস্থান॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে করি আশ।
নামসংকীর্ত্তন কহে নরোত্তমদাস॥

২৫ পদ। গুর্জ্জরী।

জয় জয় ব্রজবাসী শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ।
জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠ গোপীমাঝ॥

---

*"রেমুণায় গোপীনাথ পরম মোহন। ভক্তি করি কৈল প্রভু তার দরশন॥ মহাপ্রসাদ ক্ষীর লোভে রহিলা প্রভু তথা। পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাহে কহিয়াছেন কথা॥ ক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রসিদ্ধ তার নাম। ভক্তগণে কহে প্রভু সেইত আখ্যান॥ পূর্ব্বে মাধবপুরী লাগি ক্ষীর কৈলা চুরি। অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা করি॥" চৈ, চ, মধ্যখণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম॥
জয় জয় রাধা সখী ললিতা সুন্দরী।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ রূপের মাধুরী॥
জয় জয় শ্রীবিশাখা চম্পকলতিকা।
রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা॥
জয় জয় রাধানুজা অনঙ্গমঞ্জরী।
ত্রিভুবন জিনি যার অঙ্গের মাধুরী॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া।
রাধাকৃষ্ণ লীলা করান যিনি আচ্ছাদিয়া॥
জয় জয় বৃন্দাদেবী কৃষ্ণপ্রিয়তমা।
জয় জয় বীরা সখী সর্ব্বমনোরমা॥
জয় জয় রত্নমণ্ডপ রত্নসিংহাসন।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ॥
শুন শুন আরে ভাই করিয়ে প্রার্থনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা করহ ভাবনা॥
ছাড়ি অন্য কর্ম্ম অসৎ আলাপনে।
ব্রজে রাধা কৃষ্ণচন্দ্র করহ ভাবনে।
এই সব লীলাস্থান যে করে স্মরণ।
জন্মে জন্মে শিরে ধরি তাঁহার চরণ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম করি আশ।
নামসংকীর্ত্তন কহে নরোত্তমদাস॥

২৬ পদ। ধানশী।

গোবিন্দ জয় জয় গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর॥
জয় গুরু গোবিন্দ গোপেশ গিরিধারী।
শ্রীরাধিকার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি॥
হরিনাম বিনে রে গোবিন্দনাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন যায় বৃথা কাজে রাত্রি যায় নিদে।
না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণচরণারবিন্দে॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছা মায়ায় বদ্ধ হৈয়া বৃক্ষ সমান হৈনু॥
কালকলি পাপপ্রপঞ্চ প্রাক্তনবশে।
নাহি মজে হায় জীব কৃষ্ণনাম রসে॥
কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥
কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন।
দ্বিজ হরিদাস কহে নাম সংকীর্ত্তন॥

২৭ পদ। শ্রীগান্ধার।

দারুণ সংসারের চরিত্র দেখিয়া পরাণে লাগিছে ভয়।
কাল সাপের মুখে শুতিয়া রহিয়াছি কখন কি জানি হয়॥ ধ্রু॥
মনের ভরমে অরিরে সেবিনু তেজিয়া বান্ধব লোক।
কাচের ভরমে মাণিক হারাইয়া এখন হইছে শোক॥
সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধনু করিনু দুঃখের তরে।
জলন্ত অনল দেখিয়া পতঙ্গ ইচ্ছায়ে পুড়িয়া মরে॥
বিষয় গরলে ভরল এ দেহ আর কি ঔষধ আছে।
অনন্ত কহয়ে যাধু ধন্বন্তরি চরণ স্মরণ পাছে॥

২৮ পদ। গুর্জ্জরী।

কবে প্রভু অনুগ্রহ হব।
বিষয়বাসনাপাশ কবে মোহ হবে নাশ
কবে আমি বৃন্দাবনে যাব॥ ধ্রু॥
এ সংসারে দুঃখফল সে আনন্দ মহাবল
জানিয়া যাইব সেই স্থানে।
সব দুঃখ পলাইবে গড়াগড়ি দিব যবে
রাসস্থলী যমুনাপুলিনে॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি গোবর্দ্ধন মহাভাগ্যে দরশন
মোর কিয়ে হবে হেন কর্ম্ম।
কৃষ্ণের রাধিকা যৈছে শ্রীকুণ্ড তাহার তৈছে
কায় মনে কবে হবে মর্ম্ম॥
কুণ্ডযুগে স্নান করি সেই স্থানে যদি মরি
তবে বুঝি মোর হবে গতি।
তুমি প্রভু দয়াময় এ রাধামোহন কয়
সিদ্ধ কর এই ত কাকুতি॥

২৯ পদ। পাহিড়া।

ওহে নাথ মো বড় পাতকী দুরাচার।
তোমার সে শ্রীচরণ না করিলুঁ আরাধন
বৃথা বহি ফিরি দেহভার ॥ধ্রু॥
দারুণ বিষয়কীট হইনু পাইনু মিঠ
বিষ হেন জ্ঞান নাহি হয়।
তোমার ভকত সঙ্গে তব নামামৃতরঙ্গে
হতচিত তাহে না ডুবয় ॥
তুমি সে করুণাসিন্ধু জগতজীবন বন্ধু
নিজ কৃপাবলে যদি লেহ।
পতিতপাবন নাম জগতে রহিবে শ্যাম
জগতে করিবে এই যেহ ॥
এই কৃপা কর প্রভু তুয়া ভক্ত সঙ্গ কভু
না ছাড়িয়ে জীবনে মরণে।
তব লীলাগুণগানে ডুবুক আমার মনে
গোপীকান্ত করে নিবেদনে ॥

৩০ পদ। ধানশী।

নিদানের বন্ধু তুমি শুনিয়াছি হরি।
মুঞি পাপী দুরাচার সাধনভজনহীন
পরিণাম ভাবি এবে মরি ॥ ধ্রু ॥
ঘোর বৃদ্ধকাল আইল অস্তুদস্ত সব গেল
দুর্ব্বাসনা গেল না কেবল।
ধবল হইল কেশ তমু অঙ্গের করি বেশ
মুই প্রভু অবুঝ পাগল ॥
জানি এ মাটির দেহ মাটিতেই ঘুরি ফিরি
অন্তিমেও হৈয়া যাবে মাটি।
কিন্তু কি বিষম ভুল চন্দন সুগন্ধ তৈলে
তাহার করিয়ে পরিপাটী ॥
জনম আঁধল যেই সে যদি গর্ত্তেতে পড়ে
ধরি তুলে যে থাকয়ে কাছে।
নয়ান থাকিতে যেই ভবকূপে ডুবে মরে
তার আর কি সহায় আছে ॥
কিন্তু হরি ভবরোগে তব নাম-মহৌষধি
শাস্ত্র আর সাধু মুখে শুনি।
দিয়াছি তোমাতে ভার গোপালেরে কর পার
দিয়া হরি চরণতরণী ॥

৩১ পদ। বিভাস।

প্রাণেশ্বর নিবেদন এই জন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র পরমানন্দ কন্দ
গোপীকুলপ্রিয় দেহ মোরে ॥ধ্রু॥
তুয়া প্রিয়া পদসেবা এই ধন মোরে দিবা
তুমি প্রভু করুণার নিধি।
পরম মঙ্গল যশ শ্রবণ পরশ রস
কার কেবা কাজ নহে সিদ্ধি ॥
দারুণ সংসারে গতি বিষম বিষয়ে মতি
তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে।
জর জর তনু মন অচেতন অনুক্ষণ
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে ॥
মো বড় অধম জনে কর কৃপা নিরীখণে
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম প্রভু মোর গৌরধাম
নরোত্তম লইল শরণে ॥

৩২ পদ। বিভাস।

রাধাকৃষ্ণ নিবেদন এই জন করে।
দুহুঁ অতি রসময় সকরুণ হৃদয়
অবধান কর নাথ মোরে ॥ধ্রু॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র গোপীজনবল্লভ
হে কৃষ্ণ প্রেয়সী শিরোমণি।
হেম গোরী শ্যাম গায়ে শ্রবণে পরশ পায়ে
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণি ॥
অধম দুর্গতজনে কেবল করুণমনে
ত্রিভুবনে এ যশ খেয়াতি।
শুনিয়া সাধুর মুখে পরাণ লইনু সুখে
উপেখিলে নাহি মোর গতি ॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে ধরি নরোত্তম ভূমে পড়ি
দোঁহে পূরাও মোর মন সাধে ॥

৩৩ পদ। বিভাস।

হে গোবিন্দ গোপীনাথ কৃপা করি রাখ নিজ পথে।
কামক্রোধ ছয় গুণে লৈয়া ফিরে নানা স্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে॥ ধ্রু॥
হইয়া আমার দাস করি নানা অভিলাষ
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে মর্কটবৈরাগ্যবেশে
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে॥
অনেক দুঃখের পরে লৈয়াছিলা ব্রজপুরে
কৃপাডোর গলায় বাঁধিয়া।
দৈব মায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভবকূপে দিল ফেলাইয়া॥
পুনঃ যদি কৃপা করি এ জনার কেশে ধরি
টানিয়া তোলহ ব্রজভূমে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল নহে বোল ফুরাইল
কহে দীন দাস নরোত্তমে॥

৩৪ পদ। গান্ধার।

প্রাণেশ্বরি এইবার করুণা কর মোরে। ধ্রু।
দশনেতে তৃণ ধরি অঞ্জলি মস্তকে করি
এই জন নিবেদন করে॥ ধ্রু॥
প্রিয় সহচরী সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
অঙ্গবেশ করাইতে সাজে।
রাখ এই সেবা কাজে নিজ পদপঙ্কজে
প্রিয় সহচরীগণ সাজে॥
সুগন্ধি চুয়া চন্দন মণিময় আভরণ
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যার দাসী যেন হঙ তার
অনুক্ষণ থাকি তার সঙ্গে॥
জল সুবাসিত করি রতন-ভৃঙ্গারে ভরি
কর্পূরবাসিত গুয়া পাণ।
এ সব সাজাঞা ডালা লবঙ্গ মালতীমালা
ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপান॥
সখীর ইঙ্গিত হবে এ সব আনিব কবে
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তম দাস কয় এই মেনে মোর হয়
দাঁড়াইয়া রহোঁ সখীর পাছে।

৩৫ পদ। কেদার।

প্রভু হে এইবার করহ করুণা।
যুগল চরণ দেখি সফল করিব আঁখি
এই বড় মনের বাসনা॥ধ্রু॥
নিজ পদসেবা দিবা নাহি মোরে উপেখিবা
দুহুঁ পহুঁ করুণাসাগর।
দুহুঁ বিনু নাহি জানো এই বড় ভাগ্য মানো
মুঞি বড় পতিত পামর॥
ললিতা আদেশ পাঞা চরণ সেবিব ধাঞা
প্রিয় সখী সঙ্গে হয় মনে।
দুহুঁ দাতা শিরোমণি অতি দীন মোরে জানি
নিকটে চরণ দিবে দানে॥
পাব রাধাকৃষ্ণ পা ঘুচিবে মনের ঘা
দূরে যাবে এ সব বিকল।
নরোত্তমদাস কয় এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়
দেহ প্রাণ তবেত সফল॥

৩৬ পদ। সুহই।

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করি এই নিবেদন
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসারনিধি তাহে ডুবাওল বিধি
চুলে ধরি মোরে কর পার॥
বিধি বড় বলবান্ না শুনে ধরমজ্ঞান
সদাই করম ফাঁসে বাঁধে।
না দেখি তারণ লেশ যত দেখি সব ক্লেশ
অনাথ কাতরে তেঁই কাঁদে॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান সহ
আপন আপন স্থানে টানে।
আমার ঐছন মন ফিরে যেন অন্ধজন
সুপথ বিপথ নাহি মানে॥
না লইনু সত মত অসতে মজিত চিত
তুয়া পায় না করিনু আশ।

নরোত্তমদাস কয় দেখে শুনে লাগে ভয়
এইবার লেহ নিজ পাশ ॥

৩৭ পদ। ধানশী।

সকল বৈষ্ণব গোঁসাই দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে ॥
শ্রীগুরুচরণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পাদপদ্ম পাওয়াইয়া মোরে কর ধন্য ॥
তোমা সবার করুণা বিনা ইহা প্রাপ্তি নয়।
বিশেষে অযোগ্য মুঞি কহিল নিশ্চয় ॥
বাঞ্ছাকল্পতরু হও করুণাসাগর।
এই ত ভরসা মুঞি ধরি যে অন্তর ॥
গুণ লেশ নাহি মোর অপরাধের সীমা।
আমা উদ্ধারিয়া লোকে দেখাও মহিমা ॥
নামসংকীর্ত্তন রুচি আর প্রেমধন।
এ রাধামোহনে দেহ হইয়া সকরুণ ॥

৩৮ পদ। গুজ্জরী।

প্রাণনাথ কবে মোর হইবে সুদিনে।
রাধাকৃষ্ণ রাত্রিকালে নানা ক্রীড়া কুতুহলে
পরিশ্রমে করিবে শয়নে ॥ধ্রু॥
সুবাসিত জলে রাঙ্গাচরণ ধোওয়াইব
পুনঃ দোহে খাওয়াইব জল।
তাম্বুল কর্পূর যত যোগাইব অভিমত
সম্বাইব ও পদকমল ॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপন করিয়া রঙ্গে
বীজন করিব নানা ভাতি।
দুই জনে নিদ্রা যাব পরম আনন্দ পাব
পুনঃ জাগরণ হবে নিতি ॥
মোর এই অভিলাষ পূরাইলে পরে আশ
কৃপা করি কর অবধান।
তোমার করুণা বিনে প্রাপ্ত নহে এই ধনে
এ রাধামোহন যাচে দান ॥

৩৯ পদ। গুজ্জরী।

প্রাণনাথ কৃপা করি শুন দুঃখ মোর।
আপন অনন্ত গুণে হেন মহাপাপিজনে
দয়া কৈলা যার নাহি ওর ॥ধ্রু॥
প্রেমসেবা প্রাপ্ত্যুপায় উপদেশ দিলা তায়
মুঞি তার না ছুইনু গন্ধ।
আপন করমদোষে সেবি সে বিষয়বিষে
মোর দেখি পুনঃ ভববন্ধ ॥
যত পাপসঞ্চয় তত অপরাধ হয়
তাহার আলয় রূপ আমি।
মোর মন দুষ্ট যত তাহা বা কহিব কত
কিবা নাহি জান নাথ তুমি ॥
সেই ভাব ভাবিতে মুখ নাহি ক্ষমা চাইতে
কত বা ক্ষমিবা নিজ গুণে।
নিরঙ্কুশ কৃপাময় অনায়াসে সব হয়
ফুকারয়ে এ রাধামোহনে ॥

৪০ পদ। গুজ্জরী।

প্রাণনাথ কৃপা করি শুন মোর কাজে।
বুঝাইনু যত যত না লয় পামর চিত
সদাই বিষয়বিষে মজে ॥ ধ্রু ॥
তোমার করুণা বিনে মো পাপীর নাহি ত্রাণে
সত্য সত্য এই নিবেদনে।
মোর মন দুরাচার নিমেষ পরার্দ্ধ কাল
স্থির নহে ভজন স্মরণে ॥
অনায়াসে তরি যাইতে উপদেশ দিলা তাতে
তাহা মুই না শুনিনু কানে।
তোমার সম্বন্ধ মতে এই খ্যাত ত্রিজগতে
এ বিচারি কর পরিত্রাণে ॥
বৃন্দাবনে বাস দিয়া নামে রুচি জন্মাইয়া
মোর মন রাখ শ্রীচরণে।
এ রাধামোহন কয় তবে মোর ত্রাণ হয়
অসম্ভব কৃপা লোকে জানে ॥

৪১ পদ। গুর্জ্জরী।

প্রাণনাথ মোরে তুমি কৃপাদৃষ্টি কর।
মুই পাপী দুরাচার মোরে কর অঙ্গীকার
এ ভবসাগর হৈতে তার॥ ধ্রু॥
মধ্যে মধ্যে বাঞ্ছা হয় সেহ মোর স্থায়ী নয়
মনযোগে ও রাঙ্গা চরণে।
সেহ বুদ্ধি মোর নয় বিচারিলে এই হয়
আকর্ষে সে তোমার নিজগুণে॥
তুমি করুণার সিন্ধু এ দীন জনার বন্ধু
উদ্ধারিয়া দেহ পদসেবা।
এই অধমের ত্রাতা তোমা বিনা প্রেমদাতা
ভুবনে আছয়ে অন্য কেবা॥
মোর কর্ম্ম না বিচারি পূর্ব্বরূপ দয়া করি
মোরে দেহ সেই প্রেম সেবা।
এ রাধামোহন কয় মোর পরিত্রাণ হয়
তবে গুণ নাহি গায় কেবা॥

৪২ পদ। সুহই।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব তোমার চরণ
স্মরণ না কৈলুঁ আমি।
বিষয় বিষম বিষ ভাল মানি
খাইছু হইয়া কামী॥
সেই বিষে মোরে জারিয়া মারিল
বড়ই বিষম হৈল।
জনমে জনমে এমন কতই
আত্মঘাতী পাপ কৈল॥
সেই অপরাধে এ ভবসাগরে
বাঁধিলে এ মায়াজালে।
তোমা না ভজিয়া আপনা খাইয়া
আপনি ডুবেছি হেলে॥
আর কত কাল এ দুঃখ ভুঞ্জিব
ভোগদেহ নাহি যায়।
সহিতে নারিয়া কাতর হইয়া
নিবেদিছি তুয়া পায়॥
ও রাঙ্গা চরণ পরশ কেবল
বিচারিয়া এই দায়।
উদ্ধার করিয়া লেহ দীনবন্ধু
আপন চরণ-নায়॥
তোমার সেবন অমৃত ভোজন
করাইয়া মোরে রাখ।
এ রাধামোহন খতে বিকাইল
দাম গগনে লেখ॥

৪৩ পদ। ধানশী।

কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি ত আমার বন্ধু, সকলি তোমার।
তোমার ধন তোমায় দিব কি আছে আমার॥
এ সব দুঃখের কথা কাহারে কহিব।
তোমার ধন তোমায় দিয়া দাসী হৈয়া রব॥
নরোত্তমদাসে কহে শুন গুণমণি।
তোমার অনেক আছে আমার কেবল তুমি॥

৪৪ পদ। কেদার।

মদিশ্বরী তুমি মোরে করিবে করুণা।
এইত তাপিত জনে তোমার সে শ্রীচরণে
দাসী করি করিবে আপনা॥ধ্রু॥
দশদণ্ড রাত্রি পরে হৈয়া তুয়া অভিসারে
ললিতাদি সহচরী সঙ্গে।
যাইয়া নিকুঞ্জবনে শ্রীনন্দকুমার সনে
মিলিবার বিলাস তরঙ্গে॥
সে কালে সে গুণমণি মঞ্জরী প্রেমের খনি
চন্দন কোটরি ফুলমালা।
দিবেন আমার করে সঙ্গে লৈয়া ধীরে ধীরে
নিভৃতে চলিবে সব বালা॥
তুমি সশঙ্কিত হৈয়া ইতি উতি নিরখিয়া
সখী মাঝে করিবে গমন।
রহিয়া রহিয়া যাবা পাছে আমা নিরখিবা
মোর হবে সঙ্কুচিত মন॥

হেন মতে কুঞ্জ মাঝে ভেটিবে নাগররাজে
আগুসরি লৈয়া যাবে কাণ।
দুহুঁ রত্ন সিংহাসনে বসিবা আনন্দমনে
দেখি মোর জুড়াবে নয়ান॥
হেন দিন মোর হব ইহা কি দেখিতে পাব
তুয়া দাসীগণ সঙ্গে রৈয়া।
এ বড় বিচিত্র আশ এ দীন বৈষ্ণবদাস
লেহ কৃপা তরঙ্গে বহাইয়া॥

৪৫ পদ। সুহই।

হাহা বৃষভানুসুতে।
তোমার কিঙ্করী, শ্রীগুণমঞ্জরী, মোরে লবে নিজ যূথে॥ধ্রু॥
নৃত্য অবসানে, তোমরা দুজনে, বসিবার দিব পরে।
ঘামে টলমল, সে অঙ্গ অতুল, বাস পরিশ্রম ভরে॥
মুঞি তায় কৃপা-ইঙ্গিত পাইয়া, শ্রীমণিমঞ্জরী সাতে।
দোঁহার শ্রীঅঙ্গে, বাতাস করিব, চামর লৈয়া হাতে॥
কেহ দুই জন, বদন চরণ, পাখালি মুছিবে সুখে।
শ্রীরূপমঞ্জরী, তাম্বুল বিটিকা, দেয়ব দোঁহার মুখে॥
শ্রম দূরে যাবে, অঙ্গ সুখী হবে, অলসে ভরিবে গা।
বৈষ্ণবদাসের, এ আশা পূরিবে, কবে দিব মন্দ বা॥

৪৬ পদ। কেদার।

হা নাথ গোকুলচন্দ্র হা কৃষ্ণ পরমানন্দ
হাহা ব্রজেশ্বরীর নন্দন।
হা রাধিকে চন্দ্রমুখী গান্ধর্ব্বা ললিতা সখী
কৃপা করি দেহ দরশন॥
তোমা দোঁহার শ্রীচরণ আমার সর্ব্বস্ব ধন
তাহার দর্শনামৃত পান।
করাইয়া জীবন রাখ মরিতেছি এই দেখ
করুণা কটাক্ষ কর দান॥
হুঁহে সহচরী সঙ্গে মদনমোহন ভঙ্গে
শ্রীকুণ্ডে কল্পতরু ছায়।
আমারে করুণা করি দেখাইবে সে মাধুরী
তবে হয় জীবন উপায়॥
হাঁহা শ্রীদামাদি সখা কৃপা করি দেও দেখা
হাহা বিশখাদি প্রাণসখী।
দোঁহে সকরুণ হৈয়া অরুণ দর্শন দিয়া
দাসীগণ মাঝে লেহ লিখি॥
তোমার করুণারাশি তেঁই চিতে অভিলাষি
কৃপা করি পূর মোর আশ।
দশনেতে তৃণ ধরি ডাকিলাম উচ্চ করি
দীনহীন এ বৈষ্ণবদাস॥

৪৭ পদ। শ্রীরাগ।

রাধানাথ বড় অপরূপ লীলা।
কিশোরা কিশোরী দুই এক মিলে নবদ্বীপে প্রকটিলা॥
রাধানাথ বড় অপরূপ সে।
শ্রীচৈতন্য নামে হীনজনে দয়া তপতকাঞ্চন দে॥
রাধানাথ সঙ্গী অপরূপ তার।
নিতাই অদ্বৈত শ্রীবাস স্বরূপ রায় রামানন্দ আর॥
রাধানাথ কি কহিব তব রঙ্গ।
সনাতন রূপ রঘুনাথ লোকনাথ ভট্টযুগ সঙ্গ॥
রাধানাথ এ সব ভকত মেলি।
না কৈলা কীর্ত্তন আবেশে নর্ত্তন প্রেমদান কুতুহলি॥
রাধানাথ বড় অভাগিয়া মুই।
সেকালে থাকিতু প্রেমদান পাইতু কেন না করিলা তুই॥
রাধানাথ বড়ই রহিল দুঃখ।
জনম হইল তখন নহিল দেখিতে না পাইনু সুখ॥
রাধানাথ কি জানি কহিতে আমি।
গৌরসুন্দরদাসের ভরসা উদ্ধার করিবা তুমি॥

৪৮ পদ। শ্রীরাগ।

রাধানাথ কি তব বিচিত্র মায়া।
একলা আইসে একলা যায় পড়িয়া রহে কায়া॥
রাধানাথ সকলি এমনি প্রায়।
ভাই বন্ধু পুত্র কন্যা কলত্রাদি সঙ্গে কেহ নাহি যায়॥
রাধানাথ সকলি অমনি দেখি।
তথাপি মনে খেদ নাহি হয় আমার বলিয়া লেখি॥
রাধানাথ সকলি ফেলিয়া যাবে।
শরীর লইয়া জলে ফেলাইয়া উলটি ফিরি না চাবে॥
রাধানাথ কেহ কার কিছু নহে।
বিচারিয়া দেখি সব মিছা মায়া এ বোধ স্থির না রহে॥

রাধানাথ শুনি শতবর্ষ আই।
সেই স্থির নহে দুই চারি দিনে মরিছে দেখিতে পাই॥
রাধানাথ দেখিয়াও ভ্রম হয়।
বহুকাল জীব কতেক করিব ক্ষমা নাহি মনে লয়॥
রাধানাথ ভুবনে ভকতি সার।
কহয়ে গৌর তোমারে না ভজি কে কোথা হৈয়াছে পার॥

৪৯ পদ। শ্রীরাগ।

রাধানাথ সকলি ভোজের বাজি।
এই আছে এই নাই সব দেখি নাহি বুঝে মন পাজি॥
রাধানাথ সকলি আমের খুয়া।
ঘর বাড়ী আর টাকা কড়ি সবে ভাবে যেন আচাভুয়া॥
রাধানাথ সকলি গোলকধাঁধা।
পুত্র পরিবার আমার আমার করি লোক পড়ে বাঁধা॥
রাধানাথ জীবন খড়ের আগি।
ধপ্ করি জ্বলি উঠে নিভে যায় না হয় সুখের ভাগী॥
রাধানাথ প্রাণ পদ্মপত্রের জল।
সদাই চঞ্চল বাহির হইতে সদা করে টলমল॥
রাধানাথ কিছু ভাব নহে খাটি।
মাণিক ভাবিয়া যা লই অঞ্চলে, তাহা হৈয়া যায় মাটী॥
রাধানাথ জীবন মনুয়া পাখী।
রাধাকৃষ্ণ নাম পড়ালে না পড়ে শুধু দিতে চায় ফাঁকি॥
রাধানাথ এ গৌরসুন্দর কাণা।
কৃষ্ণনাম বুলি কেমনে শিখিবে না বুঝে পৈরান টানা॥

৫০ পদ। শ্রীরাগ।

রাধানাথ দেখিতে লাগিছে ভয়।
তনুবল হ্রাস আর বুদ্ধিনাশ কখন কি জানি হয়॥
রাধানাথ সকলি ছাড়িয়া গেল।
দাঁত আঁত গেল বধির হইল নয়নে না দেখি ভাল॥
রাধানাথ তুমি সে করুণাসিন্ধু।
তোমা বিনা আর কেবা উদ্ধারিবে তুমি সকলের বন্ধু॥
রাধানাথ আগে সব নিবেদয়।
মরণসময় ব্যাধিগ্রস্ত হয় স্মরণ নাহিক রয়॥
রাধানাথ আর কিছু নাহি ভয়।
বৃষভানুসুতাচরণ-সেবনে পাছে কৃপা নাহি হয়॥

রাধানাথ এই নিবেদয়ি আমি।
বৃষভানুসুতাপদে দাসী করি অঙ্গীকার কর তুমি॥
রাধানাথ এই মোর অভিলাষ।
নিভৃত নিকুঞ্জে নিজ পদে লেহ এ গৌরসুন্দরদাস॥

৫১ পদ। শ্রীরাগ।

রাধানাথ করুণা করহ আমা।
সাধন ভজন কিছু না করিনু ব্রজে বা না পাই তোমা॥
রাধানাথ এ বড় আঁধল চিত।
রহি রহি মোর সংশয় হইছে ভাবিতে না হই ভীত॥
রাধানাথ সময় হইল শেষ।
তব দয়া মোরে নিশ্চয় হইবে কিছু না দেখিয়ে লেশ॥
রাধানাথ তোমারে সঁপিত কায়।
রমণী যদি বা কুপথে চলয়ে পতিনামে সে বিকায়॥
রাধানাথ লোকেরা হাসয়ে তোমা।
যে কহে তোমার তারে না তারিলে অযশ রবে ঘোষণা।
রাধানাথ এড়াতে নারিবে তুমি।
তুয়া পদে রতি না থাকিলে তমু সবে জানে তব আমি॥
রাধানাথ এ কথার করিব কি।
পতিতপাবন তুয়া এক নাম সাধু মুখে শুনিয়াছি॥
রাধানাথ অতএ কৈরাছি আশ।
ব্রজে তোমা দোহা পদে দাসী কর এ গৌরসুন্দরদা[illegible]

৫২ পদ। বিভাস।

প্রভু মোর মদনগোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ
দয়া কর মুই অধমেরে।
সংসারসাগর মাঝে পড়িয়া রৈয়াছি নাথ
কৃপা-ডোরে বাঁধি লেহ মোরে॥
অধম চণ্ডাল আমি দয়ার ঠাকুর তুমি
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।
এই বড় আশা মনে ফেল লৈয়া বৃন্দাবনে
বংশীবট যেন দেখি সুখে॥
কৃপা করি মধুপুরী লেহ মোরে কেশে ধরি
যমুনাজী দেহ পদছায়া।
অনেক দিবসের আশ নহে যেন নৈরাশ
দয়া কর না করহ মায়া॥

অনিত্য যে দেহ ধরি   আপন আপন করি
পাছে পাছে শমনের ভয়।
নরোত্তমদাস মনে   প্রাণ কাঁদে রাত্র দিনে
পাছে ব্রজপ্রাপ্তি নাহি হয়॥

৫৩ পদ। ধানশী।

ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন অভয়াচরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সৎসঙ্গে তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত বরিখ এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখলব লাগি রে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমলদলজল জীবন টলমল ভজহুঁ হরিপদ নিত রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পাদসেবন দাসী রে।
পূজন সখীজন আত্মনিবেদন গোবিন্দদাস অভিলাষী রে॥

৫৪ পদ। ভাটিয়ারী।

ভজ ভজ হরি মন দৃঢ় করি মুখে বোল তার নাম।
ব্রজেন্দ্রনন্দন গোপী-প্রাণধন ভুবনমোহন শ্যাম॥
কখন মরিবে কেমনে তরিবে বিষম শমন ডাকে।
যাঁহার প্রতাপে ভুবন কাঁপয়ে না জানি মরে বিপাকে॥
কুলধন পাইয়া উনমত হৈয়া আপনাকে জান বড়।
শমনের দূতে ধরি পায় হাতে বাঁধিয়া করিবে জড়॥
কিবা যতি সতী কিবা নিজ জাতি সেই হরি নাহি ভজে।
তবে জনমিয়া ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া রৌরব নরকে মজে॥
এ দাস লোচন, ভাবে অনুক্ষণ, মিছাই জীবন গেল।
হরি না ভজিনু, বিষয়ে মজিনু, হৃদয়ে রহল শেল॥

৫৫ পদ। কামোদ।

কি কয় নরহরি ভজ রে।
ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে॥
তরিবার পরিণাম   হর জপে হরিনাম
হরি ভজি পূর্ণকাম কমলজ রে।
ভব ঘোর পারাবার   হরিনাম তরি তার
হরি নাম লৈয়া পার হৈল গজ রে॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম   এ চারিবর্গের ধাম
বেদে বলে হরিনাম সুখে জপ রে।

গুরুবাক্য শিরে ধরি   রহিয়াছি সার করি
ভারতের ভূষা হরি-পদরজ রে॥

৫৬ পদ। সারঙ্গ।

তেজ মন হরি বিমুখনকি সঙ্গ।
যাক সঙ্গহি   কুমতি উপজতহি
ভজনকি পড়ত বিভঙ্গ॥ধ্রু॥
সতত অসত পদ   লেই যো যায়ত
উপজত১ কামিনী সঙ্গ।
শমন-দূত পর-   মায়ু পরখত
দূর সঞে২ নেহারই৩ রঙ্গ॥
অতএ সে হরিনাম   সার পরম মধু
পান করহ ছোড়ি ঢঙ্গ৪।
হরিচরণ-সরো-   রুহে মাতি রহুঁ
গোপালদাস-মন ভৃঙ্গ॥৫

৫৭ পদ। আশাবরী।

ভজ মন নন্দকুমার।
ভাবিয়া দেখহ ভাই গতি নাহি আর॥ধ্রু॥
ধন জন পুত্র আদি কেবা আপনার।
অতএ করহ মন হরিপদ সার॥
কুসঙ্গ ছাড়িয়া সদা সৎসঙ্গে থাক।
পরম নিপুণ ইহ নাম বলি ডাক॥
তার নামলীলাগানে সদা হও মত্ত।
সে চরণ-ধন পাবে হইবে কৃতার্থ॥
রাধামোহন বলে মন কি বলিব তোরে।
সংসার যাতনা আর নাহি দেহ মোরে॥

৫৮ পদ। ধানশী।

ভজ মন সতত হইয়া নির্দ্বন্দ্ব।
রাধাকৃষ্ণ পরমসুখদায়ক রসময় পরমানন্দ॥ধ্রু॥
চঞ্চল বিষয়-বিষ   সুখ মানি খাওসি
না জানসি ইহ মতি মন্দ।

১। উপরত। ২। দূরহি। ৩। নেহারত। ৪। চঙ্গ। ৫। কহ মাধো হরিচরণ-সরোরুহে মাতি রহ জনু ভৃঙ্গ।—পাঠান্তর।

শমনকালে বিকট মরণ দুঃখ দেয়ব
বুঝহ অবহুঁ কর অন্ধ॥
মোহে দুঃখভাগী করণ নহ সমুচিত
তো হাম জনমবন্ধু।
নিজ দুঃখ জানি অবহুঁ স্মরণ করু
যো তুহুঁ করুণাক সিন্ধু॥
ও পদপঙ্কজ-প্রেম- সুধা পিবি পিবি
দূর কর নিজ দুঃখকন্দ।
এ রাধামোহন কহ তেজহ মিছই মোহ
যৈছন হত নিজ বন্ধ॥

৫৯ পদ। কামোদ।

ভাই রে সাধুসঙ্গ কর সাধু হৈয়া।
এ ভব তরিয়া যাবে মহানন্দসুখ পাবে
নিতাই চৈতন্য গুণ গাইয়া॥ধ্রু॥
চৌরাশী লক্ষ জনম ভ্রমণ করিয়া শ্রম
ভালই দুর্ল্লভ দেহ পাইয়া।
মহতের দায় দিয়া ভক্তিপথে না চলিয়া
জন্ম যায় অকারণ বৈয়া॥
মালা মুদ্রা করি বেশ ভজনের নাহি লেশ
ফিরি আমি লোক দেখাইয়া।
মাকালের ফল লাল দেখিতে সুন্দর ভাল
ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়া॥
চন্দনতরুর কাছে যত বৃক্ষ লতা আছে
আত্মসম করে বায়ু দিয়া।
হেন সাধুসঙ্গসার নাহি বলরাম ছার
ভবকূপে রহিল পড়িয়া॥

৬০ পদ। সুহই।

বুড়া কি আর গৌরবধর।
এ ভব সংসার, সাগর তরিতে, হরিনাম সার কর॥ধ্রু॥
পাকিল কুন্তল, গায় নাহি বল, কাঁকালি হৈয়াছে বঙ্ক।
হাতে নড়ি করি, যাও গুড়ি গুড়ি, দুড়ি পড়িবার শঙ্কা॥
সন্ধ্যায় শয়ন, কাস ঘন ঘন, সঘনে ডাকয়ে গলা।
মুদিত নয়ন, ঘুচাইয়া দেখ, উদিত হৈয়াছে বেলা॥
খাস যে রোদন, লাগি ঘন ঘন, সঘনে পীবহি পানী।
অতএ বদন ভরি বল হরি, দাস বলরাম বাণী॥

৬১ পদ। যথারাগ।

এ মন বল রে গোবিন্দ নাম।
আজি কালি করি কি আর ভাবিছ
কবে তোর ঘুচিবেক কাম॥ধ্রু॥
কালি যা করিবা তুমি যে বলিছ
আজি তা কর না ভাই।
আজি যা করিবা তা কর এখনি
কি জানি কখন যাই॥
এ হেন কলিতে মানুষ-জনম
এমন আর বা কাতে।
হরিনাম দিয়া জগতে তারিলা
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাতে॥
সে তিন যুগের আচার বিচার
এখন সে সব রাখ।
বদন ভরিয়া গৌর হরি বল
যুগের ধরম দেখ॥
রসনা বদন বশের ভিতরে
কেবল বলিলে হয়।
আলিস করিয়া নরকে যাইতে
কার বা এ অপচয়॥
শমন-কিঙ্কর অঙ্গুলি গণিছে
জান না কখন পাড়ে।
কহে প্রেমানন্দ তখন কি হবে
আসিয়া চড়িলে ঘাড়ে॥

৬২ পদ। কেদার।

হরি হরি কি কহিয়ে প্রলাপ বচন।
কাঁহা সে সম্পদসার কাঁহা এই মুঞি ছার
কিয়ে চিত্র বাউলের মন॥ধ্রু॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ সার বৃন্দাবন নাম যার
তাহে পূর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্র।
তার প্রিয় শিরোমণি শ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী
বিলসয়ে সঙ্গে সখীবৃন্দ॥

তার অনুচরি সনে প্রেমসেবা গুরসঙ্গে
ব্রহ্মা শিব শেষের অগম্য।
কাঁহা এ পাপিষ্ঠ জন পাপালয় মূর্ত্তিমান
আশা করো কর তা অকাম্য॥
যথা বামনের ইন্দু পঙ্গুর লঙ্ঘন সিন্ধু
মূকের যেমন বেদধ্বনি।
পশ্চিমে উদয় সূর মলয়জ সুকর্পূর
পথের কিঙ্কর চিন্তামণি॥
ঠাঞ সব যদি হয় কৃপা কভু বিনে নয়
শ্রীরাধামাধবদরশন।
বৈষ্ণবদাসের মনে দরিদ্র বিজয়া পানে
শুতি যেন দেখয়ে স্বপন॥

৬৩ পদ। তুড়ি।

কপট চাতুরী চিতে জন মন ভুলাইতে
বাহ্যে সদা জপি নামখানি।
দাঁড়াইয়া সত্যপথে অসত্যে মজিয়া তাতে
পরিণাম কি হবে না জানি॥
ওহে নাথ মো বড় অধম দুরাচার।
সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য না মানিনু মুঞি ধিক্
অভদ্র সে না দেখি উদ্ধার॥ধ্রু॥
লোকে করে সত্যবুদ্ধি মোর নাহি নিজ শুদ্ধি
উদার হইয়া লোকে ভাঁড়ি।
প্রেমভরে মোরে করে নিজগুণে তার তরে
আপনি হইনু ছোঁচ হাঁড়ি॥
ভণে চন্দ্রশেখরদাস এই মনে অভিলাষ
আর কি এমন দশা হব।
গোরা পারিষদ সঙ্গে সংকীর্ত্তন রসরঙ্গে
আনন্দে দিবস গোঙাইব॥

৬৪ পদ। ধানশী।

মন তুমি যেন বহুরূপী।
লোক ভুলাইতে সাজ ধর চুপি চুপি॥
কভু ভস্ম জটাজুট ধরি।
সন্ন্যাসীর সাজে ফির করিয়া চাতুরী॥
কভু সাজ সাধু মহাজন।
সেরেতে ছটাক চুরি করহ ওজন॥
কভু কবিরাজ সাজ সাজি।
ঔষধ না দিয়া লোকে দেও হিজি পিজি॥
কভু বা সাজিয়া পুরোহিত।
যজমানে নষ্ট কর করিয়া অহিত॥
কভু সাজ গুরুমন্ত্রদাতা।
শিষ্যের সর্ব্বস্ব বিত্ত হর যথাতথা॥
লোচন বলে যে ঠকায় লোকে।
পড়িলে শমন হাতে সেই আগে ঠকে॥

৬৫ পদ। সুহই।

বদ বদ হরি ছন্দ না করিহ বিপদে বেঢ়ল দেশ।
এ তত্ত্ব জানিয়া আগে পলাওল শ্রবণ দশন কেশ॥
তার পাছে পাছে লোচন বচন তারা দুই দিল ভঙ্গ।
মোর মোর করি রাত্রি দিন মরি যমদূতে দেখে রঙ্গ॥
সুন্দর নগরে প্রতি ঘরে ঘরে বিষম যমের থানা।
দণ্ড যে দিবস বৎসর গণিছে কোন্ দিন দিবে হানা॥
এই পুত্রবধূ যতন করিছে সকলি নিমের তিতা।
মরণ সময় হাতে গলে বাঁধি মুখে জ্বালি দিবে চিতা॥
বদন ভরিয়া হরি না বলিয়া, শমন তরিবা কিসে।
দাস লোচন কহিয়া ফারাক মরিছ আপন দোষে॥

৬৬ পদ। ভাটিয়ারি।

ব্রজেন্দ্রনন্দন ভজে যেই জন
সফল জীবন তার।
তাহার উপমা বেদে নাহি সীমা
ত্রিভুবনে নাহি আর॥
এমন মাধব না ভজে মানব
কখন মরিয়া যাবে।
সেই সে অধম প্রহারিয়া যম
রৌরবে কৃমিতে খাবে॥
তার পর আর পাপী নাহি ছার
সংসার জগত মাঝে।

কোন কালে তার গতি নাহি আর
মিছাই ভ্রমিছ কাজে ॥
লোচন দাস ভকতি আশ
হরি গুণ কহি লিখি।
হেন রস সার মতি নাহি যার
তার মুখ নাহি দেখি ॥

৬৭ পদ। শ্রীরাগ।

শ্রীকৃষ্ণভজন লাগি সংসারে আইনু।
মায়া-জালে বন্দী হৈয়া বৃক্ষ সমান হৈনু ॥
স্নেহলতা বেড়ি বেড়ি তনু কৈল শেষে।
কীড়া রূপে নারী তাহে হৃদয়ে প্রবেশে ॥
ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
কালরূপী বিহঙ্গ উপরে বাস করে ॥
বাড়িতে না পাইল গাছ শুখাইয়া গেল।
সংসারের দাবানল তাহাতে লাগিল ॥
দুরাশা দুর্ব্বাসনা দুই উঠে ধূমাইয়া।
ফুকার করয়ে লোচন মরিলাম পুড়িয়া ॥
এগাও এগাও মোর বৈষ্ণব গোঁসাই।
করুণার জল সিঞ্চ তবে রক্ষা পাই ॥

৬৮ পদ। সুহই।

নিকুঞ্জনিবাসে মহারাসরসে, রসিকশেখর যে।
সো রাধাবল্লভ, জগত-দুর্লভ, আমার বল্লভ সে ॥
যার বাঁকা আঁখি, গোপী হিয়া দেখি, হানয়ে তিখিনী শর।
সো গোপিকেশ্বর, বিশ্বের ঈশ্বর, সেই মোর প্রাণেশ্বর ॥
গোপীকুচকুম্ভে, যো কর পল্লবে, হোয়ত পরম শোভা।
কাটে ভববন্ধ, তছু পদদ্বন্দ্ব, মুনির মানসলোভা ॥
যো পহুঁ গোকুলে গোপীর দুকূলে, চোরাওল হাসি হাসি।
এ গোকুলদাসে, তার পদ আশে, ধ্যায়ায়ে দিবস নিশি ॥

৬৯ পদ। ধানশী।

হরি হরি আমার এমন দশা হবে।
বিষম দারুণ বিষ জঞ্জাল টুটিবে ॥
দারা সুখভোগে মুই হব বিরকত।
শরণ লইব গুরু বৈষ্ণব ভাগবত ॥
করঙ্গ কোথালি হাতে গলায় কাঁথা দিয়া।
মাধুকুরি মাগি খাব ব্রজবাসী হৈয়া ॥
সংসার সুখের মুখে অনল জ্বালিয়া।
থুথু করিয়া কবে যাইবে ছাড়িয়া ॥
জাতি কুল অভিমান সকল ছাড়িব।
গোপালের আশা কত দিবসে ফলিব ॥

৭০ পদ। ধানশী।

বন্ধুগণ শুন মোর নিবেদন সবে।
ধরাধরি করি মোরে তুলসীতলায় নিয়
যবে মোর ঊর্দ্ধশ্বাস হবে ॥ধ্রু॥
আপাদমস্তক যবে নড়িয়া উঠিবে শ্বাস
হইবেক হিম কলেবর।
শ্রুতি দৃষ্টি নাহি রবে রসনা অবশ হবে
নেত্রে বারি ঝরিবে নির্ঝর ॥
লইয়া তুলসীপত্র ঢাকিয় যুগল নেত্র
লেপিয় তুলসীমাটি গায়।
তুলসীমঞ্জরী দিয়া হরের্নাম রাম নাম
লিখিয় লিখিয় ভাই তায় ॥
হরিনামের নামাবলী দিয় মোর অঙ্গে তুলি
নামমালা দিয় মোর গলে।
অতি উচ্চৈঃস্বরে সবে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম
নাম মোর দিয় কর্ণমূলে ॥
গোপালদাসীয়া কয় সাধ যেন সিদ্ধ হয়
সবার চরণে নিবেদন।
গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম এ নাম শুনিতে যেন
প্রাণপাখী করে পলায়ন ॥

৭১ পদ। সুহই।

বড় দয়াল ঠাকুর মোর বৈষ্ণব গোঁসাই।
কলিভয় তরাইতে আর কেহ নাই ॥
গুরু গোসাঞী বৈষ্ণব গোসাঞী ভাল অবতার।
এমন করুণানিধি না হইবে আর ॥
বৈষ্ণব গোসাঞীর ভাই অপার মহিমা।
আপনেই প্রভু তার দিতে নারে সীমা ॥

বৈষ্ণব দুয়ারে যদি হইতাম কুকুর।
পাতের এঁঠো দিয়া তরাইত বৈষ্ণব ঠাকুর॥
জাতি কুল অভিমানে হারাইলাম নিধি।
হেন অবতারে মো বঞ্চিত কৈল বিধি॥
গোপালদাসের প্রভু দুকুল পাথার।
চুলে ধরি লাথি মারি মোরে কর পার॥

৭২ পদ। বেলোয়ার।

হরি হরি হেন দিন হোয়ব হামার।
শ্রীগুরুদেব- চরিত গুণ অদ্‌ভুত
নিরবধি চিন্তিব হৃদয় মাঝার॥ ধ্রু॥
মৃদু মৃদু হসিত বদনে বচনামৃত
শ্রবণ চসক ভরি করবহি পান।
নিরুপম মঞ্জুল মূরতি-জনরঞ্জন
নিরখি করব কত তৃপত নয়ান॥
ললিত অঙ্গোপরি মনোনীত নব নব
নাসাপুট ভরি রাখব তায়।
ইহ বদনে উহ মধুর নাম শুভ
রটব নিরন্তর হরষি হিয়ায়॥
কি কহব অব অতিশয় সব দুর্লভ
করি পরিচর্য্যা সফল হব হাত।
ধরণী পতিত হোই পতিত এ নরহরি
চরণ কঞ্জ তব ধরব কি সাথ॥

৭৩ পদ। বিভাস।

যজ্ঞদান তীর্থস্নান পুণ্যকর্ম্ম ধর্ম্মজ্ঞান
সব অকারণ ভেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন উপহাস হয় যেন
বসনহীন আভরণ দেহে॥
সাধুমুখে কথামৃত শুনিয়া বিমলচিত
নাহি ভেল অপরাধ কারণে।
সতত অসত সঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ
কি করিব আইল শমনে॥
শ্রুতিস্মৃতি সদা রবে শুনিয়াছি এই সবে
হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লইয়া সুখে কৃষ্ণ না বলিলাম মুখে
না করিলাম সেরূপ ভাবন॥
রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ পায় তনু মন রহু তায়
আর দূরে রহুক বাসনা।
নরোত্তমদাস কয় আর মোর নাহি ভয়
তনু মন সঁপিনু আপনা॥

৭৪ পদ। বিভাস।

আরে ভাই বড়ই বিষম কলিকাল।
গরলে কলস ভরি মুখে তার দুগ্ধ পূরি
তৈছে দেখ সকলি বিটাল॥ ধ্রু॥
ভকতের ভেক ধরে সাধুপথ নিন্দা করে
গুরুদ্রোহী সে বড় পাপীষ্ঠ।
গুরুপদে যার মতি খাট করায় তার রতি
অপরাধী নহে গুরুনিষ্ঠ॥
প্রাচীন প্রবীণ পথ তাহে দোষে অবিরত
করে দুষ্ট করায় সঞ্চার।
গঙ্গাজল যেন নিন্দে কূপজল যেন বন্দে
সেই পাপী অধম সভার॥
যার মন নির্ম্মল তারে করে টলমল
অবিশ্বাসী ভকত পাষণ্ড।
হেতু খলের সঙ্গ মৃদু মতি[১] করে অঙ্গ[২]
তার মুণ্ডে পড়ে যমদণ্ড[৩]॥
কালক্রিয়া লেখা ছিল এবে পরতেক গেল
অধমের শ্রদ্ধা বাড়ে তায়।
নরোত্তমদাস কহে এ জনার ভাল নহে
এরূপে বঞ্চিল বিহি তায়॥

৭৫ পদ। গান্ধার।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
এ ভবসংসার ত্যজি পরম আনন্দে মজি
আর কবে ব্রজভূমে যাব॥ ধ্রু॥
সুখময় বৃন্দাবন কবে পাব দরশন
সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।

১। অতি। ২। রঙ্গ। ৩। যেন—পাঠান্তর।

প্রেমে গদ গদ হৈয়া রাধাকৃষ্ণ নাম লৈঞা
কাঁদিয়া বেড়াব উচ্চরায়॥
নিভৃত নিকুঞ্জে যাঞা অষ্টাঙ্গে প্রণত হৈয়া
ডাকিব হা রাধানাথ বলি।
কবে যমুনার তীরে পরশ করিব নীরে
কবে পীব করপুটে তুলি॥
আর কি এমন হব শ্রীরাসমণ্ডলে যাব
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবটছায়া পাঞা পরম আনন্দ হৈঞা
পড়িয়া রহিব কবে তায়॥
কবে গোবর্দ্ধন গিরি দেখিব নয়ান ভরি
রাধাকুণ্ডতীরে হবে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ দেহপতন হবে
আশা করে নরোত্তমদাস॥

৭৬ পদ। পাহিড়া।

হরি হরি আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে যাব বৃন্দাবনধামে
এই মনে করিয়াছি আশা॥ ধ্রু॥
ধন জন পুত্র দারে এসব করিয়া দূরে
একান্ত করিয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি বৃন্দাবনে বাস করি
মাধুকুরি মাগিয়া খাইব॥
যমুনার জল যেন অমৃত সমান হেন
কবে খাব উদর পূরিয়া।
রাধাকুণ্ডজলে স্নান করি কুতূহলে নাম
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া॥
ভ্রমিব দ্বাদশ বনে রাসকেলি যেই স্থানে
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
সুধাইব জনে জনে ব্রজবাসিগণ স্থানে
নিবেদিব চরণে ধরিয়া॥
ভোজনের স্থান যবে নয়নে দর্শন হবে
আর যত আছে উপবন।
তার মাঝে বৃন্দাবন নরোত্তমদাসের মন
আশা করে যুগলচরণ॥

৭৭ পদ। পাহিড়া।

হরি হরি কবে মোর হবে শুভদিন।
ফলমূল বৃন্দাবনে খাঞা দিবা অবসানে
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥ ধ্রু॥
করঙ্গ কৌপীন লঞা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া
তেয়াগিয়া সকল বিষয়।
হরি অনুরাগ হবে ব্রজের নিকুঞ্জে কবে
যাইয়া করিব নিজালয়॥
শীতল যমুনাজলে স্নান করি কুতূহলে
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
বাহু উপরেতে তুলি বৃন্দাবনে কুলি কুলি
কৃষ্ণ বলি কান্দিয়া বেড়াব॥
দেখিব সঙ্কেত স্থান জুড়াবে তাপিত প্রাণ
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরী কাঁহা গিরিবরধারী
কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব॥
মাধবী কুঞ্জ উপরি সুখে বসি শুকসারী
গাইবেক রাধাকৃষ্ণ রস।
তরুমূলে বসি ইহা শুনি জুড়াইব হিয়া
কবে সুখে গোঙাব দিবস॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ শ্রীমতী রাধিকা সাথ
দেখিব রতন-সিংহাসনে।
দীন নরোত্তমদাস করয়ে দুর্লভ আশ
এমতি হইবে কত দিনে॥

৭৮ পদ। ধানশী।

হরি হরি কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল রূপরাশি॥
তেজিয়া শয়নসুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলাতে ধূসর হবে অঙ্গ॥
ষড়রস ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে যমুনার জল খাব করে পূরি॥
পরিক্রমণ করিয়া বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই যমুনাপুলিনে॥

তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
কবে ব্রজে বসিব হাম বৈষ্ণব নিকটে॥
নরোত্তমদাস কহে করি পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার॥

৭৯ পদ। সুহিনী।

আর কি এমন দশা হব। সব ছাড়ি বৃন্দাবনে যাব॥
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস লীলা। যেখানে যেখানে যে করিলা॥
কবে আর গোবর্দ্ধন গিরি। দেখিব নয়নযুগ ভরি॥
আর কবে নয়নে দেখিব। বনে বনে ভ্রমণ করিব॥
আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে। গড়াগড়ি দিব কুতূহলে॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডে স্নান। করি কবে জুড়াইব প্রাণ॥
আর কবে যমুনার জলে। মজ্জনে হইব নিরমলে॥
সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস। নরোত্তমদাস মনে আশ॥

৮০ পদ। কামোদ।

হরি হরি হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব দুহুঁ অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোহাকার॥ ধ্রু॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানাফুলে।
কনকসম্পুট করি কর্পূর তাম্বূল পূরি
যোগাইব অধরযুগলে॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন এই মোর প্রাণধন
সেই মোর জীবন উপায়।
জয় পতিতপাবন দেহ মোরে এই ধন
তোমা বিনা অন্যে নাহি ভায়॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥

৮১ পদ। ধানশী।

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
জীবনে মরণে আর গতি নাহি মোর॥
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন।
রতন বেদীর পর বসাব দুজন॥
শ্যাম গোরা অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব সে হেরব মুখচন্দ্র॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূরতাম্বূলে॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দে।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাস অনুদাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস *॥

৮২ পদ। সুহই।

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিনে।
কেলি কৌতুক রঙ্গে সকল সখীর সঙ্গে
রাধাকৃষ্ণ করিব সেবনে॥ধ্রু॥
ললিতা বিশাখা সনে যতেক সখীর গণে
মণ্ডলি করিব দুহুঁ মিলি।
রাই কানু দুহুঁ ধরি নৃত্য করে ফিরি ফিরি
নিরখি গোঙাব কুতূহলি॥
অলস[১] বিশ্রামঘর গোবর্দ্ধন গিরিবর
রাই কানু করাব শয়নে।
নরোত্তমদাসে কয় এই যেন মোর হয়
অনুক্ষণ চরণসেবনে॥

৮৩ পদ। সুহই।

গোবর্দ্ধন গিরিবর পরম নির্জ্জন স্থল
রাই কানু করাব বিশ্রামে।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
সুখময় রাতুল চরণে॥
কনক সম্পুট ভরি কর্পূর তাম্বূল পূরি
যোগাইব চরণকমলে।
মণিময় কিঙ্কিণী রতন নূপুর আনি
পরাইব চরণযুগলে॥

---

* গ্রন্থান্তরে শেষ পদ এইরূপ—"নরোত্তম দাস করে সেবা অভিলাষ"।
১। আলয়—পাঠান্তর।

কনক কটোরা ভরি সুগন্ধি চন্দন থুরি
দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।
গুরুরূপা সখী বামে ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে
চামরের বাতাস করিব॥
দোঁহার কমল আঁখি পুলক হইয়া দেখি
দুহুঁ পদ পরশিব করে।
চৈতন্যদাসের দাস মনে মাত্র অভিলাষ
নরোত্তমদাসে সদা স্ফুরে॥

৮৪ পদ। পাহিড়া।

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি
সেই মোর দেবের ধরম।
সেই মোর ব্রত জপ সেই মোর যোগ তপ
সেই মোর ধরম করম॥
অনুকূল হবে বিধি সে পদে হইবে সিদ্ধি
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সেরূপ মাধুরী শশী প্রাণকুবলয়বাসী
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে॥
তুয়া অদর্শন অহি গরলে জারল দেহি
চিরদিন তাপিত জীবন।
আহা[১] প্রভু[২] কর দয়া দেহ মোরে[৩] পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥

৮৫ পদ। পাহিড়া।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানুপুরে আহীরী গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব॥ ধ্রু॥
যাবটে আমার কবে এ পাণিগ্রহণ হবে
বসতি করিব কবে ঘর।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ যে তাহার হয় শ্রেষ্ঠ
সেবন করিব তার পর॥
তেঁহ কৃপবান্ হৈয়া রাতুল চরণে লৈয়া
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা পূরিবে মনের আশা
সম্বাইব যুগল চরণ॥
বৃন্দাবনে দুইজন চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে নানা যন্ত্র লৈয়া হাতে
দেখিব মনের অভিলাষে॥
দুহুঁ চাঁদমুখ দেখি জুড়াবে তাপিত আঁখি
নয়নে বহিবে প্রেমধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব দোঁহার নিকটে যাব
হেন দিন হইবে আমার॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী মোরে অনাথিনী দেখি
রাখিবে রাতুল দুটী পায়।
নরোত্তমদাসের মনে প্রিয় নর্ম্মসখীগণে
আমারে গণিয়া লবে তায়॥

৮৬ পদ। পাহিড়া।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
ত্যাজ্য করি মায়া মোহ ছাড়িয়া পুরুষদেহ
কবে হাম প্রকৃতি হইব॥ ধ্রু॥
টানিয়া বাঁধিব চূড়া নব গুঞ্জাহারে বেড়া
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীত বসন অঙ্গে পরাইব সখী সঙ্গে
বদনে তাম্বুল দিব আর॥
দুই রূপ মনোহারি দেখিব নয়ান ভরি
নীলাম্বরে রাইকে সাজাঞা।
নবরত্ন যদি আনি বাঁধিব বিচিত্র বেণী
তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া॥
সে না রূপ মাধুরী দেখিব নয়ান ভরি
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে এই ধন
নিবেদয়ে নরোত্তমদাস॥

১। হাহা। ২। মোরে। ৩। তুয়া—পাঠান্তর।

৮৭ পদ। কেদার।

অরুণ কমলদলে শেজ বিছায়ব
বসাইব কিশোরা কিশোরী।
অলকা-আবৃত মুখ পঙ্কজ মনোহর
মরকত শ্যাম হেন গৌরী॥
প্রাণেশ্বরী কবে মোর হবে কৃপাদিঠি।
আজ্ঞায় আনিব কবে কুসুম ফুল্লবর
শুনব বচন আর মিঠি॥ধ্রু॥
মৃগমদ তিলক সুসিন্দুর বনায়ব
লেপন চন্দনগন্ধে।
গাঁথিয়া মালতী ফুল হার পহিরায়ব
ধায়ব মধুকরবৃন্দে॥
ললিতা কবে মোরে বীজন দেওব
বীজব মারুত মন্দে।
শ্রমজল সকল মিটব দুহুঁ কলেবর
হেরব পরম আনন্দে॥
নরোত্তমদাস আশ পদপঙ্কজ
সেবন মাধুরী পানে।
হোয়ব হেন দিন না দেখিএ কিছু চিন
দুহুঁজন হেরব নয়ানে॥

৮৮ পদ। বিহাগড়া।

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিনে।
গোবর্দ্ধন গিরিবর পরম নিভৃত ঘর
রাধা-কানু করাব শয়নে॥ধ্রু॥
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা চরণ ধোয়াইব
মুছাইব আপন চিকুরে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল পূরি
যোগাইব দুহুঁক অধরে॥
প্রিয়সখীগণ সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
চরণ সেবিব নিজ করে।
দুহুঁক কমল দিঠি কৌতুকে হেরব দুহুঁ
দুহুঁ অঙ্গ পুলকনিকরে॥
মল্লিকা মালতী যূথী নানা ফুলে মালা গাঁথি
কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোনার কোটরা করি কর্পূর চন্দন ভরি
কবে দিব দোঁহাকার গায়॥
কবে এমন হব দুহুঁ মুখ নিরখিব
লীলারস নিকুঞ্জশয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে
নরোত্তম শুনিবে শ্রবণে॥

৮৯ পদ। কেদার।

কুসুমিত বৃন্দাবনে নাচত শিখিগণে
পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয়সহচরী সঙ্গে গাইয়া যাইবে রঙ্গে
মনোহর নিকুঞ্জ-কুটীরে॥
হরি হরি মনোরথ ফলিবে আমারে।
দুহুঁক মন্থর গতি কৌতুক হেরব অতি
অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে॥ধ্রু॥
চৌদিকে সখীর মধ্যে রাধিকার ইঙ্গিতে
চিরুণী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব বিথারিয়া আচরিব
বনাইব বিচিত্র কবরী॥
মৃগমদ মলয়জ সব অঙ্গে লেপব
পরাইব মনোহর হার।
চন্দন কুঙ্কুমে তিলক বনাইব
হেরব মুখ-সুধাকর॥
নীল পটাম্বর যতনে পরাইব
গায় দিব রতনমঞ্জীরে।
ধবল চামর অনিল মৃদু মৃদু
বীজন ছরমিত দুহুঁ শরীরে॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু লোকনাথ দীনবন্ধু
মুঞি দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন প্রিয় নর্ম্মসখীগণ
নরোত্তম মাগে এই দান॥

৯০ পদ। কেদার।

বিপরীত অম্বর পালটী পিধায়ব
বাঁধব কুন্তল তার।

গাঁথি তুহুঁক হিয়ে পুনঃ পহিরায়ব
টুটল মোতিহার ॥
হরি হরি কব নবপল্লবশয়নে।
রতিরস-ছরমে ঘরমে তুহুঁ বৈঠব
কিশলয় বীজনে ॥ধ্রু॥
লোচন খঞ্জন কাঁজরে রঞ্জব
নবকুবলয় দুই কানে।
সিন্দুর চন্দনে তিলক বনায়ব
অলকা করব নিরমাণে ॥
তুহুঁ মুখজ্যোতি মুকুরে দরশায়ব
দেয়ব রসকর্পূর পানে।
বলরামদাসক চিরদুঃখ মিটায়ব
তুহুঁক হেরব নয়ানে ॥

৯১ পদ। সুহই।

ঠাকুর বৈষ্ণবপদ অবনীর সম্পদ
শুন ভাই হৈয়া একমন।
আশ্রয় লইয়া সেবে সেই কৃষ্ণভক্তি লভে
আর ভবে মরে অকারণ ॥
বৈষ্ণবচরণজল প্রেমভক্তি দিতে বল
আর কেহ নাই বলবন্ত।
বৈষ্ণবচরণরেণু মস্তকে ভূষণ বিনু
আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥
তীর্থজল পবিত্রগুণে লিখিয়াছে পুরাণে
সেহ সব ভক্তি প্রপঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক সম নহে সেই সব
যাতে ভক্তবাঞ্ছিত পূরণ ॥
নরোত্তমদাস কয় শুন শুন মহাশয়
দারুণ সংসারে মোর বাস।
না দেখি তারণ পথ অসতে মজিল চিত
তরাইয়া লহ নিজ পাশ ॥

৯২ পদ। গুর্জ্জরী।

লীলা শুনইতে শিলা দরবই
গুণ শুনি মুনিমন ভোর।
ও সুখসাগরে জগজন নিমগন
শ্রবণে পরশ নহ মোর ॥
হরি হরি কি শেল রহল চিতে।
না শুনিনু শ্রুতি ভরি নাগর-নাগরী
দুহুঁজন মধুর চরিতে ॥ধ্রু॥
সেই গোবর্দ্ধন সেই বৃন্দাবন
সো নব রসময় কুঞ্জে।
সো যমুনাজল কেলি কুতুহল
হতচিত তাহে নাহি রঞ্জে ॥
প্রিয়সহচরীগণ সঙ্গে আলাপন
খেলন বিবিধ বিলাস।
হৃদয়ে না স্ফুরই বিফলে সে জীবই
ধিক্ ধিক্ বলরামদাস ॥

৯৩ পদ। তুড়ী।

প্রথম জননী-কোলে স্তনপান কুতুহলে
অজ্ঞান আছিনু মতিহীন।
তবে ত বালক সঙ্গে খেলাইনু নানা রঙ্গে
এমতি গোঙানু কত দিন ॥
দ্বিতীয় সময় কাল বিকার ইন্দ্রিয়জাল
পাপপুণ্য কিছুই না ভায়।
ভোগ বিলাস নারী এ সব কৌতুক করি
তাহা দেখি হাসে যমরায় ॥
তৃতীয় সময় কালে বন্ধন সে হাতে গলে
পুত্রকলত্র গৃহবাস।
আশা বাড়ে দিনে দিনে ত্যাগ নাহি হয় মনে
হরিপদে না করিনু আশ ॥
চারি হৈল শেল যদি হরিল চক্ষের জ্যোতি
শ্রবণে না শুনি অতিশয়।
বলরামদাসে কয় এইবার রাখ মহাশয়
ভক্তিদান দেহ রাজা পায় ॥

৯৪ পদ। তুড়ী।

ছিলা জীব বাল্যকালে আচ্ছন্ন অজ্ঞানজালে
না জানিতা উত্তর দক্ষিণ।

পৌগণ্ডেতে হাতে খড়ি বিদ্যা লাগি দৌড়াদড়ি
হরি না ভজিলা একদিন ॥
কিশোর বয়স-কালে বিদ্যামদে মত্ত ছিলে
তর্কশাস্ত্রে হইলা পণ্ডিত।
তর্করূপ মায়া জালে বাঁধা পৈলা হাতে গলে
চরম না ভাবিলা কিঞ্চিত ॥
যৌবনে কামের বশে মজিলা কামিনী-রসে
নষ্ট কৈল কামিনী-কাঞ্চনে।
উপজিল দুরমতি কামে ধনে গেল মতি
সুমতি না লভিলা কখনে ॥
হারে রে অধম মূঢ় শেষকালে দর্প চূর
কৃষ্ণ-ভজনের কাল অন্ত।
বলরাম কাঁদি বলে জনম গেল বিফলে
এবে কেশে ধরিল কৃতান্ত ॥

৯৫ পদ। তুড়ী।

কর মন ভারি ভুরী যত কিছু চাতুরী
কিছুতেই না হবে সুসার।
বড়াই করিবে যত সকলি হইবে হত
কিছুতেই নাহিক নিস্তার ॥
ধনজন যৌবন সব হবে অকারণ
বিদ্যাবুদ্ধি যাবে রসাতল।
যদ্যপি মঙ্গল চাও শুন মোর মাথা খাও
ভজ হরিচরণকমল ॥
হরির চরণ বিনে নাহি গতি দীনহীনে
হরিপদ দীনের সম্পদ।
বদনে বল রে হরি অনায়াসে যাবে তরি
তরণী করিয়া হরিপদ ॥
বলরাম পড়ি দায় খেদে করে হায় হায়
এ কূল ওকূল তার নাই।
আর না করিও দেরি চাঁদবদনে বল হরি
হরিবে শমনভয় ভাই ॥

৯৬ পদ। ধানশী।

জাত্যা শুদ্ধা কৃষ্ণপদ না করে ভাবনা।
পুনঃ পুনঃ পায় জীব গর্ভের যাতনা ॥
একবার জন্মে জীব আরবার মরে।
তথাপিও হরিপদ ভজন না করে ॥
থাকিয়া মায়ের গর্ভে পায় নানা ব্যথা।
তখন পড়য়ে মনে শত জন্মের কথা ॥
উর্দ্ধপদে হেটমুখে রহয়ে বন্ধনে।
বিপদ্ সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে ॥
জন্মমাত্র পড়ে মহামায়ার বন্ধনে।
বিপদ্ সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে ॥
শতেক বৎসর মাত্র নরে আয়ু ধরে।
নিদ্রিত তাহার যায় পঞ্চাশ বৎসরে ॥
পঞ্চাশ বৎসরের বাল পৌগণ্ড কৈশোরে।
নানা মত চাপল্যে সে পরমায়ু হরে ॥
কোন মতে কৃষ্ণপদ নহিল ভজন।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে পুনঃ করয়ে ভ্রমণ ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি দেখে কৃষ্ণদাস।
সেইক্ষণে হয় তার সর্ব্ববন্ধ নাশ ॥
কৃষ্ণের ভজনতত্ত্ব করে উপদেশ।
ভজয়ে কৃষ্ণপদ দূরে যায় ক্লেশ ॥
অতএব ভজি আমি বৈষ্ণবচরণ।
বলরামদাস এই করে নিবেদন ॥

৯৭ পদ। ধানশী।

ভোলা মন একবার ভাব পরিণাম।
ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম ॥
কৃষ্ণ ভজিবার সেথা প্রতিজ্ঞা করিলে।
সংসারে আসিবামাত্র সকল ভুলিলে ॥
কত কষ্টে পাল ভাই ভার্য্যা বেটী বেটা।
কৃষ্ণপদ ভজিতেই বাধে সব লেঠা ॥
শত জিহ্বা পরনিন্দা পরতোষামোদে।
কৃষ্ণনাম কহিতেই রসনায় বাধে ॥
পরপদ ধরি সদা করিছ লেহনে।
নিযুক্ত না কর কর সে পদসেবনে ॥
আরে মন ভবরোগে ঘিরিল তোমারে।
হাসফাস করিতেছ বিষম বিকারে ॥

কৃষ্ণপদ না ভজিয়া মর উপসর্গে।
কৃষ্ণপদ ভজ লাভ হবে চতুর্ব্বর্গে॥
লইতে মধুর নাম কেন রে কাতর।
কেন ভাই মিছামিছি হইছ ফাঁফর॥
কহে দাস বলরাম ঘুচিবে বিকার।
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার॥

৯৮ পদ। পঠমঞ্জরী।

প্রেমক পঞ্জরি শুন গুণমঞ্জরী
তুহুঁ সে সকল সুখদায়ী।
তোহারি গুণাগুণ চিন্তই অনুখন
মঝু মন রহল বিকাই॥
হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয়।
কিশোরা-কিশোরীপদ সেবকের সম্পদ
তুয়া গুণে মিলব কি মোয়॥ ধ্রু॥
হেরই কাতর জন কর কৃপা নিরিখণ
নিজ গুণে পূরবি আশে।
তুয়া নব ঘন বিন্দু বিন্দু বরিখণ
কো পূরব পিয়া পিয়াসে॥
তুয়া সেবি ধন গতি নিশ্চয় নিশ্চয় অতি
মঝু মনে হই পরমাণে।
কহই কাতর ভাবে পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাসে
করুণায় করু অবধানে॥

৯৯ পদ। পঠমঞ্জরী।

তুহুঁ গুণমঞ্জরী রূপে গুণে আগোরি
মধুর মধুর গুণধামা।
ব্রজের নবযুবদ্বন্দ্ব প্রেমসেবা পরবন্ধ
বরণ উজ্জ্বল তনুশ্যামা॥
কি কহব তুয়া যশ তুহুঁ সে তোঁহার বশ
হৃদয়ে নিশ্চয় মঝু মানে।
আপন অনুগা করি করুণাকটাক্ষে হেরি
সেবাসম্পদ করু দানে॥
ইহ বামন তনু চাঁদ ধরিতে জনু
মঝু মন হেন অভিলাষে।
এজন কপট অতি তুহুঁ সে কেবল গতি
নিজ গুণে পূরবি আশে॥
অর্দ্ধ অঙ্গুলি করি দশনেতে তৃণ ধরি
নিবেদহুঁ বারহি বার।
শ্রীনিবাসদাস নামে প্রেমসেবা ব্রজধামে
প্রার্থহুঁ তুয়া পরিবার॥

১০০ পদ। পাহিড়া।

শ্রীগুণমঞ্জরীপদ মোর প্রাণসম্পদ
শ্রীমণিমঞ্জরী তার সঙ্গে।
হেন দশা মোর হব সে পদ দেখিতে পাব
সখীসহ প্রেমের তরঙ্গে॥
মদনসুখদা নাম কুঞ্জশোভা অনুপাম
তাহে রত্ন-সিংহাসনোপরি।
চতুর্দ্দিকে সখীগণ বসিবেন দুই জন
বৃসাবেশে কিশোর কিশোরী॥
সেই সিংহাসন বামে দাঁড়াইব সাবধানে
গুণমণি মঞ্জরীর পাছে।
মালতী মঞ্জরী নাম রূপে গুণে অনুপাম
আমারে ডাকিবে নিজ কাছে॥
মুই তাঁর কাছে যাঞা দুহুঁ রূপ নিরখিয়া
নয়নে বহিবে প্রেমধারা।
দোহার দর্শনামৃতে মোর নেত্র-চাতকেতে
সে আনন্দে হইবে বিভোরা॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সুখে তাম্বুল দিবেন মুখে
রাই কানু করিবে ভক্ষণ।
পিক ফেলিবার বেরি আলবাটি আন বলি
আমারে ডাকিবে দুইজন॥
সখীর ইঙ্গিত পাঞা আলবাটি করে লঞা
ধরিব সে চন্দ্রমুখ পাশে।
তাহাতে ফেলিবে পিক মুঞি যাঞা এক ভিত
দাঁড়াইব মনের হরিষে॥
কত বা কৌতুক কাজে হইবে সে কুঞ্জ মাঝে
তাহা মুঞি শুনিব শ্রবণে।

পূরিবে মনের আশা পালটিবে মোর দশা
নিবেদয়ে বৈষ্ণবচরণে ॥

১০১ পদ। বরাড়ী।

কুঞ্জভবনে নব কিশলয় আনি।
শেজ বিছাইব ইঙ্গিত জানি ॥
শ্যাম গৌরী আলসে শুতব তায়।
সখীগণ শুতব আনহি ঠায় ॥
দুহুঁ জন পীরিতে দুহুঁ ভুঁই ভোর।
করব বিবিধ কেলি যুগল কিশোর ॥
শ্রমজলে যব দুহুঁ পূরব গা।
সখী সঙ্গে করব মৃদু মৃদু বা ॥
শ্রীগুণমঞ্জরী দিবে সুবাসিত জল।
হেরি হোয়ব মঝু নয়ন সফল ॥
পূরব চিরদিনে ইহ মনে আশ।
নিবেদয়ে তুয়া পায়ে বৈষ্ণবদাস ॥

১০২ পদ। কেদার।

রূপ গুণ রতি রস মঞ্জরী লবঙ্গ পাশ
বিলাসাদি একত্র হইয়া।
শ্রীলীলামঞ্জরী আর কহিবেন পরস্পর
রাই কানু দোঁহার নিছিয়া ॥
হরি হরি মোর হেন হবে শুভ দিনে।
মালতী দেবীর পাছে বসিয়া সভার কাছে
মুঞি তাহা করিব শ্রবণে ॥ ধ্রু॥
রাই-কানু রূপ-গুণে রতি রস প্রশংসনে
শ্রীঅঙ্গ সৌরভ সুবিলাসে।
বিভোর হইয়া লভে অনুক্রমে প্রশংসিবে
নিভৃত নিকুঞ্জগৃহ পাশে ॥
নানা ভাবে অলঙ্কৃত হইবে বিভোর চিত
সব প্রিয় নর্ম্মসখীগণে।
কেবল বৈষ্ণবের আশা পালটিবে মোর দশা
সে সব করিব দরশনে ॥

১০৩ পদ। কেদার।

নিদেঁর আলসে, শুতিবে দুজন, রতন পালঙ্কোপরে।
সহচরীগণ, শুতিবে তখন, কলপ নিকুঞ্জ ঘরে ॥
রূপ রতি গুণমঞ্জরী তখন, করিবে বিবিধ সেবা।
পাদ সংবাহন, চামর বীজন, তাহার কারণ যেবা ॥
শ্রীগুণমঞ্জরী, বহু কৃপা করি, ঠারিয়া কহিবে মোরে।
ললিতা বিশাখা, চম্পক-কলিকা, চরণ সেবিবার তরে ॥
মুঞি সে অজ্ঞাতে, বসিব তুরিতে, ললিতা চরণতলে।
গুল্‌ফ অঙ্গুলি, চরণ সকলি, সমবাহিব মনোবলে ॥
কটি পীঠ আদি, মৃদু মৃদু চাপি, যতেক বন্ধান আছে।
তাঁহা নিদঁ যাবে, উঠি যাব তবে, বিশাখা দেবীর কাছে ॥
গায়ের ওড়নী, কাঁচুলি খুলিয়া, দুজানু চাপিয়া বসি।
চরণযুগল, হৃদয়ে ধরিয়া, হেরব নখরশশী ॥
পরম নিপুণে, সংবাহি চরণে, যাইব চিত্রার পাশে।
হেন অনুক্রমে, করিবে শয়ন, কেবল বৈষ্ণবদাসে ॥

১০৪ পদ। ধানশী।

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ।
বার বার এই বার লহ নিজ সাথ ॥
বহু যোনি ভ্রমি নাথ লইনু শরণ।
নিজ গুণে কৃপা কর অধমতারণ ॥
জগত-তারণ তুমি জগত-জীবন।
তোমা ছাড়া কার নহি হে রাধারমণ ॥
ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ কি হইবে গতি ॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাই এ রামে উদ্ধারে ॥

১০৫ পদ। ধানশী।

রাধাকৃষ্ণপদ মন ভজ অনিবার।
জীবনে মরণে গতি কেহ নাহি আর ॥
কর্ম্মজ্ঞান যোগ তপ দূরে পরিহরি।
নৈষ্ঠিক হইয়া ভজ কিশোর-কিশোরী ॥
সখী-পদাশ্রয় হইয়া ভজ রাধাকৃষ্ণ।
রাস-রসাস্বাদে সদা হইবা সতৃষ্ণ ॥

অঙ্গের পরশ নাহি কর কদাচন।
রহিবে রসিক সঙ্গে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
এই তত্ত্ব মন তুমি জান সারাৎসার।
ইহা ছাড়া যত দেখ সকলি অসার॥
অনঙ্গমঞ্জরী পদ করিয়া শরণ।
ভজন উদ্দেশ গায় চৈতন্যনন্দন॥

১০৬ পদ। ধানশী।

হাহা প্রভু দয়া কর করুণাসাগর।
মিছা মায়াজালে তনু দহিছে আমার॥
কবে হেন দশা হবে সখী সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনের ফুল গাঁথি দোঁহারে পরাব॥
সম্মুখে রহিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরু চন্দন গন্ধ দুহুঁ অঙ্গে দিব॥
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বূল যোগাব।
সিন্দুর তিলক কবে দোঁহাকে পরাব॥
বিলাস কৌতুক কেলি দেখিব নয়নে।
চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে॥
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কত দিনে হবে দয়া নরোত্তমদাসে॥

১০৭ পদ। ধানশী।

এইবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণি॥
এবারে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিংবা জলে দিব ঝাঁপ॥
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পাণগুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব এ চন্দন চুয়া॥
বৃন্দাবনের ফুলেতে গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বাঁধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ফাঁদ॥

১০৮ পদ। ধানশী।

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞী।
পতিতে তারিতে তোমা বিনা কেহ নাহি॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥
গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাত পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধ তারে হরিনাম।
তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥
তোমা সবা হৃদয়তে গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥
প্রতিজন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনারো বলি॥

১০৯ পদ। ধানশী।

কিরূপে পাইব সেবা আমি দুরাচার।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়ার পিচাশী॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-কৃপা বিনে আর নাহিক উপায়॥
অদোষদরশি প্রভু পতিত উদ্ধার।
এই বার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥

১১০ পদ। কামোদ।

কবে কৃষ্ণধন পাব হিয়ার মাঝারে থোব
জুড়াইব এ পাপপরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া বসাইয়া প্রাণপিয়া
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান॥
হে সজনি কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে কবে বা ফিরিব রঙ্গে
সুখময় যমুনা-পুলিন॥ ধ্রু॥
ললিতা বিশাখা নিয়া তাঁহারে ভেটিব গিয়া
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি মিলাইবে গুণনিধি
হেন ভাগ্য হইবে আমার॥

দারুণ বিধির নাট ভাঙ্গিল প্রেমের হাট
তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তমদাস কি মোর জীবনে আশ
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্রকুমার॥

১১১ পদ। যথারাগ।*

অ, অশেষ গুণের নিধি গৌরাঙ্গসুন্দর।
আ, আনন্দে বিভোর সদা নদীয়া-নাগর॥
ই, ইন্দু জিনি বদনের শোভা মনোহর।
ঈ, ঈশ্বর ব্রহ্মাদি যারে ভাবে নিরন্তর॥
উ, উদ্ধারিলা জগজনে দিয়া প্রেমধন।
ঊ, উন পাপী তাপী নাহি কৈলা বিচারণ॥
ঋ, ঋণ শুধিবার প্রভু শ্রীমতী রাধার।
ৠ, রীতিমত নদীয়ায় হৈলা অবতার॥
ঌ, লিপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-তনু শ্রীহরিচন্দনে।
ৡ, লীলাবতী নারী হেরি হয় অচেতনে॥
এ, এমন দয়ালু প্রভু নাহি হবে আর।
ঐ, ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তি করিল প্রচার॥
ও, ওঢ্ দেশ যাইয়া প্রভু বহু লীলা কৈল।
ঔ, ঔদার্য্য-গুণেতে সার্ব্বভৌমে নিস্তারিল॥
চতুর্দ্দশ স্বরাবলী যে করে কীর্ত্তন।
অচিরে লভয়ে সেই গৌরাঙ্গচরণ॥
শ্রীজাহ্নবা রামচন্দ্রপদ করি আশ।
চতুর্দ্দশ স্বরাবলী গায় প্রেমদাস॥

১১২ পদ। যথারাগ।

ক, কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
খ, খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল করতাল॥
গ, গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সংকীর্ত্তনে।
ঘ, ঘরে ঘরে হরিনাম দেন সর্ব্বজনে॥
ঙ, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে প্রভু জীবের লাগিয়া।
চ, চেতন করান জীবে কৃষ্ণনাম দিয়া॥
ছ, ছল ছল করে আঁখি নয়নের জলে।
জ, জগত পবিত্র কৈল গৌরকলেবরে॥
ঝ, ঝল ঝল মুখ যেন পূর্ণ শশধর।
ঞ, এমত ত দেখি নাই দয়ারসাগর॥
ট, টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিভোল।
ঠ, ঠমকে ঠমকে চলে বলে হরিবোল॥
ড, ডোরহি কৌপীন ক্ষীণ কোটির উপরে।
ঢ, ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে গদাধরের ক্রোড়ে॥
ণ, আন পরসঙ্গ গোরা না শুনে শ্রবণে।
ত, তান মান গান রসে মজাইয়া মনে॥
থ, থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল।
দ, দীনহীন জনেরে ধরিয়া দেয় কোল॥
ধ, ধেয়াইয়া পূরব পিরীতি পরসঙ্গ।
ন, না জানি কাহার ভাবে হইলা ত্রিভঙ্গ॥
প, প্রেমরসে ভাসাইয়া অখিল সংসার।
ফ, ফুটল শ্রীবৃন্দাবন সুরধুনী ধার॥
ব, ব্রহ্মা মহেশ্বর যারে করে অন্বেষণ।
ভ, ভাবিয়া না পান যাঁরে সহস্রলোচন॥
ম, মত্তমাতঙ্গ-গতি মধুর মৃদু হাস।
য, যশোমতি মাতা যাঁর ভুবনে প্রকাশ॥
র, রতিপতি জিনি রূপ অতি মনোরম।
ল, লীলা লাবণ্য যাঁর অতি অনুপম॥
ব, বসুদেবসুত সেই শ্রীনন্দনন্দন।
শ, শচীর নন্দন এবে বলে সর্ব্বজন॥
ষ, ষড়ভুজ রূপ হৈলা অত্যাশ্চর্য্যময়।
স, সাবধান প্রাণনাথ গোরা রসময়॥
হ, হরি হরি বল ভাই কর মহাযজ্ঞ।
ক্ষ, ক্ষিতিতলে জন্মি কেহ না হৈয় অবিজ্ঞ॥
এ চৌত্রিশ পদাবলী যে করে কীর্ত্তন।
দাস নরোত্তম মাগে তাহার চরণ॥

১১৩ পদ। যথারাগ।

জয় জয় গৌরহরি শচীর নন্দন।
শ্রীচৈতন্য বিশ্বম্ভর পতিতপাবন॥

* এই পদ ও পরবর্ত্তী চারিটী পদ, বৈষ্ণবেরা কার্ত্তিকমাসে নামসংকীর্ত্তনরূপ দ্বারে দ্বারে খঞ্জরি ও করতাল সহ গান করিয়া থাকেন, অতএব আমরা এই পাঁচটী পদ এই স্থানে গ্রহণ করিলাম।

জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময়।
অধমতারণ নাথ ভকত-আশ্রয় ॥
জীবের জীবন গোরা করুণাসাগর।
জগন্নাথ মিশ্রসুত গৌরাঙ্গসুন্দর ॥
প্রেমময় প্রেমদাতা জগতের গুরু।
শ্রীগৌর গোপালদেব বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
নিত্যানন্দ ঠাকুরের মহানন্দদাতা।
সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণকারী সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা ॥
শ্রীগদাধরের প্রাণ অখিলের পতি।
লক্ষ্মীর সর্ব্বস্ব-ধন অগতির গতি ॥
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাথ নিত্যানন্দময়।
সর্ব্বগুণনিধি সর্ব্বরসের আলয় ॥
জগদানন্দের প্রিয় নবদ্বীপচন্দ্র।
অদ্বৈত-আরাধ্য কৃষ্ণ পুরুষ স্বতন্ত্র ॥
বংশীর বল্লভ নবদ্বীপ সুনাগর।
ভুবনবিজয়ী সর্ব্বজনমুগ্ধকর ॥
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি রসিক সুঠাম।
ভক্তাধীন ভক্তপ্রিয় সর্ব্বানন্দধাম ॥
স্বরূপের সুখদাতা রূপের জীবন।
শ্রীসনাতনের নাথ নিত্য সনাতন ॥
শ্রীজীববৎসল প্রভু ভকতবৎসল।
ভট্ট গোসাঞীর প্রিয় দুর্ব্বলের বল ॥
শ্রীরঘুনাথের নাথ শ্রীবাসের বাস।
ভগবান্ ভক্তরূপ অনন্ত-প্রকাশ ॥
লোকনাথ লোকাশ্রয় ভকতরঞ্জন।
শ্রীরঘুনাথ দাসের হৃদয়ের ধন ॥
অভিরাম ঠাকুরের সখা সর্ব্বপাতা।
চিন্তামণি চিন্তনীয় হরিনামদাতা ॥
পরমেশ পরাৎপর দুঃখবিমোচন।
জগাই মাধাই আদি পাপী উদ্ধারণ ॥
রসরাজমূর্ত্তি রামানন্দবিমোহন।
সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের গর্ব্ববিনাশন ॥
অমোঘের প্রাণদাতা দুর্জ্জনদলন।
পূর্ণকাম নির্ম্মলাত্মা লজ্জানিবারণ ॥
পরমাত্মা সারাৎসার বৈষ্ণবজীবন।
সুখদাতা সুখময় ভুবনভাবন ॥

বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্ববিমোহন।
শ্রীগৌরগোবিন্দ ভক্ত-চিত্ত-সুরঞ্জন ॥
নয়নের অভিরাম ভাবুকরমণ।
ভক্তচিত্তচোর ভক্তচিত্ত-বিনোদন ॥
নদীয়াবিহারী হরি রমণীমোহন।
দ্বিজকুলচন্দ্র দ্বিজকুল-পূজ্যতম ॥
সুকবি শ্রীনিধিদক্ষ নয়ন-রঞ্জন।
বারেক আমার হৃদে দেহ শ্রীচরণ ॥
ভাবুক সন্ন্যাসী সব জীবনিস্তারক।
ভাবুক জনার সুখদাতা সুনায়ক ॥
প্রতাপরুদ্রের অভিলাষ পূর্ণকারী।
স্বরূপাদি ভকতের সদা আজ্ঞাকারী ॥
সর্ব্ব-অবতারসার করুণানিধান।
পরম উদার প্রভু মোরে কর ত্রাণ ॥
অনন্ত প্রভুর নাম অনন্ত মহিমা।
অনন্তাদি দেবে যারে দিতে নারে সীমা ॥
গৌরাঙ্গ মধুর নাম কর মন সার।
যাঁহা বিনা কলিযুগে গতি নাহি আর ॥
যেই নাম সেই গোরা জানিহ নিশ্চয়।
নামের সহিত প্রভু সতত আছয় ॥
গৌরনাম হরিনাম একই যে হয়।
ভাগবত বাক্য এই কভু মিথ্যা নয় ॥
কর কর ওরে মন নামসংকীর্ত্তন।
পাপ তাপ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন ॥
গৌরনাম কৃষ্ণনাম অতি সুমধুর।
সদা আস্বাদয়ে যেই সে সব চতুর ॥
শিব আদি যেই নাম সদা করে গান।
সে নামে বঞ্চিত হৈলে কিসে হবে ত্রাণ ॥
এই শত অষ্ট নাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥
শত অষ্ট নাম যেই করয়ে শ্রবণ।
তার প্রতি তুষ্ট সদা শচীর নন্দন ॥
শ্রীজাহ্নবী রামপদ করিয়া শরণ।
শত অষ্ট নাম গায় এ শচীনন্দন ॥

১১৪ পদ। ধানশী।

ভাদ্রকৃষ্ণা-অষ্টমীতে দেবকী-উদরে।
জন্মিলেন কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমথুরাপুরে॥
শিশুরূপে আলো করে কারা অন্ধকারে।
মথুরায় দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥
বসুদেব থুইলা নিয়া নন্দঘোষের ঘরে[১]।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে॥
নন্দঘোষ থুইলা নাম শ্রীনন্দনন্দন।
যশোদা রাখিলেন নাম যাদু বাছাধন॥
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল।
ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল॥
সুবল রাখিলা নাম ঠাকুর কানাই।
শ্রীদাম রাখিলা নাম রাখালরাজা ভাই॥
ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী।
কেলেসোনা নাম রাখে রাধাবিনোদিনী॥
কুব্জা রাখিলা নাম পতিতপাবন হরি।
চন্দ্রাবলী থুইলা নাম মোহন বংশীধারী॥
অনন্ত রাখিলা নাম অন্ত না পাইয়া।
কৃষ্ণনাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া॥
কণ্বমুনি নাম রাখে দেব চক্রপাণি।
বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী॥
গজহস্তী নাম রাখে শ্রীমধুসূদন।
অজামিল নাম রাখে দেব নারায়ণ॥
পুরন্দর নাম রাখেন দেব শ্রীগোবিন্দ।
কুন্তীদেবী রাখে নাম পাণ্ডব-আনন্দ॥
দ্রৌপদী রাখিলা নাম দেব দীনবন্ধু।
পাপী তাপী রাখে নাম করুণার সিন্ধু॥
সুদাম রাখিলা নাম দারিদ্র্যভঞ্জন।
ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন॥
দর্পহারী নাম রাখে অর্জ্জুন সুধীর।
পশুপতি নাম রাখে খগরাজবীর[২]॥
যুধিষ্ঠির নাম রাখে দেব যদুবর।
বিদুর রাখিলা নাম কাঙ্গালের ঠাকুর॥
বাসুকী রাখিলা নাম দেব সৃষ্টিস্থিতি।
ধ্রুবলোকে নাম রাখে ধ্রুবের সারথি॥
নারদ রাখিলা নাম ভক্ত-প্রাণধন।
ভীষ্মদেব নাম রাখে লক্ষ্মী-নারায়ণ॥
সত্যভামা নাম রাখে সত্যের সারথি।
জাম্বুবতী নাম রাখে দেব যোদ্ধাপতি॥
বিশ্বামিত্র রাখে নাম সংসারের সার।
অহল্যা রাখিলা নাম পাষাণ-উদ্ধার॥
ভৃগুমুনি নাম রাখে জগতের হরি।
পঞ্চমুখে রামনাম জপে ত্রিপুরারি॥
কুঞ্জকেশী নাম রাখে বলি সদাচারী।
প্রহ্লাদ রাখিলা নাম নৃসিংহ মুরারি॥
দৈত্যারি দ্বারকানাথ দারিদ্র্য-ভঞ্জন।
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ॥
স্বরূপে সভার হয় গোলোকেতে স্থিতি।
বৈকুণ্ঠে ক্ষীরোদশায়ী কমলার পতি॥
রসময় রসিক নাগর অনুপাম।
নিকুঞ্জবিহারী হরি নবঘনশ্যাম॥
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর।
তারকব্রহ্ম সনাতন পরম ঈশ্বর॥
কল্পতরু কমললোচন হৃষীকেশ।
পতিতপাবন গুরু জ্ঞান উপদেশ॥
চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেব চক্রপাণি।
দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি॥
অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥
শঙ্খভরি সুবর্ণ[১] গোকোটি করহ[২] দান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণনামের সমান॥

১। বসুদেব রাখি আইল নন্দের মন্দিরে।
২। গরুড় মহাবীর—পাঠান্তর।

১। শতভার সুবর্ণ। ২। কন্যা—পাঠান্তর।

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥*
ব্রহ্মা আদি দেব যারে ধ্যানে নাহি পায়।
সে হরি বঞ্চিত হৈলে কি হবে উপায় ॥
হিরণ্যকশিপুর উদরবিদারণ।
প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা দেব নারায়ণ ॥
বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ ॥
অষ্টোত্তরশত নাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কর নন্দের নন্দন।
মথুরায় কংসধ্বংস লঙ্কায় রাবণ ॥
বকাসুর বধ আদি কালিয়দমন।
দ্বিজ হরিদাস কহে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥

১১৫ পদ। যথারাগ।

প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগসার।
হরিনাম সংকীর্ত্তন যাহাতে প্রচার
কলি ঘোর-পাপাচ্ছন্ন অন্ধকারময়।
পূর্ণশশধর ভেল চৈতন্য তাহায় ॥
শচী-গর্ভসিন্ধু মাঝে চন্দ্রের প্রকাশ।
পাপ তাপ দূরে গেল তিমিরবিনাশ
ভকত-চকোর তায় মধুপান কৈল
অমিয়া মথিয়া তাহা বিস্তার করিল
পূর্ণকুম্ভ নিত্যানন্দ অবধৌতরায়।
ইচ্ছা ভরি পান কৈলা অদ্বৈত তাহায় ॥
ঢালিয়া ঢালিয়া খায় আর যত জন।
প্রেমদাতা নিতাইচাঁদ পতিতপাবন ॥
প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্য গোসাঞী।
নদী নালা সব আসি হৈল একঠাঁই ॥

পরিপূর্ণ হৈয়া বহে প্রেমামৃত ধারা।
হরিদাস পাতিল তাহে নাম নৌকা পারা ॥
সংকীর্ত্তন-ঢেউ তাহে তরঙ্গ বাড়িল।
ভকত-মকর তাহে ডুবিয়া রহিল ॥
তৃণকপি ভাসে যত পাষণ্ডীর গণ।
ঘাঁকরে পড়িয়া তারা ভাবে মনে মন ॥
হরিনামের নৌকা করি নিতাই সাজিল।
দাঁড় ধরি হরিদাস বাহিয়া চলিল ॥
প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি গেল যবে।
কূল পাব বলি কেহ নৌকা ধরে লোভে ॥
চৈতন্যের ঘাটে নৌকা চলিল যখন।
হাটের পত্তন নিতাই রচিল তখন ॥
ঘাটের উপরে হাট খানা বসাইল।
পাষণ্ড-দলন নাম নিশান গাড়িল ॥
চারিদিকে চারিরস কুঠরি পুরিয়া।
হরিনাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়া ॥
চৌকীদার হরিদাস ফুকারে ঘনে ঘন।
হাট করি বেচে কিনে যার যেই মন ॥
হাটে বসি রাজা হৈল প্রভু নিত্যানন্দ।
মুচ্ছদ্দি হইল তাহে মুরারি মকুন্দ ॥
চৈতন্য ভাণ্ডারী আর পণ্ডিত গদাই।
অদ্বৈত মুন্‌সি ভেল দামোদর পরখাই ॥
প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরী ॥
ঠাকুর অভিরাম আইলা হাসিয়া হাসিয়া।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈয়া ফিরেন গর্জ্জিয়া ॥
আর যত ভক্ত আইল মণ্ডলি করিয়া।
হাট মধ্যে বৈসে সব সদাগর হইয়া ॥
দাঁড়ি ধরি গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
তৌল করি ফিরেন প্রেম যার যত দূর ॥
শ্রীবাস শিবানন্দ লিখেন দুই জন।
এইমত প্রেম-সিন্ধু-হাটের পত্তন ॥
সংকীর্ত্তনরূপ মদ হাটে বিকাইল।
রাজ-আজ্ঞামতে বংশী-আদি পান কৈল ॥
পান করি মত্ত সবে হইল বিভোল।
নিতাই চৈতন্যের হাটে হরি হরি বোল ॥

* এই চিহ্নের পর কোন কোন গ্রন্থে এই চারি পংক্তি আছে :—
"শুন শুন ওরে ভাই নাম সংকীর্ত্তন।
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন ॥
কৃষ্ণ নাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥"

দীনহীন দুরাচার কিছু নাহি মানে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিলা জনে জনে ॥
এই মত গৌড়দেশে হাট বসাইয়া।
নীলাচলে বাস কৈলা সন্ন্যাস করিয়া ॥
তাহা যাঞা কৈল প্রভু প্রতাপ প্রচুর।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দর্প কৈলা চুর ॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈলা গৌরহরি।
রামানন্দ সঙ্গে দেখা তীর্থ গোদাবরী ॥
হাট করি লেখা জোখা তুমার করিয়া।
রামানন্দের কণ্ঠে থুইল ভাণ্ডার পূরিয়া ॥
সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিলা।
ভাণ্ডার স্মউরি রূপ মোহর করিলা ॥
মোহর লইয়া রূপ করিলা গমন।
প্রভু পাঠাইল তাঁরে শ্রীবৃন্দাবন ॥
তাঁহা যাঞা কৈলা রূপ টাকশাল পত্তন।
কারিগর আইল যত স্বরূপের গণ ॥
কারিগর হঞা রূপ অলঙ্কার কৈলা।
ঠাকুর বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিলা ॥
সোহাগা মিশ্রিত কৈলা রস পরখিয়া।
গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া ॥
পাঁজা করি শ্রীরূপ গোসাঞী যবে থুইলা।
শ্রীজীব গোসাঞী তাহা গড়ন গড়িলা ॥
থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল।
সদাগর হৈয়া কেহ বেতন লইল ॥
নরোত্তমদাস আর শ্রীশ্রীনিবাস।
অলঙ্কার ঝালাইয়া করিল প্রকাশ ॥
এই রস বশ দেখি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লোক অনুসারে মিলে রূপের কৃপায় ॥
শ্রীগুরুকৃপায় ইহা মিলিবে সর্ব্বথা।
সংক্ষেপে কহিব কিছু এই সব কথা ॥
প্রেমের হাট প্রেমের বাট প্রেমের তরঙ্গ।
প্রেমাধীন গৌরচন্দ্র পূর্ব্বলীলারঙ্গ ॥
প্রেমের সাগরে হংস শ্রীরূপ হইল।
ক্ষীর নীর রত্নমণি পৃথক্ করিল ॥
মুঞি অতি ক্ষুদ্র জীব অতিমন্দ ছার।
কি জানি চৈতন্যলীলা সমুদ্র পাথার ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পদ হৃদয়েতে ধরি।
চৈতন্যের হাটে নিত্য ঝাড়ুগিরি করি ॥
করুণাসাগর মোর গৌর নিত্যানন্দ।
দাস নরোত্তম কহে হাটের প্রবন্ধ ॥

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

(পূর্ব্ব-পূর্ব্বপদকর্ত্তাদিগের গুণানুবাদ)

১ পদ। মঙ্গল।

বিদ্যাপতিপদযুগল-সরোরুহ-নিঃস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মছু মানস মাতল মধুকর
পিবইতে করু অনুবন্ধে॥
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিকশিরোমণি নাগর নাগরী
লীলা স্ফুরব কি মোয়॥ ধ্রু॥
জনু বাঙন করে ধরব সুধাকর
পঙ্গু চরে গিরিশিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে দশদিক্ খোজব
মিলব কল্পতরু নিকরে॥
শুনত অন্ধ করত অনুবন্ধহুঁ
ভকত নখরমণি ইন্দু।
কিরণঘটায় উদিত ভেল দশদিশ
হাম কি না পায়ব বিন্দু॥
সেই বিন্দু হাম যেথানে পাওব
তৈখনে উদিত নয়ান।
গোবিন্দদাস অতএ অবধারণ
ভকত কৃপা বলবান্॥

২ পদ। মায়ুর।

কবি বিদ্যাপতি মতিমানে।
যাক গীতে জগত চিত চোরায়ল
গোবিন্দ গোরী সরস রসগানে॥ধ্রু॥
ভুবনে আছয়ে যত ভারতী বাণী।
তাকর সার সারপদ সঞ্চরি
বাঁধল গীত কতহুঁ পরিমাণি॥
যো সুখসম্পদে শঙ্কর ধনিয়া।
সো সুখ সার হার সব রসিকহি
কণ্ঠেহি কণ্ঠ পরাওল বনিয়া॥
আনন্দে না ধরয়ে থেহা।
সো আনন্দরস জগ ভরি বরিখল
বিদ্যাপতি-রস-মেহা॥
যত যত রস-পদ কয়লহি বন্ধে।
কোটিহি কোটি শ্রবণ পর পাইয়ে
শুনইতে আনন্দে লাগই ধন্দে॥
সো রস শুনি নাগর বর নারী।
কিয়ে কিয়ে করে চিত চমকয়ে ঐছন
রসময় চম্পু বিসারি॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দে।
এসুখ সম্পদ রহইতে আনমন
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে॥

৩ পদ। কেদার।

বিদ্যাপতি কবিভূপ।
অগণিত গুণজন- রঞ্জন ভণব কি
সুখময় কি পীরিতি মুরতি রস-কূপ॥ ধ্রু॥
শিশু-সময়াবধি অধিক পরাক্রম
বিরচিল দেবচরিত বহু ভাতি।
কোই করল উপ- দেশ পরম রস
উলসিত তাহে নিরত রহুঁ মাতি॥
শ্রীশিবসিংহ নৃপতি লছিমাপ্রিয়
অতুল মিলন যশ বিদিতহি ভেল।
শ্যামর গৌরী কেলি মণিসম্পুট
যতনে উঘারি ভুবন ধনি কেল॥
মরি মরি যাক গীত নব অমিয়
পিবি পিবি জীবই রসিক-চকোর।
নরহরি তাক পরশ নাহি পাওল
বুঝিব কি ও রস মঝু মতি থোর॥

৪ পদ। ধানশী।

জয় বিদ্যাপতি কবিকুলচন্দ।
রসিক সভাভূষণ সুখ কন্দ॥
শ্রীশিবসিংহ নৃপতি সহ প্রীত।
জগতব্যাপী রহ বিশদ চরিত॥
লছিমা গুণহি উপজে বহু রঙ্গ।
বিলসয়ে রূপ নারায়ণ সঙ্গ॥
বৃন্দাবন নব কেলি বিলাস।
করু কত ভাতি যতনে পরকাশ॥
শ্রীগোকুল-বিধু গৌরকিশোর।
গণ সহ যাক গীতরসে ভোর॥
নরহরি ভণ অরু কি কহ তায়।
অনুখন মন জনু রহে তছু পায়॥

৫ পদ। ধানশী।

জয় বিদ্যাপতি কবি বিদ্যাপতি ভূপ।
যাক সরস রস-পদ অপরূপ॥
লছিমারূপিণী রাধা ইষ্ট বস্তু যার।
যারে দেখি কবিতা স্ফুরয়ে শত ধার॥
পঞ্চ গৌড়েশ্বর শিবসিংহ রায়।
রাজ-কবি করি যারে রাখিলা সভায়॥
সরস সালঙ্কার শবদনিচয়।
যাহার রসনা অগ্রে সতত স্ফুরয়॥
কবিতা-বনিতা যাবে করিলেক পতি।
নরহরি কহে ধন্য কবি বিদ্যাপতি॥

৬ পদ। ধানশী।

জয়তি বিদ্যাপতি কবিকুলচন্দ।
ধনি বহু রস-পদ অমিয় সুছন্দ॥
তপনজা-তীরে ধীর ধীর সমীরে।
যত লীলা হোয়ল কুঞ্জকুটীরে॥
রাধা কানুক সো সব লীলা।
বিবিধ ছন্দোবন্ধে যো বরণিলা॥
যো পদ স্বরূপ রামানন্দ সহ।
গৌর পহুঁ আস্বাদিল অহরহ॥
যৈছে কুসুম মাহা পারিজাত ফুল।
তৈছে বিদ্যাপতি পদহুঁ অতুল॥
কাব্যগগনে যোই যৈছন রবি।
তছু যশ বরণব কৈছে কানু কবি॥

৭ পদ। সিন্ধুড়া।

দ্বিজকুলসুত, রসময় চিত, জয় জয় চণ্ডীদাস।
মধুর মধুর, শবদে গাইলা, যুগল রসের ভাষ॥
কিবা অপরূপ, কবিতামাধুরী, আখর পিরীতি মাখা।
অমিয়া ছানিয়া, দিলা বিতরিয়া, অনুপ বচন ভাখা॥
বরজযুগল, পিরীতির খনি, সে মুখ শরদশশী।
কবিতাপঠনে, হেন লয় মনে, চিত যায় যেন খসি॥
বাশুলী আদেশে, যুগল পিরীতি, গাইলা সে কবিচন্দ।
রস কবিকুল মত্ত মধুকর, পীয়ে ঘন মকরন্দ॥
নিতাই-আদেশে, পরসাদ দাসে, গাইবে ব্রজবিলাস।
চরণসরোজে, শরণ লইনু, সফল করহ আশ॥

৮ পদ। ভাটিয়ারি।

চণ্ডীদাস চরণ- রজ চিন্তামণিগণ
শিরে করি ভূষা।
শরণাগত জনে হীন অকিঞ্চনে
করুণা করি পূরব আশা॥
হরি হরি তব মঝু অকুশল যাব।
রসিক মুকটমণি প্রেম ধনেহি ধনী
কৃপা-নিরীখণ যব পাব॥ ধ্রু॥
হৃদয় শোধি মোহে ঐছে প্রবোধবি
যৈছে ঘুচয়ে আঁধিয়ার।
শ্যামর গৌরী বিলাস রস কিঞ্চিত
মঝু চিতে করু পরচার॥
দুহুঁক চরিত বদন ভরি গাওব
রসিক ভকতগণ পাশ।
ক্ষম অপরাধ সাধ মঝু পূরহ
কহ দীন গোবিন্দদাস॥

৯ পদ। ধানশী।

কবিকুলে রবি, চণ্ডীদাস কবি, ভাবুকে ভাবুকমণি।
রসিকে রসিক, প্রেমিকে প্রেমিক, সাধকে সাধক গণি॥
উজ্জ্বল কবিত্ব, ভাষার লালিত্য, ভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে, সুখে ভাষা ফুটে, উভয় অধীন যেন॥
সরল তরল, রচনা প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণেতে ভরা।
যেই পশে কাণে, সেই লাগে প্রাণে, শুনামাত্র আত্মহারা॥
রামতারা ধনী, রাধা স্বরূপিণী, ইষ্ট বস্তু যাঁর হয়।
যাঁহার দরশে, চণ্ডী রসে ভাসে, কবিতার স্রোত বয়॥
হয় নাই হেন, না হইবে পুনঃ, হেন রস-পদ ভবে।
দীন কানু দাসে, রাখ পদপাশে, নামের ঘোষণা রবে॥

১০ পদ। মঙ্গল।

জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যাক, যশ রসায়ন, গাওত জগত জনে॥
নান্নুর গ্রামেতে, নিশা সময়েতে, বাশুলী প্রসন্ন হৈয়া।
রাই কানু দুহুঁ, নওল চরিত, কহয়ে নিকটে গিয়া॥
শুনি ভাবে মনে, জানি পুন দেবী, কহে কি চিন্তহ চিতে।
সুখময়ী তারা ধুবলীদরশে, ফুরিবে বিবিধ মতে॥
ইহা শুনি নিশি, প্রভাতে চলিল, প্রণমি বাশুলী পায়।
ধুবলীদরশ রসে ফুরে সব, কি দিব তুলনা তায়॥
চণ্ডীদাস হিয়া ধুইল ধুবলী প্রেমেতে পড়িল বাঁধা।
রাই-কানুগুণে, ঝুরে দিবানিশি, ঘুচিল সকল ধাঁধা॥
ধুবলী মহিমা, সীমা জানাইল, ধন্য সে বাশুলী দেবী।
নরহরি কহে, পাইল দুলহ প্রেম চণ্ডীদাস কবি॥

১১ পদ। মঙ্গল।

বিপ্রকুলে ভূপ, ভুবনে পূজিত, যুগল পিরীতিদাতা।
যার তনু মন, রঞ্জন না জানি, কি দিয়া গড়িল ধাতা॥
সতত ভকতি, রসে ডগমগ, চরিত বুঝিবে কে।
যাহার চরিতে, ঝুরে পশু-পাখী পিরীতে মজিল যে॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ, কেলিবিলাস যে, বর্ণিল বিবিধ মতে।
কবিবর চারু, নিরুপম মহী ব্যাপিল যাহার গীতে॥
শ্রীনন্দনন্দন, নবদ্বীপপতি, শ্রীগৌর আনন্দ হৈয়া।
যার গীতামৃত, আস্বাদে স্বরূপ, রায় রামানন্দ লৈঞা॥
পরম পণ্ডিত, সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব, জিনিয়া যাহার গান।
অনুখন কীর্ত্তনানন্দে মগন, পরম করুণাবান্॥
বৃন্দাবনে রতি, যার তার সঙ্গে, সতত সে সুখে ভোর।
রসিক জনের প্রাণধন, গুণ বর্ণিতে নাহিক ওর॥
চণ্ডীদাস পদে যার রতি সেই পিরীতি মরম জানে।
পিরীতিবিহীন জনে ধিক রহু দাস নরহরি ভণে॥

১২ পদ। মঙ্গল।

জয় জয় চণ্ডীদাস গুণভূপ।
দ্বিজকুল কমলবন্ধু কবিমণ্ডলমণ্ডিত
মহী মাধুরী অপরূপ॥ ধ্রু॥
পরম সরল হিয় প্রবল প্রেমময়
বাশুলী দেবী দেওল উপদেশ।
নিরুপম গৌরী শ্যামরস পিবইতে
বাঢ়ল নিশি দিশি উলাস অশেষ॥
মরি মরি কি রীতি পিরীতিরস শশধর
তারা সহ রস কো করু ওর।
বিরচয়ে ললিত গীত শুনইতে ইহ
অখিল ভুবন-নরনারী বিভোর॥
রসিক সকল সহ সংকীর্ত্তনরত
রাধামোহন চিত উমতায়।
বিদিত চরিত চিত্র ভণ নরহরি
পামর মন কি রহব তছু পায়॥

১৩ পদ। সুহই।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি দুহুঁ জন পিরীতি
প্রেমমুরতিময় কাঁতি।
যে করিল দুই জন লীলাগুণবর্ণন
নিতি নিতি নব নব ভাতি॥
দুহুঁ গুণ শুনি চিত দুহুঁ উৎকণ্ঠিত
দুহুঁ দোহাঁ দরশন লাগি।
দোহার রসিক পণ শুনি শুনি দুই জন
দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহু জাগি॥
নিজ নিজ-গীত লিখি বহু ভেজল
তাহে অতি আরতি ভেল।

রাধা-কামুক প্রেমরসকৌতুক
তাহে মগন ভৈগেল॥
নিজ নিজ সহচর রসিক ভকতবর
তাসঞে করত বিচার।
তাহে নিতি নবীন পরম সুখ পায়ত
আনন্দ প্রেম অপার॥
রূপনারায়ণ বিজয় নারায়ণ
বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
মিলন ভাবি দুহুক রুক্ষ বর্ণন
তছু পদ-কমল-ভৃঙ্গ॥

১৪ পদ। যথারাগ।

চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতিগুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি শুনি, চণ্ডীদাসগুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল, বিদ্যাপতি চলি গেল॥ ধ্রু॥
চণ্ডীদাস তব, রহই না পারিয়ে চলল দরশন লাগি।
পন্থহি দুহুঁ জন, দুহুঁ গুণ গাওত, দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহুঁ জাগি॥
দৈবহি দুহুঁ দোঁহা, দরশন পাওল, লখই না পারই কোই।
দুহুঁ দোঁহা নাম, শ্রবণে তহি জানহু, রূপনারায়ণ গোই॥

১৫ পদ। যথারাগ।

বিদ্যাপতিশ্চণ্ডীদাসো জয়দেবঃ কবীশ্বরঃ।
লীলাশুকঃ প্রেমযুক্তো রামানন্দশ্চ নন্দনঃ॥
শ্রীগোবিন্দঃ কবীন্দ্রোঽন্যঃ সিদ্ধঃ কৃষ্ণঃ কবীন্দ্রকঃ।
পৃথিব্যাং ধন্যধন্যাস্তে বর্ণ্যন্তে সিদ্ধরূপিণঃ॥
এতান্ বিজবরান্ বন্দে সপ্তবারিধিতুল্যকান্।
যেষাং সংস্মৃতিমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥

১৬ পদ। মঙ্গল।

জয় জয় দেবকবি, নৃপতি-শিরোমণি, বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস, রসশেখর, অখিল ভুবনে অনুপাম॥
যাকর রচিত, মধুর রস নিরমল, গদ্যপদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত॥
যবহুঁ যে ভাব, উদয় দুহুঁ অন্তরে, তব গায়ই দুহুঁ মেলি।
শুনইতে দারু পাষাণ গলি যায়ত, ঐছন সুমধুর কেলি॥
আছিল গোপতে, যতন করি পহুঁ মোর, জগতে করল পরচার
সো রস শ্রবণে, পরশ নাহি হোয়ল, রোয়ত বৈষ্ণবদাস॥

১৭ পদ। সুহই।

জয় জয়দেব দয়াময়, পিরীতি রতনখানি।
পরম পণ্ডিত, পূজ্যগুণগণ-মণ্ডিত চতুরমণি॥
মধুর মূরতি, অতি অনুপম, বিদিত চরিত রীতি।
রসিকশেখর, সুখময় পদ্মাবতীর পরাণপতি॥
বিপ্রবংশ-অবতংস কবিভূষণ ভুবনে কে সম তার।
প্রেমরসে মহামত্ত সদা কেন্দুবিল্বীতে বসতি যাঁর॥
শ্রীরাধামাধব, সেবা সুবিগ্রহ, কেবা না হেরিয়া ভুলে।
যে রস অমিঞা, পিয়া দিবা নিশি, ভাসয়ে আনন্দজলে॥
পদ্মাবতী সহ গানে বিচক্ষণ, আনে কি উপমা সাজে।
পশু পক্ষী ঝুরে শুনিয়া গন্ধর্ব্ব কিন্নর মরু লাজে॥
যাহার রচিত শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ সুকোমল তাতে।
গোবিন্দ আনন্দে "দেহি পদ পল্লবাদি" বর্ণিলেন যাতে॥
প্রেমে মাখি রাখিলেন যেন সব এ সব অদ্ভুত ভাতি।
নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ যাহা শুনয়ে আনন্দে মাতি॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরচন্দ্র নবদ্বীপে অবতরি রঙ্গে।
যার কাব্যরস আস্বাদে স্বরূপ রায় রামানন্দ সঙ্গে॥
পর দুঃখে দুঃখী পদ্মাবতী-নাথ-পদ যে করয়ে আশ।
যুগল পিরীতি, রসে সে ভাসয়ে, ভণে নরহরিদাস॥

১৮ পদ। টোরি।

শ্রীজয়দেব কবি কবি-কুল-ভূষণ
পদ্মাবতী-হৃদয়-বিলাসী।
যছুক ইচ্ছাক্রমে নৃত্যতি সতত
বাগ্‌বাণী জনু দাসী॥
মধুর কোমল কান্তপদাবলী
যছুক লেখনি মুখে স্ফুরে।
গৌরাঙ্গসুন্দর স্বরূপ রায় সনে
আস্বাদি বাসনা পূরে॥

সাজ সজ্জা করি রাই সঙ্গিনীকো
যোই ভেজল অভিসারে।
যছু আদেশে কান্থ বৃষভান্থ স্থতাকো
ভেটত কুঞ্জ মাঝারে॥
কছু কমলিনী মানভরে অধোমুখী
কাল বয়ান নাহি হেরে।
লাঞ্ছিত নীলমণি সাজি বিদেশিনী
রাইক মান মাগি ফিরে॥
ভুবনে অতুলন যছু পদ-মণিগণ
অমিয় সদৃশ যছু ভাব।
তছু পদসরোজে মঝু মন মাতুক
চাহে ইহ গোবিন্দদাস॥

১৯ পদ। টৌরি।

শ্রীজয়দেব কবীশ্বর স্থরতরু যছু পদপল্লব-ছাহে।
তাপ-তাপিত, মঝু হৃদয় বিয়াকুল, জুড়াইতে করু অবগাহে॥
জয় জয় পদ্মাবতী-রতি-সেব।
রাধারমণ চরিতরসবর্ণনে, কবিকুলগুরু দ্বিজ দেব॥ ধ্রু॥
যদ্যপি স্থনীচ, কদাচারবাসিত চিতে জন্থ করে যব কোই।
দুর্ঘট ঘটিত, স্থহীন অধিকৃত, মহন্ত করু বলে হোই॥
তৃণ ধরু দশনে, চরণ পর নিবেদিয়ে, মঝু মানস করু পূর।
গোবিন্দদাস, কোই অধমাধম, রাই-কান্থ জন্থ ফুর॥

২০ পদ। টৌরি।

জয় জয় শ্রীজয়দেব দয়াময়, পদ্মাবতী রতিকান্ত।
রাধামাধব-প্রেম ভকতি রস, উজ্জ্বল মূরতি নিতান্ত॥
শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ স্থধাময়, বিরচিত মনোহর ছন্দ।
রাধাগোবিন্দ-নিগূঢ়লীলাগুণ, পদ্যাবলী পদবৃন্দ॥
কেন্দুবিল্লবর ধাম মনোহর, অনুখন করয়ে বিলাস।
রসিক ভকতগণ, সো সরবস ধন, অহর্নিশে রহু তছু পাশ॥
যুগল বিলাস গণ, করু আচ্ছাদন, অবিরত ভাবে বিভোর।
দাস রঘুনাথ, ইহ তছু গুণবর্ণন, কিয়ে করব নওর॥

সমাপ্ত।

তৃতীয় পরিশিষ্ট

(ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য)

দ্রুহিণ-বাহন সাধু অনুগ্রহণিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে—দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুন্ত—দুর্জ্জয়—
পললাশী বজ্রনখ—আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিল ?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর-প্রহারে,
যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।
অর্কাঙ্গেহের তলে বিদ্রুত গমনে—
(অন্তরীক্ষ-অধ্বে যথা কলম্বলাঞ্ছিত,
সুআশুগ-ইরম্মদ গমে সন্ সনে)
চতুষ্পাদ ছুচ্ছুন্দরী মর্ম্মরিয়া পাতা,
অটছে একদা. পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ-সম
নড়িছে পশ্চাৎভাগে। হায়রে যেমতি
সুশ্যামল বঙ্গগৃহে কন্যায় শরদে,
বিশ্বপ্রসূ বিশ্বম্ভরা দশভুজা কাছে,—
(স্কাভ্রীশ-আত্মজা যিনি গজেন্দ্রাস্যমাতা)
ব্যজেন চামর লয়ে ঋত্বিক্ মণ্ডলী।
কিম্বা যথা ঘটিকাযন্ত্রের দোলদণ্ড
ঘন মুহুর্মুহু দোলে। অথবা যেমতি
মধু-ঋতু-সমাগমে আর্য্যাত্মজালয়ে—
(বিষ্ণু-পরায়ণ যাঁরা) বিচিত্র দোলনে—
দারু-বিনিম্মিত-দোলে রমেশ হরষে।
কিম্বা যথা আর্কফলা নেড়া শীর্ষে নড়ে,
বাদেন মুরজ যবে হরিসঙ্কীর্ত্তনে।
সুবিরল তনুরুহে তনু আবরিত,
শোভে যথা ইন্দ্রলুপ্ত-কীট-ক্ষত মৌলী।
কিম্বা যথা বীতরুহ দ্বিরদশরীর।
লম্বোদর-বাহন মুষিকবপুঃ-সম
তব সুকুমার কান্তি নবনী-গঞ্জিত।
চারুপাদ-চতুষ্টয় গমনসময়ে
কি সুন্দর বিলোকিতে! হায়রে যেমতি
চতুর্দ্দণ্ড সহবেগে চালায় নাবিক
ক্রীড়াতরী। প্রতিপদে নখর পঞ্চম
অতি ক্ষুদ্র. সহকার-সম্ভূত কীটাণু
যথা, তাহে তির্য্যগতা সূক্ষ্মতা কিয়তী!
(বেতসদ্রুমের কিম্বা সূচ্যগ্রতনিষ্ঠ
তথা মুঞ্জ আকর্ষ্যগ্রভাগ সমতুল)

সুদীর্ঘ মস্তক, বসুমিত্রাস্য যেমতি—
কিন্তু অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। তীক্ষ্ণ রদরাজি
শ্রেণীদ্বয়ে ব্যবস্থিত বক্ত্র অভ্যন্তরে।
মৌক্তিক প্রলম্বপ্রায় শোভে ঝলমলে,
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত-প্রসাধন্যুপম
সে দশন-আবলি, সুষমা কি সুন্দর!
ত্রপিষ্ঠাতরুণ্যম্বক-তুল্য নেত্রযুগ;
উন্মীলিত কিম্বা মুকুলিত বোধাতীত।
সুকোমল মধ্যাহ্নার্ক—মরীচিনিকর
অসহ্য সে দৃশে;—হায় দ্বিষাম্পতিতেজঃ
দিবাভীত-নেত্র যথা না পারে সহিতে;
পদ্মগন্ধে! বপুগন্ধে দিক্ আমোদিত
করিয়া গমিছ কোথা? তোমার সৌরভে
দ্রাক্ষাত্মজা শীধুসতী গুরু বলি মানে;
দাস-রাজ-তনয়া সুরভিগন্ধি তব
শরীর-সুরভি যদি লভিতেন কভু,
পরিবরতিয়া স্বীয় পদ্মগন্ধা নাম
লইতেন পূতিগন্ধা-আখ্যান বিষাদে
(বিসর্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে)।
মুনুষভ পরাশর জীবিত থাকিলে,
সত্যবতী ত্যজি পাণি পীড়িতেন তব
জগতের হিত হেতু মলাদন করি
পেয়েছ সুগন্ধ; যথা ব্যোমকেশ শূলী
অজর-শিবার্থ তীব্র বিষ অশনিলা।
নিরমিতে, ভামিনি! কি সূতিকা-আগার
শৈবালাহরণ জন্য অট ইতস্ততঃ?
পর্ণশালা বিরচিতে সৌমিত্রি-কেশরী—
মহেষ্বাস—উর্ম্মিলা-বিলাসী অটবীতে
আহরিলা পত্রচয় যথা ত্রেতাযুগে।
যাও ধনি যাও চলি বসুধা-গরভে
ত্বরিত, নতুবা নাশ করিবে বায়সে।
হায়রে গরাসে যথা আশী-বিষ ক্রূর
মণ্ডূকেরে; সৈংহিকেয় অথবা যেমতি
পৌর্ণমাসী অন্তে গ্রাসে অত্র্যক্ষিসম্ভবে;
কিম্বা মিত্রবর্ণ যশ হরে মধু যথা।
ইতি ছুচ্ছুন্দরীবধে কাব্যে প্রস্তাবনানাম
প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

মাইকেল মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁহার 'মেঘনাদবধ-কাব্য' রচনা করেন। এই নূতন ছন্দের কবিতা-গ্রন্থ লইয়া সে সময় বাঙ্গালা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে বেশ একটু আন্দোলন আলোচনা চলিতেছিল। জগদ্বন্ধুবাবু যশোহরে অবস্থানকালে মেঘনাদবধ কাব্যের অনুকরণে "ছুছুন্দরীবধ কাব্যের" প্রথম সর্গ রচনা করেন। ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ১২ই আশ্বিনের অমৃতবাজার পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ উহা পাঠ করিয়া মোহিত হন এবং মাইকেল মধুসূদনকে পড়িতে দেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং বলেন, "আমার মেঘনাদবধ একদিন হয় ত বাঙ্গালা সাহিত্য হইতেও বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু ছুছুন্দরীবধ কাব্য চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে।"

স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইহার ভূমিকায় মুদ্রিত হইবার পর, তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত প্রসাদকুমার ভদ্র এবং তাঁহার সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন মহাশয়দ্বয় জগদ্বন্ধুবাবুর জীবনী সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় ১২৪৮ বঙ্গাব্দের (১৮৪২ খ্রীঃ অব্দ) ১৫ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার পাণকুণ্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামকৃষ্ণ, গ্রহবৈগুণ্যে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া অতি কষ্টে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এই জন্ম জগদ্বন্ধু নিয়মমত লেখাপড়া করিতে পারেন নাই। তৎসত্ত্বেও তিনি ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন ও ১৮৬৪ খ্রীঃ এল এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও কোন বৃত্তি পান নাই বলিয়া পাঠ বন্ধ করিতে বাধ্য হন।

এই সময় স্কুল-ইনেস্‌পেক্টর বেলেট সাহেবের অনুগ্রহে জগদ্বন্ধু প্রথমে কুমিল্লা স্কুলে ত্রিশ টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন এবং তথা হইতে কিছুদিন পরে যশোহর জেলা স্কুলে বদলী হন। এই বিদ্যালয়ে ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে প্রথম শিক্ষকের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এখান হইতেই ১৮৯২ সালের ২৯এ মার্চ্চ তারিখে পাবনা জেলা-স্কুলের ভার গ্রহণ করেন, এবং ১৮৯৬ খ্রীঃ অঃ শেষভাগে ফরিদপুর জেলা-স্কুলে প্রথম শিক্ষকরূপে বদলী হন। এখান হইতেই তিনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অল্প সময় মধ্যেই তিনি এখানে শিক্ষক ও ছাত্রদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। পেন্সন গ্রহণ করিয়া কিছুদিন তিনি স্থানীয় ঈশান স্কুলের হেড মাষ্টারী করিয়াছিলেন। এখানে একটা ছোট বাড়ী তৈয়ার করিয়া বৎসরের অধিকাংশ সময় সেখানে থাকিতেন।

পাঠ্যাবস্থা হইতে জগদ্বন্ধুবাবু সংবাদপত্রসমূহে নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। এই প্রকারে ঢাকাপ্রকাশ, মুর্শিদাবাদের ভারতরঞ্জন, অমৃতবাজার পত্রিকা, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা, ঢাকার মিত্রপ্রকাশ ও বান্ধব প্রভৃতি সাময়িক ও মাসিক পত্রসমূহে তাঁহার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। মাসিক পত্রাদিতে বিলাপতরঙ্গিণী (মিত্রাক্ষর কাব্য), [illegible] (উপন্যাস), দুর্ভাগিনী বামা (গল্প), বিজয়সিংহ (নাটক) প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে তিনি তাঁহার একখানিও পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। 'মহাজনপদাবলী-সংগ্রহ' ক্রমে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিদ্যাপতি ভিন্ন অপর কোন পদকর্ত্তার পদাবলী প্রকাশিত হয় নাই। দেড় সহস্রেরও অধিক গৌরলীলা প্রভৃতি বিষয়ক পদ-সংগ্রহ গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে প্রকাশ করিয়া তিনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কিছুকাল পরে দেশের বাড়ীতে অবস্থানকালে সাংসারিক সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক তিনি অমরধামে গমন করেন।